مختصر صحيح البخاري

মুখতাসার সহীহ আলবুখারী

للإمام/ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف رحمه الله

মূলঃ

ইমাম যাইন উদ্দীন আহমাদ বিন আব্দুল লতীফ আয্ যুবাইদী (রঃ)

ترجمة:

الشيخ/ محمد عبد الله شاهد

অনুবাদঃ

শায়খ মোঃ আব্দুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী

(লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম. এম. এম. এ. ফার্স্ট ক্লাশ)

المراجعة والتعليق:

الشيخ/ عبد النور بن عبد الجبار

الشيخ/ أجمل حسين بن عبد النور

محمد عبد الجليل محمد شمس العالم

সম্পাদনায়

শায়খ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জাব্বার

শায়খ আজমাল হোসাইন বিন আব্দুন নূর

মুহাঃ আব্দুল জলীল মুহাঃশামসুল আলম

الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ

প্রথম প্রকাশঃ ২০১৫ইং

للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وام الحمام

ইসলামী দাওয়া সেন্টার উম্মুল হামাম রিয়াদ সৌদিআরব

مختصر صحيح البخاري

মুখতাসার সহীহ আলবুখারী

للإمام/ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف رحمه الله

মূলঃ

ইমাম যাইন উদ্দীন আহমাদ বিন আব্দুল লতীফ আয্ যুবাইদী (রঃ)

ترجمة:

الشيخ/ محمد عبد الله شاهد

অনুবাদ:

শায়খ মোঃ আব্দুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী

(লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম. এম. এম. এ.ফার্স্ট ক্লাশ)

المراجعة والتعليق:

الشيخ/ عبد النور بن عبد الجبار

الشيخ/ أجمل حسين بن عبد النور

محمد عبد الجليل محمد شمس العالم

সম্পাদনায়

শায়খ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জাব্বার

শায়খ আজমাল হোসাইন বিন আব্দুন নূর

মুহা: আব্দুল জলীল মুহা:শামসুল আলম

الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ

প্রথম প্রকাশঃ ২০১৫ইং

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وام الحمام

ইসলামী দাওয়া সেন্টার উম্মুল হামাম রিয়াদ সৌদিআরব

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মৃত্যুবরণের পূর্বেই কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম"। (সূরা মায়েদাঃ ৩)

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি। আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন যেমন অহী তেমনি তাঁর রাসূলের হাদীছও এক প্রকার অহী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের খেয়াল-খুশী মত কোন কথাই বলতেন না। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾

"এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। তা (কুরআন) অহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা নাজমঃ ৩-৪)

সুতরাং অনুসরণের দিক থেকে হাদীছ কুরআনের মতই। হাদীছ ব্যতীত কোন মুসলিমের পক্ষে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ্ কুরআনের অনেক স্থানেই রাসূলের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (সূরা নিসাঃ ৫৯) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলঃ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" (সূরা আল-ইমরানঃ ৩১) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"অতএব, যারা তাঁর নবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে।" (সূরা নূরঃ ৬৩) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿وَمَآاٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো"। (সূরা হাশরঃ ৭) আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনীতে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে"। (সূরা আহযাবঃ ২১) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবেনা এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে"। (সূরা নিসাঃ ৬৫) আল্লাহ তাআলা সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

"যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে দেন, তখন কোন ঈমাদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়"।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও অসংখ্য হাদীছে উম্মতকে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

«فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম গোমরাহী"। (আবু দাউদ, তিরমিজী, হাদীছটি সহীহ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেনঃ

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেনঃ

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

"আমাকে কুরআন ও তার অনুরূপ বস্তু দান করা হয়েছে। (আবু দাউদ, ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেনঃ

«إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه»

"আমি তোমাদের মাঝে এমন বিষয় রেখে যাচ্ছি যত দিন তোমরা তার অনুসরণ করবে ততদিন তোমরা গোমরাহ হবেনা। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হচ্ছে তাঁর নবীর সুন্নাত। অত্র হাদীছের ভাষা থেকে বুঝা যাচ্ছে হাদীছকে বাদ দিয়ে কুরআন মানলে কিংবা কুরআন ছেড়ে দিয়ে শুধু হাদীছ মানা হলে সীরাতে মুস্তাকিম থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হতে হবে। সুতরাং হাদীছ যেহেতু দ্বীনের দু'টি মূলনীতির মধ্যে একটি মূলনীতি, তাই সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগসমূহে আলেমগণ হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলনে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

হাদীছ ছাড়া ইসলামের প্রথম মূলনীতি কুরআন বুঝার কোন সুযোগ নেই। যুগে যুগে যারাই হাদীছ ছাড়া কুরআন বুঝতে চেষ্টা করেছে তারাই গোমরাহ হয়েছে। কুরআন থেকে হাদীছকে আলাদা করার কারণেই সকল বাতিল ফির্কার উৎপত্তি হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন বলেই ইসলামের শত্রুরা আজ পর্যন্ত কুরআনের মধ্যে কোন প্রকার বিকৃতি সাধন করতে পারেনি। আর সুন্নাতের হেফাজতের দায়িত্ব সরাসরি না নেয়ার কারণে এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব এই উম্মতের উপর ছেড়ে দেয়ার কারণে ইসলাম বিদ্বেষীরা সুন্নাতের মধ্যে ভেজাল ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে হাজার হাজার জাল হাদীছ রচনা করে তাদের মাঝে ছেড়ে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে উম্মতের বিজ্ঞ আলেমগণ তাদের এই ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীছগুলো বিলুপ্ত হওয়া এবং জাল ও যঈফের সাথে মিশে যাওয়া থেকে উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে মুসলিম জাতি আজ হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ আকারে হাতে পেয়েছে।

যে সমস্ত মুহাদ্দিছ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র সুন্নাতের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম বুখারীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম শুধু সহীহ হাদীছের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার কাজে আত্মনিয়োগে সার্থক ভূমিকা রাখেন। লক্ষ লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই ও বাছাই করে অত্যন্ত কঠিন শর্তে এক অভিনব পদ্ধতিতে দীর্ঘ ১৬ বছর কঠোর সাধনা করে মুসলিম জাতিকে চার হাজার হাদীছ সম্বলিত সহীহ বুখারী উপহার দেন। সকল যুগের সকল আলেমের নিকট কিতাবটি সমাদৃত হয়। সকলেই এক বাক্যে এটিকে আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এই কিতাবটি বুঝতে ও ছাত্রদেরকে তা পাঠ দানে সক্ষম আলেমকে বড় আলেম বলে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছেন।

মুসলিম জাতির সকল ফিকহী মাজহাবের লোকগণ এই কিতাবটিকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন বলেই আলেমগণ যুগে যুগে এর প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। কেউ এর ব্যাখ্যা করছেন, কেউ এর হাদীছগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত টিকা-টিপ্পনি যুক্ত করছেন আবার কেউ সংক্ষিপ্ত করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম যাইন উদ্দীন আহমাদ বিন শিহাব উদ্দীন আব্দুল লতিফ যুবাইদী (মৃত ৮৯৩ হিঃ) সহীহ বুখারীর একটি সংক্ষিপ্ত রচনা তৈরী করেন। এর নাম

দিয়েছেন التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح। সংক্ষেপে এটিকে মুখতাসার সহীহ আলবুখারী বলা হয়। এই কিতাবটিও সহীহ বুখারীর উপর লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় মুসলিম সমাজের কাছে যথেষ্ট পরিচিতি ও সমাদর লাভ করেছে।

বর্তমান বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ বাংলাভাষী। মুসলিম জাতির বিশাল একটি সংখ্যা বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও এ ভাষায় এখনও ইসলামী কিতাবাদির পর্যাপ্ত অনুবাদ হয়নি। ইসলামে দ্বিতীয় মূলনীতি হাদীছের কিতাবগুলোর এখনও নির্ভুল অনুবাদ বের হয়নি। এর মধ্যে সহীহ বুখারীর যে সমস্ত অনুবাদ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তার কোনটিই ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এমনকি সেগুলোর কোনটির মধ্যে রয়েছে আকীদাগত মারাত্মক ভুল।

তাই সুন্নাতে রাসূলের এই মহান কিতাবটির নির্ভুল অনুবাদ প্রকাশের জন্য, ইলমে হাদীছের খেদমতে যুগে যুগে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের কাফেলায় শামিল হওয়ার নিয়তে এবং বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের পাঠাগারে সামান্য স্থান করে নেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে মুখতাসার সহীহ আল বুখারীর অনুবাদের কাজে হাত দেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাই হউক আমার এই কাজের একমাত্র লক্ষ্য।

ইতিপূর্বে বাংলায় বুখারীর যে কয়েকটি অনুবাদ হয়েছে তার প্রায় সবগুলো এবং একটি নির্ভরযোগ্য উর্দু অনুবাদ সামনে রেখে যথাসাধ্য নির্ভুল অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। সকলের বোধগম্য করার জন্য অনুবাদের ভাষা সহজ ও সরল করার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সমস্ত হাদীছ বুঝতে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে বলে মনে করেছি তাতে সংক্ষিপ্ত টিকাও যুক্ত করেছি। লেখালেখিতে নবীন এবং ইলমী যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব থাকার কারণে আমার অনুবাদেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। কারও কাছে কোন ভুল ধরা পড়লে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করার আবেদন রইল। কিতাবটি যদি বাংলাভাষী মুসলিমদের কাছে সমাদৃত হয় এবং দ্বিতীয়বার ছাপানোর প্রয়োজন পড়ে তাহলে পরবর্তীতে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

হে আল্লাহ্! তুমি আমার এই খেদমতকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করো এবং পরকালে এটিকে আমার নাজাতের উসীলা করো। এই কাজে যারাই আমাকে সহযোগিতা, পরামর্শ ও সাহস দিয়েছেন তাদেরকেও উত্তম বিনিময় দান করো। তোমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর পরিবার, তাঁর সকল সাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত তোমার রহমত বর্ষণ করো। আমীন

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
২১ / ৩ / ১৪৩৩ হিঃ
যোগাযোগঃ ashahed1975@gmail.com
মোবাইলঃ সৌদি আরব +৯৬৬৫০৩০৭৬৩৯০
বাংলাদেশ +৮৮০১৭৩২৩২২১৫৯

ইমাম বুখারী (রঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

ইমাম বুখারী (রঃ) হচ্ছেন সমকালীন মুহাদ্দিছদের ইমাম হাফেয আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরা বিন বারদিযবাহ আলজু'ফী। তাঁকে আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীছও বলা হয়। ১৯৪ হিঃ সালের ১৩ই শাওয়াল জুমআর রাত্রিতে তিনি বুখারা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

শৈশব কাল ও জ্ঞান অর্জনঃ

শিশুকালেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। দশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে তিনি জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেন। শৈশব কালে মক্তবে লেখাপড়া করার সময়ই আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে হাদীছ মুখস্ত ও তা সংরক্ষণ করার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। ১৬ বছর বয়সেই হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো পাঠ সমাপ্ত করেন।

তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছোট বেলায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এতে তাঁর মাতা আল্লাহর কাছে খুব ক্রন্দন করেন এবং স্বীয় সন্তানের দৃষ্টি শক্তি ফেরত দেয়ার জন্য তাঁর কাছে অবিরাম দুআ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁর মা স্বপ্নে দেখলেন যে আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেনঃ ওহে! তোমার সন্তানের দৃষ্টি শক্তি ফেরত চেয়ে আল্লাহর দরবারে তোমার ক্রন্দনের কারণে তিনি তোমার সন্তানের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি প্রকৃত ঘটনা যাচাই করার জন্য স্বীয় সন্তানের কাছে গিয়ে দেখেন সত্যিই তাঁর সন্তান সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি ফেরত পেয়েছে।

ইমাম বুখারীর স্মরণ শক্তির প্রখরতাঃ

১৮ বছর বয়সে তিনি হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গমণ করেন। মক্কায় অবস্থান করে তিনি ইলমে হাদীছের চর্চা শুরু করেন। অতঃপর তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেন এবং এক হাজারেরও অধিক মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য সারা রাত জেগে তিনি অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করতেন। তাঁর স্মৃতি শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। বলা হয় যে তিনি সনদসহ ছয় লক্ষ হাদীছের হাফেয ছিলেন। আলেমগণ তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, যে কোন কিতাবে একবার দৃষ্টি দিয়েই তিনি তা মুখস্ত করে নিতেন। তাঁর জীবনীতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন বসরার মুহাদ্দিছদের হাদীছের ক্লাশে হাজির হতেন তখন অন্যান্য ছাত্রগণ খাতা-কলম নিয়ে বসে উস্তাদের নিকট থেকে হাদীছ শুনতেন এবং প্রতিটি হাদীছই লিখে নিতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) তা করতেন না। কয়েক দিন পর তাঁর সাথীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি শুধু আমাদের সাথে বসে থাকেন কেন? হাদীছগুলো না লিখার কারণই বা কি? এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ কি? সাথীরা যখন এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকলো তখন ১৬ দিন পর তিনি বললেনঃ আপনারা আমার নিকট বারবার একই প্রশ্ন করছেন। তবে আপনারা যে সমস্ত হাদীছ লিখেছেন তা আমাকে পড়ে শুনান। বন্ধুরা তা দেখানোর পর তিনি সমস্ত হাদীছ মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন এবং আরও অতিরিক্ত পনের হাজার হাদীছ শুনালেন। অতঃপর তাঁর সাথীগণ তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবের হাদীছগুলো ইমাম বুখারীর মুখস্ত হাদীছের সাথে মিলিয়ে ভুল-ভ্রান্তি ঠিক করে নিলেন। অতঃপর তিনি বন্ধুদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ এরপরও কি তোমরা বলবে যে, আমি এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি? সে দিন থেকেই হাদীছ শাস্ত্রে তারা

ইমাম বুখারীকে প্রাধান্য দেয়া শুরু করলেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেনঃ আমার অন্তরে এক লক্ষ সহীহ হাদীছ ও দুই লক্ষ যঈফ হাদীছ মুখস্ত রয়েছে। সহীহ বুখারীর অন্যতম ভাষ্যকার কুস্তলানীর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ছয় লক্ষ হাদীছের হাফেয ছিলেন। মুহাদ্দিছ ইবনে খুযায়মা (রঃ) বলেনঃ পৃথিবীতে ইমাম বুখারী অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ এবং হাদীছের হাফেয আর কেউ জন্ম গ্রহণ করে নি। কেউ কেউ বলেনঃ খোরাসানের যমীনে ইমাম বুখারীর মত আর কেউ জন্ম গ্রহণ করেন নি।

ইমাম বুখারীর বাল্যকালের একটি ঘটনা অত্যন্ত চমকপ্রদ। তখন তিনি দশ বছর বয়সের কিশোর। এ সময় তদানিন্তন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম দাখিলীর ক্লাশে হাদীছের পাঠ গ্রহণ করছিলেন। মুহাদ্দিছ দাখিলী এই সনদে একটি হাদীছ উপস্থাপন করলেনঃ

سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم

"সুফিয়ান বর্ণনা করেন আবুয্ যুবাইর হতে আর আবুয যুবাইর বর্ণনা করেন ইবরাহীম হতে"। বালক বুখারী প্রতিবাদ করে বললেনঃ আবুয্ যুবাইর ইবরাহীম হতে হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। মুহাদ্দিছ দাখিলী তাঁকে ধমক দিয়ে বললেও তিনি দৃঢ় চিত্তে এবং সবিনয়ে আরজ করলেনঃأبو الزبير عن إبراهيم নয়: বরং زبير بن عدي عن إبراهيم । আপনি দয়া করে একবার আপনার মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখুন। এভাবে বার বার অনুরোধ করার ফলে উস্তাদের মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি মূল কিতাব দেখে ইমাম বুখারীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমার কথাই ঠিক। তখন মুহাদ্দিছ দাখিলী তার জন্য প্রাণ খুলে দুআ করলেন।

হাদীছ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণঃ

হাদীছ সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারী অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। সে সময় যে সমস্ত দেশে বিজ্ঞ মুহাদ্দিছগণ বসবাস করতেন তার প্রায় সবগুলোতেই তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও তিনি যে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মক্কা, মদীনা, ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিশর এবং আরও অনেক শহর।

বাগদাদে আগমণ ও তাঁর স্মরণ শক্তির পরীক্ষাঃ

তৎকালীন সমগ্র ইসলামী রাজ্যে যখন মুহাদ্দিছ হিসেবে ইমাম বুখারীর খ্যাতি ও পরিচিতির কথা ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই যুগের বড় বড় মুহাদ্দিছগণ তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তিনি যখন বাগদাদে আগমণ করলেন তখন চারশত মুহাদ্দিছ একত্রিত হয়ে ১০০টি সহীহ হাদীছ নির্বাচন করে তার সনদ ও মতন পাল্টিয়ে দিয়ে ১০ ভাগে বিভক্ত করে দশজন মুহাদ্দিছের হাতে সোপর্দ করলেন। অতঃপর তাঁর জন্য হাদীছের মজলিস স্থাপন করা হলো। তিনি যখন আসন গ্রহণ করলেন তখন প্রথমে একজন মুহাদ্দিছ ১০টি হাদীছ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি একটি করে সবগুলো হাদীছ পাঠ করে শেষ করলেন। প্রতিটি হাদীছ পড়া শেষ হলেই ইমাম বুখারী বলতেনঃ لاأعرفه অর্থাৎ এ ধরণের কোন হাদীছ আমার জানা নেই। এমনিভাবে ১০ জন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ১০০টি হাদীছ তাঁর সামনে পেশ করলেন। সকল হাদীছের ক্ষেত্রেই তিনি একই কথা বললেন। পরিশেষে তিনি সকলকে ডেকে উলটপালট কৃত হাদীছগুলোর প্রত্যেকটি হাদীছকে তার আসল সনদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং ঠিক করে দিলেন। হাদীছগুলোর সনদ

থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি এবং মতনসমূহ থেকে একটি শব্দও ছুটে যায়নি। এমনকি হাদীছগুলো সঠিকভাবে সাজানোতে মুহাদ্দিছগণ তাঁর কোন ভুল-ত্রুটি ধরতে পারেন নি। বলা হয় যে, সমরকন্দে যাওয়ার পরও তাঁকে একই নিয়মে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এতে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হিসেবে সকলেই তাঁকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ও ছাত্রগণঃ

ইমাম বুখারী (রঃ) থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিছ সহীহ বুখারী বর্ণনা করেছেন। খতীব বাগদাদী (রঃ) বুখারীর অন্যতম রাবী ফিরাবরির বরাত দিয়ে বলেন যে, তার সাথে প্রায় সত্তর হাজার লোক ইমাম বুখারী থেকে সরাসরি সহীহ বুখারী পড়েছেন। তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ বর্তমানে জীবিত নেই। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজী, ইমাম নাসাঈ। তিনি যাদের কাছে হাদীছ শুনেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইসহাক বিন রাহওয়াই এবং আরও অনেকেই। তিনি আটবার বাগদাদে আগমণ করেছেন। প্রতিবারই তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের সাথে দেখা করেছেন। প্রত্যেক সাক্ষাতের সময়ই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) তাঁকে খোরাসান ছেড়ে দিয়ে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী সংকলনের কারণঃ

ইমাম বুখারীর পূর্বে শুধু সহীহ হাদীছসমূহ একত্রিত করে কেউ কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। সহীহ বুখারী সংকলনের পূর্বে আলেমগণ সহীহ ও যঈফ হাদীছগুলোকে এক সাথেই লিখতেন। কিন্তু ইমাম বুখারীই সর্বপ্রথম যঈফ হাদীছ থেকে সহীহ হাদীছগুলোকে আলাদা করে লিখার কাজে অগ্রসর হন।

তিনি তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ ইসহাক বিন রাহওয়াই হতে এই মহৎ কাজের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, এক দিন আমি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়ের মসজিদে বসা ছিলাম। তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ যদি হাদীছের এমন একটি গ্রন্থ রচনা করত, যাতে শুধু সহীহ হাদীছগুলোই স্থান পাবে, তাহলে খুবই সুন্দর হতো। মজলিসে উপস্থিত সকলেই তাঁর কথা শুনলেও এ কাজে কেউ অগ্রসর হওয়ার সাহস পায় নি। ইমাম ইসহাকের কথাগুলো ইমাম বুখারীর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি সেই দিন হতেই এই মহান দায়িত্ব পালন করবেন বলে মনে মনে স্থির করলেন।

তাঁর জীবনীতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরে মাছি বসছে। তিনি এতে কষ্ট পাচ্ছেন। আর ইমাম বুখারী হাতে পাখা নিয়ে তাঁর পবিত্র শরীর থেকে মাছিগুলো তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি এই স্বপ্নের কথা সেই যুগের একাধিক আলেমের কাছে প্রকাশ করলে সকলেই বললেন যে, তুমি রাসূল (ﷺ) এর হাদীছের সাথে যে সমস্ত জাল ও বানোয়াট হাদীছ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তা থেকে সহীহ হাদীছগুলো আলাদা করবে। আলেমদের ব্যাখ্যা শুনে অবিমিশ্রিত সহীহ হাদীছ সম্বলিত একটি কিতাব রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

সহীহ বুখারী রচনায় ইমাম বুখারীর শর্ত ও সতর্কতা

ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে কেবল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীছগুলোই বর্ণনা

করেছেন। কোন হাদীছকে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য এবং তা সহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি সুস্পষ্ট করে কোন শর্তের কথা উল্লেখ না করলেও আলেমগণ তাঁর কাজের মূল্যায়ন করে নিম্নলিখিত শর্তগুলো বের করেছেনঃ

১) হাদীছের রাবী (বর্ণনাকারী) তার উপরের রাবীর সমসাময়িক হতে হবে এবং উভয়ের মাঝে সাক্ষাত হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষাত করা এবং হাদীছ শুনা প্রমাণিত হওয়া জরুরী। এই শর্তে তিনি অন্যান্য মুহাদ্দিছদের খেলাফ (ভিন্ন মত প্রকাশ) করেছেন। এই ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিমের শর্ত হচ্ছে উভয়ের মাঝে সাক্ষাত সম্ভব হলেই চলবে। জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাত হয়েছে বলে প্রমাণিত হওয়া এবং নির্দিষ্ট কোন হাদীছ শুনা জরুরী নয়।

২) রাবী ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

৩) বর্ণনাকারীকে ন্যায়পরায়ন অর্থাৎ মানুষের সাথে কথা-বার্তায় ও লেনদেনে সত্যবাদী হতে হবে।

৪) রাবী (বর্ণনাকারী) পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া।

৫) হাদীছের সনদ মুত্তাসিল হওয়া। অর্থাৎ মাঝখান থেকে কোন রাবী বাদ না পড়া।

কোন হাদীছে উপরোক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলেই ইমাম বুখারী স্বীয় কিতাবে তা লিখে ফেলেন নি। বরং প্রতিটি হাদীছ লিখার আগে তিনি গোসল করে দুই রাকআত নামায পড়েছেন এবং ইস্তেখারা করেছেন। তাঁর অন্তরে যদি হাদীছটি সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ জাগতো তাহলে সে হাদীছটি শর্ত মোতাবেক সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সহীহ বুখারীতে লিখতেন না। এইভাবে মসজিদে নববীতে বসে তিনি তা লিখা শুরু করেন এবং একটানা ১৬ বছর এই কাজে দিন-রাত পরিশ্রম করেন। লিখা শেষ করেই তাড়াহুড়া করে তা মানুষের জন্য প্রকাশ করেন নি; বরং কয়েকবার তিনি তাতে পুনঃদৃষ্টি প্রদান করেছেন, ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন এবং পরিমার্জিত করেছেন। তিনবার তিনি তা লিপিবদ্ধ করেন। সর্বশেষ লিখিত কপিটিই বর্তমানে মুসলিম জাতির নিকট অমূল্য রত্ন হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ও সমসাময়িক বিজ্ঞজন এবং বন্ধুগণের নিকট কিতাবটি পেশ করলে তাদের সকলেই তা পছন্দ করেন। যারা এই কিতাবটির প্রশংসা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আরও অনেকেই। তারা সকলেই এর সকল হাদীছকে সহীহ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদের পরে এই উম্মাত আল্লাহ্ তাআলার কিতাবের পরই এটিকে সর্বাধিক সহীহ বলে গণ্য করেছেন।

ইমাম বুখারীর দানশীলতা ও উদারতাঃ

ইমাম বুখারী প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন আবু হাতিম বলেনঃ ইমাম বুখারীর এক খণ্ড যমীন ছিল। এ থেকে তিনি প্রতি বছর সাত লক্ষ দিরহাম ভাড়া পেতেন। এই বিশাল অর্থ থেকে তিনি খুব সামান্যই নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করতেন। তিনি খুব সীমিত খাদ্য গ্রহণ করতেন। বেশীর ভাগ সময়েই খাদ্য হিসেবে শসা, তরমুজ ও সবজি গ্রহণ করতেন। সামান্য খরচের পর যে বিশাল অর্থ অবশিষ্ট থাকতো তার পুরোটাই ইলম অর্জনের পথে খরচ করতেন এবং অভাবীদের অভাব পূরণে ব্যয় করতেন। তিনি সব সময় দীনার ও দিরহামের একটি থলে সাথে রাখতেন। মুহাদ্দিছদের মধ্যে যারা অভাবী ছিলেন তাদেরকেও তিনি প্রচুর পরিমাণ দান করতেন।

তাঁর জীবনীর সাথে সম্পৃক্ত একটি স্মরণীয় ঘটনাঃ

তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি একবার একটি থলের ভিতর একহাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে হাদীছ অন্বেষণে সফরে বের হলেন। সফর অবস্থায় কোন এক চোর এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখে ফেলে এবং তা চুরি করার জন্য ইমাম বুখারীর পিছনে লাগে। কিন্তু চোর তা চুরি করার সকল প্রকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়। পথিমধ্যে ইমাম বুখারী পানি পথে ভ্রমণের জন্য জাহাজে আরোহন করলে চোরও তাঁর সাথে যাত্রা শুরু করে। সেখানেও সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরিশেষে চোর মুদ্রাগুলো চুরি করার নতুন এক কৌশল অবলম্বন করে। সে এই বলে চিৎকার করতে থাকে যে, এই জাহাজে উঠার পর আমার একহাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরি হয়ে গেছে। মুদ্রাগুলো একটি থলের ভিতর ছিল। সে থলেটির এমন ধরণ বর্ণনা করল, যা সে ইতিপূর্বে ইমামের কাছে দেখেছিল। চিৎকার ও কান্নাকাটির মাধ্যমে চোরটি জাহাজের মাঝি-মাল্লাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

মাঝি-মাল্লাগণ এক এক করে সকল যাত্রীর পকেট ও শরীর তল্লাশি করা শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে ইমাম বুখারী চিন্তা ও হতাশায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এখন যদি আমাকে তল্লাশি করা হয় তাহলে তো আমার কাছে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবে। আর আমিই চোর হিসাবে সাব্যস্ত হবো। আমি অভিযোগ অস্বীকার করলেও আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করবেনা। আর আমি যদি আজ চোর হিসেবে ধরা পড়ি তাহলে সারা দুনিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা চুরি করেছে। আমার সারা জীবনের সাধনা ব্যর্থ হবে। আমি যে সমস্ত সহীহ হাদীছ সংগ্রহ করেছি, তাও লোকেরা গ্রহণ করবেনা এবং পবিত্র ইলমে হাদীছের অবমাননা হবে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার মায়া ত্যাগ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার সিদ্বান্ত গ্রহণ করলেন।

তাই তালাশকারীগণ তাঁর শরীরে তল্লাশি চালানোর আগেই তিনি অতি গোপনে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাসহ থলেটি পানিতে ফেলে দিলেন। এরপর সকলের মাল-পত্র ও শরীর তল্লাশির এক পর্যায়ে ইমাম বুখারীর শরীরও তল্লাশি করা হলো। জাহাজের কারও কাছে কোন থলের ভিতর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেলনা।

পরিশেষে জাহাজের লোকেরা চোরকেই মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করে সকলকে হয়রানি করার শাস্তি দিলো এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকেই অপদস্ত করলেন। পরে চোর তাঁর সাথে একান্তে মিলিত হয়ে বললঃ জনাব! আপনার সাথের এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রেখেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ তোমার চক্রান্ত বুঝতে পেরে আমি তা পানিতে ফেলে দিয়েছি।

এভাবেই আল্লাহ্ তাআলা ইমাম বুখারী এবং তাঁর সংগৃহীত সহীহ হাদীছের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখলেন।

আলেমদের মূল্যায়নে সহীহ বুখারীঃ

সংক্ষিপ্তভাবে কিতাবটি সহীহ বুখারী হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও এর পূর্ণ নাম হচ্ছে الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "আল জামেউস সহীহুল মুসনাদু মিন উমরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি"। তবে কারও কারও বর্ণনায় দীর্ঘ নামটির মধ্যে শব্দের তারতম্য রয়েছে। এই কিতাবে তিনিই সর্বপ্রথম হাদীছসমূহকে আধুনিক পদ্ধতিতে সুবিন্যাস্ত করেন। কিতাবটি রচনার

জন্য তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় গমণ করেন। মসজিদে নববীতে বসে একটানা ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক সাধনার ফলশ্রুতিতে সম্পাদিত এই গ্রন্থটি সর্বযুগের সকল আলেমের নিকট সমাদৃত হয়। সমকালীন মুহাদ্দিছ ও আলেমগণ এই মহাগ্রন্থের চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিচার-বিবেচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। সমগ্র উম্মাত সর্বসম্মতভাবে এই গ্রন্থটিকে أصح الكتب بعد كتاب الله "আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল কিতাব" বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উপরে বলা হয়েছে যে, প্রায় সত্তর হাজার লোক ইমাম বুখারীর নিকট হতে এই কিতাবটি শ্রবণ করেছেন। বর্তমান মুসলিম জাহানের এমন কোন স্থান ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবেনা, যেখানে এই কিতাবটি শিক্ষা দান করা হয়না। ইসলামী শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীগণ এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন ও পাঠ দানের যোগ্যতা অর্জন করার মাধ্যমেই বড় আলেম রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকেন।

এ যাবৎ সহীহ বুখারীর যতগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ বের হয়েছে, হাদীছের অন্য কোন কিতাবের এত বেশী সংখ্যক ব্যাখ্যা গ্রন্থ বের হয়নি। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী কর্তৃক রচিত 'ফতহুল বারী' সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে আছে। কেউ কেউ সহীহ বুখারীর উপর লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ শতাধিক বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম বুখারীর শেষ জীবন ও কঠিন পরীক্ষাঃ

ইমাম বুখারীর শেষ জীবন খুব সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হয়নি। বুখারার তৎকালীন আমীরের সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হিসাবে যখন ইমাম বুখারীর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন বুখারার আমীর স্বীয় সন্ত ানদেরকে সহীহ বুখারী পড়ানোর জন্য ইমামের কাছে প্রস্তাব করলেন। আমীর আরও প্রস্তাব করলেন যে, তার সন্তানদের পড়ানোর জন্য ইমাম বুখারীকে রাজ দরবারে আসতে হবে। কারণ সাধারণ জনগণের সাথে মসজিদে বসে আমীরের ছেলেদের পক্ষে সহীহ বুখারী পড়া সম্ভব নয়।

ইমাম বুখারী তাঁর মসজিদ ও সাধারণ লোকদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাজ দরবারে গিয়ে আলাদাভাবে আমীরের ছেলেদেরকে বুখারী পড়ানোতে ইলমে হাদীছের জন্য বিরাট অবমাননাকর ভেবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি পরিস্কার জানিয়ে দিলেন যে, আমি কখনও হাদীছের ইলমকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারবোনা আর না পারবো এই মহান রত্নকে আমীর-উমারাদের দারস্থ করতে। আমীর যদি সত্যিকার অর্থে ইলমে হাদীছের প্রতি অনুরাগী হয়ে থাকেনন, তাহলে তিনি যেন তাঁর সন্তানদেরকে নিয়ে আমার মসজিদে উপস্থিত হন।

এতে আমীর ইমামের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলেন এবং ইমামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর জন্য দুনিয়া পূজারী কিছু আলেম ঠিক করলেন। আমীরের আদেশ এবং ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে তিনি জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করে নিশাপুরে চলে যান। নিশাপুরেও অনুরূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটলে পরিশেষে সমরকন্দের খরতঙ্গ নামক স্থানে চলে যান। বুখারা থেকে বের হওয়ার সময় ইমাম আল্লাহর কাছে এই দুআ করেন যে, হে আল্লাহ্! সে আমাকে যেভাবে অপমান করে বের করে দিলো তুমিও তাকে অনুরূপ লাঞ্ছিত করো। এক মাস পার হওয়ার পূর্বেই খুরাসানের আমীর খালেদ বিন আহমাদের বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে ক্ষমতা ছাড়া করলো। পরবর্তীতে বাগদাদের জেলে থাকা অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করে। শুধু তাই নয়, যারাই ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে আমীরের সহযোগীতা করেছে তারাই পরবর্তীতে লাঞ্ছিত হয়েছে।

ইমাম বুখারী সম্পর্কে আলেমদের কিছু অভিমতঃ

১) ইমাম ফাল্লাস (রঃ) বলেনঃ যে হাদীছ সম্পর্কে ইমাম বুখারী জানতেন না, সেটি হাদীছ নয়।

২) ইমাম আবু নুআইম আহমাদ বিন হাম্মাদ (রঃ) বলেনঃ ইমাম বুখারী হচ্ছেন এই উম্মতের ফকীহ। ইয়াকুব বিন ইবরাহীমও অনুরূপ বলেছেন।

৩) কোন কোন বিদ্যান ফিকহ ও হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারীকে আহমাদ বিন হাম্বাল এবং ইসহাক বিন রাহওয়াইয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪) কুতাইবা বলেনঃ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম হতে আমার নিকট অনেক লোক এসেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী যতবার এসেছেন আর কেউ এত বেশীবার আগমণ করেন নি।

৫) ইমাম আবু হাতিম রাযী বলেনঃ যে সমস্ত মুহাদ্দিছ বাগদাদে আগমণ করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী হলেন ইমাম বুখারী।

৬) ইমাম তিরমিজী (রঃ) বলেনঃ হাদীছের ইল্লত (দুর্বলতা), ইতিহাস এবং সনদ সম্পর্কে বুখারীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ইরাক এবং খোরাসানের যমীনে আর কাউকে দেখিনি।

৭) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) বলেনঃ খোরাসানের যমীনে ইমাম বুখারীর অনুরূপ আর কেউ জন্ম গ্রহণ করেন নি।

৮) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রঃ) বলেনঃ ইমাম বুখারীর সমকক্ষ আর কেউ ছিলনা।

৯) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর ও আবু বকর ইবনে আবী শায়বা বলেনঃ আমি তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি।

১০) আলী বিন হাজার বলেনঃ তাঁর মত আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

তাঁর এবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়ার কিছু বিবরণঃ

হাদীছ চর্চায় সদা ব্যস্ত থাকলেও এবাদত বন্দেগীতে তিনি মোটেও পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি প্রতি বছর রামাযান মাসের দিনের বেলায় একবার কুরআন খতম করতেন। আবার তারাবীর নামাযের পর প্রতি তিন রাত্রিতে একবার খতম করতেন। মুহাম্মাদ বিন আবু হাতিম আল ওয়াররাক বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত মোতাবেক তিনি শেষ রাতে তের রাকআত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। তিনি আরও বলেন যে, আমি তাঁর সাথে থাকা সত্ত্বেও আমাকে কখনই জাগাতেন না। আমি বলতামঃ আপনি আমাকে ঘুম থেকে কখনই জাগ্রত না করার কারণ কী? উত্তরে ইমাম বুখারী বলতেনঃ তুমি যুবক। আমি তোমার ঘুমকে নষ্ট করতে চাইনা।

সহীহ বুখারী ছাড়াও ইমাম বুখারীর আরও কয়েকটি কিতাবঃ

সহীহ বুখারী ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে রয়েছেঃ

১) আল আদাবুল মুফরাদ। (বাংলায় অনুবাদ হয়েছে)

২) তারীখুল কাবীর। এতে তিনি হাদীছের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৩) তারীখুস সাগীর। এতে তিনি রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীসহ বেশ কিছু রাবীর জীবনী উল্লেখ করেছেন।

৪) খালকু আফআলিল ইবাদ। এতে তিনি মুতাজেলাদের একটি ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন।

৫) রাফউল ইয়াদাইন ফিস্ সালাত (নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করা)।

৬) জুযউল কিরাআত খালফাল ইমাম (ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত পড়া)।

৭) কিতাবুয যুআ-ফাআস্ সাগীর।

৮) কিতাবুল কুনা (মুহাদ্দিছদের উপনাম সম্পর্কে)।

৯) আত্ তাওয়ারীখ ওয়াল আনসাব (রাবীদের জন্ম-মৃত্যু ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে)।

১০) কিতাবুত তাওহীদ।

১১) আখবারুস্ সিফাত। এ ছাড়া তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

ইমাম বুখারীর মৃত্যুঃ

ইমাম বুখারী (রঃ) শেষ বয়সে উপনীত হয়ে বিভিন্ন ফিতনার কবলে পড়ে পার্থিব জীবনের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এক দিন তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহর নিকট এ বলে আবেদন জানান যে, "হে আল্লাহ্! এ সুবিশাল পৃথিবী আমার জন্য একান্তই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অতএব তুমি আমাকে তোমার নিকট তুলে নাও। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা ইমাম বুখারীর ব্যাথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সবিনয় নিবেদন কবুল করলেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইলমে হাদীছের এই খাদেম দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। নিভে গেল মুসলিম উম্মাহর গগনচুম্বী দিপ্যমান প্রদীপ। সমরকন্দের খরতঙ্গ জনপদেই ৬২ বছর বয়সে হিজরী ২৫৬ সালের ঈদুল ফিতরের রাত্রিতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ঈদের দিন যোহরের নামাযের পর তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর অসীয়ত মোতাবেক তিনটি সাদা কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফনে জড়ানো হয়।

তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে মিসকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ বের হতে থাকে। বেশ কিছু দিন এই অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। লোকেরা তাঁর কবর থেকে মাটি নেওয়া শুরু করে দেয়। অতঃপর বিষয়টি নিয়ে মানুষ ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় প্রাচীর দিয়ে মজবুতভাবে কবরটি ঢেকে দেয়া হয়।

আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে দুআ করি, তিনি যেন এই মহান ব্যক্তিকে জান্নাতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন, তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন, তাঁকে তাঁর একমাত্র আদর্শ ও মহান ইমাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে ঠাই দেন এবং আমাদেরকেও তাঁর সাথে কবুল করে নেন। আমীন।

তথ্যসূত্রঃ

১) আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া

২) আল ওয়াফী ফিল ওয়াফিয়াত

৩) সিয়ারু আলামিন্ নুবালা

৪) তাহযীবুল কামাল ও অন্যান্য।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كتاب: بَدءِ الوَحي
কিতাবুল অহী

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ) এর নিকট কিভাবে অহী নাযিল শুরু হয়েছিল?

١ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطاب رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». (بخارى:١)

১) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি (আমল গ্রহণীয় না অগ্রহণীয় তা) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার নিয়ত সে করে। সুতরাং কারো হিজরত যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উদ্দেশ্যে হিজরত বলে গণ্য হবে। আর কারো হিজরত যদি দুনিয়া অর্জন অথবা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার হিজরত সেভাবেই গৃহীত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

٢ ــ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﷺ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ» قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. (بخارى:٢)

২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হারিছ বিন হিশাম একদা নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! কিভাবে আপনার নিকট অহী নাযিল হয় ? উত্তরে তিনি বললেনঃ কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের মত শব্দ করে আমার নিকট অহী আগমণ করে। এ প্রকারের অহী বুঝতে ও বহন করতে আমার খুব কষ্ট হয়। এভাবে অহী অবতরণ শেষ হলে আমি তা বুঝে নিতাম। অনেক সময় জিবরীল ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে আমার সাথে কথা বলতেন। আর আমি তা হৃদয়ঙ্গম করে নিতাম। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ প্রচণ্ড শীতের সময়ও অহী নাযিলের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখেছি। অহী নাযিল শেষ হলে তার কপাল থেকে ঘাম ঝড়ে পড়ত।

٣ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إِلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ» قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ

ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾» فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟» قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ. (بخاري:٣)

৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সর্বপ্রথম নিদ্রায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর অহী নাযিল শুরু হয়। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সত্য বলে প্রকাশিত হত। এক পর্যায়ে তাঁর কাছে নির্জনে সময় কাটানো প্রিয় হতে লাগল। তিনি হেরা গুহায় একাকী বাস করতে থাকলেন এবং পরিবারের নিকট ফেরত আসার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক রাত্রি তথায় এবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর তিনি তাঁর পরিবারের নিকট ফেরত আসতেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী নিয়ে পুনরায় গমণ করতেন। খাদ্য সামগ্রী শেষ হয়ে গেলে তিনি খাদীজার কাছে এসে পুনরায় গমণ করতেন। হেরা গুহায় থাকাবস্থায় তাঁর নিকট অহী নিয়ে জিবরীল ফেরেশতা আগমণ করেন। ফেরেশতা নবী (ﷺ) কে বললেনঃ "আপনি পড়ুন"। উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি তো পড়তে জানিনা। নবী কারীম (ﷺ) বললেনঃ জিবরীল ফেরেশতা তখন আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যাতে আমার খুব কষ্ট অনুভব হল। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেনঃ পড়ুন। উত্তরে আমি বললামঃ আমি তো পড়তে জানি না। অতঃপর আমাকে দ্বিতীয়বার জড়িয়ে ধরলেনঃ এতেও আমার কষ্ট অনুভব হল। ছেড়ে দিয়ে আমাকে বললেনঃ পড়ুন। আমি বললামঃ আমি পড়তে পারি না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾

"আপনার রবের নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন আপনার রব সবচেয়ে বেশী সম্মানিত"। (সূরা আলাকঃ ১-৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ (রাঃ) এর নিকট এসে বললেনঃ "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও"। তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে ভয় কেটে গেলে তিনি খাদিজা

(রাঃ)এর নিকট সমস্ত ঘটনা বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা বোধ করছি। খাদিজা (রাঃ) সান্তনা দিয়ে বললেনঃ না, ভয় নেই। আল্লাহর কসম! তিনি কখনই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন। বঞ্চিত ও অভাবীগণের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। মেহমানদারী করেন এবং প্রকৃত বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যার নিকট গেলেন। ওরাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীক অনুযায়ী তিনি ইঞ্জিলের অনেকাংশ ইবরানী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা (রাঃ) তাঁকে তার ভাতিজা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে সব কথা শুনতে বললেন। ওরাকা তাঁর ভাতিজার ঘটনা শুনতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে তাঁর সব ঘটনা শুনালেন। ওরাকা তাঁকে বললেনঃ এ সেই ফেরেশতা (জিবরীল) যাকে মূসা (আঃ) এর নিকট আল্লাহ নাযিল করেছিলেন। আমি যদি তোমার নবুওয়াতের সময় বলবান যুবক থাকতাম! হায় আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে! রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ওরাকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ, তদ্রুপ কোন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। কিছু দিন পর ওরাকা ইন্তেকাল করলেন এবং অহী নাযিলও কিছু দিন পর্যন্ত স্থগিত রইল।

٤ ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِي، زَمِّلُوْنِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ». (بخارى:٤)

৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি অহী বন্ধের সময়কাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেনঃ একদা আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আকাশের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, হেরা গুহায় আগমণকারী সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝে একটি ঝুলন্ত আসনে বসে আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে আমি ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। গৃহে ফিরে গিয়ে বললামঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত কর! আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত কর! অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

"হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! উঠ, সতর্ক কর। তোমার পালনকর্তার বড়ত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোষাক পবিত্র কর এবং কদর্যতা পরিহার কর"। (সূরা মুদ্দাছ্ছিরঃ ১-৫) অতঃপর বিরতিহীনভাবে অহী আগমণ অব্যাহত থাকল।

٥ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ. (بخارى:٥)

৫) আল্লাহর বাণীঃ "তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে তুমি দ্রুত অহী আবৃতি করবেনা"-এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যখন কুরআন নাযিল হত তখন নবী (ﷺ) তা সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং ঠোঁট নেড়ে দ্রুত উচ্চারণও করতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে ঠোঁট নাড়াতেন আমি তোমাদেরকে সেভাবেই ঠোঁট নাড়িয়ে দেখাচ্ছি। নবী (ﷺ) এর কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের এই আয়াতগুলো নাযিল করলেনঃ

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾

"তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে তুমি দ্রুত অহী উচ্চারণ করবেনা। এর সংরক্ষণ এবং পাঠ আমারই দায়িত্ব। (সূরা কিয়ামাহঃ ১৬-১৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তোমার অন্তরে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমার এবং তুমি তা পাঠ করবে।

﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾

"অতঃপর যখন আমি তা পাঠ করি তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর"। (সূরা কিয়ামাহঃ ১৮) অর্থাৎ তুমি তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক।

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾

"এরপর বিষদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব"। (সূরা কিয়ামাহঃ ১৯) অর্থাৎ আমি তোমাকে পড়াবো। এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট জিবরীল (আঃ) আগমণ করতেন তখন তিনি চুপ করে কুরআন শুনতেন। জিবরীল চলে যাওয়ার পর তিনি জিবরীলের পড়ার মত করেই পড়তেন।

٦ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عليه السَّلام، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. (بخارى:٦)

৬) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। রামাযান মাসে জিবরীল ফেরেশতা যখন তাঁর নিকট আগমণ করতেন তখন তিনি সবচেয়ে বেশী দানশীল হতেন। জিবরীল ফেরেশতা রামাযান মাসের প্রতি রাতেই নবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কুরআন পড়াতেন। এ কারণেই তিনি রামাযান মাসে কল্যাণকর কাজে প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন।

٧ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ وَحَوْلَهُ

عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِه فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِه ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِه: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فَوَاللَّهِ لَوْلا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثُرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِه مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِه الْكَلِمَةِ قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِه فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا. فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِه مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِه مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيه، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ: بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِه، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِه دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِه إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ وَ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِه شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ، وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ، وَهِرَقْلَ أُسْقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ، مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلاَّ الْيَهُودُ، فَلا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ، حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ. (بخاري:٧)

৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু সুফিয়ান বিন হারব তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা এক সময় শাম (সিরিয়ায়) দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমণ করেছিলেন। তখন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক দল কুরাইশ লোকসহ তাকে ডেকে পাঠালেন। এই ঘটনা ঐ সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং কুরাইশ কাফেরদের মধ্যে হোদায়বিয়ার সন্ধি চলছিল। তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তারা ইলীয়া শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাদেরকে ডাকলেন। সেখানে তার চারপাশে রাজ্যের নেতৃবর্গও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং দোভাষীকেও ডাকলেন। অতঃপর বাদশাহ বললেনঃ আরবের মধ্যে যে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে তাঁর ঘনিষ্ট আত্মীয়? আবু সুফিয়ান বললেনঃ আমি তাঁর সবচেয়ে বেশী নিকটাত্মীয়। বাদশাহ বললেনঃ তোমরা তাঁকে এবং তাঁর সাথীদেরকে আমার নিকটে ডেকে নিয়ে আসো। অতঃপর সাথীদেরকে আবু সুফিয়ানের পিছনে বসানো হল। অতঃপর হিরাক্লিয়াস দোভাষীকে বললেনঃ তুমি তাদেরকে (আবু সুফিয়ানের সাথীদেরকে) বল যে, আমি ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে তাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করবো। সে যদি আমার সাথে মিথ্যা বলে তবে তোমরাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আবু সুফিয়ান বলেনঃ সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয়ার লজ্জা আমাকে বাধা প্রদান না করলে আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। অতঃপর তিনি প্রথমে আমাকে যে প্রশ্নটি করলেন তা হলঃ হিরাক্লিয়াসঃ তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন?

আবু সুফিয়ানঃ তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ বংশের লোক।
হিরাক্লিয়াসঃ তোমাদের মধ্যে তার পূর্বে অন্য কেউ এরূপ কথা বলেছেন কি?
আবু সুফিয়ানঃ না।
হিরাক্লিয়াসঃ তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কি?
আবু সুফিয়ানঃ না।
হিরাক্লিয়াসঃ নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসরণ করেছে? না দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা?
আবু সুফিয়ানঃ দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা।
হিরাক্লিয়াসঃ তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে? না কমছে?
আবু সুফিয়ানঃ তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
হিরাক্লিয়াসঃ কেউ তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার পর দোষ-ত্রুটি দেখে পুনরায় দ্বীন পরিত্যাগ করে কি?
আবু সুফিয়ানঃ না।
হিরাক্লিয়াসঃ লোকটি বর্তমানে যা বলছে, তোমরা কি এর পূর্বে কখনো তাঁর প্রতি মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ করেছো?
আবু সুফিয়ানঃ না।
হিরাক্লিয়াসঃ তিনি কি ওয়াদা ভঙ্গ করেন?
আবু সুফিয়ানঃ না। তবে বর্তমানে আমরা তাঁর সাথে একটি সন্ধিতে আবদ্ধ আছি। জানিনা তিনি এতে কি করবেন। আবু সুফিয়ান বলেনঃ একথাটি ব্যতীত আমি তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলার সাহস পেলাম না।
হিরাক্লিয়াসঃ তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো?
আবু সুফিয়ানঃ হ্যাঁ।
হিরাক্লিয়াসঃ তাঁর সাথে আপনাদের যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?
আবু সুফিয়ানঃ যুদ্ধের ফলাফল আমাদের ও তাঁর মধ্যে ঘূর্নয়মান। কখনও তিনি বিজয়ী হয়েছেন আবার কখনও আমরা বিজয়ী হয়েছি।
হিরাক্লিয়াসঃ তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন?
আবু সুফিয়ানঃ তিনি আমাদেরকে বলেনঃ এক আল্লাহর এবাদত কর। তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করোনা। তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যেসব বস্তুর উপাসনা করত তা ছেড়ে দাও। তিনি আমাদেরকে নামাযের আদেশ দেন। তিনি আরো আদেশ দেনঃ তোমরা সত্য বল, অন্যায় থেকে বিরত থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।
অতঃপর সম্রাট দোভাষীকে বললেনঃ তুমি আবু সুফিয়ানকে বলঃ আমি তোমাকে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি বলেছঃ তিনি তোমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে রাসূলগণ সম্ভ্রান্ত বংশেই জন্ম গ্রহণ করে থাকেন।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে অন্য কেউ এরূপ কথা বলেছে কি? তুমি বলেছঃ না। সুতরাং আমি বলছি, ইতিপূর্বে যদি কেউ এ ধরণের কথা বলত, তাহলে আমি বলতামঃ তিনি তাঁর পূর্বসূরি ব্যক্তির কথাই বলছেন।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কি? তুমি বলেছঃ না। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে যদি কেউ রাজা-বাদশাহ থাকত, তাহলে আমি বলতামঃ তিনি এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, বর্তমানে তিনি যা বলছেন, ইতিপূর্বে তোমরা কি কখনও তাঁর উপর মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ করেছ? তুমি বলেছঃ না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়ে তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না।

তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, সম্মানিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁর অনুসরণ করেছে? না দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা? তুমি বলেছঃ দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা তাঁর অনুসরণ করেছে। মূলতঃ দুর্বল ও অসহায়গণই নবী-রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে? না কমছে? তুমি বলেছঃ তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নিশ্চয়ই ঈমানের বিষয়টি এরূপই হয়ে থাকে, যতক্ষণ না তা পূর্ণতায় রূপ নেয়।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর দ্বীনে দিক্ষীত হওয়ার পর নাখোশ হয়ে কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছে কি? তুমি বলেছঃ না। ঈমানের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন এরূপই হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? তুমি বলেছোঃ না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তারা কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

আমি তোমাকে আরও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন? তুমি বলেছো যে, তিনি তোমাদেরকে এক আল্লাহর এবাদতের আদেশ দেন এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেন এবং মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করেন। তোমাদেরকে নামাযের আদেশ দেন, সত্য বলতে এবং পবিত্র থাকতে আদেশ করেন।

পরিশেষে হিরাক্লিয়াস বললেনঃ তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে অচিরেই তিনি আমার এ দু'পা রাখার স্থানেরও মালিক হবেন।

আমি অবশ্যই জানতাম যে তিনি অচিরেই আবির্ভূত হবেন। তবে আমি জানতাম না যে, তিনি তোমাদের মধ্যে হতে বের হবেন। আমি যদি জানতাম যে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে সক্ষম হব, তাহলে অবশ্যই তাঁর সাথে দেখা করতে চেষ্টা করতাম। আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তাহলে তাঁর পদযুগল ধৌত করে দিতাম।

অতঃপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্র আনতে বললেন। নবী (ﷺ)-এর পত্রটি দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে নিয়োগ কৃত বুসরার শাসন কর্তার নিকট পাঠিয়েছিলেন। যাতে করে বুসরার শাসনকর্তা পত্রটি হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠিয়ে দেন। সম্রাট পত্রটি পাঠ করেন। তাতে যা লিখা ছিলঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে রোমের মহান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতিঃ

"হেদায়াতের পথের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে নিরাপদে থাকবেন। আপনি

ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। আর যদি আপনি ইসলাম হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন তাহলে প্রজাদের সকলের অপরাধও আপনার উপর বর্তাবে। পত্রে আল্লাহর এই বাণীটিও ছিলঃ

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

"হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন একটি কালেমার দিকে আস যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। তা হল আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করবোনা এবং তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করবোনা এবং আমাদের কেউ অন্য কাউকে পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করবেনা। তোমরা যদি এটা গ্রহণ না কর তাহলে তোমরা বলে দাও, তোমরা এ মর্মে সাক্ষী থাক যে আমরা আল্লাহর অনুগত। (সূরা আল-ইমরানঃ ৬৪)

আবু সুফিয়ান বলেনঃ হিরাক্লিয়াস যা বলার বললেন এবং পত্র পাঠ থেকে অবসর হলেন। তখন তাঁর নিকট হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল এবং আওয়াজ উঁচু হল। আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হল। আমি আমার সাথীদেরকে বললামঃ আবু কাবশার ছেলের ব্যাপারটি তো অনেক বড় হয়ে গেছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদের ব্যাপারটি অনেক বেড়ে গেছে। স্বয়ং রোম সম্রাটও তাঁকে ভয় করছেন।

আবু সুফিয়ান বলেনঃ এ ঘটনার পর থেকে আমার অন্তরে এরূপ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী হবেন। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তাআলা আমার ভিতরে ইসলামের মুহাব্বত ঢুকিয়ে দিলেন।

ইলিয়ার শাসনকর্তা ও হিরাক্লিয়াসের বন্ধু ইবনে নাতূরা শামের (সিরিয়ার) খৃষ্টানদের সরদার ছিলেন। তিনি বর্ণনা করতেন যে, হিরাক্লিয়াস যখন শামে (সিরিয়ায়) আগমণ করার সময় বায়তুল মাকদিস আগমণ করেন তখন একদিন বিষন্ন মন নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। তার এক সাথী বললেনঃ হে সম্রাট! আমরা আপনাকে আজ পেরেশান অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কী?

ইবনে নাতূর বলেনঃ হিরাক্লিয়াস একজন গণকও ছিলেন। তিনি তারকার দিকে দৃষ্টি দিতেন। তারা যখন তাকে বিষন্ন থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেনঃ আজ রাতে তারকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম খতনাকারীদের বাদশাহ জয়যুক্ত হয়েছেন।[১] তোমরা বলতে পার কি বর্তমান সময়ে কারা খতনা করে? তারা বললঃ বর্তমান যামানায় ইহুদীরাই খতনা করে থাকে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং আপনি রাজ্যের শহরে এ আদেশ লিখে পাঠান, যেখানে খতনাকারী ইহুদী বসবাস করছে লোকেরা যেন তাদের সবাইকে হত্যা করে। তারা যখন সম্রাটের সাথে এরূপ আলোচনায় রত ছিলেন তখন গাস্সানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত এক লোককে হিরাক্লিয়াসের নিকট উপস্থিত করা হল। সে লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খবরাখবর বর্ণনা করতো। হিরাক্লিয়াস যখন তাকে রাসূল

---

[১] -সেই যুগের সাধারণ অভ্যাস মুতাবেক হিরাক্লিয়াস এ কথা বলেছেন। সেকালে মহাশুণ্যের বিভিন্ন অবস্থা ও তারকাসমূহের চলাচলের মাধ্যমে যমীনের বিভিন্ন ঘটানার উপর দলীল গ্রহণ করা হত। ইসলাম এ কাজকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন বললেনঃ তোমরা তাকে গোপন স্থানে নিয়ে যাও এবং দেখ তার খতনা করা হয়েছে কি না? অতঃপর তারা তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখল এবং হিরাক্লিয়াসকে জানাল যে সে খাতনাকৃত। তারপর তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বললঃ আরবরা খতনা করে থাকে। তখন হিরাক্লিয়াস বললেনঃ এ ব্যক্তিই (মুহাম্মাদ) এ জাতির বাদশাহ। তিনি প্রকাশ পেয়েছেন।

অতঃপর হিরাক্লিয়াস তার এক বন্ধুর নিকট পত্র লিখে পাঠালেন। তিনিও জ্ঞান-বিজ্ঞানে হিরাক্লিয়াসের সমকক্ষ ছিলেন। তারপর তিনি হিমসে চলে গেলেন। হিমসে পৌছার পর তার বন্ধুর নিকট থেকে পত্রের জবাব এসে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আবির্ভাবের ব্যাপারে তার ধারণাও হিরাক্লিয়াসের ধারণার মতই ছিল। তিনি প্রকৃতপক্ষেই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন।

অতঃপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোমের গভর্ণরদেরকে হিমসের কোন একটি মহলে ডাকলেন। মহলের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করলেন। তারপর সম্রাট লোকদের সামনে হাজির হয়ে বললেনঃ হে রোম সম্প্রদায়! যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ চাও এবং সঠিক পথের সন্ধান কামনা কর এবং এটা চাও যে, তোমাদের রাজত্ব বহাল থাকুক, তাহলে এই নবীর হাতে বায়আত করে তাঁর অনুসরণ কর। সম্রাটের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা জংলী গাধার ন্যায় দরজার দিকে ছুটে অগ্রসর হল। কিন্তু তারা সমস্ত দরজা বন্ধ দেখতে পেল। রোমান সম্রাট যখন তাদের অনিচ্ছা দেখতে পেলেন এবং ঈমানের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ দেখতে পেলেন না, তখন তিনি তাদেরকে দরবারে ফেরত আনতে বললেন। সম্রাট তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ একটু পূর্বে তোমাদেরকে আমি যে কথাটি বলেছিলাম তা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এবং তোমাদের দ্বীনের উপরে তোমাদের দৃঢ়তা যাচাই করার জন্যই বলেছিলাম। সুতরাং আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপর অটল রয়েছ। এ কথা শুনে সকলেই বাদশাহকে সেজদাহ করল এবং তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। এটিই ছিল সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থা।

كتاب الإيمان
কিতাবুল ঈমান

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (بخارى:٨)

৮) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটিঃ (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করা। (৫) রামাযান মাসের রোযা পালন করা"।

অধ্যায়ঃ ঈমানের শাখাসমূহ

٩ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». (بخارى:٩)

৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে লজ্জাবোধ ঈমানের অন্যতম একটি শাখা"।

অধ্যায়ঃ যার জবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলিম

١٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ». (بخارى:١٠)

১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ 'যার হাত ও জবানের অনিষ্ট হতে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে, সেই প্রকৃত মুসলিম। আর প্রকৃত মুহাজির হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ বর্জন করে চলেন"।

অধ্যায়ঃ ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম?

١١ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

১১) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইসলামের কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বললেনঃ যার হাত ও জবানের অনিষ্ট হতে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ হাত ও জবানের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট না দেয়া।

অধ্যায়ঃ মানুষকে খাদ্য প্রদান করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

١٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». (بخارى:١٢)

১২) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক লোক নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইসলামের কোন্ চরিত্রটি উত্তম? উত্তরে তিনি বললেনঃ তুমি খাদ্য প্রদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

অধ্যায়ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ করবে মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

١٣ ــ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». (بخارى:١٣)

১৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না সে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ

١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি হতে অধিক প্রিয় হই।

١٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

১৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষ হতেও অধিক প্রিয় হই"।

অধ্যায়ঃ ঈমানের স্বাদ

١٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

১৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে। (১) যার মধ্যে আল্লাহ এবং রাসূলের ভালবাসা অন্যান্য সকল বস্তু হতে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। (২) যে ব্যক্তি কোন মানুষকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসে। (৩) যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে তেমনই অপছন্দ করে, যেমন অপছন্দ করে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।

অধ্যায়ঃ মদীনার আনসারকে ভালবাসা ঈমানের অংশ

١٧ ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ». (بخارى:١٧)

১৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মদীনার আনসারকে ভালাবাসা ঈমানের আলামত এবং আনসারকে ঘৃণা করা মুনাফেকের নিদর্শন।

١٨ــ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. (بخارى:١٨)

১৮) উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক দল সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেনঃ তোমরা আমার কাছে এ কথার উপর বায়আত কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা, কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দিবেনা এবং ভাল কাজে অবাধ্য হবেনা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ওয়াদাগুলো পূর্ণ করবে সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাবে। কেউ যদি উপরোক্ত ওয়াদাগুলোর কোন একটি ভঙ্গ করে এবং পরিণামে তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে সেটি তার জন্য কাফ্ফারা হিসাবে গণ্য হবে। আর কেউ যদি উপরোক্ত ওয়াদাগুলোর কোন একটি ভঙ্গ করার পর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত রইল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। হাদীছের বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আমরা উপরোক্ত কথার উপর তাঁর নিকট বায়আত করলাম।

অধ্যায়ঃ ফিতনা থেকে দূরে থাকা ঈমানের অংশ

١٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». (بخارى:١٩)

১৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ সে দিন বেশী দূরে নয় যেদিন ছাগলের পালই মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে। ফিতনা থেকে পলায়ন করে দ্বীন নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সে বকরীর পাল নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টি বর্ষণের স্থানগুলোতে আশ্রয় নিবে।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ) এর কথাঃ আমি আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী অবগত

٢٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا». (بخارى:٢٠)

২০) আয়েশা (রাঃ) নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) যখন সাহাবীদেরকে কোন কাজের আদেশ করতেন তখন এমন কাজের আদেশ করতেন যা তাদের সাধ্যানুযায়ী হয়। সাহাবীগণ বলতেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ কথায় তিনি রাগান্বিত হতেন। এমন কি তাঁর চেহারা মোবারকে রাগের আলামত (চিহ্ন) পরিলক্ষিত হত। তারপর তিনি বলতেনঃ আমি আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী অবগত।

অধ্যায়ঃ আমলের কারণে ঈমানদারদের মর্যাদায় পার্থক্য

٢١ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ» شَكَّ مَالِكٌ «فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً».

২১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তারা জাহান্নামের আগুনে পুড়ে কালো বর্ণ ধারণ করে সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। অতঃপর তাদেরকে আবে হায়াতে তথা জান্নাতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা এমনভাবে বেড়ে উঠবে যেমনভাবে বন্যার পানিতে ভেসে আসা আবর্জনার মাঝে বীজ থেকে তৃণলতা উৎপন্ন হয়। তুমি কি দেখনা যে, সেখানে তৃণলতাগুলো হলুদ বর্ণ ধারণ করে পেঁচানো অবস্থায় বের হয়?

٢٢ــ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ». (بخارى:٢٣)

২২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি একদা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম লোকদেরকে বিভিন্ন রকম জামা পরিয়ে আমার সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। কারও জামা বুক পর্যন্ত। কারও জামা আরো একটু নীচ পর্যন্ত। আমার কাছে উমার ইবনে খাত্তাবকে পেশ করা হল। তাঁর জামা এত লম্বা ছিল যে, তিনি তা টেনে উপরের দিকে উঠিয়ে রাখছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেনঃ দ্বীন। অর্থাৎ দ্বীনের উপর দৃঢ়তা ও আমল অনুযায়ী ঈমানদারদের মর্যাদার পার্থক্য বুঝানো হয়েছে।

অধ্যায়ঃ লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত

٢٣ــ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ». (بخارى:٢٤)

২৩) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা জনৈক আনসারী সাহাবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আনসারী তখন তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর ভাই বেশী লাজুক ছিল। তাই সে তাঁর ভাইকে বেশী লজ্জা করতে নিষেধ করছিলেন। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অংশ।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও

٢٤ــ وعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ

الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ». (بخارى:٢٥)

২৪) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। তারা যখন উপরোক্ত কাজগুলো করবে, তখন তারা তাদের জান-মালকে আমার হাত থেকে নিরাপদ করে নিবে। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর কারো উপর যদি কোন অপরাধের কারণে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয় তবে তা রহিত হবেনা। বরং ইসলামের অধিকারের কারণে তার উপর অবশ্যই সে শাস্তি কায়েম করা হবে। আর তাদের অন্তরের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত রইল।

অধ্যায়ঃ যারা বলে ঈমানের অপর নাম আমল

٢٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». (بخارى:٢٦)

২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলঃ তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেনঃ হজ্জে মাকবূল তথা কবুল হজ্জ।

অধ্যায়ঃ ইসলাম যদি প্রকৃত অবস্থায় না হয়

٢٦ــ عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا؟» فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا؟» ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ». (بخارى:٢٧)

২৬) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদল লোককে কিছু দান করলেন। সেখানে সা'দ (রাঃ) বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মজলিসের এক ব্যক্তিকে কোন কিছুই দিলেন না। অথচ উপস্থিত লোকদের মধ্যে ঐ লোকটি আমার কাছে বেশী প্রিয় ছিল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললামঃ ঐ ব্যক্তিকে দান করা থেকে বিরত থাকলেন কেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন মনে করি। নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি তাকে মুসলিম মনে করতে পার। এ কথা শ্রবণ করে আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তার সম্পর্কে আমার ধারণা মতে পুনরায় প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম এবং বললামঃ ঐ ব্যক্তিকে দান করা থেকে বিরত থাকলেন কেন? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে মু'মিন মনে করি। নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি মুসলিম মনে করতে পার। এ কথা শ্রবণ করে আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তার সম্পর্কে আমার ধারণা মতে পুনরায় প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও একই উত্তর দিলেন। পরিশেষে তিনি বললেনঃ হে সা'দ! আমি কখনও কখনও কোন লোককে দান করি অথচ অন্যরা (যাদেরকে দান

করিনা তারা) আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তাকে দান করার কারণ হল তাকে যেন আল্লাহ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করেন। অর্থাৎ আমি যদি তাকে দান না করি তাহলে সে হয়ত মুরতাদ হয়ে যাবে। পরিণামে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্যই আমি তাকে দান করি।

টিকাঃ যেহেতু ঈমান অপ্রকাশ্য বিষয়, তাই এর পরিবর্তে প্রকাশ্য বিষয় তথা আমলের সাক্ষ্য দেয়ার কথা ইসলামে স্বীকৃত। ফলে কাউকে নির্দিষ্ট করে প্রকৃত ঈমানদার, মুত্তাকী, কামেল, অলী বা এ জাতিয় কথা বলা যাবেনা। উপরোক্ত হাদীছে এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে।

অধ্যায়ঃ স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং ছোট কুফরের বর্ণনা

٢٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ». قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». (بخارى:٢٩)

২৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হল। সেখানে দেখলাম জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই মহিলা। কারণ তারা কুফরী করে থাকে। বলা হল তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং স্বামীর অনুগ্রহ স্বীকার করেনা। তুমি যদি সারা জীবনও তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর অতঃপর সে যদি তোমার পক্ষ হতে সামান্য দুর্ব্যবহারও পায় তখন সে বলেঃ আমি জীবনে তোমার নিকট থেকে কোন ভাল ব্যবহার পাইনি।

অধ্যায়ঃ সকল পাপ কাজ জাহেলীয়াতের অন্তর্ভূক্ত। পাপ কাজে লিপ্ত হলেই কাউকে কাফের বলা যাবেনা

٢٨ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».(بخارى:٣٠)

২৮) আবু যার (রাঃ) বলেনঃ আমি এক ব্যক্তির সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে তার মায়ের নাম উল্লেখ করে গালি দিলাম। নবী (ﷺ) আমাকে বললেনঃ হে আবু যার! তুমি তার মাতার নাম উল্লেখ করে গালি দিলে? নিশ্চয়ই তোমার ভিতরে জাহেলীয়াতের অভ্যাস বিদ্যমান রয়েছে। তোমাদের ভৃত্যরা তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার ভাই তার অধীন হবে সে তাকে তাই খেতে দিবে যা সে নিজে খাবে। সে যা পরিধান করবে তাকে তাই পরিধান করতে দিবে। তোমরা তাদেরকে সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেনা। আর যদি তোমরা তাদেরকে কঠিন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দাও তাহলে তাদেরকে সাহায্য কর।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যদি মুমিনদের দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজরাতঃ ৯)

٢٩ــ عن أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». (بخارى:٣١)

২৯) আবু বাকরা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, দুইজন মুসলিম পরস্পর তলোয়ার নিয়ে মিলিত হয়ে একে অপরকে হত্যা করলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি দু'জনই জাহান্নামে যাবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর অপরাধ তো প্রকাশ্য। তবে নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ সেও তার মুসলিম ভাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

অধ্যায়ঃ কোন কোন জুলুম অন্য জুলুম থেকে কম পর্যায়ের হয়ে থাকে

٣٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (بخارى:٣٢)

৩০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ যখন আল্লাহর এই বাণী নাযিল হলঃ

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং স্বীয় ঈমানের সাথে জুলুম মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী"। (সূরা আন-আমঃ ৮২) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ বললেনঃ আমাদের মধ্যে কে আছে যে জুলুম করেনা? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই শির্ক সব চেয়ে বড় জুলুম"। (সূরা লুকমানঃ ১৩)

টিকাঃ মোটকথা, আয়াতের মধ্যে যে জুলুমের কথা এসেছে তা দ্বারা সাধারণ জুলুম তথা নফসের উপর জুলুমকে বুঝানো হয়নি; বরং তা দ্বারা শির্ক উদ্দেশ্য। যা সব চেয়ে বড় জুলুম। তবে চেষ্টা থাকলে সাধারণ জুলুম থেকেও বেঁচে থাকা সম্ভব। এমতাবস্থায় ভীত হওয়ার কারণ নেই।

অধ্যায়ঃ মুনাফেকের আলামত

٣١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

৩১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মুনাফেকের আলামত হচ্ছে তিনটি। (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং (৩) যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন তা খেয়ানত করে।

٣٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». (بخارى:٣٤)

৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ এমন চারটি বৈশিষ্ট রয়েছে যার

মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফেক হিসাবে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে উক্ত বৈশিষ্টসমূহের একটি বিদ্যমান থাকবে তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নেফাকীর একটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে। (১) যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন তার খেয়ানত করে। (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (৩) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে। (৪) আর যখন ঝগড়া করে তখন গালমন্দ করে।

অধ্যায়ঃ লাইলাতুল কদরের কিয়াম করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত

٣٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

৩৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরের কিয়াম করবে (রাত জেগে এবাদত করবে) তার জীবনের সমস্ত (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ জেহাদ ঈমানের অংশ

٣٤ــ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ». (بخارى:٣٦)

৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির যিম্মাদার হবেন যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ তার বের হওয়া কেবল আমার প্রতি ঈমান ও আমার রাসূলদেরকে সত্যায়নের কারণেই। তার সাথে আমার এই অঙ্গীকার রয়েছে যে, হয়তো আমি তাকে বিনিময় প্রদান করব অথবা গনীমতের মালামালসহ ঘরে ফিরিয়ে আনব অথবা শাহাদাতের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মাতের উপর যদি কষ্ট না মনে করতাম, তাহলে কোন যুদ্ধ হতেই আমি পিছিয়ে থাকতামনা। আমার ভাল লাগে যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই। অতঃপর জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই। অতঃপর জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই।

অধ্যায়ঃ রামাযানের রাতে কিয়াম করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত

٣٥ــ وَعَنْهُ ﷺ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

(بخارى:٣٧)

৩৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছাওয়াবের আশায় রামাযানের রাতে কিয়াম করবে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ ছাওয়াবের আশায় রামাযানের রোযা রাখা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত

٣٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছাওয়াবের আশায় রামাযানের রোযা রাখবে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ দ্বীন খুবই সহজ সরল

٣٧ــ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» (بخارى:٣٩)

৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দ্বীন খুব সহজ সরল। কেউ দ্বীনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করলে সে অবশ্যই পরাভূত হবে। সুতরাং তোমরা নিজেদের উপর সহজ কর, নিকটবর্তী হও এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। সকাল-সন্ধ্যা এবং শেষ রাতের আমল দ্বারা স্বীয় কর্মে সাহায্য কামনা কর।

অধ্যায়ঃ নামায ঈমানের অংশ

٣٨ ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ- أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ- مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاةٍ صَلاهَا صَلاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوْا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ. (بخارى:٤٠)

৩৮) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) মদীনায় আগমণ করে সর্বপ্রথম আনসার গোত্রে তার মামাদের কাছে অবতরণ করলেন। আর তিনি হিজরত করে যখন মদীনায় আগমণ করলেন তখন ষোল কিংবা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। কিন্তু তিনি সর্বদা মনে মনে আশা পোষণ করতেন তাঁর কেবলা যেন বায়তুল্লাহ শরীফ নির্ধারিত হয়। তিনি সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে যে নামাযটি আদায় করলেন তা হল আসরের নামায। তাঁর সাথে সাহাবীদের একটি দলও নামায আদায় করলেন। তাঁর সাথে নামায আদায় করে একজন লোক বের হয়ে স্বীয় গোত্রের একটি মসজিদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, তারা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে আসরের নামাযের রুকূ অবস্থায় আছে। উক্ত অবস্থা দেখে তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে আজকের এ নামায আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে মক্কার দিকে ফিরে আদায় করেছি। মুসল্লীগণ এ সংবাদ শুনে নামাযে রুকূ অবস্থাতেই কাবার দিকে ফিরে গেলেন। বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে মুসলিমদের নামায আদায় ইহুদীদের কাছে পছন্দনীয় ছিল। নবী (ﷺ) যখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তখন ইহুদীরা এ ঘটনাকে অপছন্দ করল।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যময় দিক

٣٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا». (بخارى:٤١)

৩৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন যে, যখন বান্দা

ইসলাম গ্রহণ করে এবং (আমলের মাধ্যমে) তাঁর ইসলাম সুন্দর হয় তখন আল্লাহ তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। পরবর্তীতে যা করে তারই বিনিময় লিখা হয়। সৎ কাজ করলে দশগুণ এবং দশগুণ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। আর পাপের কাজ করলে একটির বিনিময়ে একটিই লিখা হয়। তবে আল্লাহ যাকে ক্ষমা করে দেন তার কথা ভিন্ন। অর্থাৎ তার কোন গুনাহ লিখা হয়না।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর কাছে সেই আমল বেশী প্রিয় যা সর্বদা করা হয়

٤٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ: فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: «مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ».

৪০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করে একজন মহিলা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মহিলার পরিচয় কী? আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ ইনি অমুক মহিলা। তিনি দীর্ঘ নামায আদায়কারী হিসাবে আলোচিত। নবী (ﷺ) বললেনঃ থামো। তোমরা যতটুকু আমল (সর্বদা) করতে সক্ষম তাই কর। আল্লাহ তাআলা প্রতিদান দিতে ক্লান্তি বোধ করেন না যে পর্যন্ত না তোমরা আনুগত্যের কাজে ক্লান্তি বোধ কর। আল্লাহর কাছে সব চেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে যা বান্দা সব সময় করে থাকে।

অধ্যায়ঃ ঈমান কম বেশী হয়

٤١ــ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ». (بخارى:٤٤)

৪১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করবে অথচ তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করবে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। অনুরূপ ঐ ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের হবে যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করবে অথচ তার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে।

٤٢ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا**﴾ قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. (بخارى:٤٥)

৪২) উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ইহুদী তাঁকে বললঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। তা যদি আমাদের উপর নাযিল হত, তাহলে আমরা (ইহুদীরা) ঐ দিনটিকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করতাম। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বললেনঃ সেটি কোন্ আয়াত? ইহুদী বললঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম"। (সূরা মায়েদাঃ ৩) উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ এই আয়াতটি কোন্ দিন কোন্ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে তা আমি জানি। জুমআর দিন তিনি আরাফার মাঠে দাঁড়ানো থাকাবস্থায় এই আয়াতটি নাযিল হয়।

টিকাঃ উমার (রাঃ) ইহুদীকে বুঝিয়ে দিলেন, যে দিন এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে সেই দিনটি মুসলিমদের কাছে ঈদ থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেদিন ছিল মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ শুক্রবার এবং মহান হজ্জের দিবস তথা আরাফা দিবস। এই দু'টি ফজীলতপূর্ণ দিনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তথাপি এই দিনটিকে উদযাপন মূলক পালিত দিবস হিসাবে গ্রহণ করতে পারিনা। কারণ ইসলামে দুই ঈদ ব্যতীত উদযাপনের জন্য অন্য কোন উপলক্ষ্য অনুমোদিত নয়।

অধ্যায়ঃ যাকাত ইসলামের একটি রুকন

٤٣ــ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «الزَّكَاةَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

(بخارى:٤٦)

৪৩) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নজদের অধিবাসী একজন লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আগমণ করল। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। আমরা তার কণ্ঠস্বর শুনছিলাম। কিন্তু সে কি বলছে তা আমরা বুঝতে পারছিলামনা। সে একেবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে বসল। বসেই সে নবী (ﷺ) কে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। উত্তরে তিনি বললেনঃ ইসলাম হল প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। লোকটি বললঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত আমার উপর আরো কোন নামায আছে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমার উপর আর কোন নামায নেই। তবে তুমি যদি নফল নামায পড়তে চাও তার কথা ভিন্ন। নবী (ﷺ) আরো বললেনঃ রামাযান মাসের রোযা রাখা। সে বললঃ রামাযানের রোযা ব্যতীত আমার উপর আরো কোন রোযা আছে কি? নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমার উপর আর কোন রোযা নেই। তবে তুমি যদি নফল রোযা রাখতে চাও তাহলে রাখতে পার। তারপর নবী (ﷺ) তাকে যাকাতের কথা বললেনঃ সে বললঃ ফরয যাকাত ব্যতীত আমার উপর আরো কোন যাকাত আছে কি? নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমার উপর আর কোন ফরয যাকাত নেই। তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কিছু সম্পদ নফল হিসাবে সাদকাহ করতে চাও তার কথা ভিন্ন। হাদীছের বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেল যে,

আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশীও করবোনা কমও করবোনা। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তাহলে অবশ্যই সফলকাম হবে।

টিকাঃ এ থেকে দলীল নির্ভর আমল কম হলেও তার বরকত যে অনেক বেশী, তাই প্রমাণিত হয়। তাই তাওহীদ ভিত্তিক ও সুন্নাতী আমল করা মুসলিমের কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে, বেশী ছাওয়াবের আশায় বিদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত হওয়া মানে অতি লাভের আশায় পুঁজি হারানোর নামান্তর। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন।

অধ্যায়ঃ জানাযায় শরীক হওয়া ঈমানের অংশ

٤٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». (بخارى:٤٧)

৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছাওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার পেছনে চলে, নামায আদায়ের সময়ও সাথে থাকে এমনকি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সাথেই থাকে সে দুই কীরাত ছাওয়াব নিয়ে ফেরত আসে। প্রত্যেক কীরাতের পরিমাণ উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি নামায আদায় করে দাফন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই ফেরত আসবে সে এক কীরাত ছাওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে।

অধ্যায়ঃ অজান্তে মু'মিনের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার ভয়

٤٥ ــ عن عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ :أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». (بخارى:٤٨)

৪৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী তথা পাপাচারিতার অন্তর্ভূক্ত। আর তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।

٤٦ــ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلان مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ». (بخارى:٤٩)

৪৬) উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বলে দেয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একদা ঘর থেকে বের হলেন। এ সময় মুসলিমদের দু'জন লোক বিতর্কে লিপ্ত হল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখ বলে দেয়ার জন্যই আমি ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। তবে অমুক অমুক ব্যক্তির ঝগড়ার কারণে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। হতে পারে এতেও তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। তোমরা রামাযানের (২৫, ২৭, ২৯) তারিখের মধ্যে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।

অধ্যায়ঃ ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিবরীলের প্রশ্ন

٤٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَمَلائِكَتِه وَكُتُبِه وَبِلِقَائِه وَرُسُلِه، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ». قَالَ: مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: «الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ

اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا اللَّهُ». ثُمَّ تَلا النَّبِيُّ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ: «رُدُّوهُ». فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ». (بخارى: ٥٠)

৪৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) মানুষের সামনে বসা ছিলেন। এমন সময় সেখানে জিবরীল ফেরেশতা উপস্থিত হলেন। অতঃপর বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ উহা হল (১) দৃঢ়ভাবে আল্লাহর উপর (২) তাঁর ফেরেস্তাদের উপর (৩) তাঁর কিতাবসমূহের উপর (৪) তাঁর রাসূলদের উপর (৫) আখিরাত তথা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করা।

অতঃপর জিবরীল বললেনঃ ইসলাম কাকে বলে আমাকে বলুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ ইসলাম হচ্ছে (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) রামাযান মাসের রোযা রাখা। (৫) সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা।

জিবরীল আবার বললেনঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ ইহসান হল, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ এ সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তিনি বললেনঃ তবে তার নিদর্শন (আলামত) সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেনঃ যখন তুমি দেখবে যে, দাসী তার মনিবকে প্রসব করছে এবং কালো উটের রাখালরা উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করছে। কিয়ামতের জ্ঞান ঐ পাঁচটি গায়েবী বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। অতঃপর নবী (ﷺ) কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"মহান আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তা জানেন। কেউ জানেনা যে আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত"। (সূরা লুকমানঃ ৩৪)

এরপর আগন্তক ফেরেশতা (জিবরীল) চলে গেলেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ তাঁকে ডেকে আন। সাহাবীগণ আর তাঁর সন্ধান পেলেন না। তিনি বললেনঃ তিনি ছিলেন জিবরীল (আঃ)। তিনি এসেছিলেন মানুষদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে সন্দেহ মুক্ত করে নিল

٤٨ــ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا

يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ».

৪৮) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা অধিকাংশ মানুষেরই অজানা। যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকল সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে মুক্ত করে নিল। আর যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পতিত হল সে ঐ রাখালের ন্যায় যে সংরক্ষিত চারণভূমির আশে-পাশে পশু চরায় এবং যে কোন সময় তাতে তার পশু প্রবেশের আশঙ্কা করে। জেনে রেখো! প্রত্যেক বাদশাহর একটি নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত সীমানা থাকে। আল্লাহ্র সীমানা হল তাঁর নিষিদ্ধ বস্তু। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, উহা সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর উহা বিনষ্ট হলে সারা শরীর বরবাদ হয়ে যায়। আর উহা হলো কলব (অন্তর)।

অধ্যায়ঃ গণীমতের মালামাল হতে এক পঞ্চমাংশ দান করা ঈমানের অংশ

٤٩ ـــ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ قَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ»؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ»، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَرُبَّمَا قَالَ: «الْمُقَيَّرِ» وَقَالَ: «احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ».

(بخارى:٥٣)

৪৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন নবী (ﷺ) এর নিকট আগমণ করল তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কোন্ গোত্রের লোক অথবা কোন্ গোত্রের প্রতিনিধি? তারা বললঃ আমরা রবীয়া গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমাদেরকে স্বাগতম। এখানে তোমাদের অপমানবোধ ও লজ্জা-শরমের কিছু নেই। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! হারাম মাস ব্যতীত আমরা আপনার কাছে আসতে পারিনা। আমাদের ও আপনার মাঝে মুযার গোত্রের কাফেররা বসবাস করে। তাদের কারণে আমরা আপনার নিকট আসতে পারিনা। সুতরাং আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের চূড়ান্ত আদেশ দিন, যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দিবে। আমাদের পেছনে যারা রয়ে গেছে তাদের বিষয়গুলো অবহিত করব এবং সে অনুযায়ী আমল করে আমরাও জান্নাতে প্রবেশ করব। তারা নবী (ﷺ) কে পানীয় বস্তুসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নবী (ﷺ) তাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিলেন এবং চারটি বস্তু থেকে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে

এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি বললেনঃ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কাকে বলে তোমরা কি জান? তারা বললঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলঃ এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাযানের রোযা রাখা এবং গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা। তিনি তাদেরকে চারটি পাত্র ব্যবহার করা হতে নিষেধ করলেন। (১) সবুজ রঙ্গের কলসী। (২) লাউয়ের খোলশ। (৩) কাঠের নির্মিত পাত্র (৪) আলকাতরা দিয়ে প্রলেপ লাগানো পাত্র। পরিশেষে তিনি বললেনঃ এ সকল বিষয় স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়ে গেছে তাদেরকে অবহিত করবে।

টিকাঃ উপরোক্ত পাত্রগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ হল তৎকালে এই পাত্রগুলোতে মদ ও নেশা জাতীয় বস্তু রাখা হত। মূলতঃ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করার মাধ্যমে নেশা জাতীয় বস্তু হতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব নেশাজাত দ্রব্য মুক্ত হলে সেগুলো ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

অধ্যায়ঃ মানুষের আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল

٥٠ــ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَزَادَ هُنَا بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» وسَرَدَ بَاقِيَ الْحَدِيْثِ.

৫০) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কিতাবের শুরুতেই এই হাদীছটি অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে "প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার নিয়ত সে করে" এই বাক্যের পরে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, কারো হিজরত যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের দিকে হয়, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর (ﷺ) এর দিকে হিজরত বলেই গণ্য হবে। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বের মতই।

٥١ ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». (بخارى:٥٥)

৫১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য ছাওয়াবের নিয়তে খরচ করে তাহলে সেটাও তার জন্য সাদকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

অধ্যায়ঃ দ্বীন নসীহত স্বরূপ

٥٢ــ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

৫২) জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য নসীহত করার অঙ্গীকার করে বায়আত করেছি।

٥٣ــ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ قُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ: «وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا. (بخارى:٥٨)

৫৩) জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে বললামঃ আমি আপনার নিকট বায়আত করব। তিনি আমার উপর শর্তারোপ করলেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শুভ কামনা করবে। এ কথার উপর আমি তাঁর নিকট বায়আত করলাম।

كتاب العلم
কিতাবুল ইলম

অধ্যায়ঃ ইলমের ফজীলত

٥٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ، قَالَ: «أَيْنَ أُرَاهُ- السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». (بخارى:٥٩) .

৫৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কোন এক মজলিসে লোকদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য লোক তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করলঃ কিয়ামত কখন হবে? নবী (ﷺ) কোন কথা না বলে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। কেউ কেউ বললঃ তিনি লোকটির কথা শুনেছেন। তবে তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন। আবার কিছু লোক বললঃ তার কথা তিনি শুনেন নি। পরিশেষে যখন তিনি আলোচনা শেষ করলেন তখন বললেনঃ কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এই তো আমি এখানেই আছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। প্রশ্নকারী লোকটি বললঃ আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে? উত্তরে নবী (ﷺ) বললেনঃ যখন অযোগ্য লোককে নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

অধ্যায়ঃ ইলম শিক্ষা দেয়ার সময় আওয়াজ উঁচু করা

٥٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোন এক সফরে নবী (ﷺ) আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি আমাদের কাছে এসে পৌছলেন। আমরা নামাযে দেরী করে ফেললাম। তাই আমরা তাড়াতাড়ি অযু করতে গিয়ে হালকাভাবে পা-গুলো ধৌত করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের এ অবস্থা দেখে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেনঃ যে সমস্ত গোড়ালী হালকাভাবে ধৌত করা হয়েছে সেগুলোর জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও ধ্বংস অবধারিত। কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেছেন।

অধ্যায়ঃ ইমাম তাঁর অনুসারীদের জ্ঞান যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন

٥٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ»؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ

قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ». (بخارى:٦١)

৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এমন এক প্রকার বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়েনা। আর উহা মু'মিনের অনুরূপ। আমাকে বল তো সেটি কোন্ বৃক্ষ ? লোকেরা জঙ্গলের বৃক্ষ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকল। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেনঃ আমার মনে জাগল যে, উহা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তা প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করলাম। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি আমাদেরকে তা বলে দিন। তিনি বললেনঃ তা হল খেজুর বৃক্ষ।

অধ্যায়ঃ মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ পাঠ করা এবং পেশ করা

٥٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: «قَدْ أَجَبْتُكَ» فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ». فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. (بخارى:٦٣)

৫৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা নবী (ﷺ) এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন উটের উপর আরোহন করে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। সে মসজিদের ভিতরেই উটটিকে বসিয়ে বেঁধে রাখল। অতঃপর বললঃ তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? নবী (ﷺ) তখন সাহাবীদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললামঃ হেলান দিয়ে উপবিষ্ট এই সুন্দর লোকটিই মুহাম্মাদ (ﷺ)। লোকটি এবার বললঃ হে ইবনে আব্দুল মুত্তালেব! নবী (ﷺ) তাকে বললেনঃ আমি তোমার জবাব দিচ্ছি। সে বললঃ আমি আপনাকে কিছু কঠিন প্রশ্ন করব। সুতরাং আপনি মনে কোন প্রকার কষ্ট নিবেন না। তিনি বললেনঃ তোমার মন যা চায় তাই প্রশ্ন কর। লোকটি বললঃ আমি আপনার প্রভুর এবং আপনার পূর্বের সমস্ত মানুষের প্রভুর দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করছি যে, আল্লাহ কি আপনাকে সমস্ত মানুষের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করলঃ আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, আল্লাহ কি আপনাকে দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার আদেশ দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলঃ আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের মধ্যে রামাযান মাসের রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলঃ আমি আপনাকে আল্লাহর

দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করার আদেশ দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

অতঃপর লোকটি বললঃ আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম। আমি আমার গোত্রের দূত হিসাবে এসেছি। আমার নাম যিমাম বিন ছা'লাবা। আর আমি সা'দ বিন বকর গোত্রের লোক।

٥٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন লোকের মাধ্যমে বাহরাইনের শাসকের নিকট একটি পত্র পাঠালেন। বাহরাইনের শাসক পত্রটি পারস্যের শাসক কেসরার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পারস্যের শাসক পত্রটি ছিঁড়ে ফেলল। এই কারণে নবী (ﷺ) তাদের উপর এই বদ দু'আ করলেন যে তাদেরকে যেন খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া হয়।

٥٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (بخارى: ٦٥)

৫৯) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) একটি পত্র লিখলেন অথবা লিখার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল পারস্য ও রোমের শাসকরা সীলমোহর ছাড়া কোন পত্র পাঠ করেন না। তাই তিনি রৌপ্যের একটি আংটি তৈরী করলেন। তাতে লিখা ছিল (محمد رسول الله) হাদীছের বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি যেন নবী (ﷺ) এর হাতে সেই আংটির সাদা বর্ণ এখনো দেখতে পাচ্ছি।

٦٠ــ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﷺ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ،فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ».

(بخارى:٦٦)

৬০) আবু ওয়াকেদ আল-লাইছী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মানুষের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক আগমণ করল। তাদের দু'জন নবী (ﷺ) এর নিকটবর্তী হল এবং একজন চলে গেল। যে দু'জন নিকটবর্তী হয়েছিল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। তাদের একজন মজলিসের ভিতরে একটু খালি জায়গা পেয়ে তথায় বসে পড়ল। অন্যজন মজলিসের শেষ প্রান্তে বসে পড়ল। তৃতীয় ব্যক্তি মজলিস ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। কথা-বার্তা সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে তিন ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তাদের একজন আল্লাহর নিকট আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভিড়ের কারণে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে লজ্জাবোধ করেছে। আল্লাহও তার থেকে লজ্জাবোধ করেছেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ যাদেরকে হাদীছ শুনানো হয় তাদের অনেক লোক এমন রয়েছে যে, যারা উপস্থিত ব্যক্তির চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে

٦١ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قال: قَعَدَ النَّبِيُّ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ: بِزِمَامِهِ قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ»؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا»؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ»؟ قُلْنَا: «بَلَى». قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ». (بخارى:٦٧)

৬১) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের দিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উটের উপর বসলেন। এক ব্যক্তি উটের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ বল তো আজকের দিনটি কোন্ দিন? আমরা এই ভেবে চুপ থাকলাম যে, হয়ত নবী (ﷺ) পুরাতন নামের পরিবর্তে আজকের দিনকে নতুন কোন নামে নামকরণ করবেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ এটি কোন্ মাস? এবারও আমরা এই ভেবে চুপ থাকলাম যে, হয়ত নবী (ﷺ) এই মাসকে নতুন কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেনঃ এটি কি যুল-হজ্জ মাস নয়? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আজকের দিন তোমাদের নিকট যেমন পবিত্র, এই মাস তোমাদের কাছে যেমন পবিত্র, এই শহর তোমাদের কাছে যেমন পবিত্র তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য হারাম (হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত)। উপস্থিত লোকেরা যেন আমার বাণী অনুপস্থিত লোকদের পৌছিয়ে দেয়। কেননা উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবতঃ এমন লোককে পৌছিয়ে দিবে, যে তার চেয়ে এই বাণী অধিক সংরক্ষণকারী।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জন্য এমনভাবে (মাঝে মাঝে) নসীহত করতেন, যাতে তারা বিরক্ত না হন

٦٢ــ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. (بخارى:٦٨)

৬২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাদের কষ্টের ও বিরক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝে আমাদেরকে নসীহত করতেন।

٦٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَ لا تُنَفِّرُوا». (بخارى:٦٩)

৬৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা সকল কাজে সহজ পন্থা অবলম্বন কর এবং কঠিন করোনা। মানুষকে সুসংবাদ প্রদান কর, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিওনা।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন

٦٤ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ». (بخارى:٧١)

৬৪) মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার

কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আমি হলাম বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দাতা। এই উম্মাত সর্বদা আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, কিয়ামত আসা পর্যন্ত বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

অধ্যায়ঃ জ্ঞানের কথা বুঝার চেষ্টা করা

٦٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ» فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট পুরুষ খেজুর গাছের ফুলের ছড়া আনা হল। তিনি তখন বললেনঃ এমন এক প্রকার বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়েনা। আর উহা মুমিনের অনুরূপ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি বলতে ইচ্ছা করলামঃ উহা হচ্ছে খেজুর গাছ। আমি উপস্থিত লোকদের মধ্যে বয়সে ছোট ছিলাম। তাই আমি চুপ থাকলাম। নবী (ﷺ) বললেনঃ তা হল খেজুর বৃক্ষ।

টিকাঃ অন্য বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট পুরুষ খেজুর গাছের ফুলের ছড়া আনা হল। তিনি তখন বললেনঃ এমন এক প্রকার বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়েনা। আর উহা মু'মিনের অনুরূপ। আমাকে বল তো সেটি কোন্ বৃক্ষ? মানুষেরা জঙ্গলের বৃক্ষ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকল। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি উপস্থিত লোকদের মধ্যে বয়সে ছোট ছিলাম। তাই আমি চুপ থাকলাম। তবে আমার মনে চিন্তা জাগল যে, উহা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তা প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করলাম। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি আমাদেরকে তা বলে দিন। তিনি বললেনঃ তা হল খেজুর বৃক্ষ।

অধ্যায়ঃ জ্ঞান ও হিকমতে ঈর্ষা করা

٦٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». (بخارى:٧٣)

৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায়না। (১) এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দান করেছেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে ন্যায়ের পথে তা খরচ করারও তাওফীক দিয়েছেন। (২) আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ও হেকমত দান করেছেন। সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।

টিকাঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট জ্ঞান ও ধন-সম্পদ দেখে তার প্রতি হিংসা করা এবং তার ধ্বংস কামনা করা হারাম। আরবীতে এ ধরণের কর্মকে হাসাদ বলা হয়। কিন্তু কারো নিকট জ্ঞান ও ধন-সম্পদ দেখে তার ধ্বংস কামনা না করে নিজের জন্য অনুরূপ কামনা করাকে গিবতা বলা হয়। এটা খুবই ভাল। আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য তাই।

অধ্যায়ঃ ইবনে আব্বাসের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ

٦٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ». (بخارى:٧٥)

৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ হে আল্লাহ! একে তোমার কিতাবের জ্ঞান দান করো।

অধ্যায়ঃ কত বছর বয়সে শিশুরা হাদীছ শ্রবণ করে মুখস্থ রাখতে পারে?

٦٨ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদিন গাধীর উপর আরোহন করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আগমণ করলাম। আমি তখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন মিনায় কোন দেয়াল সামনে না রেখেই নামায পড়ছিলেন। আমি কোন একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম এবং গাধিটিকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হলাম। আমার এই কাজের প্রতিবাদ করা হয়নি।

টিকাঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা অন্য কোন সাহাবী তার প্রতিবাদ করেন নি। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমামের পিছনের কাতারের বা তার পরের কাতারগুলোর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয আছে। ইমামের সামনে দিয়ে অথবা একাকী নামায আদায়রত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা নিষেধ। এ ক্ষেত্রে সুতরার সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। নামাযী ও সুতরার মাঝখান দিয়ে নয়। সুতরা না থাকলে মুসল্লির পা থেকে তিন হাতের বেশী ব্যবধানে গমণ করা মার্জনীয়। তিন হাত হয় সিজদার স্থান থেকে এক বিঘত বেশী পরিমানে।

٦٩ــ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ﷺ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ.

৬৯) মাহমূদ বিন রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে কুলি করে আমার চেহারায় তা নিক্ষেপ করলেন। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর। ঘটনাটি এখনও আমার মনে রয়েছে।

অধ্যায়ঃ ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়ার ফজীলত

٧٠ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». (بخارى:٧٩)

৭০) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ আমাকে যে হেদায়াত এবং ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা কোন যমীনে বর্ষিত হল। উক্ত যমীনের কিছু অংশ ছিল খুবই ভাল ও উর্বর। সে যমীন পানি ধারণ করে প্রচুর ঘাস, তৃণলতা ও শাক-সব্জি উৎপন্ন করল। যমীনের অন্য অংশ ছিল খুবই শক্ত। তা পানি ধারণ করে রাখল। উহা

দ্বারা আল্লাহ মানুষের উপকার করলেন। মানুষেরা তা পান করল, চতুষ্পদ জন্তুকে পান করালো এবং চাষাবাদও করল। সেই বৃষ্টির কিছু পানি যমীনের এমন এক অংশে পতিত হল, যা ছিল মসৃণ পাথরযুক্ত সমতল ময়দান। সে পানি ধরে রাখতে পারেনা এবং কোন তৃণলতাও উৎপন্ন করতে পারেনা।

সুতরাং এটিই হল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীন বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং আমাকে আল্লাহ যে হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তাই সে নিজে উহা শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আবার ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেনি এবং আমাকে আল্লাহ যে হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা কবুলও করেনি।

অধ্যায়ঃ ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে

٧١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَة: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا». (بخارى:٨٠)

৭১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। মদ্যপান ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে।

٧٢ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَة: أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ». (بخارى:٨١)

৭২) আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা আমার পরে তোমাদেরকে আর কেউ শুনাবেনা। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ নিশ্চয় কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্‌ম কমে যাবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান প্রকাশ পাবে, ব্যভিচার প্রকাশ পাবে, মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার দেখা-শুনার জন্যে মাত্র একজন পুরুষ থাকবে।

টিকাঃ উপোরক্ত হাদীছ প্রমাণ করছে বর্তমানে দ্বীনি গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রিসার্চ-এর নামে দলীল বিহীন এবং সালাফদের নীতি বিরোধী যত বক্তব্য চলছে যেমন বিভিন্ন দল ও দর্শনের পক্ষপাত মূলক অপব্যাখ্যা তা ইল্‌মের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এগুলো যদি ইলম্ হত, তাহলে ইলম্ কমে যাবে না বলে বৃদ্ধির কথা বলা হত। কারণ এগুলো তো দিন দিন বেড়েই চলছে। মোট কথা, طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم অর্থাৎ পূর্বেকার বিদ্বানদের কর্মপন্থা অধিক নিরাপদ এবং পরবর্তীদের কর্মপন্থা সমধিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানসমৃদ্ধ- উপরোক্ত হাদীছ এমন কথার অসারতা প্রমাণ করছে।

অধ্যায়ঃ ইলমের ফজীলত

٧٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمَ». (بخارى:٨٢)

৭৩) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ তিনি বলেনঃ একদা আমি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, আমার জন্য এক পেয়ালা দুধ আনা হয়েছে। আমি তা হতে পান করলাম। এতে আমি এত তৃপ্তি অনুভব করলাম যে, তা শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে নখের ভিতর থেকে তা বের হওয়ার উপক্রম হল। তারপর অতিরিক্ত দুধ উমার বিন খাত্তাবকে প্রদান করলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এর ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেনঃ উহার ব্যাখ্যা হল দ্বীনী ইল্‌ম।

অধ্যায়ঃ বাহনে আরোহন করে ফতোয়া দেয়া

٧٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». (بخارى:٨٣)

৭৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের দিন মিনায় মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তখন একজন লোক এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! অজ্ঞতা বশত আমি কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ এখন যবেহ কর, কোন অসুবিধা নেই। অন্য এক লোক এসে বললঃ আমি তো জানিনা, তাই পাথর নিক্ষেপ করার পূর্বেই কুরবানীর জন্তু যবেহ করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ এখন পাথর নিক্ষেপ কর, কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেনঃ সেদিন পূর্বে কিংবা পরে করা হয়েছে- এমন যত প্রশ্নই করা হয়েছে উত্তরে তিনি বলেছেনঃ কর, কোন অসুবিধা নেই।

অধ্যায়ঃ হাত বা মাথার ইশারায় ফতোয়া দেয়া

٧٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ. (بخارى:٨٥)

৭৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাবে এবং 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কী? উত্তরে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন। মনে হল তিনি এ দ্বারা হত্যা উদ্দেশ্য করেছেন।

٧٦ــ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ- لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ- لا أَدْرِي قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاَثًا. بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ:

فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا به. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ- لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ. (بخارى:٨٦)

৭৬) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আয়েশা (রাঃ)এর নিকট আগমণ করলাম। তখন তিনি নামাযরত ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ মানুষের কী অবস্থা? অর্থাৎ তারা পেরেশান কেন? তিনি আকাশের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ তিনি দেখালেন যে, সূর্যগ্রহণ লেগেছে। তখন দেখতে পেলাম সকল মানুষই নামায অবস্থায় আছেন। অতঃপর তিনি সুবহানাল্লাহ বললেন। আমি বললামঃ এটি কি কোন আযাবের নিদর্শন। আয়েশা (রাঃ) মাথা দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আমি তাদের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আমি বেহুশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। আমি আমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। নামায শেষ হলে নবী (ﷺ) প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন।

অতঃপর বললেনঃ অতীতে আমাকে যেসমস্ত জিনিষ দেখানো হয়নি আজ আমি এস্থানে তা অবলোকন করেছি। এমন কি জান্নাত-জাহান্নামও দেখেছি। আমার কাছে এই মর্মে অহী এসেছে যে, দাজ্জালের ফিতনার মত অথবা তার কাছাকাছি ফিতনার মাধ্যমে তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আসমা (রাঃ) 'মত' বা 'কাছাকাছি' এই দু'টি শব্দের কোন্ শব্দটি উল্লেখ করেছেন- তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কবরে দাফনকৃত ব্যক্তিকে বলা হবেঃ এই লোকটি তথা মুহাম্মাদ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? মু'মিন ব্যক্তি বলবেঃ তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)। তিনি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং হেদায়াত নিয়ে আগমণ করেছিলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তিনি হলেন মুহাম্মাদ। সে তিনবার এ কথাটি বলবে। অতঃপর তাকে বলা হবেঃ তুমি এখানে আরামের সাথে ঘুমিয়ে থাকো। আমরা জানতাম তুমি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিলে।

আর যারা মুনাফেক বা সন্দেহ পোষণকারী তারা বলবেঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলতে শুনেছি। আমি তাই বলেছি।

অধ্যায়ঃ জরুরী কোন মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজ পরিবারকে শিক্ষা দেয়া

٧٧ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﷺ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. (بخارى:٨٨)

৭৭) উকবা বিন হারেছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ইহাব বিন আযীযের কন্যাকে বিয়ে করলেন। উকবা বিন হারেছের নিকট জনৈক মহিলা এসে বললঃ আমি উকবা এবং তাঁর স্ত্রীকে দুধ পান করিয়েছি। তখন উকবা বললেনঃ আমার মনে হয়না যে, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ এবং (বিয়ে করার পূর্বে) তুমি আমাকে এ মর্মে সংবাদও দাওনি। যাই হোক কথাটি শুনেই উকবা বাহনে আরোহন করলেন এবং (সমাধানের) জন্য মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে যাত্রা শুরু করলেন। মদীনায় গিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ কিভাবে তুমি তার সাথে মেলা-মেশা করবে, অথচ বলা হয়ে গেছে যে, সে তোমার দুগ্ধ

সম্পর্কীয় বোন। অতঃপর উকবা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। মহিলাটি অন্য একজন লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।

অধ্যায়ঃ ইল্‌ম শিক্ষার জন্য শিক্ষকের নিকট পালাক্রমে গমণ করা

٧٨ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ ابْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ، فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لا أَدْرِي، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا». فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ

৭৮) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এবং আমার এক আনসারী প্রতিবেশী- যিনি বনী উমাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের লোক ছিলেন আর বনী উমাইয়া বিন যায়েদের লোকেরা মদীনার নিকটবর্তী আওয়ালী নামক এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। আমি এবং আমার আনসারী প্রতিবেশী ইল্‌ম শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পালাক্রমে আগমণ করতাম। একদিন সে গমণ করত আর অন্য দিন আমি গমণ করতাম। যে দিন আমি যেতাম সেদিন কোন অহী নাযিল হলে বা অন্য কোন খবরাদি থাকলে তা নিয়ে এসে আনসারীকে বলে দিতাম। আর যেদিন তিনি যেতেন আমার অনুরূপ করতেন। অর্থাৎ সেদিনের খবর নিয়ে আমার কাছে আসতেন। (একদা) আমার আনসারী বন্ধু তাঁর নির্ধারিত দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গেলেন। ফিরে এসে তিনি আমার ঘরের দরজায় খুব জোরে আঘাত করলেন। আতঙ্কিত অবস্থায় আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ বিরাট একটি ঘটনা ঘটে গেছে। তার কথা শুনে আমি হাফসার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সে ক্রন্দন করছে। আমি বললামঃ আল্লাহর রাসূল কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেনঃ আমি জানিনা। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট গিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেনঃ না। (এতে আমি খুশী হয়ে) আল্লাহু আকবার বললাম।

অধ্যায়ঃ নসীহত করার সময় অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি রাগান্বিত হওয়া

٧٩ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلانٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». (بخارى: ٩٠)

৭৯) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন লোক নবী (ﷺ) এর কাছে আরয করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি নামায এত লম্বা করে যার কারণে তার সাথে জামাআতে নামায পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে নসীহত করার সময় ঐ দিনের চেয়ে অধিক রাগ করতে আর কখনও দেখিনি। তিনি বলছিলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা মানুষদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ!! যে ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়ে নামায পড়াবে সে যেন নামায দীর্ঘায়িত না করে। কারণ তার পেছনে নামায আদায়কারীদের

মধ্যে রয়েছে অসুস্থ, দুর্বল এবং কর্মব্যস্ত মানুষ।

٨٠ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا» أَوْ قَالَ: «وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ: احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». (بخارى:٩١)

৮০) যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি থলির মুখ বাঁধার রশি অথবা তিনি বললেনঃ থলি ও পাত্র ভালভাবে চিনে রাখো। তারপর এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো। এক বছর ঘোষণা করার পর যদি মালিককে খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে তুমি উহা ব্যবহার করো। পরে যদি মালিক এসে যায় তাহলে তার সম্পদ ফেরত দাও। লোকটি বললঃ হারানো উট সম্পর্কে আপনি কী বলেন? এই কথা শুনে নবী (ﷺ) রাগান্বিত হয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল। উটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তোমার লাভ কি? তার সাথে রয়েছে পানির মশক এবং তার পায়ে রয়েছে জুতা। (অর্থাৎ উট কয়েক দিনের পানি পেটের ভিতরে মতান্তরে কুঁজের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে এবং এর পা খুব শক্ত। তাই দীর্ঘক্ষণ পথ চলতে তার কোন অসুবিধা হবেনা। তাই (প্রয়োজনে) সে নিজেই পানির ঘাটে গিয়ে পানি পান করবে এবং গাছের পাতা ভক্ষণ করবে। কাজেই উটকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তার মালিক তাকে খুঁজে নিবে। লোকটি এবার প্রশ্ন করলঃ হারানো ছাগলের কি হবে? নবী (ﷺ) বললেনঃ এটি তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা চিতা বাঘের জন্য।

٨١ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ». قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ». فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (بخارى:٩٢)

৮১) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) কে এমন কিছু প্রশ্ন করা হলো, যেগুলো তিনি অপছন্দ করলেন। যখন তাঁকে বেশী প্রশ্ন করা হল তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। অতঃপর রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ তোমাদের মন যা চায় তা জিজ্ঞেস করো। একজন বললঃ আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা হল হুযাফা। অন্য এক লোক দাঁড়িয়ে বললঃ তাহলে আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমার পিতা শায়বার গোলাম সালেম। উমার (রাঃ) রাসূলের চেহারা মোবারকে রাগের আলামত দেখে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এহেন (অহেতুক) প্রশ্ন করা হতে আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।

অধ্যায়ঃ ভালভাবে বুঝার জন্য একই কথা তিনবার বলা

٨٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ.

৮২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন সালাম দিতেন তখন তিনবার দিতেন। কোন কথা বললে তা তিনবার বলতেন। যাতে করে তা (ভালভাবে) বুঝা যায়।

অধ্যায়ঃ দাসী এবং স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া

٨٣ــ عَنْ أَبِي موسى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَان: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان». (بخارى: ٩٧)

৮৩) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (১) আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তাঁর নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতিও ঈমান আনয়ন করেছে। (২) সেই গোলাম বা দাস যে আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে তাঁর মনিবের হকও আদায় করে। (৩) এমন এক ব্যক্তি, যার একজন দাসী আছে। সে তাকে সুন্দরভাবে আদব শিক্ষা দিয়েছে এবং দ্বীনের বিষয়াদিও শিক্ষা দিয়েছে। তারপর তাকে আযাদ করে বিবাহ করেছে। তার জন্যও দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।

অধ্যায়ঃ ইমাম কর্তৃক মহিলাদেরকে শিক্ষা দান

٨٤ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ. (بخارى: ٩٨)

৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) বেলাল (রাঃ) কে সাথে নিয়ে বের হলেন। তিনি ধারণা করলেন যে, মহিলাদেরকে তাঁর কথা শুনাতে পারেন নি। তাই তিনি মহিলাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং তাদেরকে সাদকাহ করতে বললেন। মহিলারা নবী (ﷺ)-এর নসীহতে প্রভাবিত হয়ে কানের দুল এবং হাতের আংটি খুলে সাদকাহ করতে শুরু করলেন। বেলাল (রাঃ) চাদরের এক কিনারায় তা জমা করতে লাগলেন।

অধ্যায়ঃ হাদীছ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

٨٥ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ». (بخارى:٩٩)

৮৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কোন্ ব্যক্তি আপনার শাফাআত লাভ করে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আমার ধারণা ছিল তোমার পূর্বে অন্য কেউ আমাকে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেনা। কারণ আমি তোমার মধ্যে হাদীছ শেখার যথেষ্ট আগ্রহ দেখেছি। জেনে রাখো! যে ব্যক্তি অন্তর থেকে খালেসভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করবে সে রোজ কিয়ামতে আমার শাফাআত পেয়ে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হবে।

অধ্যায়ঃ ইল্‌ম কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে?

٨٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا

يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». (بخارى: ١٠٠)

৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর থেকে ইল্মকে টেনে বের করে নিবেন না; বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইল্ম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবেনা তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বিনা ইলমেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং মানুষদেরকেও গোমরাহ করবে।

টিকাঃ এখানে শিক্ষক ও উসূল ভিত্তিক ইল্মের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কেননা বই-পুস্তক তো বেড়েই চলছে। অপর দিকে ইল্মের মহা সঙ্কট বেড়েই চলছে। শুধু যোগ্য আলেম ও মূলনীতির সদ্ব্যবহারের অভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কথায় বলেঃ من كانت كتبه شيخه قل صوابه وكثر خطأه অর্থাৎ বই-পুস্তক হয় যার শিক্ষক, ভুল হয় তার বেশী এবং সঠিক হয় কম। আরেক নীতি বাক্যে রয়েছে من حرم الأصول فقد حرم الوصول অর্থাৎ যে মূলনীতি হারিয়েছে, সে মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে।

অধ্যায়ঃ মহিলাদেরকে ইল্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য আলাদা কোন দিন নির্ধারণ করা যাবে কি?

٨٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ». (بخارى: ١٠٢)

৮৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মহিলাগণ নবী (ﷺ) কে বললঃ পুরুষেরা আপনার নিকট থেকে আমাদের চেয়ে বেশী উপকার গ্রহণ করছে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নবী (ﷺ) তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণের ওয়াদা করলেন। অতঃপর নির্ধারিত দিনে মহিলাদেরকে নসীহত করলেন এবং আদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে যেসমস্ত বিষয়ের উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল কোন মহিলার যদি তিনটি সন্তান শৈশবকালে মারা যায় তাহলে সন্তানরা তার এবং জাহান্নামের আগুনের মাঝে পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে। জনৈক মহিলা বললঃ কারো যদি দু'জন সন্তান মারা যায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ দু'জন মারা গেলেও।

٨٨- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ». (بخارى: ١٠٢).

৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যদি এমন তিনজন সন্তান যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মারা যায়।

অধ্যায়ঃ কোন কথা শুনার পর ভালভাবে বুঝার জন্য দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা

٨٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾؟ قَالَتْ: فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ

يَهْلِكْ»(بخارى: ١٠٣)

৮৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ আল্লাহ কি বলেন নি?

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

"অচিরেই তার সহজ হিসাব নেয়া হবে"। (সূরা ইনশিকাকঃ ৮) নবী (ﷺ) বললেনঃ মূলতঃ এটি হিসাব নয়; বরং তা হল শুধু আমলগুলো পেশ করা। কিন্তু যার (কঠিন) হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে।

অধ্যায়ঃ উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে জ্ঞানের কথা জানিয়ে দিবে

٩٠ــ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، يَقُولُ قَوْلاً، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». (بخارى: ١٠٤)

৯০) আবু শুরাইহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের পরের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে একটি কথা বলতে শুনেছি। কথাটি আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা হেফাজত করে রেখেছে। তিনি যখন কথা বলেছেন তখন আমার দুই চক্ষু তাঁকে দেখেছে। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেনঃ পবিত্র মক্কা নগরীকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। মানুষেরা তা হারাম করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তাঁর জন্য তথায় কোন রক্তপাত করা কিংবা তথাকার কোন বৃক্ষ কাটা বৈধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথায় যুদ্ধ করেছেন- এই বলে যদি কেউ মনে করে তথায় যুদ্ধ করার অনুমতি আছে তাহলে তোমরা তাকে বলঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন আর তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমার জন্য শুধু দিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আজ গতকালের ন্যায় তার সম্মান ফিরে এসেছে। আজ এখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যেন আমার বাণী অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌছিয়ে দেয়।

অধ্যায়ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপ করার গুনাহ

٩١ــ عن عَلِيٍّ ﷺ قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ». (بخارى:١٠٦)

৯১) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করোনা। কেননা যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বর্ণনা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٩٢ــ عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৯২) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমি যে কথা বলিনি কেউ যদি আমার নামে তা চালিয়ে দেয় সে যেন তার ঠিকানা

জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

٩٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (بخارى: ١١٠)

৯৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো। তবে আমার উপনামে নামকরণ করোনা। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখতে পেল সে প্রকৃতই আমাকে দেখতে পেল। কারণ শয়তান কখনও আমার আকৃতি ধারণ করতে পারেনা। আর আমি যে কথা বলিনি কেউ যদি এমন কথা আমার প্রতি আরোপ করে, তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

অধ্যায়ঃ জ্ঞানের কথা লিখে নেয়া

٩٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ؛ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «اكْتُبُوا لأَبِي فُلانٍ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِلاَّ الإِذْخِرَ إِلاَّ الإِذْخِرَ». (بخارى:١١٢)

৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা মক্কা থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা আবরাহার হস্তী বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দান করেছেন। আমার পূর্বে অন্য কারও জন্য মক্কা নগরী হালাল করা হয়নি এবং আমার পরে আর কারও জন্য হালাল করা হবেনা। আমার জন্য শুধু দিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আজকের এ মুহূর্তেও তা হারাম। উহার কাঁটাযুক্ত গাছ উঠানো যাবেনা, তথাকার কোন বৃক্ষ কাটা যাবেনা। মক্কার পথে পড়ে থাকা বস্তু সংগ্রহ করা যাবেনা। তবে প্রচার করার জন্য যে উঠাতে চায় সে উঠাতে পারে। আর যাকে হত্যা করা হবে তার ওয়ারিসরা দু'টি বস্তুর যে কোন একটি বস্তু গ্রহণ করবে। হয়ত দিয়াত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করবে, অন্যথায় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ হত্যাকারী থেকে কেসাস গ্রহণ করবে।

অতঃপর ইয়ামানের অধিবাসী একজন লোক এসে বললঃ আমাকে আপনার ভাষণটি লিখে দিন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ অমুককে আমার কথাগুলো লিখে দাও। কুরাইশদের এক লোক বললঃ আমাদেরকে ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি দিন। কারণ আমরা তা আমাদের ঘরে এবং কবরে ব্যবহার করে থাকি। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ ইযখির, ইযখির। অর্থাৎ ইযখির ঘাস কাটা যাবে।

টিকাঃ এই নিষেধাজ্ঞা শুধু ঐ সমস্ত বৃক্ষ ও ঘাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা নিজে নিজেই উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত গাছ-পালা মানুষ রোপন করে কিংবা মানুষ যে সমস্ত ঘাস ও সাক-শব্জি লাগায়, তা তোলায় কোন অসুবিধা নেই।

٩٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا

لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ». قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: «قُومُوا عَنِّي وَلا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ» (بخارى:١١٤)

৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মৃত্যুর পূর্বে নবী (ﷺ) এর অসুস্থতা যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেনঃ আমার কাছে লিখার সামগ্রী নিয়ে আসো। আমি তোমাদেরকে এমন কিছু লিখে দেব, যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে পরবর্তীতে তোমরা আর কখনও পথভ্রষ্ট হবেনা। উমার (রাঃ) বললেনঃ তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেছে। আর আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব আছে। এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সাহাবীগণ মতভেদ করলেন এবং তাদের মধ্যে শোরগোল বেড়ে গেল। তাদের অবস্থা দেখে নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আমার কাছে তোমাদের ঝগড়া করা উচিৎ নয়।

অধ্যায়ঃ রাতে নসীহত করা এবং শিক্ষা দান

٩٦ ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ».

৯৬) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে কত ফিতনা ও বিপদাপদ অবতীর্ণ হল! কত ধন-ভাণ্ডার খুলে দেয়া হল! কক্ষে ঘুমন্ত মহিলাদেরকে জাগিয়ে দাও। দুনিয়াতে পোষাক পরিধানকারী অনেক মহিলা কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র অবস্থায় থাকবে।

অধ্যায়ঃ রাতে গল্প করা

٩٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ». (بخارى: ١١٦)

৯৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর শেষ জীবনে একদা আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেনঃ আজকের রাত্রির গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা আছে কী? আজকের এই রাত্রিতে যারা জীবিত আছে, আজ থেকে শুরু করে একশত বছর পর পৃথিবীতে তাদের কেউ আর জীবিত থাকবেনা।

টিকাঃ সুফীরা বিশ্বাস করে যে, খিযির (আঃ) এখনও জীবিত আছেন। তাদের এই ধারণা সঠিক নয়। এই হাদীছ থেকে জানা গেল যে, একান্তই যদি তিনি ততদিন পর্যন্ত বেঁচেও থাকতেন, তাহলে সেদিন থেকে একশত বছর পর তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যদি তিনি নবী (ﷺ) এর যুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন, তাহলে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতেন। অথচ তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই, যেমন নবী (ﷺ) এর যুগ পর্যন্ত অথবা আজ পর্যন্ত তার জীবিত থাকারও কোন দলীল নেই। যা কিছু বলা হয় তার সবই সুফী সাধকদের বানানো গল্প মাত্র।

٩٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ

ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا. فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: «نَامَ الْغُلَيِّمُ».- أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا- ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. (بخارى: ١١٧)

৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতে হারেছের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর স্ত্রী। সেই রাত্রে নবী (ﷺ) আমার খালার ঘরেই ছিলেন। ইশার নামায আদায় করে ঘরে ফিরে তিনি চার রাকআত নামায পড়ে নিদ্রা গেলেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে বললেনঃ ছোট শিশুটি কি ঘুমিয়েছে? নবী (ﷺ) এই কথাটি বললেন অথবা অনুরূপ একটি বাক্য বললেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবনে আব্বাস বলেনঃ আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বাম দিক থেকে ডান দিকে নিয়ে আসলেন। তিনি পাঁচ রাকাআত নামায পড়লেন। পরে আরো দু'রাকাআত পড়লেন। অতঃপর তিনি এমন গভীর নিদ্রামগ্ন হলেন যে আমি তাঁর নাকের ডাক শুনতে পেলাম। অতঃপর তিনি (ফজর) নামায আদায় করার জন্য মসজিদে চলে গেলেন।

অধ্যায়ঃ জ্ঞানের কথা মুখস্থ রাখা

٩٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الرَّحِيمُ﴾، إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لاَ يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَظُونَ. (بخارى: ١١٨)

৯৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকেরা বলে থাকে যে, আবু হুরায়রা অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যদি পবিত্র কুরআনের এই দু'টি আয়াত না থাকত তাহলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতামনা। তারপর তিনি কুরআনের আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"আমি যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং হেদায়াতের কথা নাযিল করেছি, পবিত্র কুরআনে মানুষের জন্য বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করবে, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করবেন এবং লা'নতকারীগণও লা'নত করবেন। তবে যারা তাওবা করে এবং নাযিলকৃত বিষয়গুলো বর্ণনা করে দেয় সেসমস্ত লোকের তাওবা আমি কবূল করি। আমি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু"। (সূরা বাকারাঃ ১৫৯-১৬০)

প্রকৃত অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমাদের মুহাজির ভাইগণ বাজারে বেচা-কেনায় ব্যস্ত থাকতেন। আর আনসার ভাইগণ ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আবু হুরায়রা পেট পূর্তির উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতেন। তিনি এমন স্থানে উপস্থিত হতে পারতেন যেখানে অন্যরা উপস্থিত হতে পারতেন না। আর তিনি এমন সব হাদীছ মুখস্থ রাখতে পারতেন, যা অন্যরা পারতেন না। (তাই তিনি বেশী হাদীছ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন)

টিকাঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) পেট পূর্তির উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে থাকার অর্থ এ নয় যে, তিনি শুধু পেট ভরে খাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সব সময় অবস্থান করতেন। যেমনটি মনে করেন এক শ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষী লোক; বরং হাদীছের প্রকৃত তাৎপর্য হল আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাষাবাদ ও কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে অবস্থান করার মত তাদের হাতে বেশী সময় ছিলনা। পক্ষান্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর চাষাবাদ বা ব্যবসা-বাণিজ্য এসব কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিলনা। বরং খেয়ে না খেয়ে হাদীছ শিখার অধীর আগ্রহে নবী (ﷺ) এর খেদমতে পড়ে থাকতেন। কখনও এমন অবস্থা হত যে, ক্ষুধার কষ্টে বেহুশ হয়ে মুসল্লিদের সামনে পড়ে যেতেন। তারা তাকে মৃগী রোগে আক্রান্ত মনে করে জুতা দ্বারা আঘাত করতেন। এহেন করুন অধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে, তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে আবু বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উভয় সাহাবীকে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। তারা আসল পরিস্থিতি না বুঝে উত্তর দিয়ে চলে গেলেন। অথচ আবু হুরায়রা (রাঃ) উত্তর জানেন। তবুও মুখ খুলে ক্ষুধার কথা বলতে পারলেন না। অবশেষে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেই আসল হেতু বের হয়ে আসে এবং তিনি সামান্য কিছুর মাধ্যমে আবু হুরায়রার (রাঃ) ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করলেন।

١٠٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ، قَالَ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ». فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ضُمَّهُ». فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. (بخارى:١١٩)

১০০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট থেকে অনেক হাদীছ শ্রবণ করি, কিন্তু পরক্ষণে তা ভুলে যাই। তিনি বললেনঃ তোমার চাদর বিছাও। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি আমার চাদর বিছালাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উভয় হাত দিয়ে অঞ্জলি বানালেন এবং চাদরের ভিতরে ঢেলে দিয়ে বললেনঃ চাদরটি তোমার শরীরে জড়িয়ে নাও। তাঁর কথানুসারে চাদরটি আমার বক্ষের সাথে জড়িয়ে নিলাম। এরপর থেকে কোন জিনিস আর কোন দিন ভুলিনি।

١٠١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا البُلْعُومُ. (بخارى: ١٢٠)

১০১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট থেকে দুই পাত্র ইল্‌ম অর্জন করেছি। এক পাত্র তোমাদের মধ্যে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় পাত্র যদি তোমাদের মধ্যে বর্ণনা করি, তাহলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে।

টিকাঃ কিছু কিছু বিদআতীরা এই হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (ﷺ) থেকে দু'প্রকার ইল্‌ম শিখেছিলেন। এক প্রকার হল যাহেরী ইল্‌ম, যা তিনি সাধারণ মানুষের জন্য বর্ণনা করেছেন। অন্য প্রকার হল বাতেনী ইল্‌ম, যা তিনি সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ করেন নি; বরং তা শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তাদের নিকট থেকে পরবর্তীতে সুফীরা গ্রহণ করেছে।

তাদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শরীয়তে যাহেরী এবং বাতেনী বলতে কিছুই নেই। দ্বিতীয়

প্রকার ইল্‌ম বলতে এখানে যালেম শাসকদের বুঝানো হয়েছে। নবী (ﷺ) আবু হুরায়রাকে তাদের নাম ও অবস্থা বলে দিয়েছিলেন। অন্য বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে তা উল্লেখও রয়েছে। সুতরাং অত্র হাদীছে বিদআতী ও সূফীদের কোন দলীল নেই।

অধ্যায়ঃ জ্ঞানীদের কথা শ্রবণ করার জন্য নিরব থাকা

١٠٢ ــ عَنْ جَرِيرٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ». فَقَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». (بخارى:١٢١)

১০২) জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ তুমি লোকদেরকে আমার কথা শুনার জন্য চুপ করাও। তারপর তিনি বললেনঃ তোমরা আমার মৃত্যুর পর পরস্পর মারামারি করে কাফের হয়ে যেয়োনা।

অধ্যায়ঃ আলেমকে যখন প্রশ্ন করা হবে, মানুষের মধ্যে কে বড় আলেম তখন তিনি কি বলবেন?

١٠٣ــ عن أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ بَلَى لِى عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قَالَ أَىْ رَبِّ وَمَنْ لِى بِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ أَىْ رَبِّ وَكَيْفَ لِى بِهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا ، فَتَجْعَلُهُ فِى مِكْتَلٍ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ وَرُبَّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمَّهْ وَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِى مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا .وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا . قَالَ لَهُ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِى ، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمَ مُوسَى ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ . قَالَ أَنَا مُوسَى . قَالَ مُوسَى بَنِى إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِى مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا . قَالَ يَا مُوسَى إِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ ، عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لاَ تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ قَالَ (قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِى السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِى الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ ، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِى وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُومِ . فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَمٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا . قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِى ، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى خَاتِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا

১০৩) উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলঃ বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী কে? (মূসা (আঃ) এর জানা মতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ ছিলনা) তাই তিনি বললেনঃ আমিই বর্তমানে সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই কথাকে অপছন্দ করলেন। কারণ তিনি এ কথা বলেন নি যে, আল্লাহই ভাল জানেন কে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা! দুই সাগরের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমি তাঁর কাছে যেতে পারবো? আল্লাহ্ তাআলা বললেনঃ থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে ভ্রমণ শুরু কর। যেখানে পৌঁছে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তাঁর সন্ধান পাবে। আল্লাহর কথা অনুযায়ী মূসা (আঃ) থলের ভিতর একটি (ভাজা) মাছ নিয়ে বের হলেন। সাথে ছিল তাঁর খাদেম ইউসা ইবনে নূন। পথিমধ্যে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ মাছটি লাফিয়ে উঠল এবং থলের ভিতর থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল আল্লাহ তাআলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। (ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখছিলেন। মূসা (আঃ) তখন ঘুমন্ত ছিলেন। জাগ্রত হলে ইউশা ইবনে নূন এই ঘটনা মূসাকে বলতে ভুলে গেলেন) তাঁরা সেখান থেকে পুনরায় রওয়ানা হলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলা মূসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীকে বললেনঃ আমাদের নাস্তা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যে স্থানে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আঃ) ক্লান্তি বোধ করেন নি। (নাস্তা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূন মাছের ঘটনা স্বরণ করলেন) তিনি বললেনঃ আমরা যে পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলাম, সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। আর আমি আপনাকে এই সংবাদটি দিতে ভুলে গিয়েছি। শয়তানই আমাকে আপনাকে বলতে ভুলিয়ে দিয়েছে। মাছটি চলে যাওয়ার পথে একটি ছিদ্র ছিল এবং মুসা (আঃ) এবং ইউসা ইবনে নূনের জন্য ছিল এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা।

তখন মূসা (আঃ) বললেনঃ সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। তখন তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রস্তর খণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, একজন লোক আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মূসা (আঃ) তাঁকে

সালাম দিলেন। খিযির (আঃ) সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেনঃ এই জনমানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা (আঃ) বললেনঃ আমি মূসা। খিযির প্রশ্ন করলেনঃ বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, আমি বনী ইসরাঈলের মূসা। আল্লাহ্ আপনাকে যেই জ্ঞান শিখিয়েছেন, তা থেকে কিছু শেখার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি।

খিযির (আঃ) বললেনঃ হে মূসা! আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আমি জানিনা। মূসা (আঃ) বললেনঃ আমি কি আপনার কাছ থেকে তা শেখার জন্য আপনার সাথে চলতে পারি? খিযির (আঃ) বললেনঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় বুঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? মূসা বললেনঃ আল্লাহ্ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করবোনা। কোন কাজে আমি আপনার বিরোধিতা করবোনা। খিযির (আঃ) বললেনঃ আপনি যদি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তা আপনার কাছে ব্যক্ত করি।

এ কথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে থাকলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে সাগরের তীরে থামল। তাঁরা নৌকায় আরোহনের ব্যাপারে কথা বললেন। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। তারা যখন নৌকায় আরোহন করলেন তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার কিনারায় বসল এবং সাগর থেকে এক ঠোকর বা দুই ঠোকর পানি পান করল। খিযির (আঃ) বললেনঃ এই পাখিটি তার ঠোঁট দিয়ে বিশাল সাগর থেকে যে পরিমাণ পানি পান করেছে আমি এবং আপনি আল্লাহর জ্ঞানের সমুদ্র থেকে ঠিক ততটুকু জ্ঞানই অর্জন করেছি। নৌকায় উঠেই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মূসা স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বললেনঃ আপনি কি করলেন? তারা আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় (পয়সায়) নৌকায় তুলে নিয়েছে আর আপনি তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়। আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেনঃ আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? তখন মূসা (আঃ) যুক্তি পেশ করে বললেনঃ আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে দোষারোপ করবেন না। আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না। প্রথম সমস্যাটি হয়েছিল মূসা (আঃ)এর ভুলের কারণে।

তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্ব-হস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (আঃ) বললেনঃ আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। আপনি নিঃসন্দেহে একটি অপছন্দনীয় কাজ করেছেন। খিযির বললেনঃ আমি পূর্বেই বলেছিলামঃ আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। (মূসা (আঃ) দেখলেন, এব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর) তাই বললেনঃ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দিবেন। আমার আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা

গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। ওরা মেহমানদারী করতে সোজা অস্বীকার করল। খিযির এই গ্রামে একটি পুরাতন প্রাচীর দেখলেন, যা উল্টে পড়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটিকে সোজা করে দিলেন। মূসা (আঃ) বললেনঃ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি তাদের বড় একটি কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে আপনি এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেনঃ এখন শর্ত পূরণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদের সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা মূসার উপর রহমত নাযিল করুন। আমাদের আকাঙ্খা ছিল, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করে আরো কিছু সময় থাকতে পারতেন, তাহলে তাদের আরও কিছু ঘটনা আল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন।

টিকাঃ সূরা কাহাফে ঘটনার বিবরণ এভাবে এসেছে যে, নৌকাটির ব্যাপার, সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। বালকটির ব্যাপার - তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার- সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন নিজেরাই উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা।

অধ্যায়ঃ উপবিষ্ট আলেমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা

١٠٤ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». (بخارى:١٢٣)

১০৪) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলঃ আল্লাহর পথে জেহাদ কাকে বলে? কারণ আমাদের মধ্যকার কোন কোন লোক রাগের বশবর্তী হয়ে জেহাদ করে থাকে। আবার কেউ জেহাদ করে আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করতে। নবী (ﷺ) প্রশ্নকারীর দিকে মাথা উঠালেন। তিনি বসা ছিলেন আর লোকটি দাঁড়ানো ছিল বলেই তিনি মাথা উঠালেন। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি এ কারণে জেহাদ করবে যে, আল্লাহর কালেমা তথা তাওহীদের বাক্য সমুন্নত হোক, তাঁর জেহাদই হবে আল্লাহর পথে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমাদেরকে খুব অল্প জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে

١٠٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ لا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ،

فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، قَالَ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾.

(بخارى:١٢٥)

১০৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (ﷺ) এর সাথে মদীনার কোন অনাবাদী ভূমির উপর দিয়ে পথ চলছিলাম। তিনি একটি খেজুর গাছের লাঠির উপর ভর দিয়ে হাটছিলেন। এমন সময় তিনি এক দল ইহুদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারা পরস্পর বলতে লাগলঃ তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করো। অন্যরা বললঃ তাঁকে কোন প্রশ্নই করোনা। হতে পারে তিনি এমন কথা বলবেন, যা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। অপর কিছু লোক বললঃ আমরা অবশ্যই তাঁকে প্রশ্ন করবো। তাদের এক লোক বললঃ হে আবুল কাসেম! রূহ কী? (প্রশ্ন শুনে) নবী (ﷺ) চুপ হয়ে গেলেন। ইবনে মাসউদ বলেনঃ আমি তাঁর অবস্থা দেখে বুঝতে সক্ষম হলাম যে, তাঁর উপর অহী নাযিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন অহী নাযিল হওয়া শেষ হল তখন তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও, রূহ আমার রবের একটি নির্দেশ মাত্র। আর তোমাদেরকে খুব অল্প জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে"। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৮৫)

অধ্যায়ঃ বুঝতে না পারার আশঙ্কায় একদলকে বাদ দিয়ে অন্যদলকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়া

١٠٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ»! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلاثًا قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا». وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. (بخارى:١٢٨)

১০৬) আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা মুআয (রাঃ) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসা ছিলেন। তিনি মুআযকে ডেকে বললেনঃ হে মুআয! মুআয (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট হাজির। নবী (ﷺ) আবার বললেনঃ হে মুআয! এভাবে তিনবার ডাক দিলেন। এরপর তিনি বললেনঃ "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্য মনে করে (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) পাঠ করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন" মুআয (রাঃ) বললেনঃ আমি কি লোকদেরকে এই সংবাদ প্রদান করবোনা যাতে তারা সুসংবাদ গ্রহণ করতে পারে? তিনি বললেনঃ তুমি যদি তাদেরকে এ কথা বলে দাও তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে থাকবে (এবং আমল করা ছেড়ে দেবে)। মুআয (রাঃ) মৃত্যুর সময় গুনাহগার হওয়ার ভয়ে হাদীছটি বলে গিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ ইল্‌ম অর্জনে লজ্জাবোধ করা

١٠٧ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».

১০৭) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উম্মে সুলাইম নবী (ﷺ) এর নিকট আগমণ করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ হক বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই আমার প্রশ্ন হল মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে তাদের উপর কি গোসল আবশ্যক? উত্তরে নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ, যখন তারা পানি (বীর্য) দেখতে পাবে। এ কথা শুনে উম্মে সালামা তাঁর মুখ ঢেকে নিলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তোমার ডান হাত ধূসরিত হোক। মহিলাদের স্বপদোষ না হলে কিভাবে সন্তান তাদের অনুরূপ হয়ে থাকে?

টিকাঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী "তোমার ডান হাত ধূসরিত হোক"-এর দ্বারা বদ দুআ বা অকল্যাণ কামনা উদ্দেশ্য নয়। এটি আরবদের একটি সাধারণ পরিভাষা। শ্রোতাকে কোন বিষয় ভালভাবে বুঝানোর জন্য তারা তাদের কথা-বার্তায় অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করত। আবার এর দ্বারা বরকতের দুআও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন দ্বীনদার স্ত্রী চয়নের প্রসঙ্গে নবী (ﷺ) এই কথা বলে বরকতের দুআ করেছেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি লজ্জাবোধ করবে সে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলবে

١٠٨ــ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ». (بخارى: ١٣٢)

১০৮) আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার অধিক পরিমাণে মযী নির্গত হত। আমি মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ)কে বললাম তিনি যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এর হুকুম জিজ্ঞেস করেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেঃ নবী (ﷺ) বললেনঃ মযী নির্গত হলে অযু করতে হবে।

টিকাঃ যৌন উত্তেজনার সময় পুরুষাঙ্গ থেকে প্রাথমিকভাবে যে পাতলা পানি বের হয় তাকে মযী বলে। ইহা 'ওদী' ধাতুর মত নাপাক। যা রোগের কারণে প্রশ্রাবের পূর্বাপর নির্গত হয়। তবে এ থেকে পবিত্রতা হাসিল করার জন্য শুধু অযু করতে হবে। শরীর বা জামায় লাগলে অবশ্যই ধৌত করতে হবে। পক্ষান্তরে মনি যা দফায় দফায় সবেগে নির্গত হয়, তা পবিত্র। কিন্তু তা নির্গত হলে অবশ্যই গোসল করতে হবে। তবে ওযর বশতঃ বড় নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে তায়াম্মুম করলেও চলবে।

অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতরে ইল্‌মী আলোচনা (জ্ঞান চর্চা) করা এবং ফতোয়া জিজ্ঞেস করা

١٠٩ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (بخارى: ١٣٣)

১০৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কোথা হতে ইহরাম বাঁধার আদেশ দিচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ মদীনাবাসীগণ যুল হুলায়ফা থেকে ইহরাম বাঁধবে। শাম (সিরিয়ার) অধিবাসীগণ জুহফা থেকে এবং নজদবাসীগণ কারণ (কারনুল মানাযিল) থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইবনে উমার বলেনঃ সাহাবীদের ধারণা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম

বাঁধবে। ইবনে উমার বলতেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর নিকট হতে একথা ভাল করে বুঝতে পারিনি।

অধ্যায়ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে প্রশ্নের অতিরিক্ত কিছু যোগ করা

١١٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ». (بخارى: ١٣٤)

১১০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলঃ মুহরিম ব্যক্তি কী পরিধান করবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ মুহরিম ব্যক্তি জামা পরিধান করতে পারবেনা, পাগড়ী পরতে পারবেনা, পায়জামা পরতে পারবেনা, টুপি পরতে পারবেনা এবং জাফরান কিংবা ওয়ারস্ (ওয়ারস্ এক প্রকার ঘাস) দ্বারা রং করা কাপড় পরিধান করবেনা। ইহরামকারীর নিকট জুতা না থাকলে মোজা পরিধান করতে পারবে। তবে তা উপরের দিক থেকে টাখনু পর্যন্ত কেটে নিবে।

كتاب الوضوء

কিতাবুল অযু

অধ্যায়ঃ অযু ব্যতীত নামায কবুল হয়না

١١١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. (بخارى:١٣٥)

১১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যার হদছ হয়ে গেছে (অযু ছুটে গেছে) সে ব্যক্তি পুনরায় অযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবেনা। হাজরামাওতের অধিবাসী এক লোক আবু হুরায়রা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলঃ হদছ কাকে বলে? উত্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ পায়খানার রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হওয়া।

অধ্যায়ঃ অযুর ফজীলত

١١٢ــ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». (بخارى:١٣٦)

১১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন যখন ডাকা হবে তখন অযুর নিদর্শন স্বরূপ তাদের কপাল ও হাত-পা চকচক করতে থাকবে। সুতরাং যে চায় তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে, সে যেন তা বাড়িয়ে নেয়।

অধ্যায়ঃ অযু ছুটে যাওয়ার সন্দেহ হলেই অযু করতে হবেনা। যতক্ষণ না অযু ছুটে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস হয়

١١٣ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: «لا يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». (بخارى:١٣٧)

১১৩) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, যার নামাযের মধ্যে অযু নষ্ট হওয়ার সন্দেহ হয়। তিনি বললেনঃ সে নামায ছাড়বেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে শব্দ না শুনবে অথবা গন্ধ না পাবে।

অধ্যায়ঃ হালকাভাবে অযু করা

١١٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ، وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . (بخارى:١٣٨)

১১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) নিদ্রা গেলেন। নিদ্রার কারণে নাকের আওয়াজ বের হতে লাগল। অতঃপর জাগ্রত হয়ে অযু না করেই তিনি নামায আদায় করলেন। হাদীছের বর্ণনাকারী কখনও বলেছেনঃ তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে নিদ্রা গেলেন। নিদ্রার কারণে নাক থেকে আওয়াজ বের হতে লাগল। অতঃপর তিনি উঠে নামায আদায় করলেন।

টিকাঃ ইমাম বুখারী এখানে অযু না করা দ্বারা ভালভাবে অযু না করার অর্থ নিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ পরিপূর্ণরূপে অযু করা

١١٥ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.(بخارى:١٣٩)

১১৫) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আরাফা থেকে ফেরার পথে যখন পাহাড়ী রাস্তায় আসলেন, তখন সেখানে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন। অতঃপর অযু করলেন। তবে পরিপূর্ণরূপে অযু করেন নি। উসামা বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হয়েছে। তিনি বললেনঃ নামায তোমার সামনে। অতঃপর তিনি বাহনে আরোহন করলেন। মুযদালিফায় গিয়ে তিনি বাহন থেকে নামলেন এবং পরিপূর্ণরূপে অযু করলেন। অতঃপর নামাযের একামাত দেয়া হল। প্রথমে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন। সেখানে প্রত্যেকেই আপন আপন উট বসালো। অতঃপর ইশার নামাযের একামত দেয়া হল। নবী (ﷺ) সাহাবীদেরকে নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। ইশা এবং মাগরিবের নামাযের মাঝখানে কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়েন নি।

অধ্যায়ঃ উভয় হাত দ্বারা এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করা

١١٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ.

১১৬) একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি অযু করলেন। তিনি মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। প্রথমে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকেও কিছু দিয়ে নাকের ভিতরের অংশ পরিস্কার করলেন। অতঃপর আরো এক অঞ্জলি পানি নিয়ে এরূপ করলেন। অর্থাৎ এক হাত অন্য হাতের সাথে মিলালেন এবং তা দ্বারা মুখমন্ডল ধৌত করলেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করলেন এবং আরো এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা দ্বারা বাম হাত ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পায়ে ঢেলে দিলেন এবং তা ধৌত করলেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পায়ে ঢেলে তা ধৌত করলেন। পরিশেষে বললেনঃ এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করেছেন।

অধ্যায়ঃ পেশাব-পায়খানা করার জন্য বসার পূর্বে যা বলবে

١١٧ــ عن أنس قال: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

১১৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি যাবতীয় দুষ্ট জিন ও জিন্নী থেকে"।

অধ্যায়ঃ শৌচাগারে (টয়লেটে) পানি রাখা

١١٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَقَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا»؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». (بخارى:١٤٣)

১১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) শৌচাগারে প্রবেশ করলেন। আর আমি সেখানে অযুর পানি রেখে দিলাম। নবী (ﷺ) (শৌচকার্য শেষ করে বাইরে এসে) বললেনঃ কে অযুর পানি রেখেছে? নবী (ﷺ) কে সংবাদ দেয়া হলে আমার জন্য এই দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করো।

অধ্যায়ঃ পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হওয়া যাবেনা

١١٩ــ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». (بخارى:١٤٤)

১১৯) আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানা করতে যাবে, তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে এবং কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে না বসে। তোমরা পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।

ব্যাখ্যাঃ তোমরা পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। কথাটি নবী (ﷺ) মদীনাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন। কারণ মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে। তাই মদীনাবাসীগণ যদি পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে পায়খানা করে তাহলে কিবলা সামনে বা পিছনে হবেনা। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের কিবলা যেহেতু পশ্চিম দিকে তাই তারা যদি উত্তর বা দক্ষিণ দিকে ফিরে বসে, তবে কিবলা সামনে বা পিছনে হবেনা।

উপরোক্ত বিধান ফাঁকা মাঠে পেশাব-পায়খানার সময় প্রযোজ্য। তবে চার দেয়ালে ঘেরা জায়গার মধ্যে হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যা অপর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে التقوى فوق الفتوى অর্থাৎ তাকওয়া ফতোয়ার উপরে- এই নীতি অনুযায়ী উক্ত অবস্থায়ও কিবলাকে সামনে বা পিছনে না রাখা যে উত্তম কাজ- এতে কোন সন্দেহ নেই। এ কথার প্রমাণ ঐ হাদীছে রয়েছে, যেখানে বিধর্মীর এলাকায় কিবলার দিকে মুখ করে প্রস্তুত বাথরুমে একটু হেলে গিয়ে বসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে তাদের কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়া ভাল মনে করছি। সুতরাং কিবলার দিকে, কুরআনের দিকে এবং যে কোন সম্মানী ব্যক্তি ও বস্তুর দিকে পা প্রসারিত না করা ও একাকী হলেও লজ্জার অংশ না খোলা যে উত্তম- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

অধ্যায়ঃ দুইটি ইটের উপর বসে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা

١٢٠ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ المَقْدِسِ، لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ المَقْدِسِ.

১২০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকেরা বলতঃ তোমরা যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে বসবে, তখন কিবলামুখী হয়ে বসবেনা। এমন কি বায়তুল মাকদিসের দিকেও নয়। ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ একদা আমি আমাদের কোন একটি ঘরের ছাদের উপর উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মাকদিসকে সামনে রেখে দু'টি ইটের উপর বসে পায়খানা করছেন।

টিকাঃ মদীনাবাসীগণ বায়তুল মাকদিসকে সামনে রাখলে কাবাঘর পিছনে পড়ে। সে হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা ঘরকে পিছনে রেখে হাজত পূর্ণ করছিলেন। যা ইবনে উমার (রাঃ) ঘরের ছাদে উঠে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আবু আইয়্যুব আনসারীর হাদীছ এবং ইবনে উমারের হাদীছের মধ্যে দন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ উভয় হাদীছের মধ্যে কোন দন্দ্ব নেই। ইবনে উমার (রাঃ) সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়ালে ঘেরা স্থানে পায়খানা করতে দেখেছিলেন। দেয়ালে ঘেরা জায়গার মধ্যে কিবলামুখী হয়ে কিংবা কিবলাকে পিছনে রেখে হাজত পূর্ণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

অধ্যায়ঃ প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া

١٢١ــ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. (بخارى:١٤٦)

১২১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে রাতের বেলা খালি ময়দানের দিকে বের হতেন। ময়দানটি ছিল খুবই প্রশস্ত। উমার (রাঃ) নবী (ﷺ) কে প্রায়ই বলতেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনার স্ত্রীগণকে পর্দার আদেশ করুন। কিন্তু নবী (ﷺ) তা করতেন না। কোন এক রাতে ইশার সময় তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম্‌আ (রাঃ) ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছিলেন একজন লম্বা মহিলা। উমার (রাঃ) তাঁকে দেখে ডাক দিয়ে বললেনঃ হে সাওদা! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। উমারের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাড়াতাড়ি পর্দার আয়াত নাযিল হয়ে যায়। এ ঘটনার পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

অধ্যায়ঃ পানি দিয়ে শৌচকার্য করা

١٢٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ و فِي رواية: مِنْ مَاءٍ وَ عَنَزَةٍ، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. (بخارى: ١٥٢)

১২২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে বের হতেন, তখন আমি এবং একজন বালক তাঁর পেছনে পেছনে যেতাম। আমাদের সাথে থাকত পানির পাত্র।

আনাস (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ আমাদের সাথে থাকত পানির পাত্র এবং একটি লাঠি। তিনি পানি দিয়ে শৌচকার্য করতেন।

টিকাঃ পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, লাঠি দিয়ে তখন তিনি কী করতেন? উত্তরে বলা যেতে পারে

লাঠি দিয়ে শক্ত মাটি নরম করে তাতে পেশাব করতেন। যাতে পেশাবের ছিটা শরীরে না লাগে।

অধ্যায়ঃ ডান হাতে ইস্তেনজা (শৌচকার্য) করা নিষেধ

١٢٣ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ». (بخارى:١٥٣)

১২৩) আবু কাতাদাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন কিছু পান করবে, তখন যেন পান পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে এবং যখন পায়খানা করতে যাবে তখন যেন ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচকাজ না করে।

অধ্যায়ঃ পাথর দিয়ে ইস্তেনজা (পবিত্রতা অর্জন) করা

١٢٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا رَوْثٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.(بخارى:١٥٥)

১২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন আমি তাঁর পেছনে চললাম। নবী (ﷺ) এর অভ্যাস ছিল, তিনি ডান-বাম দিকে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকট পৌছলে তিনি বললেনঃ আমার জন্য ইস্তেনজার ঢিলা সংগ্রহ কর। অথবা এরূপ কিছু শব্দ বললেন। তিনি আরো বললেনঃ হাড্ডি এবং গোবর নিওনা। আমি আমার কাপড়ের এক পার্শ্বে জড়িয়ে কয়েকটি পাথর নিয়ে আসলাম। পাথরগুলো তাঁর পাশে রেখে চলে গেলাম। প্রয়োজন পূরণ করে তিনি পাথরগুলো দ্বারা ইস্তেনজা করলেন।

অধ্যায়ঃ গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করা নিষেধ

١٢٥ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ».

১২৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) শৌচাগারে গেলেন। তিনি আমাকে তিনটি পাথর সংগ্রহ করতে বললেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম। অনুসন্ধান করেও তৃতীয় পাথর পেলামনা। তাই একটি গোবর পেয়ে তা নিয়ে আসলাম। নবী (ﷺ) পাথর দু'টি গ্রহণ করলেন এবং গোবরটি ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ এটি না পাক।

অধ্যায়ঃ অযুর অঙ্গগুলো একবার একবার ধৌত করা

١٢٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ مَرَّةً مَرَّةً. (بخاري:١٥٧)

১২৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) অযুর অঙ্গগুলো একবার একবার করে ধৌত করেছেন।

অধ্যায়ঃ অযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধৌত করা

١٢٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأنصاري: أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (بخاري:١٥٨)

১২৭) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) অযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধৌত করেছেন।

অধ্যায়ঃ অযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা

١٢٨ــ عن عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثلاث مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاً وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثلاث مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (بخارى:١٥٩)

১২৮) উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা তাঁর গোলামকে অযুর পাত্র আনতে বললেন। অতঃপর তিনি তিনবার উভয় হাতে পানি ঢেলে তা ধৌত করলেন। তারপর ডান হাত পানির পাত্রে ঢুকিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন (প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত)। (আবার নতুন করে দু'হাত ভিজিয়ে তা দ্বারা) মাথা মাসেহ্ করলেন। অতঃপর দু'পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করলেন। তারপর বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার অযুর ন্যায় অযু করে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং মনে অন্য কিছুর কল্পনা করবেনা তার অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلاةَ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا». قَالَ عُرْوَةُ: الآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾. (بخارى:١٦٠)

১২৯) অপর বর্ণনায় এসেছে, একদা উছমান (রাঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি হাদীছ শুনাবো। কুরআন মাজীদের এই আয়াতটি যদি না থাকত তাহলে আমি তোমাদেরকে হাদীছটি শুনাতামনা। আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করবে এবং নামায আদায় করবে তার উক্ত নামায এবং পরবর্তী নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। উরওয়া বলেনঃ আয়াতটি হলঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"আমি যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং হেদায়াতের কথা নাযিল করেছি, পবিত্র কুরআনে মানুষের জন্য বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করবে, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করবেন এবং লা'নতকারীগণও লা'নত করবেন। তবে যারা তাওবা করে এবং নাযিলকৃত বিষয়গুলো বর্ণনা করে দেয় সেসমস্ত লোকের তাওবা আমি কবূল করি। আমি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু"। (সূরা বাকারাঃ ১৫৯-১৬০)

অধ্যায়ঃ অযুতে নাক পরিষ্কার করা

١٣٠ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (بخارى:١٦١)

১৩০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি অযু করবে সে যেন নাক ঝেড়ে নেয় আর যে ঢিলা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করে।

অধ্যায়ঃ বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করা

١٣١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

১৩১) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন অযু করবে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে নেয় আর যে ঢিলা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, সে যেন পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বেই কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে নেয়। কারণ তোমাদের কেউ জানেনা রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল?

অধ্যায়ঃ উভয় পা ধৌত করতে হবে, জুতার উপর মাসেহ করবে না

١٣٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وقد قِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ: أَمَّا الأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ يَمَسُّ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.(بخارى:١٦٦)

১৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাকে বলা হল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আপনাকে চারটি কাজ করতে দেখি, কিন্তু আপনার কোন সাথীকেই এগুলো করতে দেখিনা। তিনি বললেনঃ সেগুলো কী? বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি দেখি, আপনি শুধু রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করেন না। আপনি সিবতী জুতা পরিধান করে থাকেন। আপনি আপনার কাপড়গুলো হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত করেন। আপনি যখন মক্কায় থাকেন অন্যান্য লোকেরা চাঁদ দেখামাত্রই তালবীয়া পাঠ করে আর আপনি তারবীয়ার দিন (যুল হজ্জ মাসের ৮ তারিখ) ছাড়া তালবীয়া পাঠ করেন না- এর কারণ কি? ইবনে উমার (রাঃ) প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহর ঘরের রুকনসমূহ স্পর্শের ব্যাপারে আমার কথা হল আমি আল্লাহর রাসূলকে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কাবা ঘরের অন্য কোন রোকন স্পর্শ করতে দেখিনি। আর সিবতী জুতা সম্পর্কে কথা হল, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এমন জুতা পরিধান করতে দেখেছি, যাতে কোন পশম ছিলনা। এই জুতা পরেই তিনি অযু করতেন। এই জন্য আমি সিবতী জুতা পরিধান করতে ভালবাসি। আর হলুদ রং সম্পর্কে কথা হল আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হলুদ রং দ্বারা স্বীয় কাপড় রঞ্জিত করতে দেখেছি। তাই আমি উক্ত রং দ্বারা কাপড় রঞ্জিত করতে ভালবাসি। আর তালবীয়া পাঠের ব্যাপারে কথা হল, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ততক্ষণ পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করতে দেখিনি যতক্ষণ না বাহন (উট) তাঁকে

নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে।

টিকাঃ সিবতী জুতা হচ্ছে চামড়ার তৈরী বিশেষ এক ধরণের জুতা, যা সেই সময়ের লোকেরা পরিধান করত।

অধ্যায়ঃ অযু ও গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা

١٣٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

১৩৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) জুতা পরিধান, মাথার চুল চিরুনী করা, পবিত্রতা অর্জন করা এবং তাঁর সকল কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

টিকাঃ তবে শৌচাগারে যাওয়ার সময়, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, নাক পরিস্কার করার সময় এবং শৌচকাজ করার কথা ভিন্ন।

অধ্যায়ঃ নামাযের সময় হলে অযুর পানি তালাশ করা

١٣٤ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. (بخارى:١٦٩)

১৩৪) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (ﷺ) কে এই অবস্থায় দেখলাম যে, তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা অনুসন্ধান করেও পানি পেলনা। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সামান্য পানি আনয়ন করা হল। নবী (ﷺ) সেই পানির মধ্যে হাত রেখে তা থেকে লোকদেরকে অযু করতে বললেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উথলে উঠছে। এমনকি ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকল লোকই অযু করে নিল।

অধ্যায়ঃ যে পানি দ্বারা মানুষের চুল ধৌত করা হয় তার হুকুম

١٣٥ــ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ. (بخارى:١٧١)

১৩৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাথার চুল কামালেন, তখন আবু তালহা (রাঃ) প্রথম তাঁর চুল মোবারক গ্রহণ করেছেন।

টিকাঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তাঁর চুল, দাড়ি, ব্যবহৃত পোষাক, অযুর পানি এবং তাঁর অন্যান্য উচ্ছিষ্ট বস্তু দ্বারা বরকত গ্রহণ করা জায়েয ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এটি রহিত হয়ে গেছে।

অধ্যায়ঃ কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তার হুকুম

١٣٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». (بخارى:١٧٢)

১৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে উহা পবিত্র করার জন্য সাত বার ধৌত করবে।

١٣٧ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

১৩৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) এর যামানায় মসজিদে কুকুর আসা-যাওয়া করত এবং তাতে পেশাব করত। এতে সাহাবীগণ মসজিদে পানি ছিটাতেন না বা পেশাবের স্থান ধৌত করতেন না।

টিকাঃ এটি ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। তখন মসজিদ পাকা ছিলনা। সে জন্য বালু ও কাঁচা মাটি পেশাব চুষে নিত। তাই ধৌত করার প্রয়োজন হতনা। পরবর্তীতে যখন মসজিদের অবস্থার উন্নতি হল তখন থেকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অধ্যায়ঃ যারা পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুকে অযু ভঙ্গের কারণ মনে করেন না

١٣٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ». (بخارى:١٧٦)

১৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বান্দা যতক্ষণ মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এ অপেক্ষার সময় নামাযের মধ্যেই গণ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার হদছ না হয়।

টিকাঃ পিছনের রাস্তা দিয়ে আওয়াজসহ বায়ু বের হওয়াকে হদছ বলা হয়। যদি নিশ্চিত হয় যে হাওয়া বের হয়েছে, তাতে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। যদিও আওয়াজ না হয়।

١٣٩ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ قال: سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.(بخارى:١٧٩)

১৩৯) যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলামঃ যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথচ বীর্যপাত হয়নি তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? উত্তরে উছমান (রাঃ) বললেনঃ সে অযু করবে এবং যৌনাঙ্গ ধৌত করে নিবে। এ কথাটি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি। যায়েদ বলেনঃ তারপর এ মাসআলাটি সম্পর্কে আমি আলী, যুবায়ের, তালহা এবং উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তারাও আমাকে অনুরূপ আদেশ দিয়েছেন।

١٤٠ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ».

১৪০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন আনসারী সাহাবীকে ডেকে পাঠালেন। আনসারী যখন নবী (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মাথার চুল থেকে পানি ঝরছিল। নবী (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ সম্ভবতঃ আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছি। উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ যখন তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলে দেয়া হয় কিংবা বীর্যপাত না হয় তখন তোমার উপর শুধু অযু করা আবশ্যক।

টিকাঃ উপরোক্ত হাদীছ দু'টি অন্যান্য হাদীছের মাধ্যমে মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌন ক্রিয়ায় মিলিত হলেই গোসল আবশ্যক হবে। অর্থাৎ

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলেই গোসল আবশ্যক হবে। বীর্যপাত হোক বা না হোক।

অধ্যায়ঃ কাউকে তার সাথী অযু করিয়ে দিলে তা জায়েয হবে

١٤١ــ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (بخارى:١٨٢)

১৪১) মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বাইরে গেলেন। ফিরে আসার পর তিনি যখন অযু করার ইচ্ছা করলেন তখন মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) নবী (ﷺ) এর অযুর অঙ্গসমূহে পানি ঢালতে থাকলেন আর নবী (ﷺ) অযু করতে লাগলেন। নবী (ﷺ) প্রথমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন ও মোজার উপর মাসেহ করলেন।

অধ্যায়ঃ বিনা অযুতে কুরআন পড়া

١٤٢ــ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. (بخارى:١٨٣)

১৪২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনি একবার নবী (ﷺ) এর স্ত্রী মায়মুনার ঘরে রাত্রি যাপন করলেন। মায়মুনা ছিলেন ইবনে আব্বাসের খালা। ইবনে আব্বাস বলেনঃ আমি বিছানার এক প্রস্থে শয়ন করলাম। নবী (ﷺ) এবং তাঁর স্ত্রী বিছানার দৈর্ঘে শয়ন করলেন। রাত্রি যখন অর্ধেক হল অথবা তার চেয়ে একটু কম বা বেশী হল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জাগ্রত হয়ে বসলেন এবং স্বীয় চেহারা মোবারক থেকে হাত দিয়ে মুছে নিদ্রার প্রভাব দূর করছিলেন। অতঃপর তিনি সূরা আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর তিনি একটি ঝুলন্ত কলসীর কাছে গিয়ে তা থেকে উত্তমভাবে অযু করলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ইবনে আব্বাস বলেনঃ আমিও ঘুম থেকে উঠে তাই করলাম, যা নবী (ﷺ) করেছেন। অতঃপর তাঁর পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি স্বীয় ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কানে ধরে মললেন। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস প্রথমে বাম দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে কানে ধরে টেনে ডান দিকে দাঁড় করালেন।) অতঃপর নবী (ﷺ) দু'রাকআত করে ছয়বারে বার রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর বিতর নামায পড়ে তিনি শয়ন

করলেন। পরিশেষে মুআয্যিন আগমণ করলে শয়ন থেকে উঠে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর (ফজরের নামায আদায়ের জন্য) বের হলেন এবং নামায পড়লেন।

অধ্যায়ঃ অযুতে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা

١٤٣ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رجلاً قَالَ لَهُ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَهُمَا ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (بخارى:١٨٥)

১৪৩) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে বললঃ আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অযুর নিয়ম দেখাতে পারবেন? আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেনঃ হ্যাঁ, পারব। এই বলে তিনি পানি আনতে বললেনঃ পানি আনার পর তিনি পাত্র হতে কিছু পানি হাতে নিয়ে তা দ্বারা দু'বার উভয় হাত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর উভয় হাত দ্বারা মাথার সামনের অংশ এবং পিছনের অংশ মাসেহ করলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত মাথার পিছন দিক পর্যন্ত নিলেন। তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন পুনরায় সেখানে নিয়ে আসলেন। অবশেষে উভয় পা ধৌত করলেন।

অধ্যায়ঃ অযুর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা

١٤٤ــ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.(بخارى:١٨٧)

১৪৪) আবু জুহায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুপুরের সময় আমাদের এলাকায় আগমণ করলেন। এ সময় তাঁর জন্য অযুর পানি আনা হলে তা দিয়ে তিনি অযু করলেন। মানুষেরা তার অযুর অতিরিক্ত পানি নিয়ে শরীর মাসেহ করতে লাগল। অযু শেষে নবী (ﷺ) যোহরের নামায দু'রাকআত এবং আসরের নামায দু'রাকআত তথা কসর করে আদায় করলেন। তাঁর সামনে ছিল ছোট একটি লাঠি, (যা তিনি সুতরা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন)।

١٤٥ــ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قال: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. (بخارى:١٩٠)

১৪৫) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার খালা একদা আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি রাসূলের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এই ভগ্নীপুত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি অযু করার

পর আমি তাঁর অযুর পানি পান করলাম। অতঃপর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের মত মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেলাম।

অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রী এক সাথে একই পাত্র থেকে অযু করা

١٤٦ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّٰــهِ ﷺ جَمِيعًا

১৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পুরুষ এবং মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় এক সাথে একই পাত্র হতে অযু করতেন।

টিকাঃ সম্ভবতঃ এটি ছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে অথবা এমন নারী-পুরুষ উদ্দেশ্য যারা একে অপরের মাহরাম অথবা এখানে স্বামী-স্ত্রী উদ্দেশ্য। ইমাম বুখারী এই হাদীছের যে শিরোনাম রচনা করেছেন তাতে বুঝা যায় শেষোক্ত কথাটিই উদ্দেশ্য।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অযুর অবশিষ্ট পানি সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির উপর ছিটানো

١٤٧ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُــوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، لِمَنِ الْمِيرَاثُ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. (بخارى:١٩٤)

১৪৭) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমি তখন এমন অসুস্থ ছিলাম যে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করলেন এবং অযুর অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ঢেলে দিলেন। এতে আমার জ্ঞান ফেরত আসল। জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত সম্পদ কে পাবে? আমার তো কোন ওয়ারিছ নেই। এরই প্রেক্ষিতে মিরাছ তথা মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদ বণ্টনের আয়াত নাযিল হয়।

অধ্যায়ঃ কাঠ বা পাথরের পাত্রে অযু ও গোসল করা

١٤٨ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللّٰــهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: كَمْ كُنْــتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً. (بخارى:١٩٥)

১৪৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নামাযের সময় হলে যাদের বাসস্থান নিকটে ছিল তারা অযু করার জন্য নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল। কিছু লোক নবী (ﷺ) এর সাথে রয়ে গেল। অতঃপর নবী (ﷺ) এর নিকট পাথর নির্মিত একটি পাত্র আনা হল। তাতে সামান্য পানি ছিল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তাতে তিনি হাত প্রবেশ করাতে পারলেন না। তা সত্ত্বেও উক্ত পাত্রের পানি দিয়ে সকলেই অযু করল। আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলঃ আপনারা সেই দিন কতজন ছিলেন? তিনি বললেনঃ আমরা ছিলাম আশি জন বা তার চেয়ে বেশী।

١٤٩ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْــهِ وَوَجْهَــهُ فِيــهِ وَمَــجَّ فِيــهِ. (بخارى:١٩٦)

১৪৯) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদা একটি পানির পাত্র

আনতে বললেন। পাত্র নিয়ে আসা হলে তিনি পাত্রের পানি দিয়ে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং উহাতে কুলি করলেন।

١٥٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. فَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ». ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ. (بخارى:١٩٨)

১৫০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেল, তখন তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন। যাতে আমার ঘরে তাঁর চিকিৎসা ও খেদমত করা হয়। তাঁরা সকলেই অনুমতি দিয়ে দিলেন। নবী (ﷺ) দু'জন ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন। দু'জনের একজন ছিলেন ইবনে আব্বাস এবং আরেকজন ছিলেন অন্য এক ব্যক্তি। অসুস্থতার কারণে তিনি হাটতে চেষ্টা করেও হাটতে পারছিলেন না। তাই মাটির উপর দিয়ে পা মোবারক হিঁচরে আসার কারণে মাটিতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। আয়েশা (রাঃ) বলতেনঃ তাঁর ঘরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলতেনঃ আমার উপর তোমরা এমন সাত কলসী পানি ঢাল, যার মুখ খোলা হয়নি। অর্থাৎ পূর্ণ সাত কলসী পানি ঢাল। যাতে আমি সুস্থ হয়ে সাহাবীদেরকে কিছু অসীয়ত করতে সক্ষম হই। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তাঁর স্ত্রী হাফসার একটি টবে বসানো হল। অতঃপর আমরা তাঁর উপর পানি ঢালতে শুরু করলাম। তিনি আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে লাগলেনঃ তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করেছ। এরপর তিনি মানুষের কাছে বের হলেন।

টিকাঃ জ্বর উঠলে মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা খুবই উপকারী। যা বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রও স্বীকার করে নিয়েছে। তবে সর্দি, কাশী কিংবা এলার্জিতে তা প্রযোজ্য নয়।

١٥١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ،فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.

১৫১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদা একটি পানির পাত্র আনতে বললেন। অতঃপর পানির একটি বড় পেয়ালা আনা হল। তাতে সামান্য পানি ছিল। নবী (ﷺ) তাতে স্বীয় হাতের অঙ্গুলী রাখলেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি দেখতে পেলাম যে, তাঁর আঙ্গুল মোবারকসমূহের মধ্য দিয়ে পানি উথলে উঠছিল। আমার ধারণা উক্ত পানি দিয়ে সত্তর থেকে আশি জন লোক অযু করেছিল।

অধ্যায়ঃ এক মুদ্দ পানি দিয়ে অযু করা

١٥٢ــ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. (بخارى:٢٠١)

১৫২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এক সা থেকে পাঁচ মুদ্দ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং মাত্র এক মুদ্দ (আনুমানিক ৫০০গ্রাম) পানি দিয়ে অযু করতেন।

টিকাঃ অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে, অযু বা গোসল করার সময় পানি অপচয় করা ঠিক নয়।

অপর হাদীছে এসেছে, তিনবারের বেশী পানি ব্যবহার করল সে সীমা লংঘন করল, জুলুম করল এবং অপচয় করল।

অধ্যায়ঃ মোজার উপর মাসেহ করা

١٥٣ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. (بخارى:٢٠٢)

১৫৩) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মোজা দ্বয়ের উপর মাসেহ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) তাঁর পিতা উমার (রাঃ)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। সা'দ যখন নবী (ﷺ) হতে কোন হাদীছ বর্ণনা করে তা সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করোনা।

١٥٤ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (بخارى:٢٠٤)

১৫৪) আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখেছেন।

আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগড়ীর উপর এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা হলে

١٥٥ــ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (بخارى:٢٠٦)

১৫৫) মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তিনি অযু করলেন। পা ধোয়ার পূর্বে আমি তাঁর মোজাদ্বয় খোলার ইচ্ছা করলাম। তিনি বললেনঃ মোজা খোলার দরকার নেই। কেননা পবিত্র অবস্থায় আমি উহা পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি স্বীয় মোজার উপর মাসেহ করলেন।

টিকাঃ মোজা বলতে যত প্রকার ও পর্যায়ের মোজা হতে পারে তার সবগুলোর উপর মাসেহ করা বৈধ। চাই তা চামড়ার হউক বা সুতার হউক অথবা ছেড়া মোজা হউক, মাসেহ করা চলবে। তবে শর্ত হল পূর্ণ পবিত্রতা সহকারে তা পরবে এবং প্রথম বারের মাসেহ থেকে নিয়ে ২৪ ঘন্টা আবাসে ও ৭২ ঘন্টা প্রবাসে তার উপর মাসেহ চলবে। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশেষ একটি নিদর্শন। সহীহ হাদীছ দ্বারা এই আমলটি প্রমাণিত। শিয়া ও খারেজীরা এর ঘোর বিরোধী।

অধ্যায়ঃ বকরীর গোশত খেয়ে অযু না করা

١٥٦ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (بخارى:٢٠٨)

১৫৬) আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি নবী (ﷺ) কে বকরীর কাঁধের গোশত ছুরি দিয়ে কাটতে দেখেছেন। এমন সময় নামাযের আযান হয়ে গেলে ছুরি রেখে দিয়ে নামায আদায় করলেন। কিন্তু অযু করলেন না।

টিকাঃ প্রথম পর্যায়ে আগুনে সিদ্ধ করা মাংস খেলে অযুর বিধান প্রবর্তিত ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়। শুধু উটের মাংস খেলে অযুর হুকুম বলবৎ থাকে। তাই উটের মাংস খেলে অযু বিনষ্ট হবে।

অধ্যায়ঃ ছাতু খেয়ে শুধু কুলি করা

١٥٧ــ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ﷺ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (بخارى:٢٠٩)

১৫৭) সুওয়াইদ ইবনে নু'মান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে খায়বারের যুদ্ধে গিয়েছিলেন। খায়বারের নিকটবর্তী সাহ্বা নামক স্থানে পৌছে নবী (ﷺ) আসরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি খানা আনতে বললেন। তখন তাদের কাছে ছাতু ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তিনি ছাতু এনে তা প্রস্তুত করতে বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা খেলেন। আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি শুধু কুলি করলেন আমরাও কুলি করলাম। কুলি করে তিনি নামায আদায় করলেন। কিন্তু অযু করেন নি।

١٥٨ــ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (بخارى:٢١٠)

১৫৮) মায়মুনা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) তাঁর নিকট বকরীর কাঁধের গোশত খেয়েছেন। অতঃপর তিনি নামায আদায় করেছেন। কিন্তু নামাযের পূর্বে অযু করেন নি।

অধ্যায়ঃ দুধ পান করে শুধু কুলি করা

١٥٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

১৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করে কুলি করলেন এবং বললেনঃ উহার মধ্যে চর্বি রয়েছে।

অধ্যায়ঃ ঘুমের কারণে অযু করা। যারা বলে এক ঝিমুনি, দুই ঝিমুনি কিংবা সামান্য ঘুমের কারণে অযু আবশ্যক হয় না

١٦٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ». (بخارى:٢١٢)

১৬০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো যখন নামায অবস্থায় নিদ্রার ভাব হয় তখন সে যেন শুয়ে নিদ্রা যায়। যাতে তার নিদ্রার ভাব কেটে যায়। কারণ তোমাদের কেউ যখন নামায অবস্থায় ঝিমাতে থাকবে তখন হয়ত ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে নিজের জন্য বদ্ দু'আ করে বসবে।

١٦١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ». (بخارى:٢١٣)

১৬১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো যখন নামায অবস্থায় নিদ্রার ভাব হয় তখন সে যেন শুয়ে নিদ্রা যায়। যাতে কি পাঠ করছে তা সে বুঝতে পারে।

টিকাঃ উপরের হাদীছ দু'টি থেকে বুঝা যাচ্ছে, নামায অবস্থায় ঘুমের ভাব হলে নিদ্রা যাবে। তারপর যখন ঘুমের ভাব চলে যাবে তখন উঠে নামায আদায় করবে। হাদীছ থেকে এও বুঝা গেল যে নামাযে বা নামাযের বাইরে নিদ্রার ভাব হলে কিংবা ঝিমালে অযু নষ্ট হয়না।

অধ্যায়ঃ অযু ভঙ্গ না হলেও অযু করা

١٦٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وكان يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

১৬২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযু করতেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমাদের এক অযুই যথেষ্ট ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বের অযু নষ্ট না হত।

টিকাঃ অযু থাকার দৃঢ় বিশ্বাস হলে কিংবা পবল প্রাপ্ত ধারণা থাকা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু নবায়ন করা জরুরী নয়। অযু থাকা পর্যন্ত যত ওয়াক্ত হউক পুরাতন অযু দ্বারা নামায পড়া চলবে। অযু নবায়ন করতে চাইলেও তা করতে পারে।

অধ্যায়ঃ পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা কবীরা গুনাহ

١٦٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ». ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

(بخارى:٢١٦)

১৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা অথবা মদীনার কোন একটি বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দু'টি কবরের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন দু'জন মানুষের আওয়াজ শুনলেন। তাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। হ্যাঁ উহা বড় পাপই তো। তাদের একজন নিজেকে পেশাব থেকে পবিত্র রাখত না। অন্য জন ছিল চোগলখোর। সে একজনের কথা অন্যজনের নিকট বলে বেড়াত।

অতঃপর নবী (ﷺ) একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন। ডাল আনয়নের পর উহাকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরের উপর এক অংশ গেড়ে দিলেন। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর নবী! আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বললেনঃ হতে পারে ডালগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করা হবে।

টিকাঃ এই হাদীছ থেকে এটা প্রমাণিত হয়না যে, মুসলিমদের কবরের উপর খেজুর বা অন্য কোন গাছের তাজা ডাল গেড়ে দিলে কবরের আযাব হালকা হবে। কারণ ঘটনাটি নবী (ﷺ) এর সাথে খাস (নির্দিষ্ট) ছিল। তিনি অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন যে, কবর দু'টিতে আযাব হচ্ছে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে ঘটনা নির্দিষ্ট থাকার দলীল হচ্ছে, সাহাবীগণ একে অপরের কবরের উপর খেজুর গাছের তাজা শাখা রাখেন নি। এমন কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পরবর্তীতে উক্ত কবর দু'টি ব্যতীত অন্য কোন কবরে খেজুর গাছের

শাখা পুঁতেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে বুরায়দা ইবনে হুসাইব (রাঃ) অসীয়ত করেছিলেন যে, তিনি যখন মারা যাবেন তার কবরের উপরে যেন খেজুর গাছের তাজা ডাল রাখা হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি এমন দেশে মৃত্যু বরণ করেছেন যেখানে কোন খেজুর গাছ ছিলনা। ফলে খেজুর গাছের ডালাও রাখা সম্ভব হয়নি।

অধ্যায়ঃ পেশাব ধৌত করা

١٦٤ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أُتِيتُهُ بِمَاءٍ، فَيَغْسِلُ بِهِ. (بخاری:٢١٧)

১৬৪) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে যেতেন আমি তখন তার কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি উক্ত পানি দিয়ে ইস্তেনজা করতেন।

অধ্যায়ঃ মসজিদে গ্রাম্য লোককে পেশাব করতে বাঁধা না দেয়া

١٦٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». (بخاری:٢٢٠)

১৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা জনৈক গ্রাম্য লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিল। লোকেরা তাকে বাধা দিতে গেলে নবী (ﷺ) বললেনঃ তাকে পেশাব করতে দাও। তার পেশাব শেষ হলে পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে মানুষের উপর সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে; কঠোরতা আরোপ করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি।

টিকাঃ মসজিদে পেশাব করা নাজায়েয। গ্রাম্য লোকটি যেহেতু পেশাব শুরু করেই দিয়েছে, তাই বাধা দিলে তার অসুবিধা হতে পারে অথবা সমগ্র মসজিদে পেশাব ছড়িয়ে যেতে পারে। এ কারণে নতুন লোক হিসাবে তাকে বাধা দেয়া হয়নি। আবার তার মনে ইসলাম সম্পর্কে যেন ঘৃণা না জন্মে সে জন্যও এহেন উদাহরণ কাম্য ছিল।

অধ্যায়ঃ শিশুদের পেশাব প্রসঙ্গে

١٦٦ــ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (بخاری:٢٢٣)

১৬৬) উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা তাঁর একটি শিশু পুত্রকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে নিয়ে আসলেন। শিশুটি তখনও খাদ্য গ্রহণ শুরু করেনি। নবী (ﷺ) শিশুটিকে নিজের কোলে বসালে শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। নবী (ﷺ) পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি কাপড়ের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন কিন্তু কাপড় ধৌত করলেন না।

টিকাঃ তবে কন্যা সন্তান কাপড়ে পেশাব করে দিলে অবশ্যই ধৌত করতে হবে। এই পার্থক্য শুধু দুধ পান করার মেয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর পর থেকে যখন শক্ত খাবার শুরু করবে তখন থেকে বালক-বালিকা উভয়ের পেশাবই নাপাক বলে বিবেচিত হবে।

অধ্যায়ঃ দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় অবস্থায় পেশাব করা

١٦٧ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

১৬৭) হুজায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) কোন গোত্রের আবর্জনা ফেলার স্থানে আগমণ করে তথায় দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললে আমি পানি নিয়ে আসলাম। তিনি তা দিয়ে অযু করলেন।

অধ্যায়ঃ দেয়ালের আড়ালে এবং নিজ সাথীর নিকটেই পেশাব করা

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.(بخارى:٢٢٥)

হুজায়ফা (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) কোন গোত্রের দেয়ালের পেছনে আবর্জনা ফেলার স্থানে আগমণ করে যখন দাঁড়িয়ে পেশাব করা শুরু করলেন আমি তখন দূরে সরে গেলাম। তিনি ইঙ্গিত করলে আমি তাঁর কোমরের কাছে এসে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

টিকাঃ উপরোক্ত ঘটনায় দাঁড়ানো অপেক্ষা বসলে পেশাব আরও বেশী ছিটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বিধায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। যা তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ও আদর্শের বিপরীত। সুতরাং প্রয়োজন ব্যতীত বসেই পেশাব করা উচিত।

অধ্যায়ঃ রক্ত ধৌত করা

١٦٨ــ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ». (بخارى:٢٢٧)

১৬৮) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা জনৈক মহিলা নবী (ﷺ) এর নিকট এসে বললেনঃ আমাদের কারো যখন হায়েয হবে এবং হায়েযের রক্ত যখন কাপড়ে লাগবে, তখন কিভাবে তা পরিষ্কার করবো? তিনি বললেনঃ প্রথমে ঘসে তা কাপড় থেকে তুলে ফেলবে। তারপর পানি দ্বারা ধৌত করবে এবং তাতে নামায আদায় করবে।

١٦٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي». وَقَالَ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ». (بخارى:٢٢٨)

১৬৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ) নবী (ﷺ) এর নিকট এসে বললেনঃ আমি একজন ইস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত মহিলা। এ কারণে আমি পবিত্র থাকতে পারিনা। আমি কি এ অবস্থায় নামায ছেড়ে দেব? উত্তরে তিনি বললেনঃ না, এটা অতিরিক্ত রক্ত। ইহা হায়েয নয়। যখন হায়েযের নির্দিষ্ট সময় আগমণ করবে তখন সেই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে শুধু নামায থেকে বিরত থাকবে। যখন হায়েয বন্ধ হয়ে যাবে তখন তুমি রক্ত ধৌত করে নিবে এবং নামায শুরু করবে। তিনি আরো বললেনঃ অতঃপর পরবর্তী হায়েয আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে অযু করে নিবে।

অধ্যায়ঃ মনী (বীর্য) ধৌত করা এবং ঘষে উঠিয়ে ফেলা

١٧٠ــ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَثَرُ

الْغَسْلِ فِى ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ

১৭০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় থেকে মনী (বীর্য) ধুয়ে দিতাম। অতঃপর তা পরিধান করে তিনি নামাযে যেতেন। তাঁর কাপড়ে পানি দিয়ে বীর্য ধৌত করার দাগ দেখা যেত।

টিকাঃ এ থেকে বুঝা গেল, বীর্য পবিত্র। যেমন অপর হাদীছে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এটি মুখের থুথুর মতই।

অধ্যায়ঃ উট, অন্যান্য হালাল পশু এবং বকরীর খোঁয়াড় প্রসঙ্গে

١٧١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. (بخارى:٢٣٣)

১৭১) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা উরায়না কিংবা উক্‌ল গোত্রের কিছু লোক নবী (ﷺ) এর কাছে আগমণ করল। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থের অনুকুল না হওয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে গেল। নবী (ﷺ) তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যেতে আদেশ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা উটের দুধ এবং পেশাব পান কর। তারা তথায় চলে গেল। কিছু দিন পর সুস্থ হয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাখালকে হত্যা করল এবং পশুগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। দিবসের প্রথম ভাগে যখন নবী (ﷺ) এর নিকট এ সংবাদ আসল, তখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য একদল সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। দ্বিপ্রহরের সময় তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট নিয়ে আসা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল এবং লোহার কাঠি গরম করে তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দেয়া হল। তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর উপর ফেলে রাখা হল। তারা পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলেও তাদেরকে তা দেয়া হল না।

টিকাঃ হাদীছ থেকে জানা গেল, যে সমস্ত পশুর গোশত খাওয়া হালাল সে সমস্ত পশুর পেশাব পবিত্র। তবে পানি ও শরবতের ন্যায় সাধারণ পানীয় বস্তু নয়। বরং মোটের উপর এমন পবিত্র, যা কাপড় কিংবা শরীরে লাগলে তা নাপাক হবেনা। তাই এখানে কেবল চিকিৎসা হিসাবে পান করার কথা বলা হয়েছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাখালকে যেভাবে হত্যা করেছিল, কিসাস স্বরূপ তাদেরকে সেভাবেই শাস্তি দেয়া হয়েছে। অন্যথায় মুছলা করা তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে শাস্তি দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। তাদের বিশ্বাস ঘাতকতার ধরণও ছিল মারাত্মক। তাই যেমন কর্ম তেমন ফল হিসাবে এটি তাদের নূণ্যতম পাওনা ছিল।

١٧٢ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. (بخارى:٢٣٤)

১৭২) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পূর্বে নবী (ﷺ) ছাগলের আস্তাবলে নামায আদায় করতেন।

অধ্যায়ঃ ঘি এবং পানিতে অপবিত্র জিনিষ পতিত হলে

١٧٣ــ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ». (بخارى:٢٣٥)

১৭৩) মায়মুনা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে একটি ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যা ঘি-এর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। উত্তরে তিনি বললেনঃ ইঁদুরটি ফেলে দাও এবং ইঁদুরের পার্শ্বের কিছু ঘি ফেলে দাও। অবশিষ্ট ঘি তোমরা খেয়ে নাও।

١٧٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ». (بخارى:٢٣٧)

১৭৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন মু'মিন ব্যক্তির যে জখম হয় কিয়ামতের দিন জখমটি সেভাবেই থাকবে, যে অবস্থায় ছিল জখম করার সময়। জখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের মতই। তবে সুগন্ধি হবে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায়।

অধ্যায়ঃ স্থির পানিতে পেশাব করার হুকুম

١٧٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».(بخاري:٢٣٩)

১৭৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন প্রবাহমান নয় এমন স্থির পানিতে পেশাব না করে। যেখানে আবার সে গোসল করবে।

অধ্যায়ঃ নামাযরত ব্যক্তির পিঠে আবর্জনা কিংবা মৃত জন্তুর ভূড়ি নিক্ষেপ করা হলে নামায নষ্ট হবেনা

١٧٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ»، وَعَدَّ السَّابِعَ فَنَسِيتُهُ الرَّاوِيُ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. (بخارى:٢٤٠)

১৭৬) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বায়তুল্লাহর নিকটে সালাত আদায় করছিলেন। ঐ সময় নিকটেই আবু জাহেল সঙ্গী-সাথীসহ বসে ছিল। পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ মুহাম্মাদ যখন সিজদাবনত হবে তখন তোমাদের মধ্যে কে

অমুক গোত্রের মৃত উটের নাড়ী-ভুড়ি নিয়ে তার পিঠে চাপাতে পারবে? তখন সবচেয়ে বদনসীব উকবা বিন আবী মুআইত উহা নিয়ে আসল এবং অপেক্ষায় থাকল। নবী (ﷺ) সিজদা করলে সে তাঁর পিঠে দু'কাঁধের মধ্যে উহা রেখে দিল। তারা পরস্পরে হাসাহাসি শুরু করে দিল এবং হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের উপর ঢলে পড়ছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি এই দৃশ্য দেখছিলাম, কিন্তু আমি কিছু করতে পারছিলাম না। আফসোস! আমার যদি প্রতিহত করার শক্তি থাকত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিজদায় পড়েছিলেন। সিজদা হতে মাথা উঠাতে পারছিলেন না। সংবাদ পেয়ে ফাতেমা (রাঃ) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠ মোবারক হতে উহা অপসারণ করলেন। নবী (ﷺ) মাথা উঠালেন, অতঃপর বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও কর- কথাটি তিনবার বললেন। তাদের বিরুদ্ধে রাসূলের দুআর বিষয়টি কঠিন বলে বিবেচিত হল। বর্ণনাকারী বলেনঃ কারণ তারা মনে করত মক্কাতে দুআ কবুল হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি নাম ধরে বদ দুআ করে বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহল, উৎবা বিন রাবীআ, শাইবা বিন রাবীআ, ওলীদ বিন উৎবাহ, উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফ এবং উকবা বিন আবী মুআইতকে ধ্বংস করো। নবী (ﷺ) সাত জনের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সপ্তম লোকের নাম ভুলে গেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের নাম উল্লেখ করেছিলেন আমি তাদেরকে বদর যুদ্ধের দিন কূপের মধ্যে মৃতাবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ কাপড়ে থুথু ফেলা এবং তা দিয়ে নাক পরিস্কার করা

١٧٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبِهِ.(بخارى:٢٤١)

১৭৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) স্বীয় কাপড়ে থুথু ফেলেছেন।

অধ্যায়ঃ মেয়ে কর্তৃক স্বীয় পিতার চেহারা হতে রক্ত ধৌত করা

١٧٨ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ النَّاسُ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. (بخارى:٢٤٣)

১৭৮) সাহ্‌ল বিন সা'দ সা'দী (রাঃ) হতে বর্ণিত, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ কোন্ জিনিষ দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উহুদ যুদ্ধের জখমের চিকিৎসা করা হয়েছিল? সাহ্‌ল বলেনঃ এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই। আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি নিয়ে আসতেন এবং ফাতেমা (রাঃ) তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে দিতেন। তারপর একটি চাটাই এনে তা জ্বালিয়ে তার ছাই দিয়ে জখমের স্থানটি ভরে দিলেন।

অধ্যায়ঃ মেসওয়াকের বিবরণ

١٧٩ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: أُعْ أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ. (بخارى:٢٤٤)

১৭৯) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলাম। তিনি তখন স্বহস্তে মিসওয়াক করছিলেন। তার মুখ থেকে (উ,উ) আওয়াজ বের হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন বমী করছেন।

١٨٠ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. (بخارى:٢٤٥)

১৮০) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন রাত্রে ঘুম থেকে উঠতেন তখন মেসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতেন।

অধ্যায়ঃ বয়সে যিনি বড়, প্রথমে তাঁকে মেসওয়াক প্রদান করা

١٨١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا».

১৮১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা স্বপ্নে দেখলাম, আমি মেসওয়াক করছি। এমতাবস্থায় আমার কাছে দু'জন লোক আগমণ করল। তাদের একজন ছিল অন্যজন হতে বয়সে বড়। বয়সে যিনি ছোট তাকে আমি মেসওয়াকটি প্রদান করলাম। আমাকে বলা হল, বয়সে বড়জনকে প্রদান করুন। অতঃপর তাদের দু'জনের মধ্যে বয়সে বড়জনকেই মেসওয়াকটি প্রদান করলাম।

অধ্যায়ঃ অযু সহকারে রাত্রি যাপন করার ফজীলত

١٨٢ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: «لا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». (بخارى:٢٤٧)

১৮২) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ যখন তুমি শয়ন করার জন্য বিছানায় আসবে, তার পূর্বে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে। তারপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। অতঃপর বলবেঃ

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পন করলাম। আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করে দিলাম। তোমার রহমতের আশায় এবং তোমার আযাবের ভয়ে আমার পিঠ তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। তুমি ব্যতীত আমার কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণস্থল নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

নবী (ﷺ) বলেনঃ এ দু'আটি পাঠ করার পর যদি তুমি এ রাত্রেই মৃত্যু বরণ কর তাহলে তুমি ফিতরাতের উপর তথা দ্বীনের উপর মৃত্যু বরণ করবে। দু'আটি তোমার কথা-বার্তা শেষে পাঠ করবে। বারা' বিন আযিব বলেনঃ নবী (ﷺ) এর নিকট আমি দু'আটি পাঠ করলাম। তবে আমি (وَنَبِيِّكَ) এর স্থলে (وَرَسُولِكَ) পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার প্রতিবাদ করে বললেনঃ বরং তুমি বল وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ আপনি যে নবী প্রেরণ করেছেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।

টিকাঃ দুআ ও যিকিরের ক্ষেত্রে একটি শব্দ পর্যন্ত পরিবর্তন করা অনুমোদিত হলনা। অথচ রাসূল শব্দটি নবী শব্দ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। তাহলে পূর্ণ দুআ ও যিকির কিংবা আংশিক পরিবর্তন কিভাবে গৃহীত হতে পারে!! সুতরাং মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দুআর আগাগোড়া ও পদ্ধতিসহ পাল্টিয়ে দিয়ে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করতে পারেন? সত্যিই চিন্তার বিষয়।

كتاب الغسل

কিতাবুল গোসল

অধ্যায়ঃ গোসলের পূর্বে অযু করা

١٨٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. (بخارى:٢٤٨)

১৮৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন স্ত্রী সহবাসের গোসল করতেন তখন তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে নিতেন। অতঃপর তিনি নামাযের ন্যায় অযু করতেন। অতঃপর পানিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে মাথার চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

١٨٤ــ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

১৮৪) মায়মুনা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (পবিত্রতা অর্জনের গোসলের পূর্বে) নবী (ﷺ) নামাযের ন্যায় অযু করলেন। তবে পা দু'টি ধৌত করলেন না এবং তিনি লজ্জাস্থান এবং তাতে যে ময়লা লেগেছিল তা ধৌত করলেন। অতঃপর সমগ্র শরীরে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গিয়ে পা ধৌত করলেন। এ ছিল নবী (ﷺ) এর পবিত্রতা অর্জনের গোসলের নিয়ম।

টিকাঃ উক্ত হাদীছে বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের গোসলের সুন্নাতী পন্থা বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসল করা

١٨٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

১৮৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এবং নবী (ﷺ) একই পাত্র হতে পানি নিয়ে পবিত্রতার গোসল করতাম। পাত্রটির নাম ছিল 'ফারক'।

টিকাঃ যেহেতু উক্ত অবস্থায় একজনের ছিটা অপরের শরীরে লাগার সম্ভাবনা রয়েছে, তদোপরি একসাথে গোসল করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্যবহৃত পানি নাপাক নয়।

অধ্যায়ঃ এক সা পানি দ্বারা গোসল করা

١٨٦ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّائِلِ حِجَابٌ. (بخارى:٢٥١)

১৮৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি একটি পাত্র আনতে বললেন, যাতে এক সা' (আনুমানিক ২লিটার) পরিমাণ পানি ছিল। তা দিয়ে তিনি গোসল করলেন এবং মাথায়ও পানি ঢাললেন। তখন প্রশ্নকারী এবং তাঁর মাঝে একটি পর্দা ঝুলানো ছিল।

١٨٧ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ. (بخارى:٢٥٢)

১৮৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাকে এক লোক গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেনঃ এক সা পানি গোসলের জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বললঃ এতে আমার যথেষ্ট হবেনা। জাবের (রাঃ) বললেনঃ এ পরিমাণ পানি এমন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হত যার মাথার চুল তোমার মাথার চুলের চেয়ে বেশী ছিল এবং তিনি তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। অতঃপর জাবের (রাঃ) মাত্র একটি কাপড় পরে লোকদের ইমামতি করলেন।

অধ্যায়ঃ গোসলের সময় মাথায় তিনবার পানি ঢালা

١٨٨ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

১৮৮) জুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি। অতঃপর (এ কাজটি) তিনি উভয় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন।

অধ্যায়ঃ পবিত্রতা অর্জনের গোসল করার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

١٨٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ. (بخارى:٢٥٨)

১৮৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন পবিত্রতার গোসল করতেন তখন হিলাব নামক সুগন্ধির পাত্র আনতে বলতেন। অতঃপর সেখান থেকে হাতের তালুতে সুগন্ধি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান দিকে তারপর বাম দিকে ব্যবহার করতেন। তারপর উভয় হাতে সুগন্ধি নিয়ে মাথার মাঝখানে লাগাতেন।

অধ্যায়ঃ একবার স্ত্রী সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে

١٩٠ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا. (بخارى: ٢٦٧)

১৯০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরে সুগন্ধি মালিশ করে দিতাম। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন। অতঃপর সকালে ইহ্‌রাম বাঁধতেন। তখন তাঁর শরীর থেকে চতুর্দিকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ত।

١٩١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. وفي رواية تسع نسوة وقيل لأنس: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ.

১৯১) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাত এবং দিনের একই সময়ে নবী (ﷺ) স্বীয় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন। তাদের সংখ্যা ছিল এগারজন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে নয়জন। আনাসকে বলা হল, তিনি কি এত শক্তি রাখতেন? আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমরা আলোচনা করতাম, নবী (ﷺ) কে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করল

١٩٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৯২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় সিঁথি করার স্থানে এখনও সুগন্ধির চমক দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

অধ্যায়ঃ পবিত্রতার গোসল করার সময় চুল খেলাল করা

١٩٣ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. (بخارى:٢٧٢)

১৯৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন পবিত্রতার গোসল করতেন তখন উভয় হাত ধৌত করতেন এবং নামাযের ন্যায় অযু করতেন। অতঃপর তিনি গোসল করার সময় মাথার চুল খেলাল করতেন। তিনি যখন মনে করতেন তাঁর মাথার চুল ভিজে গেছে তখন তিনি সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ধৌত করতেন।

অধ্যায়ঃ কোন লোক মসজিদে এসে যদি মনে করে যে, সে অপবিত্র, তাহলে সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে, তায়াম্মুম করবেনা

١٩٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ». ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

১৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নামাযের একামত দেয়া হল এবং কাতারও সোজা করা হল। এমন সময় নবী (ﷺ) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। যখন তিনি নামাযে দাঁড়ালেন তখন স্মরণ করলেন যে, তিনি অপবিত্র। তাই তিনি বললেনঃ তোমরা স্ব-স্থানে অবস্থান কর। এই বলে তিনি ফিরে গিয়ে গোসল সেরে পুনরায় মসজিদে আসলেন। সে সময় তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। অতঃপর তিনি তাকবীর দিলেন। আমরা তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম।

অধ্যায়ঃ নির্জনে অথবা দেয়ালে ঘেরা স্থানে একাকী উলঙ্গ হয়ে গোসল করা

١٩٥ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى ﷺ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا». فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ. (بخارى:٢٧٨)

১৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বনী ইসরাঈলের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে গোসল করত। একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখত। আর মূসা (আঃ) একাকী গোসল করতেন। তারা বললঃ আল্লাহর শপথ! মূসা আমাদের সাথে গোসল না করার কারণ হল, তার অণ্ডকোষ

বড়। একবার তিনি গোসল করতে গিয়ে স্বীয় পরনের কাপড় একটি পাথরের উপর রেখে দিলেন। পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। মূসা (আঃ) পাথরের পিছনে দৌড়াতে লাগলেন আর বলতে লাগলেনঃ হে পাথর! আমার কাপড়! হে পাথর! আমার কাপড়! এ অবস্থায় বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর গোপন স্থান দেখে নিল। তারা বললঃ আল্লাহর শপথ! মূসার শরীরে কোন প্রকার দোষ নেই। অতঃপর তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে আসলেন এবং পাথরে আঘাত করতে লাগলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ মূসা (আঃ)এর আঘাতে উক্ত পাথরে ছয়টি বা সাতটি চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল।

١٩٦ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». (بخارى:٢٧٩)

১৯৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ একদা আইয়্যুব (আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। এমন সময় স্বর্ণের কিছু পঙ্গপাল (বড় আকারের ফড়িং বিশেষ) উড়ে এসে তাঁর উপর পড়তে লাগল। তিনি সেগুলো ধরে কাপড়ে ভরতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন আইয়্যুবকে ডেকে বললেনঃ হে আইয়্যুব! আমি কি তোমাকে এ সমস্ত বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি? উত্তরে আইয়্যুব (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, আপনার সম্মানের শপথ! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে কখনই অমুক্ষাপেক্ষী নই।

টিকাঃ উপরোক্ত হাদীছ দু'টিতে দেয়ালে ঘেরা ও নির্জন স্থানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কোন কোন আলেম বৈধ হলেও উত্তমের খোলাফ বলেছেন। তারা এই হাদীছ দু'টিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। (১) উপরোক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ দু'টিতে পূর্বের যামানার নবীদের এবং তাদের উম্মাতদের কথা বর্ণিত হয়েছে। (২) পরের অধ্যায়ের হাদীছ আমাদের নবী (ﷺ) এর সাথে সম্পৃক্ত এবং সেখান থেকে ইমাম বুখারী শিরোনামে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পারত পক্ষে চার দেয়ালের বেষ্টনীতে নিজেকে আবদ্ধ করার পর লজ্জা স্থান থেকে কাপড় সরাতে পারে। তবে সুনানের কিতাবে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী কাপড় রাখতে পারলে তা রাখাই ভাল। সুনানের কিতাবসমূহে রয়েছে, اللهُ أَحَقّ أَنْ يُسْتَحَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ "নির্জনে লজ্জা (পর্দা) করার জন্য মানুষের চেয়ে আল্লাহই অধিক হকদার"। আবু বকর (রাঃ) বলতেনঃ তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর (আল্লাহর সামনে লজ্জা প্রদর্শন কর)। আমি স্বীয় প্রতিপালকের লজ্জায় মল ত্যাগ করার সময় মুখ ঢেকে রাখি। আবু মুসা আশআরী (রাঃ) অন্ধকার রাতে গোসল করার সময় আল্লাহর লজ্জায় পিঠ সোজা করতেন না। (ফতহুল বারী, (১/৫২)

অধ্যায়ঃ মানুষের সামনে গোসল করার সময় পর্দা করা

١٩٧ــ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. (بخارى:٢٨٠)

১৯৭) উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি গোসল করছেন আর ফাতেমা (রাঃ) তাঁকে পর্দা করে আছেন। তিনি বললেনঃ আগমণকারী মহিলাটি কে? আমি বললামঃ আমি উম্মে হানী।

অধ্যায়ঃ অপবিত্র ব্যক্তির শরীরের ঘাম এবং মুসলিম ব্যক্তি কখনও নাপাক হয়না

١٩٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ». (بخارى:٢٨٣)

১৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) মদীনার কোন একটি রাস্তায় আবু হুরায়রা (রাঃ)এর সাক্ষাৎ পেলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি তখন নবী (ﷺ) থেকে আলাদা হয়ে গোসল করে তাঁর নিকট আগমণ করলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসতে অপছন্দ করলাম। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! মুসলিম ব্যক্তি কখনও নাপাক হয়না।

অধ্যায়ঃ অপবিত্র ব্যক্তি শুধু অযু করে ঘুমাতে পারবে

١٩٩ــ عَنْ ابن عُمَرَ أن عُمر بن الْخَطَّابِ ﷺ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ». (بخارى:٢٨٧)

১৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তোমাদের কেউ অযু করে নিলে অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে।

টিকাঃ এ অযু দিয়ে নামায পড়া জায়েয হবেনা, যতক্ষণ না গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অন্য হাদীছে এসেছেঃ অযু না করেও অপবিত্র ব্যক্তি ঘুমাতে পারবে। তবে অযু করে ঘুমানো মুস্তাহাব।

অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গদ্বয় পরস্পর মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে

٢٠٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

২০০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ পুরুষ যখন তার স্ত্রীর চার অঙ্গের তথা দু'হাত এবং দু'পায়ের মাঝখানে বসবে এবং সঙ্গমের চেষ্টা করবে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে।

টিকাঃ কোন পুরুষ যখন তার যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ নিজের স্ত্রীর যৌনাঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করাবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্যপাত হোক বা না হোক। অপর হাদীছে এসেছে খাতনার দাগ পর্যন্ত যোনির গভীরে প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হবে।

كتاب الحيض

কিতাবুল হায়েয বা ঋতু পর্ব

অধ্যায়ঃ মহিলাদের হায়েয দেখা দিলে তার হুকুম

٢٠١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا لا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لَكِ أَنُفِسْتِ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

(بخارى:٢٩٤)

২০১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের সময় আমরা কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা যখন সারফ নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন আমার হায়েয (মাসিক রক্তস্রাব) শুরু হয়ে গেল। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার নিকট প্রবেশ করে দেখলেন যে, আমি কাঁদছি। আমার কান্না দেখে তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? হায়েয দেখা দিয়েছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা বনী আদমের সকল মেয়ের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং হাজীগণ যা করে তুমিও তা কর। তবে কাবা ঘরের তাওয়াফ থেকে বিরত থাকবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ সে হজ্জে নবী (ﷺ) তার স্ত্রীদের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছেন।

অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা ধৌত করা এবং চিরুনী করে দেয়া

٢٠٢ ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. (بخارى:٢٩٥)

২০২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি হায়েয অবস্থায় নবী (ﷺ) এর মাথা চিরুনী করে দিতাম।

وفي رواية: وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ.

(بخارى:٢٩٦)

অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) মসজিদের ভিতর থেকে আয়েশা (রাঃ)এর জন্য স্বীয় মাথা বের করে দিতেন। আর হায়েয অবস্থায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা চিরুনী করে দিতেন।

অধ্যায়ঃ পুরুষ তার ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়তে পারে

٢٠٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

২০৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার হায়েয (মাসিক) থাকা অবস্থায় নবী (ﷺ) (কখনও কখনও) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

অধ্যায়ঃ নেফাসকে হায়েয বলা

٢٠٤ــ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: «أَنُفِسْتِ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

(بخارى:٢٩٨)

২০৪) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। এ সময় আমার হায়েয দেখা দিলে গোপনে সেখান থেকে উঠে গিয়ে হায়েযের কাপড় পরিধান করলাম। নবী (ﷺ) আমার পরনে হায়েযের কাপড় দেখে বললেনঃ তোমার নেফাস (মাসিক স্রাব) এসে গেছে কি? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে বিছানায় ডাকলেন। আমি তাঁর সাথে সে অবস্থায় উক্ত চাদরে শয়ন করলাম।

অধ্যায়ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে শয়ন করা

٢٠٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
(بخارى:٢٩٩)

২০৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এবং নবী (ﷺ) একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তখন আমরা উভয়েই অপবিত্র ছিলাম। কখনও তিনি আমাকে লুঙ্গি পরিধান করার আদেশ দিতেন। আমি লুঙ্গি পরিধান করার পর তিনি আমার শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে শয়ন করতেন। অথচ আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। নবী (ﷺ) কখনও ইতেকাফ অবস্থায় থাকার সময় মসজিদের জানালা দিয়ে মাথা বের করতেন। আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম। অথচ আমি তখন হায়েয অবস্থায় থাকতাম।

٢٠٦ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

২০৬) আয়েশা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এর স্ত্রীদের কারো যখন হায়েয আসত আর তিনি যদি তাঁর সাথে একত্রে শয়নের ইচ্ছা করতেন, তখন হায়েযের আধিক্যের সময় ভালভাবে লুঙ্গি পরিধান করার আদেশ দিতেন। তারপর তিনি তাঁর শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে শয়ন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নবী (ﷺ) এর ন্যায় স্বীয় যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে?

টিকাঃ কোন ব্যক্তি যদি মনে করে, সে তার হায়েয ওয়ালা স্ত্রীর সাথে শরীর লাগিয়ে শয়ন করার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবেনা তাহলে সে পৃথক বিছানায় শয়ন করবে। হারামে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে বাঁচার জন্য এটিই তার জন্য নিরাপদ।

অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় রোযা রাখা থেকে বিরত থাকা

٢٠٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ»؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ

دِينِهَا». (بخارى:٣٠٤)

২০৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদা ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হলেন। মহিলাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি বললেনঃ হে মহিলাগণ! তোমরা সাদকাহ কর। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই তোমরা। তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে আমাদের এ অবস্থা? তিনি বললেনঃ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা জ্ঞান ও দ্বীনে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানী পুরুষ লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে তোমাদের চেয়ে অধিক হরণকারী আমি আর কাউকে দেখিনি। তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দ্বীন ও জ্ঞানের কমতিটা কোথায়? তিনি বললেনঃ নারী লোকের সাক্ষ্য কি পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ। নবী (ﷺ) বললেনঃ এটিই মহিলার জ্ঞানের কমতি। পুনরায় বললেনঃ মহিলার যখন হায়েয হয় তখন সে নামায আদায় করেনা এবং রোযাও রাখেনা। এটি কি ঠিক নয়? তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এটিই হল তাঁর দ্বীনের কমতি।

অধ্যায়ঃ মুস্তাহাযা মহিলার ই'তেকাফে বসা

٢٠٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ وَمَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ.(بخارى:٣٠٩)

২০৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর কোন কোন স্ত্রীও ইতেকাফে করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন ইস্তেহাযায় আক্রান্ত এবং রক্ত দেখতে পেতেন। কখনও কখনও অধিক রক্ত ঝরার কারণে তিনি চিলিমচি ব্যবহার করতেন।

অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

٢٠٩ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَتَطَيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.(بخارى:٣١٣)

২০৯) উম্মে আতীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে নিষেধ করা হত। তবে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। এ সময় সে সুরমা ব্যবহার করতে পারবেনা, সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেনা এবং রঙ্গিন কাপড় পরিধান করতে পারবেনা। তবে আসবের কাপড় পড়তে পারবে। আমাদের কেউ যখন হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করত, তখন তাকে কুসতে আযফার নামক এক প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হত। তবে আমাদেরকে জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করা হত।

টিকাঃ 'আসব' এক প্রকার ইয়ামানী চাদর, যা তৎকালিন আরবের মহিলারা পরিধান করত। মূলতঃ এ কাপড়টি রঙ্গিন ছিলনা; বরং রঙ্গিন সুতা দিয়ে এ প্রকার কাপড় তৈরী করা হত। আর 'কুসতে আযফার' এক প্রকার সুগন্ধির নাম। দুর্গন্ধ দূর করার জন্য হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করার সময় এ প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হত। বর্তমান কালে পবিত্রতার গোসল করার সময় সাবান উক্ত সুগন্ধির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা শরীর মর্দন করবে

٢١٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي». فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.(بخاري:٣١٤)

২১০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে গোসলের নিয়ম শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেনঃ প্রথমে তুমি সুগন্ধি লাগানো কিছু তুলা অথবা এক খণ্ড পশমী কাপড় হাতে নাও। তারপর তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর। সে বললঃ কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। সে আবার বললঃ কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! তুমি তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ আমি তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে বললামঃ যেখানে হায়েযের রক্তের চিহ্ন রয়েছে সুগন্ধিযুক্ত কাপড়ের টুকরা দ্বারা তা ধৌত করবে।

অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা মাথায় চিরুনী করতে পারে

٢١١ــ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ، أَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ.

(بخاری:٣١٦)

২১১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের বছর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরাম বাঁধলাম। যারা তামাত্তো হজ্জ করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি আমি ছিলাম তাদের অন্তর্ভূক্ত। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ইহ্‌রামের পর তাঁর হায়েয এসে গেল। আরাফার রাত্রি এসে যাওয়ার পরও তিনি পবিত্র হলেন না। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আজ আরাফার রাত্রি। আমি তো তামাত্তো হজ্জের নিয়ত করে প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরা ছেড়ে দাও। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি তাই করলাম। আমি যখন হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিনার পরের রাতে আমার ভাই আব্দুর রাহমানকে আদেশ দিলে তিনি আমাকে তানঈম থেকে উমরা করালেন। এটি ছিল আমার ছুটে যাওয়া প্রথম উমরার স্থলাভিষিক্ত।

অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা মাথার চুল খুলে ফেলবে

٢١٢ــ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ». فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَسَاقَتِ الْحَدِيثَ وَذَكَرَتْ حَيْضَتَهَا قَالَتْ: وَأَرْسَلَ مَعِي أَخِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ.(بخاری: ٣١٧)

২১২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যুল-হজ্জ মাসের চাঁদ উঠার নিকটবর্তী সময়ে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ যে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করে সে যেন তাই করে। আমি যদি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে না আসতাম তাহলে আমিও উমরার ইহরাম বাঁধতাম। সুতরাং কেউ উমরার ইহরাম বাঁধলেন আবার কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পর তাঁর হায়েয এসে গেল। আরাফার রাত্রি এসে যাওয়ার পরও তিনি পবিত্র হলেন না। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আজ আরাফার রাত্রি। আমি তো তামাত্তো হজ্জের নিয়ত করে প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেনঃ তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরা ছেড়ে দাও। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি তাই করলাম। আমি যখন হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ভাই আব্দুর রাহমানকে আমার সাথে পাঠালেন। তার সাথে তানঈম পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং উমরার কাজ সমাধা করলাম। এসব কিছুর মধ্যে কোন প্রকার হাদী, রোযা বা সাদকাহ কিছুই ছিলনা।

অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায কাযা করবেনা

٢١٣ــ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ. (بخارى:٣٢١)

২১৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক মহিলা একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কেউ যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে তখন কি পবিত্র অবস্থার নামাযই যথেষ্ট? না কি হায়েয অবস্থায় ছেড়ে দেয়া নামাযও কাযা করতে হবে? তিনি বললেনঃ তুমি কি হারুরীয়া (খারেজী) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদের হায়েয আসত। তিনি আমাদেরকে নামায কাযা করার আদেশ দিতেন না। অথবা আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ আমরা নামায কাযা করতামনা।

টিকাঃ খারেজীদেরকে হারুরীয়া বলা হয়। কারণ তারা হারুরা নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিল। খারেজীদের মতে হায়েয অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাযও কাযা করতে হবে। এ জন্যই আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ সে খারেজীদের অন্তর্ভুক্ত কি না?

অধ্যায়ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই কাপড়ে নিদ্রা যাওয়া

٢١٤ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدِيثُ حَيْضِهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ، ثُمَّ قَالَتْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. (بخارى:٣٢٢)

২১৪) এখানে উম্মে সালামা (রাঃ)এর হায়েয হওয়া এবং একই চাদরের নীচে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে শয়ন করার হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় উম্মে সালামা (রাঃ) শুধু এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন যে, নবী (ﷺ) তাঁকে চুম্বন করতেন। অথচ তিনি সে সময় রোযাদার ছিলেন।

টিকাঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করাতে কোন বাধা নেই। তবে যেহেতু এটি কাম রস বের হওয়ার কারণ কিংবা মাধ্যম হতে পারে, তাই অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যক।

অধ্যায়ঃ হায়েয (মাসিক) অবস্থায় মহিলারা ঈদগাহে উপস্থিত হতে পারে

٢١٥ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ

الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، قِيلَ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا؟. (بخارى:٣٢٤)

১৫) উম্মে আতীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যুবতী, পর্দানশীন এবং ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহে উপস্থিত হতে পারবে। তারা মুসলিমদের মজলিসে এবং দু'আয় শরীক হবে। তবে তাঁরা নামাযে শরীক হবেনা। উম্মে আতীয়াকে জিজ্ঞেস করা হল, হায়েয ওয়ালা মহিলারাও কি ঈদগাহে উপস্থিত হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ তারা কি আরাফার মাঠে এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয়না?

অধ্যায়ঃ হায়েযের নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নির্গত পীত রং এবং ধুসর রং-এর হুকুম

٢١٦ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا. (بخارى:٣٢٦)

২১৬) উম্মে আতীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা পবিত্রতা অর্জনের পর পীত রং বা ধুসর রঙ্গের পানিকে হায়েযের রক্তের মধ্যে গণনা করতামনা।

টিকাঃ যাদের নির্ধারিত মেয়াদে নিয়মিত মাসিক হয় শুধু তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত নিয়ম ও হুকুম প্রযোজ্য।

অধ্যায়ঃ তাওয়াফে ইফাযার পর হায়েয (মাসিক) দেখা দিলে

٢١٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ»؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَاخْرُجِي»

২১৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (বিদায় হজ্জের বছর) তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেনঃ সাফীয়া বিনতে হুয়াই (রাঃ)এর তো হায়েয এসে গেছে? নবী (ﷺ) বললেনঃ সে আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে না কি? সে কি তোমাদের সাথে তাওয়াফে ইফাযা করেনি? সকলেই বললেনঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে চল।

টিকাঃ বিদায়ী তাওয়াফ করার পূর্বে যদি মহিলার হায়েয শুরু হয়ে যায় তাহলে তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ জরুরী নয়।

অধ্যায়ঃ নিফাসের মুদ্দতের ভিতরে কোন মহিলা মারা গেলে তার জানাযা নামায এবং তার পদ্ধতি

٢١٨ــ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا

২১৮) সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মারা গেল। নবী (ﷺ) তার জানাযা নামায পড়লেন এবং তার মাঝখানে তথা কোমর বরাবর দাঁড়ালেন।

টিকাঃ মহিলাদের জানাযায় ইমাম কোমর বরাবর দাঁড়াবেন এবং পুরুষদের জানাযায় মাথা বরাবর দাঁড়াবেন।

অধ্যায়ঃ পূর্ব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য একটি অধ্যায়

٢١٩ــ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ

২১৯) মায়মুনা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হায়েয অবস্থায় নামায পড়তেন না। তথাপিও তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের স্থানে শুয়ে থাকতেন। নবী (ﷺ) একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নামায আদায় করতেন। মায়মুনা বলেনঃ তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর চাদরের কিছু অংশ আমার শরীরের সাথে লেগে যেত। এতে তিনি কিছু মনে করতেন না।

টিকাঃ বড় নাপাকীর ফলে গোসল ফরয হয় শরয়ী হুকুম মোতাবেক। তবে এটি যৌগিক ও বাহ্যিক অপবিত্রতা বুঝায়না। তবে শরীর কিংবা কাপড়ে নাপাকী দৃশ্যমান হলে তার ব্যাপার ভিন্ন।

كتاب التيمم

কিতাবুত তায়াম্মুম

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) অর্থাৎ তোমরা পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর

٢٢٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

২২০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে বের হলাম। আমরা যখন 'বায়দা' অথবা 'যাতুল জাইশ' নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার গলার হার ছিড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উহা তালাশ করার জন্য তথায় অপেক্ষা করলেন। লোকেরাও অপেক্ষা করল। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিলনা। লোকেরা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর নিকট এসে বলতে লাগলঃ আপনি কি দেখছেন না আয়েশা কি করলেন? আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত লোককে এমন স্থানে আটকিয়ে দিলেন যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি তাঁদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আগমণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আমার রানের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত লোককে এমন স্থানে আটকিয়ে দিয়েছ, যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি তাঁদের সাথেও কোন পানি নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আবু বকর আমাকে দোষারোপ করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি এ ধরণের আরো কথা বললেন। অতঃপর তিনি আমার কোমরে খোঁচা মারতে লাগলেন। আঘাতের কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারলামনা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার রানের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। প্রাতঃকালে যখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তখন সেখানে কোন পানি ছিলনা। এখানেই আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) বলেনঃ হে আবু বকরের বংশধর! এটি তোমাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি যে উটে আরোহন করেছিলাম সেটি যখন উঠালাম তখন দেখতে পেলাম হারটি তার নিচে পড়ে আছে।

٢٢١ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

২২১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিষ প্রদান করা হয়েছে, যা পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের দূরত্ব থেকে (শত্রুদের মনে) আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) যমীনের মাটি আমার জন্য পবিত্র এবং মসজিদ স্বরূপ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তির নিকট যদি নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তবে সে যেন উহা আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে শাফাআতের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) আমার পূর্বেকার নবীগণ প্রেরিত হতেন তাদের গোত্রের লোকদের নিকট। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্যে।

অধ্যায়ঃ মুকীম অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে

٢٢٢ــ عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. (بخاری:٣٣٧)

২২২) আবু জুহাইম বিন হারেছ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) 'বি'রে জামাল' নামক স্থান থেকে আগমণ করলেন। এ সময় তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। সে নবী (ﷺ) কে সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেয়ালের দিকে গেলেন। দেয়ালে হাত মেরে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসেহ করলেন। অতঃপর সালামের উত্তর দিলেন।

অধ্যায়ঃ তায়াম্মুমকারী মাটিতে হাত মেরে হাতে ফুঁ দিবে কি?

٢٢٣ــ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟ (بخاری:٣٣٨)

২২৩) আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)কে বললেনঃ আপনার কি মনে আছে আমি এবং আপনি একদা কোন এক সফরে ছিলাম? আমরা উভয়েই রাত্রে অপবিত্র হয়ে গিয়েছিলাম। পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি না পাওয়ার কারণে আপনি নামায পড়েন নি। আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায আদায় করলাম। পরবর্তীতে ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি আমাকে তায়াম্মুমের নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে মাটিতে হাত মেরে বললেনঃ তোমার তো এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে তিনি দু'হাত যমীনে মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করলেন।

টিকাঃ তায়াম্মুমের জন্য মাত্র একবার হাত মারা ও কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করাই সঠিক পদ্ধতি।

কেননা অন্য যে হাদীছে দু'বার হাত মারার ও কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার কথা এসেছে, তা বিশুদ্ধ নয়।

অধ্যায়ঃ পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য অযুর পানির হুকুম রাখে

٢٢٤ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلانٌ، ثُمَّ فُلانٌ، ثُمَّ فُلانٌ، ثُمَّ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لأَنَّا لا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: «لا ضَيْرَ أَوْ لا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا» فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ»؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ». ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ، قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفًا، قَالا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، قَالا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلِقِي فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: «فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا». وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْمَعُوا لَهَا». فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا فَحَمَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: «تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا». فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلانَةُ؟ قَالَتْ: الْعَجَبُ، لَقِيَنِي رَجُلانِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلامِ؟ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإِسْلامِ. (بخارى:٣٤٤)

২২৪) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা এক সফরে নবী (ﷺ) এর সাথে ছিলাম। আমরা সারা রাত পথ চললাম। সারা রাত পথ চলার পর আমরা শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্য শেষ রাতের ঘুমের চেয়ে অধিক আরামদায়ক ঘুম আর হতে পারেনা। সূর্যের তাপ ব্যতীত অন্য কিছু আমাদেরকে জাগ্রত করেনি। অর্থাৎ সূর্যের তাপ শরীরে

লাগার পর আমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। সর্বপ্রথম অমুক ব্যক্তি জাগ্রত হলেন তারপর অমুক তারপর অমুক। চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন উমার বিন খাত্তাব। নবী (ﷺ) যখন ঘুমাতেন তখন আমরা তাঁকে জাগাতামনা যতক্ষণ না তিনি নিজেই জাগ্রত হতেন। কেননা আমরা জানতামনা ঘুমের মধ্যে তাঁর কী ঘটছে? উমার (রাঃ) ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে মানুষের অবস্থা দেখতে পেলেন। তিনি ছিলেন কঠোর প্রকৃতির লোক। তিনি উঁচু আওয়াজে তাকবীর পাঠ করলেন। তাঁর তাকবীরের আওয়াজ শুনে নবী (ﷺ) ঘুম হতে জাগ্রত হলেন। জাগ্রত হলে লোকেরা তাঁর নিকট তাদের সমস্যা তুলে ধরল। নবী (ﷺ) বললেনঃ কোন দোষ নেই অথবা তিনি বললেনঃ কোন ক্ষতি হবেনা। তোমরা সামনে চল। কিছু দূর গিয়ে যাত্রা বিরতি করে অযুর পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি অযু করলেন। অতঃপর নামাযের আযান দেয়া হল। অতঃপর লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে দেখলেন একজন লোক দূরে অবস্থান করছে। সে লোকদের সাথে নামায পড়েনি। নবী (ﷺ) বললেনঃ হে অমুক! লোকদের সাথে নামায পড়তে তোমাকে কিসে বারণ করল। সে বললঃ আমি নাপাক হয়ে গেছি অথচ পানি নেই। তিনি বললেনঃ তুমি পবিত্র মাটি নিয়ে তা দ্বারা তায়াম্মুম করো। এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর নবী (ﷺ) যাত্রা শুরু করলেন। লোকেরা তাঁর নিকট পিপাসার অভিযোগ করল। যাত্রা বিরতি করে তিনি আলী (রাঃ) এবং অপর এক ব্যক্তিকে ডাকলেন। তাদেরকে বললেনঃ তোমরা যাও এবং পানি তালাশ কর। তারা উভয়ে পানির তালাশে বের হলেন। পথিমধ্যে তাঁরা জনৈক মহিলাকে দেখতে পেলেন। সে উটের পিঠে পানি ভর্তি দু'টি মশক রেখে মশক দু'টির মাঝখানে বসে আছে। তাঁরা মহিলাটিকে বললেনঃ পানি কোথায়? সে বললঃ গতকাল আমি এই সময়ে পানির কাছে ছিলাম। আমাদের লোকেরা পিছনে রয়ে গেছে। তাঁরা বললেনঃ তাহলে তুমি আমাদের সাথে চল। সে বললঃ কোথায়? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহর রাসূলের কাছে। মহিলাটি বললঃ যাকে সাবী বা বেদ্বীন বলা হয় তার নিকটে? তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি যাকে উদ্দেশ্য করেছ, তার কাছেই চল। তাঁরা তাকে নবী (ﷺ) এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং ঘটনা খুলে বললেন। সাহাবীগণ তাকে উট থেকে নামালেন। নবী (ﷺ) একটি পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। তিনি মশক দু'টির উপরের মুখ খুলে তা থেকে সামান্য পানি নিয়ে মশকদ্বয়ের মুখ বন্ধ করে দিলেন। তবে নিচের মুখ খোলা রাখলেন। তখন মানুষের মাঝে ঘোষণা করে দিলেনঃ তোমরা পানি পান কর এবং পশুকেও পান করাও। সুতরাং যার ইচ্ছা নিজে পান করলেন এবং যার ইচ্ছা নিজের পশুকে পান করালেন। সর্বশেষে যে লোকটি অপবিত্র হয়েছিল তাকে এক পাত্র পানি দিয়ে বললেনঃ যাও এবং তোমার শরীরে পানি ঢেলে গোসল কর। মহিলাটি দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, তার পানি দিয়ে কি করা হচ্ছে। আল্লাহর শপথ! লোকেরা যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল তখন আমাদের ধারণা হল পানি নেয়া শুরু করার সময়ের তুলনায় পানি নেয়া শেষ হওয়ার সময়ই মশক অধিক ভরা ছিল। নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা মহিলাটির জন্য কিছু সংগ্রহ কর। তাঁরা তার জন্য খেজুর, আটা এবং ছাতু সংগ্রহ করলেন। সুতরাং মহিলার জন্য তাঁরা কিছু খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করে একটি কাপড়ে রাখলেন। তারপর মহিলাটিকে উটের উপর বসিয়ে দিয়ে খাদ্যের পুটলাটি মহিলার সামনে রেখে দিলেন। নবী (ﷺ) মহিলাকে বললেনঃ দেখলে তো? আমরা তোমার পানি হতে মোটেই কমাইনি; বরং আল্লাহই আমাদেরকে পান করিয়েছেন। মহিলাটি যখন

বিলম্বে তার পরিবারের লোকদের কাছে পৌছল তখন তার পরিবারের লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলঃ কিসে তোমাকে আটকিয়ে রেখেছিল? সে বললঃ আশ্চর্য্য ব্যাপার! দু'জন লোকের সাথে দেখা হল। তারা আমাকে ঐ লোকটির নিকট নিয়ে গেল, যাকে বেদ্বীন বলা হয়। তিনি আমার সাথে এরূপ এরূপ আচরণ করেছেন। আল্লাহর শপথ! আসমান-যমীনের সকল অধিবাসীর মধ্যে এই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় যাদুকর। এ কথা বলে সে মধ্যমা এবং শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। অথবা সে আল্লাহর সত্য রাসূল।

পরবর্তীতে মুসলমানেরা উক্ত মহিলার আশেপাশের এলাকার মুশরিকদের উপর আক্রমণ করতেন। কিন্তু মহিলাটি যে সমাজের লোক ছিল তাদের কোন ক্ষতি করতেন না। এক দিন সে তার গোত্রের লোকদেরকে বললঃ আমার মনে হচ্ছেনা যে, এই লোকেরা ইচ্ছা করে তোমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে। তোমাদের কি ইসলাম গ্রহণ করার আগ্রহ আছে? গোত্রের লোকেরা তাঁর কথা মেনে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করল।

كتاب الصلاة

কিতাবুস্ সালাত

অধ্যায়ঃ মি'রাজের রাতে কিভাবে নামায ফরয হল?

٢٢٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كان ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

২২৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করতেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আমি মক্কা থাকাবস্থায় এক রাতে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হল। সেই

ছিদ্র দিয়ে জিবরীল ফেরেশতা অবতরণ করলেন। অতঃপর তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। তারপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্র এনে আমার বক্ষের ভিতরে ঢেলে দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে প্রথম আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। প্রথম আকাশের নিকটবর্তী হলে জিবরীল ফেরেশতা আকাশের রক্ষীকে বললেনঃ দরজা খোল। উপর থেকে আগমণকারীর পরিচয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করা হল, কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ প্রথম আকাশে উঠে উপবিষ্ট একজন লোক দেখতে পেলাম। তাঁর ডান পাশে মানুষের অসংখ্য রূহ দেখতে পেলাম এবং বাম পাশেও অনুরূপ মানুষের অসংখ্য রূহ দেখতে পেলাম। তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান তখন কেঁদে ফেলেন। তিনি আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেনঃ পূণ্যবান ছেলে ও পূণ্যবান নবীর আগমণ শুভ হোক। জিবরীল ফেরেশতাকে আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি হলেন আদম। তাঁর ডান ও বাম দিকের রূহগুলো তাঁর সন্তানদের। ডান দিকের রূহগুলো জান্নাতবাসীদের আর বাম দিকের রূহগুলো জাহান্নামীদের। এ জন্যই তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান তখন কেঁদে ফেলেন। অতঃপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে জিবরীল ফেরেশতা আকাশের রক্ষীকে বললেনঃ দরজা খোল। দ্বিতীয় আকাশের রক্ষী জিবরীলকে প্রথম আকাশের ন্যায়ই প্রশ্ন করলেন।

হাদীছের বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) বিভিন্ন আকাশে বিভিন্ন নবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। যেমন আদম, ইদ্রীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (আঃ)। তবে কার অবস্থান কোন্ আকাশে তা উল্লেখ করেন নি। কেবল এ টুকু বলেছেন যে, প্রথম আকাশে পেয়েছেন আদম (আঃ)কে এবং ষষ্ট আকাশে পেয়েছেন ইবরাহীম (আঃ)কে।

আনাস (রাঃ) বলেনঃ জিবরীল (আঃ) যখন নবী (ﷺ) কে নিয়ে ইদ্রীস (আঃ)এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ইদ্রীস (আঃ) স্বাগতম জানিয়ে বললেনঃ আমার পূণ্যবান ভাই ও ন্যায়পরায়ন নবীর আগমণ শুভ হোক। আমি বললামঃ ইনি কে? জিবরীল বললেনঃ তিনি হলেন ইদ্রীস (আঃ)। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেনঃ আমার পূণ্যবান ভাই ও ন্যায়পরায়ন নবীর আগমণ শুভ হোক। আমি বললামঃ ইনি কে? জিবরীল (আঃ) বললেনঃ তিনি হলেন মূসা (আঃ)। অতঃপর আমি ঈসা (আঃ)এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেনঃ আমার পূণ্যবান ভাই ও পূণ্যবান নবীর আগমণ শুভ হোক। আমি বললামঃ ইনি কে? জিবরীল বললেনঃ তিনি হলেন ঈসা (আঃ)। অতঃপর আমি ইবরাহীম (আঃ)এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেনঃ আমার পূণ্যবান নবী ও পূণ্যবান ছেলের আগমণ শুভ হোক। আমি বললামঃ ইনি কে? জিবরীল বললেনঃ তিনি হলেন ইবরাহীম (আঃ)।

ইবনে আব্বাস এবং আবু হাব্বাহ আনসারী বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তারপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হল। আমি এমন এক স্তরে পৌছলাম যেখানে আমি কলম চলার (কলম

দিয়ে লিখার) আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ অতঃপর আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল। ফেরত আসার সময় মূসা (আঃ)এর সাথে সাক্ষাত হল। মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? নবী (ﷺ) বললেনঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেনঃ আপনি ফেরত যান এবং কমাতে বলুন। আপনার উম্মাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারবেনা। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি মূসা (আঃ)এর পরামর্শ মোতাবেক ফেরত গিয়ে কমাতে বললাম। কিছু কমানো হলো।

আসার সময় পুনরায় মূসা (আঃ)এর সাথে সাক্ষাত হলে তাঁকে বললামঃ কিছু কমানো হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেনঃ আপনি ফেরত যান এবং কমাতে বলুন। তারা এত নামায পড়তে পারবেনা। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি মূসা (আঃ)এর পরামর্শ মোতাবেক ফেরত গিয়ে কমাতে বললাম। এবারো কিছু কমানো হলো।

ফেরত আসার সময় পুনরায় মূসা (আঃ)এর সাথে আবার সাক্ষাৎ হলে তাঁকে বললামঃ আরো কিছু কমানো হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেনঃ আপনি ফেরত যান এবং কমাতে বলুন। আপনার উম্মাত এত নামায পড়তে পারবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি মূসা (আঃ)এর পরামর্শ মোতাবেক ফেরত গিয়ে কমাতে বললাম। এবারো কিছু কমানো হলো। এবার পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হলো। কিন্তু ছাওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই রয়ে গেল। আল্লাহ বলেনঃ আমার কথার কোন পরিবর্তন হয়না।

নবী (ﷺ) বলেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে মূসা (আঃ)এর কাছে আগমণ করলাম। তিনি আমাকে আবার যেতে বললেন। আমি তাঁকে বললামঃ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকট পুনরায় যেতে লজ্জাবোধ করছি।

অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা আমাকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় গমণ করলেন। তা বিভিন্ন রং দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আমি জানিনা তা কিসের রং। পরিশেষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। সেখানে দেখলাম মুক্তার হার ঝুলানো আছে। আর দেখলাম জান্নাতে মাটিগুলো কস্তুরী দ্বারা নির্মিত।

٢٢٦- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

২২৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন নামায ফরয করেছেন তখন স্বগৃহে (স্বদেশে) থাকাবস্থায় এবং ভ্রমণে থাকাবস্থায় দু'দু'রাকআত করেই ফরয করেছেন। অতঃপর সফর অবস্থার নামায ঠিকই রাখা হয়েছে এবং স্বগৃহে থাকাবস্থার নামায দু'রাকআত বাড়ানো হয়েছে।

بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ

অধ্যায়ঃ কাপড় পরিধান করে নামায পড়া ওয়াজিব

٢٢٧- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

২২৭) উমার বিন আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মাত্র একটি কাপড়

পরিধান করে নামায পড়েছেন। তবে কাপড়ের দু'কিনার দু'কাঁধের উপর রাখা ছিল। ডান কিনারা বাম কাঁধের উপর এবং বাম কিনারা ডান কাঁধের উপর।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

অধ্যায়ঃ এক কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়া

٢٢٨-عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى

২২৮) উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেনঃ মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি গোসল করছেন আর ফাতেমা (রাঃ) তাঁকে পর্দা করে আছেন। তিনি বললেনঃ আগমণকারী মহিলাটি কে? আমি বললামঃ উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তিনি বললেনঃ উম্মে হানীকে স্বাগতম জানাই। উম্মে হানী বলেনঃ নবী (ﷺ) গোসল শেষ করে একটি মাত্র কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢেকে আট রাকআত নামায আদায় করলেন। নামায শেষে আমি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাই (আলী বিন আবু তালেব) এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায়, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে হল হুবায়রার অমুক পুত্র। নবী (ﷺ) বললেনঃ হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মে হানি বলেনঃ সেটি ছিল দুপুরের সময়।

টিকাঃ কেউ কেউ উক্ত নামাযকে চাশ্‌তের নামায বলে মন্তব্য করেছেন। তবে নিয়মিত চাশতের নামায পড়া সত্ত্বেও ৮ রাকআতের উল্লেখ শুধু উক্ত দিবসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকায় আলেমদের শক্তিশালী মত রয়েছে। এটি চাশতের নামায ছিলনা। বরং তা ছিল হয় শুকরানার নামায না হয় তাহাজ্জুদের কাযা নামায। সুস্পষ্ট ও সুসাব্যস্ত বর্ণনা মোতাবেক চাশতের নামাযের রাকআত সংখ্যা দুই থেকে চার। অন্যান্য সংখ্যা সম্বলিত বর্ণনাগুলো হয় অসাব্যস্ত আর না হয় অস্পষ্ট।

٢٢٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟

২২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক প্রশ্নকারী নবী (ﷺ) কে এক কাপড় পরিধান করে নামায আদায়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করল। উত্তরে তিনি বললেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে?

টিকাঃ একাধিক কাপড় না থাকলে বড় একটি কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত করাতে কোন দোষ নেই।

بَاب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

অধ্যায়ঃ এক কাপড়ে নামায পড়ার সময় উভয় কাঁধের উপর কাপড়ের কিছু অংশ রাখবে

٢٣٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ

২৩০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন এক কাপড় পরিধান করে নামায না পড়ে, যার কিছু অংশ উভয় কাঁধের উপর রাখা হয়নি।

٢٣١- عن هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

২৩১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি এক কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে, সে যেন কাপড়ের ডান পার্শ্ব বাম কাঁধের উপর এবং বাম পার্শ্ব ডান কাঁধের উপর ফেলে রাখে।

بَاب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

অধ্যায়ঃ কাপড় যদি ছোট হয়

٢٣٢- جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

২৩২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। রাত্রিতে কোন জরুরী কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম তিনি একটি মাত্র কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করছেন। এ সময় আমার পরনেও একটি কাপড় ছিল। আমি কাপড়টি শরীরের সাথে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করে দিলাম। নামায শেষে তিনি বললেনঃ হে জাবের! রাতের বেলা কেন আসলে? জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি আমার প্রয়োজনের কথা বললাম। কথা শেষ করলে তিনি বললেনঃ এভাবে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছো কেন যা আমি দেখতে পাচ্ছি? আমি বললামঃ কাপড় ছিল মাত্র একটি। তাই উহা আমি শরীরে জড়িয়ে নিয়েছি। তখন তিনি বললেনঃ কাপড় যদি প্রশস্ত হয়, তবে উহা শরীরে জড়িয়ে নাও। আর যদি ছোট হয় তাহলে উহা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান কর।

٢٣٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

২৩৩) সাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পুরুষেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শিশুদের ন্যায় কাঁধে লুঙ্গি বেঁধে নামায পড়তেন। মহিলাদেরকে বলা হত পুরুষেরা সোজা হয়ে বসার পূর্বে তোমরা সেজদা থেকে মাথা উঠাবেনা।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

অধ্যায়ঃ শামী (সংকীর্ণ) জুব্বা পরিধান করে নামায পড়া

٢٣٤- عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ

لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى

২৩৪) মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে মুগীরা! পানির পাত্র আন। আমি পানির পাত্র হাতে নিলাম। অতঃপর তিনি যেতে লাগলেন। এমনকি তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল একটি শামী জুব্বা। তিনি জুব্বার আস্তীনের মধ্য থেকে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে জুব্বার নীচের দিক থেকে হাত বের করলেন। আমি তাঁর হাতে পানি ঢাললাম। তিনি নামাযের ন্যায় পূর্ণ অযু করলেন এবং নিজের মোজার উপর মাসেহ করলেন। তারপর নামায আদায় করলেন ।

بَاب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَ

অধ্যায়ঃ নামায ও অন্যান্য অবস্থায় উলঙ্গ হওয়া নিষেধ

٢٣٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৩৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাবা ঘর নির্মাণের সময় সকলের সাথে পাথর বহন করছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ হে ভাতিজা! তুমি যদি লুঙ্গি খুলে তা কাঁধের উপর পাথরের নীচে রাখতে তাহলে খুব ভাল হত। চাচার কথায় তিনি লুঙ্গি খুলে দু'কাঁধের উপর রাখা মাত্রই বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর তাঁকে আর কখনও উলঙ্গ অবস্থায় দেখা যায়নি।

بَاب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

অধ্যায়ঃ সতর কতটুকু ঢাকতে হবে?

٢٣٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

২৩৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইশতেমালুস্ সাম্মা থেকে নিষেধ করেছেন এবং (জাঙ্গিয়া না পরে) একটি মাত্র কাপড়ে সমস্ত শরীর জড়িয়ে হাটু তুলে নিতম্বের উপর ভর করে বসতেও মানা করেছেন। যাতে লজ্জাস্থানের উপর উহার কোন অংশই থাকেনা।

টিকাঃ একটি কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর এমনভাবে ঢেকে রাখাকে ইশতেমালুস্ সাম্মা বলা হয়, যাতে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি হাত বের করারও কোন ছিদ্র থাকেনা।

٢٣٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

২৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) দু'প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন। একটি হল মুলামাসাহ এবং অপরটি মুনাবাযাহ। তিনি আরো নিষেধ করেছেন ইশতেমালুস্ সাম্মা থেকে এবং (জাঙ্গিয়া না পরে) একটি মাত্র কাপড়ে সমস্ত শরীর জড়িয়ে হাটু তুলে নিতম্বের উপর ভর করে বসতেও মানা করেছেন।

টিকাঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুলামাসাহ্এর ধরণ হল দামাদামির সময় বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবেঃ আমি তোমার কাছে জিনিষটি বিক্রি করব তোমার জিনিষটির বিনিময়ে। তবে কেউ কারো জিনিষ ভালভাবে দেখতে পারবেনা। অথবা এ রূপ নিয়মে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা জিনিষটি স্পর্শ করলেই ক্রয় করতে হবে।

আর মুনাবাযাহ হল দামাদামির সময় না দেখেই ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরের দিকে স্বীয় দ্রব্যটি নিক্ষেপ করলেই ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত হয়ে যাবে। অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরকে বলবে তোমার কাছে যা আছে তা আমার দিকে নিক্ষেপ কর আর আমার কাছে যা আছে তা তোমার দিকে নিক্ষেপ করব। এতেই বেচা-কেনা হয়ে যাবে।

উপরোক্ত দু'ধরণের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে তাতে প্রতারণা ও ঝগড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

٢٣٨- عن هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

২৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর) আবু বকর (রাঃ) আমাকে ঐ সমস্ত ঘোষকদের সাথে পাঠালেন, যারা কুরবানীর দিন এই মর্মে ঘোষণা দিবে যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবেনা এবং উলঙ্গ হয়ে কেউ কাবার তাওয়াফও করতে পারবেনা। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয়ার (সূরা তাওবা পাঠ করে শুনানোর) জন্য আলী (রাঃ)কে পাঠালেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আলী আমাদের সাথে মিনায় কুরবানীর দিন প্রচার করেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবেনা এবং উলঙ্গ হয়ে কেউ কাবার তাওয়াফও করতে পারবেনা।

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

অধ্যায়ঃ রান সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না?

٢٣٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ يَعْنِي

الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا وجعل صداقها عتقها حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৩৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) খায়বারের যুদ্ধে বের হলেন। খায়বারের নিকট পৌছে আমরা তাঁর সাথে অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে আল্লাহর নবী (ﷺ) বাহনে আরোহন করলেন এবং আবু তালহা আরোহন করলেন। আমি আবু তালহার পিছনে একই বাহনে আরোহন করলাম। নবী (ﷺ) খায়বারের গলি দিয়ে দ্রুত চলছিলেন। তখন আমার দু'হাটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রানের সাথে লেগে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রানের উপর থেকে লুঙ্গি গুটিয়ে নিলেন। আমি তখন আল্লাহর নবীর রানের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। খায়বারের গ্রামে প্রবেশ করে তিনি বললেনঃ আল্লাহু আকবার! খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন গোত্রের আঙ্গিনায় পৌছি, তখন সেই গোত্রের সকাল খুবই মন্দ হয়ে থাকে। বাক্যটি তিনবার বলেছেন।

আনাস (রাঃ) বলেনঃ খায়বারের লোকেরা সকাল বেলা তাদের কাজকর্মে বের হল। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে তারা বললঃ মুহাম্মাদ এবং তার সৈন্যরা এসে গেছে।

বর্ণনাকারী বলেনঃ আমরা শক্তি প্রয়োগ করেই খায়বার জয় করলাম। কয়েদীদেরকে একত্রিত করা হল। তখন দিহইয়া কালবী এসে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! কয়েদীদের মধ্য হতে আমাকে একটি বান্দী প্রদান করুন। তিনি বললেনঃ যাও এবং কয়েদীদের মধ্য হতে যে কোন একজন বান্দী নিয়ে নাও। দিহইয়া সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে নিয়ে নিল। তখন একজন লোক আল্লাহর নবীর কাছে এসে আবেদন করলঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি বনু কুরায়যা এবং বনু নাযীরের সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে দিহইয়ার নিকট সোপর্দ করলেন। আপনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য সে উপযুক্ত নয়। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ সাফিয়াকে সহ তাঁকে ডাক। তিনি সাফিয়াকে নিয়ে আসলেন। সাফিয়ার দিকে এক নযর দেখে নবী (ﷺ) দিহইয়াকে বললেনঃ সাফিয়াকে বাদ দিয়ে তুমি কয়েদীদের মধ্য হতে অন্য একজন বান্দী গ্রহণ কর।

বর্ণনাকারী বলেনঃ নবী (ﷺ) সাফিয়াকে মুক্ত করে বিয়ে করলেন এবং মুক্ত করাকেই মহর হিসাবে নির্ধারণ করলেন। পথিমধ্যে উম্মে সুলাইম (রাঃ) সাফিয়াকে বধু সাজিয়ে রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং নবী (ﷺ) সাফিয়ার সাথে বাসর করে সকালে ঘর থেকে বের হলেন। তারপর তিনি বললেনঃ যার কাছে খাবার যা কিছু

আছে সে যেন তাই নিয়ে আসে। নবী (ﷺ) চামড়ার একটি দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর আবার কেউ ঘি নিয়ে আসলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার ধারণা, আনাস (রাঃ) ছাতুর কথাও বলেছেন। এসব কিছু মিলিয়ে তারা 'হাইস' নামক খাদ্য তৈরী করলেন। আর এটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অলীমা।

بَاب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

অধ্যায়ঃ মহিলারা কয়টি কাপড় পরিধান করে নামায পড়বে?

٢٤٠- عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

২৪০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন ফজরের নামায আদায় করতেন তখন তাঁর সাথে মহিলাগণও শরীরে চাদর জড়িয়ে নামাযে অংশ গ্রহণ করতেন। নামায শেষে তাঁরা ঘরে ফিরতেন। অন্ধকারের কারণে কেউ তাঁদেরকে চিনতে পারতনা।

بَاب إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

অধ্যায়ঃ কেউ যদি নকশী করা কাপড়ে নামায পড়ে?

٢٤١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي

২৪১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) একটি নকশা বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে নামায পড়লেন। নামাযরত অবস্থায় একবার নকশার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। নামায শেষে তিনি বললেনঃ আমার এই চাদরটি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য আবু জাহমের আনবাজানী নিয়ে আস। কারণ নকশাযুক্ত চাদরটি আমাকে এই মাত্র নামায থেকে অমনোযোগী করেছিল।

টিকাঃ নকশা বিহীন এক প্রকার মোটা চাদরকে তৎকালে আনবাজানী বলা হত। হাদীছ থেকে এও জানা গেল, যেসমস্ত জিনিষ নামাযে একনিষ্ঠতা নষ্ট করতে পারে নামাযী ঐ সমস্ত জিনিষ পরিত্যাগ করে চলবে।

بَاب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلِّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ

অধ্যায়ঃ কেউ যদি ক্রুশচিহ্ন বিশিষ্ট অথবা ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায পড়ে তাহলে কি তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে?

٢٤٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي

২৪২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আয়েশা (রাঃ)এর একটি নকশাযুক্ত পাতলা রঙ্গিন কাপড় ছিল। তিনি কাপড়টিকে ঘরের এক পার্শ্বে পর্দা হিসাবে লাগিয়েছিলেন। একদিন নবী (ﷺ) বললেনঃ আমাদের নিকট থেকে তোমার এই পর্দাটি সরিয়ে ফেল। কারণ কাপড়ের ছবিগুলো নামায অবস্থায় বার বার আমার সামনে ভেসে উঠে।

بَاب مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

অধ্যায়ঃ রেশমী কোট পরিধান করে নামায পড়ে তা খুলে ফেলা

٢٤٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ

২৪৩) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কে একটি রেশমী কোট উপহার দেয়া হল। তা পরিধান করে তিনি নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি তা প্রচণ্ডভাবে টেনে খুলে ফেললেন। মনে হচ্ছিল তিনি তা অপছন্দ করছিলেন। তিনি বললেনঃ মুত্তাকীদের জন্য এটা পরিধান করা উচিত নয়।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

অধ্যায়ঃ লাল কাপড় পরিধান করে নামায পড়া

٢٤٤) عَنْ أَبِي جحيفة قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الْعَنَزَةِ

২৪৪) আবু জুহায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (ﷺ) কে লাল রঙ্গের চামড়ার তাঁবুর ভিতরে দেখতে পেলাম। আর বেলাল (রাঃ)কে দেখলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে আসছেন। লোকদেরকে দেখলাম তা সংগ্রহ করার জন্য খুব প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। যিনি উক্ত পানি থেকে কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছেন তিনি তা স্বীয় শরীর ও মুখমণ্ডলে মাসেহ করছেন। আর যে ব্যক্তি কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারেনি সে তাঁর সাথীর হাতের ভিজা অংশ থেকে কিছু আদ্রতা নিয়ে স্বীয় শরীর ও মুখমণ্ডলে মাসেহ করছেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ)কে দেখলাম তিনি ছোট একটি লাঠি হাতে নিয়ে তা গেড়ে দিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল রংএর এক জোড়া চাদর পরিধান করে বের হয়ে এসে লাঠিটিকে সুতরা স্বরূপ সামনে রেখে লোকদেরকে নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন। এ সময় তাঁর লুঙ্গি টাখনুর অনেক উপরে ছিল। আমি দেখলাম মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু লাঠির সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করছে।

بَاب الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

অধ্যায়ঃ ছাদ, মিম্বার ও কাঠের উপর নামায পড়া

٢٤٥- سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه و قد سُئِلَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ

الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ

২৪৫) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল কোন্ জিনিষ দিয়ে নবী (ﷺ)- এর মিম্বার নির্মাণ করা হয়েছিল? তিনি বললেনঃ লোকদের মধ্যে এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক অবগত আর কেউ নেই। সেটি ছিল বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত। অমুক মহিলার আযাদ করা দাস তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য নির্মাণ করেছিল। নির্মাণ শেষে যখন তা স্বস্থানে রাখা হল তখন তিনি সেটির উপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিলেন। লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল। নবী (ﷺ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করলেন এবং রুকূ করলে লোকেরাও রুকূ করল। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে পিছনের দিকে সরে আসলেন এবং যমীনের উপর সেজদা করলেন। তারপর মিম্বারের উপর ফেরত গেলেন এবং রুকূ করলেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে পিছনে ফেরত এসে যমীনে সেজদা করলেন। এ হল মিম্বারের ঘটনা।

টিকাঃ উপরোক্ত হাদীছে পারত পক্ষে যে কোন অবস্থায় যমীনে সিজদাহ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ

অধ্যায়ঃ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

٢٤٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلْأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

২৪৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর দাদী মুলায়কা একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য খানা তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত করলেন। নবী (ﷺ) তা থেকে খেলেন। অতঃপর খাওয়া শেষে তিনি বললেনঃ দাঁড়াও! আমি তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়বো। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি একটি পুরাতন চাটাই নিয়ে আসলাম, যা বেশী ব্যবহার করার কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি পানি দিয়ে তা ধৌত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাতে দাঁড়ালেন। আমি এবং একটি এতীম ছেলে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। আর আমার বৃদ্ধা দাদী আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। অতঃপর নবী (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়ে সে স্থান থেকে প্রস্থান করলেন।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

অধ্যায়ঃ বিছানার উপর নামায পড়া

٢٤٧- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

২৪৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে তাঁর সেজদার স্থানে শয়ন করে নিদ্রা যেতাম। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন আমার পা দু'টি তাঁর কিবলার দিকে থাকত। তিনি সেজদায় যাওয়ার সময় আমার শরীরে হাত দ্বারা খোঁচা মারতেন। তখন আমি পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। তিনি যখন সেজদাহ হতে উঠে পুনরায় দাঁড়াতেন তখন আমি পা দু'টি লম্বা করে দিতাম। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ সে সময় ঘরে কোন বাতি ছিলনা।

٢٤٨- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ

২৪৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে নামায আদায় করতেন। আয়েশা (রাঃ) নবী (ﷺ)ও কিবলার মধ্যখানে নিজ বিছানায় জানাযার মত লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতেন।

بَاب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِ

অধ্যায়ঃ প্রচণ্ড গরমের কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করা

٢٤٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ

২৪৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ কেউ তখন প্রচণ্ড গরমের কারণে কাপড়ের এক পার্শ্ব সেজদার স্থানে রাখতেন।

بَاب الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

অধ্যায়ঃ জুতা পরিধান করে নামায আদায় করা

٢٥٠- عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ

২৫০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে প্রশ্ন করা হলঃ নবী (ﷺ) কি জুতা পরিধান করে নামায আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

অধ্যায়ঃ মোজা পরিধান করে নামায আদায় করা

٢٥١- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ

২৫১) জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা পেশাব করলেন। অতঃপর অযু করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়ালেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে এরূপ করতে দেখেছি। হাদীছের রাবী ইবরাহীম বলেনঃ জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)এর হাদীছ তাঁদের কাছে খুব পছন্দনীয় ছিল। কারণ তিনি সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন।

بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

অধ্যায়ঃ সেজদায় বাহুদ্বয় পাঁজর হতে দূরে রাখবে

٢٥٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

২৫২) আব্দুল্লাহ বিন মালেক বিন বুহায়ানাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন নামায পড়তেন তখন সেজদায় স্বীয় বাহুদ্বয় পাঁজর হতে এমনভাবে আলাদা রাখতেন যাতে তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

টিকাঃ মহিলাগণ পুরুষদের অনুরূপ নামাযের সকল কাজ সম্পন্ন করবে। মহিলাদেরকে সংকোচিত হয়ে রুকূ করা, মাটিতে পূর্ণ শরীর লুটিয়ে সিজদাহ করাসহ ১৯-২০টি পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে যে সব বই রচনা করা হয়েছে, তাতে কোন দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি। শুধু একটি কারণ দর্শানো হয় এই বলে যে, এটি মহিলার পর্দার সহযোগী। অথচ পর্দার কথা আমাদের অপেক্ষা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই বেশী জানেন। তাই নবীর উপদেশ অনুযায়ী মহিলাদেরকে পুরুষদের মতই নামায পড়া উচিত। কারণ আকীদাহ ও এবাদতের বিষয়ে ইজতেহাদ দ্বারা কোন কথা বলার অনুমতি নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "তোমরা আমাকে যেমনভাবে নামায পড়তে দেখ, ঠিক সেভাবে নামায পড়"। এখানে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

بَاب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায়ঃ কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করার ফজীলত

٢٥٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

২৫৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায আদায় করবে এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যবেহকৃত গোশত ভক্ষণ করবে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করোনা।

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর

٢٥٤- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

২৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে কাবা ঘরের তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার সায়ী করেনি। সে কি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস

করতে পারবে? ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ একবার নবী (ﷺ) মক্কায় এসে সাতবার কাবা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায পড়লেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করলেন। তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

টিকাঃ অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী না করা পর্যন্ত কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবেনা। যেহেতু এটি হজ্জ-উমরার ফরয কাজের অন্তর্ভূক্ত। ফরয কাজ বাদ রেখে কেউ ইহরাম অবস্থা থেকে হালাল হতে পারেনা। আর হালাল না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু মিলনসহ ইহরামের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন নির্দিষ্ট কাজ করা বৈধ নয়, তাই ইহরাম অবস্থায় মিলনও অবৈধ।

٢٥٥- عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

২৫৫) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তার প্রত্যেক কোণে দু'আ করলেন। কিন্তু তিনি তা থেকে বের না হয়ে নামায আদায় করেন নি। অতঃপর যখন তিনি বের হলেন তখন কিবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন এবং বললেনঃ এটিই কিবলা।

بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

অধ্যায়ঃ যেখানেই নামায পড়া হোক না কেন কিবলামুখী হতে হবে

٢٥٦- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ

২৫৬) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমণ করলেন তখন ষোল কিংবা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। কিন্তু তিনি সর্বদা মনে মনে আশা পোষণ করতেন তাঁর কিবলা যেন বায়তুল্লাহ শরীফ নির্ধারিত হয়। তিনি সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে যে নামাযটি আদায় করলেন তা হল আসরের নামায। তাঁর সাথে সাহাবীদের একটি দলও নামায আদায় করলেন। তাঁর সাথে নামায আদায় করে একজন লোক বের হয়ে স্বীয় গোত্রের একটি মসজিদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, তারা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে আসরের নামাযের রুকূ অবস্থায় আছে। উক্ত অবস্থা দেখে তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে আজকের এ নামায আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কার দিকে ফিরে আদায় করেছি। নামাযীগণ এ সংবাদ শুনে রুকূ অবস্থাতেই কাবার দিকে ফিরে গেলেন। বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে মুসলিমদের নামায আদায় করা ইহুদীদের কাছে পছন্দনীয় ছিল। নবী (ﷺ) যখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তখন ইহুদীরা এ ঘটনাকে অপছন্দ করল।

٢٥٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

২৫৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় বাহনের উপর আরোহন করে (নফল) নামায পড়তেন। বাহন যে দিকেই যাক (তাতে কোন অসুবিধা মনে করতেন না)। যখন ফরয নামায আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন বাহন থেকে নীচে নেমে কিবলামুখী হয়ে ফরয নামায আদায় করতেন।

٢٥٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

২৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) নামায পড়লেন। বর্ণনাকারী ইবরাহীম আলকামা থেকে আর আলকামা ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ আমার জানা নেই যে, তিনি নামাযে বাড়িয়েছেন না কমিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাম ফিরালেন, তখন বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেনঃ কি হয়েছে? তাঁরা বললেনঃ নামায এত এত রাকআত পড়েছেন। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) সাথে সাথে উভয় পা মুড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'টি সেজদা দিয়ে সালাম ফিরালেন। সালাম ফিরিয়ে যখন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন তখন বললেনঃ নামাযে যদি কিছু হত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে বলতাম। আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমন ভুলে যাই। সুতরাং আমি যদি ভুল করি তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তোমাদের কেউ যখন নামাযে সন্দেহ করবে সে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করে। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে সে যেন নামায পূর্ণ করে নেয় এবং সালাম ফিরায়। সালাম ফিরানোর পর যেন দু'টি সেজদাহ করে নেয়।

টিকাঃ সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার পথ হচ্ছে দুই সংখ্যার মধ্যে কম সংখ্যাটিকে ধরে নিয়ে সে অনুযায়ী বাকী নামায পূর্ণ করা। সিজদায়ে সাহু দেয়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদাহ দেয়া, অপরটি হচ্ছে কোন দিকে সালাম না ফিরিয়ে সাহু সিজদাহ দেয়া। আর উভয় অবস্থাতেই সালাম ফিরানো আবশ্যক। এক দিকে সালাম দিয়ে সাহু সিজদাহ করার পক্ষে নিছক যুক্তি ছাড়া কোনই প্রমাণ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায়ঃ কিবলার বর্ণনা এবং যারা মনে করে ভুলক্রমে অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়লে তা পুনরায় পড়তে হবেনা

٢٥٩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلًّى فَنَزَلَتْ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

২৫৯) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আমার প্রভুর ইচ্ছানুরূপ হয়েছে। (১) আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতাম! তখন আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর"। (সূরা বাকারাঃ ১২৫)

(২) আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করার আদেশ দিতেন! কারণ আপনার পবিত্র স্ত্রীদের সাথে ভাল-খারাপ উভয় প্রকার লোকই কথা বলে থাকে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

(৩) এক সময় নবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধের উপর একত্রিত হয়েছিলেন। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলামঃ নবী (ﷺ) যদি তোমাদেরকে তালাক প্রদান করেন, হতে পারে তাঁর প্রভু তোমাদের চেয়ে উত্তম মহিলাদেরকে তাঁর স্ত্রী হিসাবে প্রদান করবেন। তখন এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

টিকাঃ মূলতঃ আরও কিছু বিষয়ে তাঁর চিন্তার সাথে কুরআনের মিল ঘটেছে। যেমন মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিন সুলুলের জানাযা না পড়া এবং তার জন্য ক্ষমা না চাওয়া ইত্যাদি। তাই উপরোক্ত মন্তব্যে তিনটি বলার কারণ এই হতে পারে যে, সে পর্যন্ত মোট তিনটি বিষয়ে মিল ঘটেছিল।

بَابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

অধ্যায়ঃ হাত দিয়ে মসজিদ থেকে থুথু পরিস্কার করা

٢٦٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

২৬০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মসজিদের ভিতর কিবলার দিকে কফ (থুথু জাতীয় বস্তু) দেখতে পেলেন। এতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির আলামত দেখা গেল। অতঃপর দাঁড়িয়ে তিনি নিজ হাতে তা পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে একান্তভাবে চুপিসারে কথা বলতে থাকে। অথবা বলেছেনঃ তখন তাঁর প্রভু তার এবং কিবলার মাঝে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। একান্ত যদি থুথু ফেলতেই হয় তবে তা বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলবে। এরপর তিনি স্বীয় চাদরের এক পার্শ্ব ধরে তাতে থুথু ফেলে তা উলটপালট করলেন এবং বললেনঃ কিংবা এরূপ করবে।

بَاب لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় ডান দিকে থুথু ফেলবেনা

٢٦١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

২৬১) আবু হুরায়রা এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদের দেয়ালে কফ (থুথু জাতীয় বস্তু) দেখতে পেয়ে হাতে একটি পাথর নিয়ে তা দ্বারা ঘসে থুথ পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে কফ (থুথু) না ফেলে। এমনকি ডান দিকেওনা। একান্ত যদি থুথু ফেলতেই হয় তবে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে।

بَاب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়ঃ মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্ফারা

٢٦٢- عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

২৬২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ। তার কাফ্ফারা হল মাটির নীচে তা পুতে ফেলা।

টিকাঃ মসজিদ যদি কাঁচা হয়, তাহলে এমন করা সম্ভব। আর মসজিদ পাকা হলে টিসু বা তুলা জাতিয় কিছু দ্বারা পরিষ্কার করা যেতে পারে।

بَاب عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায়ঃ ইমাম কর্তৃক লোকদেরকে নামায পূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কিবলার বর্ণনা

٢٦٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

২৬৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কি ধারণা কর যে, আমার কিবলা এই দিকে থাকার কারণে তোমাদেরকে দেখতে পাইনা? আল্লাহর শপথ! তোমাদের সেজদা, তোমাদের রুকূ কোন কিছুই আমার নিকট গোপন নয়। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই আমার পিঠের পিছন দিক থেকে দেখতে পাই।

بَاب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

অধ্যায়ঃ অমুক গোত্রের মসজিদ- এ কথা বলা যাবে কি?

٢٦٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا

২৬৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত ঘোড়াগুলোর দৌড়ের জন্য দূরত্ব নির্ধারণ করলেন হাফিয়া থেকে ছানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত। আর যে ঘোড়াগুলো বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়নি সেগুলোর প্রতিযোগিতার জন্য ছানিয়াতুল ওয়াদা থেকে যুরাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দূরত্ব নির্ধারণ করলেন।

بَاب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়ঃ সম্পদ বন্টন করা এবং মসজিদে (ফলের) থোকা ঝুলিয়ে রাখা?

٢٦٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

২৬৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ)-এর নিকট বাহরাইন থেকে কিছু মালামাল পাঠানো হল। নবী (ﷺ) আদেশ করলেনঃ এগুলো মসজিদে ঢেলে রাখ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগে যে সমস্ত সম্পদ পাঠানো হয়েছিল তার তুলনায় এবার পাঠানো সম্পদের পরিমাণই ছিল সর্বাধিক। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য বের হন, কিন্তু মালামালের দিকে কোন দৃষ্টি দিলেন না। নামায শেষে তিনি তথায় এসে বসলেন। সেদিন তিনি যাকে দেখতে পেয়েছেন তাকেই কিছু না কিছু দিয়েছেন। এমন সময় আব্বাস (রাঃ) আগমণ করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও দান করুন। কেননা আমি নিজের ও আকীলের মুক্তিপন দিয়েছি। অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন আমি এবং আকীল উভয়েই বন্দী হয়েছিলাম। তাই উভয়ের পক্ষ হতে ফিদইয়া আমিই পরিশোধ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমিও নাও। তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে কাপড়ে রাখতে শুরু করলেন। তারপর তিনি তা উঠাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উঠাতে পারছিলেন না। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে আদেশ করুন সে যেন এটা আমার মাথায় উঠিয়ে দেয়। নবী (ﷺ) বললেনঃ না। কাউকে আদেশ করা হবেনা। তিনি এবার বললেনঃ তাহলে আপনি উঠিয়ে দিন। তিনি এবারও বললেনঃ না। উঠিয়ে দেয়া হবেনা। তারপর তিনি তা থেকে কিছু রেখে দিয়ে নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। মালের প্রতি আব্বাসের আকর্ষণ দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত আব্বাস আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ একটি দেরহাম বাকী থাকতেও নবী (ﷺ) স্থান ত্যাগ করেন নি। (মালামাল বন্টন শেষ হওয়ার পর তিনি স্থান ত্যাগ করলেন)

بَاب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

অধ্যায়ঃ ঘরের মধ্যে নামাযের স্থান নির্ধারণ করা

٢٦٦- عَنْ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِك وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

২৬৬) মাহমূদ বিন রাবী আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইতবান বিন মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সমস্ত আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমণ করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার দৃষ্টি শক্তি কমে গেছে। আর আমি আমার গোত্রের লোকদের ইমামতি করি। বৃষ্টি হলে আমার বাড়ীর ও আমার গোত্রের লোকদের মধ্যকার উপত্যকা পানিতে ভরে যায়। কাজেই তাদের মসজিদে এসে ইমামতি করতে পারিনা। কাজেই আমার ইচ্ছা হয় আপনি আমার বাড়ীতে এসে একটি জায়গায় নামায পড়বেন। আমি সে স্থানটিকে মুসাল্লা হিসাবে গ্রহণ করব।

বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেনঃ ইনশা-আল্লাহ! আমি অচিরেই এরূপ করব। ইতবান বলেনঃ পরদিন কিছু বেলা হলে নবী (ﷺ) এবং আবু বকর আমার বাড়ীতে এসে অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশের পূর্বে তিনি বসলেন না। ঘরে প্রবেশ করেই তিনি বললেনঃ ঘরের কোন্ স্থানে নামায পড়া তুমি পছন্দ কর। ইতবান বলেনঃ আমি ঘরের একটি কিনারার দিকে ইঙ্গিত করলাম। নবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে তাকবীর দিলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে কাতারবন্ধী হয়ে গেলাম। তিনি দু'রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন।

বর্ণনাকারী বলেনঃ আমরা তাঁর জন্য খাযীরাহ নামক এক প্রকার খাদ্য তৈরী করলাম। তা খাওয়ার জন্য তাঁকে আমরা থামিয়ে রাখলাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ এ সময় আশেপাশের কিছু লোক আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হল। তাদের কেউ বললঃ মালেক বিন দুখাইশীন কোথায়?

অথবা মালেক বিন দুখশুন কোথায়? আবার কেউ বললঃ সে মুনাফেক। আল্লাহ এবং রাসূলকে ভালবাসেনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমরা এরূপ বলনা। তোমরা কি দেখনা সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়? তখন সে লোকটি বললঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। তবে আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখি মুনাফেকদের প্রতিই তার টান বেশী। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।

بَاب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ

অধ্যায়ঃ জাহেলী যুগের মুশরিকদের কবর উপড়ে ফেলে তথায় মসজিদ নির্মাণ করা?

٢٦٧- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৭) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উম্মে হাবীবা এবং উম্মে সালামা (রাঃ) আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা দেখেছিলেন। তাতে ছিল বিভিন্ন ধরণের ছবি। তাঁরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ তাদের অবস্থা হল যখন তাদের কোন সৎ লোক মারা যেত তখন তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে ঐ ছবিসমূহ স্থাপন করত। কিয়ামতের দিন তারাই হবে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট সৃষ্টি (জাতি)।

٢٦٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ ، فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ « يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لاَ وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ . فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ « اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

২৬৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মদীনায় আগমণ করে মদীনার উঁচু এলাকার একটি গোত্রে অবতরণ করলেন। তাদেরকে বলা হত বনী আমর বিন আওফ। নবী (ﷺ) তথায় চৌদ্দ দিন অতিবাহিত করলেন। অতঃপর বনী নাজ্জারের লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমণ করলেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমার মনে হয় আমি যেন এখনও সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি

যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহনের উপর আরোহী অবস্থায় ছিলেন আর আবু বকর ছিলেন তাঁর পেছনে। বনু নাজ্জারের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করে আছেন। অবশেষে তিনি আবু আইয়্যুব আনসারীর বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে বাহন থেকে নামলেন। যেখানে নামাযের সময় হত নবী (ﷺ) সেখানেই নামায পড়ে নিতে পছন্দ করতেন। এমনকি ছাগলের খোঁয়াড়েও তিনি নামায পড়ে নিতেন। মদীনা অবতরণ করে তিনি সাহাবীদেরকে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তাই তিনি বনী নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ হে বনী নাজ্জারের লোকজন! তোমরা আমার নিকট তোমাদের এই বাগানটি মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করে দাও। তারা বললেনঃ না। আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট এর মূল্য চাইনা। অর্থাৎ এটি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করতে চাই।

আনাস (রাঃ) বলেনঃ ঐ বাগানে যা ছিল তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি। তাতে ছিল মুশরিকদের কবর, পুরানো কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত বাড়ী-ঘর এবং খেজুর গাছ। নবী (ﷺ) মুশরিকদের কবরগুলো উপড়ে ফেলার আদেশ দিলে তা উপড়ে ফেলা হল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরগুলো সম্পর্কে আদেশ দিলে সেগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হল। খেজুর গাছগুলোর ব্যাপারে আদেশ দেয়া হলে তা কেটে ফেলা হল এবং মসজিদের সামনে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হল। দরজার উভয় পার্শ্বে পাথর বসিয়ে দিলেন। অর্থাৎ পাথর দিয়ে দরজার চৌকাঠ তৈরী করা হল। সাহাবীগণ মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে পাথর বহন করার সময় কবিতার শ্লোক আবৃতি করছিলেন। নবী (ﷺ) তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ + فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ + তুমি আনসার ও মুহাজেরদের ক্ষমা কর"।

অধ্যায়ঃ উট রাখার স্থানে নামায পড়া

٢٦٩ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ

২৬৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উট সামনে রেখে নামায আদায় করতেন। তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে এরূপ করতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ চুলা, আগুন বা অন্য কোন পূজনীয় বস্তু সামনে রেখে কেউ আল্লাহর জন্য নামায পড়লে

٢٧٠ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي»

২৭০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ নামায পড়া অবস্থায় আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হল।

অধ্যায়ঃ কবরস্থানে নামায পড়া নিষেধ

٢٧١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»

২৭১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা নিজেদের ঘরেও কিছু নামায আদায় কর এবং উহাকে কবরস্থানে পরিণত করো না। অর্থাৎ কবরস্থানে যেমন নামায পড়া নিষেধ তেমনি ঘরকে নামাযশুণ্য করে কবরস্থানের মত করো না।

টিকাঃ এখানে নফল নামায উদ্দেশ্য। কারণ নফল নামায বাড়িতে পড়া উত্তম।

অধ্যায়ঃ পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত অন্য একটি অধ্যায়

٢٧٢ــ عن عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

২৭২) আয়েশা (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মৃত্যু শয্যায় উপনীত হলেন তখন তাঁর চেহারা মুবারকের উপর একটি চাঁদর টেনে নিতে লাগলেন। যখন কষ্ট অনুভব হত তখন তিনি মুখের উপর থেকে চাদরটি সরিয়ে ফেলতেন এবং বলতেনঃ ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। ইয়াহুদ-নাসারাদের কাজ থেকে মু'মিনদেরকে সতর্ক করাই ছিল এ কথার উদ্দেশ্য।

টিকাঃ অতি দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, নবী (ﷺ)-এর এহেন সকল গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ তাঁর বহু উম্মাত আজ এমনভাবে উপেক্ষা করছে যে, তিনি যা বাতিল করে গেলেন, তারা অলী-আওলীয়ার দোহাই তুলে সেটিকেই দ্বীন হিসাবে পরিগণিত করা নিজেদের গুরু দায়িত্ব ভেবে নিয়েছে। উপরন্তু এটাকে আবার নবী (ﷺ)-এর নামে চালিয়ে দিয়ে তাঁর আদর্শের সাথে ঘাতকতা করে তারাই খাঁটি সুন্নী হওয়ার দাবি করে। আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের বান্দা ও গোলাম বানিয়ে ছাড়ছে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে শির্ক ও বিদআত থেকে হেফাজত করুন।

অধ্যায়ঃ মহিলারা মসজিদে ঘুমাতে পারে

٢٧٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ، لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ، عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ، أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ، حَتَّى فَتَشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللّٰهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ، زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلا قَالَتْ:

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

২৭৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আরবের কোন এক গোত্রের এক কালো দাসী ছিল। তাকে মুক্ত করে দেয়ার পরও সে তাদের সাথেই ছিল। একদা সে গোত্রের একটি ছোট বালিকা বাইরে গেল। তার পরনে ছিল চামড়ার উপর মনিমুক্তা খচিত একটি হার। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ বালিকাটি তা খুলে রাখল অথবা তা হারিয়ে ফেলল। হারটি যেস্থানে পড়ে ছিল ঐ স্থান দিয়ে একটি ছোট চিল উড়ে যাওয়ার সময় গোশত মনে করে হারটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা অনুসন্ধান করেও তা খুঁজে পেলনা। দাসী বললঃ তারা আমার উপর এটি চুরি

করার অপবাদ দিল। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তারা তার কাছে হারটির তল্লাশী শুরু করল। এমনকি তার লজ্জাস্থান পর্যন্ত তালাশ করে দেখল। মহিলা বললঃ আল্লাহর শপথ! আমি এ সময়ও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন উক্ত চিলটি পুনরায় তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় হারটি ফেলে দিল। মহিলা বললঃ হারটি তাদের মাঝখানে পতিত হল। আমি তাদেরকে বললামঃ তোমরা আমাকে এটি চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ! অথচ এ থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। এই তো সে হারটি। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এ ঘটনার পর মহিলাটি কোন এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করল। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ মসজিদে উক্ত মহিলার জন্য একটি তাঁবু বা ছোট একটি ঘর ছিল। তিনি বলেনঃ মহিলাটি আমার কাছে এসে গল্প করত। যখনই সে আমার কাছে বসত তখনই সে বলতঃ

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا + أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

"হারের দিনটি ছিল আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা এবং তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন কুফরের রাজ্য থেকে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি তাকে বললামঃ তোমার অবস্থা কি? আমার কাছে বসেই তুমি এ কথাটি বল। এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই সে আমাকে ঘটনাটি খুলে বলল।

অধ্যায়ঃ মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো

٢٧٤ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: «انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟» فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: «قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ»

২৭৪) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা ফাতেমা (রাঃ)এর ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করে আলীকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার চাচতো ভাই (তোমার স্বামী) কোথায়? তিনি বললেনঃ আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই তিনি রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন। ঘরে দুপুর বেলার আরাম করেন নি। নবী (ﷺ) একজন লোককে বললেনঃ দেখ তো সে কোথায় আছে? লোকটি দেখে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে এসে দেখলেন, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। এক পার্শ্ব হতে চাদর পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর শরীরে মাটি লেগে গেছে। নবী (ﷺ) তাঁর শরীর থেকে মাটি মুছতে মুছতে বললেনঃ হে আবু তুরাব উঠ! হে আবু তুরাব উঠ!

টিকাঃ আলী (রাঃ) ছিলেন ফাতেমার চাচা। তবে আপন চাচা তথা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ভাই ছিলেন না। পিতার নিকট আত্মীয়কে আরবদের পরিভাষায় চাচাতো ভাই বলার নিয়ম রয়েছে। কারণ আলী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবু তুরাব।

অধ্যায়ঃ কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত নামায পড়ে নিবে

٢٧٥ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»

২৭৫) আবু কাতাদা সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

টিকাঃ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। অপর হাদীছে এসেছে নবী (ﷺ) জুমআর খুতবা চলাকালে এক সাহাবীকে দাঁড় করিয়ে তা পড়ার নির্দেশ দেন এবং সংক্ষেপ করতে বলেন। ফলে বয়ান শুনার দোহাই দিয়ে কিংবা লাল বাতি জ্বালিয়ে এ থেকে কাউকে বারণ করার কোন অধিকার নেই। তবে তা শুরু করার পর জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শামিল হবে। কিন্তু এই দুই রাকআতের শেষ রাকআতের রুকূ পর্যন্ত পৌছে গিয়ে থাকলে সুন্নাত শেষ করে জামাআতে শরীক হতে কোন বাধা নেই।

অধ্যায়ঃ মসজিদ নির্মাণ করা

٢٧٦ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ. (بخارى:٤٤٦)

২৭৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মসজিদ কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী ছিল। ছাদ ছিল খেজুর গাছের শাখা দিয়ে ঢাকা। আর খুটি ছিল খেজুর গাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত। আবু বকর (রাঃ)এর উপর কোন কিছুই অতিরিক্ত করেন নি। উমার (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে তাতে কিছু পরিবর্তন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় নির্মিত ভিত্তির উপরই তিনি ইট ও খেজুর গাছের শাখা দ্বারা পুনঃ নির্মাণ করেছিলেন। তার খুঁটিগুলোও পুনরায় খেজুর বৃক্ষের কাঠ দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন। অতঃপর উছমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে উহাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক প্রশস্ত করেন। মসজিদের দেয়াল নকশী পাথর এবং চুন সুরকি দ্বারা তৈরী করেন। খুঁটিগুলোও নকশী পাথর দ্বারা তৈরী করেন এবং ছাদ সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরী করেন।

অধ্যায়ঃ মসজিদ নির্মাণে পরস্পর সহযোগিতা করা

٢٧٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْماً حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: «وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ» قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ. (بخارى:٤٤٧)

২৭৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদিন হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। এ সময় তিনি মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তরের আলোচনায় এসে বললেনঃ আমরা একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আম্মার (রাঃ) দু'দু'টি করে ইট বহন করছিলেন। নবী (ﷺ) আম্মারের অবস্থা দেখে তাঁর শরীর থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বললেনঃ আম্মারের জন্য আফসোস! বিদ্রোহী একটি দল তাঁকে হত্যা করবে। তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবেন আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে আহবান করবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আম্মার (রাঃ) বলতেনঃ আমি আল্লাহর কাছে ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

টিকাঃ আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) পরবর্তীতে আলী (রাঃ)এর পক্ষে সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নিহত হন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে তার ফজীলত

٢٧٨ــ عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». (بخارى: ٤٥٠)

২৭৮) উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন মসজিদে নববী ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণ করলেন তখন লোকেরা অনেক মন্তব্য করল। সে সময় তিনি বললেনঃ তোমরা অনেক কথাই বলেছ। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে প্রস্তুত করবেন।

অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতর দিয়ে চলার সময় তীরের অগ্রভাগে বন্ধ রাখা

٢٧٩ــ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» (بخارى:٤٥١)

২৭৯) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি তীর নিয়ে মসজিদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেনঃ তীরের অগ্রভাগ বন্ধ রাখো।

অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা

٢٨٠ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا، بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا». (بخارى:٤٥٢)

২৮০) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের কোন মসজিদ অথবা বাজারের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করবে সে যেন তীরের অগ্রভাগ হাত দিয়ে ধরে রাখে। যাতে সে নিজ হাতে কোন মুসলিমকে আহত না করে।

অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতরে কবিতা আবৃত্তি করা

٢٨١ــ عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ: أَنَّهُ اسْتَشْهَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. (بخارى:٤٥٣)

২৮১) হাস্সান বিন সাবেত আনসারী (রাঃ) বলেন যে, একদা তিনি আবু হুরায়রাকে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য বলতে গিয়ে বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি। বলুন তো আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এ কথা বলতে শুনেন নি? তিনি বলেছেনঃ হে হাস্সান! আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হতে তুমি কাফেরদের উত্তর দাও। নবী (ﷺ) আরো বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জিবরীল ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য কর। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। আমি তাঁকে এ কথা বলতে শুনেছি।

অধ্যায়ঃ বর্শা (যুদ্ধাস্ত্র) নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা

٢٨٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ. وفي رواية: يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ. (بخارى:٤٥٤)

২৮২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে আমার ঘরের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম। তখন হাবশীগণ মসজিদে খেলা করছিলেন। নবী (ﷺ) আমাকে আপন চাদর দিয়ে পর্দা করে রাখছিলেন আর আমি তাদের খেলা অবলোকন করছিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা অস্ত্র নিয়ে খেলা করছিলেন।

অধ্যায়ঃ মসজিদে ঋণ আদায়ের তাগিদ দেয়া

٢٨٣ــ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا». وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ». (بخارى:٤٥٧)

২৮৩) কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা মসজিদে নববীতে ইবনে আবি হাদরাদের কাছে ঋণ আদায়ের তাগিদ দিলেন। উভয়ের মাঝে কথা কাটাকাটির সময় আওয়াজ উঁচু হল। নবী (ﷺ) স্বীয় ঘর থেকেই উক্ত আওয়াজ শুনে বের হলেন এবং ঘরের পর্দা উঠিয়ে কা'বকে ডাক দিলেনঃ হে কা'ব! তখন কা'ব (রাঃ) সাড়া দিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমার ঋণ থেকে এ পরিমাণ কমিয়ে দাও। এই বলে তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ অর্ধাংশ কমিয়ে দাও। কা'ব বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। তখন নবী (ﷺ) ইবনে আবি হাদরাদকে বললেনঃ যাও, এখনই পাওনা আদায় করে দাও।

অধ্যায়ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং তা থেকে কাপরের টুকরা, আবর্জনা এবং কাঠের টুকরা উঠিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া

٢٨٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا». فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.

২৮৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক কালো পুরুষ বা মহিলা মসজিদে নববী পরিষ্কারের কাজ করত। তিনি মারা গেলেন। কয়েক দিন থেকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে? বলা হলঃ সে মারা গিয়েছে, অতঃপর তাকে দাফন করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? কোথায় তার কবর? অতঃপর তিনি তাঁর কবরের কাছে গিয়ে জানাযা পড়লেন।

অধ্যায়ঃ মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা

٢٨٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ. (بخارى:٤٥٩)

২৮৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সুদের ব্যাপারে যখন সূরা বাকারার আয়াতগুলো নাযিল হল, তখন নবী (ﷺ) মসজিদে গেলেন এবং আয়াতগুলো মানুষকে পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসাও হারাম ঘোষণা করলেন।

অধ্যায়ঃ কয়েদী এবং ঋণদারকে মসজিদে বেঁধে রাখা

٢٨٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾». (بخاری:٤٦١)

২৮৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ গত রাতে হঠাৎ একটি অবাধ্য জিন আমার নামায নষ্ট করার জন্য আমার সামনে পেশ হল। নবী (ﷺ) এ কথা বললেন অথবা অনুরূপ অন্য একটি কথা বললেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাঁর উপর বিজয়ী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, মসজিদের কোন একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখি। যাতে সকালে তোমরা সকলেই তাকে দেখতে পাও। তখন আমার ভাই সুলায়মান (আঃ)-এর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেনঃ

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

"হে আল্লাহ! আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে অন্য কারো জন্যে সমুচিত না হয়"। (সূরা সোয়াদঃ ৩৫)

টিকাঃ আল্লাহ তাআলা সুলায়মান (আঃ)-এর দু'আ কবুল করে তাঁকে বিশাল পৃথিবীর রাজত্ব প্রদান করেন। জিন জাতির উপরও তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। উক্ত জিনকে বেঁধে রাখা সুলায়মান (আঃ)এর রাজত্বে হস্তক্ষেপের শামিল মনে করে নবী (ﷺ) তাকে আর গ্রেপ্তার করেন নি। উল্লেখ্য যে, আসামী হিসাবে যুদ্ধবন্দি, ঋণ অনাদায়কারী, কষ্টদাতা জিন ইত্যাদি সকলেই একই পর্যায়ের। তাই ইমাম বুখারী প্রথম দুই প্রকারের নামে শিরোনাম রচনা করে তৃতীয় পক্ষের হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায়ঃ রোগী এবং অন্যান্যদের জন্য মসজিদে তাঁবুর ব্যবস্থা করা

٢٨٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ، وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا،فَمَاتَ فِيهَا. (بخاری:٤٦٣)

২৮৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খন্দকের যুদ্ধে সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর 'ইকহালে' (বাহুর মধ্যবর্তী একটি রগ) তীর অথবা তলোয়ারের আঘাত লাগল। নবী (ﷺ) তাঁকে কাছে থেকে দেখাশুনার জন্য মসজিদের ভিতরে একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন। সাহাবীগণ তাঁকে নিয়ে শঙ্কাবোধ করেন নি। অর্থাৎ তার অবস্থা বেশী একটা খারাপ ছিলনা বলে তাঁরা তাঁর সুস্থতার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। মসজিদের ভিতরে বনী গিফারের লোকদেরও একটি তাঁবু ছিল। হঠাৎ এক সময় তাদের তাঁবুর দিকে যখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল তখন তারা বললঃ হে তাঁবুর লোকজন! তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে এগুলো কি আসছে? দেখা গেল, সা'দের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এ রক্তক্ষরণেই তিনি মারা যান।

অধ্যায়ঃ প্রয়োজনে মসজিদে উট প্রবেশ করানো

٢٨٨ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ

النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِـ ﴿الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾.

(بخاری:٤٦٤)

২৮৮) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলাম যে, আমি অসুস্থতাবোধ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ উটের উপর আরোহন করে তুমি মানুষের পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। উম্মে সালামা বলেনঃ আমি সেভাবেই তাওয়াফ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কা'বার পার্শ্বেই নামায পড়ছিলেন। নামাযে তিনি তখন সূরা তূর পাঠ করছিলেন।

অধ্যায়ঃ

٢٨٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

২৮৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা অন্ধকার রাতে দু'জন সাহাবী নবী (ﷺ)-এর নিকট থেকে বের হলেন। তাদের সামনে ছিল দু'টি প্রদীপের ন্যায় আলোকময় বস্তু। যা তাঁদের সামনে রাস্তা আলোকিত করছিল। যখন তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে যাওয়ার জন্য পৃথক হলেন তখন প্রত্যেকের সাথে বাড়ী পৌছা পর্যন্ত একটি করে আলোকময় বস্তু ছিল।

টিকাঃ অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঘটনাটি ছিল আব্বাদ বিন বিশ্‌র এবং উসাইদ ইবনে হুজাইর (রাঃ)এর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁরা উভয়েই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইশার নামায আদায় করার পর তাঁর সাথে কথা-বার্তা বললেন। এতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাত্রিটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। কথা-বার্তা শেষে তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে বের হয়ে আসলেন তখন তাদের সামনে উক্ত আলো প্রকাশিত হল।

অধ্যায়ঃ মসজিদের জানালা রাখা এবং ভিতর দিয়ে রাস্তারও ব্যবস্থা করা

٢٩٠ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ». فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﷺ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ؟ إِنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ لا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا مِنْ أُمَّتِي لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ، لا يُبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلا سُدَّ، إِلا بَابُ أَبِي بَكْرٍ». (بخاری:٤٦٦)

২৯০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) খুতবা দেয়ার সময় বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া এবং তাঁর কাছে (আখেরাতে) যা আছে এ দু'টির মধ্য হতে যে কোন একটিকে নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছেন। সে আল্লাহর কাছে যা আছে সেটি গ্রহণ করেছে। এ কথা শুনে আবু বকর (রাঃ) ক্রন্দন শুরু করলেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমি মনে মনে বলতে লাগলামঃ এই বৃদ্ধ লোকটি কিসের কারণে কাঁদছে? আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে দুনিয়ায় থাকা বা আখেরাত গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছেন আর সেই বান্দা আখেরাত গ্রহণ করেছে। (এতে ক্রন্দনের কি আছে?) পরবর্তীতে বুঝা গেল সেই বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আবু বকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

জ্ঞানী। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আবু বকর! ক্রন্দন করোনা। যে সমস্ত মানুষ আমাকে সাহচর্য এবং ধন-সম্পদ দিয়ে অনুগ্রহ করেছে তাদের মধ্যে আবু বকরের অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশী। আমার উম্মাতের কাউকে যদি আমি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব এ সৌহার্দই যথেষ্ট। আজ থেকে আবু বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে নবী (ﷺ)-এর পরে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর খেলাফতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং সকল সাহাবীর উপর আবু বকর (রাঃ)এর মর্যাদাও প্রমাণিত হয়।

٢٩١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ». (بخاری:٤٦٧)

২৯১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে অসুস্থতায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যু বরণ করলেন, সে অসুস্থতায় একদিন তিনি মাথায় এক টুকরা কাপড় বেঁধে মসজিদে আগমণ করলেন। মিম্বারে বসে মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেনঃ মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি জানমাল দিয়ে আবু কুহাফার পুত্র আবু বকরের চেয়ে আমার প্রতি অধিক অনুগ্রহ করেছে। আমার উম্মাতের কাউকে যদি আমি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের বন্ধুত্বই উত্তম। আবু বকরের দরজা ব্যতীত এই মসজিদের সকল দরজা আজ থেকে বন্ধ করে দাও।

অধ্যায়ঃ কা'বা ঘর এবং অন্যান্য মসজিদের দরজা এবং তালার ব্যবস্থা করা

٢٩٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجُوا، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا، فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ؟ قَالَ: بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى. (بخاری:٤٦٨)

২৯২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মক্কায় আগমণ করে উছমান ইবনে তালহাকে ডাকলেন। সে আগমণ করে কা'বার দরজা খুলল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বেলাল, উসামা বিন যায়েদ এবং উছমান বিন তালহা তাতে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। নবী (ﷺ) কাবা ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর সকলেই বের হয়ে আসলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি তাড়াহুড়া করে তাদের কাছে গিয়ে বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (ﷺ) ভিতরে কি করেছেন? বেলাল (রাঃ) বললেনঃ নামায পড়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি পুনরায় বেলাল (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোন্ দিকে নামায পড়েছেন। তিনি বললেনঃ দুই খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে। ইবনে উমার বলেনঃ কত রাকআত পড়েছেন, তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গিয়েছি।

অধ্যায়ঃ মসজিদে বৃত্তাকারে অথবা সাধারণভাবে বসা

٢٩٣ــ وعَنْهُ ﷺ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى». وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ﷺ أَمَرَ بِهِ. (بخارى:٤٧٢)

২৯৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মিম্বারের উপর থাকাবস্থায় এক লোক জিজ্ঞেস করল, রাতের নামাযের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেনঃ দু'দু'রাকআত করে আদায় করবে। নামায পড়তে পড়তে কেউ যখন সকাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে তখন এক রাকআত (বিতর) পড়ে নিবে। এটি পূর্বে আদায়কৃত সকল নামাযকে বেজোড় করে দিবে। ইবনে উমার (রাঃ) বলতেনঃ তোমরা রাতের নামাযের শেষ নামাযকে বিতরে পরিণত কর। কারণ নবী (ﷺ) এরূপই আদেশ দিয়েছেন।

টিকাঃ এ হাদীছে এক রাকআত বিতর নামায পড়া জায়েয হওয়ার দলীল পাওয়া গেল।

অধ্যায়ঃ মসজিদে চিৎ হয়ে শয়ন করা

٢٩٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

২৯৪) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা তিনি মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে চিৎ হয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

অধ্যায়ঃ বাজারের মসজিদে নামায পড়া

٢٩٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضُوءَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ»

২৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ঘরে একাকী এবং বাজারে একাকী নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়ার ছাওয়াব পঁচিশগুণ বেশী। তোমাদের কেউ যখন পরিপূর্ণরূপে অযু করে নামাযের নিয়তে মসজিদে আসবে, তখন মসজিদে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে নামাযেই থাকে (তাঁর জন্য ছাওয়াব লেখা হতে থাকে)। সে নামাযের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য এ দু'আ করতে থাকেনঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। অযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য এ দু'আ করতে থাকেন।

অধ্যায়ঃ মসজিদ বা অন্যস্থানে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে জালের মত করা

٢٩٦ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

২৯৬) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে নবী (ﷺ) এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে জালের মত করলেন।

٢٩٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ». فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَلَّمَ

২৯৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে যোহর বা আসরের নামায দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। তারপর মসজিদে রাখা একটি কাঠের (লাঠির) সাথে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন রাগান্বিত হয়ে আছেন। তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে জালের মত করলেন এবং তাঁর ডান গাল মোবারক বাম হাতের পৃষ্ঠের উপর রাখলেন। তাড়াহুড়াকারী লোকেরা মসজিদের দরজাসমূহ দিয়ে তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। এ সময় তারা বলছিলঃ নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আবু বক্কর ও উমার (রাঃ)ও ছিলেন। তাঁরা এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে ভয় করলেন। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজন লম্বা হাত বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাঁকে যুল ইয়াদাইন বলা হত। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভুলে গেছেন? না নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি ভুল করিনি এবং নামায কমিয়েও দেয়া হয়নি। তদুপরি তিনি বললেনঃ যুল ইয়াদাইন যা বলছে ঘটনা কি তাই? উপস্থিত লোকেরা বললেনঃ তিনি ঠিকই বলছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বাকী নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে লম্বা সেজদা করলেন। তারপর তাকবীর দিয়ে সেজদা হতে মাথা উঠালেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে লম্বা সেজদা করলেন। পুনরায় তাকবীর দিয়ে সেজদা হতে মাথা উঠালেন। পরিশেষে তিনি সালাম ফিরালেন।

অধ্যায়ঃ মদীনার রাস্তাসমূহে যে সমস্ত মসজিদ রয়েছে এবং যে সকল স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন

٢٩٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيْقِ وَيَقُوْلُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ.

২৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাস্তার অনেক জায়গায় নামায পড়তেন এবং বলতেন যে, তিনি ঐ সমস্ত স্থানে নবী (ﷺ) কে নামায পড়তে দেখেছেন।

٢٩٩ــ وعَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ، وَلا عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُاللهِ عِنْدَهُ، فِي بَطْنِهِ كُثَبٌ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ، حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، الَّذِي كَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلِّي فِيهِ.

২৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমরায় যাওয়ার পথে যুল হুলায়াফায় অবতরণ করতেন। এমন কি বিদায় হজ্জের সময়ও সেখানকার একটি বাবলা গাছের নীচে যাত্রা বিরতি করেছেন। বাবলা গাছটি ঠিক সে স্থানেই ছিল, যেখানে বর্তমানে যুল হুলায়ফার মসজিদ রয়েছে। তিনি যখন কোন যুদ্ধ কিংবা হজ্জ অথবা উমরা হতে ঐ পথে ফেরত আসতেন তখন ওয়াদী আকীকের মধ্যখানে নামতেন। সেখান হতে যখন উপরের দিকে উঠতেন তখন উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে বাতহা নামক স্থানে উট বাঁধতেন এবং সেখানে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এ স্থানটি ঐ মসজিদের নিকটে নয় যা পাথর দ্বারা নির্মিত এবং ঐ টিলার উপরেও নয় যেখানে মসজিদ রয়েছে; বরং যেখানে একটি ছোট নদী ছিল, সেখানে অবতরণ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) সেখানে নামায আদায় করতেন। সেখানে অনেক বালুর টিলা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানেই নামায পড়তেন। অতঃপর বন্যার পানি ঐ স্থানটিতে কঙ্কর বিছিয়ে দিল এবং ঐ স্থানটিকেও বিলীন করে ফেলল যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার নামায পড়তেন।

٣٠٠ــ وَحَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بن عمر ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ، الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ: ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ، حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. (بخارى:٤٨٥)

৩০০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'রাওহা' নামক উঁচু স্থানের মসজিদের নিকটেই বর্তমানে যে ছোট মসজিদটি রয়েছে নবী (ﷺ) সেখানেও নামায পড়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সমস্ত স্থানে নামায পড়েছেন তা জানতেন। তিনি বলতেনঃ তুমি যখন মসজিদে নামায পড়তে দাঁড়াবে সে স্থানটি তোমার ডান দিকে পড়বে। আর ঐ ছোট

মসজিদটি তুমি মক্কা যাওয়ার পথে রাস্তার ডান পার্শ্বে পড়বে। ঐ মসজিদ এবং বড় মসজিদটির মাঝখানে একটি পাথর নিক্ষেপ বা তার অনুরূপ দূরত্ব হবে।

٣٠١ــ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ، دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُاللّٰهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَلا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَيُصَلِّيَ فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ. (بخارى:٤٨٦)

৩০১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) সেই ছোট পাহাড়ের কাছেও নামায পড়তেন, যা রাওহার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ঐ ছোট পাহাড়টি রাস্তার শেষ প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। তুমি মক্কা যাওয়ার পথে দেখতে পাবে পাহাড়টি ঐ মসজিদ এবং রাওহার শেষ প্রান্তের মধ্যখানে অবস্থিত। সেখানে আরো একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এ মসজিদে নামায পড়তেন না। এই মসজিদকে তিনি বাম দিক থেকে পেছনে রাখতেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে পাহাড়কে সামনে রেখে নামায পড়তেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাওহা থেকে সকালে যাত্রা করে ঐ স্থানে না পৌছে যোহরের নামায পড়তেন না; বরং ঐ স্থানে গিয়ে যোহরের নামায পড়তেন। আর মক্কা হতে আসার পথে যদি ফজরের সামান্য পূর্বে কিংবা শেষ রাত্রে সেখান দিয়ে অতিক্রম করতেন, তাহলে সেখানে নেমে ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন এবং নামায সেখানেই আদায় করতেন।

٣٠٢ــ وَحَدَّثَ عَبْدُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ، دُونَ الرُّوَيْثَةِ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَرِحَاهُ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ. (بخارى:٤٨٧)

৩০২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) রুয়াইছার নিকটবর্তী স্থানে রাস্তার ডান দিকে এবং ডান দিকে প্রশস্ত সমতল ভূমিতে বড় একটি গাছের নীচে অবতরণ করতেন এবং তিনি ঐ টিলা ছেড়ে চলে যেতেন যা রুয়াইছার ডাক ঘরের দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত। গাছটির উপরের অংশ ভেঙ্গে গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তা সত্ত্বেও গাছটি এখনও কাণ্ডের উপর দাঁড়ানো আছে। গাছটির গোড়ায় অনেকগুলো বালুর স্তূপ রয়েছে।

٣٠٣ــ وَحَدَّثَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ ثَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُاللّٰهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ، بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. (بخارى:٤٨٨)

৩০৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ঐ টিলার নিকটস্থ স্থানে (মসজিদে) নামায পড়েছেন, যার পাশেই রয়েছে পানির ঝর্ণা। আর এই স্থানটি তোমার হাযবা যাওয়ার পথে 'আরজ' নামক স্থানের পেছনে পড়বে। ঐ মসজিদের পাশে দু'টি বা তিনটি কবর

রয়েছে। কবরগুলোর উপরে রয়েছে বড় বড় পাথর। আর তা রাস্তার ডান পার্শ্বে বৃক্ষসমূহের নিকটে অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়লে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 'আরজ' থেকে যাওয়ার পথে উক্ত গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতেন এবং ঐখানে অবস্থিত মসজিদে যোহরের নামায আদায় করতেন।

٣٠٤ــ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ. وَكَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ. (بخارى:٤٨٩)

৩০৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'হারশা' নামক পাহাড়ের নিকটস্থ নিম্নভূমিতে রাস্তার বাম দিকে অবস্থিত বিশাল বৃক্ষসমূহের পাশে অবতরণ করতেন। ঐ নিম্নভূমিটি 'হারশা' নামক পাহাড়ের শেষ প্রান্তের সাথে মিলিত হয়েছে। নিম্নভূমি এবং রাস্তার মাঝখানে মাত্র একটি তীর নিক্ষেপের দূরত্ব। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার সেখানকার একটি বৃক্ষ সামনে নিয়ে নামায পড়তেন। এটি ছিল রাস্তার অধিক নিকটবর্তী এবং সর্ববৃহৎ বৃক্ষ।

٣٠٥ ــ وَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ، قَبْلَ الْمَدِينَةِ، حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ. (بخارى:٤٩٠)

৩০৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলতেনঃ সাফরাওয়াত থেকে নীচের দিকে নামার সময় নবী (ﷺ) মাররুয্ যাহরান উপত্যকার মদীনার দিকের নিম্নভূমিতে অবতরণ করতেন। নবী (ﷺ) ঐ উপত্যকার মাঝখানে অবতরণ করতেন, যা মক্কা যাওয়ার পথে রাস্তার বাম দিকে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবতরণস্থল এবং রাস্তার মাঝখানে মাত্র একটি প্রস্তর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান।

٣٠٦ ــ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ، يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.

৩০৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) মক্কা যাওয়ার পথে যু-তোয়া নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে রাত্রি যাপন করতেন এবং ভোর হলে সেখানেই ফজরের নামায পড়তেন। তাঁর নামায পড়ার স্থানটি একটি বড় টিলার উপর অবস্থিত। পরবর্তীতে সেখানে যে মসজিদটি বানানো হয়েছে তার ভিতরে নয়; বরং মসজিদের নিম্ন দিকে অবস্থিত একটি বড় টিলার উপরে।

٣٠٧ ــ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ، الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

৩০৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করতেন যে, নবী (ﷺ) ঐ পাহাড়ের প্রবেশ পথ দু'টির

দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, যা তাঁর এবং মক্কার দিকের লম্বা পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। সেখানে নির্মিত মসজিদটিকে টিলার এক প্রান্তে নির্মিত মসজিদটির বাম দিকে রাখতেন। নবী (ﷺ)-এর নামাযের স্থানটি ছিল তার নিম্ন দিকের কালো টিলার উপরে। টিলা থেকে প্রায় দশ হাত বাদ দিয়ে যে পাহাড়টি তোমার ও মক্কার মাঝখানে পড়বে তার দু'প্রবেশ দ্বারের দিকে মুখ করে নামায পড়বে।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত স্থানে নামায পড়েছেন তার প্রতি অগাধ ভালবাসায় ইবনে উমারও ঐ সমস্ত স্থানে নামায পড়ার আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে সফর অবস্থায় নবী (ﷺ) যে স্থানে অবতরণ করেছেন পরবর্তীতে ইবনে উমার (রাঃ) সে সকল স্থানে অবতরণ করতেন। বর্তমানে এ সমস্ত স্থানের সঠিক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত হাদীছগুলোতে বর্ণিত মসজিদগুলোর সন্ধান পাওয়াও কঠিন। মসজিদে যুল হুলায়ফা ব্যতীত অবশিষ্ট নিদর্শন অতীতের পাতায় চলে গেছে। মোট কথা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) নবী (ﷺ)-এর সুন্নাতকে যেভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন আমাদেরও তেমনি নবী (ﷺ)-এর প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ করা উচিৎ।

كتاب سترة المصلي

নামাযীর সুতরা পর্ব

অধ্যায়ঃ ইমামের সুতরা মুক্তাদীরও সুতরা

٣٠٨ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. (بخارى:٤٩٤)

৩০৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ঈদের দিন ঈদের নামাযের জন্য বের হতেন তখন আমাদেরকে বর্শা নিয়ে যেতে বলতেন। বর্শাটি তাঁর সামনে গেড়ে দেয়া হত। নবী (ﷺ) বর্শার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন আর লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াত। নবী (ﷺ) সফরেও এরূপ করতেন। পরবর্তীতে মুসলিমদের আমীরগণ এটিকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

٣٠٩ ــ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. (بخارى:٤٩٥)

৩০৯) আবু জুহায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) তাদেরকে নিয়ে 'বাতহা' নামক উপত্যকায় যোহর এবং আসরের নামায দু'রাকআত করে পড়লেন। তাঁর সামনে সুতরা স্বরূপ একটি লাঠি রাখা হয়েছিল। তাঁর সামনে দিয়ে গাধা এবং মহিলা অতিক্রম করত।

টিকাঃ নবী (ﷺ)-এর সামনে দিয়ে যাওয়ার অর্থ হল তাঁর সামনে রাখা সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা।

অধ্যায়ঃ সুতরা ও নামাযীর মধ্যে দূরত্ব কতটুকু হওয়া উচিত

٣١٠ ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. (بخارى:٤٩٦)

৩১০) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামাযের সিজদার স্থান এবং দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাতায়াতের ব্যবধান থাকত।

টিকাঃ উক্ত হাদীছ থেকে আলেমগণ তিন হাতের প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং তা এইভাবে যে, নামাযীর পা থেকে সিজদার স্থান পর্যন্ত আড়াই হাতের ব্যবধান থাকে সেই সাথে বকরী অতিক্রমের জন্য আধহাত যোগ দিলে মোট তিন হাত হয়।

অধ্যায়ঃ বর্শার দিকে ফিরে নামায আদায় করা

٣١١ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ، وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ، أَوْ عَصًا، أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ. (بخارى:٥٠٠)

৩১১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বাইরে যেতেন তখন আমি এবং একটি ছোট ছেলে তাঁর পিছনে পিছনে যেতাম। আমাদের সাথে থাকত ছোট একটি লাঠি এবং পানির পাত্র। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করলে আমরা তাঁকে পানির পাত্রটি প্রদান করতাম।

টিকাঃ হাদীছে যদিও বর্শার দিকে ফিরে নামায আদায় করার কথা সরাসরি উল্লেখ নেই কিন্তু অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি লাঠি বা বর্শাকে সুতরা হিসাবে সামনে রেখে নামায আদায় করতেন। অত্র শিরোণামে বর্ণিত হাদীছ থেকেও পরোক্ষভাবে বুঝা যায় যে, লাঠি সাথে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তা সামনে রেখে নামায আদায় করা।

অধ্যায়ঃ মসজিদের খুঁটি সামনে রেখে নামায আদায় করা

٣١٢ ــ عن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ: أَنَّهُ كان يُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ هَذِهِ الاسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَهَا. (بخارى:٥٠٢)

৩১২) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, মসজিদে নববীর যে স্থানে কুরআন মজীদ রাখা হত, তিনি তার নিকটস্থ খুঁটির নিকটে নামায পড়তেন। তাঁকে বলা হলঃ হে আবু মুসলিম! আপনি এই খুঁটির নিকটে নামায পড়ার চেষ্টা করেন কেন? তিনি বললেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে এ খুঁটির কাছে নামায পড়ার চেষ্টা করতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ একা নামায পড়ার সময় মসজিদের দুই খুঁটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা

٣١٣ ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: حديث دخول الكعبة قال: فَسَأَلْتُ بِلالا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى وفي رواية: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. (بخارى:٥٠٥)

৩১৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাবা ঘরে প্রবেশের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ বেলাল (রাঃ) যখন কা'বা ঘর থেকে বের হলেন, তখন আমি তাঁকে বললামঃ নবী (ﷺ) কাবা ঘরে কি করেছেন? তিনি বললেনঃ তিনি একটি খুঁটি বামে, একটি ডানে এবং তিনটি খুঁটি পিছনে রেখে নামায আদায় করেছেন। কাবা ঘর সে সময় ছয়টি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে, দু'টি খুঁটি ডান পাশে রাখলেন।

অধ্যায়ঃ যানবাহন, উট, গাছ, পালকি ইত্যাদি সামনে রেখে নামায আদায় করা

٣١٤ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قيل لنافع: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيَعْدِلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَفْعَلُهُ.

৩১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) উটকে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তেন। নাফে বলেনঃ আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলামঃ উট চলা শুরু করলে তিনি কি করতেন? তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) হাওদাজটি নিয়ে সোজা করে রাখতেন এবং তার শেষ প্রান্তের কাঠের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করতেন। ইবনে উমার (রাঃ) এরূপই করতেন।

টিকাঃ সম্ভবতঃ নবী (ﷺ) পালকিটি প্রথম থেকেই এভাবে রাখতেন যাতে উট চলে গেলেও হাওদাজটি সুতরা হিসাবে থেকে যেত।

অধ্যায়ঃ খাট বা চৌকি সামনে রেখে নামায পড়া

٣١٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي.

৩১৫) আয়েশা (রাঃ) একদা লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা মহিলাদেরকে কুকুর ও গাধার সমান করে দিয়েছ? অথচ আমি খাটের উপর শুয়ে থাকতাম। নবী (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করে খাটের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। অর্থাৎ খাটটি তাঁর ও কিবলার মাঝে থাকত। আর আয়েশা (রাঃ) থাকতেন খাটের উপরে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নামায অবস্থায় নবী (ﷺ)-এর কিবলার দিকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে আমি অপছন্দ করতাম। তাই আমি আস্তে আস্তে খাটের পায়ের দিকে যেতাম এবং লেপের নীচ থেকে বের হতাম।

অধ্যায়ঃ নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে বাঁধা দিবে

٣١٦ــ عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كان يُصَلِّي يَوْمَ جُمُعَةٍ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ» :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

৩১৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কোন এক জুমআর দিন একটি বস্তু সামনে রেখে নামায পড়ছিলেন, যা তাঁকে মানুষ থেকে পর্দা করে রেখেছিল। এ সময় বনী আবী মুআইতের একটি যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। আবু সাঈদ (রাঃ) তার বক্ষে ধাক্কা দিলেন। যুবকটি এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ পেলনা। সে পুনরায় সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। আবু সাঈদ এবার প্রথমবারের চেয়ে আরো জোরে ধাক্কা দিলেন। এতে যুবকটি আবু সাঈদকে গালি দিল। সে মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছে গিয়ে আবু সাঈদের বিরুদ্ধে নালিশ করল। আবু সাঈদ খুদরীও যুবকটির পরেই মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করলেন। মারওয়ান বললেনঃ হে আবু সাঈদ! তোমার সাথে তোমার ভাতিজার কি হয়েছে? আবু সাঈদ বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যখন কোন বস্তুকে সামনে রেখে নামায পড়বে এমতাবস্থায় কেউ যদি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তাহলে সে যেন অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়। বাধা না মানলে তার সাথে যেন লড়াই করে। অর্থাৎ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করবে। কারণ সে একটি শয়তান।

অধ্যায়ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর গুনাহ

٣١٧ــ عن أَبِي جُهَيْمٍ ﷺ قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ ﷺ :لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .قَالَ الراوي :لا أَدْرِي أَقَالَ :أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

৩১৭) আবু জুহাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কত গুনাহ রয়েছে তবে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ----পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত। হাদীছের বর্ণনাকারী বলেনঃ চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর তা আমার মনে পড়ছেনা।

অধ্যায়ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া

٣١٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ، مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ .

৩১৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বিছানার উপর নামায আদায় করতেন। এ সময় আমি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে (লম্বা হয়ে) শুয়ে নিদ্রা যেতাম। যখন তিনি বিতর পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে ঘুম থেকে জাগাতেন। তখন আমিও বিতর নামায পড়ে নিতাম।

অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় শিশু মেয়েকে ঘাড়ে বহন করলে

٣١٩ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

৩১৯) আবু কাতাদা আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর কন্যা যায়নাবের মেয়ে উমামা বিনতে যায়নাবকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়তেন। উমামার পিতা ছিল আবুল আস বিন রাবীআ বিন আবদে শাম্‌স। নবী (ﷺ) যখন সিজদায় যেতেন তখন উমামাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন।

অধ্যায়ঃ মহিলা নামাযী ব্যক্তির শরীর থেকে আবর্জনা ফেলে দিতে পারে

٣٢٠- حديث عبد الله في دعاء النبي صلى الله عليه و سلم على قريش يوم وضعوا عليه السلى تقدم وقال في آخره ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ "ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً

৩২০) কুরাইশরা যেদিন নবী (ﷺ)-এর পিঠে উটের নাড়িভূড়ি চাপিয়ে দিয়েছেল সেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাঁর বদ্ দুআ করার হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনার শেষের দিকে এসেছেঃ অতঃপর তাদের সকলকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতঃপর নবী (ﷺ) বলেনঃ কূপে পতিতদের উপর চিরদিন লা'নত বর্ষিত হতে থাকবে।

كتاب مواقيت الصلاة

(নামাযের সময়)

অধ্যায়ঃ নামাযের সময় এবং তার ফযীলত

٣٢١ــ عَنْ أَبِيْ مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ ﷺ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمُغِيْرَة بْنِ شُعْبَةَ وَقَدْ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْماً، وَهُوَ بِـالْعَرَاق، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ، ثُمَّ صَـلَّى فَـصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُ». (بخارى:٥٢١).

৩২১) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা মুগীরা ইবনে শু'বার নিকট গেলেন। সে সময় মুগীরা একদিন দেরী করে নামায আদায় করলেন। তখন তিনি ইরাকে ছিলেন। আবু মাসউদ মুগীরাকে বললেনঃ হে মুগীরা! আপনি এটি কি করলেন? আপনি কি জানেন না জিবরীল ফেরেশতা অবতরণ করে নামায আদায় করলেন। নবী (ﷺ)ও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা নামায পড়লেন। নবী (ﷺ)ও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা নামায পড়লেন। নবী (ﷺ)ও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা নামায পড়লেন। নবী (ﷺ)ও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা নামায পড়লেন। নবী (ﷺ)ও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। পরিশেষে নবী (ﷺ) বললেনঃ আমাকে এরূপভাবে নামায পড়ার আদেশ করা হয়েছে।

টিকাঃ নির্ধারিত সময় হতে দেরী করে নামায আদায় করার কারণে আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ)কে স্বরণ করিয়ে দিলেন যে, একবার জিবরীল ফেরেশতা অবতরণ করে নবী (ﷺ) কে সাথে নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার মাধ্যমে আমাদের জন্য নামাযের নির্ধারিত সময় বর্ণনা করে দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ নামায গুনাহসমূহের কাফ্ফারা

٣٢٢- عن حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي الْفِتْنَـةِ؟ قُلْتُ: أَنَا كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِه وَمَالِه وَوَلَدِه وَجَارِه تُكَفِّرُهَـا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لا يُغْلَقَ أَبَدًا، قيل لحذيفة أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فسئل من الباب؟ فَقَالَ: عُمَرُ (بخارى:٥٢٥)

৩২২) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)এর কাছে বসা ছিলাম। উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ "তোমাদের মধ্যে কে নবী (ﷺ) হতে বর্ণিত ফিতনার হাদীছ মুখস্থ রেখেছে? হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ নবী (ﷺ) যেভাবে বলেছেন আমি ঠিক

সেভাবেই মুখস্থ রেখেছি। উমার (রাঃ) বললেনঃ তাহলে তুমিই ফিতনা সম্পৃক্ত হাদীছ বর্ণনা করার সাহসিকতা দেখাতে পার। হুযায়ফা বলেনঃ আমি বললামঃ মানুষ ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পরিবার ও সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশী নিয়ে ফিতনায় পড়ে যে গুনাহর কাজে লিপ্ত হবে নামায, সাদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং অন্যান্য সৎকাজ তা মিটিয়ে দিবে। উমার (রাঃ) বললেনঃ আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিনা। আপনাকে সে ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি, যা সাগরের ঢেউয়ের মত আসতে থাকবে। হুজায়ফা (রাঃ) বললেনঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! এরকম ফিতনায় আপনি পতিত হবেন না। কারণ আপনার মাঝে এবং ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই দরজাটি খুলে দেয়া হবে? না কি (বল প্রয়োগ) করে ভেঙ্গে ফেলা হবে? হুজায়ফা (রাঃ) বললেন; বরং তা ভেঙ্গে ফেলা হবে।

উমার (রাঃ) বললেনঃ তাই যদি হয় আর কোন দিন তা বন্ধ করা সম্ভব হবেনা। হুজায়ফা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ, তাই। সাহাবীগণ বলেনঃ হুজায়ফাকে জিজ্ঞেস করা হলঃ উমার (রাঃ) কি জানতেন সেই বন্ধ দরজা কোনটি? তিনি বললেনঃ দিনের পর রাত্রির আগমণ যেমন নিশ্চিত তেমনি তিনি তা জানতেন। আমি তাঁকে এমন একটি হাদীছ শুনিয়েছি, যা মোটেও ভুল বা মিথ্যা নয়। দরজাটি সম্পর্কে হুযায়ফা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ সেই বন্ধ দরজাটি ছিলেন স্বয়ং উমার (রাঃ)

٣٢٣ــ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ: أَنَّ رَجُلا أَصَابَ مِن امْرَأَة قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ قَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِي هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ». (بخارى:٥٢٦)

৩২৩) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি একজন মহিলাকে চুম্বন করেছিল। অতঃপর সে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে এই অন্যায় কাজ সম্পর্কে সংবাদ দিলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ

﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

"আর দিনের দুই প্রান্তে নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাতের প্রান্তভাগেও। সৎ কাজ অবশ্যই পাপসমূহকে দূর করে দেয়। (সূরা হুদঃ ১১৪) লোকটি আরজ করল হে আল্লাহর রাসূল! এ বিধান কি আমার জন্যই নির্দিষ্ট? তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের সকলের জন্যই এ বিধান।

অপর বর্ণনায় এসেছে, আমার উম্মতের মধ্যে যে লোক উক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল করবে তার জন্য এ সুসংবাদ।

অধ্যায়ঃ নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়ের ফজীলত

٣٢٤ــ عن ابن مسعود ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

৩২৪) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলামঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ

সময় মত নামায আদায় করা। ইবনে মাসউদ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ অতঃপর কোন্‌টি? উত্তরে তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। ইবনে মাসউদ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে এ কথাগুলো বলেছেন। আমি যদি আরো প্রশ্ন করতাম, তাহলে তিনি আমাকে আরও বাড়িয়ে বলতেন।

অধ্যায়ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাসমূহের কাফ্‌ফা স্বরূপ

٣٢٥ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ»؟ قَالُوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا». (بخارى:٥٢٨)

৩২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা কি মনে কর তোমাদের কারো ঘরের সামনে যদি একটি নদী প্রবাহিত থাকে এবং প্রতিদিন সে উহাতে পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেনঃ তার শরীরে কোন ময়লাই বাকী থাকতে পারেনা। তিনি বললেনঃ এরূপ উদাহরণ হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও। এভাবে নামাযের বিনিময়ে আল্লাহ্‌ নামাযীর যাবতীয় পাপ মোচন করে দেন।

অধ্যায়ঃ নামাযী ব্যক্তি তাঁর প্রভুর সাথে মুনাজাত করে (নিভৃতে কথা বলে)

٣٢٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ». (بخاري:٥٣٢)

৩২৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা ধীরস্থিরতার সাথে ভালভাবে সেজদা কর। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় বাহুদ্বয় প্রশস্ত না করে। নামায অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে। ডান দিকেও যেন থুথু না ফেলে। কেননা নামাযী ব্যক্তি তাঁর প্রভুর সাথে মুনাজাত করে (নিভৃতে কথা বলে)।

অধ্যায়ঃ প্রচণ্ড গরমের কারণে যোহরের নামায দেরী করে আদায় করা

٣٢٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ ،وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ»(بخارى:٥٣٦ــ٥٣٧)

৩২৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, যখন প্রচন্ড গরম পড়বে তখন তোমরা দেরী করে যোহরের নামায আদায় কর। কেননা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকেই। জাহান্নামের আগুন তার প্রভুর কাছে অভিযোগ করে বললঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে।-তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করলেন। একটি শীতের মৌসুমে অন্যটি গরমের মৌসুমে। সুতরাং গরমের মৌসুমে তোমরা যে প্রচণ্ড গরম এবং শীতের মৌসুমে প্রচণ্ড শীত অনুভব করে থাক তা জাহান্নামের দু'টি নিঃশ্বাসের কারণেই।

টিকাঃ আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সকল তাপের উৎস সূর্য। বেহেশত-দোযখ যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধের কোন প্রশ্নই উঠেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। কারণ জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান থেকেই আল্লাহর কুদরতে জগতের সকল ধরণের গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নাম। জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে তাপ নিবারণ একটি ডাক্তারী বিধান, এমন কি অতিমাত্রায় উত্তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। নবী (ﷺ)-এর বাণী তাই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত।

٣٢٨ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْرِدْ». ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ». حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. (بخارى:٥٣٩)

৩২৮) আবু যার্ গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। মুআয্যিন তখন যোহরের নামাযের আযান দিতে চাইলে তিনি বললেনঃ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা কর। মুআযযিন পুনরায় আযান দিতে চাইলে তিনি একই কথা বললেন। তিনি এত দেরী করলেন যে, আমরা টিলাসমূহের ছায়া দেখতে পেলাম।

অধ্যায়ঃ সূর্য ঢলে গেলে যোহরের নামাযের সময় হয়

٣٢٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا». فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي». فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي». فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ». (بخارى:٥٤٠)

৩২৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর (ঘর হতে) বের হলেন। তিনি যোহরের নামায আদায় করে মিম্বারের উপর উঠে দাঁড়ালেন। মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কিয়ামত দিবস সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং কিয়ামত দিবসের বড় বড় কতিপয় ঘটনাও উল্লেখ করলেন। তারপর বললেনঃ তোমাদের কেউ যদি কোন প্রশ্ন করতে চায় তাহলে সে যেন প্রশ্ন করে। এখানে দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় তোমরা যে প্রশ্নই আমাকে করবে আমি তার উত্তর দিব। এ কথা শুনে লোকেরা খুব কান্নাকাটি শুরু করল। নবী (ﷺ)ও খুব বলতে লাগলেনঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা দাঁড়িয়ে বললঃ আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা হল হুযাফা। নবী (ﷺ) আবারও বলতে লাগলেনঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। তখন উমার (রাঃ) হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগলেনঃ

رَضِينا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

"আমরা আল্লাহকে আমাদের প্রভু হিসেবে, ইসলামকে আমাদের দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)

কে আমাদের নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি। উমার (রাঃ)এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শান্ত হয়ে গেলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ আমাকে একটু আগে এই দেয়ালের পার্শ্বে জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আমি জান্নাতের মত উত্তম জিনিষ এবং দোযখের মত নিকৃষ্ট জিনিষ আর কখনও দেখিনি।

এ হাদীছটির কিছু অংশ আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর বর্ণনায় ইল্‌ম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত ও ভিন্ন শব্দ রয়েছে।

٣٣٠ــ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ فيَرْجَعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

৩৩০) আবু বারযা আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এমন সময় ফজরের নামায আদায় করতেন যখন আমাদের কেউ তার পার্শ্বের সাথীকে চিনতে পারত। তাতে তিনি ষাট থেকে একশ আয়াত পাঠ করতেন। সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে তিনি যোহরের নামায পড়তেন। আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, মসজিদে নববীতে নামায শেষ করে আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে গিয়ে সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বেই পুনরায় ফেরত আসতে পারতেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ মাগরিবের ব্যাপারে আবু বারযা কি বলেছেন, তা আমি ভুলে গেছি। ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে আদায় করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করতেন না। আবু বারযা (রাঃ) পুনরায় বলেনঃ অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

অধ্যায়ঃ যোহরের নামায আসর পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা

٣٣١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

৩৩১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মদীনাতে মাগরিব ও ইশা একসাথে (ভিন্ন সালামে) সাত রাকাত পড়েছেন এবং যোহর ও আসর একসাথে (ভিন্ন সালামে) আট রাকআত পড়েছেন।

টিকাঃ এটি কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে চলবে। কেননা ভয়, রোগ, বৃষ্টি কিংবা সফর ব্যতীত সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশ। তবে এ ব্যাপারে বর্ণিত অন্যান্য হাদীছ থেকে এবং আলেমদের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে দুই নামায একসাথে পড়া যেতে পারে।

অধ্যায়ঃ আসরের নামাযের সময়

٣٣٢ــ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ فِي ذِكْرِ الصَّلَوَاتِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمَّا ذَكَرَ الْعِشَاءَ: كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. (بخارى:٥٤١)

৩৩২) আবু বারযার হাদীছে নামাযের সময় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। যা একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে ইশার নামাযের আলোচনার সাথে অতিরিক্ত এ কথা বলা হয়েছে যে, নবী (ﷺ)

ইশার পূর্বে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং ইশার নামাযের পরে কথা-বার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

٣٣٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ. (بخارى:٥٤٨)

৩৩৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা মসজিদে নববীতে আসরের নামায পড়তাম। নামায শেষে কোন লোক বনী আমর বিন আওফের অঞ্চলে গমণ করে তাদেরকে আসরের নামাযরত অবস্থায় পেত।

٣٣٤ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ. (بخارى:٥٥٠)

৩৩৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) সূর্য উপরে দীপ্তমান থাকা অবস্থায় আসরের নামায আদায় করতেন। নামায শেষে কেউ আওয়ালী (মদীনার গ্রাম্য এলাকা) পর্যন্ত গিয়েও দেখতে পেত যে, সূর্য অনেক উপরে আছে। মদীনার কোন কোন আওয়ালী মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

অধ্যায়ঃ আসরের নামায ছুটে যাওয়ার গুনাহ

٣٣٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

৩৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল তার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, যেন তার পরিবার ও ধন-সম্পদ সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আসরের নামায ছেড়ে দিল

٣٣٦ــ عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». (بخارى:٥٥٣)

৩৩৬) বুরায়দাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা বৃষ্টির দিন বুরায়দা (রাঃ) লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা তাড়াতাড়ি আসরের নামায পড়ে নাও। কারণ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিবে, তার সকল আমলই বাতিল হয়ে যাবে।

অধ্যায়ঃ আসরের নামাযের ফজীলত

٣٣٧ــ عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾. (بخارى:٥٥٤)

৩৩৭) জারির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। তখন রাতের বেলায় চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেভাবে এই চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ অচিরেই সেভাবে তোমরা

তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যদি সামর্থ থাকে যে, সূর্য উদয় এবং অস্তের পূর্বের নামায হতে কোন বস্তুই তোমাদেরকে পরাভূত করতে পারবেনা তাহলে উক্ত নামায দ্বয়কে তোমরা যথাসময়ে আদায় কর। অতঃপর নবী (ﷺ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾

"তুমি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্রতার সাথে তোমার প্রভুর প্রশংসা বর্ণনা কর"। (সূরা কাফঃ ৩৯)

٣٣٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ». (بخارى:٥٥٥)

৩৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমণ করেন। তারা ফজর ও আসরের নামাযের সময় এক সাথে একত্রিত হন। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা বলেনঃ আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং তাদের কাছে যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযেই ছিল।

অধ্যায়ঃ যে সূর্য অস্তের পূর্বে আসর নামাযের এক রাকআত পেল

٣٣٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ». (بخارى:٥٥٦)

৩৩৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন সূর্যাস্তের পূর্বে আসর নামাযের মাত্র এক রাকআত পাবে সে যেন নামায পূর্ণ করে নেয় আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর নামাযের এক রাকআত পাবে সেও যেন তার নামায পূর্ণ করে নেয়।

٣٤٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». (بخارى:٥٥٧)

৩৪০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, পূর্বের জাতিসমূহের তুলনায় দুনিয়াতে তোমাদের অবস্থানের মেয়াদ হল আসরের নামাযের সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

আহলে তাওরাতকে তাওরাত কিতাব দেয়া হয়েছে। তারা অর্ধেক দিন পর্যন্ত তাওরাত অনুযায়ী

আমল করে অক্ষম হয়ে গেল। তাদেরকে এক কীরাত করে বিনিময় প্রদান করা হল। তারপর ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জিল কিতাব দেয়া হল। তারা আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত আমল করে দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকেও এক কীরাত করে ছাওয়াব প্রদান করা হল।

অতঃপর আমাদেরকে কুরআন মজীদ প্রদান করা হয়েছে। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করলাম। আমাদেরকে দু'কীরাত করে ছাওয়াব দেয়া হয়েছে। এতে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারীরা বললঃ হে আমাদের প্রভু! এদেরকে দু'কীরাত করে ছাওয়াব দিলেন এবং আমাদেরকে এক কীরাত করে দিলেন? অথচ আমরা তাদের তুলনায় অনেক বেশী আমল করেছি। আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে আমি কি তোমাদের উপর জুলুম করেছি? তারা বললঃ না, আমাদেরকে কম দেয়া হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ এটি আমার অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা প্রদান করে থাকি।

অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযের সময়

٣٤١ــ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِه

৩৪১) রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতাম। নামায শেষে আমাদের কেউ ফেরার পথে তীর নিক্ষেপ করলে তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত।

٣٤٢ــ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

৩৪২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যোহরের নামায ঠিক দুপুরের সময় আদায় করতেন। আর আসরের নামায পড়তেন সূর্য পরিষ্কার থাকতেই। সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিবের নামায আদায় করতেন। আর ইশার নামায কখনও তাড়াতাড়ি আবার কখনও দেরী করে আদায় করতেন। যখন দেখতেন সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে গেছেন তখন তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিতেন আর যখন দেখতেন সাহাবীগণ দেরী করছেন তখন দেরী করে ইশার নামায পড়তেন। সাহাবায়ে কেরাম অথবা বলেছেন নবী (ﷺ) অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন।

অধ্যায়ঃ যারা মাগরিবকে ইশা বলা অপছন্দ করেন

٣٤٣ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ». قَالَ: وَتَقُولُ: الأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ

৩৪৩) আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল আলমুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মাগরিবের নামাযের নামকরণে বেদুঈনরা (গ্রাম্য লোকেরা) যেন তোমাদের উপর বিজয়ী না হয়। আব্দুল্লাহ বলেনঃ গ্রাম্য লোকেরা মাগরিবের নামাযকে ইশার নামায বলে থাকে।

অধ্যায়ঃ ইশার নামাযের ফজীলত

٣٤٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلاَمُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ» (بخارى:٥٦٦)

৩৪৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) ইশার নামায (দেরী করে) আদায় করলেন। এটি ছিল ইসলাম বিস্তার লাভ করার পূর্বের ঘটনা। নবী (ﷺ) যখন বের হতে দেরী করছিলেন তখন উমার (রাঃ) বলতে লাগলেনঃ মহিলা এবং শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশেষে তিনি বের হয়ে এসে বললেনঃ পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্য হতে তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ এ সময় নামাযের জন্য অপেক্ষা করছেনা।

٣٤٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ». أَوْ قَالَ: «مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ». لا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا، فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩৪৫) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এবং আমার অন্যান্য সাথীরা নৌকাযোগে আগমণ করে 'বুতহান' নামক উপত্যকায় অবতরণ করলাম। নবী (ﷺ) তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি রাতেই ইশার নামাযের সময় তাদের মধ্যে হতে কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পালাক্রমে গমণ করতেন। এক রাত্রে আমি এবং আমার কয়েকজন সাথী নবী (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি ইশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করলেন। তিনি বের হয়ে সকলকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে উপস্থিত সকলকে বললেনঃ সকলেই নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা কর। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর! তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের অন্যতম নেয়ামত হল, তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ এ সময় নামায আদায় করছেনা। অথবা তিনি বলেছেনঃ তোমরা ব্যতীত অন্য কোন লোক এ সময় নামায আদায় করেনি। তিনি জানতে পারেন নি নবী (ﷺ) উপরোক্ত দু'টি বাক্যের কোন্ বাক্যটি বলেছেন। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) থেকে এ কথা শুনে আমরা খুশী মনে বের হয়ে আসলাম।

অধ্যায়ঃ ইশার নামাযের পূর্বে যার ঘুম এসে যায় সে ঘুমাতে পারবে

٣٤٦ــ حَدِيث أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَقَدَّمَ، وَ فِي هذا زيادة، قَالَتْ: وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

৩৪৬) ইশার নামায দেরী করে পড়া এবং উমার (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ডাক দেয়ার হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে এখানে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, আয়েশা বলেনঃ

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের লালিমা বিলুপ্ত হওয়া থেকে শুরু করে রাত্রের প্রথম এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ইশার নামায আদায় করতেন।

٣٤٧- وفي رواية عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا». (بخاری:٥٦٩-٥٧١)

৩৪৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, একদা নবী (ﷺ) (ইশার নামাযের জন্য দেরী করে) বের হলেন। আমি যেন এখনও সেই দৃশ্য অবলোকন করছি। বের হওয়ার সময় তাঁর মাথা থেকে ফোটা ফোটা পানি ঝরছিল। আর সে সময় তিনি নিজ মাথায় হাত রেখেছিলেন। তিনি বললেনঃ আমি যদি আমার উম্মাতের উপর কঠিন না মনে করতাম, তাহলে আমি এভাবেই ইশার নামায পড়ার আদেশ দিতাম।

وحكى ابن عباس كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ قال فَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ بِإِبْهَامِهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلاَّ كَذَلِكَ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নবী (ﷺ)-এর মাথায় হাত রাখার পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে। নবী (ﷺ) হাতের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করলেন। অতঃপর আঙ্গুলের পার্শ্বগুলো মাথার এক পার্শ্বে রাখলেন। তারপর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে মাথার উপর চালাতে লাগলেন। এমনকি বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগ মুখের দিকের কানপট্টি এবং দাড়ির কিনারা স্পর্শ করল। এ কাজটি করতে গিয়ে নবী (ﷺ) তাড়াহুড়া বা বেশী বিলম্ব করেন নি।

অধ্যায়ঃ অর্ধেক রাত পর্যন্ত ইশার নামাযের সময় থাকে

٣٤٨- وروى أنس هذا الحديث فقال فيه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ

৩৪৮) এই হাদীছটি তথা দেরী করে ইশার নামায আদায় করার হাদীছটি আনাস (রাঃ)ও বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বাড়িয়ে বলেছেনঃ সে রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আংটির যে চমক দেখেছি তা যেন এখনও আমার চোখে ভাসছে।

অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের ফজীলত

٣٤٩- عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». (بخاری:٥٧٤)

৩৪৯) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডাকালীন নামায আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ আসর ও ফজরের নামায।

অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের সময়

٣٥٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ، يَعْنِي آيَةً. (بخاری:٥٧٥)

৩৫০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) তাঁকে বলেছেন যে, তাঁরা একবার নবী (ﷺ)-এর সাথে সেহরী খেয়েছেন। তারপর নামাযে

দাঁড়িয়েছেন। আনাস বলেনঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ সেহরী খাওয়া এবং নামাযে দাঁড়ানোর মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? উত্তরে তিনি বললেনঃ পঞ্চাশ থেকে ষাট আয়াত পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল।

٣٥١ــ عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (بخارى:٥٧٧)

৩৫১) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার পরিবারের সাথে সাহুর খেতাম এবং নবী (ﷺ)-এর সাথে ফজরের নামাযে শামিল হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতাম।

টিকাঃ হাদীছ থেকে জানা গেল যে, অন্ধকার থাকতেই নবী (ﷺ) ফজরের নামায পড়তেন। আরো জানা গেল যে দেরী করে সাহুর খাওয়া সুন্নাত।

অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ার বিধান

٣٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. (بخارى:٥٨١)

৩৫২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার নিকট কতিপয় ভাল লোক উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ভাল ছিলেন উমার (রাঃ)। তারা আমার কাছে সাক্ষ্য দিলেন যে, নবী (ﷺ) ফজরের নামাযের পর সূর্য পরিষ্কার রূপে উদিত হওয়ার পূর্বে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এমনি তিনি আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায (নফল নামায) পড়তে নিষেধ করেছেন।

٣٥٣ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا». (بخارى:٥٨٢)

৩৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা নামায পড়ার জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপেক্ষায় থেকোনা।

٣٥٤ــ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ». (بخاري:٥٨٣)

৩৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যখন সূর্যের কিনারা প্রকাশিত হতে শুরু করে তখন নামায থেকে বিরত থাক। যতক্ষণ না সূর্য ভালরূপে উদিত হয় এবং যখন সূর্যের কিনারা অস্তমিত হতে থাকে তখন নামায হতে বিরত থাক। যতক্ষণ না সূর্য পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়।

٣٥٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (بخارى:٥٨٤)

৩৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এবং দু'প্রকার পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও নিষেধ করেছেন দু'সময়ে নামায

পড়তে। ফজরের নামাযের পর সূর্য ভালভাবে উঠার পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য ভালভাবে ডুবার পূর্বে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

টিকাঃ তবে ঐ দিনের ফজর বা আসরের কাযা নামায অর্থাৎ ফজরের ছুটে যাওয়া নামায ফজরের পর এবং আসরের ছুটে যাওয়া নামায আসরের পর, তাহিয়াতুল মসজিদ, সিজদায়ে তেলাওয়াত, সিজদায়ে শোকর ও জানাযার নামায নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যাবে। এ মর্মে সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ সূর্য পূর্ণরূপে অস্ত যাওয়ার পূর্বে নামায পড়ার ইচ্ছা করবেনা

٣٥٦ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا. (يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ) (بخارى:٥٨٧)

৩৫৬) মুআবীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা বর্তমানে এমন দু'রাকাত নামায পড়ছ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে থেকেও আমরা তাকে এ নামায পড়তে দেখিনি; বরং নবী (ﷺ) এ দু'রাকআত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তা হল আসরের নামাযের পর দু'রাকআত সুন্নাত বা নফল নামায।

অধ্যায়ঃ আসরের পর কাযা নামায বা অনুরূপ কোন নামায পড়া

٣٥٧- عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا، تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثْقِلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ. (بخارى:٥٩٠)

৩৫৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি নবী (ﷺ) কে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের পর দু'রাকাত নামায পড়া পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর উপর নামায আদায় কষ্টকর না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর সাথে মিলিত হন নি। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে তাঁর খুব কষ্ট অনুভব হত। তাই তিনি আসরের পর দু'রাকআত নামায অধিকাংশ সময় বসে আদায় করতেন। তাঁর উম্মাতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার ভয়ে এ দু'রাকআত নামায মসজিদে পড়তেন না; বরং বাড়ীতে পড়তেন। নবী (ﷺ) সব সময় তাঁর উম্মাতের জন্য সহজসাধ্য জিনিষ পছন্দ করতেন।

٣٥٨- وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً، رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (بخارى:٥٩٢)

৩৫৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কখনও দু'রাকআত নামায পরিত্যাগ করতেন না। ফজরের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত নামায এবং আসরের পরে দু'রাকআত নামায।

টিকাঃ মূলতঃ আসরের নামাযের পর কোন সুন্নাত বা নফল নামায নেই। আলোচ্য হাদীছে আসরের পর যে দু'রাকআত নামাযের কথা এসেছে তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য খাস ছিল। ইহা উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়।

অধ্যায়ঃ নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর আযান দেয়া

٣٥٩ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ». قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلاَلُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ»؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلاَلُ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ». فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ، قَامَ فَصَلَّى. (بخارى:٥٩٥)

৩৫৯) আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে রাতে পথ চলছিলাম। কিছু লোক নবী (ﷺ) কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! শেষ রাতে আমাদেরকে যদি বিশ্রামের সময় দিতেন! (তাহলে খুব ভাল হত)। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমরা নামাযের সময়েও ঘুমিয়ে থাকবে। তখন বেলাল (রাঃ) বললেনঃ আমি আপনাদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিব। সুতরাং তারা সকলেই শুয়ে পড়ল। বেলাল (রাঃ) তাঁর উটের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। যখন তাঁর দু'চোখে ঘুম এসে গেল তখন তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে সূর্যের কিনারা প্রকাশিত হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বেলালকে বললেনঃ হে বেলাল! তুমি যা বলেছিলে, তা কোথায় গেল? বেলাল বললেনঃ আজকের মত ঘুম আমার কখনও আসেনি। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের রূহগুলো কবজ করে নিয়েছেন। আবার যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের রূহগুলো ফেরত দিয়েছেন। হে বেলাল! তুমি দাঁড়াও এবং নামাযের জন্য আযান দাও। নবী (ﷺ) নামাযের জন্য অযু করলেন। সূর্য যখন কিছু উপরে উঠল এবং ভালভাবে ফর্সা হল তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং নামায আদায় করলেন।

অধ্যায়ঃ নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি লোকদেরকে নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে

٣٦٠ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا». فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. (بخارى:٥٩٦)

৩৬০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কুরাইশ গোত্রের কাফেরদেকে গালি দিতে লাগলেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ আমি এখনও আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমিও এখনও আসরের নামায পড়িনি। অতঃপর আমরা 'বুতহান' উপত্যকার দিকে অগ্রসর হলাম। সেখানে গিয়ে নবী (ﷺ) নামাযের জন্য অযু করলেন। আমরাও অযু করলাম। সূর্যাস্তের পর তিনি আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে ভুলে যাবে সে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিবে

٣٦١ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾

৩৬১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে ভুলে যাবে সে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিবে। ইহা ছাড়া তার আর কোন কাফ্ফারা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর"।

টিকাঃ অথবা অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নামায আদায় করতে ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামায কায়েম কর।

অধ্যায়ঃ

٣٦٢ــ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ»

৩৬২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যতক্ষণ তোমরা নামাযের অপেক্ষা করতে থাকবে ততক্ষণ তোমরা নামাযরত আছ বলেই গণ্য হবে।

অধ্যায়ঃ

٣٦٣ــ حديثه على رأس مائة سنة تقدم وفي رواية هنا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ». يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ

৩৬৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত শতাব্দীর সমাপ্তি সম্পর্কে এই হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) বলেনঃ আজ যারা জীবিত আছে (একশত বছর পূর্তির মাথায়) তাদের কেউ জীবিত থাকবেনা। অর্থাৎ তাঁর কথার অর্থ হল এ শতাব্দী শেষ হয়ে গেলে।

টিকাঃ যারা বিশ্বাস করেন যে, খিযির (আঃ) এবং ইলিয়াস (আঃ) বেঁচে আছেন এবং তাদের একজন জলভাগের আর অপর জন স্থলভাগের দায়িত্ব পালন করছেন, উক্ত হাদীছ তাদের প্রতিবাদ করছে।

٣٦٤ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، ومن كان عنده أربعة فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، ــ فَلاَ أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ، قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لا هَنِيئًا، فَقَالَ: وَاللهِ لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا

هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَي عَشَرَ رَجُلا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. (بخارى:٦٠٢)

৩৬৪) আব্দুর রাহমান বিন আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আসহাবে সুফ্ফাগণ ছিলেন দরিদ্র মানুষ। একদা নবী (ﷺ) তাদের ব্যাপারে বললেনঃ যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে সে যেন (আসহাবে সুফ্ফা থেকে) তৃতীয় একজন সাথে নিয়ে যায়। এমনি যার কাছে চার জনের খাদ্য আছে সে যেন (আসহাবে সুফ্ফা থেকে) একজন বা দু'জনকে সাথে নিয়ে পঞ্চম বা ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। আবু বকর (রাঃ) তিনজনকে সাথে নিয়ে গেলেন। নবী (ﷺ) নিয়ে গেলেন দশজনকে। আব্দুর রাহমান বলেনঃ সে সময় আমাদের পরিবারে আমি, আমার পিতা এবং আমার মাতা ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জানি না, আব্দুর রাহমান এ কথাও বলেছেন কি না যে, আমার স্ত্রী ও খাদেম ছিল। যে খাদেমটি আমার ও আবু বকরের বাড়ীতে কাজ করত। (যাই হোক) আবু বকর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাতের খাবার গ্রহণ করে সেখানেই কিছুক্ষণ দেরী করলেন। ইতিমধ্যেই ইশার নামায পড়া হয়ে গেল। নামায শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে গিয়ে তাঁর রাতের খানা গ্রহণ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবু বকর (রাঃ) বাড়ীতে ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেনঃ আপনার মেহমানদের অথবা বলেছেনঃ মেহমান থেকে কিসে আপনাকে আটকিয়ে রেখেছিল? অর্থাৎ বাড়ীতে মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে এত দেরী করলেন কেন? তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি? তাঁর স্ত্রী বললেনঃ তুমি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খানা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তাদের সামনে খানা পেশও করা হয়েছিল। তথাপিও তাঁরা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আব্দুর রাহমান বলেনঃ আমি তখন ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছিলাম। আবু বকর রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ হে গুনছার (আহম্মক, বোকা, মূর্খ ইত্যাদি অর্থে)! তোমার নাক কাটা যাক এ ধরণের বাক্য দ্বারা আরো গালি গালাজ করলেন। অতঃপর মেহমানদেরকে বললেনঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর। তোমরা যেন পরিতৃপ্ত না হও (আল্লাহ যেন তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত না করেন)! আবু বকর শপথ করে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি কখনও খাবনা। আব্দুর রাহমান বিন আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! আমরা যখনই কোন লোকমা উঠাতাম নীচের দিক থেকে তার চেয়ে বেশী বৃদ্ধি হতে লাগল। তিনি বলেনঃ মেহমানদের সকলেই তৃপ্তি সহকারে খাদ্য গ্রহণ করার পরও প্রথমে যে খাদ্য ছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য রয়ে গেল। আবু বকর (রাঃ) অবশিষ্ট খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, খাদ্য সেভাবেই অথবা আগের চেয়ে বেশী রয়ে গেছে। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ হে বনী ফেরাসের বোন! ব্যাপার কি? (মেহমানদের খাবার পরও দেখছি খানা পূর্বের চেয়ে বেশী রয়ে গেছে)। আবু বকর (রাঃ)এর স্ত্রী বললেনঃ আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এ খাদ্য নিঃসন্দেহে পূর্বের চেয়ে তিনগুণ অধিক। তা থেকে আবু বকর (রাঃ) খেলেন এবং বললেনঃ আমার শপথ ছিল শয়তানের পক্ষ হতে। এ কথা বলে তিনি আরো

এক লোকমা খেলেন। অতঃপর অবশিষ্ট খাদ্য বহন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সেগুলো সকাল পর্যন্ত নবী (ﷺ)-এর কাছেই ছিল। আব্দুর রাহমান বলেনঃ আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের মাঝে চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা বারোজন লোককে আলাদা আলাদা করে দিলাম। তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো অনেক লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন করে লোক ছিল। (যাই হোক) তা থেকে তারা সকলেই খেলেন।

كتاب الأذان

কিতাবুল আযান

অধ্যায়ঃ আযানের সূচনা

٣٦٥ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ».

৩৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুসলিমগণ মদীনায় আগমণ করার পর অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে মসজিদে একত্রিত হতেন। সে সময় নামাযের জন্য ডাকার ব্যবস্থা ছিলনা। এ ব্যাপারে তাঁরা একদিন কথা-বার্তা বললেন। কেউ বললেনঃ নাসারাদের মত একটি ঘন্টা বানিয়ে নাও। আবার কোন কোন সাহাবী মন্তব্য করলেনঃ বরং ইহুদীদের মত একটি সিঙ্গা বানানো হোক। পরিশেষে উমার (রাঃ) বললেনঃ তোমরা কি নামাযের দিকে মানুষকে আহবান করার জন্য একজন লোক পাঠাতে পার না? তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ হে বেলাল! তুমি উঠ এবং মানুষকে নামাযের জন্য ডাকো।

অধ্যায়ঃ আযানের শব্দগুলো দু'বার দু'বার বলবে

٣٦٥ ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلا الإِقَامَةَ. (بخارى:٦٠٥)

৩৬৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বেলাল (রাঃ)কে জোড়া জোড়া শব্দে আযান এবং বেজোড় শব্দে ইকামত দিতে আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু কাদকামাতিস্ সালাহ শব্দটি দুইবার বলার আদেশ দেয়া হয়েছে।

অধ্যায়ঃ আযান দেয়ার ফজীলত

٣٦٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى».

(بخارى:٦٠٨)

৩৬৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয় তখন শয়তান পশ্চাৎ বায়ু ছাড়তে ছাড়তে এত দূরে চলে যায় যেখান থেকে সে আযানের শব্দ শুনতে পায়না। আযান শেষ হলে সে আবার ফেরত আসে। আবার যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয় তখনও সে দূরে চলে যায়। ইকামত শেষ হলে আবার এসে নামাযীর অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। সে নামাযীকে বলেঃ এটি স্মরণ কর, ঐটি স্মরণ কর। অথচ এ কথাগুলো ইতিপূর্বে তার স্মরণ ছিলনা। এক পর্যায়ে নামাযীর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে কত রাকআত নামায

আদায় করেছে তা ভুলে যায়।

অধ্যায়ঃ উঁচু আওয়াযে আযান দেয়া

٣٦٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (بخارى:٦٠٩)

৩৬৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, মুআয্যিনের আযানের ধ্বনি মানুষ, জিন বা অন্য যে কোন বস্তুই শুনবে সবাই কিয়ামত দিবসে তার জন্য সাক্ষ্য দিবে।

অধ্যায়ঃ আযানের শব্দ শুনে যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধ করা

٣٦٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ. (بخارى:٦١٠)

৩৬৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন আমাদেরকে নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে যেতেন তখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত এবং ভালভাবে যাচাই না করে লড়াই শুরু করতেন না। যদি আযানের আওয়ায শুনতে পেতেন তাহলে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন। আর আযানের শব্দ না শুনা গেলে তাদের উপর হামলা করতেন।

অধ্যায়ঃ মুআয্যিনের আওয়ায শুনলে যা বলবে

٣٧٠ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

৩৭০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যখন তোমরা মুআয্যিনের আযান শুনবে তখন জবাবে আযানের শব্দগুলো অনুরূপভাবে মুখে উচ্চরণ করবে।

টিকাঃ হাদীছ থেকে জানা গেল, আযানের আগে ও পরে তাসবীহ, তাহ্লীল, দুরূদ, সালাম ইত্যাদি করা নাজায়েয।

٣٧١ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ولَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ

৩৭১) মুআবীয়া (রাঃ) হতে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত মুআয্যিনের মতই বলবে। আর মুআয্যিন যখন হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ বলবে তখন শ্রোতা বলবেঃ (لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ) লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। মুআবীয়া বলেনঃ আমি তোমাদের নবীকে এ কথাগুলো এভাবেই বলতে শুনেছি।

অধ্যায়ঃ আযানের দু'আ

٣٧٢ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

৩৭২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ পাঠ করবেঃ

اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَ الفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

"হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ (ﷺ) কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গিকার তুমি তাঁকে দিয়েছ, তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে।

অধ্যায়ঃ আযানের জন্য লটারী দেয়া বা লটারীর মাধ্যমে মুআয্যিন নিযুক্ত করা

٣٧٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». (بخارى:٦١٥)

৩৭৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মানুষেরা যদি আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের ছাওয়াব সম্পর্কে জানতে পারত অতঃপর এও জানত যে লটারীতে অংশ গ্রহণ ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয় তাহলে অবশ্যই তারা লটারীতে অংশ নিত। আর যদি তারা জানত যোহরের নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে আগমণের ফজীলত কত বেশী তাহলে তারা তাড়াতাড়ি করে প্রথম ওয়াক্তেই আগমণ করত। আর যদি তারা জানতে পারত ইশা ও ফজরের নামাযের ছাওয়াব কত বেশী তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ইশা এবং ফজরের জামাআতে শরীক হত।

অধ্যায়ঃ কেউ সময় বলে দিলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে

٣٧٤ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. (بخارى:٦١٧)

৩৭৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই বেলাল (রাঃ) রাত থাকতেই আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার করতে থাক যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ তিনি ছিলেন একজন অন্ধ লোক। ভোর হয়েছে ভোর হয়েছে এ কথা না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

অধ্যায়ঃ ফজরের সময় হলে আযান দেয়া

٣٧٥ــ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ. (بخارى:٦١٨)

৩৭৫) হাফসা (রাঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, মুআয্যিন যখন ফজরের আযান দেয়ার জন্য দাঁড়াত এবং সকাল প্রকাশিত হয়ে যেত তখন ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে হালকাভাবে দু'রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন।

অধ্যায়ঃ ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া

٣٧٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ

سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ، أَوِ الصُّبْحُ». وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. قَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ، إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. (بخارى:٦٢١)

৩৭৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কাউকে যেন বেলাল (রাঃ)-এর আযান সাহুর খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কারণ তিনি রাত অবশিষ্ট থাকতেই আযান দেন। যাতে তাহাজ্জুদ নামাযরত ব্যক্তি অবসর নেয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করেন। ফজর এরূপ নয় এই বলে তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে প্রথমে উপরের দিকে উঠিয়ে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামালেন। অতঃপর বললেনঃ ফজর এরূপভাবে হয়ে থাকে এই বলে তিনি শাহাদাত অঙ্গুলীদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপর রাখলেন। অতঃপর দু'টি আঙ্গুলকে ডান দিকে ও বাম দিকে প্রসারিত করে দিলেন।

অধ্যায়ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায আছে। তবে যে ইচ্ছা করে তার জন্য

٣٧٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ-ثَلاَثًا-لِمَنْ شَاءَ» وَفِي رواية: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ». ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ». (بخارى: ٦٢٧)

৩৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল আল-মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিনবার বললেনঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায আছে। তবে যে পড়তে ইচ্ছা করে তার জন্য। অপর বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায আছে। তৃতীয়বার বললেনঃ তবে যদি কেউ পড়তে ইচ্ছা করে তার জন্য।

অধ্যায়ঃ যারা বলেনঃ সফরে একজন মুআয্যিনই যেন আযান দেয়

٣٧٨ ــ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». (بخارى:٦٢٨)

৩৭৮) মালেক বিন হুয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার গোত্রের একদল লোকসহ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলাম। তাঁর কাছে আমরা বিশদিন অবস্থান করলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন দেখলেন আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি উৎসুক হয়ে পড়েছি তখন তিনি আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা ফেরত গিয়ে তাদের সাথে বসবাস কর, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দাও এবং নামায কায়েম কর। যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় তিনি ইমামতি করবেন।

٣٧٩ــ و عَنْهُ ﷺ فِي رواية: أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». (بخارى:٦٣٠)

৩৭৯) মালেক বিন হুয়াইরিছ (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের কাছে দু'জন লোক আগমণ করল। তারা সফরের ইচ্ছা করেছিল। নবী (ﷺ) বললেনঃ যখন তোমরা সফরে বের হবে তখন নামাযের সময় হলে আযান দিবে এবং ইকামত দিবে। অতঃপর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় তিনি ইমামতি করবেন।

অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সংখ্যা একাধিক হলে তারা আযান ও ইকামত দিবে

٣٨٠ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»، فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ. (بخارى:٦٣٢)

৩৮০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর অবস্থায় শীতের রাতে অথবা বৃষ্টির রাতে মুআয্যিনকে আযান দেয়ার আদেশ দিতেন এবং আযানের শেষে এ কথা বলার আদেশ দিতেন, "তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায আদায় করে নাও"।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির কথা, আমাদের নামায ছুটে গেছে

٣٨١ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ»؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». (بخارى:٦٣٥)

৩৮১) আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। এমন সময় তিনি কতিপয় লোকের শোরগোল শুনলেন। নামায শেষে নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললঃ আমরা জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করেছিলাম। তিনি বললেনঃ এরূপ করোনা। যখন তোমরা নামাযে আসবে তখন স্বভাবিক গতিতে আগমণ করবে। যতটুকু নামায পাবে তা আদায় করবে আর যতটুকু ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে।

অধ্যায়ঃ ইকামতের সময় ইমামকে দেখে মুক্তাদীরা কখন দাঁড়াবে?

٣٨٢ــ وعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». (بخارى:٦٣٧)

৩৮২) আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হবে তখন আমাকে না দেখে তোমরা দাঁড়াবেনা।

অধ্যায়ঃ ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে

٣٨٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ. (بخارى:٦٤٢)

৩৮৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও নবী (ﷺ) মসজিদের এক পার্শ্বে একজন লোকের সাথে গোপন আলাপ করছিলেন। নবী (ﷺ) ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে দাঁড়ালেন না যতক্ষণ না কতিপয় লোক নিদ্রামগ্ন হয়ে গেল।

অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব

٣٨٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». (بخارى:٦٤٤)

৩৮৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, কাঠ সংগ্রহ করার আদেশ দিব। তা সংগ্রহ করা হলে আমি নামাযের জন্য আযান দেয়ার আদেশ দিব এবং একজন লোককে নামাযের ইমামতি করার আদেশ করব। তারপর আমি ঐ সমস্ত লোকদের বাড়ীতে যাব যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিব। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাদের কেউ যদি জানত যে, মসজিদে গোশতযুক্ত একটি হাড্ডি অথবা বকরীর ভাল দু'টি খুর পাবে তাহলে সে অবশ্যই ইশার নামাযে হাজির হত।

অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ফজীলত

٣٨٥ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». (بخارى:٦٤٥)

৩৮৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একাকী নামায আদায়ের চেয়ে জামআতের সাথে নামায আদায়ের ছাওয়াব সাতাইশ গুণ বেশী।

অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায়ের ফজীলত

٣٨٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (بخارى:٦٤٨).

৩৮৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো একাকী নামায আদায় করার চেয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার ফজীলত পঁচিশ গুণ বেশী। রাতের ফেরেশতাগণ এবং দিনের ফেরেশতাগণ ফজরের নামাযের সময় একত্রিত হয়। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ তোমাদের ইচ্ছা হলে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করঃ

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

"সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করো এবং কায়েম করো ফজরের নামায। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন তেলাওয়াতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৭৮)

টিকাঃ মূলতঃ ২৭ গুণ ও ২৫ গুণের মধ্যে কোন দ্বন্দ নেই। এটি মুসল্লীর অন্তরের অবস্থার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। সুতরাং কারও জন্য হবে পঁচিশ গুণ আবার একাগ্রতা ও যত্নসহকারে নামায আদায় করার কারণে কারও জন্য হবে ২৭ গুণ। অথবা এও বলা যেতে পারে যে, ২৭ গুণের হাদীছটি অধিক সংখ্যক রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ২৭ গুণের হাদীছটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তা ছাড়া আরও বলা যায় যে, (ক) এ জাতীয় বিষয়ে কম সংখ্যা বেশী সংখ্যার বিরোধী নয়। (খ) তাঁকে যখন যে সংখ্যা অহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল, তিনি তাই বলেছেন।

٣٨٧ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى،

وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ». (بخارى:٦٥١)

৩৮৭) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ সেই ব্যক্তি নামাযের ছাওয়াব বেশী পাবে, যে দূর থেকে মসজিদে আগমণ করে। তার চেয়ে আরো ছাওয়াব বেশী পাবে ঐ ব্যক্তি, যে আরো দূর থেকে মসজিদে আগমণ করে থাকে। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে তাঁর ছাওয়াব ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

অধ্যায়ঃ প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ার ফজীলত

٣٨٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». ثُمَّ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». (بخارى:٦٥٢)

৩৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তার উপর একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেল। সে ডালটি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কাজটি পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ শহীদ পাঁচ প্রকার। (১) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারী (২) পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী (৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারী (৪) (দেয়াল, ছাদ ইত্যাদির নীচে) চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারী এবং (৫) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণকারী। হাদীছের অবশিষ্ট অংশ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

টিকাঃ হাদীছের যে অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, "আর যদি তারা জানত যোহরের নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে আগমণের ফজীলত কত বেশী, তাহলে তারা তাড়াতাড়ি করে প্রথম ওয়াক্তেই আগমণ করত"। ইমাম বুখারী (রঃ) সম্ভবতঃ এখান থেকেই শিরোনাম রচনা করেছেন।

অধ্যায়ঃ মসজিদে যাওয়ার সময় পদক্ষেপসমূহের বিনিময়ে ছাওয়াব কামনা করা

٣٨٩ــ عن أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ، فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ». (بخارى:٦٥٦)

৩৮৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বনী সালামার লোকেরা তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠ খালী করে চলে আসা অপছন্দ করলেন। তাই তিনি বললেনঃ তোমরা কি দূর থেকে আসার পদ চিহ্নসমূহের বিনিময়ে ছাওয়াব কামনা করবেনা?

অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে ইশার নামায পড়ার ফজীলত

٣٩٠ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». (بخارى:٦٥٧)

৩৯০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মুনাফেকদের উপর ফজর ও ইশার নামাযের চেয়ে অধিক কঠিন অন্য কোন নামায নেই। তারা যদি জানত এ দু'টি নামাযে

কত ছাওয়াব রয়েছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ নামায দু'টিতে উপস্থিত হত।

অধ্যায়ঃ নামাযের জন্য মসজিদে বসে অপেক্ষাকারী এবং মসজিদের ফজীলত

٣٩١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (بخارى:٦٦٠)

৩৯১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবেনা সে দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর (আরশের নীচে) ছায়া দান করবেন। তারা হলেনঃ (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) যে যুবক তাঁর প্রভুর এবাদতের মাঝে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (৪) এমন দু'ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে একে অপরকে ভালবাসে। আল্লাহর জন্য তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) এমন পুরুষ যাকে কোন সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা নিজের দিকে আহবান করে, আর সে পুরুষ বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি। (তাই তোমার ডাকে সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। (৬) যে দানশীল ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত দিয়ে যা দান করে, বাম হাত তা অবগত হতে পারেনা। অর্থাৎ তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই দান করেন। তাই মানুষকে শুনানো বা দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি প্রবাহিত করে।

অধ্যায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাতায়াতকারীর মর্যাদা

٣٩٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». (بخارى:٦٦٢)

৩৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাবে ততবারের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করে রাখবেন।

অধ্যায়ঃ ফরয নামাযের ইকামত হয়ে গেলে সেই নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না

٣٩٣ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاث بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا»؟

৩৯৩) আব্দুল্লাহ বিন মালেক বিন বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দেখতে পেলেন ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরেও এক ব্যক্তি দু'রাকআত নামায আদায় করছে। নবী (ﷺ) যখন নামায শেষ করলেন তখন লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেনঃ ফজরের নামায কি চার রাকআত? ফজরের নামায কি চার রাকআত?

টিকাঃ অপর হাদীছে এসেছে, যে রুকূ পেল সে নামায পেল। এখান থেকে আলেমগণ বলেছেন

একামত হওয়ার পূর্বে শেষ রাকআতের রুকূ পর্যন্ত পৌছতে পারলে মাত্র অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করার অনুমতি আছে; নচেৎ নয়।

অধ্যায়ঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে জামাআতে শরীক হবে?

٣٩٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأُذِّنَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ، فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وفي رواية: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا (بخارى:٦٦٤)

৩৯৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় যখন নামাযের সময় হল এবং আযান দেয়া হল তখন তিনি বললেনঃ আবু বকরকে বল সে যেন মানুষের ইমামতি করে। তাঁকে বলা হল আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে মানুষের ইমামতি করতে পারবেনা। তিনি পুনরায় একই আদেশ করলে তারাও একই জবাব দিলেন। তৃতীয়বার তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা ইউসূফ (আঃ)এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী নারীদের অনুরূপ। অর্থাৎ মহিলারা চক্রান্ত করে যেমনভাবে ইউসূফ (আঃ)কে বিভ্রান্তিতে ফেলেছিল তোমরাও আমাকে সেরূপভাবে বিভ্রান্তিতে ফেলতে চাচ্ছ। আবু বকরকে বল সে যেন মানুষের ইমামতি করে। আবু বকর বের হয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। এমন সময় নবী (ﷺ) কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন। তাই তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি যেন এখনও সে দৃশ্য অবলোকন করছি, যখন তিনি রোগ যন্ত্রনায় নিজ পা দু'টি মাটিতে হিঁচড়ে চলছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে দেখে পিছনে চলে আসতে চাইলেন। নবী (ﷺ) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি নিজ স্থানেই থাক। অতঃপর তাঁকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আবু বকরের পার্শ্বে বসলেন। নবী (ﷺ) নামায পড়ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের অনুসরণ করছিলেন। আর লোকেরা আবু বকরের নামাযের অনুসরণ করে নামায আদায় করছিল। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) আবু বকরের বাম পার্শ্বে বসেছিলেন। আর আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

٣٩٥ ــ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ واشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ. وباقي الحديث تقدم آنفاً

৩৯৫) আয়েশা (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন, যাতে তিনি আমার ঘরে সেবা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা অনুমতি দিয়ে দিলেন। হাদীছের অবশিষ্ট অংশ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ লোক সংখ্যা যাই হোক ইমাম কি তাদেরকে নিয়েই নামায পড়বেন? বৃষ্টির দিনেও কি তিনি খুতবা দিবেন?

٣٩٦ــ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ خَطَبَ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ قَالَ: قُلِ الصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَـذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ -إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ

৩৯৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা বৃষ্টির দিনে মানুষের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি মুআয্যিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। মুআয্যিন যখন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ' পর্যন্ত পৌছলেন তখন তিনি এ কথা বলার আদেশ করলেন যে, তুমি বলঃ (الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ) অর্থাৎ আপনারা ঘরে নামায পড়ে নিন। তখন একজন অন্য জনের দিকে তাকাল। মনে হচ্ছিল তারা যেন বিষয়টি অপছন্দ করছেন। তিনি বললেনঃ মনে হয় তোমরা এ কাজ অপছন্দ করছ। জেনে রেখো! আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন অর্থাৎ নবী (ﷺ) এরূপ করেছেন। আযান শুনে জামাআতে উপস্থিত হওয়া তো ওয়াজিব। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বৃষ্টির দিনে কষ্টে ফেলতে চাইনি।

٣٩٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ الصَّلاةَ مَعَكَ،-وَكَانَ رَجُلا ضَخْمًا-فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاهَا إِلا يَوْمَئِذٍ.

৩৯৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ এক আনসারী লোক নবী (ﷺ) কে বললঃ মসজিদে এসে আমি আপনার সাথে জামাআতে নামায পড়তে পারিনা। সে ছিল একজন মোটা লোক। সে নবী (ﷺ)-এর জন্য খানা তৈরী করে তার বাড়ীতে যাওয়ার আবেদন করল। নবী (ﷺ) তার বাড়ীতে গেলে সে একটি চাটাই বিছিয়ে দিল এবং চাটাইয়ের এক পার্শ্ব পানি দিয়ে ধৌত করল। অতঃপর নবী (ﷺ) চাটাইয়ের উপর দু'রাকআত নামায পড়লেন। জারূদ পরিবারের একজন লোক আনাসকে জিজ্ঞেস করলঃ নবী (ﷺ) কি চাশতের নামায পড়তেন? আনাস (রাঃ) বললেনঃ আমি সেদিন ব্যতীত আর কখনও তাঁকে চাশতের নামায পড়তে দেখিনি। **টিকাঃ** এটি সাহাবীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মূলতঃ এ ব্যাপারে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ নামাযের ইকামতের সময় যদি খাবার উপস্থিত হয়

٣٩٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»

৩৯৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যখন রাতের খানা সামনে পেশ করা হবে তখন মাগরিবের নামাযের পূর্বে খানা খেয়ে নাও। খানা ছেড়ে দিয়ে নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করোনা।

অধ্যায়ঃ ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকার সময় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাবে

٣٩٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

৩৯৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে, নবী (ﷺ) তাঁর ঘরে কী করতেন? উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ তিনি ঘরের কাজে আঞ্জাম দিতে থাকতেন। নামাযের সময় হলে তিনি মসজিদে চলে যেতেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নামায এবং নামাযের সুন্নাতী তরীকা শিক্ষা দেয়ার জন্য নামায পড়ে দেখায়

٤٠٠ــ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي

৪০০) মালেক বিন হুয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়বো। কিন্তু আমি নামায আদায়ের নিয়ত করছিনা। শুধু এতটুকু দেখাতে চাই যে, নবী (ﷺ) কে কিভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিগণ ইমামতি করার বেশী হকদার

٤٠١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حديث: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» تَقَدَّمَ وَفِي هذه الرِّوَايَةِ قَالَتْ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

৪০১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছ, নবী (ﷺ) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় নামাযের সময় হলে তিনি বললেনঃ আবু বকরকে বলঃ সে যেন মানুষের ইমামতি করে। এই হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ আবু বকর আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার দরুন মানুষকে স্বীয় আওয়াজ শুনাতে পারবেনা। উমারকে আদেশ করুন। তিনি মানুষের ইমামতি করুক। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি উমার (রাঃ)এর কন্যা হাফসাকে বললামঃ আপনিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এ কথা বলুন যে, আবু বকর আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার কারণে মানুষকে স্বীয় আওয়াজ শুনাতে পারবে না। উমারকে আদেশ করুন। তিনি মানুষের ইমামতি করুক। হাফসা তাই করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ থাম! নিশ্চয়ই তোমরা ইউসূফ (আঃ)এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী নারীদের অনুরূপ। অর্থাৎ মহিলারা চক্রান্ত করে যেমনভাবে ইউসূফ (আঃ)কে বিভ্রান্তিতে ফেলেছিল তোমরাও আমাকে সেভাবে বিভ্রান্তিতে ফেলতে চাচ্ছ। আবু বকরকে বল সে যেন মানুষের ইমামতি করে। হাফসা (রাঃ) তখন আয়েশা (রাঃ) কে বললেনঃ আমি কখনও আপনার নিকট থেকে কোন কল্যাণ আশা করতে পারিনি।

٤٠٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ

৪০২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যে অসুস্থতায় মৃত্যু বরণ করেন সে অসুস্থতার সময় আবু বকর (রাঃ) মানুষের ইমামতি করতেন। সোমবারের দিন যখন লোকেরা নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তখন নবী (ﷺ) ঘরের পর্দা উঠিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সে সময় তাঁর চেহারা মোবারক কুরআনের পাতার ন্যায় চক চক করছিল। অতঃপর তিনি মুচকি হাসলেন। আমরা নবী (ﷺ) কে এ অবস্থায় দেখার খুশীতে লিপ্ত হয়ে নামায ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হলাম। আবু বকর (রাঃ) এ ধারণা করে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য পিছনের দিকে সরে আসলেন যে, নবী (ﷺ) নামাযে আগমণ করছেন। তিনি আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমরা নামায পূর্ণ করে নাও। এই বলে তিনি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। সেদিনই তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলে যদি প্রথম ইমাম এসে যান

٤٠٣ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ»؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

৪০৩) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) বনী আমর বিন আওফ গোত্রের কোন একটি সমস্যা মিটমাট করতে তাদের কাছে গেলেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। মুআয্‌যিন আবু বকরের নিকট এসে বললঃ আপনি কি মানুষের ইমামতি করবেন? আমি তাহলে ইকামত দেই। আবু বকর বললেনঃ হ্যাঁ। আবু বকর (রাঃ) নামায শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপস্থিত হয়ে গেলেন। লোকেরা তখন নামাযে ছিল। নবী (ﷺ) সমস্ত কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা তালি বাজাতে শুরু করল। আবু বকর নামাযে থাকাবস্থায় কোন দিকেই তাকাচ্ছিলেন না। লোকেরা যখন বেশী করে তালি বাজাতে লাগল তখন তিনি তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি নিজ স্থানেই স্থির থাক। আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে ইমামতি করার আদেশ পাওয়ার কারণে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং স্বীয় দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) পিছিয়ে এসে মুক্তাদীদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সামনে গিয়ে নামাযের ইমামতি করলেন। নামায শেষে বললেনঃ হে আবু বকর! আমি যখন তোমাকে স্থির থাকতে বললাম, তখন কোন্ জিনিষ তোমাকে স্থির থাকতে বাধা দিল। তখন তিনি বললেনঃ আবু কুহাফার ছেলের জন্য শোভা পায়না যে সে আল্লাহর রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়াবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ ব্যাপার কি? তোমরা এত বেশী তালি বাজালে কেন? মনে রেখো! নামাযে কারো কোন সন্দেহ হলে সে সুবহানাল্লাহ বলবে। কারণ যখন সে সুবহানাল্লাহ বলবে তখন তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হবে। হাতে তালি মেরে আওয়াজ করা কেবল মহিলাদের জন্য।

টিকাঃ অত্র হাদীছ থেকে "নির্দেশ ও আদব"- এ বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম সমাধান লাভ করা যায়। আর তা এই যে, সাধারণভাবে নির্দেশ আদবের উপরে প্রাধান্য পাবে। তবে বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আদব আদেশকে ছাড়িয়ে যাবে। এ কথাও পাওয়া গেল যে, আবু বকর (রাঃ) এ সব গুণাবলীর মাধ্যমেই সকল সাহাবীর উপর মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

অধ্যায়ঃ ইমাম এজন্য বানানো হয় যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয়

٤٠٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ»؟ قُلْنَا: لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ ﷺ: «أَصَلَّى النَّاسُ»؟ قُلْنَا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ»؟ قُلْنَا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ»؟ فَقُلْنَا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ.

৪০৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেনঃ লোকেরা কি নামায আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! তারা এখনও নামায পড়েনি, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেনঃ আমার জন্য পাত্রে পানি রাখ। আমরা পাত্রে পানি রাখলে তিনি তা থেকে পানি নিয়ে গোসল করলেন। গোসল শেষে উঠতে চাইলে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান ফেরত আসার পর তিনি পুনরায় বললেনঃ লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! তারা এখনও নামায পড়েনি, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি আবার বললেনঃ আমার জন্য পাত্রে পানি রাখ। আমরা পাত্রে পানি রাখলে তিনি

তা থেকে পানি নিয়ে গোসল করলেন। গোসল শেষে উঠতে চাইলে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

জ্ঞান ফেরত আসার পর তিনি বললেনঃ লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! তারা এখনও নামায পড়েনি, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আবার বললেনঃ আমার জন্য পাত্রে পানি রাখ। আমরা পাত্রে পানি রাখলে তিনি তা থেকে পানি নিয়ে গোসল করলেন। গোসল শেষে উঠতে চাইলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরত আসার পর বললেনঃ লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! তারা এখনও নামায পড়েনি, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

ইশার নামায আদায়ের জন্য লোকেরা মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষায় ছিলেন। তখন নবী (ﷺ) আবু বকরকে ডেকে আনার জন্য একজন লোক পাঠালেন এবং আবু বকরকে মানুষের ইমামতি করার আদেশ দিলেন। লোকটি আবু বকরের কাছে গিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনাকে লোকদের ইমামতি করার আদেশ দিয়েছেন। আবু বকর ছিলেন কোমল হৃদয়ের লোক। তাই তিনি বললেনঃ হে উমার! আপনি মানুষের ইমামতি করুন। উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ আপনি ইমামতি করার বেশী হকদার। সুতরাং আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অসুস্থ অবস্থার দিনগুলোতে লোকদের ইমামতি করলেন। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রম করেছে।

টিকাঃ পাঠকদের বুঝার জন্য এখানে হাদীছের সেই বাকী অংশ উল্লেখ করা হল। তা ছিল এ রকমঃ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন। তাই তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। যাদের কাঁধে ভর দিয়েছিলেন তাদের একজন ছিলেন আব্বাস (রাঃ)। তখন আবু বকর (রাঃ) লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। আবু বকর তাঁকে দেখে পিছনে চলে আসতে চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি নিজ স্থানেই থাক। তিনি বললেনঃ আমাকে আবু বকরের পার্শ্বে বসিয়ে দাও। তাঁরা নবী (ﷺ) কে আবু বকরের পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। আবু বকর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের অনুসরণ করছিলেন। আর লোকেরা আবু বকরের নামাযের অনুসরণ করে নামায আদায় করছিল। নবী (ﷺ) ছিলেন বসা অবস্থায়।

হাদীছের অন্যতম রাবী উবাইদুল্লাহ বলেনঃ আমি একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অসুস্থতা সম্পর্কে যে হাদীছ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন তা কি আমি আপনার কাছে পেশ করব না? তিনি বললেনঃ পেশ করুন। আমি তাঁর কাছে হাদীছটি বর্ণনা করলাম। তিনি একটি কথা ব্যতীত কোন কিছুই অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে যে লোকটি ছিলেন, তিনি কি তার নাম উল্লেখ করেছেন? আমি বললামঃ না, উল্লেখ করেন নি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ তিনি ছিলেন আলী (রাঃ)।

٤٠٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حديث صَلاة النبي ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ تقدم، وفي هذه الرواية قال: «فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا». (بخاری:٦٨٨)

৪০৫) আয়েশা (রাঃ) হতে অসুস্থ অবস্থায় নবী (ﷺ)-এর নিজ ঘরে নামায আদায় করার হাদীছ

একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় শুধু এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেনঃ আর ইমাম বসে নামায পড়লে তোমরা সকলেই বসে নামায আদায় করো।

অধ্যায়ঃ ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণ কখন সেজদাহ্ করবে?

٤٠٦ــ عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ. (بخارى:٦٩٠)

৪০৬) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'সামিআল্লাহু-লিমান হামিদাহ্' বলে রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে সেজদায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ সেজদায় যাওয়ার জন্য পিঠ বাঁকা করত না; বরং তিনি সেজদায় গেলে আমরা তাঁর পরে সেজদায় যেতাম।

অধ্যায়ঃ ইমামের পূর্বে (রুকূ-সেজদাহ) থেকে মাথা উঠানোর গুনাহ

٤٠٧ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ أَلا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ». (بخارى:٦٩١)

৪০৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে রুকূ বা সেজদা থেকে মাথা উঠায় সে কি ভয় করেনা যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন অথবা তাঁর আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিণত করে দিবেন?

অধ্যায়ঃ ক্রীতদাস, আযাদকৃত দাস এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইমামতি করা প্রসঙ্গে

٤٠٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عليكم حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ». (بخارى:٦٩٣)

৪০৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) বললেনঃ আঙ্গুরের ন্যায় ছোট মাথা বিশিষ্ট একজন হাবশী লোককে যদি তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় তাহলেও তোমরা তার কথা শ্রবণ কর এবং তাঁর আনুগত্য কর।

অধ্যায়ঃ ইমামগণ যদি পরিপূর্ণরূপে নামায আদায় না করেন এবং মুক্তাদীগণ পূর্ণ করেন

٤٠٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».

৪০৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যারা ইমাম হয়ে তোমাদের নামায পড়ান তারা যদি সঠিকভাবে আদায় করেন তাহলে তাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য ছাওয়াব রয়েছে। আর তারা যদি ভুল করেন তাহলে তোমাদের ছাওয়াব পরিপূর্ণই হবে। কিন্তু তাদের গুনাহর বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অধ্যায়ঃ ইমাম ও মুক্তাদী মিলে যখন নামাযী মাত্র দু'জন হবে তখন মুক্তাদী ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে

٤١٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حديث مبيته في بيت خالته قد تقدم وفي هذه الرواية قال: ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (بخارى:٦٩٨)

৪১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তাঁর খালা মাইমুনার ঘরে রাত্রি যাপনের হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে অতঃপর তিনি এমন গভীর নিদ্রামগ্ন হলেন যে তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনা গেল। নবী (ﷺ) যখন ঘুমাতেন তখন তাঁর নাক থেকে আওয়াজ বের হত। অতঃপর তাঁর কাছে মুআয্যিন আগমণ করলেন। তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়লেন কিন্তু অযু করলেন না।

টিকাঃ হাদীছটির বিস্তারিত বিবরণ পুনরায় উল্লেখ করা হল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ একদা আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতে হারেছের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। সে রাত্রে নবী (ﷺ) আমার খালার ঘরেই ছিলেন। ইশার নামায আদায় করে ঘরে ফিরে তিনি চার রাকআত নামায পড়ে নিদ্রা গেলেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে বললেনঃ ছোট শিশুটি কি ঘুমিয়েছে? নবী (ﷺ) এই কথাটি বললেন অথবা অনুরূপ একটি বাক্য বললেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবনে আব্বাস বলেনঃ আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বাম দিক থেকে ডান দিকে নিয়ে আসলেন। তিনি পাঁচ রাকআত নামায পড়লেন। পরে আরও দু'রাকআত পড়লেন।

অধ্যায়ঃ ইমাম যখন কিরাআত লম্বা করবে তখন কোন মুক্তাদী বিশেষ প্রয়োজনে নামায ছেড়ে দিয়ে একা নামায পড়ে নিলে তা জায়েয হবে

٤١١ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ». ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ: «فَاتِنًا، فَاتِنًا، فَاتِنًا». وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ

৪১১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুআয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইশার নামায আদায় করে তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে এসে পুনরায় তাদের ইমামতি করতেন। একদা তিনি ইশার নামাযে সূরা বাকারা শুরু করে দিলেন। এতে এক ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে জামাআ'ত ছেড়ে দিয়ে একা নামায পড়ে নিল। মুআয (রাঃ) লোকটি সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলেন। (অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি তাকে মুনাফেক হিসাবে আখ্যায়িত করলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসংবাদ পৌছলে তিনি মুআযকে লক্ষ্য করে তিনবার বললেনঃ তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী। অতঃপর নবী (ﷺ) তাঁকে আওসাতে মুফাস্সাল থেকে দু'টি সূরা পাঠ করতে বললেন।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে জানা গেল যে, নফল আদায়কারী ইমামের পিছনে ফরয নামাযের ইক্তেদা করা জায়েয। সূরা তাকবীর থেকে সূরা যুহা পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাস্সাল তথা নাতি দীর্ঘ সূরা বলা হয়।

অধ্যায়ঃ নামাযে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকু-সেজদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করা ইমামের কর্তব্য

٤١٢ ــ عن أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (بخارى:٧٠٢)

৪১২) আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের নামাযের জামাআতে অংশ গ্রহণ করিনা। কারণ সে নামায অনেক দীর্ঘ করে। বর্ণনাকারী বলেনঃ নসীহত করার সময় নবী (ﷺ) কে ঐ দিনের চেয়ে অধিক রাগান্বিত অবস্থায় আর কখনও দেখিনি। তিনি বলছিলেনঃ তোমাদের অনেকেই আছে যারা মানুষকে নামায থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি নামাযে মানুষের ইমামতি করবে সে যেন নামায দীর্ঘায়িত না করে। কেননা তার পেছনে নামাযীদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত মানুষও থাকে।

٤١٣ــ عن جَابِرٍ ﷺ حديث معاذ ﷺ وأن النبي قَالَ لَهُ: «فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى»

৪১৩) মুআয (রাঃ)এর হাদীছটি জাবের (রা) থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে। নবী (ﷺ) মুআযকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ তুমি নামাযে 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা', ওয়াস্ সামসি ওয়া যুহাহা এবং ওয়াল্ লাইলি ইযা ইয়্যাগশাহা পড়না কেন? (সূরা আলা, শামস লাইল এবং এ ধরণের ছোট সূরা পড় না কেন?)

অধ্যায়ঃ সংক্ষেপ করা সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে নামায আদায় করা

٤١٤ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلاةَ وَيُكْمِلُهَا

৪১৪) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) নামায সংক্ষিপ্ত করলেও তা পরিপূর্ণরূপে আদায় করতেন।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে অবস্থার প্রেক্ষিতে ছোট ছোট সূরা পড়তেন। কিন্তু রুকূ-সিজদা ঠিকমত আদায় করতেন। লক্ষণীয় বিষয় যে, তাঁর সংক্ষিপ্ত নামাযও কিন্তু আমাদের বর্তমান যুগের নামায অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। তাই এহেন ব্যবধানকে সামনে রেখে হাদীছ বুঝার চেষ্টা করলে বর্তমান যুগের বেশীর ভাগ মসজিদের নামাযকে আরও দীর্ঘ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে রুকূ-সিজদাহ ঠিকমত আদায় করা আবশ্যক। রুকূর পর ভালভাবে এবং স্থিরতার সাথে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার পর সিজদায় যেতে হবে। এমনি দুই সিজদার মাঝখানেও সোজা হয়ে বসতে হবে। আবার এটাও সত্য যে কোন কোন মসজিদে নামায এমন দীর্ঘ করা হয় যাতে হঠাৎ কোন মুসল্লী নামায পড়তে গিয়ে বিপাকে পড়ে যান। ফলে হিতে বিপরীত হয়। তাই ভারসাম্যতা রক্ষা করা জরুরী।

অধ্যায়ঃ শিশুর কান্না শুনে নামায সংক্ষেপ করা

٤١٥ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»

৪১৫) আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দীর্ঘ করে নামায আদায় করার জন্য কখনও আমি নামাযে দাঁড়াই। কিন্তু নামাযে দাঁড়ানোর পর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি আমার নামায সংক্ষেপ করে দেই। কারণ দীর্ঘ করে নামায পড়ে আমি শিশুর মাকে কষ্টের ভিতরে ফেলাকে অপছন্দ করি।

অধ্যায়ঃ নামাযের ইকামত হওয়ার সময় কাতার সোজা করা

٤١٦ــ عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

৪১৬) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা নামাযে অবশ্যই কাতার সোজা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দিবেন।

অধ্যায়ঃ নামাযের কাতার সোজা করার সময় ইমাম মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখবে

٤١٧ــ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

৪১৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার নবী (ﷺ) আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর এবং একজন অন্যজনের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়াও। কারণ আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পেছন থেকেও দেখতে পাই।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, ইমামের উচিত নামায শুরু করার পূর্বে মুক্তাদীর দিকে তাকিয়ে দেখা এবং কাতার সোজা না হয়ে থাকলে তাদেরকে তা সোজা করতে বলা। আমাদের সমাজের ইমামগণ এ ব্যাপারে গাফিলতী করে থাকেন। যা মোটেই কাম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন

অধ্যায়ঃ ইমাম এবং মুক্তাদীর মাঝখানে যদি দেয়াল বা পর্দা থাকে

٤١٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ»

৪১৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় কক্ষেই রাতের (নফল) নামায আদায় করতেন। কক্ষের দেয়াল নীচু থাকার কারণে নামাযরত অবস্থায় লোকেরা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর দেখে ফেলল। তাই কতিপয় লোক তাঁর পেছনে ইক্তেদা (অনুসরণ) করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। সকালে তাঁরা বিষয়টি অন্যদের সাথে আলোচনা করলেন। নবী (ﷺ) দ্বিতীয় রাতে যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখনও কতিপয় তাঁর ইক্তেদা করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তাঁরা দু'রাত অথবা তিন রাত এরকমই করলেন। তারপর পরবর্তী রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরেই বসে রইলেন। নামাযের জন্য বের হলেন না। সকালে লোকেরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আমার আশঙ্কা হল, এভাবে নামায আদায় করতে থাকলে তোমাদের উপর রাতের নামায ফরয করে দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদের নামায

٤١٩ ــ وفي الحديث من رواية زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ زيادة أنه قال:«قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ، صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ»

৪১৯) উপরোক্ত হাদীছটি যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কর্ম অবলোকন করে আমি নামাযের প্রতি তোমাদের আগ্রহ ও আসক্তির কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। হে লোক সকল! তোমরা

ঘরেই নামায আদায় কর। কেননা মানুষের ঐ নামাযই সর্বোত্তম, যা সে তার ঘরে আদায় করে। কিন্তু ফরয নামাযের কথা ভিন্ন। (অর্থাৎ ফরয নামায মসজিদে জামাআতের সাথে পড়া আবশ্যক)।

كتاب أبواب صفة الصلاة

নামাযের পদ্ধতির অধ্যায়সমূহ

অধ্যায়ঃ নামাযের শুরুতে প্রথম তাকবীর বলার সময় উভয় হাত সমানভাবে উঠানো

٤٢٠ ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

৪২০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন নামায শুরু করতেন তখন তাঁর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন রুকূতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন তখনও অনুরূপভাবে উভয় হাত উঠাতেন। যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে উভয়হাত উঠাতেন এবং বলতেনঃ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ)। তবে নবী (ﷺ) সেজদার সময় এরূপ করতেন না।

অধ্যায়ঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা

٤٢١ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ:«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ»

৪২১) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকদেরকে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর স্থাপন করার আদেশ দেয়া হত।

টিকাঃ হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত স্থানকে 'যিরা' বা বাহু বলা হয়। উপরের হাদীছে বলা হয়েছে যে, লোকদেরকে নামাযে ডান হাত বাম বাহুর উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হত। কিন্তু বাহুর কোন্ স্থানে রাখার নির্দেশ দেয়া হত তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সহীহ ইবনে খুযায়মার বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, নবী (ﷺ) নামাযে বুকের উপর হাত রাখতেন।

عن وائل بن حجر قال : « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره »

"ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে উভয় হাত বুকের উপর স্থাপন করেছেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীছ নং- ৪৬৩) সে হিসেবে আমরা বলতে পারি লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করার আদেশ দেয়া হত এবং এটিই সুন্নাত।

অধ্যায়ঃ নামাযী তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর কী বলবে?

٤٢٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـــ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

৪২২) আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ), আবু বকর এবং উমার (রাঃ) "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলে নামায শুরু করতেন।

টিকাঃ "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলে নামায শুরু করতেন। তবে কথাটির অর্থ এ নয় যে, তিনি বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম একেবারেই পড়তেন না; বরং তিনি বিসমিল্লাহ নিঃরবে পাঠ করতেন। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ নিঃরবে পাঠ করতেন। বিসমিল্লাহ আওয়াজ করে পড়ার পক্ষেও দলীল রয়েছে। তবে উক্ত দলীলগুলোর তুলনায় নিঃরবে বিসমিল্লাহ পড়ার দলীলগুলো অধিক শক্তিশালী। স্বরবে বিসমিল্লাহ পড়ে নামায আদায় করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

٤٢٣ــ عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»

৪২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকবীরে তাহ্রীমা পাঠ এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করার মাঝখানে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক! তাকবীরে তাহ্রীমা এবং কিরাআত পাঠ করার মাঝখানে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আপনি কি পাঠ করেন? তিনি বলেনঃ আমি পাঠ করিঃ

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Ò†হ আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপসমূ হের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি কর যেমন দুরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমনভাবে পাপাচার থেকে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধৌত করে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ সমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করো।

অধ্যায়ঃ

٤٢٤ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: حديث الكسوف وقد تقدم، وفي هذه الرواية: قَالَتْ: قَالَ: «قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ: «مَا شَأْنُ هَذِهِ؟» قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لا أَطْعَمَتْهَا وَلا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ ــ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَشِيشِ أَوْ خَشَاشِ الأَرْضِ»

৪২৪) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত সূর্য গ্রহণের হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে তিনি এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ জান্নাত আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে জান্নাতের ফলসমূহ থেকে এক ছড়া ফল তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারতাম। এমনিভাবে জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। আমি বললামঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও কি তাদের সাথে রাখা হবে? হঠাৎ আমি সেখানে

একটি মহিলা দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার ধারণা তিনি বলেছেনঃ একটি বিড়াল মহিলাকে নখ দিয়ে খামচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললামঃ এই মহিলাটির অবস্থা এমন কেন? তাঁরা বললেনঃ মহিলা বিড়ালটিকে অনাহারে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁধে রেখেছিল। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি এবং যমীন থেকে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি।

অধ্যায়ঃ মুক্তাদী নামাযে ইমামের দিকে তাকাতে পারবে

٤٢٥ــ عَنْ خَبَّابٍ ﷺ: قِيلَ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قيل له: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

৪২৫) খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা তাঁকে বলা হলোঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি যোহর ও আসর নামাযে কিছু পাঠ করতেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তাকে বলা হলঃ আপনারা কিভাবে তা বুঝতে পারতেন? তিনি বললেনঃ তাঁর দাড়ি মোবারক নড়াচড়ার মাধ্যমে।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে জানা গেল যে, নিঃরবে পড়া অর্থ মনে মনে পড়া নয়। শুধু মনে মনে কল্পনা করলে হবেনা; বরং এমনভাবে পড়তে হবে, যাতে মুখ ও দাড়ি নড়াচড়া করে। তবে উঁচু আওয়াজ হবেনা। অন্য হাদীছে রয়েছে যোহর ও আসরের নামাযে নবী (ﷺ) মাঝে মাঝে দু'এক আয়াত শুনাতেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়া

٤٢٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ»؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»

৪২৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ লোকদের কি হল? তারা নামায অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে কেন? এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) খুব কঠোর ভাষায় বললেনঃ তারা অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় এদিক ওদিক তাকানো

٤٢٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ»

৪২৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এটি হল এক প্রকার চুরি, যা শয়তান বান্দার নামায থেকে করে থাকে।

অধ্যায়ঃ ইমাম এবং মুক্তাদীর উপর সকল নামাযেই কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব

٤٢٨ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ﷺ، فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا، وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأُحِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلا أَوْ رِجَالا إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا

لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ، قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ الراوي عن جابر ﷺ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ.

৪২৮) জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কূফাবাসীগণ উমার (রাঃ)এর নিকট সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। উমার (রাঃ) সা'দকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আম্মার বিন ইয়াসিরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। তারা সা'দের বিরুদ্ধে যেসমস্ত অভিযোগ করেছিল তার মধ্যে এও ছিল যে, তিনি সুন্দরভাবে নামায আদায় করেন না। উমার (রাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আবু ইসহাক! আপনার ব্যাপারে তাদের অভিযোগ হল আপনি ভালভাবে নামায আদায় করেন না। এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে নামায পড়তেন সেভাবেই নামায পড়তাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামায থেকে কোন কিছুই বাদ দিতামনা। ইশার নামাযের প্রথম দু'রাকআতে আমি কিরাআত লম্বা করতাম এবং শেষ দু'রাকআতে সংক্ষেপ করতাম। উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ হে আবু ইসহাক! তোমার ব্যাপারে আমাদের ধারণা এটিই। (যাই হোক) অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য উমার (রাঃ) সা'দের সাথে কূফায় একজন কিংবা কয়েকজন লোক পাঠালেন। প্রেরিত লোক কূফাবাসীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কূফার প্রতিটি মসজিদেই সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সকলেই সা'দের প্রশংসা করল। অবশেষে প্রেরিত দূত বনী আব্বাসের মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত হলে বনী আবাসের এক লোক দাঁড়াল। তার নাম ছিল উসামা বিন কাতাদাহ। কুনিয়ত (উপনাম) ছিল আবু সা'দাহ। সে বললঃ আপনি যেহেতু আমাদেরকে তাঁর ব্যাপারে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন তাহলে শুনুন! সা'দ সেনাবাহিনীর সাথে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতেন না, গণীমতের মাল ইনসাফের সাথে বন্টন করতেন না এবং ন্যায়ভাবে বিচার-ফয়সালা করতেন না।

কথা শেষ হলে সা'দ বললেনঃ (এত অভিযোগের পর আমার কিছু বলার নেই) তবে আল্লাহর শপথ! আমি তার বিরুদ্ধে তিনটি বদ্‌দু'আ করছি। হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে এবং শুধু মাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য এবং শুনানোর জন্য দাঁড়িয়ে অভিযোগ করে থাকে তাহলে তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুণ, তার দারিদ্র ও অভাব বৃদ্ধি করুন এবং তাকে ফিতনায় নিমজ্জিত করুন। (আল্লাহ তাআলা সা'দের দু'আ কবুল করলেন। লোকটি সেরকমই হয়ে গেল)

পরবর্তীতে যখন তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হত তখন সে বলত, আমি দীর্ঘ বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত এবং ফিতনায় নিপতিত এক বৃদ্ধ। আমার উপর সা'দের বদ্‌দু'আ লেগে গেছে। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনাকারী বলেনঃ পরবর্তীতে আমি সে লোকটিকে দেখলাম যে, অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার চোখের উপরের ভ্রু দু'টি চোখের উপরে ঝুলে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে চলার পথে যুবতী মেয়েদেরকে উত্যক্ত করত এবং তাদের প্রতি কটাক্ষ (খোঁচা মারত)।

٤٢٩ــ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

৪২৯) উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায হবেনা।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী সকলের উপর সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। এ মর্মে আরো অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। চাই সে নামাযে কিরাআত স্বরবে পড়া হোক বা নিঃরবে পড়া হোক।

٤٣٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ، وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». ثَلاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا»

৪৩০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ তুমি ফেরত যাও এবং পুনরায় নামায আদায় কর। কারণ তুমি নামায আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে পূর্বের ন্যায় নামায পড়তে লাগল। নামায শেষে নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে পুনরায় সালাম দিল। নবী (ﷺ) এবারও বললেনঃ তুমি ফেরত গিয়ে আবার নামায পড়। কারণ তোমার নামায আদায় হয়নি। নবী (ﷺ) তিনবার এরূপ বললেন। লোকটি তখন বললঃ ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন। আমি এর চেয়ে ভাল করে নামায পড়তে জানি না। সুতরাং আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর কুরআন থেকে তোমার জন্য যা সহজ হয় তাই পড়বে। তারপর শান্তভাবে রুকূ করবে। অতঃপর রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সেজদায় গিয়ে শান্তভাবে সেজদা করবে। তারপর সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে শান্তভাবে বসবে। তোমার সকল নামায এভাবেই আদায় করবে।

অধ্যায়ঃ যোহরের নামাযের কিরাআত

٤٣١ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. (بخارى:٧٥٩)

৪৩১) আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যোহরের নামাযের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর আরো দু'টি সূরা পাঠ করতেন। দু'রাকআতের প্রথম রাকআতে

কিরাআত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সংক্ষেপ করতেন। কখনও কখনও তিনি আয়াত শুনাতেন। আর তিনি আসরের নামাযের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর আরো দু'টি সূরা পাঠ করতেন। দু'রাকআতের প্রথম রাকআতে কিরাআত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে তা সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সংক্ষেপ করতেন।

অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযের কিরাআত

٤٣٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

৪৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাঁর মা উম্মে ফজল তাঁকে 'ওয়াল মুরসালাতি উরফান্' তথা সূরা 'মুরসালাত' পাঠ করতে শুনে বললেনঃ হে আমার পুত্র! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, এটিই সর্বশেষ সূরা, যা আমি নবী (ﷺ) কে মাগরিবের নামাযে পড়তে শুনেছি।

٤٣٣ ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ ﷺ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ. (بخارى:٧٦٤)

৪৩৩) যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে মাগরিবের নামাযে কুরআনের বড় দু'টি সূরার মধ্য হতে অধিকতর বড়টি পাঠ করতে শুনেছি।

টিকাঃ মাগরিবের নামাযের সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত, তাই এতে ছোট ছোট সূরা পাঠ করা মুস্তাহাব। তবে এ হাদীছ থেকে এও জানা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতি বুঝে কখনও কখনও দীর্ঘ সূরা পড়া উচিত। এটিও সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত।

অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা

٤٣٤ ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. (بخارى:٧٦٥)

৪৩৪) জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শুনেছি।

অধ্যায়ঃ ইশার নামাযে স্বরবে কিরা'ত পাঠ করা

٤٣٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. (بخارى:٧٦٨)

৪৩৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবুল কাসেম (ﷺ)-এর পিছনে ইশার নামায পড়েছি। তিনি তাতে 'ইযাস্ সামাউন্ শাক্কাত্' (সূরা ইনশিকাক) পাঠ করলেন এবং সেজদাহ করলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এই সূরা পাঠ করার সময় সেজদাহ করতে থাকব।

অধ্যায়ঃ ইশার নামাযের কিরাআতের বর্ণনা

٤٣٦ــ عنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ، أَوْ قِرَاءَةً. (بخارى:٧٦٩)

৪৩৬) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) কোন এক সফরে ছিলেন। তখন ইশার নামায আদায় করার সময় প্রথম দু'রাকআ'তের কোন এক রাকআ'তে তিনি সূরা 'তীন' পাঠ করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে অধিক উত্তম কণ্ঠে আর কাউকে কুরআন পাঠ করতে শুনিনি।

অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের কিরাআতের বর্ণনা

٤٣٧ــ عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. (بخارى:٧٧٢)

৪৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত পাঠ করতে হবে। যে নামাযে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করছেন আমরাও সে নামাযে তোমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করব। আর যেসব নামাযে নিরবে কিরাআত পাঠ করেছেন আমরাও তাতে নিরবে পাঠ করব। নামাযে তুমি যদি সূরা ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা না মিলাও তাতে নামায আদায় হয়ে যাবে। আর তুমি যদি তার সাথে কোন সূরা বাড়িয়ে পাঠ কর তবে তা উত্তম হবে।

অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা

٤٣٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ:﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ. (بخارى:٧٧٣)

৪৩৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারের দিকে রওনা হলেন। এ সময় শয়তানদের (দুষ্ট জিনদের) জন্য আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের উপর তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হত। শয়তানেরা তাদের গোত্রের কাছে ফিরে আসলে তারা বললঃ তোমাদের কি হল? উত্তরে তারা বললঃ আমাদের ও আকাশের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা হয়েছে এবং আমাদের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা শুরু হয়েছে। তারা বললঃ নিশ্চয়ই কোন বিরাট ঘটনা তোমাদের ও আকাশের সংবাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পরিভ্রমণ করে দেখ কিসে তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে? তাই তারা অনুসন্ধানে বের হল। তাদের যে দলটি তিহামার দিকে বের হয়ে ছিল তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছে গেল। তখন

তিনি উকাযের বাজারের দিকে যাত্রা করে নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করে সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে জিনেরা সেদিকে মনোনিবেশ করল। তারা বললঃ আল্লাহর শপথ! এটিই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। ঐ খান থেকেই তারা তাদের জাতির কাছে ফেরত গিয়ে বললঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। (সূরা জিনঃ ১-২) তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উপর (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ) তথা সূরা জিন নাযিল করেন এবং জিনদের কথোপকথন তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়।

٤٣٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

৪৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে নামাযে নবী (ﷺ) কে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করতে বলা হয়েছে সে নামাযে তিনি উচ্চৈস্বরে কিরাআত পাঠ করেন। আর যে নামাযে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করতে বলা হয়েছে সেখানে তিনি চুপে চুপে পড়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ "তোমার প্রভু ভুল করেন না"। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।

অধ্যায়ঃ নামাযের একই রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা, নামাযে সূরার শেষ আয়াত পাঠ করা, কুরআন মজীদের সূরাগুলো যেভাবে বিন্যস্ত করা আছে নামাযে কিরাআত পাঠ করার সময় সে বিন্যাস রক্ষা না করা এবং সূরার প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করা

٤٤٠ــ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ: أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

৪৪০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে আগমণ করে বললঃ আজ রাতে আমি এক রাকআতে মুফাস্সালের সমস্ত সূরা পাঠ করেছি। ইবনে মাসউদ বললেনঃ দ্রুত গতিতে যেভাবে কবিতা আবৃত্তি করা হয় তুমি কি সেভাবে পড়েছ? আমি পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ এমন অনেক সূরা সম্পর্কে অবগত আছি যেগুলোর দু'টোকে একসাথে মিলিয়ে নবী (ﷺ) নামাযে পাঠ করতেন। এ কথা বলে তিনি মুফাস্সাল (দীর্ঘ সূরা) থেকে বিশটি সূরার নাম উল্লেখ করলেন। নবী (ﷺ) সেগুলো থেকে দু'টো করে সূরা প্রত্যেক রাকআতে পাঠ করতেন।

টিকাঃ সূরা কাফ থেকে শুরু করে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সকল সূরাকে মুফাস্সাল বলা হয়।

অধ্যায়ঃ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষের দু'রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করা

٤٤١ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ

৪৪১) আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যোহরের নামাযের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর আরো দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর পরের দু'রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন। তিনি কখনও কখনও আমাদেরকে আয়াত শুনাতেন। প্রথম রাকআতে তিনি কিরাআত যতটুকু লম্বা করতেন দ্বিতীয় রাকআতে তা করতেন না। আসর নামাযে এবং ফজর নামাযে তিনি এরকমই করতেন।

অধ্যায়ঃ ইমামের উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা

٤٤٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

৪৪২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ইমাম যখন আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশ্‌তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

অধ্যায়ঃ আমীন বলার ফজীলত

٤٤٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

৪৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে আমীন বলে তখন ফেরেশতাগণও আকাশে আমীন বলেন। উভয় দলের আমীন বলা পরস্পর মিলিত হলে আমীন উচ্চারণকারীর পূর্বের জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকূ করা প্রসঙ্গে

٤٤٤ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ». (بخارى:٧٨٣)

৪৪৪) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা তিনি নবী (ﷺ)-এর নিকট এমন সময় পৌছলেন যখন তিনি রুকূতে ছিলেন। তাই তিনি কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ করে নিলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলেন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিন। তুমি এরূপ আর কখনও করোনা।

অধ্যায়ঃ রুকূতে পূর্ণভাবে তাকবীর বলা

٤٤٥ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ ﷺ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ. (بخارى:٧٨٤)

৪৪৫) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা বসরা নগরীতে আলী বিন আবু তালেব (রাঃ)এর সাথে নামায আদায় করেছেন। নামায শেষে ইমরান বলতে লাগলেনঃ এই লোকটি আমাদেরকে ঐ ভাবে নামায আদায় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যেভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আদায় করতাম। ইমরান বিন হুসাইন আরো উল্লেখ করলেনঃ নবী (ﷺ) যখন রুকূতে যেতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন।

অধ্যায়ঃ সেজদা হতে উঠার সময় তাকবীর বলা

٤٤٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (بخارى:٧٨٩)

৪৪৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন রুকূতে যেতেন তখনও তাকবীর বলতেন। আর যখন রুকূ হতে পিঠ সোজা করতেন তখন বলতেন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতেনঃ রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'।

অধ্যায়ঃ রুকূতে থাকা অবস্থায় হাঁটুর উপর হাত রাখা

٤٤٧ــ عَنْ سَعْدِ بن أبي وقاص ﷺ أنه صَلَّى إِلَى جَنْبِهِ ابنه مصعب قال فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ. (بخارى:٧٩٠)

৪৪৭) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলে মুসআব নামায আদায় করলেন। মুসআব বলেনঃ আমি উভয় হাত একত্রিত করে দু'রানের মাঝখানে রাখলাম। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেনঃ আমরাও প্রথমে এরকম করতাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাদেরকে হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদেশ করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ রুকূতে থাকাবস্থায় পিঠ সোজা রাখা এবং তাতে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা

٤٤٨ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. (بخارى:٧٩٢)

৪৪৮) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুকূ, তাঁর সেজদা, দু'সেজদার মাঝখানে তাঁর বসা এবং রুকূ হতে উঠার পর বিরতির সময় প্রায় সমপরিমাণ ছিল। তবে কিরাআত পড়ার জন্য দাঁড়ানো এবং তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসার সময় তুলানামূলক লম্বা হত।

অধ্যায়ঃ রুকূর দু'আ

٤٤٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». (بخارى:٧٩٤)

৪৪৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) রুকূ এবং সিজদায় এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।"হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু। প্রশংসার সহিত আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

টিকাঃ আয়েশা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) কুরআনের উপর আমল করতে গিয়ে এ দু'আ পাঠ করতেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলার ফজীলত

٤٥١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (بخارى:٧٩٦)

৪৫০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ইমাম যখন নামাযে রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তখন তোমরা বলঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ। কেননা যার এ কথা ফেরেশতাদের এ কথার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

টিকাঃ জেনে রাখা উচিৎ, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে। উপরে বর্ণিত ৪৪৬ নং হাদীছ এবং অত্র হাদীছ একত্রিত করলে বিষয়টি অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

অধ্যায়ঃ

٤٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

৪৫১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় নামায আদায় করে থাকি। আবু হুরায়রা (রাঃ) যোহর, ইশা এবং ফজরের নামাযের শেষ রাকআতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন। তাতে তিনি মুমিনদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফেরদের উপর লা'নত করতেন।

٤٥٢-عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. (بخارى:٧٩٨)

৪৫২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দু'আয়ে কুনূত মাগরিব ও ফজরের নামাযে পড়া হত।

٤٥٣ــ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ»؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ». (بخارى:٧٩٩)

৪৫৩) রিফাআহ্ বিন রাফে' যুরাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ছিলাম। রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন তখন তাঁর পেছনের এক ব্যক্তি বললঃ 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ হামদান্ কাছিরান তায়্যেবান মুবারাকান্ ফীহ্'। নামায শেষে নবী (ﷺ) বললেনঃ কে এই কথাটি বলেছে? উক্ত ব্যক্তি বললঃ আমি। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি দেখলাম ত্রিশের অধিক ফেরেশতা এ কথাটি সর্বাগ্রে লিখার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে।

অধ্যায়ঃ রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ানো

٤٥٤ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ.(بخارى:٨٠٠)

৪৫৪) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ)-এর নামাযের পদ্ধতি আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করতেন। সুতরাং তিনি নামাযে দাঁড়াতেন। তিনি রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এতক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি হয়ত সিজদায় যেতে ভুলে গেছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সিজদায় যাবে

٤٥٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. (بخارى:٨٠٤)

৪৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং বলতেন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ' তখন কতিপয় লোকের নাম উচ্চারণ করে তাদের জন্য দু'আ করতেন। তিনি দু'আয় বলতেনঃ হে আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ, সালামা বিন হিশাম, আইয়্যাশ বিন আবী রাবীআ এবং দুর্বল অসহায় মু'মিনদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত কর।

হে আল্লাহ! মুযার গোত্রকে তুমি শক্তভাবে পাকড়াও কর। ইউসূফ (আঃ)এর যামানার দুর্ভিক্ষের অনুরূপ দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চাপিয়ে দাও। সে সময় পূর্বাঞ্চলের মুযার গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধীতায় লিপ্ত ছিল।

অধ্যায়ঃ সিজদার ফজীলত

٤٥٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ»؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ»؟ قَالُوا: لا. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ، فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلا الرُّسُلُ، وَكَلامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ

تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولا الْجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبِلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلا قَوْلَهُ: «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ: «لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ».

(بخاری:٦٥٧٣)

৪৫৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, লোকেরা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে নবী (ﷺ) বললেনঃ মেঘহীন পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ দেখার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ হয় কি? তাঁরা বললেনঃ না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি পুনরায় বললেনঃ মেঘহীন আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ হয় কি? তাঁরা বললেনঃ না। তিনি বললেনঃ তোমরা এমনিভাবে তাঁকে অর্থাৎ তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ দুনিয়াতে যে যার ইবাদত করত সে যেন তার সাথে যায়। তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করে চলবে, কেউ চলবে চন্দ্রের পিছনে এবং কেউ চলবে তাগূতের পিছনে। অবশিষ্ট থাকবে এই উম্মাত। তাদের সাথে থাকবে উম্মাতের মুনাফেকরাও। আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন এবং বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রভু। তারা বলবেঃ আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আমাদের প্রভু আসলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব। (প্রথমবার আল্লাহ তাআলা তাঁর আসল পরিচয়ে আসবেন না বলে তারা এ কথা বলবে) অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর আসল পরিচয়ে সবার সামনে আগমণ করে বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবেঃ আপনি আমাদের প্রভু। আল্লাহ তাদেরকে ডাকবেন। অতঃপর জাহান্নামের উপর পুলসীরাত স্থাপন করা হবে। তখন রাসূলদের মধ্যে হতে আমিই সর্বপ্রথম স্বীয় উম্মাত নিয়ে পুলসীরাত পার হব।

সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত কেউ কথা বলার সাহস পাবেনা। সেদিন রাসূলগণও শুধু একটি কথাই বলবেনঃ আল্লাহুম্মা সাল্লিম! সাল্লিম! "আল্লাহ নিরাপদ রাখুন! নিরাপদ রাখুন!" আর জাহান্নামে থাকবে সা'দানের কাঁটার মত আঁকুড়া। তোমরা কি কখনও সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তাঁরা বললঃ হ্যাঁ, দেখেছি। আঁকুড়াগুলো সা'দান কাঁটার মতই হবে। কিন্তু তা কত বড় হবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কাঁটাগুলো মানুষের আমল অনুযায়ী টেনে নিবে বা ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। কাউকে খারাপ আমলের কারণে ধ্বংস করা হবে। আবার কাউকে জখম করা হবে এবং পরবর্তীতে সে মুক্তি পাবে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত জাহান্নামীদের উপর রহম করতে ইচ্ছা করবেন তখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন, তাঁরা যেন ঐ সমস্ত লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনেন, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করত। ফেরেশতাগণ তাদেরকে সিজদার আলামত দেখে চিনতে পেরে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সিজদার স্থান দগ্ধ করা জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করেছেন। তারা জাহান্নাম হতে বের হবে। সিজদার স্থান ব্যতীত বনী আদমের শরীরের সকল অংশই আগুনে খেয়ে ফেলবে। তাই তারা জাহান্নাম থেকে কয়লার মত কালো বর্ণ ধারণ করে বের হবে। তখন তাদের উপরে আবে হায়াত তথা সঞ্জীবনী পানি ঢালা হবে। বন্যার পানিতে ভাসমান ফেনার (আবর্জনার) উপরে যেমনভাবে বীজ থেকে তৃণলতা গজিয়ে উঠে তেমনিভাবে তারা সেখানে গজিয়ে উঠবে। অর্থাৎ তারা নবজীবন লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে একজন লোক থেকে যাবে। সেই হবে জাহান্নামীদের মধ্যে হতে জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ লোক। তার চেহারাটি সে সময় থাকবে জাহান্নামের দিকে। সে বলতে থাকবেঃ হে আল্লাহ! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিন। উহার বাতাস আমাকে বিষাক্ত করে দিয়েছে এবং উহার লেলিহান অগ্নিশিখা আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তখন বলবেনঃ তোমার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলে এমন তো হবেনা যে, তুমি উহা ছাড়া আরো কিছু প্রার্থনা করবে? সে বলবেঃ আপনার ইজ্জত ও মর্যাদার শপথ! আমি আর কিছু চাইবোনা। অতঃপর সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা মোতাবেক অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। জান্নাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও শ্যামলতা দেখতে পাবে। আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ সে নিঃরব থাকবে। অতঃপর সে বলবেঃ হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করে দিন। আল্লাহ তখন বলবেনঃ তুমি কি আমাকে এই মর্মে অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করো নি যে, ইতিপূর্বে যা প্রার্থনা করেছিলে তাছাড়া অন্য কিছু চাইবেনা? সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা হতে চাইনা। আল্লাহ তখন বলবেনঃ তোমার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলে এমন তো হবেনা যে, তুমি উহা ছাড়া আরো কিছু প্রার্থনা করবে? সে বলবেঃ আপনার ইজ্জত ও মর্যাদার শপথ! আমি উহা ছাড়া আর কিছুই চাইবনা। অতঃপর সে তার প্রভুর ইচ্ছা মোতাবেক অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। জান্নাতের দরজার নিকটে গিয়ে সে জান্নাতের প্রাচুর্য, শ্যামলতা ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। অতঃপর আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকার পর বলবেঃ হে প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তখন বলবেনঃ হে বনী আদম! আফসোস তোমার জন্য (অকল্যাণ হোক তোমার)!

তুমি কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি এই মর্মে অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করোনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার বাইরে অন্য কিছু প্রার্থনা করবেনা? সে বলবেঃ হে প্রভু! আমাকে আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য করবেন না। তার কথায় আল্লাহ হাসবেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেনঃ তোমার মন যা চায় তা কামনা কর। সে কামনা করতে থাকবে। এমনকি তার কামনা ও আকাঙ্খা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন মহান আল্লাহ তাকে বলবেনঃ তুমি এগুলো থেকে এবং ঐ এগুলো থেকে আরও বাড়িয়ে চাও। ঐ বিষয়গুলো তার প্রভু তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। পরিশেষে তার সমুদয় আশা-আকাঙ্খা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ এ পর্যন্ত তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ আরেকগুণ বেশী দেয়া হবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)কে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানে বলেছেনঃ আল্লাহ বলবেনঃ তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার সাথে আরও দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে কেবল এ কথাটিই স্মরণ রেখেছি যে, তিনি বলেছেনঃ এ পর্যন্ত তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ আরেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে।

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার সাথে আরো দশগুণ দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা

٤٥٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا فِي رواية قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ»

৪৫৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আমাকে সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (১) কপালের উপর। তিনি নাকের দিকেও ইঙ্গিত করে দেখালেন। (২) দুই হাত (৩) দুই হাঁটু (৪) দু'পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ। আমাদেরকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন নামাযে কাপড় কিংবা মাথার চুল আটকিয়ে বা ভাজ করে না রাখি।

অধ্যায়ঃ দুই সিজদার মাঝখানে অবস্থান করা

٤٥٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ. وباقي الحديث تقدم.

(بخاری:٨٢١)

৪৫৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কে আমি যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি কোন প্রকার কম-বেশী না করে তোমাদেরকে নিয়ে সেভাবেই নামায পড়ব। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

টিকাঃ হাদীছের অন্যতম রাবী ছাবেত বলেনঃ আনাস বিন মালেক নামাযে এমন কিছু করতেন যা তোমাদেরকে করতে দেখি না। রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এতক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, লোকেরা মনে করত তিনি হয়ত সিজদায় যেতে ভুলে গেছেন এবং দু'সিজদার মাঝেও তিনি এতটা সময় কাটাতেন যাতে লোকেরা মনে করত তিনি হয়ত সিজদা হতে মাথা উঠানোর কথা ভুলে গেছেন।

অধ্যায়ঃ সিজদা অবস্থায় যমীনে দু'বাহু বিছিয়ে দিবেনা

٤٥٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَيَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». (بخارى:٨٢٢)

৪৫৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা সঠিকভাবে সিজদা কর অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য বজায় রাখো। তোমাদের কেউ যেন সিজদা অবস্থায় কুকুরের মত উভয় বাহু যমিনে বিছিয়ে না দেয়।

অধ্যায়ঃ নামাযের বেজোড় রাকআতে সিজদা থেকে উঠার পর সামান্য সময় বসে তারপর উঠে দাঁড়ানো

٤٦٠ــ عن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. (بخارى:٨٢٣)

৪৬০) মালেক বিন হুয়াইরিছ লাইছী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে নামায আদায় করতে দেখেছেন। তিনি যখন নামাযের বেজোড় রাকআতে থাকতেন তখন সোজা হয়ে না বসে উঠে দাঁড়াতেন না।

টিকাঃ এ হাদীছে জালসায়ে ইস্তেরাহার বর্ণনা এসেছে। নামাযে জালসায়ে ইস্তেরাহা করা সুন্নাত। নামাযের প্রথম এবং তৃতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠানোর পর এবং পরবর্তী রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে সামান্য বসাকে জালসায়ে ইস্তেরাহা বলা হয়।

অধ্যায়ঃ দুই সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলবে

٤٦١ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى، فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. (بخارى:٨٢٥)

৪৬১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা নামাযের ইমামতি করলেন। তিনি প্রথম সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময়, সিজদায় যাওয়ার সময়, দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় এবং দু'রাকআত নামায পড়ে (তাশাহ্হুদের পর) তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর সময় উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এরূপই করতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ তাশাহ্হুদে বসার তরীকা

٤٦٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، وَأَنَّه رَأَى وَلَدَهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لا تَحْمِلاَنِي. (بخارى:٨٢٧)

৪৬২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নামাযে (তাশাহ্হুদে) বসার সময় চার জানু হয়ে (এক পায়ের উপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে) বসতেন। তিনি তাঁর ছেলেকেও এরূপ করতে দেখে তা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ নামাযে (তাশাহ্হুদে) বসার সুন্নাতী তরীকা হল তুমি ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দিবে। তাঁর ছেলে বললঃ আপনিও যে এরূপ করে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমার পা দু'টি আমার শরীরের

ভার বহন করতে পারেনা।

٤٦٣ــ عَنْ أَبِي حُمَيْد السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. (بخارى:٨٢٨)

৪৬৩) আবু হামীদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছি। একদা আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি যখন তাকবীর বললেন তখন উভয় কাঁধ বরাবর দু'হাত উত্তোলন করলেন এবং যখন রুকূতে গেলেন তখন দু'হাত হাঁটুতে শক্তভাবে স্থাপন করলেন। অতঃপর তিনি কোমর বাঁকা করে পিঠকে লম্বাভাবে ঝুঁকিয়ে দিলেন (পিঠকে ধনুকের মত বাঁকা করে রাখেন নি এবং সোজা করেও রাখেন নি)। যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠালেন তখন সোজা হয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যে, মেরুদন্ডের প্রত্যেকটি হাড্ডি স্ব-স্ব স্থানে ফেরত গেল। সিজদায় গিয়ে তিনি উভয় হাতকে মাটিতে রাখলেন তখন মাটিতে হাত বিছিয়ে দেন নি এবং গুটিয়েও রাখেন নি। (উভয় বাহুকে পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখেন নি এবং কুকুরের ন্যায় বিছিয়েও রাখেন নি) উভয় পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ কিবলার দিকে রাখলেন। দু'রাকআত পড়ে যখন তিনি বসলেন তখন ডান পা খাড়া করে রেখে বাম পায়ের উপর বসলেন। শেষ রাকআতে বসার সময় তিনি বাম পা ডান দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং ডান পা খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসলেন।

টিকাঃ হাদীছ থেকে জানা গেল যে, দুই বৈঠক বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে তাওয়ার্‌রুক করা (নিতম্বের উপর বসা) সুন্নাত। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা নাসাঈর বিশুদ্ধ হাদীছে এসেছে।

অধ্যায়ঃ যারা প্রথম তাশাহ্হুদ ওয়াজিব মনে করেন না

٤٦٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. (بخارى:٨٢٩)

৪৬৪) আব্দুল্লাহ বিন বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) তাদেরকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। প্রথম দু'রাকআত পড়ে না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন লোকেরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তিনি বসেই তাকবীর দিলেন এবং সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন।

টিকাঃ ইমাম বুখারী এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, প্রথম তাশাহ্হুদ ফরয নয়। যদি ফরয হত তাহলে তিনি অবশ্যই তা পুনরাবৃত্তি করতেন। তবে অন্যান্য বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, প্রথম তাশাহ্হুদ ওয়াজিব। ভুল বশতঃ তা ছুটে গেলে সাহ সিজদার মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

অধ্যায়ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া

٤٦٥ ـــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». (بخارى:٨٣١)

৪৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতাম তখন বলতাম আস্‌সালামু আলা জিবরীলা ওয়া মীকাঈলা এবং অমুকের উপর সালাম অমুকের উপর সালাম। (একদিন আমরা যখন নামাযে এরূপ বললাম তখন) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ আল্লাহ নিজেই তো সালাম। তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করবে তখন বলবেঃ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

"সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত সমূহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তোমরা যখন এ দু'আ পাঠ করবে তখন আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে তা পৌছে যাবে। সে আসমান ও যমীনের যেখানেই থাকুক।

অধ্যায়ঃ সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'আ করা

٤٦٦ـــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». (بخارى:٨٣٢)

৪৬৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি হতে, মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে, জীবনের ও মরণ কালীন ফিতনা হতে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি গুনাহর কাজ ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে। এ সব শুনে এক ব্যক্তি বললঃ আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে অনেকবার আশ্রয় প্রার্থনা করছেন! এ কথা শুনে নবী (ﷺ) বললেনঃ কোন ব্যক্তি যখন

ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গিকার করলে তা ভঙ্গ করে।

٤٦٧ــ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي. قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» (بخارى:٨٣٤)

৪৬৭) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেনঃ আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা আমি নামাযের মধ্যে পাঠ করব। তখন তিনি বললেনঃ তুমি এই দু'আটি পাঠ করবেঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

"হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি অনেক জুলুম করেছি। আপনি ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই। আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হতে ক্ষমা করুন। আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়"।

অধ্যায়ঃ তাশাহুদের পর পছন্দ অনুযায়ী দু'আ করবে

٤٦٨ــ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ تَقَدَّمَ قَرِيباً وَقَالَ فِي هذه الرواية بعد قوله: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو». (بخارى:٨٣٥)

৪৬৮) নামাযে তাশাহ্হুদ পাঠের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর হাদীছ একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় শুধুঃ

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"- উপরোক্ত অংশ পড়ার পর এতটুকু বৃদ্ধি করেছেনঃ অতঃপর যে দু'আটি তার কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় তা নির্বাচন করে পাঠ করবে।

অধ্যায়ঃ সালাম ফিরানো

٤٦٩ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. (بخارى:٨٣٧)

৪৬৯) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাম ফিরাতেন তখন মহিলাগণ সালাম ফিরানোর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। কিন্তু নবী (ﷺ) দাঁড়ানোর পূর্বে সামান্য সময় বসে অবস্থান করতেন।

অধ্যায়ঃ ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে

٤٧٠ ــ عَنْ عِتْبَانَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. (بخارى:٨٣٨)

৪৭০) ইতবান বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে নামায আদায় করলাম। তিনি যখন সালাম ফিরালেন তখন আমরাও সালাম ফিরালাম।

টিকাঃ ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরানোর অর্থ এই যে, মুক্তাদীগণ ইমামের সালামের

অনুসরণ করে সালাম ফিরাবে। দেরী করবে না। তাড়াহুড়াও করবেনা। বরং ইমাম সাহেব উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম ফিরাবে।

অধ্যায়ঃ নামায শেষে যিকির

٤٧١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. (بخارى:٨٤١)

৪৭১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ফরয নামাযের পর উচ্চস্বরে যিকির করার নিয়ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় চালু ছিল। ইবনে আব্বাস বলেনঃ যিকিরের আওয়াজ শুনে আমি লোকদের নামাযের সমাপ্তি অনুভব করতাম।

টিকাঃ এখানে যিকির বলতে ফরয নামাযের পর অন্যান্য মাসনুন যিকির উদ্দেশ্য। যা তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। এ থেকে একদিকে যেমন ফরয নামাযের পর সুন্নাতী আমল প্রমাণিত হচ্ছে, অপর দিকে বিদআতী আমলের প্রতিবাদ হচ্ছে। অর্থাৎ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী ফরয নামাযের সালামের পর যিকির পাঠ করা সুন্নাত। পক্ষান্তরে মাসনুন যিকির বাদ দিয়ে সবাই মিলে হাত তুলে মুনাজাত দেয়া বিদআত। তবে মাসনুন যিকির পাঠ করার পর কেউ যদি একা হাত তুলে মুনাজাত করে তাতে কোন দোষ নেই।

٤٧٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ،وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: «أَلا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ». قَالَ الراوي: فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا، فَقَالَ: بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: تَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ»

৪৭২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দরীদ্র লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে বললঃ ধন-সম্পদের অধিকারীগণ উচ্চ মর্যাদা এবং চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জন করে নিয়েছে। আমাদের ন্যায় তারাও নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে। তাদের রয়েছে অতিরিক্ত সম্পদ। তা দিয়ে তারা হজ্জ পালন করে, উমরা করে, জেহাদে অংশ গ্রহণ করে এবং সাদকাহ করে। এ সব কথা শুনে নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে দিবনা? যার উপর আমল করলে নেক কাজে তোমরা অগ্রগামীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারবে এবং তোমাদের পরে অন্য কেউ তোমাদের সমপর্যায়ে পৌছতে পারবে না। আর তোমাদের সমকক্ষ লোকদের মধ্যে তোমরা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। তবে ঐ ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে অনুরূপ আমল করবে। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, তেত্রিশবার আল-হাম্দুলিল্লাহ পাঠ করবে, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।

হাদীছের বর্ণনাকারী বলেনঃ আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হল। আমাদের কেউ বললঃ তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, তেত্রিশবার আল-হাম্দুলিল্লাহ পাঠ করবে, চৌত্রিশবার

আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে আমাদের মতবিরোধের কথা জানালাম এবং সঠিক কথাটি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ, আল-হাম্দুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

٤٧٣ــ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». (بخارى:٨٤٤)

৪৭৩) মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পাঠ করতেনঃ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

"এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। মালিকানা তাঁরই সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। সকল বিষয়ের উপর তিনি ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তার রোধকারী কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানকে তার মর্যাদা (ধনীকে তার ধন-সম্পদ) আপনার নিকট কোন উপকার করতে পারবে না। (সৎ আমলই কেবল তার উপকারে আসতে পারে)

টিকাঃ কিয়ামতের দিন ঈমান ও সৎ আমলই মানুষের উপকারে আসবে। ধনীর ধন ও মর্যাবানের মর্যাদা আল্লাহর শাস্তি প্রতিহত করতে পারবেনা।

অধ্যায়ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবে

٤٧٤ــ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (بخارى:٨٤٥)

৪৭৪) সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন কোন নামায আদায় করতেন তখন (সালাম ফেরানোর পর) আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন।

٤٧٥ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ»؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». (بخارى:٨٤٦)

৪৭৫) যায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) হুদায়বিয়াতে রাতে বৃষ্টির পর ভোরে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ তোমরা কি জান তোমাদের মহাপরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান প্রভু কি বলেছেন? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ বলেছেনঃ আজকে আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু লোক মু'মিন এবং কিছু লোক কাফের হয়ে গেল। যে বললঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি সে আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকারাজির (প্রভাবের) বিরোধিতাকারী। আর যে বললঃ অমুক

অমুক তারকার কারণে আমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি সে আমার প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারী এবং তারকারাজির (প্রভাবের) উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।

অধ্যায়ঃ ইমাম নামায আদায় করার পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে করে মানুষদেরকে ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে গেলে

٤٧٦ ــ عَنْ عُقْبَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ». (بخارى:٨٥١)

৪৭৬) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা মদীনাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে আসরের নামায আদায় করলাম। সালাম ফিরিয়ে তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে তাঁর স্ত্রীদের কোন একটি কামরায় প্রবেশ করলেন। তাঁর তাড়াহুড়া দেখে লোকেরা শঙ্কাবোধ করল। কিছুক্ষণ পর তিনি লোকদের নিকট বের হয়ে এসে দেখলেন যে, তারা তাঁর তাড়াহুড়া দেখে আশ্চর্যবোধ করছে। তখন তিনি বললেনঃ আমার রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ল। আমি অপছন্দ করলাম যে, এই স্বর্ণ আমাকে আল্লাহর স্মরণ হতে বাধা প্রদান করুক। এ জন্যই আমি উহা বন্টন করে দেয়ার আদেশ দিয়ে আসলাম।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল ফরয নামায শেষে ইমামের জন্য স্বীয় স্থানে বসে থাকা জরুরী নয়। প্রয়োজনের স্বার্থে তিনি সালাম ফিরানোর পরই স্থান ত্যাগ করতে পারেন।

অধ্যায়ঃ সালাম ফেরানোর পর ডান দিক থেকে অথবা বাম দিক থেকে ঘুরে বসা

٤٧٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: لاَيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. (بخارى:٨٥٢)

৪৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার নামাযের কোন অংশ শয়তানের জন্য নির্ধারণ না করে এভাবে যে, সে মনে করবে, নামায শেষে অবশ্যই ডান দিক থেকে ঘুরে বসতে হবে। আমি নবী (ﷺ) কে নামায শেষে অনেকবার বাম দিক থেকে ঘুরে বসতে দেখেছি।

টিকাঃ মোটকথা কোন বৈধ জিনিষকে ওয়াজিব হিসাবে নির্ধারণ করা শয়তানের প্ররোচনাতেই হয়ে থাকে। নামায শেষে ইমাম তাঁর ডান বা বাম দিকের যে কোন এক দিক থেকে ঘুরে মুক্তাদীগণের দিকে মুখ করে বসতে পারে। কেউ যদি মনে করে অবশ্যই ডান দিক থেকে ঘুরতে হবে, তবে এটাই হবে নামাযের কোন অংশে শয়তানকে অংশীদার করার শামিল। কারণ বাম দিক থেকে ঘুরে বসার কথাও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি উপরে বর্ণিত হাদীছ থেকেও বুঝা যায়।

অধ্যায়ঃ কাঁচা পেয়াজ, রসুন এবং দুর্গন্ধযুক্ত সব্জির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

٤٧٨ــ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ-يُرِيدُ الثُّومَ-فَلا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا». قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلاَّ نِيئَهُ. وقِيلَ: إِلاَّ نَتْنَهُ

৪৭৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি এ বৃক্ষ থেকে কিছু

(রসুন) খেল সে যেন আমাদের সাথে আমাদের মসজিদে মিলিত না হয়। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহকে বললামঃ তিনি এর দ্বারা কি বুঝাচ্ছেন? উত্তরে জাবের বলেনঃ আমার ধারণা এর দ্বারা নবী (ﷺ) কাঁচা রসুন উদ্দেশ্য করেছেন। এও বলা হয় যে, দুর্গন্ধযুক্ত বৃক্ষ দ্বারা কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুনের দুর্গন্ধকে বুঝানো হয়েছে।

٤٧٩ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا». أَوْ قَالَ: «فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا». إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي»

৪৭৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসুন অথবা (কাঁচা) পেঁয়াজ খেল সে যেন আমাদের থেকে দূরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং সে যেন স্বীয় ঘরে বসে থাকে। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি পাত্র আনয়ন করা হল। তাতে ছিল কিছু পাকানো সব্জি। তিনি তার খারাপ গন্ধ পেলেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে চাইলেন এতে কি রয়েছে। তাঁকে বলা হল, তাতে রয়েছে সব্জি। তখন তিনি তাঁর নিকটে অবস্থানকারী একজন সাহাবীকে দেখিয়ে বললেনঃ এগুলো তার কাছে নিয়ে যাও। কেননা সব্জি দেখে তিনি তা খেতে অপছন্দ করলেন এবং তাকে বললেনঃ তুমি খাও। কারণ আমি তাঁর সাথে কথা বলি যার সাথে তুমি কথা বলনা।

অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি সব্জি ভর্তি থালা আনয়ন করা হল।

অধ্যায়ঃ শিশুদের অযু করা

٤٨٠ ــ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ. (بخارى:٨٥٧)

৪৮০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) এমন একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যা গোরস্থানের অন্যান্য কবর থেকে পৃথক স্থানে অবস্থিত ছিল। তিনি কবরের উপর জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন। লোকেরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন।

টিকাঃ ইবনে আব্বাস তখন ছোট হওয়া সত্ত্বেও জানাযায় শরীক হয়েছেন। এতে বুঝা গেল শিশুরা যখন বুঝবান হবে তখন ঈদের নামায এবং জানাযার নামাযে শরীক হতে পারবে। নামাযে যেহেতু শরীক হবে তাই অযুও করতে হবে। শিশুদেরকে ছোট থেকেই সৎ আমলের প্রতি অভ্যস্ত করা পিতা-মাতার একান্ত কর্তব্য।

٤٨١ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

৪৮১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের উপর জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

٤٨٢ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ قَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ، أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى

النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلاَلٌ الْبَيْتَ. (بخارى:٨٦٣)

৪৮২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললঃ আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (ঈদগাহে)) বের হয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তাঁর সাথে যদি আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকত তাহলে সম্ভবতঃ বয়স কম হওয়ার কারণে আমি যেতে পারতামনা। কাছীর বিন সাল্‌তএর বাড়ীর কাছে যে নিশানাটি ছিল সেখানে এসে তিনি (নামায শেষে) খুতবা দিলেন। অতঃপর মহিলাদের কাছে আগমণ করে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং সাদকা করার আদেশ দিলেন। এতে প্রভাবিত হয়ে মহিলাগণ তাদের হাতগুলোকে আংটির দিকে বাড়াতে লাগলেন এবং তা খুলে বেলালের কাপড়ে রাখতে শুরু করলেন। পরিশেষে বেলাল (রাঃ) এবং নবী (ﷺ) বাড়ীতে ফিরলেন।

অধ্যায়ঃ রাতে ও অন্ধকারে মহিলাদের মসজিদে গমণ

٤٨٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ»

৪৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের স্ত্রীগণ যখন রাত্রিতে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইবে তখন তাদেরকে অনুমতি দাও।

টিকাঃ তবে ফিতনার (বেপর্দা চলাচলের) ভয় থাকলে তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না। জামে মসজিদে মহিলাদের পরিবেশ তৈরী করা ও জুমআর খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় উপস্থাপন করে তাদেরকে জ্ঞানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা মুসলিম সমাজের গুরু দায়িত্ব।

كتاب الجمعة

কিতাবুল জুমআ বা জুমআ পর্ব

অধ্যায়ঃ জুমআর নামায ফরয হওয়ার বিবরণ

٤٨٤ ــ عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ». (بخارى:٨٧٦)

৪৮৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, আমরা দুনিয়াতে সকলের পরে আগমণকারী, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা থাকব প্রথম সারিতে। তবে পার্থক্য এখানে যে তাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর এই দিনটি আল্লাহ তাদের উপর ফরয করেছিলেন। তারা এতে মতবিরোধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দিনটি পাওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে অন্যান্য লোকেরা এতে আমাদের অনুগামী। ইহুদীদের পবিত্র দিন হচ্ছে আমাদের একদিন পরে (শনিবার) আর নাসারাদের পবিত্র দিন হচ্ছে আরও একদিন পর (রোববার)।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা

٤٨٥ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ». (بخارى: ٨٨٠)

৪৮৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ কথার উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের উপর জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে মেসওয়াক করবে এবং সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে।

টিকাঃ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। তবে অন্যান্য হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবীগণ যখন ময়লা-আবর্জনা মিশ্রিত কাপড় পরিধান করে মসজিদে আসতেন তখন সূর্যের তাপে ও গরমে তাদের শরীর থেকে ঘাম ও দুর্গন্ধ বের হত। তাই নবী (ﷺ) তাদেরকে গোসলের আদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাদের অবস্থার উন্নতি হলে জুমআর দিন গোসল করার আবশ্যিকতা হালকা করে দেয়া হয়। ফলে অবস্থা ভেদে উভয় হুকুমই প্রনিধানযোগ্য।

অধ্যায়ঃ জুমআর ফজীলত

٤٨٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً،

فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

৪৮৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন পবিত্রতা অর্জনের গোসলের ন্যায় গোসল করল অতঃপর জুমআয় গমণ করল সে যেন একটি উট সাদকাহ করল, যে ব্যক্তি পরবর্তীক্ষণে গমণ করল সে একটি গাভী সাদকা করল, যে ব্যক্তি তৃতীয় প্রহরে গমণ করল সে একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা সাদকাহ করল, যে ব্যক্তি চতুর্থক্ষণে গমণ করল সে একটি মুরগী সাদকাহ করল আর যে ব্যক্তি পঞ্চমক্ষণে গমণ করল সে একটি ডিম সাদকাহ করার ছাওয়াব পেল। পরিশেষে যখন ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ আলোচনা শুনার জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে যান।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন তৈল ব্যবহার করা

٤٨٧ــ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِه، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِه ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». (بخارى:٨٨٣)

৪৮৭) সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে কোন ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করবে, নিজের তেল থেকে তেল ব্যবহার করবে অথবা স্বীয় ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করবে অতঃপর (নামাযের উদ্দেশ্যে) ঘর থেকে বের হবে এবং (মসজিদে উপবিষ্ট) দু'জনের মধ্যে ফাঁক করবেনা অতঃপর তাঁর ভাগ্যে লিখিত পরিমাণ নামায আদায় করল অতঃপর ইমাম খুৎবা শুরু করলে চুপ থাকবে তার সেই জুমআ এবং অন্য জুমআ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤٨٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قِيلَ له: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ». فَقَالَ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلا أَدْرِي.

৪৮৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে বলা হলঃ লোকেরা বলছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা জুমআর দিন গোসল কর এবং তোমাদের মাথা ধৌত কর যদি তোমরা অপবিত্র না হয়ে থাক। অতঃপর সুগন্ধি ব্যবহার কর। এই কথাগুলো শুনে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ গোসল সম্পর্কে আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি (তার নির্দেশ) ঠিক আছে। তবে সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে (তাঁর নির্দেশ) আমার জানা নেই।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করা

٤٨٩ــ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِه فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِه مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. (بخارى:٨٨٦)

৪৮৯) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি মসজিদে নববীর দরজার সামনে

এক জোড়া রেশমী কাপড় বিক্রয় হতে দেখে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! জুমআর দিন এবং আপনার কাছে যখন প্রতিনিধি দল আগমণ করবে তখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় পরিধান করার জন্য আপনি যদি এটি ক্রয় করতেন তাহলে খুব ভাল হত। তিনি বললেনঃ আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই তারাই কেবল এটি পরিধান করতে পারে। পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কয়েক জোড়া রেশমী কাপড় আসল। তা থেকে একজোড়া কাপড় উমার ইবনুল খাত্তাবকে দান করলেন। উমার (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন? অথচ উতারিদের রেশমী পোষাক সম্পর্কে আপনি কথা বলেছিলেন। (আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই তারাই কেবল এটি পরিধান করতে পারে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ আমি তোমাকে এটি পরিধান করার জন্য দেইনি। অতঃপর উমার (রাঃ) মক্কাতে তাঁর এক মুশরেক ভাইকে পরার জন্য দান করে দিলেন।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন মেসওয়াক করা

٤٩٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ»

৪৯০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি আমার উম্মাতের উপর অথবা মানুষের উপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাযের সময় তাদেরকে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٤٩١ ــ عن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ». (بخارى:٨٨٨)

৪৯১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে মেসওয়াক সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়েছি।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন ইমাম ফজরের নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করবে?

٤٩٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ، وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾. (بخارى:٨٩١)

৪৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) জুমআর দিন ফজরের নামাযে আস্-সিজদা এবং সূরা আল-ইনসান পাঠ করতেন।

অধ্যায়ঃ গ্রামে ও শহরে জুমআর নামায

٤٩٣ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (بخارى:٨٩٣)

৪৯৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (রাষ্ট্রপতি) জিজ্ঞাসিত হবে তার

রাজ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের সম্পর্কে, পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল। সে জিজ্ঞাসিত হবে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। সুতরাং সে জিজ্ঞাসিত হবে তার স্বামীর ঘরের দেখাশুনা সম্পর্কে। এমনি খাদেম তার মনিবের মালের দায়িত্বশীল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে মনিবের মালের দেখাশুনা করার ব্যাপারে। ইবনে উমার বলেনঃ আমার ধারণা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেনঃ একজন পুরুষ তার পিতার সম্পদের দায়িত্বশীল। সুতরাং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই তার অধিনস্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

অধ্যায়ঃ যার উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয় তার উপর কি জুমআর গোসল ওয়াজিব?

٤٩٤ــ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ» تقدم قريباً وزاد هنا فِي آخره: ثُمَّ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ». (بخارى:٨٩٧)

৪৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছঃ আমরা দুনিয়াতে পরে আগমণকারী, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা থাকব প্রথম সারিতে। যা একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে হাদীছের শেষাংশে শুধু এতটুকু বাড়িয়েছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রতি সাত দিনের মধ্যে (প্রতি সপ্তাহে) একদিন গোসল করা জরুরী। তাতে মাথা ও শরীর ধৌত করবে।

অধ্যায়ঃ কতদূর হতে জুমআর নামাযে আসতে হবে? কার উপর জুমআর নামায ওয়াজিব?

٤٩٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا». (بخارى: ٩٠٢)

৪৯৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকেরা তাদের বাড়ী ও (গ্রাম্য এলাকা) আওয়ালী হতে জুমআর নামায আদায় করার জন্য পালাক্রমে আগমণ করত। ধুলা-বালির মধ্যে দিয়ে আসার কারণে তাদের শরীর ধূলিমাখা ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তাই তাদের শরীর থেকে (দুর্গন্ধযুক্ত) ঘাম বের হত। একদা তাদের এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরেই ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা যদি আজকের এই (পবিত্র) দিনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে! (তাহলে কতইনা ভাল হত)

٤٩٦ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ» (بخارى:٩٠٣)

৪৯৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকেরা নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরাই করত। আর যখন তারা জুমআয় আসত তখন ঐ অবস্থাতেই চলে আসত। তখন তাদেরকে বলা হলঃ যদি তোমরা গোসল করতে! (তাহলে ভাল হত)

٤٩٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. (بخارى: ٩٠٥)

৪৯৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই জুমআর নামায আদায় করতেন।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন গরম বেড়ে গেলে

٤٩٨ــ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ.

৪৯৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন ঠান্ডা অধিক হত তখন নবী (ﷺ) বিলম্ব না করে প্রথম ওয়াক্তেই নামায পড়ে নিতেন। আর যখন গরম বেড়ে যেত তখন সূর্যের উত্তাপ কমে গেলে বিলম্ব করে নামায আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমআর নামায।

অধ্যায়ঃ জুমআর নামাযে গমণ করা

٤٩٩ ــ عن أَبِي عَبْسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى الْجُمُعَةِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». (بخارى:٩٠٧)

৪৯৯) আবু আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জুমআর নামাযে যাওয়ার পথে বলতে লাগলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির দু'পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমাখা হবে তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে উঠিয়ে তার স্থানে বসবেনা

٥٠٠ــ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قيل الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.(بخارى:٩١١)

৫০০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কোন মুসলিম ভাইকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে তথায় বসতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী নাফেকে জিজ্ঞেস করা হলঃ এটি কি শুধু জুমআর দিনের জন্য? উত্তরে তিনি বললেনঃ জুমআর দিন এবং অন্যান্য দিনের জন্য (একই হুকুম)।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিনের আযান

٥٠١ــ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﷺ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.(بخارى:٩١٢)

৫০১) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমার (রাঃ)এর যামানায় জুমআর দিন ইমাম যখন মিম্বারে বসতেন তখন প্রথম আযান দেয়া হত। উছমান (রাঃ) যখন খলীফা হলেন এবং লোকজনের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন তিনি যাওরা নামক স্থানে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করলেন।

টিকাঃ জুমআর আসল আযান হল যা ইমাম মিম্বারের উপর বসলে দেয়া হয়। এ হাদীছে জুমআর নামাযের ইকামতকে দ্বিতীয় আযান বলা হয়েছে। কারণ একামতের শব্দগুলো আযানের শব্দ হতেই নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে উছমান (রাঃ) যে আযান চালু করেছেন তাকে অত্র হাদীছের ভাষায় তৃতীয় আযান বলা হয়েছে। তা ছাড়া আযান ও একামতের উদ্দেশ্যও অভিন্ন। আজকাল এটিকেই প্রথম আযান বলা হয়।

উছমান (রাঃ) যে প্রয়োজনে এ আযানটি চালু করেছিলেন কোন ইসলামী সমাজে সে ধরণের প্রয়োজন বর্তমান থাকলে আযানটি চালু রাখাতে কোন অসুবিধা নেই।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন একজন মুআয্যিনের আযান দেয়া

٥٠٢- وَ عَنْهُ ﷺ فِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ. (بخارى:٩١٣)

৫০২) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একজনের বেশী মুআয্যিন ছিলেন না। আর জুমআর দিন আযান তখনই দেয়া হত যখন ইমাম মিম্বারের উপর বসতেন।

অধ্যায়ঃ মিম্বারের উপর বসে ইমাম জুমআর দিন আযানের উত্তর দিবেন

٥٠٣ ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ: أَنَّه جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يوم الجمعة، فلما أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ﷺ: وَأَنَا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ، حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي

৫০৩) মুআবীয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা জুমআর দিন মিম্বারের উপর বসলেন। মুআয্যিন আযান দেয়ার সময় যখন বললেনঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার তখন মুআবীয়া (রাঃ)ও বললেনঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আবার যখন মুআয্যিন বললেনঃ আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন মুআবীয়া বললেনঃ আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুআয্যিন যখন বললেনঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ্ তখন মুআবীয়া (রাঃ) বললেনঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ্। মুআয্যিন আযান শেষ করলে মুআবীয়া (রাঃ) বললেনঃ "হে লোক সকল! মুআয্যিন আযান দেয়ার সময় এ স্থানে বসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ঐ বাক্যগুলোই বলতে শুনেছি, যা তোমরা আমাকে বলতে শুনলে"।

অধ্যায়ঃ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে ইমাম খুতবা দিবেন

٥٠٤ ــ حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ فِي أمر الْمِنْبَرِ تَقَدَّمَ وَذِكْرُ صَلَاتِهِ الْقَهْقَرَى، وزاد فِي هذه: فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي». (بخارى:٩١٧)

৫০৪) মিম্বরে নামাযরত অবস্থায় পিছনে ফিরে আসা সম্পর্কে বর্ণিত সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ)এর হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, তারপর নামায শেষ করে মানুষের দিকে ফিরে বললেনঃ হে লোক সকল! আমি এ জন্য এরকম করেছি, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার এবং আমার নামায আদায় করার পদ্ধতি শিখে নাও।

টিকাঃ সাহ্ল বিন সা'দ হতে বর্ণিত হাদীছটি নিম্নরূপঃ

সাহ্ল বিন সা'দকে জিজ্ঞেস করা হল কোন্ জিনিস দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার নির্মাণ করা হয়েছিল? তিনি বললেনঃ লোকদের মধ্যে এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক অবগত আর কেউ নেই। সেটি ছিল বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা নির্মিত। অমুকের আযাদ করা দাস তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য নির্মাণ করেছিল। নির্মাণ শেষে যখন তা স্বস্থানে রাখা হল তখন তিনি সেটির উপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিলেন। লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়াল। নবী (ﷺ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করলেন এবং রুকূ করলেন।

লোকেরাও রুকূ করল। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে পেছনের দিকে সরে আসলেন এবং যমিনের উপর সেজদা করলেন। তারপর মিম্বারের উপর ফেরত গিয়ে পূর্বের ন্যায় কিরাআত পড়লেন এবং রুকূ করলেন। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে পেছনে ফেরত এসে যমিনে সিজদাহ করলেন। তারপর নামায শেষ করে মানুষের দিকে ফিরে বললেনঃ হে লোক সকল! আমি এরূপ এ জন্য করেছি, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার এবং আমার নামায আদায় করার পদ্ধতি শিক্ষা করে নিতে পার।

٥٠٥ــ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا وُضِعَ لَـهُ الْمِنْبَـرُ ،سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. (بخارى:٩١٨)

৫০৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি খুঁটি ছিল। নবী (ﷺ) এটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বার বানানো হল তখন খেজুর গাছের খুঁটি থেকে আমরা দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনতে পেলাম। নবী (ﷺ) মিম্বার থেকে নেমে এসে কান্ডের উপর হাত রাখলেন। (হাত রাখার পর সেটি থেমে গেল)

অধ্যায়ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা

٥٠٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَـا تَفْعَلُـونَ الآنَ.

৫০৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর মাঝখানে সামান্য সময় বসে পুনরায় দাঁড়াতেন যেমন তোমরা আজকাল করে থাক।

অধ্যায়ঃ খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর আম্মা বা'দ বলা

٥٠٧ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَـالاً، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَوَاللّٰهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَـعِ، وَأَكِـلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ». فَوَاللّٰهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِـي بِكَلِمَـةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. (بخارى: ٩٢٣)

৫০৭) আমর বিন তাগলিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু সম্পদ অথবা একজন বন্দী লোক আনয়ন করা হল। তিনি তা বন্টন করে দিলেন। কতক মানুষকে তিনি দিলেন আর কতক মানুষকে দেয়া থেকে বিরত থাকলেন। পরে নবী (ﷺ) জানতে পারলেন, যাদেরকে তিনি দেন নি তারা নারাজ হয়েছে। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেনঃ আম্মা বা'দ। আল্লাহর শপথ! আমি কাউকে দেই আবার কাউকে দেই না। যাকে আমি দেয়া থেকে বিরত থাকি সে আমার কাছে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রিয়, যাকে আমি দিয়ে থাকি। যাদের অন্তরে অধৈর্য এবং অস্থিরতা দেখতে পাই আমি কেবল তাদেরকেই দান করি। কিছু লোককে আমি ঐ অমূখাপেক্ষীতা এবং কল্যাণের উপর সোপর্দ করে দেই যা আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে সৃষ্টি

করে দিয়েছেন। আমর বিন তাগলিব তাদেরই একজন। আমর বিন তাগলিব বলেনঃ আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাক্যটির বিনিময়ে (আরবের সর্বোত্তম সম্পদ) লাল উট গ্রহণ করাও পছন্দ করিনা।

٥٠٨ــ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ»

৫০৮) আবু হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক রাত্রে নামাযের পর দাঁড়িয়ে নবী (ﷺ) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার যথাযোগ্য মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আম্মা বা'দ।

٥٠٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ، وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مُلَحَّفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ» فَثَابُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ، فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ»

৫০৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মিম্বারের উপর উঠে বসলেন। আর এটিই ছিল তাঁর সর্বশেষ মজলিস যাতে তিনি বসেছিলেন। তখন তাঁর কাঁধের উপর ছিল বড় একটি চাদর। মাথায় বাঁধা ছিল কালো একটি পট্রি। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার মহিমা বর্ণনা করার পর বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা আমার নিকটে এসো। তারা দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে একত্রিত হওয়ার পর তিনি বললেনঃ আম্মা বা'দ, শুনে রাখো! আনসার গোত্রের লোকদের সংখ্যা কমে যেতে থাকবে কিন্তু অন্যান্য মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি উম্মাতে মুহাম্মাদীর কোন বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে (শাসন কর্তৃত্ব) এবং স্বীয় অধিকার বলে কারো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা লাভ করবে সে যেন আনসারদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে নেয় এবং তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেয়।

টিকাঃ মদীনার আনসারগণ ইসলামের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার জন্য সর্বকালের প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ তাদেরকে সম্মান করা এবং অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালবাসা। অপর হাদীছে এসেছে আনসারদের ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন এবং তাদেরকে ঘৃণা করা মুনাফেকীর লক্ষণ।

অধ্যায়ঃ খুতবা অবস্থায় ইমাম যখন কোন লোককে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন তাকে দু'রাকআত নামায পড়ার আদেশ দিবেন

٥١٠ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ»؟ قَالَ: لا. قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»

৫১০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোন এক জুমআর দিন নবী (ﷺ) মসজিদে নববীতে মানুষের জন্য খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন একজন লোক আগমণ করল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেনঃ হে অমুক! তুমি কি নামায পড়েছ? সে বললঃ না। নবী (ﷺ) বললেনঃ উঠ

এবং দুই রাকআত নামায আদায় কর।

টিকাঃ নবী (ﷺ)-এর কথা, 'উঠ'- এ শব্দ থেকে বুঝা যায় লোকটি বসে পড়েছিল। তাই কাউকে মসজিদে প্রবেশ করলেই নামায পড়ার উপদেশ দেয়া যাবেনা। বরং নামায না পড়ে বসে যেতে দেখলে তা পড়ার নসীহত করা হবে।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন খুতবা অবস্থায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা

٥١١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ﷺ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا». فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ. (بخارى:٩٣٣)

৫১১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর যামানায় একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল। কোন জুমআর দিন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন অনাহারে মরছে। আমাদের জন্য দু'আ করুন। নবী (ﷺ) স্বীয় দু'হাত উঠালেন। তখন আকাশে আমরা এক খন্ড মেঘও দেখিনি। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তিনি উভয় হাত নামানোর পূর্বেই পাহাড়ের ন্যায় বড় বড় অনেকগুলা মেঘ খন্ড এসে একত্রিত হল। তিনি মিম্বার থেকে নামার পূর্বেই আমি দেখলাম তাঁর দাড়ি মোবারকের উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। ঐ দিন খুব বৃষ্টি হল, পরের দিনও বৃষ্টি হল, তার পরের দিনও। এমনকি পরের জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হতেই থাকল। পরের জুমআয় সেই গ্রাম্যলোকটি অথবা অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! বাড়ী-ঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তিনি উভয় হাত উঠিয়ে দু'আয় বলতে লাগলেনঃ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি বর্ষণ করুন), আমাদের উপরে নয়। তিনি মেঘ খন্ডগুলোর যেদিকেই ইঙ্গিত করতেন সেদিকের মেঘ কেটে যাচ্ছিল। বৃষ্টির ফলে গোটা মদীনা একটা জলাশয়ের আকার ধারণ করল এবং 'কানাত' উপত্যকার পানি একমাস যাবৎ প্রবাহিত হতে থাকল। মদীনার সকল প্রান্ত থেকেই এমন কোন লোক আসেনি যে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সংবাদ দেয়নি।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন ইমাম খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো

٥١٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ»

৫১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ জুমআর দিন ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকবেন তখন যদি তোমার পাশের ব্যক্তিকে বল চুপ থাক, তাহলে তুমি অনর্থক কাজ করলে।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিনের বিশেষ (দু'আ কবুলের) একটি সময়

٥١٣ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

৫১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা জুমআর দিনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ তাতে এমন একটি সময় রয়েছে সে সময়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামায অবস্থায় আল্লাহর কাছে কোন জিনিষ চায়, আল্লাহ তাকে উক্ত জিনিষ অবশ্যই প্রদান করেন। তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন ইমামকে রেখে কিছু লোক চলে গেলে

٥١٤ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾

৫১৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ কোন এক জুমআর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে নববীতে (জুমআর) নামায আদায় করছিলাম (নামাযের অপেক্ষায় ছিলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা শুনছিলাম)। এমন সময় পণ্যদ্রব্য বহন করে একটি বাণিজ্যিক (উটের) কাফেলা আগমণ করল। লোকেরা সেদিকে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র ১২জন লোক অবশিষ্ট ছিল। তখন আল্লাহ তাআলার এই বাণী নাযিল হয়ঃ

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾

"তারা যখন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং খেল-তামাশা দেখে তখন তোমাকে দাঁড়ানো রেখে সেদিকেই ছুটে যায়"। (সূরা জুমআঃ ১১)

টিকাঃ জুমআর দিন যদি হাদীছে বর্ণিত অনুরূপ কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে ইমামের সাথে যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদেরকে নিয়ে ইমাম নামায আদায় করে নিলে নামায বিশুদ্ধ হবে। এমন কি কতজন লোক হলে জুমআর সালাত আদায় করা যাবে তার কোন নির্ধারিত সংখ্যার পক্ষে সুসাব্যস্ত প্রমাণ নেই। জামাআতের সাথে নামায পড়তে গেলে যে কয়জন লোক দরকার সেই পরিমাণ, লোক হলেই জুমআ কায়েম করা যাবে।

অধ্যায়ঃ জুমআর নামাযের আগে ও পরে নামায পড়া

٥١٥ ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

৫১৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যোহরের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন এবং পরে দু'রাকআত নামায পড়তেন। মাগরিবের নামাযের পরে নবী (ﷺ) স্বীয় ঘরে দু'রাকআত নামায পড়তেন। তিনি জুমআর নামাযের পরে বাড়ীতে না ফিরে কোন নামায পড়তেন না। বাড়ীতে ফিরে তিনি দু'রাকআত নামায পড়তেন।

টিকাঃ কাবলাল জুমআ এবং বা'দাল জুমআ নামে নির্দিষ্ট সংখ্যার কোন নামাযের কথা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। জুমআ শুরু হওয়ার পূর্বে যত ইচ্ছা নফল পড়তে পারবে। তবে জুমআর নামাযের পর ঘরে ফিরে দু'রাকআত নামায আদায়ের কথা অত্র হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে পড়তে চাইলে চার রাকআত পড়বে, যা অন্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

كتاب:صلاة الخوف

সালাতুল খাওফ (ভয়কালীন) নামায

٥١٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْد، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.(بخارى:٩٤٢).

৫১৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (ﷺ)-এর সাথে নজদ এলাকার দিকে কোন এক যুদ্ধে বের হলাম। সেখানে গিয়ে আমরা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কাতারবন্দী হলাম। তখন নবী (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। একদল লোক তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়াল এবং অপর একটি দল শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যারা নবী (ﷺ)-এর সাথে নামাযে দাঁড়ালেন তাদেরকে নিয়ে তিনি একটি রুকূ করলেন এবং দু'টি সিজদা করলেন (এক রাকআত নামায আদায় করলেন)। নামায শেষে এই দলটি ঐ লোকদের স্থানে চলে গেল যারা এখনও নামায পড়েনি। তারা এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে যোগ দিলে তিনি তাদেরকে নিয়ে একটি রুকূ করলেন এবং দু'টি সিজদাহ করলেন (আর এক রাকআত নামায আদায় করলেন)। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর সকলেই দাঁড়িয়ে একটি করে রুকূ করলেন এবং দু'টি করে সিজদাহ করলেন। (বাকী এক রাকআত নামায আদায় করলেন)

অধ্যায়ঃ পায়ে হেঁটে ও আরোহী অবস্থায় ভয়কালীন নামায পড়া

٥١٧ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-في رواية- قال عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا

৫১৭) ইবনে উমার (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) বলেনঃ শত্রু সংখ্যা (ভয়) যদি অধিক হয় তাহলে পায়ে (হাঁটা অবস্থায়) দাঁড়িয়ে এবং আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করবে।

টিকাঃ শত্রু সংখ্যা যদি প্রচুর হয় এবং ভয় যদি এত বেশী হয় যে, পূর্বোক্ত নিয়মে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে চলন্ত অবস্থায় এবং আরোহী অবস্থায় অর্থাৎ যেভাবেই সম্ভব হয়, নামায আদায় করবে।

অধ্যায়ঃ শত্রুকে ধাওয়াকারী অবস্থায় এবং শত্রু কর্তৃক ধাওয়াকৃত হয়ে আরোহী অবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে নামায আদায় করা

٥١٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ». فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. (بخارى:٩٤٦)

৫১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধ হতে ফেরত এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বলেনঃ বনী কুরায়যায় না গিয়ে কেউ যেন আসরের নামায না পড়ে। কোন কোন লোক রাস্তায় থাকতেই আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল। কতিপয় লোক বললঃ সেখানে যাওয়ার পূর্বে আমরা নামায আদায় করবোনা। আবার কেউ বললঃ আমরা নামায পড়ে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, নামাযের সময় শেষ হয়ে গেলেও আমরা নামায থেকে বিরত থাকবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তারা যখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন তখন তিনি কাউকে দোষারোপ করেন নি।

টিকাঃ উক্ত হাদীছ দ্বারা মতানৈক্য করা সাব্যস্ত হয়না। তবে কোন বিষয়ে আলেমদের মতানৈক্য হয়ে যেতে পারে। সেখানে যদি উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং পক্ষপাতিত্বমুক্ত মনোভাব থাকে তাহলে উভয় পক্ষই মুজতাহিদ বলে গণ্য হবেন। সুতরাং এহেন ঘটনা থেকে ইজতেহাদী মতানৈক্য সাব্যস্ত হয়; কিন্তু আদৌ মাজহাবী দলাদলী সাব্যস্ত হয়না। (আল্লাহই ভাল জানেন)

كتاب العيدين

কিতাবুল ঈদাইন (দুই ঈদের নামায)

অধ্যায়ঃ ঈদের দিন বর্শা এবং ঢাল নিয়ে খেলা করা

٥١٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعْهُمَا». فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. (بخارى:٩٤٩)

৫১৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন দু'টি বালিকা বুআছের যুদ্ধের বীরত্ব গীত গাচ্ছিল। নবী (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করে শুয়ে পড়লেন এবং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। ইতিমধ্যে আবু বকর (রাঃ) প্রবেশ করে আমাকে ধমকাতে শুরু করলেন। তিনি বললেনঃ নবীর ঘরে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আবু বকরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তাদেরকে ছেড়ে দাও। আবু বকর (রাঃ) যখন অন্য মনস্ক হলেন তখন আমি তাদেরকে ইঙ্গিত করলাম। তারা বের হয়ে চলে গেল।

অধ্যায়ঃ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে নেয়া

٥٢٠ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. وفي رواية عنه قال: وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

৫২০) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। আনাস (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে বেজোড় সংখ্যায় খেতেন।

অধ্যায়ঃ ঈদুল আযহার দিন খাওয়ার বিবরণ

٥٢١ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا»

৫২১) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে খুতবায় বলতে শুনেছি, আজকের এই দিনে প্রথমে আমরা নামায আদায় করব। অতঃপর ফিরে গিয়ে কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এরূপ করল সে আমাদের সুন্নাত সঠিকভাবে পালন করল।

٥٢٢ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الاضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا نُسُكَ لَهُ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ، خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ، قَالَ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

(بخارى:٩٥٥)

৫২২) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নবী (ﷺ) ঈদুল আযহার নামায আদায় করে আমাদের জন্য খুতবা দিলেন। তিনি খুতবায় বললেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়ল এবং আমাদের কুরবানীর ন্যায় কুরবানী করল সে অবশ্যই আমাদের তরীকা অবলম্বন করল। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করল তার কুরবানী নামাযের পূর্বে হওয়ার কারণে কুরবাণী হিসেবে গণ্য হবেনা। (বরং; সাধারণ যবেহ হিসেবে গণ্য হবে)। এ কথা শুনে বারা' বিন আযিব (রাঃ)এর খালু আবু বুরদা (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাযের পূর্বে আমার ছাগল যবেহ করে নিয়েছি। আমার ধারণা ছিল আজকের দিন শুধু পানাহারের দিন। তাই আমি চাইলাম আমার ঘরে সর্বপ্রথম আমার ছাগলই যবেহ করা হোক। সুতরাং ছাগল যবেহ করেছি এবং নামাযে আসার আগে খেয়েও নিয়েছি। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমার ছাগল গোশত খাওয়ার ছাগল হিসেবেই পরিণত হয়েছে (কুরবানী হয়নি)। আবু বুরদাহ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে এমন একটি ভেড়ার বাচ্চা আছে যা আমার নিকট দু'টি ছাগলের চেয়েও অধিক প্রিয়। এটি কি আমার পক্ষ হতে কুরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তোমার পরে আর কারো জন্য জায়েয হবেনা।

টিকাঃ উক্ত হাদীছে ইজতেহাদের প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়নি। বরং সাহাবী নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে তা সঠিকও হয়নি এবং স্বীকৃতিও পায়নি। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, পরবর্তী যুগে কেউ নীতি বহির্ভূত নিয়মে গবেষণা করলে কী না হতে পারে! সঠিক প্রমাণ হাতে না থাকার ফলে বিশ্বস্ত ও মুসলিম জাতির নিকট নির্ভরযোগ্য ইমামগণ যে সমস্ত ইজতেহাদ করেছেন, তারাও ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ চারজন ইমামের উক্তিতে এ কথার প্রমাণ মিলে। তাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলেছেন যে, হাদীছ উপস্থিত হয়ে গেলে তাদের বক্তব্য পরিহার করতে হবে এবং হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। তারা সবাইকে সুস্পষ্ট ও সহজ ভাষায় এই নির্দেশই দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ মিম্বার ছাড়া ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া

٥٢٣ــ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيد: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ. فَقَالَ: أَبَا سَعِيد، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ

৫২৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমণ করতেন। তিনি প্রথমে নামায আদায় করতেন। অতঃপর মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। তারা কাতারেই বসা থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং আদেশ দিতেন। কোন সেনা প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করলে তা প্রেরণ করতেন অথবা কোন

কাজের ফরমান জারী করতেন। অতঃপর তিনি বাড়ীতে ফিরতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ মানুষেরা এ নিয়মের উপরই চলছিল। পরিশেষে একদা আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি তখন মদীনার আমীর ছিলেন। যখন আমরা ঈদগাহে পৌছলাম তখন দেখলাম কাছীর বিন সাল্‌ত একটি মিম্বার বানিয়ে রেখেছে। মারওয়ানও নামায আদায়ের পূর্বেই মিম্বারের উপর আরোহনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি তার কাপড় ধরে টান দিলাম। সেও টান দিল। অতঃপর সে মিম্বারে উঠে নামাযের পূর্বে খুতবা দিলেন। আমি তাকে বললামঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা (রাসূলের সুন্নাতকে) পরিবর্তন করে ফেলেছ। সে বললঃ হে আবু সাঈদ! তুমি যা জান তার দিন চলে গেছে। আবু সাঈদ বলেনঃ আমি বললামঃ আল্লাহর শপথ! যা আমি জানি তা ঐ বিষয় হতে উত্তম, যা আমি জানি না। তারপর মারওয়ান বললঃ লোকেরা নামাযের পরে আমাদের খুতবা শুনার জন্য বসেনা। তাই আমি নামাযের পূর্বে খুতবা দিয়েছি।

অধ্যায়ঃ পায়ে হেঁটে এবং আরোহন করে ঈদ গাহে গমণ করা এবং খুতবার পূর্বে নামায আদায় করা

٥٢٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى

৫২৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর যুগে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন আযান দেয়া হতনা।

টিকাঃ পাঠক যদি প্রশ্ন করেন আলোচ্য হাদীছের সাথে শিরোনামের মিল কোথায়? উত্তর হল যেহেতু পায়ে হেঁটে বা আরোহন করে ঈদগাহে যাওয়ার নিষিদ্ধতা পাওয়া যায়না, তাই ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমাণ করতে চাচ্ছেন উভয়ভাবে ঈদগাহে যাওয়া বৈধ। অথবা তিনি পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (ফতহুলবারী, ২/৫৮২) খুতবার পূর্বে নামায আদায় করা পূর্বের অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

অধ্যায়ঃ ঈদের নামাযের পর খুতবা

٥٢٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (بخارى:٩٦٢)

৫২৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমার এবং উছমান (রাঃ)এর সাথে ঈদের নামাযে হাজির হয়েছি। তাঁরা সকলেই খুতবার পূর্বে নামায আদায় করতেন।

অধ্যায়ঃ আইয়্যামুত তাশরীকে নেক আমলের ফজীলত

٥٢٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». (بخارى:٩٦٩)

৫২৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ)-এরশাদ করেনঃ জিল হজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমল আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম নয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ

(ﷺ) বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। অবশ্য সেই মুজাহিদ ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে স্বীয় জান-মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর উহার কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেনা।

অধ্যায়ঃ মিনাতে অবস্থানের দিনগুলোতে এবং আরাফার ময়দানে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করা

٥٢٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. (بخارى:٩٧٠)

৫২৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে তালবীয়া পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে আপনারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কিভাবে তা পাঠ করতেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ তালবীয়া পাঠকারী (তার ইচ্ছা মোতাবেক) তা পাঠ করত, তাকে বাঁধা দেয়া হতনা। এমনি তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করত, তাকেও বাঁধা দেয়া হত না।

অধ্যায়ঃ কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানীর পশু নহর ও যবেহ করা

٥٢٨ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

৫২৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ঈদগাহে কুরবানীর পশু (উট) নহর করতেন এবং (অন্যান্য পশু) যবেহ করতেন।

টিকাঃ পশুর গলার নিম্নাংশে ধারালো বস্তু ঢুকিয়ে রক্ত প্রবাহিত করাকে নহর বলা হয়। উটের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। উটের জন্য এটিই আরাম দায়ক।

অধ্যায়ঃ ঈদের দিন ঈদগাহ হতে ফেরত আসার সময় রাস্তা পরিবর্তন করা

٥٢٩ ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

৫২৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন।

টিকাঃ এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরত আসতেন

٥٣٠- قَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ»

৫৩০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন আমি নবী (ﷺ) কে (আমার ঘরের সামনে দন্ডায়মান) দেখতে পেলাম। তখন হাবশীগণ মসজিদে খেলা করছিলেন। নবী (ﷺ) আমাকে আপন চাদর দিয়ে পর্দা করে রাখছিলেন আর আমি তাদের খেলা অবলোকন করছিলাম। উমার (রাঃ) তাঁদেরকে ধমকালেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ তাদেরকে খেলতে দাও। হে বনী আরফেদা (হাবশীদের উপাধী) তোমরা নিরাপদে ও আরামের সাথে খেলতে থাক।

كتاب الوتر

কিতাবুল বিত্‌র (বিতর নামায)

অধ্যায়ঃ বিতর নামাযের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

٥٣١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

৫৩১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জবাবে তিনি বললেনঃ রাতের নামায দু'দু' রাকআত করে। তোমাদের কেউ যখন (রাতের নামায পড়তে পড়তে) ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে, তখন সে এক রাকআত নামায পড়ে নিবে। এই এক রাকআত তার পূর্বের নামাযকে বেজোড় করে দিবে।

٥٣٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ- تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ

৫৩২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এগার রাকআত পড়তেন। এটিই ছিল তাঁর রাতের নামায। তাতে মাথা উঠানোর পূর্বে তিনি সিজদাহ এত লম্বা করতেন যে, তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পর্যন্ত পড়তে পারত। তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন। অতঃপর মুআয্যিন এসে নামাযের জন্য আহবান করার পূর্ব পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে তিনি বিশ্রাম নিতেন।

অধ্যায়ঃ বিতর নামাযের সময়

٥٣٣ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

(بخاری:٩٩٦)

৫৩৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাতের সকল অংশেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিতর নামায আদায় করতেন। তবে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে রাতের শেষাংশে বিতর পড়তেন।

অধ্যায়ঃ রাতের সর্বশেষ নামায বিতর হওয়া উচিত

٥٣٤ ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

(بخاری:٩٩٨)

৫৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের সর্বশেষ নামাযকে বিতর নামাযে পরিণত কর।

অধ্যায়ঃ যানবাহনের উপর আরোহন করা অবস্থায় বিতর নামায পড়া

٥٣٥ ــ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ. (بخاری:٩٩٩)

৫৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) উটের উপর আরোহন করা অবস্থায় বিতর নামায আদায় করতেন।

অধ্যায়ঃ রুকূর আগে ও পরে কুনূত পড়া

٥٣٦ـ عن أنس ﷺ: أنه سئل: أقنت النبي ﷺ في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا.

৫৩৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নবী (ﷺ) কি ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তিনি কি রুকূর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেনঃ অল্প কয়েক দিন তিনি রুকূর পরে কুনূত পাঠ করেছেন।

٥٣٧ـ عن أنس ﷺ: أنه سئل عن القنوت، فقال: قد كان القنوت، فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، فقنت رسول الله ﷺ شهرا يدعو عليهم.

وفي رواية عنه ﷺ قال: قنت النبي ﷺ شهرا، يدعو على رعل وذكوان

৫৩৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে দু'আ কুনূত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কুনূত পড়া হত। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, রুকূর আগে না পরে? উত্তরে তিনি বললেনঃ রুকূর পূর্বে। তাঁকে পুনরায় বলা হল, অমুক ব্যক্তি আপনার পক্ষ হতে বর্ণনা করে থাকে যে, আপনি বলেছেনঃ রুকূর পরে কুনূত পড়তে হবে। আনাস (রাঃ) বললেনঃ সে মিথ্যা (ভুল) বলেছে। নবী (ﷺ) একমাস পর্যন্ত রুকূর পরে কুনূত পড়েছেন। আমার ধারণা মুশরেকদের কোন একটি গোত্রের নিকট তিনি আনুমানিক ৭০জন লোকের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তাদেরকে কারী বলা হত। এই মুশরেক গোত্র ঐ সমস্ত মুশরেক গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা, যাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে চুক্তি ছিল। (মুশরেক গোত্র কর্তৃক কারীদেরকে হত্যা করার সংবাদ আসলে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একমাস পর্যন্ত দু'আ কুনূত পাঠ করেছেন। দু'আ কুনূতে তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছেন।

আনাস (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) একমাস পর্যন্ত দু'আ কুনূত পড়েছেন। তাতে তিনি রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের উপর বদ দু'আ করেছেন।

٥٣٨- وعنه ﷺ قال: كان القنوت في المغرب والفجر. (بخاري:١٠٠٤)

৫৩৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মাগরিব ও ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়া হত।

টিকাঃ মূলতঃ এটি প্রত্যেক নামাযেই পাঠ করা বৈধ।

كتاب الاستسقاء

কিতাবুল ইস্তিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা)

অধ্যায়ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায

٥٣٩ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

৫৩৯) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) বৃষ্টি প্রার্থনার নামায আদায়ের জন্য (ময়দানে) বের হলেন। (সেখানে গিয়ে) তিনি স্বীয় চাদর উল্টিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে অপর বর্ণনায় আছে, তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আঃ ইউসূফ (আঃ)এর যামানার অনাবৃষ্টির অনুরূপ অনাবৃষ্টিতে তাদেরকে আক্রান্ত কর

٥٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ

৫৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন নামাযের শেষ রাকআতে রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আইয়্যাশ বিন আবী রাবীআকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি সালামা বিন হিশামকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ! আপনি দুর্বল অসহায় মু'মিনদেরকে (কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে) মুক্ত করুন"।

হে আল্লাহ! তুমি মুযার গোত্রকে শক্তভাবে পাকড়াও কর। ইউসূফ (আঃ)এর যামানার দুর্ভিক্ষের অনুরূপ দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চাপিয়ে দাও। নবী (ﷺ) তখন এ কথাও বলেছেনঃ তুমি গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং আসলাম গোত্রকে শান্তি ও নিরাপদে রেখেছেন।

٥٤١ ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ، وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللهَ لَهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ، وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ

(بخاری:١٠٠٧)

৫৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন দেখলেন মানুষেরা ইসলামের কথা শুনছেনা তখন তিনি এই বলে বদ্ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! সাত

বছর পর্যন্ত তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন যেমনভাবে ইউসুফ (আঃ)এর যামানায় সাত বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অনাবৃষ্টি তাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, তাদের সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তারা চামড়া, মৃত জন্তু এবং পচা ও গলিত জানোয়ারের গোশত খেতে লাগল। তাদের কেউ যখন আকাশের দিকে দৃষ্টি দিত তখন ক্ষুধার কারণে শুধু ধোঁয়া দেখতে পেত। আবু সুফিয়ান তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে বললঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর আনুগত্য করার ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ করে থাক। অথচ তোমার জাতির লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤)

"অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে। এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনয়ন করবো। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট একজন রাসূল। অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বলেছেঃ সে তো শেখানো কথা বলছে, সে তো একজন পাগল। আমি আযাব একটু খানি সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও তোমরা পূর্বের ন্যায় আচরণ করবে। যে দিন আমি তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করব। (সূরা দুখানঃ ১০-১৬) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিনটি ছিল তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করার দিন। সুতরাং কুরআন মজীদে যে ধোঁয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে তা এসে গেছে, কঠিন আঘাতও এসে গেছে। মক্কার কাফেরদেরকে হত্যা ও গ্রেফতার করা হবে বলে যে কথা বলা হয়েছে তাও বাস্তবায়িত হয়েছে। পারস্যদের বিরুদ্ধে রোমকরা বিজয়ী হবে বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাও বাস্তবায়িত হয়েছে।

٥٤٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ + ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

৫৪২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর বৃষ্টি প্রার্থনা করার সময় আমি কখনও তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকাতাম। মিম্বার থেকে নামার পূর্বেই ঝর্ণাগুলোতে (প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে) প্রচন্ডভাবে পানি প্রবাহিত হতে দেখতাম। তখন আবু তালেবের একটি কবিতা আমার মনে পড়ে যেত। আবু তালেবের সেই কবিতাটি হলঃ

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ + ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

"মুহাম্মাদ শ্বেতকায় সুন্দর। তাঁর পবিত্র চেহারার উসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, তিনি ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের হেফাজতকারী"।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার উসীলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার অর্থ হল, তাঁর

দু'আর উসীলা দেয়া। কারণ নবী (ﷺ), সাহাবী বা অন্য কোন সৎ লোকের ব্যক্তিসত্তার উসীলা দিয়ে কোন কিছু চাওয়া বৈধ নয়। হাদীছে নবী (ﷺ) এবং আব্বাস (রাঃ)এর উসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনার অর্থ হল তাদের দু'আর উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আনাস (রাঃ)এর হাদীছে।

٥٤٣ ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ﷺ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. (بخاري: ١٠١٠)

৫৪৩) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, অনাবৃষ্টি দেখা দিলে তিনি আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ! আপনার নবী জীবিত থাকতে আমরা তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করলে আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। এখন আপনার নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন। অতঃপর তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করা হত।

টিকাঃ এখানে নবীর মাধ্যমে বা নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি চাওয়ার অর্থ হল বৃষ্টির জন্য দু'আ করার আবেদন করা। যেমনটি অন্যান্য বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এ নয় যে, তাদের সম্মানের উসীলা দিয়ে বৃষ্টি চাইতেন। সম্মানের উসীলা দেয়া যদি জায়েয হত, তাহলে তাঁরা নবী (ﷺ) কে বাদ দিয়ে কখনই আব্বাস (রাঃ) এর কাছে যেতেন না। কারণ নবী (ﷺ)-এর সম্মান মৃত্যুর পর শেষ হয়ে যায়নি। কাজেই এখানে উসীলা অর্থ দু'আর উসীলা দেয়া। নবী (ﷺ) দু'আ করেছেন এবং আব্বাস (রাঃ)ও সবার সাথে দু'আ করেছেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীছে এসেছে জুমআর দিন একজন গ্রাম্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির আবেদন করুন।

অধ্যায়ঃ জামে মসজিদে বৃষ্টির জন্য দুআ করা

٥٤٤ ــ حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِيْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَسَأَلَهُ الدُّعَاءَ بِالْغَيْثِ تَكَرَّرَ كَثِيْرًا، وَفِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ: فَمَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». قَالَ: فَأُقْلِعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ

৫৪৪) জুমআর দিন নবী (ﷺ) যখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন তখন একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করা এবং তাঁর কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ করার আবেদন সংক্রান্ত হাদীছটি একাধিকবার অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় শুধু এতটুকু অতিরিক্ত হয়েছে যে, এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা সূর্য দেখতে পাইনি। অতঃপর পরের জুমআয় একই দরজা দিয়ে একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল। নবী (ﷺ) তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে নবী (ﷺ)-এর মুখোমখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখনই উভয় হাত উঠিয়ে বললেনঃ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায়

বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! টিলা পাহাড়, ময়দান, উপত্যকা এবং গাছপালা উৎপন্ন হওয়ার স্থানে বর্ষণ করুন। আনাস বলেনঃ তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আমরা রৌদ্রে চলাফেরা করতে লাগলাম।

অধ্যায়ঃ জুমআর খুতবায় কিবলামুখী না হয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করা

٥٤٥ ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»

৫৪৫) আনাস (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উভয় হাত উঠিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করুন।

অধ্যায়ঃ বৃষ্টির জন্য দুআ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন?

٥٤٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

৫৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বৃষ্টির নামায আদায়ের জন্য (ময়দানে) বের হলেন। অতঃপর তিনি মানুষের দিকে স্বীয় পিঠ ফিরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন। তারপর তিনি স্বীয় চাদর উল্টিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেনঃ অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। তাতে তিনি আওয়াজ করে কিরাআত পাঠ করলেন।

অধ্যায়ঃ বৃষ্টির জন্য দুআ করার সময় ইমামের হাত উঠানো

٥٤٧ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلا فِي الاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

৫৪৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইস্তেস্কার দু'আ ব্যতীত নবী (ﷺ) তাঁর অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতেন না। তাতে এ পরিমাণ হাত উঠাতেন যে তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেত।

টিকাঃ এ হাদীছে শুধু বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আর সময়ে হাত উঠানোর পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ইস্তেস্কার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পদ্ধতিতে হাত উঠিয়েছেন, অন্য কোন দু'আয় সেভাবে হাত উঠান নি। অনেক স্থানে নবী (ﷺ) থেকে হাত উঠিয়ে দু'আ করার কথা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। একাকী দুআতে হাত তুলা মুস্তাহাব। তবে ফরয নামাযান্তে সম্মিলিত দুআ ও যিকির, জুমআর নামাযের পর, দুই ঈদের নামাযের পর, ওয়াজ মাহফিল শেষে আখেরী মুনাজাত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হাত তুলে সম্মিলিত দুআ করা বিদআত। কেননা নবী (ﷺ) থেকে উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে সম্মিলিত দুআ প্রমাণিত নয়। তবে জুমআর খুতবা অবস্থায় নবী (ﷺ) হাত তুলে দুআ করেছেন বলে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ বৃষ্টির সময় কী বলবে?

٥٤٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».

৫৪৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বৃষ্টি বর্ষণ হতে দেখতেন তখন বলতেনঃ হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করো।

অধ্যায়ঃ যখন বাতাস প্রবাহিত হবে

٥٤٩ ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ يَقُولُ: كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৪৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু হত তখন নবী (ﷺ)-এর চেহারা মুবারকে তার (ভয়ের) আলামত দেখা যেত।

টিকাঃ প্রচণ্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় নবী (ﷺ)-এর চেহারা মুবারকে ভয়ের লক্ষণ দেখা যাওয়ার কারণ হল আল্লাহ তাআলা আ'দ জাতিকে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন। ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সময় নবী (ﷺ) আযাবের কথা মনে করতেন। তাই চেহারা মুবারকে ভয়ের লক্ষণ দেখা যেত।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে

٥٥٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ».

৫৫০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসের মাধ্যমে আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ভূমিকম্পের ব্যাপারে এবং কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٥٥١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ: «هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». (بخارى:١٠٣٧)

৫৫১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শাম এবং ইয়ামানে বরকত দান করুন"। সাহাবীগণ বললেনঃ আমাদের নজদের জন্যও (বরকতের দু'আ করুন)। নবী (ﷺ) আবার বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শাম এবং ইয়ামানে বরকত দান করুন। সাহাবীগণ বললেনঃ আমাদের নজদের জন্যও (বরকতের দু'আ করুন)। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ সেখানে (নজদে) ভূমিকম্প হবে এবং ফিতনা প্রকাশিত হবে। সেখানেই শয়তানের শিং (দল) বের হবে।

টিকাঃ হাদীছে যে নজদের বর্ণনা এসেছে তা হেজাজের নজদ নয়। তা ইরাকের নজদ। নবী (ﷺ) পূর্বের দিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন যে, সেখান থেকেই সকল প্রকার ফিতনা বের হবে। নবী (ﷺ)-এর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। যুগে যুগে সকল প্রকার ফিতনা ইরাক থেকেই বের হয়েছে। আজ পর্যন্তও ইরাক বিভিন্ন প্রকার ফিতনার কবলে নিমজ্জিত। কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তেও বড় বড় ফিতনা ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে বের হবে।

বিদআতীরা বলে থাকে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রঃ) যে নজদ অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ

করেছেন অত্র হাদীছে সে নজদ উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, তাঁর দাওয়াত ও সংস্কারকে তারা গোমরাহীর তাওয়াত বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর দাওয়াত ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত। এ দাওয়াতের উপরই বর্তমান সৌদি আরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর দাওয়াতকে বরকতময় করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর দাওয়াতের প্রভাব বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন এ দাওয়াতকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না বৃষ্টি কখন হবে

٥٥٢ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إِلا اللَّهُ: لا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ». (بخارى:١٠٣٩)

৫৫২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ গায়েবের চাবি পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া কেউ তা জানে না। আগামীকাল কি হবে আল্লাহ ছাড়া তা কেউ জানে না। মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ব্যক্তি আগামীকাল কি অর্জন করবে তা অবগত নয়। কোন ব্যক্তিই জানে না কোন্ যমিনে সে মৃত্যু বরণ করবে। বৃষ্টি কখন হবে তা কেউ জানে না।

টিকাঃ যদি প্রশ্ন করা হয় আজকাল ডাক্তারগণও তো বলে দিতে পারে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান আছে? না মেয়ে সন্তান? উত্তর হল সন্তানের গঠন পূর্ণ হওয়ার পরই ডাক্তারগণ যন্ত্রের সাহায্যে তা বলতে পারে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা বলতে পারেনা। তাছাড়া ডাক্তারগণ শুধু ছেলে না মেয়ে এটি বলতে পারে। সন্তান সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে? তার চরিত্র ভাল হবে না মন্দ হবে? এ সমস্ত বিষয় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানেনা। মেঘ দেখে আমরা বলতে পারি বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বৃষ্টি হবেই নিশ্চিতরূপে এ কথা কেউ বলতে পারবেনা।

كتاب الكسوف

কিতাবুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের নামায

٥٥٣ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ». وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ: «وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ».

৫৫৩) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অবস্থান করছিলাম। এ সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হল। তখন নবী (ﷺ) উঠে চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআ'ত নামায আদায় করলেন। ততক্ষণে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ নিশ্চয়ই কারো মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়না। সুতরাং তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগহণ লাগতে দেখবে তখন নামায আদায় কর এবং আল্লাহর কাছে দু'আ কর। যতক্ষণ না তোমাদের থেকে উহা (অন্ধকার) উঠিয়ে নেয়া হয়।

আবু বাকরার অপর বর্ণনায় এসেছে, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান।

٥٥٤ــ وتكرر حديث الكسوف كثيرا ففِي رِوَايَةٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ»

৫৫৪) সূর্য গ্রহণের হাদীছ সহীহ বুখারীতে অনেকবার বর্ণিত হয়েছে। মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ)-এর যামানায় যেদিন তাঁর পুত্র ইবরাহীম ইন্তেকাল করলেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হল। এতে লোকেরা বলতে লাগলঃ ইবরাহীম মৃত্যু বরণ করার কারণে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়না। তোমরা যখন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখবে তখন নামায আদায় করবে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।

অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের সময় সাদকাহ করা

٥٥٥ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ ،فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا». ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا».

৫৫৫) আয়েশা (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে একদা সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে লম্বা কিয়াম করলেন। তারপর লম্বা করে রুকূ করলেন। পুনরায় দাঁড়িয়ে লম্বা কিয়াম করলেন। তবে প্রথমবারের চেয়ে কম দেরী করলেন। তিনি পুনরায় রুকূ করলেন। তবে প্রথম রুকূর চেয়ে এবার রুকূ সংক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর প্রথম রাকআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে নামায শেষ করলেন। ইতিমধ্যেই সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেল। তারপর নবী (ﷺ) মানুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর গুণগান বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্ম গ্রহণের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়না। যখন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগতে দেখ তখন আল্লাহর কাছে দু'আ কর, তাকবীর পাঠ কর, নামায আদায় কর এবং সাদকা কর। তারপর নবী (ﷺ) বললেনঃ "হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কোন বান্দা বা বান্দীর ব্যভিচারে আল্লাহর চেয়ে অধিক ক্রোধান্বিত ও আত্মসম্ভ্রমী আর কেউ হতে পারেনা। হে উম্মতে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী"।

অধ্যায়ঃ আস্‌সালাতু জামিআহ্ বলে সূর্যগ্রহণের নামাযের ঘোষণা দেয়া

٥٥٦ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ

৫৫৬) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় যখন সূর্যগ্রহণ হল তখন এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হল যে, আস্‌সালাতু জামিআতুন্।

টিকাঃ নবী (ﷺ)-এর যুগে জামাআতের সাথে সূর্যগ্রহণের নামাযের ঘোষণা দেয়া হত। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে একদিন আমি মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ লাগলে মসজিদের মুআযযিনের কণ্ঠে الصلاة جامعة বাক্যটি উচ্চারণ করতে শুনেছি। আলহামদু লিল্লাহ। এখনও মদীনাতে সুন্নাতী আমলগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের সময় কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٧ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَتْ حَدِيثَ الْكُسُوفِ ثُمَّ قَالَتْ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(بخارى:١٠٤٩)

৫৫৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ইহুদী মহিলা আগমণ করে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন সে আয়েশা (রাঃ)কে বললঃ আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রাঃ) পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ কবরে কি মানুষের আযাব হবে? নবী (ﷺ) কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারী অবস্থায় বললেনঃ হ্যাঁ, আযাব হবে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) সূর্যগ্রহণের হাদীছটি উল্লেখ করলেন। হাদীছের শেষাংশে এসেছে, নবী (ﷺ) তাদেরকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিলেন।

অধ্যায়ঃ জামআতের সাথে সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করা

٥٥٨ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَ حَدِيْثَ الْكُسُوْفِ بِطُوْلِهِ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ؟ فَقَالَ ﷺ: «إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ». قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». (بخارى:١٠٥٢)

৫৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি সূর্যগ্রহণের নামায সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীছটি উল্লেখ করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে দেখলামঃ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে একটি বস্তু ধরছেন। তারপর দেখলাম পিছনে সরে আসছেন। তিনি বললেনঃ আমি জান্নাত প্রত্যক্ষ করলাম এবং জান্নাতের এক গুচ্ছ ফল ধরতে উদ্যত হলাম। আমি যদি সেটি নিয়ে আসতাম তাহলে তোমরা তা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত খেতে পারতে। অনুরূপভাবে আমাকে জাহান্নামও দেখানো হল। আজকের মত ভয়ানক দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি। আমি জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীকেই দেখলাম মহিলা। তারা বললঃ কি কারণে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ তাদের কুফরী (নিয়ামত অস্বীকার) করার কারণে। বলা হল তারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে? নবী (ﷺ) বললেনঃ তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো আজীবন অনুগ্রহ কর অতঃপর তোমার নিকট থেকে অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করে, তখন সে বলে থাকে আমি কোন দিন তোমার নিকট থেকে কল্যাণ দেখতে পাইনি।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করাকে পছন্দ করে

٥٥٩ ــ عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

৫৫৯) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের সময় যিকির করা

٥٦٠ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: «هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللّٰهُ، لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ».

৫৬০) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা সূর্যগ্রহণ হল। নবী (ﷺ) তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দন্ডায়মান হলেন। তিনি কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার ভয় করছিলেন। তিনি মসজিদে আগমণ করলেন। তিনি এত লম্বা কিয়াম, রুকূ এবং সিজদা করলেন যা আমি তাঁকে আর কখনও এরূপ করতে দেখিনি। তিনি বললেনঃ এ সমস্ত নিদর্শন কারো জন্ম গ্রহণ বা মৃত্যু বরণ করার কারণে প্রেরিত হয় না; বরং আল্লাহ তাআলা এগুলোর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। তোমরা যখন কোন নিদর্শন দেখতে পাবে তখন তোমরা আল্লাহর যিকির, তাঁর নিকট দু'আ করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ধাবিত হও।

অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে উঁচু আওয়াজে কিরাআত পাঠ করা

٥٦١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. (بخارى: ١٠٦٥)

৫৬১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) সূর্যগ্রহণের নামাযে উঁচু আওয়াজে কিরাআত পাঠ করেছেন। কিরাআত পাঠ শেষে আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে গমণ করলেন। রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে বললেনঃ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ। অতঃপর তিনি সূর্যগ্রহণের নামাযে দ্বিতীয়বার কিরাআত পাঠ করা শুরু করলেন এবং চারটি রুকূ এবং চারটি সিজদার মাধ্যমে দু'রাকআত নামায পূর্ণ করলেন।

كتاب سجود القرآن

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাহ

অধ্যায়ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাহ ও তার সুন্নাতী তরীকা

٥٦٢ــ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ، فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا. (بخارى:١٠٦٧)

৫৬২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মক্কায় অবস্থানকালে সূরা নাজম পাঠ করলেন এবং তাতে সিজদাহ করলেন। মাত্র একজন বৃদ্ধলোক ব্যতীত তাঁর সাথের সকলেই সিজদাহ করল। সে এক মুষ্ঠি পাথর অথবা মাটি নিয়ে কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বললঃ আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেনঃ পরবর্তীতে আমি দেখলামঃ লোকটি কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ সূরা সোয়াদের সিজদাহ

٥٦٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: «ص» لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

৫৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সূরা সোয়াদের সিজদাহ জরুরী নয়। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তা পাঠ করার সময় সিজদাহ করতে দেখেছি।

টিকাঃ বিশুদ্ধ মতে তিলাওয়াতের সিজদাহ ওয়াজিব নয়; বরং তা মুস্তাহাব।

অধ্যায়ঃ মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের সিজদাহ করা অথচ মুশরিক হল নাপাক, তার অযু নেই

٥٦٤ــ وَحَدِيثُهُ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ رِوَايَةِ ابنِ مَسْعُوْدٍ وَزَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ. (بخارى:١٠٧١)

৫৬৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) সূরা নাজম পাঠ করার সময় সিজদাহ করেছেন। হাদীছটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় শুধু এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, তখন তাঁর সাথের মুসলিম, মুশরিক এবং জিন-ইনসান সকলেই সিজদাহ করল।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করল কিন্তু তাতে সিজদাহ দিলনা

٥٦٥ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ «وَالنَّجْمِ»، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. (بخارى: ١٠٧٣)

৫৬৫) যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সূরা নাজম পাঠ করলেন। কিন্তু তিনি তাতে সিজদাহ করেন নি।

অধ্যায়ঃ সূরা إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এর সিজদাহ

٥٦٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ

৫৬৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি সূরা إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন এবং তাতে সিজদাহ দিলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বললেনঃ আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদাহ করতে না দেখতাম তাহলে সিজদাহ করতামনা।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি ভীড়ের কারণে সিজদাহ করার জায়গা না পাবে

٥٦٧ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ. (بخارى:١٠٧٩)

৫৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাদের সামনে সিজদাহ বিশিষ্ট সূরা পাঠ করতেন এবং তাতে সিজদাহ করতেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদাহ করতাম। তখন অবস্থা এরূপ হত যে, আমাদের কেউ (ভীড়ের কারণে) কপাল রাখার জায়গা পেতনা।

كتاب تقصير الصلاة

কসর নামায

অধ্যায়ঃ কসর নামাযের বিবরণ এবং কতদিন অবস্থান করলে নামায কসর করবে?

٥٦٨ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ

৫৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) (মক্কা বিজয়ের সফরে) উনিশ দিন অবস্থান করেছেন। তখন তিনি কসর করে নামায আদায় করতেন।

٥٦٩ــ عن أَنَسٍ ﷺ قال: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قِيلَ لَهُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا

৫৬৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম। নবী (ﷺ) [তখন চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযগুলো] দু'দু'রাকআত করে আদায় করলেন। আমরা মদীনায় ফেরত আসা পর্যন্ত তিনি এরূপই করলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনারা মক্কায় কতদিন অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেনঃ আমরা সেখানে দশদিন অবস্থান করেছিলাম।

টিকাঃ এ সফর ছিল বিদায় হজ্জের সফর। চার যুল-হজ্জ তিনি মক্কায় পৌছেন এবং চৌদ্দ যুল-হজ্জ মক্কা হতে বের হয়ে আসেন। তবে মক্কাতে তিনি মাত্র চারদিন অবস্থান করেছেন। বাকী দিনগুলো মীনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করেছেন। মোট কথা মুসাফির কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার নিয়ত করলে কিংবা থাকা-খাওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা করার মাধ্যমে কোথাও বসবাস শুরু করলে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। এটি অসংখ্য দলীল ও মতামতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও শক্তিশালী মত।

অধ্যায়ঃ মিনায় (কসর) নামায আদায় করা

٥٧٠ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا. (بخارى:١٠٨٢)

৫৭০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিনায় দু'রাকআত করে নামায আদায় করেছি। আবু বকর এবং উমার (রাঃ)এর সাথেও দু'রাকআত করে পড়েছি। উছমান (রাঃ)এর খেলাফতের প্রথম দিকে তাঁর সাথেও অনুরূপ করেছি। পরবর্তীতে তিনি নামায পূর্ণ করে আদায় করা শুরু করেন।

٥٧١ ــ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ، بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. (بخارى:١٠٨٣)

৫৭১) হারেছা বিন ওয়াহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় মিনাতে আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআ'ত নামায আদায় করেছেন।

٥٧٢ــ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ لَمَّا قِيلَ لَهُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ ﷺ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، اسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰه ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. (بخارى:١٠٨٤)

৫৭২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাকে যখন বলা হল যে, উছমান (রাঃ) মিনাতে চার রাকআত নামায পড়েছেন তখন তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন্ পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিনায় দু'রাকআত করে নামায আদায় করেছি। আবু বকর (রাঃ)এর সাথে মিনাতে দু'রাকআত করে নামায আদায় করেছি এবং উমার (রাঃ)এর সাথেও মিনাতে দু'রাকআত পড়েছি। ঐ চার রাকআতের বদলে যদি আমার ভাগ্যে দু'রাকআত কবুল নামায জুটতো তাহলে খুব ভাল হত।

অধ্যায়ঃ কতদূরের সফরে নামায কসর করবে?

٥٧٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ». (بخارى:١٠٨٨)

৫৭৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে মহিলা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য কোন মাহরামকে সাথে না নিয়ে একদিন এবং এক রাত্রির পথ সফর করা বৈধ নয়।

টিকাঃ ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, যে সফরে একদিন এবং এক রাত সময় লাগে তাতে নামায কসর করা বৈধ। এ মাসআলায় অনেক মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় তাতেই নামায কসর করা বৈধ। কতিপয় ফিকাহবিদ আলেমের ফাতওয়ার উপর ভিত্তি করে বর্তমান হিসাব মতে সফরের দূরত্ব ৪৮ মাইল নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি এ পরিমাণ দূরত্বে ভ্রমণ করে তার জন্য নামায কসর করা জায়েয আছে। কসর করার জন্য নিজ এলাকা ছেড়ে যাওয়া শর্ত। তাই নিজ এলাকার সাথে যুক্ত আবাসিক এলাকার ভিতরে থাকা পর্যন্ত পূর্ণ নামায পড়বে।

অধ্যায়ঃ সফরেও মাগরিবের নামায তিন রাকআত আদায় করবে?

٥٧٤ ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. (بخارى:١٠٩٢)

৫৭৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে দেখেছি, তিনি যখন দ্রুত সফর করতেন তখন দেরী করে মাগরিবের নামায তিন রাকআত আদায় করতেন। মাগরিবের নামাযের সালাম ফিরিয়ে সামান্য বিলম্ব করে ইশার নামাযের ইকামত দিতেন। অতঃপর ইশার নামায দু'রাকআত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরাতেন। তিনি ইশার নামাযের পর কোন সুন্নাত পড়তেন না। অতঃপর অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।

٥٧٥ــ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كان النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

৫৭৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বাহনে আরোহনকারী অবস্থায় কিবলামুখী না হয়ে নফল নামায আদায় করতেন।

অধ্যায়ঃ গাধার উপর আরোহন করে নফল নামায আদায় করা

٥٧٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ. فَقِيلَ لَهُ: تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ. (بخارى: ١١٠٠)

৫৭৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি গাধার উপর আরোহন করে (নফল) নামায আদায় করলেন। তখন তাঁর চেহারা কিবলা থেকে বাম দিকে ছিল। তাঁকে বলা হল আপনি কিবলা বিমুখ হয়ে নামায পড়ছেন? তিনি বললেনঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এরূপ করতে না দেখতাম তাহলে আমি এরূপ করতাম না।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পর নফল নামায আদায় করেনা

٥٧٧ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. (بخارى:١١٠١)

৫৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি তাঁকে সফর অবস্থায় নফল নামায আদায় করতে দেখিনি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"।

অধ্যায়ঃ সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে বা পরবর্তী সময় ব্যতীত অন্য সময় নফল নামায আদায় করা

٥٧٨ــ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

৫৭৮) আমের বিন রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি সফর অবস্থায় নবী (ﷺ) কে রাত্রিতে তাঁর বাহনে থাকা অবস্থায় নফল নামায আদায় করতে দেখেছেন। বাহনটি তাঁকে নিয়ে যেদিকেই গিয়েছে, তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়েছেন।

অধ্যায়ঃ সফর অবস্থায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে আদায় করা

٥٧٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (بخارى:١١٠٧)

৫৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর অবস্থায় যোহর ও আসরের নামায একত্রিত করে এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে আদায় করতেন।

টিকাঃ সফর অবস্থায় ফরয নামাযের আগের ও পরের সুনানে রাতেবা (সুন্নাত) পড়বেনা। তবে অন্যান্য নফল যেমন চাশতের নামায, তাহাজ্জুদ নামায, অযুর নামায, তাহিয়াতুল মসজিদের নামায এবং বিতর নামায সমান মর্যাদায় বলবৎ থাকবে। ফলে তাও পড়বে। মুসাফির ফজরের সুন্নাতও আদায় করবে।

অধ্যায়ঃ বসে নামায আদায় করতে অক্ষম হলে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে

٥٨٠ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

৫৮০) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার অর্শ রোগ ছিল। এ অবস্থায় নামায পড়ার ব্যাপারে আমি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পার তবে বসে আদায় কর। তাও যদি না পার, তবে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় কর।

অধ্যায়ঃ যখন কেউ বসে নামায শুরু করবে অতঃপর নামায অবস্থায় সুস্থ হলে অথবা হালকা বোধ করলে অবশিষ্ট নামায দাঁড়িয়ে পূর্ণ করবে

٥٨١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللّٰه ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ.

৫৮১) মু'মিন জননী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কখনও নবী (ﷺ) কে রাতের নামায বসে আদায় করতে দেখেন নি। কিন্তু যখন তিনি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলেন তখন বসে বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন দাঁড়িয়ে আরও তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ পড়ে পুনরায় রুকূ করতেন।

وفي رواية عنها أنه فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع

আয়েশা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআতের অনুরূপ করতেন। নামায শেষ করে তিনি লক্ষ করতেন, আমি যদি জাগ্রত থাকতাম তাহলে আমার সাথে কথা-বার্তা বলতেন। আর আমি যদি ঘুমন্ত থাকতাম তাহলে তিনিও শুয়ে পড়তেন।

كتاب التهجد

কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ

باب التهجد بالليل

অধ্যায়ঃ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া

٥٨٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ:«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ لا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ».

(بخارى: ١١٢٠)

৫৮২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) রাত্রিতে যখন তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা। তুমি আসমান-যমীন এবং এ দুই-এর মধ্যে যা আছে সব কিছুর ব্যবস্থাপক। তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা। আসমান-যমিন এবং এদুই-এর মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুর রাজত্ব তোমার। তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা। তুমি আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত সকল বস্তুর আলো। তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি আসমান-যমীনের বাদশাহ। তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গিকার সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, তোমার কথা সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পন করেছি। তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। তোমার উপর ভরসা করেছি। তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি। তোমার জন্যই বিবাদে লিপ্ত হয়েছি। তোমার নিকটই সকল বিষয় মীমাংসার জন্য পেশ করেছি। তুমি আমার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা কর। যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি। তুমি প্রথম হতেই আছ এবং তুমিই শেষে থাকবে। তুমি ছাড়া কোন সত্য মাবূদ নেই। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হইতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায়না।

بَاب فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

অধ্যায়ঃ রাত্রিতে নামায পড়ার ফজীলত

٥٨٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا، فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ غُلامًا شَابًّا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي

مِنَ اللَّيْلِ». فَكَانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً. (بخارى:١١٢١)

৫৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) জীবিত থাকতে লোকেরা যখন কোন স্বপ্ন দেখত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তা বর্ণনা করত। আমিও আকাঙ্খা করলাম যে, কোন স্বপ্ন দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তা বর্ণনা করবো। আমি ছিলাম তখন যুবক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় আমি মসজিদেই নিদ্রা যেতাম। একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম যে, দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখলাম জাহান্নাম যেন বাঁধাই করা কূপের মত পেঁচানো অবস্থায় রয়েছে। আর তাতে রয়েছে শিং-এর মত (খাড়া) দু'টি স্তম্ভ। তাতে এমন কতিপয় লোক দেখলাম যাদেরকে আমি চিনি। আমি বলতে লাগলামঃ আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ অপর একজন ফেরেশতা আমাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে বললেনঃ ভয় করোনা। আমি এ ঘটনা আমার বোন হাফসাকে বললাম। আর হাফসা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে নবী (ﷺ) বললেনঃ আব্দুল্লাহ কতই না ভাল মানুষ! সে যদি রাত্রিতে নামায আদায় করত তাহলে কতইনা ভাল হত। এ কথা শুনার পর তিনি রাতে মাত্র সামান্য সময় নিদ্রা যেতেন।

অধ্যায়ঃ অসুস্থ ব্যক্তি রাতের নামায ছেড়ে দিতে পারে

٥٨٤ــ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﷺ يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ. (بخارى:١١٢٤)

৫৮৪) জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে এক বা দু'রাত কিয়াম (তাহাজ্জুদ আদায়) করতে পারেন নি।

অধ্যায়ঃ রাতের ও নফল নামায পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উৎসাহ প্রদান, তবে তিনি তা ওয়াজিব করেন নি

٥٨٥ــ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ: «أَلا تُصَلِّيَانِ»؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾

৫৮৫) আলী বিন আবী তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক রাতে নবী (ﷺ) তাঁর নিকট এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতেমার নিকট আগমণ করে বললেনঃ তোমরা কি নামায পড়বেনা ? আলী (রাঃ) বললেনঃ আমাদের প্রাণসমূহ আল্লাহর হাতে। তিনি যখন আমাদেরকে জাগ্রত করার ইচ্ছা করবেন তখন জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন এ কথা বললাম তখন তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন। পরে আমি শুনতে পেলাম, তিনি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার সময় স্বীয় রানের উপর হাত মেরে বলছিলেনঃ " নিশ্চয়ই মানুষ অতিশয় ঝগড়া প্রিয়"।

٥٨٦ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا

৫৮৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন আমল পছন্দ করা সত্ত্বেও এ ভয়ে তা ছেড়ে দিতেন যে, মানুষেরা তার উপর আমল করা শুরু করবে। ফলে তাদের উপর তা ফরয

করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনও চাশতের নামায আদায় করেন নি, কিন্তু আমি তা আদায় করি।

টিকাঃ সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাশতের নামায আদায়ের কথা আয়েশা (রাঃ)এর জানা ছিলনা। তাই তিনি বলেছেনঃ, নবী (ﷺ) কখনও চাশতের নামায আদায় করেন নি। অথচ তিনি প্রায় দিনই চাশতের নামায আদায় করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে কখনও হ্যাঁ সূচক কিংবা হালকা হ্যাঁ সূচককে না দ্বারা আখ্যায়িত করা আরবী ভাষার অন্যতম একটি রীতি। যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হাদীছে হালকা অযু করাকে অযু করেন নি বলে অর্থাৎ হালকা হ্যাঁ সূচককে সরাসরি না সূচক দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

অধ্যায়ঃ রাত জেগে ইবাদত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদযুগল ফুলে যেত

٥٨٧ــ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، أَوْ سَاقَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (بخارى:١١٣٠)

৫৮৭) মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, বলেনঃ নবী (ﷺ) রাতের নামাযে এত লম্বা কিয়াম করতেন যে, তাঁর উভয় পা অথবা পায়ের নলা (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে) ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বলতেনঃ আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবোনা?

অধ্যায়ঃ শেষ রাতে নিদ্রা যাওয়া

٥٨٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُدَ عليه السلام، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ؛ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». (بخارى:١١٣١)

৫৮৮) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামায হল দাউদ (আঃ)এর নামায। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা হল দাউদ (আঃ)এর রোযা। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত নিদ্রা যেতেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ নামাযে কাটাতেন এবং পুনরায় রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমিয়ে কাটাতেন। তিনি এক দিন রোযা রাখতেন এবং অন্য দিন রোযা ছেড়ে দিতেন।

٥٨٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الدَّائِمُ، قيل لها: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. (بخارى:١١٣٢)

৫৮৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয় ছিল, যা সবসময় করা হয়। তাঁকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতে কখন ঘুম থেকে উঠতেন? তিনি বললেনঃ যখন মোরগের ডাক শুনতেন তখন তিনি ঘুম থেকে উঠতেন।

وفي رواية عنها إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى

আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, যখন মোরগের ডাক শুনতেন, তখন তিনি ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করতেন।

টিকাঃ সৃষ্টিগত স্বভাব অনুযায়ী মোরগ সাধারণতঃ অর্ধেক রাত পার হয়ে যাওয়ার পর ডাকা-ডাকি শুরু

করে।

٥٩٠- وفي رواية عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ. (بخارى:١١٣٣)

৫৯০) আয়েশা (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ আমার ঘরে রাত্রি যাপনকালে শেষ রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সব সময় নিদ্রিত অবস্থায় পেয়েছি। অর্থাৎ তিনি সব সময় শেষ রাতে নিদ্রা যেতেন।

অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা

٥٩١ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ. (بخارى:١١٣٥)

৫৯১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক রাতে আমি নবী (ﷺ)-এর সাথে (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করেছি। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, আমি একটি অপছন্দনীয় কাজ করতে মনস্থ করে ফেললাম। তাঁকে বলা হল, আপনি কি মনস্থ করেছিলেন? তিনি বললেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাহাজ্জুদের নামায কেমন ছিল? তিনি রাতে কত রাকআত নামায পড়তেন?

٥٩٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. يَعْنِي بِاللَّيْلِ

৫৯২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায ছিল তের রাকআত।

٥٩٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ

৫৯৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) রাতের নামায তের রাকআত পড়তেন। বিতর নামায এবং ফজরের দু'রাকআতও তার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

অধ্যায়ঃ রাত জেগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায এবং নিদ্রা যাওয়া কেমন ছিল? রাতের কিয়াম (নামায) কি পরিমাণ রহিত করা হয়েছে?

٥٩٤ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلا نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ

৫৯৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন কোন মাসে এত বেশী রোযা ছাড়তেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি এ মাসে কোন রোযাই রাখবেন না। আবার কোন মাসে এত বেশী রোযা রাখতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি এ মাসে একটি রোযাও ছাড়বেন না। নবী (ﷺ) এভাবে রাতের নামায পড়তেন যে, রাতের বেলা তুমি যদি তাঁকে নামাযরত দেখতে চাইতে তাহলে নামাযরতই দেখতে পেতে। আর যদি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতে তাহলে ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখতে পেতে।

অধ্যায়ঃ রাত জেগে নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ের উপর গিরা লাগায়

٥٩٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ. (بخاري:١١٤٢)

৫৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন নিদ্রামগ্ন হয় তখন শয়তান তার ঘাড়ে তিনটি গিরা লাগায়। প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় ফুঁ দিয়ে বলে এখনও দীর্ঘ রাত অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং তুমি ঘুমাতে থাক। জাগ্রত হয়ে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। যখন অযু করে তখন দ্বিতীয় গিরাটি খুলে যায়। আর যদি নামায আদায় করে তাহলে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। ফলে প্রফুল্ল শরীর ও পবিত্র মন নিয়ে তার ভোর হয়। অন্যথায় অপবিত্র মন নিয়ে ও অলস অবস্থায় তার ভোর হয়।

অধ্যায়ঃ যখন কোন ব্যক্তি শুয়ে থাকবে এবং নামায পড়বেনা শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়

٥٩٦ــ عَنْ عَبْدِاللَّه ﷺ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَقَالَ:«بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِه». (بخارى:١١٤٤)

৫৯৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। বলা হল সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। নামাযের জন্য উঠেনি। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) বললেনঃ তার কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।

অধ্যায়ঃ শেষ রাতে দু'আ করা এবং নামায আদায় করা

٥٩٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»؟

৫৯৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমাদের মহান প্রভু প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। তিনি বলতে থাকেন, কোন দু'আকারী আছে কি? আমি তার দু'আ কবুল করব। কে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে? আমি তাকে তা প্রদান করবো। এমন কেউ আছে কি যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমাল এবং শেষাংশে এবাদত করল

٥٩٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِه، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِه حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

৫৯৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ নবী (ﷺ) রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে উঠে নামায আদায় করতেন। অতঃপর বিছানায় ফেরত যেতেন। অতঃপর মুআয্যিন যখন আযান দিত তখন তিনি দ্রুত উঠে যেতেন। গোসলের প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন। আর গোসলের প্রয়োজন না থাকলে অযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন।

অধ্যায়ঃ রামাযান বা অন্য মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায

٥٩٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُــولِهِنَّ، ثُــمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي». (بخاری:١١٤٧)

৫৯৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে রামাযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাযান বা অন্য মাসে রাতের নামায এগার রাকআ'তের বেশী আদায় করতেন না। প্রথমে তিনি চার রাকআত নামায আদায় করতেন। তুমি তার দীর্ঘ হওয়া ও সুন্দর হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করোনা। অতঃপর তিনি আরো চার রাকআত পড়তেন। তুমি তার দীর্ঘ হওয়া ও সুন্দর হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাকআত নামায আদায় করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! বিতর নামাযের পূর্বে আপনি ঘুমাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ হে আয়েশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

অধ্যায়ঃ এবাদতের মধ্যে কঠোরতা করা অপছন্দনীয়

٦٠٠ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَــالَ: «مَــا هَــذَا الْحَبْلُ»؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لاَ، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَــشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ». (بخاری:١١٥٠)

৬০০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন মসজিদের দু'টি খুঁটির মাঝখানে রশি টানানো আছে। তিনি বললেনঃ এটি কিসের রশি। তাঁরা বললেনঃ এটি যয়নবের রশি। দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে করতে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে যান তখন রশির সাথে নিজেকে লটকিয়ে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ না, এরূপ করা উচিত নয়। তোমরা রশি খুলে ফেল। তোমাদের কেউ যেন (শরীর) সতেজ থাকা পর্যন্ত নামায আদায় করে। যখন সে ক্লান্তি বোধ করবে তখন যেন বসে পড়ে।

অধ্যায়ঃ রাতের নামাযে অভ্যস্ত হওয়ার পর তা ছেড়ে দেয়া অপছন্দনীয়

٦٠١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». (بخاری:١١٥٢)

৬০১) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় হয়োনা। সে রাতের বেলা উঠে নামায আদায় করত। কিন্তু পরে সে রাতের নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

অধ্যায়ঃ রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে নামায আদায়কারীর ফজীলত

٦٠٢- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَــرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ»

৬০২) উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এ দু'আ পাঠ করবেঃ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

"আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায়না। অতঃপর বলবেঃ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। অথবা সে যদি অন্য কোন দু'আ করে তার দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে অযু করে নামায আদায় করে তবে তার নামায কবুল করা হবে।

٦٠٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ». يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ﷺ:

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ ... إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ... بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ... إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

৬০৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ওয়াজ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করে বললেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের ভাই আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কোন বেহুদা কথা বলেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কথাঃ

১) আমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, যখন প্রভাতের আলো প্রকাশিত হয়।

২) অজ্ঞতার অন্ধকারের পর তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন হেদায়াতের আলো। আমাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, তার সকল কথাই বাস্তব সত্য।

৩) রাতের বেলা তিনি তাঁর পার্শ্বকে বিছানা হতে আলাদা রেখে রাত্রি যাপন করেন, যখন মুশরিকদেরকে নিয়ে বিছানাসমূহ ভারি হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন মুশরিকরা রাতের বেলা নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তিনি আরামের বিছানা ছেড়ে দিয়ে ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি যাপন করেন।

٦٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ

৬০৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম যে, আমার হাতে মোটা রেশমী কাপড়ের একটি টুকরা রয়েছে। আমি জান্নাতের যেখানেই যেতে চাচ্ছি উক্ত রেশমী কাপড়ের টুকরাটি আমাকে নিয়ে সেখানেই উড়ে যাচ্ছে। আরো দেখলাম দু'জন (ফেরেশতা) আমার কাছে এসেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীছের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করেছেন।

باب: ما جاء في التَّطوُّع مثنى مثنى

অধ্যায়ঃ নফল নামায দু'দু'রাকআত করে আদায় করা

٦٠٥- عن جابر رضي الله عنه قال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا الاستخارة في الأمور كلِّها كالسُّورة من القرآن إذا همَّ بالأمر فليركع ركعتين ثمَّ يقول اللَّهمَّ إنِّي أستخيرُك بعلمك وأستقدرُك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنَّك تقدرُ ولا أقدرُ وتعلمُ ولا أعلمُ وأنت علَّامُ الغيوب اللَّهمَّ إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدرْهُ لي وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفْهُ عنِّي واصرفني عنه واقدرْ لي الخير حيث كان ثمَّ رضِّني به ويسمِّي حاجته

৬০৫) জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যেমন আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক বিষয়ে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ছাড়া দু'রাকআত নামায আদায় করে। অতঃপর যেন এই দুআটি পড়েঃ

«اللَّهمَّ إنِّي أستخيرُك بعلمك وأستقدرُك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنَّك تقدرُ ولا أقدرُ وتعلمُ ولا أعلمُ وأنت علَّامُ الغيوب اللَّهمَّ إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدرْهُ لي ويسِّرْهُ لي ثمَّ بارك لي فيه وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفْهُ عنِّي واصرفني عنه واقدرْ لي الخير حيث كان ثمَّ رضِّني به»

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি-ইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বি-কুদরাতিকা ওয়া আস্-আলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম। ফা-ইন্নাকা তাকদিরু ওয়া লা-আকদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা-আ'লামু ওয়া আন্ত ৷ আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফাকদুরহু লী, ওয়া ইয়াস্সিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফীহি, ওয়া ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন্ লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফাসরিফহু আন্নী, ওয়া ওয়াসরিফনী আনহু, ওয়াক্দুর লিয়াল্ খাইরা হাইছু কানা, ছুম্মা রায্যিনী বিহি।

"হে আল্লাহ্ আমি তোমার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি আর তোমার কাছেই তোমার মহাদান কামনা করছি। কারণ নিশ্চয় তুমি শক্তির অধিকারী কিন্তু আমি মোটেও শক্তি রাখিনা। আর তুমি সবই জান অথচ আমি কিছুই জানিনা, আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান, আমার এই কাজটা আমার জন্য ভাল হবে, আমার দ্বীনে ও দুনিয়ার জীবনে এবং পরিণামে, বর্ণনাকারী বলেনঃ অথবা তিনি বলেছেনঃ আমার ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। আর যদি তুমি জান যে আমার এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে বর্ণনাকারী বলেনঃ অথবা তিনি বলেছেনঃ আমার তড়িৎ

কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তা আমার নিকট থেকে দূ রে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ। আর আমার জন্য ভাল কাজের ফয়সালা কর তা যেখানে আছে। অতঃপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও। অতঃপর প্রয়োজনটির নাম উল্লেখ করবে।

টিকাঃ এ দু'আ পড়ার সময় হাযাল আমরা শব্দের স্থানে ঐ কাজটির নাম উল্লেখ করতে হবে যার জন্য ইস্তেখারা করা হবে। একান্ত আরবী বলতে না পারলে বিষয়টি মনের মধ্যে হাজির রাখবে। আরও বলে রাখা দরকার যে, হাদীছে বর্ণিত দুআর মূল শব্দগুলো বর্ণনায় দুই স্থানে বর্ণনকারী সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং দুই ধরণের শব্দ বর্ণনা করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে বাংলা উচ্চারণে এবং তার পূর্বে আরবী শব্দগুলো একভাবেই লিখা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। আর যারা তাকে নফল বলে থাকে

٦٠٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: لم يَكنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على شيءٍ منَ النوافلِ أشدَّ منهُ تَعاهُداً على رَكعتَيِ الفجرِ

৬০৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত নামাযের চেয়ে অন্য কোন নফল নামাযের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন না।

অধ্যায়ঃ ফজরের দু'রাকআতে যা পড়তে হবে

٦٠٧- وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ. (بخارى:١١٦٥)

৬০৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ফজরের নামাযের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত নামায এত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন যে, আমি ভাবতাম তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন কি না?

অধ্যায়ঃ স্বগৃহে অবস্থানকালে চাশতের নামায পড়া

٦٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ، لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ. (بخارى:١١٧٨)

৬০৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার বন্ধু নবী (ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তা পরিত্যাগ করবনা। (১) প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা (২) চাশতের নামায আদায় করা (৩) বিতর নামায আদায় করার পর নিদ্রা যাওয়া।

অধ্যায়ঃ যোহরের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করা

٦٠٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

৬০৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যোহরের নামাযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করা কখনও ছাড়তেন না।

টিকাঃ ইমাম বুখারী (রঃ) অত্র শিরোনামে যোহরের পূর্বে দু'রাকআত ও চার রাকআতের হাদীছ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম যুবাইদী শুধু মাত্র চার রাকআতের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যোহরের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করতেন। উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় এভাবে করা হয়েছে যে, তিনি যখন ঘরে এ সুন্নাত আদায় করতেন তখন চার

রাকআত পড়তেন। যা আয়েশা (রাঃ) অবলোকন করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। আর যখন তিনি মসজিদে আদায় করতেন তখন দু'রাকআতই আদায় করতেন। যা ইবনে উমার (রাঃ)এর হাদীছে এসেছে। আলেমদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, যোহরের পূর্বের সুন্নাত নামাযের রাকআত সংখ্যা নিম্নে ২ এবং উর্ধ্বে ৪। চাই তা ঘরে পড়া হউক কিংবা মসজিদে পড়া হউক।

অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযের পূর্বে (নফল) নামায আদায় করা

٦١٠ــ عَنْ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ». قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (بخارى:١١٨٣)

৬১০) আব্দুল্লাহ আলমুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা মাগরিবের পূর্বে নফল নামায আদায় কর। তবে মানুষ এটাকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করুক এটা তিনি অপছন্দ করতেন। তাই তিনি তৃতীয়বার বললেনঃ যে ব্যক্তি পড়তে ইচ্ছা করে সে পড়তে পারে।

كتاب الصلاة فى مسجد مكة و المدينة

মক্কা ও মদীনার মসজিদসমূহে নামায আদায় করা

অধ্যায়ঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায়ের ফজীলত

٦١١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». (بخارى:١١٨٩)

৬১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মাত্র তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে (নেকীর উদ্দেশ্যে) সওয়ারী বাধা তথা সফর করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা।

٦١٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». (بخارى:١١٩٠)

৬১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার এ মসজিদে আদায়কৃত একটি নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে আদায়কৃত একহাজার নামাযের চেয়েও উত্তম।

অধ্যায়ঃ কুবা মসজিদ

٦١٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:أَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلاَّ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا. (بخارى:١١٩١ ، ١١٩٢)

৬১৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মাত্র দু'দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন চাশতের নামায আদায় করতেন না। (১) যেদিন তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন। কারণ তিনি চাশতের সময় মক্কাতে প্রবেশ করে প্রথমে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতেন অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন। (২) যেদিন তিনি কুবা মসজিদে গমণ করতেন। কারণ তিনি প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে গমণ করতেন। কুবা মসজিদে প্রবেশ করে নামায না পড়ে বের হওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। আর তিনি বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরোহন করে এবং পায়ে হেঁটে কুবা যিয়ারত করতেন। ইবনে উমার আরো বলতেনঃ আমার সাথীদেরকে যা করতে দেখেছি আমিও তা করি। রাতের বা দিনের যে কোন অংশে নামায আদায় করতে আমি কাউকে নিষেধ করবোনা। তবে তোমরা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় নামাযের ইচ্ছা পোষণ করোনা।

অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফজীলত

٦١٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».

৬১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বার আমার হাউযের উপরে।

كتاب العمل فى الصلاة

নামাযের ভিতরে নামাযের বাইরের কাজ করা

অধ্যায়ঃ নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ

٦١٥ــ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً». (بخارى:١١٩٩)

৬১৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ) কে সালাম দিতাম। অথচ তিনি নামাযে থাকতেন। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। আমরা যখন নাজ্জাশীর নিকট থেকে ফেরত আসলাম তখন তাঁকে (নামায অবস্থায়) সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন না; বরং (নামায শেষে) তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই নামাযের মধ্যে বিরাট ব্যস্ততা রয়েছে। (সুতরাং তাতে সাধারণ কথা বলার কোন সুযোগ নেই)

٦١٦ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَيْدِ بْنُ أَرْقَمَ ﷺ قال: كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلاَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ:﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. (بخارى:١٢٠٠)

৬১৬) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) আমাদের কেউ কেউ নামাযরত অবস্থায় তার সাথীর সাথে কথা বলত। অতঃপর যখন কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলঃ "তোমরা তোমাদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি"। আর তোমরা একাগ্রো চিত্তে (নিরবে) আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হও" তখন আমাদেরকে চুপ থাকার আদেশ দেয়া হল।

অধ্যায়ঃ নামাযের মধ্যে কঙ্কর সরানো

٦١٧ــ عَنْ مُعَيْقِيبٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً». (بخارى:١٢٠٧)

৬১৭) মুআইকীব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে সিজদার স্থান সমান করতে দেখে বললেনঃ তুমি যদি তা করতে চাও তাহলে মাত্র একবার করতে পার।

অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় যদি কারো পশু ছাড়া পেয়ে পালাতে শুরু করে তখন কী করবে?

٦١٨ــ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى يَوْماً فِي غَزْوَةٍ وَلُجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ، أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَثَمَانِيَ، وَشَهِدْتُ تَيْسُورَهُ، وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا، فَيَشُقُّ عَلَيَّ.

৬১৮) আবু বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কোন এক যুদ্ধে একদিন তার বাহনের লাগামটি হাতে নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় বাহনটি ছুটে যাওয়ার জন্য তাঁকে টানতে শুরু করল। তিনিও বাহনের পিছনে চলতে থাকলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছয়টি বা সাতটি বা আটটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

করেছি। (এ সমস্ত যুদ্ধে) আমি তাঁকে (মানুষের জন্য) সহজ করতে দেখেছি। বাহনের সাথে টানাটানি করা আমার কাছে তাকে গোয়ালে ফিরে যেতে দেয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। (কারণ পশুটিকে ছেড়ে দিলে আমাকে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরতে হবে) তাই আমার উপর কঠিন হবে।

টিকাঃ মানুষ যেহেতু নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাই বিশেষ প্রয়োজনে নামায অবস্থায় সে এরূপ করতে পারে। এ হাদীছ থেকে জানা গেল যে, বিশেষ প্রয়োজনে নামায অবস্থায় সামান্য হাঁটলে নামায নষ্ট হবেনা। তবে হাঁটতে হাঁটতে যদি কিবলা বিমুখ হয়ে যায় তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুন করে নামায শুরু করতে হবে।

٦١٩ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا ذَكَرَتْ حَدِيثَ الخُسُوفِ وَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّارَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ». (بخاری:١٢١٢)

৬১৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি সূর্যগ্রহণের নামাযের হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী "আমি জাহান্নাম দেখতে পেলাম, তার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলছে"এর পরে শুধু এতটুকু অতিরিক্ত এসেছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি তাতে আমর বিন লুহাইকে দেখতে পেলাম। কারণ সেই প্রথম সায়েবা প্রথা চালু করেছিল।

টিকাঃ 'সায়েবা' প্রথা এরূপ ছিল যে, জাহেলী যুগে দেবতার নামে উট ছেড়ে দেয়া হত। সে উটের দুধ পান করা হতনা এবং উটের উপর কোন বোঝা চাপানো হতনা। আর আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একদা সূর্যগ্রহণ শুরু হলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে লম্বা একটি সূরা পাঠ করলেন। সূরা পাঠ শেষে রুকূতে গিয়ে দীর্ঘসময় রুকূতে থাকলেন। রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে অন্য একটি সূরা পাঠ করা শুরু করলেন। অতঃপর পুনরায় রুকূ করলেন। রুকূ শেষ করে সিজদায় গেলেন। অনুরূপভাবে তিনি দ্বিতীয় রাকআ'ত পূর্ণ করলেন। তারপর বললেনঃ চন্দ্র এবং সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা এরূপ (চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ) দেখবে তোমরা নামায পড়তে থাকবে। যতক্ষণ না তোমাদের থেকে অন্ধকার উঠিয়ে নেয়া হয়। আমাকে যেসমস্ত বস্তুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে আমি তার সবই অবলোকন করেছি। এমনকি তোমরা যখন আমাকে অগ্রসর হতে দেখতে পেলে তখন আমি বেহেশতের একটি ফলের ছড়া নেয়ার ইচ্ছা করছিলাম। আর যখন তোমরা আমাকে পেছনে হটতে দেখলে তখন আমি জাহান্নাম দেখতে পেলাম, তার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলছে। আমি তাতে আমর বিন লুহাইকে দেখতে পেলাম। কারণ সেই প্রথম সায়েবা প্রথা চালু করেছিল।

অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া যাবেনা

٦٢٠ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ المَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: «إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي». وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ.

৬২০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন প্রয়োজনে প্রেরণ করলেন। আমি সেখানে যাত্রা করলাম। কাজটি সমাধা করে ফেরত এসে আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। এতে আমার অন্তরে এত দুঃখ হল যা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, হয়ত আমি দেরী করেছি। সেজন্য তিনি আমার উপর রাগ করেছেন। আমি পুনরায় সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি এবারো আমার সালামের উত্তর দিলেন না। এতে আমার মনে পূর্বের চেয়ে অধিক কষ্ট লাগল। আমি পুনরায় তাঁকে সালাম দিলাম। এবার তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়ে বললেনঃ আমাকে তোমার সালামের উত্তর দিতে এ বিষয় বাধা প্রদান করেছে যে, আমি নামায আদায় করছিলাম। তখন তিনি কিবলা বিমুখ হয়ে বাহনের উপর বসা ছিলেন।

অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় কোমরে হাত রাখা

٦٢١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. (بخارى: ١٢٢٠)

৬২১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কাউকে কোমরে হাত রেখে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

كتاب السهو

সাহ্ সিজদার বিবরণ

অধ্যায়ঃ ভুল বশতঃ কেউ পাঁচ রাকআত নামায পড়ে ফেললে

٦٢٢ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

৬২২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়ে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেনঃ কি হয়েছে? এক ব্যক্তি তাঁকে বললেনঃ আপনি পাঁচ রাকআত নামায আদায় করেছেন। তখন তিনি সালামের পর দু'টি সিজদাহ দিলেন।

টিকাঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হল নামাযের ভিতরে কোন কিছু কম হয়ে গেলে সালামের পূর্বে সাহ্ সিজদা করবে। আর বেশী হয়ে গেলে সালামের পর সিজদা করবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মতও এটি। তবে তিনি একটি অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক হাদীছকে আপন আপন স্থানে ব্যবহার করা হবে। আর যেখানে নবী ((ﷺ) থকে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি, ঐ সমস্ত ভুলের ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সাহ্ সিজদাহ করবে। বর্তমান যুগের বেশীর ভাগ মুসল্লীই কোন অবস্থায় কখন সাহ্ সিজদাহ প্রযোজ্য তা জানেন না বিধায় সালামের পূর্বেই সাহ্ সিজদাহ করাকে ভাল মনে করেন। এতে সুন্নাতের পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়না।

অধ্যায়ঃ নামাযীর সাথে কেউ কথা বললে নামাযী যদি তা শুনে এবং হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে

٦٢٣ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا وكان عِنْدِي نسوة مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عن الركعتين بعد العصر، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». (بخارى:١٢٣٣)

৬২৩) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে আসরের পর দু'রাকআত নামায পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। পরবর্তীতে আমি তাঁকে এ দু'রাকআত নামায আদায় করতে দেখেছি। এ সময় আমার কাছে কয়েকজন আনসারী মহিলাও ছিল। আমি তাঁর কাছে একজন মেয়েকে পাঠিয়ে দিলাম। আমি মেয়েটিকে বললামঃ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বল, উম্মে সালামা আপনাকে বলছেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আসরের পর দু'রাকআত নামায পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। এখন আমি আপনাকে এ দু'রাকআত নামায আদায় করতে দেখছি। তোমাকে যদি তিনি হাত দ্বারা ইশারা করেন তাহলে তুমি পিছনে ফিরে এসো। মেয়েটি তাই করল। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলে মেয়েটি পিছনে ফেরত আসল। অতঃপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন বললেনঃ

হে আবু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আসরের নামাযের পর দু'রাকআত নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ। তাহলে শুন! আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক আগমণ করে আমাকে যোহরের পরের দু'রাকআত নামায আদায় করা থেকে বিরত রেখেছিল। এ দু'রাকআতই হল সেই দু'রাকআত।

টিকাঃ নবী (ﷺ) একটি আমল করলে তা পরবর্তীতে আর কখনও ছাড়তেন না।

كتاب الجنائز

কিতাবুল জানায়েয (জানাযার বিবরণ)

অধ্যায়ঃ যার সর্বশেষ কথা হবে (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

٦٢٤ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي»، أَوْ قَالَ: «بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ».قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ».

৬২৪) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমার প্রভুর পক্ষ হতে একজন আগমণকারী আমার কাছে এসে আমাকে খবর দিয়েছে অথবা বর্ণনাকারী বলেন আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের কোন লোক আল্লাহর সাথে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু যার বলেনঃ আমি বললামঃ যদিও সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে? তিনি বললেনঃ যদিও সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে।

টিকাঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ হচ্ছে, তাওহীদের উপর কোন লোক মৃত্যু বরণ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবেনা।

٦٢٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (بخارى:١٢٣٨)

৬২৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেনঃ আর আমি বলেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অধ্যায়ঃ জানাযায় অংশগ্রহণ করার আদেশ

٦٢٦ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا: عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ». (بخارى:١٢٣٩)

৬২৬) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদেরকে নবী (ﷺ) সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয় হতে নিষেধ করেছেন। আমাদেরকে তিনি (১) জানাযায় অংশগ্রহণ করতে (২) রোগীর সেবা করতে (৩) দাওয়াত কবুল করতে (৪) মজলুমের সাহায্য করতে (৫) শপথ পূর্ণ করতে (৬) সালামের উত্তর দিতে এবং (৭) হাঁচি প্রদানকারীর উত্তর দিতে আদেশ দিয়েছেন এবং (১) রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা হতে (২) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা হতে (৩) পাতলা রেশমী কাপড় পরিধান করা হতে (৪) দীবাজ তথা এক প্রকার মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে (৫) কাসী তথা এক প্রকার শক্ত রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং (৬) ইস্তাবরাক তথা কারুকার্যখচিত এক প্রকার রেশমী পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন।

টিকাঃ হাদীছে যে সপ্তম বিষয়টি হতে নিষেধ করা হয়েছে তা কিতাবুল লিবাসে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ কাফনের ভিতরে প্রবেশ করানোর পরও মৃত ব্যক্তির কাছে গমণ করা

٦٢٧ــ عَنْ أُمِّ الْعَلاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ : أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ»؟ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ: «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي». قَالَتْ: فَوَاللهِ لا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا .

৬২৭) উম্মে আলা (রাঃ) নামক জনৈক আনসারী মহিলা নবী (ﷺ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করলেন। তিনি বলেনঃ মুহাজিরদেরকে লটারীর মাধ্যমে মদীনার আনসারদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। তখন উছমান বিন মাযউন আমাদের ভাগে পড়লেন। আমরা তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসলাম। পরে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে গেলেন এবং সে রোগেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যু বরণ করার পর তাঁকে গোসল দেয়া হল এবং কাফনের কাপড়ও পরিধান করানো হল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রবেশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ হে আবু সায়েব! (উছমানের উপাধি) আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি আপনার ব্যাপারে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই সম্মানিত করেছেন। নবী (ﷺ) এ কথা শুনে বললেনঃ তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। (তিনি যদি সম্মানিত না হয়ে থাকেন) তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন? নবী (ﷺ) বললেনঃ তিনি তো মৃত্যু বরণ করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর জন্য কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা যে আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে? অথচ আমি আল্লাহর রাসূল। উম্মে আলা বলেনঃ আল্লাহর শপথ! এ কথা শুনার পর আমি আর কারো ব্যাপারে পবিত্রতা ও নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিনা।

٦٢٨ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي، جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لا يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَبْكِينَ أَوْ لا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ». (بخارى:١٢٤٤)

৬২৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধে যখন আমার পিতা নিহত হলেন তখন আমি তাঁর চেহারার উপর থেকে বার বার কাপড় উঠাচ্ছিলাম এবং ক্রন্দন করছিলাম। লোকেরা আমাকে বারণ করছিল। কিন্তু নবী (ﷺ) আমাকে নিষেধ করছিলেন না। অতঃপর আমার ফুফু ফাতেমাকে কাঁদতে দেখে নবী (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ তুমি কাঁদ আর না-ই কাঁদ, তোমরা তাঁকে না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ স্বীয় পাখাসমূহ দ্বারা তাঁর উপর ছায়াদান করে আছেন।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির আপন জনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা

٦٢٩ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (بخارى:١٢٤٥)

৬২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাজ্জাশী যেদিন মৃত্যু বরণ করলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেদিনই তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলেন। তিনি ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং সাহাবীদেরকে কাতারবন্দী করলেন। অতঃপর চার তাকবীরের সাথে তাঁর জানাযার নামায পড়লেন।

٦٣٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ».

৬৩০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ (মুতার যুদ্ধে) যায়েদ (রাঃ) পতাকা ধারণ করলেন। তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর জা'ফর (রাঃ) পতাকা ধরলেন। তিনিও শহীদ হলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলে তিনিও শহীদ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে নেতা হিসেবে নির্ধারিত না হয়েই খালেদ বিন ওয়ালিদ যুদ্ধের পতাকা ধারণ করলেন। তাঁর হাতেই বিজয় অর্জিত হল।

অধ্যায়ঃ যার সন্তান মৃত্যু বরণ করল এবং ছাওয়াবের আশায় সে ধৈর্য ধারণ করল তার ফজীলত

٦٣١ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». (بخارى:١٢٤٨)

৬৩১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করলে সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহের কারণে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তিকে বে-জোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব

٦٣٢ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». تَعْنِي إِزَارَهُ. (بخارى:١٢٥٣)

৬৩২) উম্মে আতীয়া আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন আমাদের নিকট প্রবেশ করে বললেনঃ তোমরা তাকে কুলপাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা তোমরা চাইলে আরো অধিকবার গোসল দাও। আর শেষবার গোসল দেয়ার সময় পানিতে কর্পূর মিশাও। তোমরা যখন গোসল দিয়ে শেষ করবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ গোসল শেষ

করে আমরা তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর লুঙ্গিটি দিয়ে বললেনঃ এটি তাঁর শরীরে জড়িয়ে দাও।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির শরীরের ডান দিক থেকে গোসল দেয়া শুরু করবে

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ: «ابْدَءُوْا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.

উম্মে আতীয়া (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা তাঁর শরীরের ডান দিক থেকে এবং তার অযুর স্থানসমূহ থেকে গোসল দেয়া শুরু কর। উম্মে আতীয়া বলেনঃ আমরা তার চুলগুলোতে চিরুনী করে তিনটি গোছায় বিভক্ত করে দিয়েছি।

অধ্যায়ঃ সাদা কাপড়ে কাফন পরানো

٦٣٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. (بخارى:١٢٦٤)

৬৩৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ইয়ামান দেশে তৈরী তিনটি সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। তাতে কোর্তা এবং পাগড়ী ছিলনা।

অধ্যায়ঃ দু'কাপড়ে কাফন পরানো

٦٣٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». (بخارى:١٢٦٥)

৬৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আরাফার ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে তার বাহনের উপর থেকে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার কারণে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল অথবা বাহনটি তার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছিল। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং (পরিহিত ইহরামের) দু'টি কাপড়ে তাকে কাফন পরাও। কিন্তু তার শরীরে কোন প্রকার সুগন্ধি লাগাবেনা এবং তার মাথা ঢাকবেনা। কেননা সে কিয়ামতের দিন তালবীয়া পাঠকারী অবস্থায় উঠবে।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তিকে কোর্তার মাধ্যমে কাফন দেয়া

٦٣٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدَاللّٰهِ ابْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ، فَقَالَ: «آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ». فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ ﷺ، فَقَالَ: أَلَيْسَ اللّٰهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: «أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، قَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ﴾». فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾. (بخارى:١٢٦٩)

৬৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মারা গেল তখন তার ছেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কোর্তাটি আমাকে দিন। আমি তাকে উহা দ্বারা কাফন দিব। আপনি তার

জানাযা পড়ান এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নবী (ﷺ) তাকে তাঁর কোর্তা দিলেন এবং বললেনঃ যখন জানাযা তৈরী হবে তখন আমাকে সংবাদ দাও। জানাযা তৈরী হলে তিনি নবী (ﷺ) কে সংবাদ দিলেন। নবী (ﷺ) যখন তার জানাযা পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন উমার (রাঃ) তাঁর জামা ধরে টান দিয়ে বললেনঃ আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফেকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেন নি? তিনি বললেনঃ আমাকে জানাযা পড়া বা না পড়ার অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾

"আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর না-ই করুন (উভয়ই সমান)। আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না"। (সূরা তাওবাঃ ৮০) নবী (ﷺ) তার জানাযা পড়লেন। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾

"তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনও তার জানাযা পড়বেন না"। (সূরা তাওবাঃ ৮৪)

٦٣٦ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ

৬৩৬) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে দাফন করার পর নবী (ﷺ) তার কাছে গেলেন এবং তাকে কবর থেকে বের করলেন। অতঃপর তার শরীরে থুথু ফেললেন এবং তাঁর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।

টিকাঃ প্রশ্ন হল ইসলামের এত ক্ষতির চেষ্টা করার পরও নবী (ﷺ) কেন তার জানাযা পড়লেন? উত্তর হল, তার ছেলে আব্দুল্লাহ ছিলেন একজন দ্বীনদার সম্মানিত সাহাবী। তাঁর সান্তনার উদ্দেশ্যে নবী (ﷺ) তাঁর পিতার জানাযা পড়েছেন। বদরের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) যখন বন্দী হলেন তখন তার শরীরে কোন জামা ছিল না। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার জামা আব্বাসকে পরিয়েছিল। বিনিময়ে নবী (ﷺ) তাঁর জামা মুনাফেক নেতাকে পরিয়ে দিলেন। যাতে মুনাফেকের কোন অনুগ্রহ অবশিষ্ট না থাকে।

অধ্যায়ঃ যখন শুধু মাথা বা পা দু'টি ঢাকার মত কাপড় পাওয়া যাবে তখন উহা দ্বারা মাথা ঢেকে দিবে

٦٣٧ــ عَنْ خَبَّابٍ ﷺ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ﷺ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ». (بخارى:١٢٧٦)

৬৩৭) খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করলাম। সুতরাং আল্লাহর নিকটই আমাদের পুরস্কার প্রাপ্য। আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ তো পুরস্কার থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার পূর্বেই মারা গেছেন। মুসআব বিন উমায়ের ছিলেন তাদের অন্যতম। আমাদের মধ্যে কারো ফল

পেকেছে। আর সে তা থেকে ভক্ষণ করছে। মুসআব বিন উমায়ের উহুদ যুদ্ধের দিন নিহত (শহীদ) হয়েছেন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য মাত্র একটি চাদর ছিল। আমরা তা দিয়ে যখন তাঁর মাথা ঢাকলাম তখন তাঁর পা দু'টি বের হয়ে গেল। আর যখন তাঁর পা দু'টি ঢাকলাম তখন তাঁর মাথা বের হয়ে গেল। তখন নবী (ﷺ) আমাদেরকে আদেশ করলেন আমরা যেন তাঁর মাথা আবৃত করি এবং তাঁর পা দু'টি যেন আমরা ইযখির ঘাস দ্বারা ঢেকে দেই।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কাফন প্রস্তুত করে রেখেছিল কিন্তু তার প্রতিবাদ করা হয়নি

٦٣٨ــ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلانٌ فَقَالَ: اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ: سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. (بخاری:١٢٧٧)

৬৩৮) সাহ্‌ল (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক মহিলা নবী (ﷺ)-এর কাছে একটি বুরদাহ (চাদর) নিয়ে আসল। চাদরটি ছিল পাড় বিশিষ্ট। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা কি জান বুরদাহ কি? উত্তরে তাঁরা বললেনঃ চাদর। নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ। মহিলাটি বললঃ আমি এটি নিজ হাতে বুনিয়েছি এবং আপনাকে পরানোর জন্য নিয়ে এসেছি। ঐ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও সেটির প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি সেটি গ্রহণ করলেন। সেটিকে তহ্‌বন্দ হিসেবে পরিধান করে তিনি আমাদের নিকট আসলেন। জনৈক ব্যক্তি চাদরটির খুব প্রশংসা করল। সে বললঃ এটি কতই-না সুন্দর চাদর! আপনি আমাকে এটি পরিধান করান। উপস্থিত লোকেরা বললঃ তুমি ভাল কাজ করোনি। প্রয়োজন ছিল বলেই নবী (ﷺ) তা পরিধান করেছেন। এখন তুমি তাঁর নিকট থেকে তা চেয়ে নিচ্ছ। আর তুমি এটিও জান যে, তিনি কাউকে ফেরত দেন না। সে বললঃ আল্লাহর শপথ! আমি এটি পরিধান করার জন্য চাইনি, বরং; আমার কাফনের জন্যই তা চেয়েছি। সাহ্‌ল বললেনঃ অবশেষে ওটাই তার কাফন হয়েছিল।

টিকাঃ জানা গেল যে, কেউ যদি জীবিত থাকতেই কাফন তৈরী করে রাখে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তবে সেটি ইহরামের কাপড় হতে হবে, কিংবা সৌদি আরব হতে সংগ্রহ করে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে প্রস্তুত রাখতে হবে, এমন সব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অমূলক। এমনিভাবে কবরে মদীনার মাটি কিংবা কিছু সূরা লিখে কাফনের কাপড়ের সাথে রেখে দেয়া মারাত্মক অন্যায় ও চরম ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

অধ্যায়ঃ জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ

٦٣٩ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. (بخاری:١٢٧٨)

৬৩৯) উম্মে আতিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

অধ্যায়ঃ স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের উপর মহিলাদের শোক পালন

٦٤٠- عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (بخاري:١٢٨١)

৬৪০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য কোন মৃতের প্রতি তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর সে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে।

অধ্যায়ঃ কবর যিয়ারত করা

٦٤١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي». قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». (بخاري:١٢٨٣)

৬৪১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) জনৈক মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। সে বললঃ তুমি আমার নিকট থেকে সরে যাও। কারণ আমার মসীবতে তুমি আক্রান্ত হওনি। মহিলাটি নবী (ﷺ) কে চিনতে পারেনি। পরবর্তীতে বলা হল তিনি তো ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর সে নবী (ﷺ)-এর ঘরের দরজায় এসে কোন দারোওয়ান দেখতে পেলনা। সে বললঃ আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি (আমাকে ক্ষমা করুন)। নবী (ﷺ) তখন তাকে বললেনঃ প্রথম আঘাতের সময় ধৈর্য ধারণ করাই প্রকৃত সবর (ধৈর্য)।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়, যদি মাতম করা মৃত ব্যক্তির অভ্যাস হয়ে থাকে

٦٤٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَائْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا شَنٌّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». (بخاري:١٢٨٤)

৬৪২) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যা একদা তাঁকে এ বলে ডেকে পাঠালেন যে, আমার একটি ছেলে মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে। সুতরাং আপনি আমাদের কাছে আসুন। নবী (ﷺ) তখন সালাম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য তাই, যা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং যা দান করেছেন (তাও তাঁরই জন্য)। আর তার নিকট প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সুতরাং তোমার ধৈর্য

ধারণ করা ও উহার ছাওয়াব কামনা করা উচিত। দ্বিতীয়বার তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং শপথ করে বললেনঃ অবশ্যই যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাছে আসেন। তখন সা'দ বিন উবাদাহ, মুআয বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব, যায়েদ বিন ছাবেত এবং আরো কিছু লোক নিয়ে নবী (ﷺ) সেখানে গেলেন। শিশুটিকে উঠিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলমতে আনা হল। তখন তার প্রাণ ধড়ফড় করছিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার ধারণা উসামা (রাঃ) বলেছেনঃ শিশুটির রূহ যেন একটি খালি কলসীর ভিতর নড়াচড়া করছিল। (অর্থাৎ খালি কলসীর ভিতর শুকনো কোন জিনিষ নড়াচড়া করলে যেমন শব্দ হয় শিশুটির ভিতর থেকে সে রকম শব্দ বের হচ্ছিল) এ দৃশ্য দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তখন সা'দ (রাঃ) বললেনঃ এ কি দেখছি হে আল্লাহর রাসূল? নবী (ﷺ) বললেনঃ এ হল রহমত (দয়া), যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ কেবল তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন।

٦٤٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ»؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ. قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. (بخاری:١٢٨٥)

৬৪৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যার জানাযায় অংশ গ্রহণ করলাম। তিনি কবরের পাশে বসা ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যিনি আজ রাতে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হয়নি? তখন আবু তালহা (রাঃ) বললেনঃ আমি। নবী (ﷺ) বললেনঃ তাহলে তুমি কবরে নাম। আনাস বলেনঃ অতঃপর আবু তালহা তার কবরে নামলেন।

٦٤٤ــ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ ﷺ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. (بخاری:١٢٨٨)

৬৪৪) উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। উমার (রাঃ) মৃত্যু বরণ করার পর আয়েশা (রাঃ)এর নিকট এ হাদীছটি পৌছলে তিনি বললেনঃ আল্লাহ উমার (রাঃ)এর উপর রহম করুন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনই এ কথা বলেন নি যে, মুমিন ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে বরং তিনি বলেছেনঃ কাফেরের মৃত্যুতে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে কাফেরের আযাব বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেনঃ তোমাদের জন্য কুরআনের এ আয়াতটিই যথেষ্টঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "একজন অন্যজনের বোঝা বহন করবেনা"। (সূরা আনআমঃ ১৬৪)

٦٤٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا،فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا». (بخارى:١٢٨٩)

৬৪৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) জনৈক ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তার পরিবারের লোকেরা তখন তার মৃত্যুতে ক্রন্দন করছিল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তারা তার উপর ক্রন্দন করছে অথচ (ক্রন্দনের কারণে) তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

টিকাঃ মৃত ব্যক্তি যদি তার পরিবার-পরিজনের লোকদেরকে ক্রন্দন করার উপদেশ দিয়ে যায়, তবে ক্রন্দনের কারণে মৃত্যু ব্যক্তিকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি উপদেশ না দিয়ে থাকে বা ক্রন্দন করতে নিষেধ করে থাকে তাহলে পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে আশা করি মৃত ব্যক্তির কোন আযাব হবেনা। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইমাম বুখারী শিরোনামে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির অভ্যাস যদি এ রকম হয় যে, সে জীবিত থাকা কালে অন্যদের মৃত্যুতে বিলাপ করত, তাহলে সে কারণেও তাকে শাস্তি দেয়া হতে পারে। শাস্তি দেয়া হলে তার ধরণ কী হবে, সে ব্যাপারেও আলেমগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন। (১) মানসিক শাস্তি দেয়া হবে, শারীরিক শাস্তি নয়। (২) ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তাকে ধমকির শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা মাকরূহ

٦٤٦ــ عَنِ الْمُغِيرَةِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». (بخارى:١٢٩١)

৬৪৬) মুগীরা বিন শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমার উপর মিথ্যারোপ করা অন্য কোন লোকের উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বর্ণনা করবে সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়। আমি নবী (ﷺ) কে আরো বলতে শুনেছিঃ যার মৃত্যুতে বিলাপ করা হবে বিলাপ করার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতে পড়ে গাল চাপড়ায় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়

٦٤٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». (بخارى: ١٢٩٤)

৬৪৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি (মসীবতে পড়ে) স্বীয় গালে আঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।

অধ্যায়ঃ সা'দ বিন খাওলার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোক পালন

٦٤٨ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا». فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ، فَقَالَ: «لا». ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ــ أَوْ: كَثِيرٌ ــ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ

أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. (بخارى:١٢٩٥)

৬৪৮) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের বছর আমি যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলাম তখন নবী (ﷺ) আমাকে দেখতে আসতেন। আমি নবী (ﷺ) কে বললামঃ আমার অসুস্থতা অনেক বেড়ে গেছে। আমার প্রচুর সম্পদ রয়েছে। একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আমার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ সাদকাহ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ না। আমি বললামঃ অর্ধেক সাদকা করতে পারি? এবারও তিনি বললেনঃ না। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ এক তৃতীয়াংশ সাদকা করতে পার। আর এক তৃতীয়াংশও তো অনেক। তোমার ওয়ারিছদেরকে সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া এমন অসহায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, যাতে তারা মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যা কিছুই খরচ করনা কেন তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও তার বিনিময়েও তোমাকে ছাওয়াব দেয়া হবে। সা'দ বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! অসুস্থতার কারণে আমি কি আমার সাথীদের পিছনে থেকে যাব? নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমাকে কখনই পিছনে রাখা হবে না। তুমি যে সৎ আমলই কর তার বিনিময়ে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এও হতে পারে যে, তুমি দীর্ঘজীবি হবে। আর বহু লোক তোমার দ্বারা উপকৃত হবে। আর কিছু লোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করুন। তাদেরকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না (তাদের কারো যেন মক্কায় মৃত্যু না হয়)। সা'দ বিন খাওলার জন্য আফসোস! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করলেন। কারণ তিনি মক্কাতে মৃত্যু বরণ করেন।

অধ্যায়ঃ মুসীবতের সময় মাথা মুড়ানো নিষেধ

٦٤٩ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّهُ وَجِعَ وَجَعًا شَدِيدًا، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فبكت، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

৬৪৯) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এতে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর মাথা ছিল পরিবারের কোন একজন মহিলার কোলে। মহিলাটি কাঁদছিল। তাকে কান্না হতে বারণ করার মত শক্তি আবু মুসার ছিলনা। তাঁর যখন হুঁশ ফেরত আসল তখন তিনি বললেনঃ আমি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি যার সাথে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেছেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (মসীবতে পড়ে) বিলাপকারীনী, মাথা নেড়া কারীনী এবং জামা ছিন্নকারীনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

টিকাঃ উদ্দেশ্য এ নয় যে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল; বরং এ ধরণের কাজ থেকে সাবধান করার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মসীবতের সময় বিষণ্ন হয়ে বসে থাকে এবং তার চেহরায় চিন্তিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়

٦٥٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ــ شَقِّ الْبَابِ ــ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: «انْهَهُنَّ». فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: وَاللّٰه لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللّٰه، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: «فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ». (بخارى:١٢٩٩)

৬৫০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন যায়েদ বিন হারেছা, জা'ফর বিন আবী তালিব এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ আসল তখন তিনি চিন্তিত হয়ে বসে গেলেন। তাঁর ভিতরে শোকের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় এক জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জা'ফরের পরিবারের নারীদের কান্নাকাটির কথা বলল। তিনি তাকে আদেশ দিলেন যে, সে যেন তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ করে। সে চলে গেল। ফিরে এসে সে জানাল যে, তারা তার কথায় কর্ণপাত করছেনা। নবী (ﷺ) তাকে বলেনঃ পুনরায় তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ কর। সে তৃতীয়বার এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! তারা আমাদেরকে হার মানিয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ শেষবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেনঃ যাও এবং তাদের মুখে মাটি পুরে দাও।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ হতে দেয়না

٦٥١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قال: مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، هَيَّأَتْ شَيْئًا، وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ. قَالَ: فَبَاتَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ: «لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا». قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ، كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ». (بخارى:١٣٠١)

৬৫১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু তালহা (রাঃ)এর একটি পুত্র সন্তান মারা গেল। আবু তালহা তখন বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন যে, ছেলেটি মারা গেছে তখন তিনি ছেলেকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে ঘরের এক পাশে রেখে দিলেন। আবু তালহা ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ ছেলে কেমন আছে? তিনি বললেনঃ তার আত্মা শান্ত হয়েছে। আমার মনে হয় সে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। আবু তালহা ভাবলেনঃ তাঁর স্ত্রী সত্য বলছেন। আবু তালহা রাত্রি যাপন করলেন। সকাল হলে তিনি গোসল করলেন। যখন তিনি বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জানালেন যে, ছেলেটি মারা গেছে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর তাঁকে তাদের উভয়ের সংবাদ শুনালেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এ রাত্রিতে

বরকত দান করবেন। জনৈক আনসারী সাহাবী বলেনঃ আমি আবু তালহার নয়জন সন্তান দেখেছি। তারা প্রত্যেকেই কুরআনের হাফেজ হয়েছিল।

টিকাঃ আবু তালহার স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে সুলাইম। ঐ রাত্রিতে ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এতগুলো সৎ সন্তান উপহার দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত

٦٥٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْـرَاهِيمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﷺ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ». ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِـكَ يَـا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ». (بخارى:١٣٠٣)

৬৫২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কর্মকার আবু সাইফের নিকট গেলাম। সে ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীমের দুগ্ধসম্পর্কীয় পিতা। নবী (ﷺ) ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং আদর করলেন। অতঃপর আমরা দ্বিতীয়বার আবু সাইফের নিকট গেলাম। তখন ইবরাহীমের অবস্থা ছিল মুমূর্ষ। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আব্দুর রাহমান বিন আওফ তখন নবী (ﷺ) কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কাঁদছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হে আওফের পুত্র! নিশ্চয়ই এটি হল রহমত (মমতা)। অতঃপর তিনি পুনরায় অশ্রুপাত করতে করতে বললেনঃ নিশ্চয়ই চোখ কাঁদে, অন্তর ব্যথিত হয় আর আমরা তাই বলব যা আমাদের রব (প্রভু) পছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত।

টিকাঃ মোটকথা মসীবতের সময় চোখের পানি ফেলা এবং ব্যথিত হওয়া একটি মানবীয় স্বভাব। এতে কোন অসুবিধা নেই।

অধ্যায়ঃ অসুস্থ ব্যক্তির নিকট কান্নাকাটি করা

٦٥٣ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُـودُهُ، مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «قَدْ قَضَى»؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِـيِّ ﷺ بَكَوْا، فَقَالَ: «أَلا تَسْمَعُونَ، إِنَّ اللَّهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا ــ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ــ أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». (بخارى:١٣٠٤)

৬৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সা'দ বিন উবাদা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী (ﷺ) আব্দুর রাহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি যখন তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন তখন দেখলেন যে, তার পরিবারের লোকেরা তাঁকে ঘিরে আছে। নবী (ﷺ) বললেনঃ তিনি কি

ইন্তেকাল করেছেন? তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এখনও ইন্তেকাল করেন নি। নবী (ﷺ) তখন ক্রন্দন শুরু করলেন। তাঁর ক্রন্দন দেখে লোকেরাও ক্রন্দন শুরু করল। নবী (ﷺ) বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের পানি প্রবাহিত করার কারণে এবং হৃদয়ের শোকের জন্য কাউকে শাস্তি দিবেন না। কিন্তু এ কারণে শাস্তি অথবা অনুগ্রহ করবেন। এ বলে তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ নিশ্চয়ই মৃতের প্রতি পরিবার-পরিজনের ক্রন্দনের কারণে কবরে আযাব দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির নিকট বিলাপ ও কান্নাকাটি করার ব্যাপারে নিষেধ ও ধমকির বর্ণনা

٦٥٤ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لا تَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلاءِ وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ. أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.

৬৫৪) উম্মে আতীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন আমাদের নিকট হতে বায়আত নিলেন তখন এ অঙ্গিকারও নিলেন যে, আমরা বিলাপ করবনা। পাঁচজন মহিলা ব্যতীত অন্য কেউ সে অঙ্গিকার রক্ষা করেনি। তাঁরা হলেনঃ উম্মে সুলাইম, উম্মুল আলা, আবু সাবরার কন্যা-মুআয (রাঃ)এর স্ত্রী এবং অপর দু'জন মহিলা। অথবা বর্ণনাকারী বলেছেনঃ আবু সাবরার কন্যা, মুআযের স্ত্রী এবং অপর একজন মহিলা।

টিকাঃ উমার (রাঃ) যখন কোন মৃত ব্যক্তির উপর অবৈধ কান্নাকাটি ও বিলাপ দেখতেন তখন বিলাপকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করতেন। (আওনুল বারী ২/৩১৫)

অধ্যায়ঃ জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হওয়া

٦٥٥ــ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَه». (بخارى:١٣٠٨)

৬৫৫) আমের বিন রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন জানাযা দেখবে তখন সে যদি জানাযার সহযাত্রী না হয়ে থাকে তাহলে সে যেন জানাযাটি চলে যাওয়া পর্যন্ত অথবা যমিনে রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে।

অধ্যায়ঃ জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হলে কখন বসবে?

٦٥٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ أَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ وَهُمَا فِي جَنَازَةٍ، فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: صَدَقَ.

৬৫৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা মারওয়ানের হাত ধরলেন। তখন তাঁরা উভয়ে কোন একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। জানাযাটি যমিনে রাখার পূর্বেই তাঁরা বসে গেলেন। তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেনঃ উঠে দাঁড়াও। আল্লাহর শপথ এ ব্যক্তি (আবু হুরায়রা) অবশ্যই জানে যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বসা হতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) তখন বললেনঃ আবু সাঈদ সত্য বলেছেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি ইহুদীর জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হবে

٦٥٧ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا». (بخارى:١٣١١)

৬৫৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমাদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করল। নবী (ﷺ) তখন জানাযাটি দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়ালাম এবং বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো ইহুদীর জানাযা। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ যখনই তোমরা জানাযা দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে।

টিকাঃ জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। চাই তা মুসলিমের জানাযা হউক বা অন্য কোন দ্বীনের অনুসারীর জানাযা হউক। ইবনে আব্দুল বার্‌সহ অনেক আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন।

অধ্যায়ঃ পুরুষেরা জানাযা বহন করবে, মহিলারা নয়

٦٥٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». (بخارى:١٣١٤)

৬৫৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষেরা কাঁধে বহন করে নিয়ে যায় তখন মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়ে থাকে তাহলে সে বলে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল। আর যদি পুণ্যবান না হয়ে থাকে তাহলে সে বলেঃ হায় আফসোস! এরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? মানুষ ব্যতীত প্রতিটি বস্তুই তার কথা শুনতে পায়। মানুষ যদি শুনতে পেত তাহলে বেহুঁশ হয়ে যেত।

টিকাঃ অন্য বর্ণনায় আছে জিনেরাও কবরের আযাব শুনতে পায় না।

অধ্যায়ঃ জানাযা নিয়ে দ্রুত চলা

٦٥٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». (بخارى:١٣١٥)

৬৫৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চল। কারণ সে যদি সৎ লোক হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আর যদি সে সৎ লোক না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা একটি মন্দ জিনিষকে তোমাদের কাঁধ থেকে রেখে দিবে।

অধ্যায়ঃ জানাযায় অংশগ্রহণের ফজীলত

٦٦٠ــ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّه قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. (بخارى:١٣٢٣، ١٣٢٤)

৬৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হল আবু হুরায়রা (রাঃ) বলে থাকেন, যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হল সে এক কীরাত পরিমাণ ছাওয়াব পাবে। এ কথা শুনে ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ আবু হুরায়রা আমাদেরকে অনেক হাদীছ শুনাচ্ছেন। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) আবু হুরায়রার কথার সত্যায়ন করলেন এবং বললেনঃ আমিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। ইবনে উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ তাহলে তো আমরা অনেক কীরাত হাত ছাড়া করেছি।

টিকাঃ অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিরাতের পরিমাণ হচ্ছে উহুদ পাহাড়ের সমান।

অধ্যায়ঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ

٦٦١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: وَلَوْلا ذَلِكَ لأُبْرِزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

৬৬১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছেনঃ ইহুদী এবং নাসারাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এ আশঙ্কা যদি না হত তাহলে সাহাবীগণ তাঁর কবরকে প্রকাশ করে দিতেন {আয়েশা (রাঃ)এর হুজরার বাইরে দাফন করতেন}। তবুও আমার ভয় হচ্ছে পরবর্তীতে তাঁর কবরকে মসজিদে পরিণত করা হয় কি না?

অধ্যায়ঃ নিফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় মৃত্যুবরণকারী মহিলার জানাযা

٦٦٢ــ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

৬৬২) সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে এমন একজন মহিলার জানাযা পড়েছি, যে নিফাসের (সন্তান প্রসবের পর) রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে মৃত্যু বরণ করেছিল। নবী (ﷺ) তার মাঝখানে দাঁড়ালেন।

٦٦٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

৬৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা একটি জানাযার নামায পড়ালেন। তাতে তিনি উঁচু আওয়াজে সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং বললেনঃ আমি উঁচু আওয়াজে সূরা ফাতেহা এ জন্য পাঠ করেছি, যাতে তোমরা জানতে পার যে জানাযা নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা সুন্নাত।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তি মানুষের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়

٦٦٤ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ، أَوِ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلا الثَّقَلَيْنِ». (بخارى:١٣٣٨)

৬৬৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ দাফন কাজ শেষ করে সেখান থেকে চলে যায় তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমণ করেন এবং তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেনঃ এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? সে (যদি মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে) বলবেঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয় তুমি তোমার জাহান্নামের ঠিকানা দেখ। আল্লাহ তা'আলা তা পরিবর্তন করে জান্নাতে তোমার ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন। নবী (ﷺ) বলেনঃ সে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়

স্থানকেই দেখতে পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফের বা মুনাফেক হয়ে থাকে তাহলে বলবেঃ আমি কিছুই জানিনা। মানুষেরা যা বলত আমিও তা বলতাম। অতঃপর তাকে বলা হবেঃ তুমি জান নাই এবং শিখ নাই। অতঃপর তাকে লোহার একটি হাতুড়ী দিয়ে তার উভয় কানের মাঝখানে এমন জোরে আঘাত করা হবে, যাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জিন এবং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তুই সে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পাবে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস বা অনুরূপ বরকতময় যমিনে সমাহিত হতে পছন্দ করে

٦٦٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه قَالَ « أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَىْ رَبِّ ، ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ »قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ

৬৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মূসা (আঃ)এর নিকট মালাকুল মাওতকে প্রেরণ করা হল। তিনি যখন মূসা (আঃ)এর কাছে আসলেন তখন মূসা (আঃ) তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (এতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল) ফেরেশতা তাঁর প্রভুর নিকট গিয়ে বললেনঃ আমাকে আপনি এমন একজন লোকের নিকট পাঠিয়েছেন যিনি মৃত্যু বরণ করতে চাননা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর চক্ষু ভাল করে দিয়ে বললেনঃ তুমি পুনরায় মূসার নিকট যাও এবং তাঁকে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে বল। তাঁর হাতের নিচে যতগুলো লোম পড়বে প্রত্যেকটি লোমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছরের বয়স দেয়া হবে। তাঁকে এ কথা জানানো হলে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! তারপর কি হবে? আল্লাহ তাআলা বললেনঃ তারপর মরতে হবে। তিনি বললেনঃ তাহলে এখনই তা হয়ে যাক। তারপর তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, আল্লাহ যেন তাঁকে বায়তুল মাকদিসের এতটুকু নিকটবর্তী করে দেন, যাতে তাঁর মাঝে এবং বায়তুল মাকদিসের মাঝে মাত্র একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে রাস্তার পাশে লাল টিলার নিকটে অবস্থিত তাঁর কবরটি তোমাদেরকে দেখাতে পারতাম।

অধ্যায়ঃ শহীদদের জানাযা নামায

٦٦٦ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. (بخارى:١٣٤٣)

৬৬৬) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণকে দাফন করার সময় একই কাপড়ে দু'জন করে রেখে বলতেনঃ তাদের দু'জনের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জন করেছিল? তাদের দু'জনের কারো প্রতি ইঙ্গিত করা হলে তাঁকেই প্রথমে কবরে রাখতেন এবং বলতেন কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদদেরকে রক্তমাখা অবস্থাতেই দাফন করার আদেশ

দিয়েছেন। তাদেরকে গোসল দেয়া হয়নি এবং তাদের জানাযা নামাযও পড়া হয়নি।

٦٦٧ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». (بخارى:١٣٤٤)

৬৬৭) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদিন মদীনা থেকে বের হয়ে উহুদের শহীদদের কবরের নিকট গিয়ে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায়ের ন্যায় জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর ফিরে এসে মিম্বারের উপর আরোহন করে বললেনঃ আমি তোমাদের আগেই চলে যাব। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষীও বটে। আল্লাহর শপথ! আমি এখনই আমার হাওয দেখতে পাচ্ছি। আর আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের উপর এ ভয় করিনা যে, তোমরা আমার পরে শির্কে লিপ্ত হবে। তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমরা দুনিয়ার সম্পদ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।

অধ্যায়ঃ শিশু যদি ইসলাম গ্রহণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার উপর কি জানাযা নামায পড়তে হবে? শিশুর নিকটও কি ইসলাম পেশ করা যাবে?

٦٦٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قال: انْطَلَقَ عُمَرُ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لابْنِ صَيَّادٍ: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ»؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ، وَقَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ». فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا تَرَى»؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا». فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ». فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ، وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ، هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ». (بخارى: ١٣٥٤، ١٣٥٥)

৬৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমার (রাঃ) নবী (ﷺ) কে সাথে নিয়ে একদল লোকসহ ইবনে সাইয়াদের নিকট গমণ করলেন। তাঁরা গিয়ে দেখলেন যে, বনী মাগালার টিলার নিকট সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করছে। সে সময় ইবনে সাইয়াদ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। তার কাঁধে হাত রাখার পূর্বে সে নবী (ﷺ)-এর

আগমণ সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি। অতঃপর নবী (ﷺ) তাঁর কাছে গিয়ে বললেনঃ তুমি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? ইবনে সাইয়্যাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের নবী। ইবনে সাইয়াদ নবী (ﷺ) কে বললঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? এ কথা শুনে নবী (ﷺ) তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ আমি আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম। ইবনে সাইয়াদকে বললেনঃ তুমি কি দেখে থাক? ইবনে সাইয়াদ বললঃ আমার নিকট সত্য ও মিথ্যা উভয় খবরই আগমণ করে। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমার নিকট প্রকৃত ব্যাপার অস্পষ্ট হয়ে আছে বা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। অতঃপর নবী (ﷺ) তাকে বললেনঃ আমি তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি। পারলে বলে দাও। ইবনে সাইয়াদ বললঃ সেটি হল ধূয়া। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি লাঞ্ছিত হও। তুমি নিজের ক্ষমতা বা সীমার বাইরে যেতে পারবেনা। উমার (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন তার গর্দান কেটে ফেলি। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ এ যদি সে-ই হয় (মসীহে দাজ্জাল হয়) তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে পারবেনা। আর সে যদি দাজ্জাল না হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করার ভিতরে তোমার কোন লাভ নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং উবাই ইবনে কা'ব সেই খেজুর বাগানে গেলেন যেখানে ইবনে সাইয়াদ ছিল। নবী (ﷺ) চেয়েছিলেন, ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার কিছু কথা শুনবেন। নবী (ﷺ) তাকে দেখলেন যে, সে একটি চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে এবং গুনগুন শব্দ করছে। ইবনে সাইয়াদের মা নবী (ﷺ) কে দেখতে পেল যে, নবী (ﷺ) খেজুর শাখায় নিজেকে আড়াল করে অগ্রসর হচ্ছেন। সে ইবনে সাইয়াদকে বললঃ হে সাফ! (এটি ইবনে সাইয়াদের নাম) দেখছ না? এই তো মুহাম্মাদ এসে গেছেন। এ কথা শুনে ইবনে সাইয়াদ দ্রুত উঠে বসল। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ মহিলাটি যদি ইবনে সাইয়াদকে অমনি থাকতে দিত, তাহলে ইবনে সাইয়াদ নিজের অবস্থা বর্ণনা করে দিত।

٦٦٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». (بخارى:١٣٥٦)

৬৬৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ইহুদী বালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (ﷺ) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি বালকটির মাথার পাশে বসে বললেনঃ হে বালক! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। বালকটি তার পিতার দিকে দৃষ্টি দিল। তার পিতা তাকে বললঃ তুমি আবুল কাসেম তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ কর। বালকটি ইসলাম গ্রহণ করল। নবী (ﷺ) বললেনঃ ঐ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি বালকটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

٦٧٠ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ﴾. (بخارى:١٣٥٩)

৬৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ প্রতিটি শিশু ফিতরাতের (ইসলামের) উপর জন্ম গ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা (ইহুদী হলে) তাকে ইহুদী বানিয়ে দেয় অথবা (খৃষ্টান হলে) তাকে খৃষ্টান বানিয়ে দেয় অথবা (অগ্নি পূজক) হলে) তাকে অগ্নি পূজক বানিয়ে দেয়। যেমনভাবে চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটি চতুষ্পদ জন্তু হিসেবেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক কান কাটা দেখতে পাও কি? অতঃপর আবু হুরায়রা কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ﴾

"এটাই আল্লাহর ফিতরাত (প্রকৃতি), যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল-সঠিক দ্বীন"। (সূরা রোমঃ ৩০)

টিকাঃ মোট কথা সন্তান তার পিতা-মাতার শিক্ষার উপর গড়ে উঠে। পিতা-মাতা যদি সন্তানকে ইসলামের উপর গড়ে তুলে সন্তানও ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হয় এবং ইসলামের বিধি-বিধান মানতে অভ্যস্ত হয়। এমনিভাবে এর বিপরীত অন্য কোন ধর্ম ও আদর্শ শিক্ষা দিলে সে তাই গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী গড়ে উঠবে।

অধ্যায়ঃ মুশরিক যদি মৃত্যুর সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে (তাহলে কি তাকে ক্ষমা করা হবে?)

٦٧١ــ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي طَالِبٍ: «يَا عَمِّ، قُلْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ الآيَةَ. (بخارى:١٣٦٠)

৬৭১) মুসায়্যেব বিন হায্ন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু তালেব যখন মৃত্যু শয্যায় উপনীত হল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কাছে গেলেন। সেখানে আবু জাহেল বিন হিশাম ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়্যাও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু তালেবকে বললেনঃ হে চাচা! আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করুন। এর ফলে আমি আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করব। আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়্যাহ বললঃ হে আবু তালেব! আপনি কি আব্দুল মুত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করছেন? নবী (ﷺ) কালেমাটি তার কাছে পেশ করছিলেন। আর তারাও তাদের কথাটি বলতে থাকল। সর্বশেষে আবু তালেব তাদেরকে যে কথাটি বলল, তা হল সে আব্দুল মুত্তালেবের ধর্মের উপরই রয়ে গেল। আবু তালেব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। এ কথার উপরই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

"নবী ও মুমিনদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামী"। (সূরা তাওবাঃ ১১৩)

অধ্যায়ঃ কবরের পাশে আলেমের নসীহত এবং তাঁর চারপাশে সাথীদের বসা সম্পর্কে

٦٧٢ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ: شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الآيَةَ. (بخارى:١٣٦٢)

৬৭২) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা বাকী গোরস্থানে কোন একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন নবী (ﷺ) আমাদের কাছে আসলেন এবং বসলেন। আমরাও তাঁর চার পাশে বসে গেলাম। তাঁর হাতে ছিল ছোট একটি লাঠি। তিনি নীচের দিকে মাথা ঝুকালেন এবং লাঠি দিয়ে যমীনে আঘাত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে লিখা হয়নি এবং এও লিখা হয়নি যে, সে সৌভাগ্যবান না হতবাগ্য। জনৈক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেবনা? কারণ আমাদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান সে তো অবশ্যই সৌভাগ্যবানদের ন্যায় আমল করবে। আর আমাদের মধ্যে যে হতভাগ্য হিসাবে লিখিত তারা অচিরেই হতভাগ্যদের ন্যায় কাজ করবে। উত্তরে নবী (ﷺ) বললেনঃ সৌভাগ্যবানদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হবে আর হতভাগ্যদের জন্য হতভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর নবী (ﷺ) পাঠ করলেনঃ

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾

"যে ব্যক্তি দান করবে, তাকওয়ার পথ অনুসরণ করবে এবং উত্তম বিষয়কে সমর্থন করবে আমি তার জন্য সহজ পথে চলাকে সহজ করে দিব"। (সূরা লাইলঃ ৫-৭)

অধ্যায়ঃ আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٦٧٣ــ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». (بخارى:١٣٦٣)

৬৭৩) ছাবিত বিন যাহ্হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের নামে মিথ্যা শপথ করবে সে উক্ত ধর্মের লোক বলেই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে।

টিকাঃ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করার অর্থ এই যে, মনে করুন কেউ বললঃ আমি যদি এই কাজটি করি তাহলে আমি ইহুদী। সে যদি এ বক্তব্যে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে

তাহলে সে ইহুদী বলেই গণ্য হবে।

٦٧٤ــ عَنْ جُنْدَبٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». (بخارى:١٣٦٤)

৬৭৪) জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। ফলে সে আত্মহত্যা করল। আল্লাহ তাআলা বললেনঃ আমার বান্দা তাড়াহুড়া করেছে এবং নিজেকে হত্যা করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

٦٧٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ». (بخارى:١٣٦٥)

৬৭৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি লাগিয়ে অথবা গলা টিপে আত্মহত্যা করবে সে দোযখে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা দিয়ে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে দোযখে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিঁধিয়ে শাস্তি দিবে।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসা

٦٧٦ــ عن أَنَسٍ ﷺ يَقُولُ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ». ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ». (بخارى:١٣٦٧)

৬৭৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকেরা একটি জানাযা নিয়ে অতিক্রম করার সময় সাহাবীগণ জানাযার খুব প্রশংসা করলেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ তার জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে। অতঃপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করার সময় সাহাবীগণ তার বদনাম করলেন। নবী (ﷺ) এবারও বললেনঃ তার জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে। উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেনঃ কি আবশ্যক হয়ে গেছে? নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা প্রথম জানাযার প্রশংসা করেছ। তাই তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে। আর তোমরা দ্বিতীয় জানাযার নিন্দা করেছ। তাই তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গেছে। তোমরা হলে দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষী।

٦٧٧ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ». فَقُلْنَا وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ». فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. (بخارى:١٣٦٨)

৬৭৭) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন মুসলিমকে যদি চারজন লোক ভাল বলে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললামঃ যদি তিনজন লোক ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়? নবী (ﷺ) বললেনঃ তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা আবার বললামঃ যদি দু'জন লোক ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়? নবী (ﷺ) বললেনঃ দু'জন লোক সাক্ষ্য দিলেও। সাহাবীগণ বলেনঃ একজন লোকের সাক্ষ্য দেয়া সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করিনি।

অধ্যায়ঃ কবরের আযাবের বর্ণনা

٦٧٨ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾. (بخارى:١٣٦٩)

৬৭৮) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তিকে যখন কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে ফেরেশতা আগমণ করেন। মুমিন ব্যক্তি তখন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর বাণী থেকে এ কথারই প্রমাণ মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে ইহকাল ও পরকালে মজবুত কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যালেমদেরকে করবেন পথভ্রষ্ট। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন"। (সূরা ইবরাহীমঃ ২৭)

٦٧٩ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ: «وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا»؟ فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لا يُجِيبُونَ». (بخارى: ١٣٧٠)

৬৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ঐ কূপের দিকে উঁকি দিলেন যেখানে বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরেকরা পড়েছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে যে সত্য ওয়াদা করেছিলেন তোমরা কি তা পেয়েছ? নবী (ﷺ) কে বলা হলঃ আপনি কি মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকছেন? নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাওনা। কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছেনা।

টিকাঃ মূলতঃ মৃতরা কিছুই শুনেনা। তবে বিশেষ কোন পরিস্থিতির কথা আলাদা। যেমন দাফনকারীদের চল্লিশ কদম পর্যন্ত শ্রবণ করা, নবী (ﷺ)-এর ডাক শ্রবণ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশেষ একটি কথা উল্লেখ্য যে, সাধারণ ও বিশেষ অবস্থায় কোন ধরণের হুকুম ও বিধান প্রযোজ্য তা নির্ণয় করতে না পারা অপব্যাখ্যার বড় একটি কারণ। যা শুধু সাধারণ ভুল নয়; বরং শির্কের দরজা পর্যন্ত খুলে দেয়। যেমন উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা অনেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মৃতরা শুনতে পায়। মুসলিম জাতির বিরাট সংখ্যক মূর্খ লোক ধারণা করে মৃত অলী-আওলীয়ারাও ভক্তদের আহবান শুনতে পারেন, তাদের উপকার-অপকারও করতে পারেন। আল্লাহই হেদায়াত ও হেফাজতের মালিক।

٦٨٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾

৬৮০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তারা এখন জানতে পারছে যে, আমি যা বলেছিলাম তা ছিল সত্য। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾

"নিশ্চয়ই তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেনা"। (সূরা নামলঃ ৮০)

٦٨١ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ خَطِيبًا، فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً. (بخارى: ١٣٧٣)

৬৮১) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে কবরে মানুষ যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করলেন। মুসলিমগণ কবরের আযাবের ভয়াবহতার কথা শুনে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন।

অধ্যায়ঃ কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٦٨٢ــ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا». (بخارى:١٣٧٥)

৬৮২) আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় ঘর থেকে বের হয়ে এসে এক বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে বললেনঃ কবরে ইহুদীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে।

٦٨٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». (بخارى:١٣٧٧)

৬৮৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এভাবে দুআ করতেনঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে জীবনের ও মরণ কালীন ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে।

অধ্যায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় মৃত ব্যক্তির সামনে তার আবাস উপস্থাপন করা হয়

٦٨٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (بخارى:١٣٧٩)

৬৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে তার ঠিকানা পেশ করা হয়। সে জান্নাতের অধিবাসী হলে জান্নাতে আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হয়। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ কবরই হলো তোমার ঠিকানা।

অধ্যায়ঃ মুসলিমদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٦٨٥ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ».

৬৮৫) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিশু পুত্র ইবরাহীম যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই তাঁর জন্য বেহেশতের মধ্যে দুধ দাতা রয়েছে।

অধ্যায়ঃ মুশরেকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٦٨٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». (بخارى:١٣٨٣)

৬৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মুশরেকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ আল্লাহ যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি ভাল করেই জানতেন যে জীবিত থাকলে তারা কি আমল করত।

টিকাঃ কাফের-মুশরেকদের যে সমস্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা যায় তাদের পরিণতি সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। তারা জান্নাতী হওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত। কারণ তারা কোন প্রকার পাপের

কাজ না করেই মৃত্যু বরণ করেছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হল তাদের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করাই ভাল। বর্ণিত হাদীছে এ কথারই সমর্থন মিলে।

অধ্যায়ঃ

٦٨٧ــ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا»؟ قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَسَأَلَنَا يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»؟ قُلْنَا: لا. قَالَ: لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: إِنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ، وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلانِي دَارًا، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلانِي دَارًا، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، قُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثُّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ».

৬৮৭) সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন (ফজরের) নামায আদায় করতেন তখন নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং বলতেন আজ রাতে তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতেন। আর তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। তিনি আমাদেরকে একদিন জিজ্ঞেস করলেনঃ আজ রাতে

তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললামঃ না। নবী (ﷺ) বললেনঃ তবে শুন। আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে আমার হাত ধরে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম একজন লোক বসে রয়েছে এবং অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ানো লোকটির হাতে রয়েছে একটি লোহার চাকু। দাঁড়ানো ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির মুখের একদিকে লোহার চাকুটি প্রবেশ করিয়ে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। একদিকে চিরে শেষ করে অন্যদিকেও অনুরূপ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিকে চিরে শেষ করার সাথে সাথে প্রথম দিক আগের মত হয়ে যাচ্ছে। আবার প্রথম দিকে নতুন করে চিরা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? তারা বললেনঃ সামনে চলুন।

আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে আসলাম। তার মাথার কাছে পাথর হাতে নিয়ে অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির মাথায় সেই পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি বলের মত গড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার তার মাথা ভাল হয়ে যাচ্ছে। দাড়ানো ব্যক্তি প্রথমবারের মত আবার আঘাত করছে এবং তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কি অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেনঃ সামনে চলুন।

চলতে চলতে আমরা একটি তন্দুর চুলার নিকট আসলাম। যার উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার ভিতরে আগুন জ্বলছিল। তাতে রয়েছে কতগুলো উলঙ্গ নারী-পুরুষ। আগুনের শিখা যখন উপরের দিকে উঠছিল তখন তারাও উপরের দিকে উঠছিল। মনে হচ্ছিল তারা যেন বের হয়ে পড়বে। আগুন যখন নিস্তেজ হয়ে যায় তখন তারা পুনরায় নিচের দিকে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কি অপরাধের কারণে তাদেরকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেনঃ সামনে চলুন।

চলতে চলতে আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে আসলাম। দেখলাম নদীতে একটি লোক সাঁতার কাটছে। নদীর তীরে অন্য একটি লোক কতগুলো পাথর একত্রিত করে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁতার কাটতে কাটতে লোকটি যখন নদীর কিনারায় এসে ডাঙ্গায় উঠতে চায় তখন দাঁড়ানো ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যখনই লোকটি নদীর তীরে আসতে চায় তখনই দাঁড়ানো লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে সে পূর্বের স্থানে ফিরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কি অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেনঃ সামনে চলুন।

চলতে চলতে আমরা একটি সবুজ রঙ্গের বাগানের কাছে গেলাম। বাগানে ছিল বিরাট একটি গাছ। গাছের গোড়ার নিকটে ছিল একজন বৃদ্ধ লোক এবং কতগুলো শিশু। হঠাৎ দেখতে পেলাম গাছের নিকটেই রয়েছে অন্য একজন লোক। তার সামনে রয়েছে আগুন। সে আগুনটি প্রজ্বলিত করছে। আমার সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে উঠলেন। তারা আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করালেন যার চেয়ে অধিক সুন্দর ঘর আমি আর কখনও দেখিনি। সেই ঘরে রয়েছে কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং শিশু। অতঃপর আমাকে তারা উক্ত ঘর থেকে বের করলেন। তারা পুনরায়

আমাকে নিয়ে এবার গাছে উঠলেন এবং আমাকে অন্য একটি ঘরে প্রবেশ করালেন। তা ছিল পূর্বের ঘরের চেয়ে অধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও রয়েছে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক পুরুষ।

এ পর্যায়ে আমি বললামঃ তোমরা আমাকে সারা রাত ভ্রমণ করালে। সুতরাং সারা রাত যা দেখলাম তা সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। তারা বললেনঃ হ্যাঁ, তাই করছি।

আপনি যার চোয়াল চিরে ফেলতে দেখলেন সে হলো মিথ্যুক। সে মিথ্যা কথা বলত। লোকেরা তার কাছ থেকে শুনে সে মিথ্যা কথা বর্ণনা করত এবং সে মিথ্যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে।

পাথরের আঘাতে যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন সে হল এমন একজন লোক যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সে রাতের বেলা কুরআন তেলাওয়াত না করে সারা রাত নিদ্রা যেত এবং দিনের বেলা কুরআন অনুযায়ী আমল করতনা। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাকে এভাবেই শাস্তি দেয়া হবে।

যাদেরকে আপনি তন্দুর সদৃশ গর্তের মধ্যে দেখলেন তারা হল ব্যভিচারী। যাকে আপনি রক্তের নদীতে সাঁতার কাটতে দেখলেন সে হল সুদখোর। গাছের গোড়ায় যাকে দেখলেন তিনি হলেন ইবরাহীম (আঃ)। তার চার পাশের শিশুরা হল মানুষের ঐ সমস্ত সন্তান যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছে। যাকে আপনি আগুন জ্বালাতে দেখলেন তিনি হলেন জাহান্নামের দারোয়ান। আপনি প্রথম যে ঘরটিতে প্রবেশ করেছিলেন সেটি হল সাধারণ মু'মিনদের ঘর। আর দ্বিতীয়টি হল শহীদদের ঘর। আমি হলাম জিবরীল আর আমার সাথী হলেন মীকাঈল (আঃ)। এর পর জিবরীল বললেনঃ আপনি উপরের দিকে মাথা উঠান। আমি উপরের দিকে মাথা উঠিয়ে মেঘমালার মত কিছু দেখতে পেলাম। আমার সফর সঙ্গী ফেরেশতাদ্বয় আমাকে বললেনঃ ঐটি হল আপনার বাসস্থান। আমি বললামঃ আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন। আমি আমার ঘরে চলে যাই। তারা বললেনঃ আপনার বয়স এখনও বাকী আছে। তা এখনও পূর্ণ করেন নি। আপনার বয়স পূর্ণ করেই আপনি স্বীয় বাসস্থানে চলে আসবেন।

অধ্যায়ঃ হঠাৎ মৃত্যু বরণ করা সম্পর্কে

٦٨٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». (بخارى:١٣٨٨)

৬৮৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে বললঃ আমার মাতা আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে সাদকাহ করতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ হতে সাদকাহ করি তাহলে তিনি কি তার ছাওয়াব পাবেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ), আবু বকর এবং উমার (রাঃ)এর কবর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٦٨٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ: «أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا»؟ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي. (بخارى:١٣٨٩)

৬৮৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বার বার বলতেনঃ আজ আমি কোথায় আছি? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে

যাওয়ার সময় দেরী মনে করেই তিনি এরূপ বলতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমার ঘরে থাকার দিনই আমার কোলে মাথা রাখাবস্থায় আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন। এবং আমার ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

٦٩٠ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ رَاضٍ عَنْ هؤلاءِ النَّفَرِ السِّتَّةِ، فَسَمَّى السِّتَّةَ، فَسَمَّى عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

(بخارى:١٣٩٢)

৬৯০) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছয়জন সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা হলেনঃ উছমান বিন আফ্ফান, আলী বিন আবু তালেব, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রাহমান বিন আওফ এবং সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ

٦٩١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا».

৬৯১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা মৃতদেরকে গালি দিওনা। কারণ তারা যে আমল করেছে তার কাছে পৌছে গেছে।

كتاب الزكاة

কিতাবুয্ যাকাত

অধ্যায়ঃ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে

٦٩٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». (بخارى: ١٣٩٥)

৬৯২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন মুআয বিন জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠালেন তখন তাঁকে বললেনঃ তুমি তাদেরকে এই কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তারা যদি এ কথা মেনে নেয় তবে তুমি তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে বল আল্লাহ তাদের সম্পদের যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরীদ্রদের মাঝে তা বন্টন করা হবে।

٦٩٣ــ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: «مَا لَهُ مَا لَهُ» وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَبٌ مَا لَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» (بخارى: ١٣٩٦)

৬৯৩) আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললঃ আমাকে এমন আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। লোকেরা বলতে লাগলঃ এই ব্যক্তির কি হয়েছে? কেন এরূপ কথা বলছে? নবী (ﷺ) বললেনঃ এ ব্যক্তি জরুরী প্রশ্ন করেছে। সে চমৎকার প্রশ্ন করেছে। (তারপর তাকে বললেনঃ) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

٦٩٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».

৬৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক গ্রাম্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললঃ আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারবো। তিনি বললেনঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা। ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযান

মাসের রোযা রাখবে। লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে বললঃ ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি এর চেয়ে বেশী করবনা। লোকটি চলে যাওয়ার সময় নবী (ﷺ) বললেনঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতবাসী লোক দেখতে চায় সে যেন এই লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখে।

٦٩٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ ﷺ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. (بخاری: ١٣٣٩،١٤٠٠)

৬৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যখন আবু বকর (রাঃ) খলীফা হলেন তখন আরবের কতিপয় সম্প্রদায় মুরতাদ হয়ে গেল (যাকাত দিতে অস্বীকার করল)। (তখন আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে) উমার (রাঃ) বললেনঃ আপনি কিভাবে ঐ সমস্ত লোকদের (যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের) সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে সে আমার হাত থেকে তার জান-মাল নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের দাবীর কথা ভিন্ন। অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি দন্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে তবে ইসলাম গ্রহণের কারণে তার উপর থেকে সে দন্ডবিধি রহিত হবেনা; বরং তাকে অবশ্যই সে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর তার হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত রইল।

আবু বকর (রাঃ) উমার (রাঃ)এর উপরোক্ত কথা শুনে বললেনঃ আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হল সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে একটি ছাগল ছানা প্রদানেও বাঁধা দেয়, যা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় প্রদান করত তাহলে আমি এ অস্বীকৃতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমার (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! আবু বকরের দৃঢ়তা শুধু এ জন্যই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা (যুদ্ধের জন্য) আবু বকরের বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং আমি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারলাম যে আবু বকরের সিদ্ধান্তই সঠিক।

টিকাঃ বর্তমানেও কিছু অজ্ঞ লোকের ধারণা মুসলিম হওয়ার জন্য শুধু মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাই যথেষ্ট। চাই সে ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করুক বা না করুক। কোন সন্দেহ নেই যে, কালেমা তায়্যেবা পাঠ করা ঈমানের প্রধান নিদর্শন। কিন্তু এই বাক্য পাঠ করার পরও কেউ যদি ইসলামের কোন রুকন বা ছোট থেকে ছোট কাজও অস্বীকার করে তাহলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। এমন কি অনেক আলেম নামায পরিত্যাগকারীকেও কাফের বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। যদিও সে নামায অস্বীকার করেনি। আবু বকরসহ আরও কিছু সাহাবী ফরয হিসাবে স্বীকার করেও যাকাত অনাদায়কেও কুফরী বলেছেন।

অধ্যায়ঃ যাকাত না দেয়ার শাস্তি

٦٩٦ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا». وَقَالَ: «وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ». قَالَ: «وَلا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ، وَلا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ». (بخارى: ١٤٠٢)

৬৯৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ উটের মালিক যদি উহার হক আদায় না করে অর্থাৎ যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন উটগুলোকে পূর্বের চেয়ে অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় একত্রিত করা হবে। উটগুলো পা দিয়ে তাদের মালিককে পিষতে থাকবে

ছাগলের মালিক যদি উহার হক আদায় না করে অর্থাৎ যাকাত না দেয় কিয়ামতের দিন ছাগলগুলোকে একত্রিত করা হবে। খুর দিয়ে তাদের মালিককে পিষতে থাকবে এবং শিং দিয়ে তাদের মালিককে আঘাত করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ উক্ত হকসমূহের মধ্যে পানির ঘাটে গাভী বা ছাগল দোহন করে দরিদ্রদের মধ্যে দুধ বিতরণ করাও রয়েছে।

নবী (ﷺ) আরও বলেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের কেউ যেন ঘাড়ে চিৎকাররত ছাগল বহন করে উপস্থিত না হয় এবং এ কথা না বলে যে, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করুন)। আমি তখন বলবঃ আল্লাহর শাস্তি হতে আমি তোমাকে রক্ষা করতে সক্ষম নই। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি।

অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন কেউ যেন কাঁধে চিৎকাররত উট বহন করে উপস্থিত না হয় এবং এ কথা না বলে যে, হে মুহাম্মাদ! (আমাকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করুন)। আমি তখন বলবঃ আল্লাহর শাস্তি হতে আমি তোমাকে রক্ষা করতে সক্ষম নই। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি।

٦٩٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِي: بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ». ثُمَّ تَلا: ﴿لا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآيَةَ. (بخارى: ١٤٠٣)

৬৯৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন সে যদি তার যাকাত না দেয় কিয়ামতের দিন তার ধন-সম্পদগুলোকে টাক মাথা বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে। তার চোখের উপরে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। সাপটি তাকে পেঁচিয়ে ধরবে এবং তার চিবুকে কামড়িয়ে ধরবে এবং বলবেঃ আমি তোমার মাল। আমিই তোমার গুপ্তধন"। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তারা যদি তাতে কৃপণতা করে, এই কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্ত ই ক্ষতিকর। যাতে তারা কার্পণ্য করে, সে ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে"। (সূরা আল ইমরানঃ ১৮০)

অধ্যায়ঃ যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয় তা কানয বা সঞ্চয়ের আওতায় পড়েনা

٦٩٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». (بخاری: ١٤٠٥)

৬৯৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যে কোন যাকাত নেই। পাঁচটি উটের কম হলে তাতে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্যের মধ্যে কোন যাকাত নেই।

টিকাঃ এক উকিয়ার পরিমাণ চল্লিশ দিরহাম। আর পাঁচ উকিয়ার পরিমাণ দুইশত দিরহাম। বর্তমাণ হিসাবে পাঁচ উকিয়ার পরিমাণ হল সাড়ে বায়ান্ন তোলা। উল্লেখ্য যে, বিশ্ব বাজারে বহুল ব্যবহৃত পরিমাপে স্বর্ণের নেসাব ৮৫ গ্রাম ও রৌপ্যের নেসাব ৫৯৫ গ্রাম, যা বহু জটিল ও কঠিন মতানৈক্যের প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক সতর্কপূর্ণ সিদ্বান্ত।

আর এক ওয়াসাকের পরিমাণ ষাট 'সা'। আর এক 'সা'এর পরিমাণ হল দুই কেজি একশ গ্রাম।

খালেদ বিন আসলাম (রাঃ) বলেনঃ আমরা একদা আব্দুল্লাহ বিন উমারের সাথে বের হলাম। তখন একজন গ্রাম্য লোক বললঃ আপনি আমাকে আল্লাহর বাণীঃ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ অর্থাৎ যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে---এর মর্মার্থ বলে দিন। ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রেখেছে এবং তার যাকাত আদায় করেনি তার পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। আর প্রয়োজনের অতিরিক্তটুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করার হুকুম যাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। যাকাতের আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তাআলা সম্পদকে পবিত্রকরণের মাধ্যম বানিয়ে দিলেন।

অধ্যায়ঃ বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে সাদকাহ করা

٦٩٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ،ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»

৬৯৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে একটি খেজুর পরিমাণ সম্পদ দান করবে আর আল্লাহ তো পবিত্র ব্যতীত কোন দান কবূল করেন না, আল্লাহ ঐ দান স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা দানকারীর জন্য বাড়াতে থাকেন। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।

অধ্যায়ঃ ঐ সময় আসার পূর্বে সাদকাহ করা উচিত যখন সাদকাহ গ্রহণ করা হবেনা

٧٠٠ــ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا حَاجَةَ لِي بِهَا»

৭০০) হারেছা বিন ওয়াহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা সাদকাহ কর! কেননা অচিরেই এমন সময় আসবে যখন লোকেরা সাদকাহ নিয়ে আসবে। কিন্তু নেয়ার মত লোক খুঁজে পাবে না। লোকে বলবেঃ তুমি যদি গতকাল সাদকা নিয়ে আসতে তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম। আজ আমার এতে কোন প্রয়োজন নেই।

٧٠١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لا أَرَبَ لِي». (بخارى: ١٤١٢)

৭০১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং তা প্রচুর হবে। এমনকি সম্পদের মালিক সাদকাহ গ্রহণকারীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে পেরেশানীতে পড়বে। মাল মানুষের কাছে পেশ করা হলে সে বলবেঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

٧٠٢ــ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلانِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلا يَرَى إِلاَّ النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». (بخارى: ١٤١٣)

৭০২) আদী বিন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন দু'জন লোক এসে উপস্থিত হল। তাদের একজন দারিদ্রের অভিযোগ করল এবং অন্যজন রাহাজানির (ছিনতাই-ডাকাতির) অভিযোগ করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ রাহাজানি (ছিনতাই-ডাকাতি) সম্পর্কে কথা এই যে, তা তুমি কমই দেখতে পাবে। অচিরেই বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহ প্রহরী ছাড়াই মক্কা পর্যন্ত পৌছে যাবে। (আক্রমণ করার মত কোন অপরাধী অবশিষ্ট থাকবেনা। সর্বত্র নিরাপত্তা বিরাজ করবে)। দারিদ্র সম্পর্কে কথা এই যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা যতক্ষণ না মানুষ যাকাতের মাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। নেয়ার মত কোন লোক পাবেনা। অতঃপর তোমাদের কেউ (একদিন) আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকবেনা এবং কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কোন দোভাষীও থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি? সে বলবেঃ হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ বলবেনঃ আমি কি তোমার নিকট রাসূল প্রেরণ করি নি? সে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন সে ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ছাড়া কিছুই দেখবে

না। অতঃপর বাম দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ছাড়া কিছুই দেখবে না। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের বিনিময়ে হলেও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে। তাও যদি সামর্থের বাইরে হয় তবে উত্তম কথার মাধ্যমে হলেও সে যেন দোযখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

অধ্যায়ঃ এক টুকরা খেজুর কিংবা সামান্য বস্তু সাদকাহ করে হলেও আগুন থেকে বেঁচে থাক

٧٠٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ»

৭০৩) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ অচিরেই মানুষের নিকট এমন সময় আসবে যখন লোকেরা স্বর্ণ সাদকাহ করার জন্য ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তার নিকট থেকে তা নেয়ার মত লোক খুঁজে পাবে না এবং দেখা যাবে যে, পুরুষ লোকের স্বল্পতা এবং মহিলাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে মাত্র একজন পুরুষের কাছে চল্লিশ জন মহিলা আশ্রয় নিচ্ছে।

টিকাঃ অন্য হাদীছে পঞ্চাশ জন মহিলার কথা বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ (১) ৪০ সংখ্যাটি ৫০ সংখ্যার মধ্যে শামিল। অর্থাৎ এ জাতিয় বিষয়ে কম সংখ্যা বেশী সংখ্যার বিরোধী নয়। (২) এখানে নির্দিষ্ট করে সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। (৩) উভয় হাদীছের শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ এই হাদীছে বলা হয়েছে, يلذن به অর্থাৎ একজন পুরুষের কাছে ৪০ জন মহিলা আশ্রয় নিবে। আর পঞ্চাশ জনের হাদীছে বলা হয়েছে حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ অর্থাৎ ৫০ জন মহিলার জন্য মাত্র একজন দেখা-শুনাকারী হবে। সুতরাং উভয় হাদীছের অর্থ ভিন্ন।

٧٠٤ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ»

৭০৪) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আমাদেরকে সাদকাহ করার আদেশ দিতেন তখন আমাদের কোন কোন লোক বাজারে চলে যেত। বাজারের লোকদের বোঝা বহন করে মাত্র এক মুদ পারিশ্রমিক অর্জন করে তা সাদকাহ করে দিত। আজ তো তাদের কেউ কেউ লাখপতি।

٧٠٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

৭০৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার নিকট একজন মহিলা সাহায্য চাইতে আসল। কিন্তু আমার নিকট মাত্র একটি খেঁজুর ছাড়া আর কিছুই পেলনা। আমি খেঁজুরটিই তাকে দিলাম। সে তার দু'টি সন্তানের মধ্যে খেজুরটি ভাগ করে দিল। তা থেকে

সে নিজে কিছুই খেলনা। তারপর সে বের হয়ে গেল। অতঃপর নবী (ﷺ) যখন প্রবেশ করলেন তখন আমি তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের কারণে কোন প্রকার কষ্টের শিকার হবে তার জন্য কন্যারা দোযখের আগুন থেকে পর্দাস্বরূপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ কন্যাদের লালন-পালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

অধ্যায়ঃ কোন্ প্রকার সাদকাহ্ উত্তম

٧٠٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ». (بخارى: ١٤١٩)

৭০৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ প্রকারের দান সর্বাধিক পূণ্যের? নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি সুস্থ থাকাবস্থায় ও সম্পদের প্রতি তোমার লোভ থাকাবস্থায়, নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয় করা অবস্থায় এবং ধনী হওয়ার আশা পোষণ করা অবস্থায় যে দান করবে তা প্রতিদানের ক্ষেত্রে অধিক বড়। আর তুমি ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেনা, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে আর তুমি বলবেঃ অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। মূলতঃ তা তো অপরের হয়েই গেছে।

টিকাঃ বুঝা গেল যে, দান-খয়রাত করতে বিলম্ব করা মোটেই উচিত নয়। এমনও তো হতে পারে যে হঠাৎ মারা যাবে। ফলে দান করার সুযোগ পাবেনা কিংবা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তখন দান করলে সুস্থ অবস্থায় দান করার মত ছাওয়াব পাবেনা।

অধ্যায়ঃ

٧٠٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا». فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. (بخارى: ١٤٢٠)

৭০৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমাদের মধ্যে কে আপনার সাথে সর্বাগ্রে সাক্ষাত করবে? তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশী লম্বা সে সর্বাগ্রে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এ কথা শুনে তারা কাঠি নিয়ে নিজ নিজ হাত মাপতে শুরু করলেন। আর সাওদার হাত ছিল সকলের হাতের চেয়ে লম্বা। পরবর্তীতে (যায়নাবের মৃত্যু হলে) আমরা জানতে পারলাম, হাতের দীর্ঘতার অর্থ দানের হাত। তিনি (যায়নাব) আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হন। তিনি দান করতে খুব ভালবাসতেন।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) খুব পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন।

অধ্যায়ঃ অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে দান করলে

٧٠٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ».

৭০৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি বললঃ আমি অবশ্যই সাদকাহ করব। সে সাদকাহ নিয়ে বের হল এবং একটি চোরের হাতে সমর্পন করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল আজ (রাতে) চোরকে সাদকাহ করা হয়েছে। লোকটি বললঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। আমি অবশ্যই (আজ রাতে) আবার দান করব। আবার সে দানের অর্থ নিয়ে বের হল এবং অজ্ঞাতে ব্যভিচারি মহিলাকে তা দান করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল আজ (রাতে) ব্যভিচারি মহিলাকে সাদকাহ করা হয়েছে। লোকটি বললঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। একটি যেনাকারী মহিলাকেও দান করা হল? আমি অবশ্যই (আজ রাতে) আবার সাদকা করব। সে সাদকাহ নিয়ে বের হল। সে ভুলক্রমে একজন ধনী লোকের হাতে দিয়ে দিল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল আজ (রাতে) ধনী ব্যক্তিকে সাদকাহ করা হয়েছে। লোকটি বললঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। একটি চোর, একটি যেনাকারীনী এবং একজন ধনী লোককে দান করা হল। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল চোরকে তোমার দানের ব্যাপার এই যে, হয়ত সে এই দানের কারণে চুরি থেকে বিরত থাকবে। যেনাকারীনী হয়ত যেনা থেকে বিরত থাকবে। ধনী ব্যক্তি হয়ত উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে কিছু দান করবে।

অধ্যায়ঃ অজান্তে নিজের ছেলেকে দান করলে

٧٠٩ــ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ».

৭০৯) মাআন বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি, আমার পিতা এবং আমার দাদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়আত করলাম। তিনি আমার বিয়ের পয়গাম পাঠান এবং বিয়ে করান। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এই নালিশ নিয়ে গেলাম যে, আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি দিনার নিয়ে বের হলেন এবং মসজিদে কোন এক ব্যক্তির নিকট তা (দান করার জন্য) রেখে দিলেন। অতঃপর আমি গিয়ে তা নিয়ে আমার পিতার নিকট আসলাম। আমার এই ঘটনা জানতে পেরে তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি তো তোমাকে দান করার নিয়ত করিনি। পরিশেষে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট

নালিশ করলাম। তিনি বললেনঃ হে ইয়াযীদ! নিয়তের কারণে তুমি বিনিময় প্রাপ্ত হবে। মাআনকে বললেনঃ হে মাআন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।

অধ্যায়ঃ কেউ যদি নিজে দান না করে খাদেমকে দান করতে বলে

٧١٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

৭১০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কোন মহিলা যদি ক্ষতি সাধন ব্যতীত তার ঘরের খাদ্য হতে কিছু দান করে তবে দান করার কারণে তার জন্য ছাওয়াব রয়েছে আর উপার্জন করার কারণে তার স্বামীরও ছাওয়াব রয়েছে। এমনিভাবে সম্পদের পাহারাদারেরও অনুরূপ ছাওয়াব রয়েছে। কেউ কারো ছাওয়াব বিন্দুমাত্র কমাতে পারবেনা।

অধ্যায়ঃ প্রকৃত সাদকাহ তাই যা দান করার পরও মানুষ ধনী থাকে

٧١١ــ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». (بخارى: ١٤٢٨)

৭১১) হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। নিকটাত্মীয়দের থেকে দান করা শুরু করো। অভাবমুক্ত অবস্থায় যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন।

٧١٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ». (بخارى:١٤٢٩)

৭১২) আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়ার সময় সাদকাহ করা, কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং বিরত না থাকা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বললেনঃ উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত খরচকারীর হাত আর নিচের হাত হল দান প্রার্থীর হাত।

অধ্যায়ঃ দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা

٧١٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ». (بخارى:١٤٣٢)

৭১৩) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন কোন সাহায্য প্রার্থনাকারী আগমণ করত অথবা কোন প্রয়োজন মেটানোর আবেদন করা হত তখন তিনি বলতেনঃ তোমরা সুপারিশ কর। এতে তোমরা বিনিময় প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের জবানীতে যা চান তাই আদেশ করেন।

٧١٤ــ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ». وفي رواية: قَالَ: «لا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». (بخارى:١٤٣٣)

৭১৪) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমার মাল আটকিয়ে রেখোনা। ফলে তোমাকেও (বরকত হতে) আটকিয়ে রাখা হবে।

অপর বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) বলেনঃ দান করার সময় গণনা করোনা। তাহলে তোমাকেও গণনা করে দেয়া হবে।

টিকাঃ যে ব্যক্তি বিনা হিসাবে আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করেন আল্লাহও তাকে অগণিত রিযিক দান করেন। এখানে নফল দান উদ্দেশ্য।

অধ্যায়ঃ সামর্থ অনুযায়ী দান-খয়রাত করা

وفي رواية: «لا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ». (بخاری:١٤٣٣)

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) বলেনঃ (দান-খয়রাত না করে) থলের ভিতরে সম্পদ আবদ্ধ করে রেখোনা। অন্যথায় আল্লাহও তোমাকে রহমত থেকে বঞ্চিত রাখবেন। যতদূর সাধ্যে কুলায় দান কর।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় দান করল, পরে মুসলিম হল

٧١٥ــ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ»

৭১৫) হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! জাহেলী যুগে আমি এবাদতের নিয়তে যেসমস্ত দান-খয়রাত, গোলাম আযাদ এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা প্রভৃতি কাজ করতাম তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ অতীতে সম্পন্নকৃত পূণ্য কাজের উপরই তুমি মুসলিম হয়েছ। অর্থাৎ জাহেলী যামানায় তুমি যেসমস্ত দান করেছ তুমি তার ছাওয়াব পাবে।

অধ্যায়ঃ যে খাদেম কোনরূপ ক্ষতি না করে তার মনিবের আদেশে দান করে তার প্রতিদান

٧١٦ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ». (بخاری:١٤٣٨)

৭১৬) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চি (মালের প্রহরী) তার প্রতি কৃত আদেশকে সন্তুষ্টচিত্তে পূরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করে এবং যাকে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে তাকে তা পৌঁছে দেয়, সে দানকারীদ্বয়ের একজন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى যে ব্যক্তি দান করে এবং ভয় করে। হে আল্লাহ! খরচকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর

٧١٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»

৭১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ লোকেরা যখন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তখন দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। একজন বলেনঃ হে আল্লাহ! খরচকারীকে উত্তম বিনিময় দান করুন। অন্যজন বলতে থাকেনঃ হে আল্লাহ! কৃপণের মাল ধ্বংস করে দিন।

অধ্যায়ঃ দানকারী এবং কৃপণের দৃষ্টান্ত

٧١٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ: فَلا يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ: فَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا، إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلا تَتَّسِعُ»

৭১৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও দানকারীর উদাহরণ হল ঐ দু'ব্যক্তির ন্যায় যাদের গায়ে বক্ষ হতে গলা পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যখনই কোন কিছু দান করতে চায় তখন তার শরীরের লৌহবর্ম লম্বা হয়ে যায় অথবা বিস্তৃত হয়ে যায়। এমনকি তার নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং পদচিহ্ন মুছে দেয়। আর কৃপণ যখনই কিছু দান করতে উদ্যত হয় তখন বর্মের প্রতিটি আংটা স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। সে তো বর্মটিকে প্রশস্ত করতে চায়, কিন্তু তা প্রশস্ত হয়না।

অধ্যায়ঃ প্রতিটি মুসলিমেরই দান করা আবশ্যক, সামর্থ না থাকলে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে

٧١٩ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ». (بخارى:١٤٤٥)

৭১৯) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক মুসলিমেরই দান করা আবশ্যক, তাঁরা বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! যে ব্যক্তি দান করার সামর্থ না রাখে সে কি করবে? তিনি বললেনঃ সে নিজ হাতে কাজ করবে। এর মাধ্যমে সে নিজে উপকৃত হবে এবং দানও করতে পারবে। তারা আবার বললেনঃ সে যদি কাজ করার ক্ষমতা না রাখে তবে কি করবে? তিনি বললেনঃ তাহলে সে অভাবী ও বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করবে। তারা পুনরায় বললেনঃ সে যদি তাও করার ক্ষমতা না রাখে তবে কি করবে? তিনি বললেনঃ সে সৎকাজ সম্পাদন করবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে। এটাই হবে তার জন্য সাদকাহ।

অধ্যায়ঃ যাকাত (সাদকাহ) কী পরিমাণ দিতে হবে?

٧٢٠ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ»؟ فَقُلْتُ: لا، إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: «هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». (بخارى: ١٤٤٦)

৭২০) উম্মে আতীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাসীবা আনসারীর নিকট একদা সাদকার বকরী পাঠানো হল। তিনি তা থেকে কিছু গোশত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের নিকট কিছু আছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ না, তবে নাসীবা বিনতে কা'ব (রাঃ) ঐ বকরী থেকে যতটুকু গোশত পাঠিয়েছে তা আমাদের কাছে রয়েছে। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তা নিয়ে আস। কারণ তা যথাস্থানে পৌছে গেছে।

টিকাঃ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল যে, কোন বস্তুর মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে তার

হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ করা হারাম ছিল। কিন্তু যখন কোন অভাবী লোককে যাকাত দেয়া হল আর অভাবী লোক হাদীয়া স্বরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু দান করল তখন তা গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জায়েয ছিল। কারণ তখন আর যাকাতের হুকুম থাকলনা।

অধ্যায়ঃ যাকাত বাবদ (সোনা-রূপার পরিবর্তে) পণ্য-সামগ্রী দান করা

٧٢١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ»

৭২১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) তাঁর জন্য ঐ আদেশ লিখে পাঠালেন যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রদান করেছেন। তাতে ছিলঃ যে ব্যক্তির যাকাত এ পরিমাণ দাঁড়ায় যে তার উপর বিনতে মাখায (এক বছরের উটনী) দেয়া আবশ্যক অথচ তার নিকট তা নেই; বরং তার নিকট বিনতে লাবুন (দু'বছরের একটি উটনী) আছে তবে ওটাই তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে। যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল ফেরত দিবে। তার কাছে যদি বিনতে মাখায থাকে, কিন্তু তা যাকাত হিসাবে দেয়ার উপযোগী না হয়' বরং তার কাছে ইবনু লাবুন তথা পূর্ণ দুই বছরের উট থাকে তবে ওটাই তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে। আর তার সাথে আর কিছুই দেয়া হবে না।

অধ্যায়ঃ (যাকাতের ভয়ে) বিচ্ছিন্ন সম্পদ একত্র এবং একত্রিত সম্পদ বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা

٧٢٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ». (بخارى: ١٤٥٠)

৭২২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাকাত সম্পর্কে যা নির্ধারিত করেছেন আবু বকর (রাঃ) তাঁর কাছে তা লিখে পাঠান। তাতে ছিলঃ যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নগুলোকে একত্র করা যাবেনা এবং একত্রগুলো বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা।

টিকাঃ উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা হল, মনে করুনঃ পৃথকভাবে তিনজন লোকের প্রত্যেকের নিকট চল্লিশটি করে ছাগল ছিল। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের উপর একটি করে ছাগল যাকাত আবশ্যক। যাকাত আদায়কারী আগমণের সময় যদি তিনজনের ছাগল একত্রিত করে নেয়া হয় তাহলে তাতে মাত্র একটি ছাগল আবশ্যক হবে। যাকাত দেয়া থেকে বাঁচার জন্য এরূপ করা নিষেধ।

অনুরূপভাবে দুইজন মালিকের দুই শত দুইটি ছাগল একত্রিত অবস্থায় আছে। তাতে তিনটি ছাগল আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে যাকাত আদায় করার সময় মাত্র দু'টি বকরী দেয়ার জন্য প্রত্যেকের বকরী পৃথক করে নেয়া নিষিদ্ধ।

অধ্যায়ঃ যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন থাকে, যাকাত প্রদানের পর তারা অবশিষ্ট সম্পদ সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে

وَ فِي رِوَايَةٍ عن أنس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ». (بخارى: ١٤٥١)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাকাত সম্পর্কে যা নির্ধারিত করেছেন আবু বকর (রাঃ) তাঁর কাছে তা লিখে পাঠান, তাতে ছিলঃ যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানায় থাকে যাকাত প্রদানের পর তা সমান হারে ভাগ করে নিবে।

অধ্যায়ঃ উটের যাকাত

٧٢٣ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا». (بخارى:١٤٥٢)

৭২৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একজন গ্রাম্য লোক একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেনঃ তোমার অকল্যাণ হোক! এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা বলত তোমার কি যাকাত দেয়ার মত উট আছে? সে বললঃ হ্যাঁ। নবী (ﷺ) বললেনঃ তাহলে (তোমার হিজরতের প্রয়োজন নেই) তুমি সাগরের ঐ পারে সৎ আমল করতে থাক। আল্লাহ তোমার কোন আমলই নষ্ট করবেন না।

অধ্যায়ঃ যার মালের মধ্যে এক বছরের উটনী যাকাত হিসাবে ধার্য হয় তার নিকট তা না থাকলে কি করবে?

٧٢٤ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ، إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ». (بخارى: ١٤٥٣)

৭২৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) তাঁর জন্য যাকাত নির্ধারণের আদেশ লিখে পাঠালেন যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রদান করেছেন। তাতে ছিলঃ কারো উটের উপর যদি জাযআহ (চার বছরের উটনী) যাকাত বাবদ আবশ্যক হয় অথচ তার কাছে সেটা নেই কিন্তু তার কাছে হিক্কাহ (তিন বছরের উটনী) আছে তবে তার নিকট থেকেই হিক্কাহ গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে সম্ভব হলে দু'টি ছাগল অথবা বিশ দিরহাম। আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, তার মধ্যে হিক্কাহ (তিন বছরের উটনী) যাকাত বাবদ ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে হিক্কাহ নেই বরং; তার কাছে জাযআহ আছে তবে তার কাছ থেকে তাই গ্রহণ করা হবে। যাকাত উসূলকারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী ফেরত দিবে।

আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, তার মধ্যে হিক্কাহ (তিন বছরের উটনী) যাকাত বাবদ ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে হিক্কাহ নেই বরং; তার কাছে বিনতে লাবূন (দু'বছরের উটনী) আছে তবে তার কাছ থেকে তাই গ্রহণ করা হবে। আর সাথে দু'টি ছাগল অথবা বিশ দিরহাম অতিরিক্ত দিতে হবে।

আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, তার মধ্যে বিনতে লাবূন (দু'বছরের বাচ্চা উটনী) যাকাত বাবদ ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তা নেই বরং; তার কাছে হিক্কাহ (তিন বছরের বাচ্চা উটনী) আছে তবে তার কাছ থেকে তাই গ্রহণ করা হবে। যাকাত উসূলকারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী ফেরত দিবে।

আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, তার মধ্যে বিনতে লাবূন (দু'বছরের বাচ্চা উটনী) যাকাত বাবদ ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তা নেই বরং; তার কাছে বিনতে মাখায (এক বছরের বাচ্চা উটনী) আছে তবে তার কাছ থেকে তাই গ্রহণ করা হবে। আর সাথে দু'টি ছাগল অথবা বিশ দিরহাম অতিরিক্ত দিতে হবে।

অধ্যায়ঃ ছাগলের যাকাত

٧٢٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (بخارى: ١٤٥٤)

৭২৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) তাঁকে যখন বাহরাইন পাঠালেন তখন এই নির্দেশটি দিয়ে পাঠালেনঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি হল সাদকার ঐ বিধান যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমদের উপর নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল কে নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ নির্ধারণ অনুযায়ী যে মুসলমানের নিকট যাকাত চাওয়া হবে সে যেন তা দিয়ে দেয় এবং যার কাছে উক্ত বিধানের অতিরিক্ত কিছু চাওয়া হবে সে যেন তা না দেয়।

চব্বিশটি উট কিংবা তার কম হলে বকরী দিয়ে যাকাত দিতে হবে। প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পয়ত্রিশ হবে তখন তাতে একটি বিনতে মাখায (এক বছর বয়সের উষ্ট্রী) যাকাত বাবদ দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌছবে তখন তাতে বিনতে লাবূন (দুই বছর বয়সের উষ্ট্রী) যাকাত বাবদ দিতে হবে। আর যখন

ছিচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত পৌছবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী একটি হিক্কাহ তথা (তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী) যাকাত বাবদ দিতে হবে। আর যখন একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত পৌছবে তখন তাতে একটি জাযাআ (চার বছরের উটনী) যাকাত বাবদ দিতে হবে। আর যখন ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত পৌছবে তখন তাতে দু'টি বিনতে লাবূন যাকাত বাবদ দিতে হবে। আর যখন একানব্বই থেকে একশত বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী দু'টি হিক্কাহ দিতে হবে। যখন একশত বিশের অধিক হবে তখন প্রত্যেক চল্লিশের মধেও একটি করে বিনতে লাবূন আর প্রতি পঞ্চাশে একটি করে হিক্কাহ দিতে হবে। যার নিকট চারটি উট আছে তাতে কোন যাকাত নেই, তবে উটের মালিক যদি ইচ্ছা করে তবে দিতে পারে। উটের সংখ্যা যদি পাঁচটি হয় তবে তাতে একটি ছাগল দিতে হবে।

ছাগলের যাকাতের বিধান হল চল্লিশ থেকে একশত বিশটি বকরীর মধ্যে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। একশ বিশ থেকে দুইশ পর্যন্ত দু'টি বকরী দিতে হবে। দুইশ থেকে তিনশ পর্যন্ত তিনটি বকরী দিতে হবে। তিনশএর অধিক হলে প্রতি একশএর জন্য একটি বকরী দিতে হবে। কোন ব্যক্তির নিকট যদি বকরীর সংখ্যা চল্লিশের কম থাকে তবে তাতে যাকাত নেই, কিন্তু মালিক যদি ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।

রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। কারো নিকট যদি একশ নিরানব্বইটি রূপার দিরহাম থাকে তাতে যাকাত নেই। তবে রূপার মালিক ইচ্ছা করলে তা থেকে যাকাত দিতে পারে।

অধ্যায়ঃ যাকাতে কেবল সুস্থ পশুই গ্রহণ করা হবে

٧٢٦ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ كَتَبَ لَهُ: الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: «وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ». (بخارى: ١٤٥٥)

৭২৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ নির্দেশ লিখে পাঠালেন যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। তা এই যে, যাকাত বাবত অতি বৃদ্ধ বকরী গ্রহণ করা হবে না এবং দোষযুক্ত পশুও গ্রহণ করা হবে না এবং পাঠা ছাগলও গ্রহণ করা হবে না। তবে যাকাত আদায়কারী যদি তা নিতে চায় তাহলে নিতে পারে।

بَاب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

অধ্যায়ঃ যাকাত বাবদ মানুষের উত্তম সম্পদ গ্রহণ করা হবেনা

٧٢٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: حديث بَعْثِ مُعَاذ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ تقدم وفي هذه الرواية قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَاب» وَذَكَرَ بَاقِيَ الحديث ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: «وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ».

৭২৭) মুআয (রাঃ)কে ইয়ামানে পাঠানোর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীছ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুআযকে বললেনঃ তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। এ ছাড়া হাদীছের বাকী অংশ একই রকম। অতঃপর হাদীছের শেষাংশে আরও একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছেঃ এবং মানুষের উত্তম সম্পদগুলো নেয়া থেকে বিরত থাক।

টিকাঃ মুআয (রাঃ)কে ইয়ামানে পাঠানোর হাদীছটির বিবরণ এ রকমঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠালেন তখন তাঁকে বললেনঃ তুমি তাদেরকে এই কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তারা যদি এ কথা মেনে নেয় তবে তুমি তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে বল আল্লাহ তাদের সম্পদের যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরীদ্রদের মাঝে তা বন্টন করা হবে।

অধ্যায়ঃ নিকত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা

٧٢٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . (بخارى:١٤٦١)

৭২৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহার খেজুর বাগান ছিল সবচেয়ে বেশী। তার বাগানগুলোর মধ্যে 'বাইরূহা' নামক বাগানটি ছিল তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এটি ছিল মসজিদে নববীর সম্মুখ দিকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনও কখনও ঐ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখান থেকে মিঠা পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ যখন কুরআনের এই সূরাটি নাযিল হলঃ

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে। (সূরা আল-ইমরানঃ ৯২) তখন আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা"। আর আমার সম্পদের মধ্যে বাইরূহা নামক বাগানটি সবচেয়ে প্রিয়। আমি তা আল্লাহর জন্য সাদকাহ করে দিলাম। আমি এর বিনিময়ে ছাওয়াব ও আখেরাতে উহা সঞ্চয়ের আশা পোষণ করি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা নিয়ে নেন এবং আল্লাহ আপনাকে যেখানে খরচ করতে বলেন সেখানে খরচ করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ বাহ! এটা তো লাভজনক সম্পদ! এটা তো লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কথা শুনেছি। এটা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করে দেয়াটাই আমি সঙ্গত মনে করি। আবু তালহা বললেনঃ আমি তাই করব। অতঃপর আবু তালহা তাঁর আত্মীয় এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

٧٢٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: حَدِيثُهُ فِي خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى تَقَدَّمَ وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ

قَالَ: فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ»؟ فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا». فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ،فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»

৭২৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলেন। নামায শেষে মানুষদের লক্ষ্য করে নসীহত করলেন এবং তাদেরকে সাদকাহ করার আদেশ দিলেন। তিনি বলতে লাগলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা সাদকাহ কর। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট গমণ করে বললেনঃ হে নারী সমাজ! তোমরা সাদকাহ কর। কারণ আমাকে দেখানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীই তোমরা। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন অপরাধের কারণে? তিনি বললেনঃ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। হে নারী সমাজ! তোমরা জ্ঞান ও দ্বীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সচেতন ও বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞানকে তোমাদের চেয়ে অধিক হরণকারী আর কাউকে দেখিনি। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরলেন। তিনি যখন ঘরে পৌছলেন তখন ইবনে মাসউদের স্ত্রী যায়নাব এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে বলা হলঃ এই তো যায়নাব আগমণ করেছে। নবী (ﷺ) বললেনঃ কোন যায়নাব? তাঁকে বলা হল ইবনে মাসউদের স্ত্রী যায়নাব। তখন তিনি বললেনঃ তাকে আসার অনুমতি দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি এসে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি তো সাদকাহ করার আদেশ করেছেন। আমার নিকট কিছু নিজস্ব অলঙ্কার রয়েছে। আমি তা সাদকাহ করার মনস্থ করেছি। কিন্তু ইবনে মাসউদ মনে করেন আমি যাদেরকে দান করতে চাই তাদের চেয়ে তিনি এবং তাঁর সন্তানরাই এর অধিক হকদার। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ ইবনে মাসউদ সত্যই বলেছে। যাদেরকে তুমি ওটা দান করতে চাও তাদের চেয়ে তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানই অধিক হকদার।

অধ্যায়ঃ মুসলিম ব্যক্তির ঘোড়ার কোন যাকাত নেই

٧٣٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ»

৭৩০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মুসলিম ব্যক্তির ঘোড়ার এবং ক্রীতদাসের কোন যাকাত নেই।

অধ্যায়ঃ ইয়াতীমদেরকে সাদকাহ করা

٧٣١ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ»؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ؛ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ

فَتَلَطَتْ، وَبَالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ، وَالْيَتِيمَ، وَابْنَ السَّبِيلِ». أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (بخارى:١٤٦٥)

৭৩১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কোন একদিন মিম্বারের উপর বসলেন। আমরা তাঁর চার পাশে বসলাম। তিনি তখন বললেনঃ আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যেসব বিষয়ের ভয় করছি তা হল তোমাদের জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য খুলে দেয়া হবে। তখন এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি কখনও অকল্যাণ নিয়ে আসে? নবী (ﷺ) চুপ রইলেন। লোকটিকে বলা হলঃ তোমার কি হয়েছে? তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলছ? অথচ তিনি তোমার সাথে কোন কথাই বলছেন না। অতঃপর আমরা বুঝতে পারলামঃ তার নিকট অহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর নবী (ﷺ) স্বীয় চেহারা মোবারক হতে ঘাম মুছে বললেনঃ প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? মনে হচ্ছিল নবী (ﷺ) যেন লোকটির প্রশংসা করলেন। তিনি বললেনঃ নিশ্চয় কল্যাণ কখনও অকল্যাণ বয়ে আনে না। তবে কথা এই যে, বসন্তকাল এমন কিছু ঘাস উৎপন্ন করে যা জীব-জন্তুকে কখনও মেরে ফেলে অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে ফেলে। তবে ঐ তৃণভোজী পশু ব্যতীত যে উদর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ভক্ষণ করে ও সূর্যের দিকে মুখ করে পায়খানা করে এবং পেশাব করে। অতঃপর পুনরায় সে ভক্ষণ করতে শুরু করে। নিশ্চয়ই এ সমস্ত ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় এবং মিষ্ট। সুতরাং ঐ ধন-সম্পদ মুসলিমের উত্তম বন্ধু, যা থেকে নিঃস্ব, ইয়াতীম এবং মুসাফিরকে দান করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে অথচ পরিতৃপ্ত হয়না। ঐ মাল কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

অধ্যায়ঃ স্বামী এবং ঘরে প্রতিপালিত ইয়াতীমকে যাকাত দেয়া

٧٣٢ــ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدِيثُهَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَقَالَتْ فِي هذه الرِّوَايَةِ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

৭৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যায়নাব হতে বর্ণিত হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে একজন আনসারী মহিলাকে দরজার পাশে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও আমার প্রয়োজনের মতই ছিল। তখন আমাদের নিকট দিয়ে বেলাল (রাঃ) অতিক্রম করলেন। বেলালকে আমরা বললামঃ নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যদি আমার স্বামী এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদেরকে দান করি তাহলে কি তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হবে? বেলাল নবী (ﷺ) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। আত্মীয়তার হক রক্ষা করার পুরস্কার এবং দান করার পুরস্কার।

টিকাঃ হাদীছে যে সাদকার কথা বলা হয়েছে তা ফরয ও নফল উভয় প্রকার সাদকাকেই অন্তর্ভূক্ত

করে। তবে ফরয সাদকা তথা যাকাত কেবল যাকাত পাওয়ার হকদার হওয়ার ভিত্তিতেই দেয়া হবে, অন্যথায় নয়।

٧٣٣ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ؟إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». (بخارى: ١٤٦٧)

৭৩৩) উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আবু সালামার পুত্রদের জন্য খরচ করি তাহলে কি আমার ছাওয়াব হবে? তারা তো আমারই পুত্র। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি তাদের জন্য খরচ কর। তুমি তাদের জন্য যা ব্যয় করবে তুমি অবশ্যই তার বিনিময় লাভ করবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ যাকাতের অর্থ গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে

٧٣٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»

৭৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বলা হল ইবনে জামিল, খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ ইবনে জামিল এ কারণে অস্বীকার করছে যে, সে ছিল নিঃস্ব। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ধনী করেছেন। খালেদের ব্যাপারে কথা হল তোমরা তাঁর উপর জুলুম করছ। সে তো তাঁর লৌহবর্ম ও যুদ্ধের সকল সরঞ্জাম আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালেব তো আল্লাহর রাসূলের চাচা। সুতরাং তাঁর যাকাত তাঁর উপরই আবশ্যক। তিনি তো দাবীকৃত যাকাত এবং আরো অনুরূপ দিবেন। অর্থাৎ তিনি শুধু ধার্যকৃত যাকাতই দিবেন না; বরং তিনি তার দ্বিগুণ দিবেন।

টিকাঃ অন্য বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আব্বাসের যাকাত আমার উপর বর্তাবে। আমি তা পরিশোধ করব এবং তার সাথে আরো একগুণ দিব। সুতরাং নবী (ﷺ) তাঁর চাচার যাকাত আদায় করে দিয়েছেন। কারণ চাচা পিতার অনুরূপ।

অধ্যায়ঃ কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা

٧٣٥ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

৭৩৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আনসার গোত্রের কতিপয় লোক

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আগমণ করে সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা পুনরায় চাইল। নবী (ﷺ)ও তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার চাইলে নবী (ﷺ)ও পুনরায় তাদেরকে দান করলেন। এতে তাঁর কাছে যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমার নিকট মাল থাকলে তা তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ রাখিনা। যে নিজেকে অপরের নিকট কিছু চাওয়া থেকে পবিত্র রাখতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যাবলম্বী হতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্য ধারণের চেয়ে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ত নেয়ামত আর কাউকে দেয়া হয়নি।

٧٣٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». (بخارى: ١٤٧٠)

৭৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমাদের কারো রশি হাতে নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা এবং তা পিঠে বয়ে এনে বিক্রি করা কোন লোকের কাছে কিছু চাওয়া থেকে উত্তম। (তা না করে কারও কাছে হাত পাতলে) কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

٧٣٧ــ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». (بخارى: ١٤٧١)

৭৩৭) যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "তোমাদের কারও রশি হাতে নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে বয়ে এনে বিক্রি করা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে বাঁচাবেন, কোন লোকের কাছে কিছু চাওয়া থেকে উত্তম। (তা না করে ভিক্ষাবৃত্তি করলে) লোকেরা তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

٧٣٨ــ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ.

৭৩৮) হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আমি পুনরায় চাইলাম। তিনি আমাকে পুনরায় দিলেন। আমি তৃতীয়বার চাইলে তিনি আবারো দিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে হাকীম! নিশ্চয়ই এই সম্পদ চাকচিক্যময় এবং সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা নির্লোভে গ্রহণ করল তাতে সে বরকত লাভ করল। আর যে ব্যক্তি তা লোভাতুর হয়ে অর্জন করল তাতে সে বরকত প্রাপ্ত হবেনা। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায়, কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। উপরের হাত (দানকারীর হাত) নিচের হাত

(গ্রহণকারীর হাত) থেকে উত্তম। হাকীম বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্ত আমি আপনার পরে আর কারো কাছে কিছুই চাইব না। পরবর্তীতে দেখা গেল আবু বকর (রাঃ) হাকীমকে দান গ্রহণ করার জন্য ডাকতেন। কিন্তু হাকীম তা নিতে অস্বীকার করতেন। উমার (রাঃ)ও তাকে দান গ্রহণ করার জন্য ডাকলেন। কিন্তু তিনি উমার (রাঃ) হতে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন উমার (রাঃ) বলেনঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি এই গণীমতের মাল থেকে হাকীমের নিকট তাঁর হক প্রাপ্য পেশ করেছি। আর তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত হাকীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আর কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করেন নি।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ যাকে চাওয়া এবং লোভ-লালসা ছাড়াই কিছু দান করেন

٧٣٩ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: «خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لا، فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»

৭৩৯) উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দান করতেন। আমি বলতামঃ আমার চেয়ে যে বেশী অভাবী তাকে দান করুন। তিনি বলতেনঃ তুমি ইহা গ্রহণ কর। চাওয়া এবং লোভ-লালসা ব্যতীত যখন তোমার নিকট কোন মাল আসে, তখন তা গ্রহণ কর। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে তুমি তার পেছনে পড়োনা।

অধ্যায়ঃ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে

٧٤٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ». (بخارى: ١٤٧٥)

৭৪০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সব সময় হাত পেতে বেড়ায়, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবেনা। নবী (ﷺ) আরো বলেনঃ কিয়ামতের দিন সূর্য এত নিকটবর্তী হবে যে, ঘাম মানুষের কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। লোকেরা এমতাবস্থায় আদম (আঃ) অতঃপর মূসা (আঃ) অতঃপর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।

অধ্যায়ঃ কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ধনী হিসাবে গণ্য হবে

٧٤١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ». (بخارى: ١٤٧٩)

৭৪১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ এক লুকমা (মুষ্ঠি) বা দু'লুকমা এবং একটি বা দু'টি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়; বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার স্বচ্ছলতা নেই এবং লোকেরাও তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয় যাতে তারা তাকে সাদকা দিতে পারে। আর সে নিজেও মানুষের কাছে হাত পাতেনা।

অধ্যায়ঃ অনুমান করে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা

٧٤٢ــ عَنْ أَبِي حُمَيْد السَّاعديِّ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى، إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِه: «اخْرُصُوا». وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ. فَقَالَ لَهَا: «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا». فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ». فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: «كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ»؟ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، خَرْصَ رَسُولِ اللَّه ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ». فَلَمَّا قَالَ الراوي كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «هَذِه طَابَةُ». فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ»؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِالأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرًا».

(بخارى: ١٤٨١)

৭৪২) আবু হুমায়েদ আস্ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবূক যুদ্ধে বের হলাম। তিনি যখন ওয়াদী আল-কুরায় পৌঁছলেন তখন হঠাৎ দেখলেন জনৈক মহিলা তার বাগানে অবস্থান করছে। নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেনঃ তোমরা বাগানের খেজুরগুলোর পরিমাণ অনুমান কর। নবী (ﷺ) দশ ওয়াসক অনুমান করলেন। অতঃপর তিনি মহিলাটিকে বললেনঃ যত খেজুর হবে তা ওজন করে রাখবে। তাবূকে পৌঁছে নবী (ﷺ) বললেনঃ আজ রাতে প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হবে। রাতে যেন কেউ বাইরে না যায়। যার সাথে উট আছে সে যেন উটকে বেঁধে রাখে। তাই আমরা উটগুলোকে বেঁধে রাখলাম। প্রচন্ড ঝড় বইতে লাগল। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অমান্য করে) এক ব্যক্তি বাইরে গেলে প্রচন্ড বাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করল। এই জেহাদে আয়েলার (শামের একটি অঞ্চল) বাদশাহ নবী (ﷺ) কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিলেন এবং একটি চাদর পরতে দিলেন। নবী (ﷺ) তাঁর জন্য উক্ত এলাকার বাদশাহী লিখে দিলেন। ফেরার পথে যখন ওয়াদীয়ে কুরায় আসলেন তখন মহিলাকে বললেনঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয়েছে? সে বললঃ দশ ওয়াসক, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুমান করেছিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছতে চাই। যে আমার সাথে দ্রুত যেতে চায় সে যেন দ্রুত চলে। তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেনঃ এটি হল তাবা। আর যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেনঃ এটি এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসি। আমি কি তোমাদেরকে আনসারদের সর্বোত্তম গোত্র সম্পর্কে বলবনা? তারা বললেনঃ হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেনঃ সর্বোত্তম গোত্র হল বনু নাজ্জার, তারপর বনু আব্দুল আশহাল অতঃপর বনু সায়েদা গোত্র অথবা বনু হারেছ বিন খাজরায। তবে প্রতিটি আনসার গোত্রই উত্তম।

অধ্যায়ঃ বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি দিয়ে উৎপাদিত ফসলের উশর বা এক দশমাংশ দান করা আবশ্যক

٧٤٣ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَشرِيًّا، الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، نِصْفُ الْعُشْرِ».

৭৪৩) আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আসমান ও ঝর্নার পানি দ্বারা যে সব ফসল উৎপাদিত হয় অথবা ভূমিটি যদি উশরী ভূমি হয়, তাতে এক দশমাংশ (১/১০) যাকাত রয়েছে। আর যে ভূমিতে (ব্যয়সাপেক্ষ) সেচ দিয়ে ফসল উৎপন্ন করতে হয় তাতে বিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

টিকাঃ যে যমীনে বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপন্ন হয় এবং তাতে কোন প্রকার খরচ করতে হয় না, তা থেকে উৎপন্ন ফসলে দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয় তাকে উশরী ভূমি বলে।

অধ্যায়ঃ গাছ থেকে খেজুর কাটার সময় যাকাত আদায় করা। আর সাদকার খেজুর হাতে নেয়ার জন্য শিশু বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া যায় কি?

٧٤٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ، وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰه ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ». (بخارى: ١٤٨٥)

৭৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ খেজুর কাটার সময় হলে যাকাতের খেজুরগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হত। এক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসত। আরেকজন তার খেজুর নিয়ে আসত। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে খেজুরের স্তুপ পড়ে যেত। একদিন হাসান এবং হুসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর হাতে নিয়ে মুখে পুরে দিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দৃশ্য দেখে খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করলেন এবং বললেনঃ তুমি কি জাননা যে, মুহাম্মাদের বংশধরেরা সাদকাহ ভক্ষণ করে না?

অধ্যায়ঃ যাকাত দাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি? অপরের যাকাতের মাল ক্রয় করতে কোন অসুবিধা নেই।

٧٤٥ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللّٰه، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». (بخارى: ١٤٩٠)

৭৪৫) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আমি আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করলাম। যাকে আমি ঘোড়াটি দিয়েছিলাম সে ঘোড়াটিকে একেবারে অকর্মণ্য করে দিয়েছিল। আমি এই ভেবে তার নিকট থেকে ঘোড়াটি ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করলাম যে, হয়ত সে ঘোড়াটি সস্তা বিক্রি করবে। আমি এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তুমি

উহা ক্রয় করোনা। তুমি যা দান করেছ তা পুনরায় গ্রহণ করোনা যদিও তা তোমাকে মাত্র এক দিরহামের বিনিময়ে প্রদান করে। কেননা সাদকার মাল পুনঃগ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষণকারীর ন্যায়।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের গোলামদেরকে সাদকাহ প্রদান করা

٧٤٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيْتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا»؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». (بخارى:١٤٩٢)

৭৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) একটি মৃত বকরী দেখতে পেলেন। বকরীটি মাইমুনার গোলামকে সাদকার মাল হতে দেয়া হয়েছিল। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হলেনা কেন। তারা বললঃ এটি তো মৃত। নবী (ﷺ) বললেনঃ ওটা কেবল ভক্ষণ করা হারাম।

অধ্যায়ঃ যখন সাদকার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে

٧٤٧ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ، تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».

৭৪৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু গোশত আনয়ন করা হল, যা বারীরাকে সাদকাহ স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ উহা বারীরার জন্য সাদকাহ। আর আমাদের জন্য হাদীয়া।

অধ্যায়ঃ ধনীদের কাছ থেকে সাদকাহ আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তারা যেখানেই থাকুক না কেন

٧٤٨ــ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ وبَعْثِهِ إِلَى الْيَمَنِ تَقَدَّمَ وفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». (بخارى: ١٤٩٦)

৭৪৮) মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামানে পাঠানোর হাদীছটি একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় নবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মুআয (রাঃ)কে ইয়ামানে পাঠান তখন আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেনঃ তুমি মজলুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তির অভিশাপ থেকে বেঁচে থাক। কারণ তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।

অধ্যায়ঃ যাকাত প্রদানকারীর জন্য ইমামের রহমত কামনা এবং দু'আ করা

٧٤٩ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». (بخارى: ١٤٩٧)

৭৪৯) আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোন গোত্র যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাকাত নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ! আপনি উমুক ব্যক্তির বংশধরের উপর রহমত নাযিল করুন। আমার পিতা তাঁর নিকট যাকাত নিয়ে এলে তিনি বলেলেনঃ হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের উপর দয়া করুন।

অধ্যায়ঃ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত দিতে হবে কি না?

٧٥٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ».

৭৫০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট একহাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ চাইল। সে তা দিলো। অতঃপর দেনাদার ব্যক্তি সমুদ্র পথে ভ্রমণে বের হল। (এদিকে দেনা পরিশোধের সময় এসে গেল) কিন্তু ফেরত আসার পথে সে কোন যানবাহন পেলনা। সে একটি কাঠ নিয়ে তাতে ছিদ্র করল এবং তাতে এক হাজার দীনার ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। (এদিকে ঋণ দানকারী লোকটি নির্ধারিত দিন সমুদ্রের তীরে এসে দেনাদারের আগমণের অপেক্ষা করতে থাকল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে লোকটি আসলনা) হঠাৎ সে ঐ কাঠের খণ্ডটি দেখতে পেয়ে পরিবারের জ্বালানি হিসাবে বাড়ীতে নিয়ে গেল। সে যখন কাঠটি চিরলো তখন তার ভিতরে তার মাল (একহাজার দীনার) পেয়ে গেল।

টিকাঃ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এমন একজন লোকের ঘটনা বর্ণনা করলেন যিনি একই সম্প্রদায়ের অন্য একজন লোকের নিকট এক হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ঋণ চাইল। সে বললঃ সাক্ষী নিয়ে আস। লোকটি বললঃ সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। সে পুনরায় বললঃ তাহলে একজন যিম্মাদার নিয়ে আস। লোকটি বললঃ যিম্মাদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। সে বললঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। অতঃপর তাকে নির্ধারিত সময়ের জন্য এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। এক হাজার দীনার নিয়ে লোকটি সমুদ্র পথে ভ্রমণে বের হল। ভ্রমণ শেষে নির্ধারিত তারিখে ফেরত এসে পাওনা পরিশোধ করার জন্য যান বাহনের অনুসন্ধান করল। কিন্তু সে কোন যান বাহন খুঁজে পেলনা। সে একটি কাঠ হাতে নিয়ে তা ছিদ্র করে তাতে এক হাজার দীনার ভরে দিল এবং পাওনাদার বরাবর একটি চিঠি লিখে দিল। অতঃপর ছিদ্রটি বন্ধ করে সাগরের তীরে এসে বললঃ হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন আমি অমুকের নিকট থেকে একহাজার দীনার ঋণ নিয়েছি। সে একজন যিম্মাদার চেয়েছিল। আমি বললামঃ যিম্মাদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। এতে সে সন্তুষ্ট হয়েছে। সে একজন সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বললামঃ সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। সে এতেও সন্তুষ্ট হয়েছে। আর আমি যানবাহন অনুসন্ধান করেছি যাতে আমি তার পাওনা দীনার পরিশোধ করতে পারি। কিন্তু আমি কোন যানবাহন পেলামনা। তাই আমি আপনার যিম্মায় উহা রেখে দিচ্ছি। এ কথা বলে সে কাঠটি সাগরে নিক্ষেপ করল। কাঠটি সাগরে ডুবে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল। এরপরও সে দেশে ফেরার জন্য যানবাহনের অনুসন্ধান করতে থাকল। এ দিকে যার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল নির্ধারিত দিনে সে সাগরের তীরে অপেক্ষা করছিল। হয়তবা কোন নৌযান তার মুদ্রাগুলো নিয়ে আসবে। সে হঠাৎ সেই কাঠটি দেখতে পেল যাতে ছিল তার স্বর্ণমুদ্রাগুলো। পরিবারের জন্য জ্বালানি হিসাবে সে কাঠটি নিয়ে গেল। কাঠটি চিরে তার ভিতরে একহাজার দীনার ও চিঠি খানা পেয়ে গেল। অতঃপর সেই লোকটি দেশে ফিরে আরো এক হাজার দীনার নিয়ে ঋণদাতার নিকট গিয়ে বললঃ আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সম্পদ ফেরত দিতে আসার জন্য যথাসময়ে নৌযানের অনুসন্ধান করতে কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু যে নৌযানে আরোহন করে

আসলাম তা ব্যতীত অন্য কোন নৌযান পাইনি। সে বললঃ তুমি কি আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছিলে? এ কথার পর সে বললঃ তুমি কাঠের মধ্যে যে মুদ্রাগুলো পাঠিয়েছিলে আল্লাহ তা'আলা তা আমার নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন। তুমি তোমার এক হাজার দীনার ফেরত নিয়ে যাও।

অধ্যায়ঃ রিকায তথা ভূগর্ভস্থ সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে

٧٥١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

৭৫১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষতির কোন দণ্ড নেই, কূপের জন্য কোন দণ্ড নেই, খনির জন্যও কোন দন্ড নেই আর ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত আবশ্যক।

টিকাঃ কারো চতুষ্পদ জন্তু যদি অন্য কারো ক্ষতি করে ফেলে তাতে কোন জরিমানা নেই। কারণ চতুষ্পদ জন্তু অবুঝ। তার কোন জ্ঞান নেই। এমনিভাবে কারো কূপে পতিত হয়ে অথবা খনিতে কর্মরত অবস্থায় যদি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কোন শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাতেও মালিকের উপর কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায়না।

অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাকে যাকাতের মাল থেকে অংশ দেয়া যাবে এবং শাসক কর্তৃক যাকাত আদায়কারী কর্মচারী থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা

٧٥٢ــ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ.

৭৫২) আবু হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনী আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে বনী সুলাইম গোত্রের নিকট থেকে যাকাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য নিযুক্ত করলেন। সে যখন যাকাত নিয়ে ফেরত আসল তখন তার নিকট থেকে হিসাব নিলেন।

অধ্যায়ঃ ইমাম কর্তৃক নিজ হাতে যাকাতের উটে দাগ দেয়া

٧٥٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

৭৫৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা সকাল বেলা শিশু আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। যাতে নবী (ﷺ) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিতে পারেন। আমি দেখতে পেলাম তার হাতে রয়েছে একটি দাগ দেয়ার যন্ত্র। তা দিয়ে তিনি যাকাতের উটগুলোকে দাগ দিচ্ছিলেন।

অধ্যায়ঃ সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

٧٥٤ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

৭৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর এক 'সা' পরিমাণ খেজুর বা যব ফরয করেছেন। তিনি লোকদের ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ ঈদের নামাযের পূর্বেই ফিতরা আদায় করা

٧٥٥ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قال: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

৭৫৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে ঈদের দিন এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য সাদকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতাম। সে যুগে আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিসমিস, পনির এবং খেজুর।

অধ্যায়ঃ ছোট-বড় সকলের উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব

٧٥٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ. (بخارى: ١٥١٢)

৭৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক ছোট-বড়, স্বাধীন-ক্রীতদাস সকল মুসলমানের উপর এক 'সা' পরিমাণ যব অথবা এক 'সা' পরিমাণ যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।

টিকাঃ কোন দেশের মানুষ বছরের অধিকাংশ সময় যে খাদ্য গ্রহণ করে সে খাদ্য দিয়ে ফিতরা দিতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী এক 'সা' মোটামুটি আড়াই কেজির সমপরিমাণ। টাকা দিয়ে ফিতরা দেয়া সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

كتاب الحج

কিতাবুল হজ্জ

অধ্যায়ঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও তার মর্যাদা

٧٥٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (بخارى: ١٥١٣)

৭৫৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা ফযল বিন আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে একই বাহনে বসা ছিলেন। তখন খাছআম গোত্রের জনৈক মহিলা আগমণ করলে ফযল তার দিকে তাকাতে লাগল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। নবী (ﷺ) ফযলের চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন। মহিলাটি প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর আরোপিত হজ্জ আমার বৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর বসতে পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করব? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। আর এটি ছিল বিদায় হজ্জের ঘটনা।

টিকাঃ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল যে, শারীরিকভাবে অপারগ ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করা (বদলী হজ্জ) জায়েয। তবে শর্ত হল, যিনি বদলি হজ্জ করবেন তাকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে। কেউ কেউ বদলী হজ্জকারী এবং যার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করা হবে উভয়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু এর পক্ষে সুস্পষ্ট কোন দলীল নেই।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় বাহনের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছতে পারে

٧٥٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً. (بخارى: ١٥١٤)

৭৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে সাওয়ারীতে আরোহন করতে দেখেছি। সাওয়ারী যখন তাঁকে নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়াত তখন তিনি তালবীয়া পাঠ করতেন।

অধ্যায়ঃ সাওয়ারীতে আরোহন করে হজ্জ করা

٧٥٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. (بخارى: ١٥١٧)

৭৫৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উটের উপর আরোহন করে হজ্জ করেছেন। তাঁর সফর সামগ্রী উটের উপরই ছিল।

অধ্যায়ঃ হজ্জে মাবরুরের ফজীলত

٧٦٠ــ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ». (بخارى: ١٥٢٠)

৭৬০) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ধারণা জেহাদ করা সবচেয়ে উত্তম আমল। আমরা কি জেহাদ করবো না? তিনি বললেনঃ না। উত্তম জেহাদ হচ্ছে হজ্জে মাবরুর।

টিকাঃ হজ্জে মাবরুর কাকে বলে তা নিয়ে উলামায়ে কেরাম থেকে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কথা হচ্ছে হজ্জে মাবরুর হল কবুল হজ্জ।

٧٦١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

৭৬১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করবে, অতঃপর স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হবেনা এবং পাপাচারে লিপ্ত হবেনা, সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন তার মাতা তাকে ভূমিষ্ট করেছিল।"

টিকাঃ শিশু যেমন জন্মের সময় নিষ্পাপ থাকে, তার কোন গুনাহ থাকেনা, ঐ রকমই হজ্জ করার পর বান্দা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে যায় এবং তার কোন গুনাহ থাকেনা। কিন্তু 'হাক্কুল ইবাদ' তথা বান্দার হক মাফ হবেনা। তা অবশ্যই হকদারকে ফেরত দিতে হবে।

অধ্যায়ঃ ইয়ামান বাসীদের হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান

٧٦٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ "ذَا الْحُلَيْفَةِ"، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ "الْجُحْفَةَ" وَلأَهْلِ نَجْدٍ "قَرْنَ الْمَنَازِلِ"، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ "يَلَمْلَمَ"، هُنَّ لأَهْلِهِنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (بخارى: ١٥٣٠)

৭৬২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, শাম তথা সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। উক্ত স্থানসমূহ উক্ত লোকদের জন্য এবং যারা ঐ পথে হজ্জ বা উমরা করার জন্য আসবে তাদের জন্যও মীকাত হিসাবে নির্ধারিত জায়গা। আর যারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তারা নিজ আবাসস্থল থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণও মক্কা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

অধ্যায়ঃ

٧٦٣- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك

৭৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুল-হুলায়ফার বাতহা নামক স্থানে (ইহরাম বাঁধার জন্য) উট বসালেন। তিনি সেখানে নামায আদায় করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এ রকমই করতেন।

অধ্যায়ঃ শাজারার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনা হতে বের হওয়া

٧٦٤ــ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِـذِي الْحُلَيْفَةِ، بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ. (بخارى:١٥٣٣)

৭৬৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় শাজারার (বৃক্ষের) পথে বের হতেন। আর যখন মদীনায় প্রবেশ করতেন তখন মুআররাসের পথে প্রবেশ করতেন। আর নবী (ﷺ) যখন মক্কার উদ্দেশ্যে বের হতেন শাজারার (বৃক্ষের) নিকস্থ মসজিদে নামায আদায় করতেন। আর মক্কা হতে ফেরার পথে যুল-হুলায়ফায় উপত্যকার মধ্যখানে নামায আদায় করতেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করতেন এবং সকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ 'আকীক' একটি পবিত্র উপত্যকা

٧٦٥ــ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه قال سمعت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول « اللَّيْلَةَ أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى فقال صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ»

৭৬৫) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে 'আকীক' উপত্যকায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছি, আজ রাতে আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে একজন আগমণকারী আগমণ করে বলেছেনঃ এই পবিত্র উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং বলুনঃ আমি হজ্জের সাথে উমরা করারও নিয়ত করছি।

٧٦٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيـلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. (بخارى:١٥٣٥)

৭৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যুল-হুলায়ফায় উপত্যকার মধ্যখানে রাত্রি যাপনকালে স্বপ্নে দেখলেন। তাঁকে বলা হলঃ আপনি এখন বরকতময় মাঠে অবস্থান করছেন।

অধ্যায়ঃ কাপড় থেকে খালূক (সুগন্ধি) তিনবার ধৌত করা

٧٦٧ــ عن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ ﷺ: أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. قَـالَ: فَبَيْنَمَـا النَّبِـيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْـرَةٍ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ ﷺ إِلَيَّ، فَجِئْتُ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ»؟ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: «اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْـكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ». (بخارى:١٥٣٦)

৭৬৭) ইয়ালা বিন উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উমার (রাঃ)কে বললেনঃ যখন নবী (ﷺ)-এর উপর অহী নাযিল হয় তখন আপনি আমাকে তাঁর অবস্থা দেখাবেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ

একদা নবী (ﷺ) একদল সাহাবী নিয়ে জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন একজন লোক এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি যে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে? অথচ তার কাপড় ও শরীরে সুগন্ধি লাগানো আছে। নবী (ﷺ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর নিকট অহী আসা শুরু হল। তখন উমার (রাঃ) আমার দিকে ইশারা করলেন। আমি আসলাম। সেই সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে রাখা হয়েছিল। আমি তাতে মাথা প্রবেশ করিয়ে দেখলামঃ তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে আছে। তাঁর নাক থেকে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় শব্দ বের হচ্ছিল। অতঃপর অহী নাযিল বন্ধ হলে তিনি বললেনঃ উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটিকে নিয়ে আসা হলে তিনি বললেনঃ তোমার শরীর থেকে সুগন্ধি তিনবার ধৌত করে নাও এবং শরীরের জুব্বাটি খুলে ফেল। অতঃপর হজ্জে যা করে থাক উমরাতেও তা কর।

অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় কী পরিধান করবে?

٧٦٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

৭৬৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ইহ্‌রাম খোলার সময় সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম।

টিকাঃ শরীর ঘেমে দুর্গন্ধ সৃষ্টির আশঙ্কায় শুধু শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা অনুমোদিত। তাও আবার নিয়ত করার পূর্বে, পরে নয়।

অধ্যায়ঃ চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধবে

٧٦٩ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا. (بخارى: ١٥٤٠)

৭৬৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তালবীয়া পাঠ করতে শুনেছি। তখন তাঁর মাথার চুল আঠা দিয়ে ঝুঁটি বেঁধে রেখেছিলেন।

অধ্যায়ঃ যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা

٧٧٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي: مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

৭৭০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবল যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকেই ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

অধ্যায়ঃ হজ্জের সফরে আরোহন করা এবং আরোহী ব্যক্তির পিছনে অন্য কেউ আরোহন করা

٧٧١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أُسَامَةَ ﷺ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، فَكِلاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

৭৭১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আরাফা থেকে মুযদালিফায় যাওয়া পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে একই বাহনে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়া পর্যন্ত ফযল বিন আব্বাসকে

পিছনে চড়ালেন। ফযল ও উসামা উভয়েই বলেনঃ নবী (ﷺ) জামরায়ে আকাবায় পাথর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করছিলেন।

অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি ধরণের কাপড়, চাদর এবং লুঙ্গি পরিধান করবে?

٧٧٢ــ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ، إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ، لأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا،وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. (بخارى:١٥٤٥)

৭৭২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ মাথায় চিরুনী করে, তেল মাখিয়ে এবং লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রকার চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করতে নিষেধ করেন নি। তবে যা'ফরানের রং দিয়ে রঞ্জিত সেই কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন যা থেকে শরীরে রং লেগে যেতে পারে। সকাল বেলা তিনি যুল-হুলায়ফা হতে উটের উপর আরোহন করলেন। বায়দা নামক স্থানে পৌছে তিনি এবং তাঁর সাথীগণ তালবীয়া পাঠ করলেন (লাব্বাইক পাঠ করলেন) এবং কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরালেন। আর সেই দিন ছিল যুল-কাদ মাসের পঁচিশ তারিখ। যুল-হজ্জ মাসের চারদিন অতিক্রম করার পর তিনি মক্কায় পৌছলেন। মক্কায় গিয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সাঈ করলেন। কোরবানীর জন্তু সাথে থাকার কারণে হালাল হতে পারলেন না। কারণ তিনি আগেই কোরবানীর উটের গলায় মালা পরিয়েছিলেন। অতঃপর মক্কার উচুঁভূমি হাজুনের নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। কাবা ঘরের তাওয়াফের পর আরাফা থেকে ফেরত আসার পূর্বে তিনি আর কাবার নিকটবর্তীও হন নি। তাঁর সাহাবীদেরকে কাবা ঘরের তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ করার পর মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। যাদের সাথে কিলাদা (গলায় মালা) পরানো উট (কোরবানীর পশু) ছিলনা এই আদেশ শুধু তাদের জন্যই ছিল। আর যাদের সাথে স্ত্রী ছিল তাদের জন্য স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে গেল। সাথে সাথে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধি ব্যবহারও হালাল হয়ে গেল।

অধ্যায়ঃ তালবীয়া পাঠ করা

٧٧٣ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ». (بخارى:١٥٤٩)

৭৭৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তালবীয়া এ রকম ছিলঃ

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ)

উচ্চারণঃ 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিয়ামাতা লাকা ওয়াল্ মুল্ক লা-শারীকা লাক।

অধ্যায়ঃ ইহ্‌রামের পূর্বে বাহনে আরোহনের সময় তাহমীদ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করা

٧٧٤ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ، فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. (بخارى:١٥٥١)

৭৭৪) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সাথে নিয়ে মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকআত পড়লেন। আর আসরের নামায যুল-হুলায়ফাতে দু'রাকআত আদায় করলেন। অতঃপর সেখানে রাত্রি যাপন করে সকালে বাহনে আরোহন করলেন। সওয়ারী যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছল তখন তিনি আল-হামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি একসাথে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন। লোকেরাও তার সাথে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধল। আমরা যখন মক্কায় পৌছলাম তখন লোকদেরকে উমরা করার পর হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তারা তাই করল। অতঃপর তারবীয়ার দিন তথা যুল-হজ্জ মাসের ৮তারিখে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে নিজ হাতে কয়েকটি উট যবেহ করলেন। আর নবী (ﷺ) মদীনাতেও দু'টি শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো রঙের দুম্বা কোরবানী করেছেন।

অধ্যায়ঃ কিবলামুখী হয়ে তাকবীর পাঠ করা

٧٧٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي من ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ إِذَا بَلَغَ الْحَرَمَ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ، حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ. (بخارى:١٥٥٣)

৭৭৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যুল-হুলায়ফা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতেন। যখন তিনি হারামের সীমায় প্রবেশ করতেন তখন তালবীয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন। যু-তুয়া নামক স্থানে পৌছে তথায় রাত্রি যাপন করতেন। ফজরের নামায সেখানে আদায় করার পর গোসল করতেন। তিনি বলতেন যে, নবী (ﷺ) এরূপই করেছেন।

অধ্যায়ঃ মুহ্‌রিম যখন নিচু ভূমিতে অবতরণ করবে তখন তালবীয়া পাঠ করবে

٧٧٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي».

৭৭৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি যেন মূসা (আঃ)এর ঐ দৃশ্য অবলোকন করছি যখন তিনি তালবীয়া পাঠ করতে করতে উপত্যকায় (নীচু ভূমিতে) অবতরণ করছিলেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে ব্যক্তি তাঁর ন্যায় ইহ্‌রাম বাঁধল

٧٧٧ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ»؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ»؟ قُلْتُ: لاَ فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي. فَقَدِمَ عُمَرُ ﷺ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.(بخاري:١٥٥٩)

৭৭৭) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাকে ইয়ামানের কোন একটি গোত্রের নিকট প্রেরণ করলেন। আমি সেখান থেকে ফেরত এসে দেখি নবী (ﷺ) বাতহা নামক স্থানে অবস্থান করছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কোন প্রকার হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছ? আমি বললামঃ নবী (ﷺ)-এর ইহ্‌রামের ন্যায় ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তিনি বললেনঃ তোমার কাছে কোরবানীর পশু আছে কি? আমি বললামঃ না। তখন তিনি আমাকে কাবার তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার আদেশ দিলে আমি তাই করলাম। তারপর তিনি আমাকে ইহ্‌রাম খুলে ফেলার আদেশ দিলেন। আমি ইহ্‌রাম খুলে ফেললাম। অতঃপর আমি নিজ গোত্রের কোন একজন মহিলার নিকট আসলাম। সে আমার মাথায় চিরুনী করে দিল অথবা (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মাথা ধৌত করে দিল। উমার (রাঃ) অগ্রসর হয়ে এ সম্পর্কে বলেনঃ আমরা যদি আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে হজ্জ এবং উমরা পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। আর যদি আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাকে গ্রহণ করি তাহলে তিনি কোরবানী না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলেন নি।

টিকাঃ উমার (রাঃ)এর মত হল যে ব্যক্তি এক সাথে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে সে হজ্জের কাজ শেষ না করে ইহ্‌রাম খুলতে পারবে না। কোরবানীর জন্তু সাথে থাক বা না থাক। উভয়টি সমাধা করে ইহ্‌রাম খুলতে হবে। যাকে হজ্জে কিরান বলে।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদের সাথে কোরবানীর জন্তু ছিলনা তাদেরকে উমরার কাজ সমাধা করে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যাকে হজ্জে তামাত্ত বলা হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুস্পষ্ট আদেশের মোকাবেলায় উমার (রাঃ)-এর মত গ্রহণযোগ্য নয়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত"

٧٧٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَحَدِيثُهَا فِي الْحَجِّ قَدْ تَقَدَّمَ، قَالَتْ فِي هذه الرِّوَايَةِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ». قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ. وَذَكَرَتْ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. (بخارى: ١٥٦٠)

৭৭৮) হজ্জের ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় তিনি এতটুকু বাড়িয়ে বলেনঃ আমরা হজ্জের মাসে, হজ্জের রাতে এবং হজ্জের ইহ্‌রাম

পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম এবং 'সারিফ' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের নিকট গিয়ে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর জন্তু নেই সে এই ইহ্‌রামকে উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করতে চাইলে তা করতে পারে। আর যার সাথে কোরবানীর পশু আছে তার জন্য এরূপ করার সুযোগ নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে থেকে কেউ এই আদেশ মানল আবার কেউ তা বর্জন করল। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন শক্তিশালী (দীর্ঘ সময় ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকতে সক্ষম)। তাদের সাথে ছিল কোরবানীর জন্তু। ফলে তারা উমরা করতে সক্ষম হলেন না। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বের হাদীছের মতই।

অধ্যায়ঃ হজ্জে তামাত্তো, কিরান এবং ইফরাদের বর্ণনা। যে ব্যক্তির সাথে কোরবানীর পশু নেই সে হজ্জ ভঙ্গ করে হজ্জকে উমরায় পরিণত করতে পারে

٧٧٩ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ قَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ»؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «لا بَأْسَ انْفِرِي». (بخارى:١٥٦١)

৭৭৯) আয়েশা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা শুধু হজ্জের নিয়ত করেছিলাম। মক্কায় গিয়ে আমরা কাবা ঘরের তাওয়াফ করলাম। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল না তাদেরকে তিনি উমরা করার পর হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তাই যার সাথে কোরবানীর পশু ছিলনা সে হালাল হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রীগণের সাথে কোরবানীর পশু ছিলনা। কাজেই তাঁরাও উমরা করে হালাল হয়ে গেলেন। সাফীয়া (রাঃ) বলেনঃ আমার ধারণা হল, আমি কাফেলার লোকদেরকে আটকিয়ে রাখব। নবী (ﷺ) বললেনঃ এই বন্ধ্যা নেড়ে নারী! তুমি কি কোরবানীর দিন কাবার তাওয়াফ কর নাই? তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তুমি যাত্রা শুরু কর।

٧٨٠ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. (بخارى:١٥٦٢)

৭৮০) আয়েশা (রাঃ) হতে আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাথে বের হলাম। আমাদের কেউ শুধু উমরার ইহরাম বাঁধলেন, কেউ হজ্জ এবং উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধলেন আবার কেউ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিল অথবা হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম এক সাথে বেঁধেছিল তারা কোরবানীর দিনের পূর্বে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হতে পারেনি।

٧٨١ــ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ. (بخارى:١٥٦٣)

৭৮১) উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তামাত্তো এবং হজ্জ ও উমরা এক সাথে করতে নিষেধ করেছেন। আলী (রাঃ) যখন এ বিষয়টি অবগত হলেন তখন হজ্জ এবং উমরার ইহ্‌রাম এক সাথে বাঁধলেন এবং এভাবে বললেনঃ লাব্বায়িকা বি-উমরাতিন ও হাজ্জাতিন। আলী (রাঃ) বললেনঃ আমি কারও কথায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে বর্জন করতে প্রস্তুত নই।

٧٨٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «حِلٌّ كُلُّهُ». (بخارى:١٥٦٤)

৭৮২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা করাকে ভয়াবহ পাপের কাজ মনে করত এবং তারা মুহাররাম মাসকে সফর মাস হিসেবে গণনা করত। তারা এটাও বলত, যখন উটের পিঠের জখম ভাল হয়ে যাবে, ভ্রমণের আলামত মিটে যাবে এবং সফর মাস চলে যাবে তখন উমরা করা বৈধ হবে। যুল-হজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলা নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় পৌছলেন। নবী (ﷺ) তাদেরকে হজ্জের ইহ্‌রামকে উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করার আদেশ দিলেন। তাদের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত বড় মনে হল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ উমরা করার পর আমাদের জন্য কী কী জিনিষ হালাল হবে? নবী (ﷺ) বললেনঃ সব কিছুই হালাল হবে।

٧٨٣ــ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». (بخارى:١٥٦٦)

৭৮৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের কি হল? তারা তো উমরা পালন করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছে। আর আপনি উমরা করে ইহ্‌রাম খুলেন নি। তিনি বললেনঃ আমি আমার মাথার চুল দিয়ে ঝুঁট বেঁধেছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়েছি। তাই কোরবানীর পশু যবেহ না করে হালাল হতে পারছিনা।

٧٨٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّمَتُّعِ وَقَالَ: نَهَانِي نَاسٌ عَنْهُ، فَأَمَرَهُ بِهِ، قَالَ الرَّجُلُ: فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ.

৭৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে জনৈক ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তো সম্পর্কে প্রশ্ন করল। লোকেরা আমাকে তা করতে নিষেধ করছে। ইবনে আব্বাস তাকে তামাত্তো করার আদেশ দিলেন। উক্ত লোক বললঃ আমি স্বপ্নে দেখি কোন এক ব্যক্তি আমাকে বলছেঃ তোমার হজ্জ মাবরুর হোক! তোমার উমরা কবুল হোক! লোকটি বললঃ আমি ইবনে আব্বাসকে স্বপ্নের কথা জানালাম। তিনি বললেনঃ এটি নবী (ﷺ)-এর সুন্নাত।

٧٨٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً». فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ». فَفَعَلُوا. (بخارى:١٥٦٨)

৭৮৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যে সময় কোরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন সেই সময় তিনি তাঁর সাথে হজ্জ করেছেন। সাহাবীগণ তখন হজ্জে ইফরাদের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। নবী (ﷺ) তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কাবার তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করে ইহ্‌রাম খুলে ফেল এবং মাথার চুল খাট করে নাও। অতঃপর হালাল অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করতে থাক। এরপর তারভীয়ার দিন অর্থাৎ যুল-হজ্জ মাসের ৮তারিখে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ। যে ইহ্‌রামে তোমরা এসেছিলে তোমরা তাকে তামাত্তো বানিয়ে নাও। তারা বললেনঃ আমরা কিভাবে তাকে উমরায় পরিণত করব? আমরা তো ইহ্‌রাম বাঁধার সময় মুখে হজ্জের নাম উচ্চারণ করেছি। তিনি তখন বললেনঃ আমি তোমাদেরকে যে আদেশ করছি তা পালন কর। আমি যদি কোরবানীর পশু সাথে না আনতাম তাহলে তোমাদেরকে যে আদেশ করছি আমিও তা করতাম। কোরবানীর পশু স্বীয় স্থানে পৌছার পূর্বে আমার জন্য কোন নিষিদ্ধ বস্তুই হালাল হবেনা। তখন তারা তাই করল।

টিকাঃ অত্র হাদীছ এবং অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হজ্জে তামাত্তো সর্বোত্তম হজ্জ। কারণ নবী (ﷺ) এটি করার প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন এবং যে সকল সাহাবী সাথে পশু নিয়ে আসেন নি তাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ হজ্জে তামাত্তোর বর্ণনা

٧٨٦ــ عَنْ عِمْرَانَ ﷺ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

৭৮৬) ইমরান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় তামাত্তো হজ্জ করেছি। কুরআন মযীদেও এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু একজন লোক নিজস্ব মত অনুযায়ী যা ইচ্ছা বলেছে।

টিকাঃ এখানে একজন বলতে উমার (রাঃ)কে বুঝানো হয়েছে। তিনি তামাত্তো হজ্জের পক্ষপাতী ছিলেন না। সাহাবীগণ একে অপরের মতামতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু কুরআন-হাদীছের প্রমাণের সামনে অন্যদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। আজকের মুসলিম সমাজ এহেন আচরণে কতই না উদাসীন!! ফলে তারা এর বিপরীতে সাহাবীদের অপেক্ষা বহু নিম্নমানের ব্যক্তি বিশেষের কথায় কুরআন-হাদীছকে ভুলে যান কিংবা ভুলে যাওয়ার ভান করেন।

অধ্যায়ঃ কোন্ পথে মক্কা প্রবেশ করবে?

٧٨٧ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. (بخارى:١٥٧٥)

৭৮৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাতহায় অবস্থিত

'কাদা' নামক উচুঁ গিরিপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং বের হওয়ার সময় নিম্ন দিকের গিরিপথ দিয়ে বের হয়েছেন।

অধ্যায়ঃ কাবা ও তা নির্মাণের ফজীলত

٧٨٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ، أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ». قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». (بخارى:١٥٨٤)

৭৮৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে কাবা ঘরের বাইরের প্রাচীর (হাতীম) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, সেটি কি কাবা ঘরের অংশ? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ তাহলে কেন তারা সেই অংশকে কাবার অন্তর্ভূক্ত করেন নি? তিনি বললেনঃ তোমার গোত্রের লোকদের নিকট খরচ করার মত অর্থের অভাব ছিল। আমি বললামঃ কাবা ঘরের দরজা এত উঁচু কেন? তিনি বললেনঃ তোমার জাতির লোকেরা এটা এজন্য করেছে যাতে তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করাতে পারে আর যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে বাঁধা দিতে পারে। জাহেলিয়াতের সাথে তোমার জাতির লোকদের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত এবং প্রাচীর বেষ্টিত স্থান কাবার অন্তর্ভূক্ত করা তাদের মন মেনে নিতে পারবেনা বলে আমি আশঙ্কা না করতাম, তাহলে উক্ত স্থান বাইতুল্লাহর মধ্যে শামিল করে দিতাম এবং দরজা যমিনের সমান করে দিতাম।

٧٩٠ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ». (بخارى:١٥٨٦)

৭৮৯) আয়েশা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাকে বলেছেনঃ জাহেলীয়াতের সাথে তোমার গোত্রের সম্পর্ক যদি অল্পদিন আগের না হত (তারা যদি নতুন মুসলিম না হত) তাহলে আমি কাবা ঘর ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিতাম এবং যে অংশ তার বাইরে রাখা হয়েছে সে অংশ তার অন্তর্ভূক্ত করে দিতাম এবং দরজাকে ভূমি সংলগ্ন করে দিতাম এবং দু'টি দরজা রাখতাম। একটি দরজা পূর্ব দিক দিয়ে এবং অপরটি পশ্চিম দিক দিয়ে। (মোটকথা) আমি কাবা ঘরকে ইবরাহীম (আঃ)এর তৈরী ভিত্তির উপর নির্মাণ করতাম।

অধ্যায়ঃ মক্কার বাড়ী-ঘরে উত্তরাধিকার বহাল থাকা, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা এবং মাসজিদুল হারামের মধ্যে সকল মুসলমানের অধিকার সমান হওয়ার বর্ণনা

٧٩٠ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ»؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا شَيْئًا، لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. (بخارى:١٥٨٨)

৭৯০) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি (বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! মক্কাতে আপনার কোন্ বাড়ীতে

অবস্থান করবেন? নবী (ﷺ) বললেনঃ আকীল কি (আমাদের জন্য) কোন স্থান বা কোন ঘর অবশিষ্ট রেখেছে? আকীল এবং তালেবই আবু তালেবের ওয়ারিছ ছিল। আলী এবং জা'ফর (রাঃ) আবু তালেবের ওয়ারিছ হয়নি। কারণ তারা ছিল মুসলিম। আর সে সময় আকীল এবং তালেব কাফের ছিল।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় প্রবেশ করা

٧٩١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: «مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ». يَعْنِي: ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ: أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ.

৭৯১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কায় আগমণ করলেন তখন বলেনঃ ইনশা-আল্লাহ, আগামীকাল আমরা খাইফে বনী কেনানায় অবস্থান করব। যেখানে কাফেররা কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ করেছিল। অর্থাৎ আমরা মুহস্সাবে প্রবেশ করব। তা এই যে, কুরাইশ ও কেনানা গোত্রের লোকেরা বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালেবের বিরুদ্ধে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, নবী (ﷺ) কে তাদের নিকট সোপর্দ না করা পর্যন্ত তারা বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালেবের সাথে বিবাহ-সাদীর সম্পর্ক স্থাপন করবেনা এবং ক্রয়-বিক্রয় করবে না।

অধ্যায়ঃ কাবা ঘর ধ্বংস করা

٧٩٢ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ». (بخارى:١٥٩١)

৭৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "যুল-সুওয়াইকাতান নামক এক হাবশী লোক কাবাঘর ধ্বংস করবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ তাআলা সম্মানিত কাবা ও হারাম মাসকে মানুষের সুদৃঢ় থাকার উপায় হিসাবে নির্ধারণ করছেন

٧٩٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ

৭৯৩) আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। আর এই দিনে কাবা ঘরকে গেলাফ দ্বারা ঢাকা হত। আল্লাহ তাআলা যখন রামাযানের রোযা ফরয করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখতে চায় সে যেন তা রাখে আর যে ব্যক্তি তা বর্জন করতে চায় সে যেন তা বর্জন করে।

٧٩٤ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَحُجَّنَّ الْبَيْتَ وَلَيَعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ»

৭৯৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হওয়ার পরও কাবা ঘরের হজ্জ ও উমরা করা হবে।

টিকাঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কাবা ঘরের হজ্জ-উমরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ইয়াজুজ-মা'জুজ প্রকাশিত হয়ে হালাক (ধ্বংস) হওয়ার পর হজ্জ-উমরা চলতে থাকবে। অতঃপর পৃথিবীতে কুফরী বিস্তার লাভ করবে। তখন চিরতরে কাবা ঘরের হজ্জ-উমরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে হাবশার যুল-সুআইকাতাইন তা ভেঙ্গেও ফেলবে।

অধ্যায়ঃ কাবা ঘর ধ্বংস করা

٧٩٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا».

৭৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি যেন সেই মোটা, কালো এবং কুৎসিৎ ব্যক্তিকে অবলোকন করছি, যে কাবা ঘরের পাথরগুলো একটি একটি করে খুলে ফেলবে।

অধ্যায়ঃ হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٧٩٦ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. (بخارى:١٥٩٧)

৭৯৬) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুম্বন করলেন এবং বললেনঃ আমি জানি তুমি একটি পাথর ছাড়া অন্য কিছু নও। তুমি কারও অনিষ্ট করতে পার না। আবার কারও ক্ষতি করারও অধিকার রাখ না। আমি যদি না দেখতাম যে, নবী (ﷺ) তোমাকে চুমু দিচ্ছেন, তাহলে আমি কখনই তোমায় চুমু দিতামনা।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলনা

٧٩٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لا (بخارى:١٦٠٠)

৭৯৭) আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমরাহ করার সময় কাবা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। তখন তাঁর সাথে একজন লোক ছিল। সে নবী (ﷺ) কে মানুষ থেকে আড়াল করে রাখছিল। অতঃপর এক লোক তাকে (আড়ালকারী ব্যক্তিকে) জিজ্ঞেস করলঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি কাবা ঘরে প্রবেশ করেছেন? সে জবাব দিল না। (তিনি প্রবেশ করেন নি)

অধ্যায়ঃ কাবার চার কোণায় তাকবীর দেয়া

٧٩٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ، وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ». فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ». (بخارى:١٦٠١)

৭৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কায় আগমণ করলেন তখন কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। কারণ তাতে ছিল বহু সংখ্যক ইলাহ (পাথরের মূর্তি)। তিনি সেগুলো বের করে আনতে নির্দেশ দিলেন। সেগুলো বের

করা হল। সেখানে ছিল ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আঃ)এর ছবি। তাদের হাতে ছিল আযলাম (ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ আল্লাহ তাদের অমঙ্গল করুন! তারা অবশ্যই জানে যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কখনও তীর ফলক দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ধারণ করতেন না। অতঃপর তিনি কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং তার চার কর্ণারেই তাকবীর পাঠ করলেন। কিন্তু তিনি তাতে নামায আদায় করেন নি।

টিকাঃ কাবা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়ার কথা ইবনে আব্বাসের জানা ছিলনা। তাই তিনি নামায আদায়ের কথা বর্ণনা করেন নি। বেলাল (রাঃ)এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ﷺ) কাবার অভ্যন্তরে দু'রাকআত নফল নামায আদায় করেছেন।

অধ্যায়ঃ হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফ করার সময়) কিভাবে রমল করার সূচনা হয়?

٧٩٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابُه، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (بخارى:١٦٠٢)

৭৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় আগমণ করলেন। মুশরিকরা তখন বলতে লাগলঃ তোমাদের এখানে এমন একদল লোক এসেছে যাদেরকে ইয়াছরিবের (মদীনার) জ্বর দুর্বল করে ফেলেছে। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদেরকে তাওয়াফের সময় (প্রথম) তিন চক্করে রমল করার আদেশ দিলেন। কিন্তু দুই রুকন তথা হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলার আদেশ দিলেন। সাহাবীদের প্রতি দয়াশীল হয়েই তিনি সকল চক্করে রমল করতে আদেশ দেন নি।

অধ্যায়ঃ মক্কায় আগমণ করে তাওয়াফ শুরু করার সময় প্রথমেই হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবে

٨٠٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. (بخارى:١٦٠٣)

৮০০) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কায় আগমণ করলেন তখন তাওয়াফ শুরু করার সময় প্রথমে আমি তাঁকে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে দেখেছি এবং সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন।

অধ্যায়ঃ হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফ করার সময়) রমল করা

٨٠١ ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ. (بخارى:١٦٠٥)

৮০১) উমার ইবুনল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেনঃ আমাদের রমল করার প্রয়োজন কি? আমরা তো মুশরেকদেরকে শরীরের শক্তি দেখানোর জন্য রমল করতাম। আল্লাহ তো তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ পছন্দ করেছেন আমরা তা বর্জন করতে চাইনা।

٨٠٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ

النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. (بخارى:١٦٠٦)

৮০২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন থেকে নবী (ﷺ) কে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে দেখেছি তখন থেকে কষ্ট অথবা আরাম কোন অবস্থাতেই আমি এ দু'টি রুকন স্পর্শ করা বর্জন করিনি।

অধ্যায়ঃ লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা

٨٠٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

৮০৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের বছর নবী (ﷺ) উটের উপর আরোহন করে কাবা ঘরের তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছেন।

অধ্যায়ঃ হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া

٨٠٤ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَأَلَه رَجُلٌ عَنِ اسْتِلامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰه ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. فَقَالَ الرجل: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰه ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. (بخارى:١٦١١)

৮০৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তা স্পর্শ করতে এবং তাতে চুমু দিতে দেখেছি। লোকটি বললঃ যদি অধিক ভিড় থাকে অথবা অপারগ হয়ে পড়ি তাহলে আপনার মত কি? উত্তরে ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ "আপনার মত কী" এ কথাটি ইয়ামান দেশে রেখে দাও। আমি নবী (ﷺ) কে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও চুম্বন করতে দেখেছি।

টিকাঃ সম্ভবতঃ লোকটি ছিল ইয়ামানী। এ জন্য ইবনে উমার (রাঃ) তাকে বলেছেনঃ তোমার ভীড়ের ও অপারগ হওয়ার অযুহাত ইয়ামানে রেখে দাও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নাত অনুযায়ী হজ্জের কর্মসমূহ পালন কর।

মোট কথা ইবনে উমার (রাঃ) নবী (ﷺ)-এর সুন্নাত পালনে খুবই তৎপর ছিলেন। সুন্নাতী আমল ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তিনি কোন টালবাহানার আশ্রয় নিতেন না। বরং নবীর কোন আচরণ চাই তা এবাদতগত হউক কিংবা স্বভাবগত হউক, কারণে হউক আর অকারণে হউক, ইবনে উমার (রাঃ) তা নির্বিচারে অনুসরণ করতেন। তাই তাকে সুন্নাতের পাগল বলে ডাকা হত এবং শক্ত অনুসারী বলে জানা হত।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় আগমণ করে বাড়ী ফেরার পূর্বে কাবার তাওয়াফ করে

٨٠٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا: أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا مِثْلَهُ. (بخارى: ١٦١٤)

৮০৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় আগমণ করে প্রথমে অযু করতেন। অতঃপর কাবা ঘরের তাওয়াফ করতেন। কিন্তু শুধু তাওয়াফের মাধ্যমে উমরাহ

পরিপূর্ণ হয়না। পরবর্তীতে আবু বকর ও উমার (রাঃ) এভাবেই হজ্জ করেছেন।

টিকাঃ কতিপয় লোকের ধারণা, উমরাহ করতে গিয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করে নিলেই হালাল হয়ে যেতে পারবে। এ হাদীছ উল্লেখ করার মাধ্যমে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হল সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করা পর্যন্ত উমরা পরিপূর্ণ হবেনা।

٨٠٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: حَدِيْثُ طَوَافِ النَّبِيِّ ﷺ تَقَدَّمَ قَرِيْباً وَزَادَ فِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ: أَنَّـهُ كَـانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (بخارى:١٦١٦)

৮০৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ)-এর তাওয়াফ করার হাদীছ একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় শুধু এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন।

অধ্যায়ঃ তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা

٨٠٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ، رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْـسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: «قُدْهُ بِيَدِهِ». (بخاري:١٦٢٠)

৮০৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কাবার তাওয়াফ করার সময় জনৈক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে অপর এক ব্যক্তির সাথে তার হাত ফিতা অথবা রশি অথবা অন্য কিছু দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। নবী (ﷺ) তা নিজ হাতে ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি তার হাত ধরে টেনে নাও।

অধ্যায়ঃ উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবেনা এবং কোন মুশরিকও হজ্জ করতে পারবেনা

٨٠٨ــ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﷺ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّٰه ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلا لايَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

৮০৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু বকর (রাঃ)কে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন। সেই বছর কোরবানীর দিন তিনি আমাকে একদল লোকসহ এই মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন যে, এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবেনা এবং উলঙ্গ হয়েও কেউ কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদুম তথা প্রথম বার তাওয়াফ করার পর আরাফায় গিয়ে সেখান থেকে ফেরত না আসা পর্যন্ত কাবা ঘরের নিকটেও গেলনা এবং তাওয়াফও করলনা

٨٠٩ــ عَنْ عَبْدِاللّٰه بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. (بخارى:١٦٢٥)

৮০৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মক্কায় আগমণ করে সাতবার কাবা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন কিন্তু এ তাওয়াফ করার পর আরাফায় গিয়ে সেখান থেকে ফেরত না আসা পর্যন্ত কাবা ঘরের নিকটেও গেলেন না।

অধ্যায়ঃ হাজীদেরকে পানি পান করানো

٨١٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ، لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.(بخارى:١٦٣٤)

৮১০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালেব হাজীদেরকে পানি পান করানোর জন্য মিনায় অবস্থানের নির্দিষ্ট রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে অনুমতি দিলেন।

টিকাঃ জানা দরকার যে, যুল-হজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখের রাতগুলো হাজীদেরকে অবশ্যই মিনায় কাটাতে হবে। তবে কোন গ্রহণযোগ্য কারণে মক্কায় অবস্থান করাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন নবী (ﷺ) আব্বাস (রাঃ)কে হাজীদেরকে পানি পান করানোর জন্য মক্কায় রাত্রি যাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। সামান্য কোন অযুহাতে কিংবা অকারণে মিনার বাইরে অর্ধরাত অথবা তদপেক্ষা বেশী সময় অতিবাহিত করলে জরিমানা (দম) বর্তাবে।

٨١١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّٰه ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللّٰه ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: «اسْقِنِي» قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰه، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ، قَالَ: «اسْقِنِي». فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ». يَعْنِي عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

৮১১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (বিদায় হজ্জের বছর) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পানি পান করানোর স্থানে আগমণ করলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) ফযলকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে ফযল! তুমি তোমার মায়ের নিকট যাও এবং তার নিকট থেকে শরবত নিয়ে আস! তিনি বললেনঃ আমাকে এই পানি পান করাও। আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! মানুষেরা তো উহাতে হাত দেয়। তিনি পুনরায় বললেনঃ আমাকে এই পানি থেকেই পান করাও। তিনি তা থেকেই পান করলেন। অতঃপর তিনি যমযমের নিকট আসলেন। সেখানে লোকেরা পানি পান করানো এবং পানি উঠানোর কাজে ব্যস্ত। এসব দেখে তিনি বললেনঃ তোমরা কাজ করে যাও। কারণ তোমরা সৎ ও মহৎ কাজে নিয়োজিত আছ। মানুষেরা তোমাদেরকে এ কাজে পরাভূত করে ফেলার ভয় না থাকলে আমি বাহন থেকে নেমে রশি আমার কাঁধে নিতাম (পানি উঠিয়ে মানুষকে পান করাতাম)।

٨١٢ــ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللّٰه ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّهُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ. (بخارى:١٣٦٧)

৮১২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন। অপর বর্ণনা আছে, তিনি সেদিন একটি উটের উপর আরোহী অবস্থায় ছিলেন।

টিকাঃ উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বাহন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন।

অধ্যায়ঃ সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা ওয়াজিব

٨١٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَهَا ابْنُ أُخْتِهَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰه تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰه فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. قَالَ: فَوَاللّٰه مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ، كَانَتْ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰه ﷺ عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰه، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰه﴾ الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللّٰه ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. (بخارى:١٦٤٣)

৮১৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে তাঁর ভাগ্নে উরওয়া ইবনে যুবায়ের আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেনঃ

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰه فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

"নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যে ব্যক্তি কাবা ঘরের হজ্জ বা উমরাহ করবে তাদের উপর এ দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে সাঈ করাতে কোন দোষ নেই। তিনি আরো বলেনঃ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ না করে তার কোন গুনাহ হবেনা। এ কথা শুনে আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ হে বোনের ছেলে! তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বলেছ। আয়াতের অর্থ যদি তাই হত যেমন তুমি মনে করছ তাহলে এ রকম হতঃ

﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

"উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে তাওয়াফ না করলে কোন গুনাহ নেই। মূলকথা এই যে, আয়াতটি আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা মানাতের জন্য (মানাত নামক মূর্তির জন্য) ইহরাম বাঁধত। মুশাল্লালের নিকট স্থাপিত এই মূর্তিটির তারা পূজা করত। এ জন্যই তাদের কেউ যখন হজ্জ কিংবা উমরা'র ইহ্‌রাম বাঁধত তখন সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করাকে গুনাহর কাজ মনে করত। যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল তখন এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করাকে খারাপ মনে করতাম। অতঃপর আল্লাহর এই বাণীটি অবতীর্ণ হয়ঃ "নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম"।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করাকে সুন্নাত হিসেবে চালু করেছেন। কাজেই উক্ত পাহাড় দু'টির মাঝখানে সাঈ করা ছেড়ে দেয়ার অধিকার কারো নেই।

টিকাঃ এখানে শাব্দিক অর্থে সুন্নাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদ্বারা ফরয উদ্দেশ্য, যা অবশ্যই করণীয়। পারিভাষিক অর্থের সুন্নাত উদ্দেশ্য নয়, যা করলে ছাওয়াব না করলে পাপ নেই।

অধ্যায়ঃ সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে

٨١٤ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (بخارى:١٦٤٤)

৮১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কাবা ঘরের তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে দ্রুত চলতেন এবং বাকী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন। আর যখন তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করতেন তখন বাতনে মাসীল তথা উপত্যকার নিম্ন অংশে (বর্তমানে সবুজ রঙ্গের দুই বাতির মাঝখানে) দ্রুত চলতেন।

অধ্যায়ঃ ঋতুবতী মহিলা কাবা ঘরের তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সকল অনুষ্ঠান পূর্ণ করবে

٨١٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ».

৮১৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (বিদায় হজ্জের বছর) নবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। তিনি এবং তালহা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কারও সাথে কোরবানীর পশু ছিলনা। আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে আগমণ করলেন। তাঁর সাথেও কোরবানীর পশু ছিল। তিনি বললেনঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় আমি এই নিয়ত করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমিও সে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। পরে নবী (ﷺ) তাঁর যে সমস্ত সাহাবীর সাথে কোরবানীর পশু ছিলনা তাদের হজ্জকে উমরা'য় রূপান্তরিত করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে মাথার চুল ছেটে ইহ্‌রাম খুলতে আদেশ করলেন। তবে যার সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল, তাদের জন্য এ সুযোগ ছিল না। তারা মন্তব্য করলেনঃ আমরা কিভাবে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব অথচ এই মাত্র স্ত্রী সহবাস করার কারণে আমাদের কারো লিঙ্গ থেকে বীর্য ঝরতে থাকবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন এ সংবাদ পৌছল তখন তিনি বললেনঃ আমি এখন যা জানতে পেরেছি তা যদি পূর্বেই জানতে পারতাম তাহলে আমি কোরবানীর জন্তু সাথে আনতামনা। আর যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকত তাহলে ইহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে যেতাম।

অধ্যায়ঃ তারভীয়ার দিন (যুল-হজ্জের ৮তারিখে) হাজীগণ কোথায় যোহরের নামায আদায় করবে?

٨١٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قَالَ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. (بخارى:١٦٥٣)

৮১৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললঃ আমাকে এমন একটি

বিষয়ের কথা বলুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে স্মরণ রেখেছেন। নবী (ﷺ) যুল-হজ্জ মাসের ৮ তারিখে যোহর ও আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ মিনায়। সে পুনরায় প্রশ্ন করলঃ হজ্জের অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে আসরের নামায কোথায় পড়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আবতাহ (মুহাস্সাব) নামক স্থানে। পরিশেষে আনাস (রাঃ) বললেনঃ তোমার শাসকগণ যেভাবে করেন তুমিও সেভাবে কর। অর্থাৎ আমীরগণ যেখানে নামায পড়েন তুমিও সেখানে পড়।

অধ্যায়ঃ আরাফার দিন রোযা রাখা

٨١٧ــ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِـيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. (بخارى:١٦٥٨)

৮১৭) উম্মুল ফযল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আরাফার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখার ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করলে আমি তাঁর নিকট কিছু পানীয় বস্তু পাঠালাম। তিনি তা পান করলেন।

টিকাঃ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আরাফার দিন হাজীদের জন্য রোযা রাখা নিষেধ।

অধ্যায়ঃ আরাফার দিন ঠিক দুপুরের সময় অবস্থান স্থলে যাত্রা করা

٨١٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَتَى يَوْمَ عَرَفَةَ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ لَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ ــ وَكَانَ مَعَ أَبِيهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِاللّـه، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُاللهِ قَالَ: صَدَقَ. وَكَانَ عَبْدُالْمَلِكِ قَدْ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ.

৮১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় আরাফায় উপস্থিত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তাঁবুর নিকট গিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন। হাজ্জাজ জাফরানী (কুসুম) রঙ্গের একটি চাদর পরিধান করে বের হয়ে এসে বললেনঃ হে আবু আব্দুর রাহমান! তোমার কি হয়েছে? ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ তুমি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তাহলে এখনই যাত্রা কর। হাজ্জাজ বললঃ এখনই? (দুপুরের প্রচন্ড সূর্যতাপের মধ্যেই কি যেতে হবে?) ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললঃ আমাকে একটু সময় দাও। মাথায় পানি ঢেলে তথা গোসল করে বের হই। ইবনে উমার বাহন থেকে নেমে হাজ্জাজের গোসল শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলেন। হাজ্জাজ গোসল শেষ করে বের হয়ে যাত্রা করলেন। সালেম বিন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের সাথেই ছিলেন। সালেম হাজ্জাজকে বললেনঃ আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে খুতবা সংক্ষেপ করে দ্রুত আরাফায় অবস্থানের স্থলে চলুন। হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের দিকে বার বার তাকাতে থাকলে তিনি বললেনঃ সালেম ঠিকই বলেছে। এ দিকে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান হাজ্জাজের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, সে যেন হজ্জের কোন মাসআলায় ইবনে উমারের খেলাফ না করেন।

অধ্যায়ঃ আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য দ্রুত বের হওয়া এবং আরাফায় অবস্থান করা

٨١٩ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا. (بخارى:١٦٦٤)

৮১৯) জুবায়ের বিন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) আমি একদা আমার একটি উট হারিয়ে ফেললাম। আরাফার দিন আমি উটটির খুঁজে বের হলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম তিনি আরাফার মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। জুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ আমি মনে মনে বললামঃ আল্লাহর শপথ! এই ব্যক্তি তো হুম্‌স তথা কুরাইশ বংশের অন্তর্ভূক্ত। এখানে তাঁর কি প্রয়োজন।

টিকাঃ কুরাইশরা হজ্জ করার সময় হারামের সীমানার বাইরে যেত না। নবী (ﷺ) যেহেতু কুরাইশ বংশের তাই জুবায়ের (রাঃ) তাঁকে হারামের সীমার বাইরে তথা আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে দেখে আশ্চর্যবোধ করলেন।

অধ্যায়ঃ আরাফা থেকে ফেরার পথে কি রূপ গতিতে চলতে হবে?

٨٢٠ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عن سيرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ، قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. (بخارى:١٦٦٦)

৮২০) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, বিদায় হজ্জের সময় আরাফা থেকে মুযদালিফায় ফেরত আসার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চলার গতি কেমন ছিল? এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হল। উত্তরে তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বাভাবিক গতিতে চলতেন। তবে যখন ফাঁকা জায়গা পেতেন তখন দ্রুত চলতেন।

অধ্যায়ঃ আরাফা থেকে ফেরার পথে শান্তভাবে চলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ এবং লাঠির সাহায্যে লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা

٨٢١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ».

৮২১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আরাফা থেকে মুযদালিফায় ফেরত আসার সময় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি পিছনের দিকে শোরগোল ও উটকে পেটানোর শব্দ শুনতে পেলেন। তাই তিনি চাবুকের দ্বারা পিছনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ হে লোক সকল! ধীর গতিতে চল। উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে চালানোতে কোন কল্যাণ নেই।

অধ্যায়ঃ চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তার পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে মিনায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মুযদালিফায় অবস্থান করে এবং দু'আয় মশগুল থাকে।

٨٢٢ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قَالَ: لا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قال: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فقال لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ. (بخارى:١٦٧٩)

৮২২) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মুযদালিফার রাতে মুযদালিফায় গিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি কিছুক্ষণ নামায পড়ে তাঁর আযাদকৃত গোলামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? সে বললঃ না। তিনি আরো কিছুক্ষণ নামায আদায় করার পর জিজ্ঞেস করলেনঃ হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? সে বললঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে যাত্রা কর। সুতরাং আমরা যাত্রা করলাম এবং চলতে থাকলাম। অতঃপর মিনায় গিয়ে তিনি পাথর নিক্ষেপ করে তাঁবুতে ফেরত এসে ফজরের নামায আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি তাঁকে বললামঃ ও হে নারী! আমার ধারণা, আমরা খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছি এবং অন্ধকার থাকতেই কংকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বললেনঃ হে বৎস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে এরূপ করার অনুমতি দিয়েছেন।

টিকাঃ মহিলা, অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধদের জন্য অর্ধরাত পার হয়ে গেলে মুযদালিফা ছাড়া ও মিনায় পৌঁছেই যে কোন সময় কংকর নিক্ষেপ করাতে কোন বাধা নেই।

٨٢٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ. (بخارى:١٦٨١)

৮২৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা (বিদায় হজ্জের বছর) মুযদালিফায় অবতরণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রী সাওদা (রাঃ) মানুষের ভিড়ের আগেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি সম্পন্ন মহিলা। সুতরাং নবী (ﷺ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। লোকদের ভিড়ের আগেই তিনি যাত্রা করলেন। আর আমরা সেখানেই অবস্থান করলাম এবং ভোর পর্যন্ত সেখানেই থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আমরা যাত্রা করলাম। পরে আমি বুঝতে পারলাম, আমিও যদি সাওদার মত রাসূলুল্লাহর নিকট অনুমতি চাইতাম তাহলে আমার জন্য এটি অত্যন্ত খুশীর বিষয় হত।

অধ্যায়ঃ মুযদালিফায় ফজরের নামায আদায় করা

٨٢٤ــ عَنْ عَبْدِاللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَدِمَ جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلُّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ»، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. (بخارى:١٦٨٣)

৮২৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মুযদালিফায় আগমণ করে দুই নামায একত্রে আদায় করলেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা আযান ও ইকামত দিলেন। দুই নামাযের মাঝখানে রাতের খানা খেলেন। অতঃপর ফজরের নামাযের সময় হলে ফজরের নামায আদায় করলেন। তখন কেউ বললঃ ফজর হয়ে গেছে। আবার কেউ বললঃ এখনও ফজর হয়নি। নামায শেষে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ এই দু'টি নামায তথা

মাগরিব ও ইশার নামাযকে এই স্থানে স্বাভাবিক সময় থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং মানুষের উচিৎ ইশার নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে কেউ যেন মুযদালিফায় প্রবেশ না করে। আর ফজরের নামায এই সময়েই আদায় করবে। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন এবং ফর্সা হওয়ার পর বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন যদি এখনই মিনায় ফেরত যান তাহলে সুন্নাত মোতাবেক কাজ করবেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জানিনা, ইবনে মাসউদ (রাঃ এই কথা প্রথমে বলেছিলেন? না উছমান (রাঃ) এর আগেই যাত্রা শুরু করেছিলেন? কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত ইবনে মাসউদ অবিরত তালবীয়া পাঠ করছিলেন।

টিকাঃ সহীহ বুখারীতে জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আযান ও দুই একামতে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেছেন। দশ তারিখের করণীয় কাজ গুলোর প্রথমটি শুরু করা পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করতে থাকা সুন্নাত।

অধ্যায়ঃ মুযদালিফা হতে কখন যাত্রা করবে?

٨٢٥ــ عَنْ ابن عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (بخارى:١٦٨٤)

৮২৫) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ফজরের নামায মুযদালিফায় আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত মুযদালিফা হতে রওয়ানা হতনা। তারা সেখানে অবস্থানকালে বলতঃ হে ছাবীর পাহাড়! আলোকিত হও। নবী (ﷺ) তাদের বিপরীত করলেন এবং সূর্য উঠার আগেই মুযদালিফা থেকে যাত্রা করলেন।

অধ্যায়ঃ কোরবানীর উটের উপর আরোহন করা

٨٢٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ». فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ. (بخارى:١٦٨٩)

৮২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জনৈক ব্যক্তিকে একটি উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেনঃ তুমি এতে আরোহন কর। সে বললঃ এটি কোরবানীর উট। তিনি আবার বললেনঃ তুমি তাতে আরোহন কর। সে বললঃ এটি তো কোরবানীর উট। দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার তিনি বললেনঃ আফসোস তোমার জন্য! তুমি তাতে আরোহন কর।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হল

٨٢٧ــ عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ». (بخارى:١٦٩١)

৮২৭) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের বছর হজ্জের সাথে উমরাকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং কোরবানী করেছিলেন। যুল-হুলায়ফা থেকে তিনি কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে উমরার জন্য লাব্বায়েক পাঠ করলেন অতঃপর হজ্জের জন্য লাব্বায়েক পাঠ করলেন। লোকেরাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উমরাকে হজ্জের সাথে মিলিয়ে নিল। তাদের কারো সাথে কোরবানীর জন্তু ছিল। আবার কারো সাথে কোরবানীর জন্তু ছিলনা। নবী (ﷺ) মক্কায় পৌছে লোকদেরকে বললেনঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে এনেছে হজ্জের কাজ সমাধা না করা পর্যন্ত তার জন্য এমন কোন কাজ করা হালাল হবেনা যা ইহরাম অবস্থায় করা নিষিদ্ধ ছিল। আর যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু সাথে আনে নাই সে যেন কাবা ঘরের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর মাথার চুল ছেটে ইহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে যায়। তারপর (যুল-হজ্জ মাসের ৮ তারিখ) যেন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং লাব্বায়েক পাঠ করে। অতঃপর কোরবানী করার সামর্থহীন ব্যক্তি যেন হজ্জের দিনসমূহে তিনটি এবং দেশে ফিরে গিয়ে সাতটি রোযা রাখে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা পৌছে কোরবানীর উটের কুঁজ যখম করে এবং উহার গলায় মালা পরায়। অতঃপর ইহ্‌রাম বাঁধে

٨٢٨ــ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالا: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

৮২৮) মিসওয়ার বিন মাখরামা ও মারওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার বছর নবী (ﷺ) এক হাজারের অধিক সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছে নবী (ﷺ) কোরবানীর পশুর গলায় মালা পড়ালেন এবং উহাতে চিহ্ন লাগালেন এবং উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

টিকাঃ কোরবানীর পশুর শরীরে কোরবানীর আলামত স্বরূপ গলায় (কিলাদা) মালা বা হার পরানো হত এবং শরীরে দাগ দেয়া হত। আরবের লোকেরা এ ধরণের আলামত বিশিষ্ট পশুর উপর আক্রমণ করত না; বরং এগুলোকে সম্মানের চোখে দেখত।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতে কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরাল

٨٢٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:أَنَّهَا بَلَغَهَا: أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ (بخارى: ١٧٠٠)

৮২৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর কাছে এই মর্মে খবর পৌছল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলে থাকেনঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু মক্কায় প্রেরণ করল ঐ ব্যক্তির জন্য কোরবানী না করা পর্যন্ত ঐ সমস্ত কাজ করা নিষিদ্ধ যা হাজীদের জন্য নিষিদ্ধ। আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ ইবনে আব্বাস যা বলছেন তা ঠিক নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা (রশি) পাকিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় উভয় হাতে তা পশুর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন।

অতঃপর তা আমার পিতার সাথে পাঠিয়েছেন। এরপরও কোরবানীর পশু জবেহ না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ যা হালাল করেছেন তার কোন কিছুই হারাম হয়নি।

অধ্যায়ঃ বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ ﷺ قَلَّدَ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً عِنْدِي. (بخارى:١٧٠١ــ١٧٠٢)

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) একটি বকরী কোরবানীর জন্য মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) বকরীর গলায় কিলাদা পরিয়ে মক্কায় পাঠাতেন এবং তিনি নিজ বাড়ীতে ইহ্‌রাম ছাড়াই অবস্থান করতেন।

অধ্যায়ঃ পশম বা তুলা দিয়ে কিলাদা (মালা) তৈরী করা

وفي رواية عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي

আয়েশা (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ আমি আমার নিজস্ব তুলা দিয়ে কোরবানীর পশুর কিলাদা (রশি) পাকিয়েছি।

অধ্যায়ঃ কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো এবং পরে তা সাদকা করে দেয়া

٨٣٠ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا.

৮৩০) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোরবানীর উটের আচ্ছাদন এবং তার চামড়া সাদকা করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ হতে গরু কোরবানী করা

٨٣١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، تَقَدَّمَ وَفِي هذِهِ الرِّوَايَةِ زِيَادَةٌ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

৮৩১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যুল-কাদ মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে মদীনা হতে বের হলাম। এই হাদীছটি পূর্বে অতিক্রম করেছে। এই বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, আয়েশা (রাঃ) কোরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম। ইহা কি? গোশত বহনকারী বললঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে কোরবানী করেছেন।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল যে, অন্যজনের পক্ষ হতে কোরবানী দিলে যার পক্ষ হতে দেয়া হবে তাকে জানানো বা তার অনুমতির প্রয়োজন নেই। হাদীছ থেকে এটাও প্রমাণিত হল যে, ভাগে গরু কোরবানী করা জায়েয আছে।

অধ্যায়ঃ মিনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করা

٨٣٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ

৮৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মিনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করতেন।

অধ্যায়ঃ উটকে বেঁধে কোরবানী করা

٨٣٣ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৮৩৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি দেখলেন জনৈক ব্যক্তি তার উটকে বসিয়ে কোরবানী করছে। তখন তিনি বললেনঃ একে দাঁড় করিয়ে বাঁধা অবস্থায় কোরবানী কর। এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।

অধ্যায়ঃ কোরবানীর গোশত হতে কসাইকে কিছুই দেয়া যাবেনা

٨٣٤ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا. (بخارى: ١٧١٦)

৮৩৪) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাকে কোরবানীর উটগুলো দেখাশুনা করার আদেশ দিলেন এবং কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে তার গোশত হতে কিছু দিতে নিষেধ করলেন।

অধ্যায়ঃ কোরবানীর গোশত খাওয়া এবং সাদকাহ করা

٨٣٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثٍ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. (بخارى: ١٧١٩)

৮৩৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা মিনাতে কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খেতামনা। পরবর্তীতে নবী (ﷺ) আমাদেরকে তিন দিনের বেশী খাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি বললেনঃ তোমরা খাও এবং মজুদ করে রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং সঞ্চয় করে রাখলাম।

অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম খোলার সময় মাথা মুণ্ডানো এবং চুল ছাটা

٨٣٦ــ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ. (بخارى:١٧٢٦)

৮৩৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাথা মুণ্ডন করেছেন।

٨٣٧ــ وعنه ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». (بخارى:١٧٢٧)

৮৩৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করো। তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীদের উপরও। নবী (ﷺ) এবারও বললেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের উপর রহম করো। তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! চুল খাটোকারীদের উপরও। এবার নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আল্লাহ! চুল ছোটকারীদের উপরও রহম করো।

٨٣٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مثل ذلك إلا أنه قَالَ: «اغْفِرْ» بدل ارحم قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ».

৮৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তবে 'রহম করো' বাক্যের স্থলে 'ক্ষমা করো' বাক্যটি তিনবার উল্লেখ করেছেন। আর ওয়াল মুকাস্‌সিরীনের স্থলে 'ওয়া লিল মুকাস্‌সিরীন' বাক্য এসেছে।

٨٣٩ ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ. (بخارى: ١٧٣٠)

৮৩৯) মুআবীয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একবার কেঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছিলাম।

অধ্যায়ঃ জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা

٨٤٠ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أنه سأله رجل: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. (بخارى:١٧٤٦)

৮৪০) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ আমি কখন কংকর নিক্ষেপ করবো? উত্তরে তিনি বললেনঃ যখন তোমার ইমাম নিক্ষেপ করে তখন তুমিও নিক্ষেপ করো। সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেনঃ আমরা কংকর নিক্ষেপের সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম। সূর্য যখন ঢলে যেত তখন আমরা নিক্ষেপ করতাম।

অধ্যায়ঃ উপত্যকার মধ্যভাগ হতে জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা

٨٤١ ــ عَنْ عَبْدِ اللَّه بن مسعود ﷺ أنه رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فقيل له: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ. (بخارى:١٧٤٧)

৮৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উপত্যকার মধ্যভাগ হতে কংকর নিক্ষেপ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললঃ কতিপয় লোক তো উপত্যকার উপর থেকে কংকর নিক্ষেপ করে থাকে। ইবনে মাসউদ বললেনঃ ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই, যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনি এখানে দাঁড়িয়েই কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

অধ্যায়ঃ প্রত্যেক জামারায় সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করা

٨٤٢ــ وعنه ﷺ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.

৮৪২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জামারায়ে কুবরার নিকট গিয়ে কাবা ঘরকে বামে এবং মিনাকে ডানে রেখে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেনঃ যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

অধ্যায়ঃ নরম যমীনে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা

٨٤٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. (بخارى: ١٧٥١)

৮৪৩) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ প্রথম জামরাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের পর আল্লাহু আকবার বলতেন। অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে নরম যমিনে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতেন।

অতঃপর দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে বাম দিকে সরে এসে নরম ভূমির দিকে অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতেন। অতঃপর উপত্যকার মধ্যভাগে দাড়িয়ে বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে না দাঁড়িয়ে চলে যেতেন এবং বলতেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি।

টিকাঃ প্রথম জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর জামারাকে বাম দিকে রেখে দীর্ঘক্ষণ দুআ করা এবং দ্বিতীয় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর তাকে ডানে রেখে দীর্ঘক্ষণ দুআ করা মুস্তাহাব। তৃতীয় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর কোন দুআ নেই। ফলে সেখানে থেমে ভীড় করা উচিত নয়। কেননা তাতে সুন্নাতের বিরোধিতা হয় ও শরীয়তের হিকমত বিঘ্নিত হয়।

অধ্যায়ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

٨٤٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

৮৪৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মানুষকে এই মর্মে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের সর্বশেষ কাজ যেন হয় কাবা ঘরের তাওয়াফ। তবে ঋতুবতী মহিলাদের জন্য এ আদেশ শিথিল করা হয়েছে।

٨٤٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.(بخاري:١٧٥٦)

৮৪৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করে 'মুহাস্‌সাব' উপত্যকায় সামান্য সময় নিদ্রা গেলেন। অতঃপর বাহনে আরোহন করে কাবা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করলেন।

অধ্যায়ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর মহিলাদের হায়েয শুরু হলে

٨٤٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ. (بخارى: ١٧٦٠ــ١٧٦١)

৮৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাওয়াফে ইফাযার পর ঋতুবতী মহিলাদেরকে (বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই) মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি ইবনে উমারকে বলতে শুনেছি, (বিদায়ী তাওয়াফ না করে) তাদের মক্কা ত্যাগের অনুমতি নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঋতুবতী মহিলাদেরকে বিদায়ী তাওয়াফ না করেই মক্কা থেকে যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবস্থান করা

٨٤٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللّٰه ﷺ.

৮৪৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'মুহাস্‌সাব' উপত্যকায় অবতরণ করা হজ্জের কোন ইবাদত নয়; বরং এটি একটি মঞ্জিল যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাত্রা বিরতি করেছেন।

অধ্যায়ঃ মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা এবং মক্কা হতে ফেরত আসার সময় ঐ বাতহায় (কঙ্করময় ভূমিতে) অবতরণ করা, যা যুল-হুলায়ফার নিকট অবস্থিত

٨٤٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (بخارى:١٧٦٩)

৮৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মক্কায় প্রবেশের সময় যু-তুয়া নামক জায়গায় রাত্রি যাপন করতেন। অতঃপর সকাল বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর যখন মক্কা হতে বের হতেন তখন যু-তুয়া নামক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করতেন। তিনি সেখানেই (বাতহায়) রাত্রি যাপন করতেন এবং সকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন। তিনি বলতেন যে, নবী (ﷺ) এরূপই করতেন।

كتاب العمرة
কিতাবুল উমরাহ

অধ্যায়ঃ উমরাহ ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফজীলত

٨٤٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ». (بخارى:١٧٧٣)

৮৪৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ এক উমরাহ হতে অন্য উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর মাকবুল হজ্জের এক মাত্র পুরস্কার জান্নাত।

অধ্যায়ঃ হজ্জ আদায়ের পূর্বে কেউ উমরাহ করলে

٨٥٠ــ عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لا بَأْسَ وقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. (بخارى: ١٧٧٤)

৮৫০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে একদা হজ্জের পূর্বে উমরাহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেনঃ এতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি আরো বলেনঃ নবী (ﷺ) হজ্জ করার পূর্বে উমরাহ করেছেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়টি উমরাহ করেছেন?

٨٥١ــ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أنه قيل لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قال السائل: فقلت لعَائِشَةَ: يَا أُمَّاهُ أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُوعَبْدالرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

৮৫১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে একদা প্রশ্ন করা হল, নবী (ﷺ) কয়টি উমরাহ করেছেন? তিনি বললেনঃ চারটি। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল রজব মাসে। প্রশ্নকারী বলেনঃ আমি আয়েশা (রাঃ)কে বললামঃ হে মা! আপনি আবু আব্দুর রাহমানের কথা শুনছেন না? তিনি বললেনঃ আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে উমার) কি বলেন? প্রশ্নকারী বললেনঃ তিনি বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চারবার উমরাহ করেছেন। তার মধ্যে একটি করেছেন রজব মাসে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা আবু আব্দুর রাহমানের উপর রহম করুন! নবী (ﷺ) যখনই কোন উমরাহ করেছেন তখনই তিনি সাথে ছিলেন। তিনি রজব মাসে কোন উমরাহ করেন নি।

٨٥٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أنه سئل: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعًا: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ، أُرَاهُ حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً، وفي رواية أنه اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ

وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

৮৫২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে একদা প্রশ্ন করা হল, নবী (ﷺ) কয়টি উমরাহ করেছেন? তিনি বললেনঃ চারটি। (১) হুদায়বিয়ার উমরাহ, যা তিনি যুল-কাদ মাসে আদায় করেছিলেন, যে সময় মুশরিকরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাঁধা দিয়েছিল। (২) পরের বছর যুল-কাদ মাসের (কাযা) উমরাহ, যে বছর তিনি মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। (৩) জি'রানার উমরাহ, যখন তিনি হুনাইন যুদ্ধের গণীমত বন্টন করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলামঃ তিনি কয়টি হজ্জ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ মাত্র একটি।

আনাস (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর এক উমরাহ তো ছিল ঐ বছর যখন তাঁকে মুশরিকরা ফিরিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় উমরাহ ছিল পরের বছর হুদায়বিয়ার উমরাতুল কাযা, তৃতীয় উমরাহ ছিল যুল-কাদ মাসের (জি'রানার) উমরাহ এবং চতুর্থ উমরা ছিল হজ্জের সাথে।

٨٥٣ــ عَنْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ﷺ قال: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ

৮৫৩) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) হজ্জের পূর্বে যুল-কাদ মাসে দু'বার উমরা করেছেন।

অধ্যায়ঃ তানঈম থেকে উমরাহ করা

٨٥٤ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

৮৫৪) আব্দুর রাহমান বিন আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর বাহনের পিছনে আয়েশাকে বসিয়ে তানঈম হতে উমরা করান।

٨٥٥- وَعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ بَلْ لِلأَبَدِ

৮৫৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শুম জামারায়ে আকাবার নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। নবী (ﷺ) তখন জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করছিলেন। তখন সুরাকা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি (হজ্জের সাথে উমরাহ করা) শুধু আপনাদের (এই বছরের) জন্য নির্দিষ্ট? তিনি বললেনঃ না; বরং চিরদিনের জন্য।

অধ্যায়ঃ হজ্জের পর কোরবানী ছাড়াই উমরা আদায় করা

٨٥٦- حديث عن عائشة رضي الله عنها في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمامه

৮৫৬) এখানে হজ্জের ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীছটি পূর্ণ আকারে অনেকবার অতিক্রান্ত হয়েছে।

টিকাঃ আয়েশা (রাঃ)এর হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, তিনি বলেনঃ যুল-হজ্জ মাসের কাছাকাছি সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে চায় সে যেন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে। আর যে ব্যক্তি উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতে চায় সে যেন উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে।

আমি যদি কোরবানীর জন্তু সাথে না আনতাম তাহলে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতাম। সুতরাং সাহাবীদের কেউ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন। আবার কেউ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যারা উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন আমি ছিলাম তাদের একজন। কিন্তু আরাফার দিন আসতেই আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেনঃ তুমি তোমার উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেণী খুলে ফেল এবং চুল আঁচড়ে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম। অতঃপর যখন মুহাস্‌সাবের রাত আসল তখন তিনি আমার ভাই আব্দুর রাহমানকে আমার সাথে তানঈম পাঠালেন। আমি পূর্বের উমরার বদলে নতুন করে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর হজ্জ ও উমরা উভয়টিই পূরণ করলেন। কিন্তু এর কোন ক্ষেত্রেই কোরবানী, সাদকা দিতে বা রোযা রাখতে হয়নি।

অধ্যায়ঃ কষ্ট অনুপাতে উমরার ছাওয়াব প্রদান করা হবে

عَن عَنْهَا فِي رواية أن النبي ﷺ قال لها في العمرة: «وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ». (بخارى:١٧٨٧)

আয়েশা (রাঃ) থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁকে উমরার ব্যাপারে বললেনঃ খরচ অথবা পরিশ্রম অনুপাতে তোমাকে উহার ছাওয়াব প্রদান করা হবে।

অধ্যায়ঃ উমরা আদায়কারী কখন ইহ্‌রাম খুলবে?

٨٥٧ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أنها كانت كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ تقول: صَلَّى اللَّــهُ عَلَــى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِــشَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. (بخارى:١٧٩٦)

৮৫৭) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখনই হাজুন নামক স্থান দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন বলতেন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন! আমরা তাঁর সাথে এ স্থানে অবতরণ করেছি। তখন আমরা ছিলাম হালকা-পাতলা। আমাদের বাহন ছিল কম এবং সামান ছিল অল্প। আমি ও আমার বোন আয়েশা, যুবায়ের এবং অমুক অমুক উমরা আদায় করলাম। কাবা ঘরের তাওয়াফ করে আমরা ইহ্‌রাম খুলে ফেললাম। অতঃপর (পরের দিন) বিকালে আমরা হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলাম।

অধ্যায়ঃ হজ্জ, উমরা অথবা যুদ্ধ হতে ফেরত আসার পর কী বলবে?

٨٥٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَــزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». (بخارى:١٧٩٧)

৮৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন যুদ্ধ অথবা হজ্জ কিংবা উমরা হতে ফেরত আসতেন তখন প্রতিটি উঁচু ভূমিতে তিনবার তাকবীর পাঠ করতেন। অতঃপর বলতেনঃ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَــائِبُونَ عَابِــدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

"আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই তিনি সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করেছেন।

টিকাঃ দু'আটি হজ্জ, উমরা বা জিহাদের সফর থেকে ফেরত আসার সাথে খাস নয়; বরং যে কোন ভাল কাজের সফর হতে ফেরত আসার পর তা পাঠ করা সুন্নাত।

অধ্যায়ঃ হজ্জের জন্য আগমণকারীকে স্বাগত জানানো এবং একই বাহনে তিনজন আরোহন করা

٨٥٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ (بخارى:١٧٩٨)

৮৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন মক্কায় আগমণ করলেন তখন বনী আব্দুল মুত্তালেবের কয়েকজন বালক তাঁকে স্বাগত জানাল। তিনি তাদের একজনকে আপন বাহনের সামনে এবং অন্য একজনকে পিছনে বসালেন।

টিকাঃ এমনিভাবে অন্যান্য সফরের ন্যায় হজ্জের সফর হতে প্রত্যাবর্তনকারীকেও স্বাগত জানাতে বাঁধা নেই।

অধ্যায়ঃ বিকালে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করা

٨٦٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لا يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً

৮৬০) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কখনও সফর থেকে রাত্রে ঘরে প্রবেশ করতেন না। সকাল অথবা সন্ধ্যা বেলা তিনি ঘরে ফিরতেন।

٨٦١ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً

৮৬১) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) সফর হতে রাত্রিতে ঘরে ফিরতে নিষেধ করেছেন।

টিকাঃ রাতের বেলা অথবা বিনা সংবাদে স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করলে হয়ত তাকে অপরিষ্কার অবস্থায় পেতে পারে। যা পুরুষের নিকট অপছন্দনীয়। তাই নবী (ﷺ) রাত্রিতে ঘরে ফিরতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা অবলম্বনের সময় পায়। দিনের বেলা বাড়ী ফিরলে অথবা আগাম সংবাদ দিয়ে প্রবেশ করলেই কেবল তা সম্পন্ন করা সম্ভব।

অধ্যায়ঃ মদীনার (নিজ বাসস্থানের) নিকটবর্তী হয়ে যানবাহনকে দ্রুত চালানো

٨٦٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا وزاد في رواية مِنْ حُبِّهَا

৮৬২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর হতে ফেরত আসার সময় যখন মদীনার উঁচু রাস্তাগুলো দেখতে পেতেন তখন উটনীকে দ্রুত চালাতেন। বাহন উট ছাড়া অন্য কোন জন্তু হলে তাকেও তাড়া দিতেন। অন্য বর্ণনায় আছেঃ মদীনার প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণেই তিনি এরূপ করতেন।

অধ্যায়ঃ সফর আযাবের একটি অংশ

٨٦٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَــهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ»

৮৬৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ সফর আযাবের একটি অংশ। সফর তোমাদের কাউকে খাদ্য, পানীয় এবং নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং কেউ যখন সফরের প্রয়োজন পূর্ণ করবে তখন সে যেন দ্রুত ঘরে ফিরে যায়।

كتاب الحصر و جزاء الصيد

হজ্জ ও উমরার সফরে বাধা প্রাপ্ত হওয়া। মুহরিম ব্যক্তি শিকার করলে তার কাফ্ফারা

অধ্যায়ঃ উমরা পালন কারীকে বাধা দেয়া হলে

٨٦٤ــ عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قال: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً

৮৬৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বাধা দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি যে স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেখানেই মাথা মুড়িয়ে নিলেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন এবং কোরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং পরের বছর উক্ত উমরা কাযা করলেন।

অধ্যায়ঃ হজ্জে বাধা প্রাপ্ত হওয়া

٨٦٥ــ عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

৮৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতই যথেষ্ট নয় কি? তোমাদের কাউকে হজ্জ থেকে বাধা দেয়া হলে তার উচিত কাবা ঘরের তাওয়াফ করবে এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ করবে। অতঃপর সম্পূর্ণরূপে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু পরের বছর সে হজ্জ করবে। তখন সে কোরবানী করবে অথবা কোরবানীর জন্তু না পেলে রোযা রাখবে।

অধ্যায়ঃ হজ্জে বা উমরায় বাধা প্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা

٨٦٦ ــ عَنِ الْمِسْوَرِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. (بخارى: ١٨١١)

৮৬৬) মেসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (হুদায়বিয়ার বছর) মাথা কামানোর পূর্বেই কোরবানী করেছেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকেও তা করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "অথবা সাদকা করবে" আর তা হল ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা

٨٦٧ ــ عن كَعْب بْنَ عُجْرَةَ ﷺ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ: «يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ــ أَوْ قَالَ: احْلِقْ» قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ». (بخارى:١٨١٥)

৮৬৭) কাব বিন উজরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার পাশে দাঁড়ালেন। তখন আমার মাথা হতে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেনঃ তোমাকে এই পোঁকাগুলো কষ্ট দিচ্ছে কি? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাহলে

তুমি মাথা কামিয়ে ফেল। কাব বলেনঃ আমার ব্যাপারেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

"তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে তাহলে রোযা অথবা সাদকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে তার বিনিময় প্রদান করবে.....। (সূরা বাকারাঃ ১৯৬) নবী (ﷺ) তখন আমাকে বললেনঃ তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক (নয় কেজী) পরিমাণ খাদ্য প্রদান কর অথবা সাধ্যানুযায়ী কোরবানী কর।

টিকাঃ এগুলো হচ্ছে ইহরাম অবস্থায় যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে তার কাফ্ফারা।

অধ্যায়ঃ ফিদইয়া হিসাবে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য দান করা

وعنه رضي الله في رواية قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة

কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ) অপর এক বর্ণনায় বলেনঃ উপরের অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতটি আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তবে তার হুকুম তোমাদের সকলের জন্য।

كتاب جزاء الصيد و نحوه

ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার বা অনুরূপ কিছু করার বিনিময়

অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম বিহীন ব্যক্তি যদি কিছু শিকার করে এবং মুহরিম ব্যক্তিকে তা হাদিয়া স্বরূপ দান করে তাহলে সে তা খেতে পারে

٨٦٨ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُتِينَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا، وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطَعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

৮৬৮) আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার বছর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন। কিন্তু আমি ইহ্‌রাম বাঁধিনি। অতঃপর আমাদের কাছে সংবাদ আসল যে 'ঘায়কা' নামক স্থানে একদল শত্রু রয়েছে। আমরা তাদের দিকে অগ্রসর হলাম। আমার সাথীগণ পথিমধ্যে একটি জংলী গাধা অবলোকন করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি তাকিয়েই সেটিকে দেখতে পেলাম এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সেটির উপর আক্রমণ করে বর্শা বিধিয়ে ফেলে দিলাম। আমি সাথীদের নিকট সহযোগীতা চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সহযোগীতা করতে অস্বীকার করল। আমরা গাধার গোশত খেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমরা আশঙ্কা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে দূরে থাকার কারণে শত্রুরা আমাদেরকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তাই কোন সময়ে ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে আবার কোন সময়ে ঘোড়া স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে যেতে থাকলাম। মধ্যরাতে আমি গিফার গোত্রের একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কোথায় রেখে এসেছেন? তিনি বললেনঃ আমি তাঁকে 'তা'হেন' নামক ঝর্ণার কাছে রেখে এসেছি। তিনি উক্ত ঝর্ণার পাশে কায়লুলার (মধ্যাহ্ন নিদ্রার) ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং আপনার জন্য আল্লাহর রহমত ও বরকত কামনা করেছেন। তারা ভীত হয়ে পড়েছেন যে, শত্রুরা তাদেরকে আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। সুতরাং আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। নবী (ﷺ) তাই করলেন। অতঃপর আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা একটি জংলী গাধা শিকার

করেছি। তার কিছু গোশত এখনও আমাদের কাছে রয়ে গেছে। নবী (ﷺ) তখন তাঁর সাহাবীদেরকে বললেনঃ তোমরা তা খাও। তাঁরা তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

টিকাঃ ইহরাম অবস্থায় ডাঙ্গার (স্থলের) প্রাণী শিকার করা নিষেধ। এমন কি ইঙ্গিতের মাধ্যমেও তাতে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই। ফলে এ কাজ করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে, তবে অন্য কেউ তা শিকার করলে তার মাংস খাওয়া যাবে।

অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিমকে শিকারে সাহায্য করবে না

وعَنْهُ فِي رِوايَة قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمِ وَمِنا غَيْرِ الْمُحْرِمِ فذكر الحديث

আবু কাতাদা (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে (মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে) 'কাহাহ' নামক স্থানে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ ছিল ইহ্‌রাম অবস্থায় আবার কেউ ছিল ইহ্‌রাম বিহীন। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বের হাদীছের মতই।

অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তি শিকারের জন্তুর দিকে ইঙ্গিত করতে পারবেনা, যাতে অমুহরিম ব্যক্তি শিকার করতে পারে

وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: أنهم لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا» قَالُوا: لا قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا»

আবু কাতাদা হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলেন তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কি তা শিকার করার আদেশ দিয়েছে অথবা ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিয়েছে? তারা বললেনঃ না। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে তোমরা অবশিষ্ট গোশত খেতে পার।

অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে জংলী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবেনা

١٨٦٩ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ». (بخاری:١٨٢٥)

৮৬৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সা'ব বিন জাছ্‌ছামা লাইছী (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে একটি জংলী গাধা উপহার দিলেন। নবী (ﷺ) তখন আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি তা ফেরত দিলেন। এতে সা'ব বিন জাসামার মুখে অসন্তুষ্টির ভাব দেখে নবী (ﷺ) বললেনঃ দেখো, আমি ওটা ফেরত দিতামনা। শুধু এ কারণে ফেরত দিয়েছি যে, আমি এখন ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি।

অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তি হারাম অঞ্চলের যে সমস্ত প্রাণী শিকার করতে পারবে

١٨٢٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». (بخاری:١٨٢٩)

৮৭০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ পাঁচটি জন্তু ফাসেক (ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক) সেগুলো হারামের ভিতরে পেলেও হত্যা করতে হবে। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং

ক্ষ্যাপা (পাগলা) কুকুর।

٨٧١ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا فَـذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». (بخارى:١٨٣٠)

৮৭১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিনার কোন একটি গুহাতে ছিলাম। এ সময় তার উপর সূরা মুরসালাত নাযিল হল। তিনি আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতে লাগলেন। আমিও তার মুখ থেকে তা শুনে মুখস্ত করতে লাগলাম। তখনও তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে আয়াতগুলো তেলাওয়াতের আদ্রতা বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ তিনি আয়াতগুলো তখনও পাঠ করে শেষ করেন নি। ঠিক এ সময় একটি সাপ আমাদের উপর আক্রমণ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা এটিকে হত্যা কর। আমরা দ্রুত ছুটে গেলে সাপটি চলে গেল। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ সাপটি তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল। তোমরাও তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেলে।

٨٧٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: «فُوَيْسِقٌ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

৮৭২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) টিকটিকিকে ফাসেক (ক্ষতিকারক) বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এটিকে হত্যা করতে নির্দেশ দিতে শুনিনি।

টিকাঃ অন্য হাদীছে এসেছে, তাকে এক আঘাতে মারতে পারলে ১০০ নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তদোপেক্ষা কম নেকী এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়েও কম নেকী পাওয়া যাবে। আবার কোন কোন বর্ণনায় ৭০ নেকীর কথা এসেছে।

অধ্যায়ঃ পবিত্র মক্কা নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ নয়

٨٧٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: «لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». (بخاري:١٨٣٤)

৮৭৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেনঃ এখন আর হিজরত অবশিষ্ট নেই। তবে জেহাদ এবং নিয়ত অবশিষ্ট রয়ে গেল। আর তোমাদেরকে যখন জেহাদের জন্য বের হওয়ার আহবান করা হবে তখন তোমরা সে আহবানে সাড়া দিবে।

টিকাঃ এটি এমন একটি শহর যাকে আল্লাহ তাআলা আসমান-যমিন সৃষ্টি করার দিন থেকেই সম্মানিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমণের পূর্বেও এতে কারও জন্য যুদ্ধ করা হালাল ছিল না। তাঁর জন্য কেবল সামান্য সময় এতে যুদ্ধ করা বৈধ করা হয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ যেহেতু এ শহরকে সম্মানিত করেছেন তাই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এর সম্মান বজায় থাকবে। এ শহরের কাঁটাযুক্ত গাছ উপড়ে ফেলা বা কর্তন করা যাবেনা, শিকার তাড়ানো যাবেনা, প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া এ শহরে পড়ে থাকা কোন জিনিষ কুড়ানো যাবেনা এবং কাঁচা ঘাসও কাটা উঠানো যাবেনা। আব্বাস (রাঃ) তখন বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি দিন। কেননা তা কামারদের জন্য এবং গৃহের ছাদের জন্য প্রয়োজন হয়। নবী (ﷺ) তখন ইযখির কাটার অনুমতি দিলেন।

অধ্যায়ঃ ইহ্‌রামধারীর জন্য শিঙা লাগানো

٨٧٤ ــ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. (بخاری:١٨٣٦)

৮৭৪) ইবনে বুহাইনা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী (ﷺ) 'লাহিয়ে জমাল' নামক স্থানে মাথার মাঝখানে সিঙ্গা লাগিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা

٨٧٥ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (بخاری:١٨٣٦)

৮৭৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মায়মুনাকে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

টিকাঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয নেই। নবী (ﷺ) ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করতে অথবা অন্য কারো বিবাহ দিতে নিষেধ করেছেন। নবী (ﷺ) কর্তৃক মায়মুনাকে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করার ব্যাপারটি তাঁর জন্য খাস (নির্দিষ্ট) ছিল। আলেমগণ এভাবেই উভয় হাদীছের বিরোধ সমাধান করেছেন।

অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় গোসল করা

٨٧٦ــ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ. (بخاري:١٨٤٠)

৮৭৬) আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী (ﷺ) কিভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? এ কথা শুনে আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) তার হাত মাথার কাপড়ের উপর রেখে কাপড় সরালেন এবং তার মাথাকে এত নিচু করলেন যে, আমি তার মাথা দেখতে পেলাম। অতঃপর একজন লোককে মাথায় পানি ঢালতে বললেনঃ সে তার মাথায় পানি ঢালল। তখন তিনি দুই হাত দিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হাত দু'টি একবার সামনে আনলেন আবার পিছনে টেনে নিলেন। পরিশেষে তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এরূপই করতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ বিনা ইহ্‌রামে হারাম ও মক্কায় প্রবেশ করা

٨٧٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». (بخاری:١٨٤٦)

৮৭৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাথায় হিলমেট পড়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি যখন মাথা থেকে তা খুললেন তখন এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগলঃ ইবনে খাতাল কাবার গেলাফ ধরে আছে। তিনি বললেনঃ তাকে সেখানেই হত্যা কর।

টিকাঃ হারামের এরিয়ায় হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে হত্যা করার কারণ এই যে, সে নিরাপত্তা না নিয়ে প্রবেশ করেছিল। আর দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে, এটি ঐ মুহূর্তের ঘটনা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জন্য হত্যা করা হালাল করা হয়েছিল।

অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ ও মানত আদায় করা, পুরুষ লোক নারীর পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারে

٨٧٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». (بخارى:١٨٥٢)

৮৭৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে বললঃ আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিল। কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই তিনি মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারব? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি সে ঋণ পরিশোধ করতেনা? আল্লাহর ঋণ আদায় কর। কেননা আল্লাহর হকই বেশী আদায়যোগ্য।

অধ্যায়ঃ শিশুদের হজ্জ করা

٨٧٩ ــ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. (بخارى:١٨٥٨)

৮৭৯) সায়েব বিন ইয়াযিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করানো হয়েছে। অথচ ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর।

অধ্যায়ঃ মহিলাদের হজ্জ করা

٨٨٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟» قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ ــ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي».(بخاري:١٨٦٣)

৮৮০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন হজ্জ থেকে ফেরত আসলেন তখন উম্মে সিনান আনসারীকে বললেনঃ তোমাকে হজ্জ থেকে কিসে বারণ করল? তিনি বললেনঃ অমুকের পিতা অর্থাৎ তার স্বামী। পানি টানার জন্য তাঁর দু'টি উট ছিল। একটিতে চড়ে তিনি হজ্জ করতে গেলেন। অপরটি আমাদের ক্ষেতে পানি দেয়ার কাজে লাগানো ছিল। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ (উমরা করে নাও) কারণ রামাযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্জ করার সমান।

٨٨١ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: «أَنْ لا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». (بخارى:١٨٦٤)

৮৮১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তেরটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আমি চারটি বিষয় শুনেছি। বিষয়গুলো আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। (১) স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া কোন

মহিলা দু'দিনের রাস্তার সফর করবেনা (২) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখবেনা (৩) আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায আদায় করবেনা (৪) মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা- এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের দিকে (ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবেনা।

টিকাঃ এখানে কোন স্থানের বিশেষ কোন ফযীলত বা বৈশিষ্টকে সামনে রেখে সফর করার কথা উদ্দেশ্য। ফলে এহেন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে জ্ঞানার্জন, জিহাদ, দাওয়াত, হিজরত, শিক্ষা ও উপদেশ মূলক ভ্রমণ এমনকি বাণিজ্য ও উপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রবাসে গমণ করা জায়েয। দুঃখ হয় তখন যখন এই পার্থক্যটুকু কষ্ট করে না জেনেই উভয় প্রকার সফরকে একাকার করে বলা হয়।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবা ঘর পর্যন্ত যাওয়ার মানত করল

٨٨٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. (بخاري:١٨٦٥)

৮৮২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) দেখলেন এক বৃদ্ধ লোক তার দুই পুত্রের উপর ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এর কি হয়েছে? তারা বললঃ এ ব্যক্তি পায়ে হেঁটে যাওয়ার মানত করেছে। নবী (ﷺ) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে মুখাপেক্ষী নন যে, এই লোকটি নিজেকে শাস্তি দিবে। অতঃপর নবী (ﷺ) তাকে আরোহন করার আদেশ দিলেন।

٨٨٣ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». (بخاري:١٨٦٦)

৮৮৩) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার বোন মানত করল যে, সে পায়ে হেঁটে কাবা ঘর পর্যন্ত যাবে। সে এ ব্যাপারে আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিল। আমি তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ সে হেঁটেও যাবে এবং বাহনে আরোহন করেও যাবে।

টিকাঃ অসম্ভব ও অবৈধ বিষয়ে মানত করলে তা পূর্ণ করা নিষেধ। এমতাবস্থায় মানত পরিহার করবে এবং তার কাফফারা দিবে, যা হচ্ছে শপথ ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ। যথা দাসমুক্তি কিংবা দশজন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা তাদেরকে জামা দান করা। উপরোক্ত তিনটির মধ্যে কোন একটিও যদি সম্ভব না হয়, তবে তিন দিন রোযা রাখবে। খাদ্যের জন্য ১৫ কেজী চাল ও তার সাথে তরকারী পরিমান মত দিবে কিংবা দশজনকে ডেকে খাইয়ে দিবে। আর জামার ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে নামাযের জন্য প্রযোজ্য পূর্ণ পোষাক দিবে। কোন অবস্থাতেই মূল্য দান যথেষ্ট নয়।

كتاب فضائل المدينة

মদীনার ফজীলত

অধ্যায়ঃ মদীনার হারাম এলাকা

٨٨٤ ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». (بخارى:١٨٦٧)

৮৮৪) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মদীনার এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হারাম। (নির্দিষ্ট একটা সীমা নির্ধারণ করে তিনি এ কথা বললেন) এখানকার বৃক্ষ কাটা যাবেনা। তাতে কোন প্রকার পাপের কাজে (বিদ্আতী কাজে) লিপ্ত হওয়া যাবেনা। যে ব্যক্তি তাতে কোন প্রকার বিদ্আতী কাজে লিপ্ত হবে তার উপর আল্লাহর, সকল ফেরেশতার এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

টিকাঃ এত সুস্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কি কোন অযুহাতে এ কথা বলা যেতে পারে যে মদিনাতে কোন হারাম এরিয়া নেই? হ্যাঁ একটি কথা বলা হয়ে থাকে, যা ধুপে টিকেনা। সেটি হচ্ছে কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীছে তা আসেনি। এ কথার উত্তর হল বুখারীর মত কিতাবে যে হাদীছ এসেছে, সুন্নাহপন্থীদের জন্য সেটাই যথেষ্ট।

٨٨٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي» قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: «أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ» ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ». (بخارى:١٨٦٩)

৮৮৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মদীনার উভয় কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমার জবান দ্বারা হারাম করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেনঃ নবী (ﷺ) বনী হারেছার নিকট আগমণ করে বললেনঃ তোমরা তো হারামের বাইরে রয়ে গেছ। পরে তিনি এদিক চেয়ে বললেনঃ না, তোমরা হারামের অভ্যন্তরেই আছ।

٨٨٦ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَقَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ».

৮৮৬) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব আর নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত এই পুস্তিকাটি ছাড়া অন্য কিছু নেই। এতে বর্ণিত আছে মদীনা আইর নামক পাহাড় থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত হারাম (সম্মানিত)।) যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদআতের প্রচলন করবে অথবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের

অভিশাপ। তার কোন ফরয বা নফল আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবেনা। নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের অধিকার সমান। সুতরাং কেউ কোন মুসলমানের প্রদত্ত নিরপত্তায় ব্যাঘাত ঘটালে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার কোন ফরয বা নফল আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবেনা। আর যে ব্যক্তি তার মিত্র গোত্রের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন গোত্রের সাথে বন্ধুত্ব করল তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার কোন ফরয বা নফল আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবেনা।

অধ্যায়ঃ মদীনার ফজীলত, মদীনা খারাপ লোকদের বহিস্কার করে দেয়

٨٨٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». (بخارى:١٨٧١)

৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমাকে এমন একটি জনপদে হিজরত করতে বলা হয়েছে যা সকল জনপদকে পরাজিত করবে। লোকেরা উহাকে ইয়াছরিব বলে থাকে। অথচ তার প্রকৃত নাম মদীনা। মদীনা খারাপ লোকদেরকে বের করে দিবে যেমনভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচাকে দূর করে দেয়।

টিকাঃ এ অবস্থা হবে দাজ্জালের বহিঃপ্রকাশের সময়। যেহেতু সেই মুহূর্তে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মক্কা ও মদীনা তথা উভয় হারামকে ফেরেশতাগণ পাহারা দিবেন। তাই এহেন পাহারাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে মন্দ লোক থাকতে পারেনা।

অধ্যায়ঃ মদীনার আরেক নাম তাবা

٨٨٨ ــ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ﷺ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَذِهِ طَابَةٌ».

৮৮৮) আবু হুমায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে তাবুক থেকে ফিরে আসার সময় যখন মদীনার নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি বললেনঃ এই তো তাবা (পবিত্র মদীনা)।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করতে অপছন্দ করবে

٨٨٩ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ» يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ «وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا». (بخارى: ١٨٧٤)

৮৮৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, (এক সময়) মদীনা উত্তম থাকা সত্ত্বেও তোমরা তা ছেড়ে চলে যাবে। তখন হিংস্র পশু-পাখি ছাড়া তথায় আর কেউ বসবাস করবেনা। সর্বশেষে যে দু'জন লোক মদীনায় আসবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা ছাগলের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে মদীনার দিকে আসতে থাকবে। মদীনার কাছে এসে দেখবে তা হিংস্র পশু-পাখিতে ভরে গেছে। 'ছানিয়াতুল ওয়াদা' নামক স্থানে পৌছার পর তারা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে"।

٨٩٠ــ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ

بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ». (بخارى:١٨٧٥)

৮৯০) সুফিয়ান বিন আবু যুহাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই ইয়ামান জয় করা হবে। তখন কতিপয় লোক উট হাঁকিয়ে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদেরকে বহন করে তথায় নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম হবে। যদি তারা তা অবগত হতে পারত। অনুরূপভাবে অচিরেই শাম (সিরিয়া) জয় করা হবে। তখন কতিপয় লোক উট হাঁকিয়ে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদেরকে বহন করে তথায় নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম হবে। যদি তারা তা অবগত হতে পারত। অনুরূপভাবে অচিরেই ইরাক বিজিত হবে। তখন কতিপয় লোক উট হাঁকিয়ে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদেরকে বহন করে তথায় নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম হবে। যদি তারা তা অবগত হতে পারত।

অধ্যায়ঃ ঈমান মদীনায় ফিরে যাবে

٨٩١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

৮৯১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ সাপ যেমন তার গর্তে ফিরে যায়, তেমনি (কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) ঈমান মদীনায় ফেরত যাবে।

টিকাঃ এ হাদীছে অবিকল ও অবিমিশ্রিত সুন্নাতী আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে নবী (ﷺ) ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। তাই বুঝা গেল মিথ্যা ভালবাসার পাহাড় গড়ে তোলার পূর্বে কুরআন-সুন্নাহ ও মদীনাবাসীদের কর্মপন্থা দেখা উচিত।

অধ্যায়ঃ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর গুনাহ

٨٩٢ــ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»

৮৯২) সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে, সে এমনভাবে বিগলিত (ধ্বংস) হবে যেমন লবণ পানিতে বিগলিত হয়।

অধ্যায়ঃ মদীনার দুর্গসমূহের বর্ণনা

٨٩٣ــ عن أُسَامَةَ ﷺ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ». (بخارى:١٨٧٨)

৮৯৩) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মদীনার কোন একটি টিলায় আরোহন করে বললেনঃ আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখছ? বৃষ্টির ফোটা পতিত হওয়ার স্থানসমূহ যেভাবে দৃষ্টিগোচর হয় আমি সেভাবেই তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনার জায়গাসমূহ দেখতে পাচ্ছি। (প্রচুর বৃষ্টিপাতের ন্যায় ফিতনা পতিত হবে)

টিকাঃ নবী (ﷺ)-এর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এ সমস্ত ফিতনার কবলে পতিত

হয়েই ইসলামের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ন্যায়পরায়ন খলীফা উমার, উছমান এবং আলী (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন।

অধ্যায়ঃ মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবেনা

٨٩٤ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ». (بخارى:١٨٧٩)

৮৯৪) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মদীনাতে দাজ্জালের ভয়-ভীতি প্রবেশ করবেনা। ঐ দিন মদীনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশ পথে দু'জন করে ফেরেশতা (দাজ্জালকে প্রবেশ করতে বাঁধা প্রদানের জন্য নিয়োজিত) থাকবেন।

٨٩٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلائِكَةٌ لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ». (بخارى: ١٨٨٠)

৮৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মদীনার প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারায় নিয়োজিত থাকবেন। সেখানে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবেনা।

٨٩٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ». (بخارى:١٨٨١)

৮৯৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দাজ্জাল পৃথিবীর সকল দেশেই প্রবেশ করবে। কিন্তু মক্কা ও মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারারত থাকবে। মদীনা তখন তার অধিবাসীসহ তিনবার প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠবে। আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে সমস্ত কাফের ও মুনাফেকদেরকে বের করে দিবেন।

٨٩٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ. يَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ. فَلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ». (بخارى:١٨٨٢)

৮৯৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি লম্বা হাদীছ বর্ণনা করলেন। তার বর্ণনার মধ্যে এও ছিল যে, দাজ্জাল আগমণ করবে। মদীনার কোন একটি লবণাক্ত ভূমিতে উপস্থিত হবে। কারণ মদীনায় প্রবেশ করা তার উপর নিষিদ্ধ থাকবে। তার কাছে একজন মু'মিন লোক গমণ করবেন। তিনি হবেন ঐ যামানার সর্বোত্তম মু'মিন। দাজ্জালকে দেখে তিনি বলবেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করে গেছেন। তখন দাজ্জাল উপস্থিত মানুষকে লক্ষ্য করে বলবেঃ আমি যদি একে হত্যা করে জীবিত করতে পারি তাহলে কি তোমরা আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবেঃ না। অতঃপর সে উক্ত মু'মিনকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। এ পর্যায়ে যুবকটি বলবেঃ আল্লাহর শপথ! তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল- এ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আগের তুলনায় আরো মজবুত হলো। দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হবেনা।

অধ্যায়ঃ মদীনা খারাপ লোকদেরকে বের করে দিবে

٨٩٨ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي فَأَبَى ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا». (بخارى:١٨٨٣)

৮৯৮) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা জনৈক গ্রাম্য লোক নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে ইসলামের জন্য বায়আত নিল। পরের দিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তাঁর নিকট এসে বললঃ আপনি বায়আত ফেরত নিন। নবী (ﷺ) তিনবার তার বায়আত ফেরত নিতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তিনি বললেনঃ মদীনা কামারের হাপরের ন্যায়। তা ময়লা আবর্জনা দূর করে দেয় এবং সুন্দর ও নির্ভেজাল জিনিষকে ধরে রাখে। অর্থাৎ হাপর যেমনভাবে লোহার ময়লা আবর্জনা দূর করে দেয় মদীনাও তেমনভাবে তা থেকে দুষ্ট ও খারাপ লোকদেরকে বের করে দেয়।

অধ্যায়ঃ

٨٩٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

৮৯৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একবার দু'আয় বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি মক্কায় যে বরকত দান করেছ, তার দ্বিগুণ বরকত মদীনায় দান কর।

অধ্যায়ঃ

٩٠٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِه + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:

أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ» قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تعني ماءً آجنًا. (بخارى:١٨٨٩)

৯০০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মদীনায় আগমণ করলেনঃ তখন আবু বকর ও বেলাল (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আবু বকর (রাঃ) যখন জ্বরে আক্রান্ত

হতেন তখনই এই কবিতাংশটি আবৃত্তি করতেনঃ

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের কাছে রাত্রি যাপন করছে + অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

বেলাল (রাঃ)এর জ্বর সেরে গেলে উঁচু আওয়াজে এই কবিতাংশ আবৃত্তি করতেনঃ

আহ! কতই না ভাল হত যদি আমি মক্কার উপত্যকায় একটি রাত কাটাতে পারতাম + আমার চারদিকে থাকত ইযখির ও জালীল ঘাস।

আহ! কতই না ভাল হত যদি আমি একদিন মাজেন্নার পানি পান করতে পারতাম এবং 'শামা ও তুফাইল' নামক পাহাড়ের নিকটে যেতে পারতাম।

বেলাল (রাঃ) আরও বলতেনঃ হে আল্লাহ! শায়বা বিন রাবীআ, উতবা বিন রাবীআ এবং উমাইয়া বিন খালফের উপর লা'নত বর্ষণ কর। কেননা তারা আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে আমাদেরকে মহামারির দেশে ঠেলে দিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের অন্তরে যেমন ভালবাসা রয়েছে, মদীনার প্রতিও আমাদের অন্তরে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে বেশী ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের 'সা' ও 'মুদ'এ বরকত দান কর। হে আল্লাহ! মদীনার আব-হাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী করে দাও। মদীনার জ্বরকে জুহফাতে স্থানান্তরিত করে দাও। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ মদীনায় যখন আমরা আসলাম তখন এটি ছিল আল্লাহর যমিনে সবচেয়ে বেশী মহামারীর স্থান। তিনি আরো বলেনঃ আর বুতহান নামক উপত্যকায় বিকৃত বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত পানি প্রবাহিত হত।

كتاب الصوم
কিতাবুস সাওম

অধ্যায়ঃ রোযার ফযীলত

٩٠١ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ وَإِنِ امْـرُؤٌ قَاتَلَـهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». (بخارى:٤٩٨١)

৯০১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবেনা এবং মূর্খের ন্যায় আচরণ করবেনা। কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া করে অথবা গালি দেয় সে যেন বলে আমি রোযাদার। এ কথাটি দু'বার বলবে। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও উত্তম। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ আমার ভয়ে সে তার পানা-হার এবং কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি নিজেই রোযার পুরস্কার প্রদান করবো। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।

অধ্যায়ঃ রোযাদারদের জন্য রাইয়্যান নামক জান্নাত

٩٠٢ ــ عَنْ سَهْلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْـهُ أَحَدٌ».

৯০২) সাহ্ল (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ জান্নাতের একটি দরজা রয়েয়েছে যার নাম "রাইয়্যান" কিয়ামত দিবসে রোযাদারগণ ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সাথে অন্য কেউ প্রবেশ করবেনা। বলা হবেঃ রোযাদারগণ কোথায়? তখন তারা উঠে দাড়াবে (ও তাতে প্রবেশ করবে)। তারা ব্যতীত অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেনা। তাদের প্রবেশ করা শেষ হলে ঐ দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করবেনা।

٩٠٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الـصَّدَقَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُـدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». (بخارى: ١٨٩٧)

৯০৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া জিনিষ দান করবে তাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়েই প্রবেশের জন্য ডাকা

হবে। তাকে বলা হবেঃ হে আল্লাহর বান্দা এটি তোমার জন্য খুবই উত্তম! সুতরাং নামাযীকে নামাযের দরজা দিয়ে, মুজাহিদকে জিহাদের দরজা দিয়ে, রোযাদারকে 'রাইয়্যান' নামক দরজা দিয়ে এবং দাতাকে দানের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার আহবান করা হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। ঐ সকল দরজা থেকে যাকে আহবান করা হবে তার জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য সবগুলো দরজা দিয়ে আহবান করার প্রয়োজন হবেনা। তবে এমন কেউ আছে কি, যাকে উক্ত সকল দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আহবান জানানো হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে"।

٩٠٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ» وفي رواية عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».

৯০৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যখন রামাযান মাস প্রবেশ করে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যখন রামাযান মাস শুরু হয়, তখন আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়। শয়তানদেরকে শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়।

অধ্যায়ঃ রামাযান বলা হবে? না রামাযান মাস? অনেকেই উভয়টা বলা জায়েয বলেছেন

٩٠٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» يعني: هلال رَمَضَانَ. (بخاری:١٩٠٠)

৯০৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যখন চাঁদ দেখবে তখন ছিয়াম শুরু করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ছিয়াম ছেড়ে দিবে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ প্রকাশিত না হয় তবে অনুমান করবে। অর্থাৎ রামাযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি রামাযান মাসে রোযা অবস্থায় মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করেনা

٩٠٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».(بخاری:١٩٠٣)

৯০৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা কথা ও অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করেনা, আল্লাহর কোনই দরকার নেই তার পানাহার পরিত্যাগ করাতে।

অধ্যায়ঃ রোযাদারকে কেউ গালি দিলে সে কি বলবে আমি রোযাদার?

٩٠٧ــ وعنه ﷺ الحديث المتقدم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» وقال في آخره: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». (بخاری:١٩٠٤)

৯০৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত পূর্বের হাদীছটি এখানেও বর্ণিত হয়েছে। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ বনী আদমের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য। তবে রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার প্রদান করব। সেই হাদীছের শেষে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি খুশী রয়েছে। একটি খুশী ইফতারের সময় ও অপরটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময় রোযার বিনিময়ে সে খুশী হবে।

টিকাঃ সকল এবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই করা হয়। তারপরও রোযাকে বিশেষভাবে আল্লাহর দিকে নিসবত করার অর্থ হল নামায, যাকাত, সাদকাহ, হজ্জ, উমরাহ ইত্যাদি এবাদতে রিয়া তথা লোক দেখানোর প্রবণতা থাকতে পারে। কিন্তু রোযাতে এরূপ কোন সম্ভাবনা থাকেনা। এর মাধ্যমে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রোযা কেবল আমার জন্যই।

অধ্যায়ঃ অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় করলে রোযা রাখবে

٩٠٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». (بخارى:١٩٠٥)

৯০৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন তা করে নেয়। কারণ বিয়ে চোখ অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা যৌন উত্তেজনাকে কমিয়ে দেয়।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ যখন চাঁদ দেখবে তখন রোযা শুরু করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন রোযা ছেড়ে দিবে

٩٠٩ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ». (بخارى:١٩٠٧)

৯০৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মাস উনত্রিশ দিন বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবেনা। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ প্রকাশিত না হয় তবে (শাবান মাস) ত্রিশ দিনে পূর্ণ করো।

٩١٠ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا». (بخارى:١٩١٠)

৯১০) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য ঈলা (মেলা-মেশা না করার শপথ) করলেন। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সকালে অথবা সন্ধ্যায় তাদের কাছে গেলেন। তখন তাঁকে বলা হলঃ আপনি তো একমাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছেন। তখন তিনি বললেনঃ মাস কখনও উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

অধ্যায়ঃ ঈদের দু'টি মাস পরপর কম হয়না

٩١١ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَهْرَانِ لا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ». (بخارى:١٩١٢)

৯১১) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দু'টি মাস পরপর কম হয়না। তা হচ্ছে ঈদের দু'টি মাস। রামাযান ও যুল-হজ্জ।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ আমরা লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশ জানিনা

٩١٢ــ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاثِينَ». (بخارى:١٩١٣)

৯১২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমরা নিরক্ষর জাতি। লিখতে ও হিসাব-নিকাশ করতে জানিনা। মাস এতো দিনে আর এতো দিনে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কখনও উনত্রিশ দিনে আবার কখনও ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে।

অধ্যায়ঃ রামাযানের একদিন বা দু'দিন আগে রোযা রাখবেনা

٩١٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». (بخارى: ١٩١٤)

৯১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে রোযা না রাখে। তবে কোন ব্যক্তি উক্ত দিনে রোযা রেখে অভ্যস্ত হয়ে থাকলে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে।

টিকাঃ রামাযানের আগমণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাতে একদিন বা দু'দিন পূর্ব থেকেই রোযা রাখা নিষেধ। তবে শাবান মাসের শেষ দিন যদি সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার হয়, তাহলে যে ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহের উক্ত দু'দিন নফল রোযা রেখে অভ্যস্ত, তার জন্য রামাযান মাসের একদিন পূর্বে রোযা রাখাতে কোন অসুবিধা নেই।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ রামাযান মাসে রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলন করা হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরাও তাদের জন্য আবরণ স্বরূপ

٩١٤ ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ لا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾. (بخارى:١٩١٥)

৯১৪) বারা বিন আযব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইসলামের প্রথম যুগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের এই নিয়ম ছিল যে তাদের কেউ যখন রোযা রাখতেন সে যদি ইফতারের সময় ইফতার না করে ঘুমিয়ে পড়ত তাহলে সেই রাতে সে কিছুই খেতনা। পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে না খেয়েই থাকতে হত। কায়েস বিন সিরমা আনসারী এক সময় রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় তিনি আপন স্ত্রীর নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি? তাঁর স্ত্রী বললেনঃ না, তবে আমি যাচ্ছি এবং তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা করছি। কায়েস বিন সিরমা আনসারী সারা দিন কাজ করতেন। শরীর ক্লান্ত থাকার কারণে তাঁর

চোখে ঘুম এসে গেল। তাঁর স্ত্রী ফিরে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে বললেনঃ তোমার জন্য আফসোস। পরের দিন দুপুর বেলা তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। নবী (ﷺ)-এর নিকট যখন এ সংবাদ গেল তখন এই আয়াত নাযিল হলঃ রামাযান মাসে রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করা হালাল করা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ১৮৭) মুসলিমগণ এতে খুব খুশী হলেন। আরও নাযিল হলঃ আর তোমরা খাও ও পান কর যে পর্যন্ত কালো সুতা (রেখা) থেকে সাদা সুতা প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ ফজরের শুভ্রতা প্রকাশিত না হয়।

অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তোমরা খাও ও পান কর যে পর্যন্ত না কৃষ্ণ আলোকরেখা:প্রভাতের প্রথম স্পষ্ট আলোর পূর্ববর্তী অস্পষ্ট আলো থেকে প্রভাতের প্রথম স্পষ্ট আলো প্রকাশিত হয়

٩١٥ ــ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلا يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ». (بخارى:١٩١٦)

৯১৫) আদী বিন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন আল্লাহর এই বাণী নাযিল হলঃ আর তোমরা খাও ও পান করো যে পর্যন্ত কৃষ্ণ বা কালো আলোকরেখা থেকে সাদা আলোকরেখা প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ ফজরের শুভ্রতা প্রকাশিত না হয়। (সূরা বাকারাহ:১৮৭) তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা সুতা নিয়ে বালিশের নীচে রেখে দিলাম। রাতের বেলা আমি তা বার বার দেখতে লাগলাম। কিন্তু আমার নিকট তা মোটেই স্পষ্ট হচ্ছিলনা। সকাল বেলা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলাম। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আয়াতের অর্থ হল রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো।

অধ্যায়ঃ সেহরী খাওয়া ও ফজরের আযানের মাঝে কত টুকু সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত?

٩١٦ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فقيل له: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. (بخارى:١٩٢١)

৯১৬) যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেহরী খেলাম। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য বের হয়ে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ সেহরী খাওয়া এবং ফজরের আযানের মাঝখানে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? উত্তরে তিনি বললেনঃ পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল।

অধ্যায়ঃ সেহরী খাওয়ার বরকত। তবে তা ওয়াজিব নয়

٩١٧ــ عن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». (بخارى:١٩٢٣)

৯১৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা সেহরী খাও। কারণ সেহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।

অধ্যায়ঃ দিনের বেলা রোযা রাখার নিয়ত করলে

٩١٨ ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ

أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلا يَأْكُلْ». (بخارى:١٩٢٤)

৯১৮) সালামা বিন আক্ওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আশুরার দিন নবী (ﷺ) লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করার জন্য একজন লোককে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন। যে ব্যক্তি আজ খাবার খেয়ে নিয়েছে সে যেন আর না খায়। বর্ণনাকারী বলেনঃ অথবা নবী (ﷺ) বলেছেনঃ সে যেন রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি কিছু খায়নি সে যেন আর না খায়।

অধ্যায়ঃ রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলে

٩١٩ ــ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. (بخارى:١٩٢٥)

৯১৯) আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ স্ত্রী সহবাস জনিত কারণে নবী (ﷺ)-এর ফজর (ফজরের সময়) হত। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।

অধ্যায়ঃ রোযাদার স্ত্রীর সাথে (সঙ্গম ছাড়া অন্যান্য) মেলামেশা করতে পারে

٩٢٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

৯২০) আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রোযা থাকা অবস্থায় নবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদেরকে চুম্বন করতেন এবং তাঁদের শরীরের সাথে শরীর মিলাতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী সক্ষম ছিলেন।

অধ্যায়ঃ রোযাদার ভুলবশতঃ কিছু খেলে অথবা পান করলে

٩٢١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

৯২১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কিছু খেল অথবা পান করল সে যেন রোযা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ রোযাদার দিনের বেলা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেললে কাফ্ফারা দেয়ার মত যদি কিছু না পায় এবং তাকে যদি সাদকা করা হয় তবে সে সাদকার মাল দিয়ে কাফ্ফারা দিতে পারবে

٩٢٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَمَكَثَ عند النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

৯২২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন এক লোক এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললঃ আমি রোযা অবস্থায় (দিনের বেলা)

আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? সে বললঃ না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বললঃ না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে পারবে? সে বললঃ না। বর্ণনাকারী বলেনঃ সে লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট (কিছুক্ষণ) অপেক্ষা করল। আমরাও নবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনয়ন করা হল। নবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেনঃ প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বললঃ এই তো আমি। তিনি বললেনঃ তুমি এগুলো নাও এবং সাদকা করে দাও। তখন লোকটি নবী (ﷺ) কে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কি আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদেরকে সাদকা করে দিব? আল্লাহর শপথ মদীনার দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অধিক গরীব পরিবার আর নেই। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) হাসলেন। এমনকি তাঁর মুখের সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ তাহলে তোমার পরিবারের লোকদেরকেই এগুলো খেতে দাও।

অধ্যায়ঃ রোযাদারের শিঙা লাগানো ও বমি করা

٩٢٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

৯২৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) রোযা অবস্থায় এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

টিকাঃ রোযাদার স্বেচ্ছায় বমি না করলে তার রোযা ভঙ্গ হয়না। ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ মতানুযায়ী শিংগা লাগালে রোযা নষ্ট হয়না। তবে সতর্কতার দাবি হচ্ছে দিনের বেলা তা না লাগিয়ে রাতের বেলা গ্রহণ করবে।

অধ্যায়ঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং রোযা না রাখা উভয়ই জায়েয

٩٢٤ ــ عَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». (بخارى:١٩٤١)

৯২৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বললেনঃ বাহন থেকে নাম এবং আমার জন্য ছাতু গুলে আন। সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! রোদ্রের কিরণ তো এখনও অবশিষ্ট আছে। রাসূল আবার বললেনঃ বাহন থেকে নাম এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে পুনরায় বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! সূর্যের কিরণ তো এখনও অবশিষ্ট আছে। রাসূল আবার বললেনঃ বাহন থেকে নাম এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে পুনরায় বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! সূর্যের কিরণ তো এখনও অবশিষ্ট আছে। পরিশেষে সে বাহন থেকে নেমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ছাতু গুলিয়ে আনলে তিনি তা পান করলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) হাত দিয়ে পূর্বের দিকে ইশারা করে বললেনঃ যখন এই দিক থেকে রাত আগমণ করে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

টিকাঃ সূর্য ডুবা নিশ্চিত হয়ে গেলে ইফতারে দেরি করতে নেই।

٩٢٥ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». (بخارى:١٩٤٣)

৯২৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হামজা বিন আমর আল-আসলামী নবী (ﷺ) কে বললেনঃ আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখবো? আর তিনি বেশী পরিমাণ রোযা রাখতেন। নবী (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারো আর ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙতে পারো।

অধ্যায়ঃ রামাযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে

٩٢٦ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ. (بخارى:١٩٤٤)

৯২৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বলেনঃ রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। যখন তিনি কুদাইদ নামক স্থানে পৌছলেন তখন রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। লোকেরাও তার সাথে সাথে রোযা ভেঙ্গে ফেলল।

অধ্যায়ঃ

٩٢٧ــ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ. (بخارى:١٩٤٥)

৯২৭) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোন এক সফরে গরমের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বের হলাম। প্রচণ্ড গরমের কারণে লোকেরা স্বীয় হাত মাথায় রাখতে বাধ্য হল। আমাদের মধ্যে কেবল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রোযাদার ছিলেন।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা কোন ছাওয়াবের কাজ নয়

٩٢٨ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ». (بخارى:١٩٤٦)

৯২৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন এক সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি মানুষের ভীড় দেখতে পেলেন। তার মধ্যে একজন লোককে দেখলেন- তাকে ছায়া পাত করা হয়েছে। নবী (ﷺ) বললেনঃ তার কি হয়েছে? তারা বললঃ লোকটি রোযাদার। তখন তিনি বললেনঃ সফর অবস্থায় (নিজেকে কষ্ট দিয়ে) রোযা রাখা কোন নেকীর কাজ নয়।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণ সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে কেউ কাউকে দোষারোপ করেন নি

٩٢٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

৯২৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখতেন তারা কখনও রোযা ভঙ্গকারীদেরকে দোষারোপ করতেন না। অনুরূপভাবে রোযা ভঙ্গকারীগণও রোযাদারদেরকে দোষারোপ করতেন না।

অধ্যায়ঃ যার উপর রোযা রাখা আবশ্যক ছিল, সে তা না রেখেই মারা গেলে

٩٣٠ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». (بخارى: ١٩٥٢)

৯৩০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যার উপর রোযা রাখা আবশ্যক হবে, সে যদি তা না রেখেই মারা যায় তাহলে তার ওয়ারিছগণ তার পক্ষ হতে রোযা রাখবে।

٩٣١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ:« نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّه أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». (بخارى:١٩٥٣)

৯৩১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমণ করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ তার উপর এক মাসের রোজা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আমি কি তার পক্ষ হতে রোযা রাখব? নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধের অধিক হকদার।

টিকাঃ উযরগ্রস্ত ব্যক্তি যদি উযরমুক্ত হওয়ার পর তা কাযা না করেন, তাহলে তার ওয়ারিছগণ কাযা করবেন, নচেৎ নয়।

অধ্যায়ঃ রোযাদার কখন ইফতার করবে?

٩٣٢ــ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه بْنَ أَبِي أَوْفَى ﷺ وَقَوْلُ النَّبِيِّ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» تقدَّمَ قَرِيبًا وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (بخارى: ١٩٥٦)

৯৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ)এর হাদীছ এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণীঃ "বাহন থেকে নাম এবং আমার জন্য ছাতু গুলে আন" একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনায় শুধু এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন যে, অতঃপর নবী (ﷺ) হাত দিয়ে পূর্বের দিকে ইশারা করে বললেনঃ যখন এই দিক থেকে রাত আগমণ করে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

অধ্যায়ঃ দ্রুত ইফতার করা

٩٣٣ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». (بخارى:١٩٥٧)

৯৩৩) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তাড়াতাড়ি (সূর্য ডুবার পরপরই) ইফতার করবে।

অধ্যায়ঃ রামাযান মাসে ইফতার করার পর সূর্য প্রকাশিত হলে

٩٣٤ ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

৯৩৪) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেঘলা দিনে আমরা ইফতার করে নিলাম। অতঃপর সূর্য প্রকাশিত হয়ে গেল।

টিকাঃ এমতাবস্থায় অধিকাংশ আলেমের শক্তিশালী মত হল বাকী সময় পানাহার থেকে বিরত থাকবে এবং পরে তা কাযা করবে।

অধ্যায়ঃ শিশুদের রোযা

٩٣٥ــ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ» قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. (بخارى: ١٩٦٠)

৯৩৫) রবী বিনতে মুআওয়ায্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আশুরার দিন সকালে নবী (ﷺ) আনসারদের গ্রামে এই ঘোষণা দেয়ার জন্য একজন লোক পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে তারা যেন দিনের অবশিষ্ট অংশ না খেয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি রোযাদার অবস্থায় সকাল করেছে সে যেন রোযা পূর্ণ করে। বর্ণনাকারী বলেনঃ পরবর্তীতে আমরা আশুরার দিন রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরকেও রোযা রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য তুলা দিয়ে খেলনা তৈরী করতাম। তারা যখন খাবারের জন্য ক্রন্দন শুরু করত তখন আমরা তাদেরকে ঐ সমস্ত খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।

অধ্যায়ঃ সেহরীর সময় পর্যন্ত না খেয়ে রোযা রাখা

٩٣٦ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»

৯৩৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল তথা বিরতিহীনভাবে রাতে না খেয়ে রোযা রেখোনা। তোমাদের যে কেউ সাওমে বেসাল করতে চায় সে যেন সেহরীর সময় পর্যন্ত বেসাল করে (না খেয়ে থাকে)।

টিকাঃ আলেমগণ সাওমে বিসালের একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। এর ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হচ্ছে, ইফতারের সময় থেকে সেহরী পর্যন্ত কোন কিছু না খেয়ে একটানা দুই দিন রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলে। এই ব্যাখ্যাই হাদীছের অধিক নিকটবর্তী। নবী (ﷺ) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ বেসালকারীর (বিরতিহীনভাবে রোযা রাখার) শাস্তি

٩٣٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ» كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. وفي رواية عنه قال لهم: «فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ»

৯৩৭) আবু হুরায়রা.(রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলিমদের মধ্যে হতে একজন বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের কে আছে আমার ন্যায়? আমি এমন অবস্থায় রাত্রি যাপন করি যে আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। তারা যখন সাওমে বেসাল থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করল তখন তাদেরকে নিয়ে একদিন বেসাল করলেন (না খেয়ে

রোযা রাখলেন)। অতঃপর দ্বিতীয় দিনেও অনুরূপ করলেন। তারপর ঈদের চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেনঃ চাঁদ উঠতে দেরী হলে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আরো বেশী দিন পর্যন্ত সাওমে বেসাল করতাম। সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকার শাস্তি স্বরূপ তিনি এরূপ ব্যবস্থা করলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা সামর্থ অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাইকে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য শপথ দিল

٩٣٨ــ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا: وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا: وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ سَلْمَانُ». (بخارى:١٩٦٨)

৯৩৮) আবু জুহায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আবু দারদা ও সালমানের মধ্যে ভ্রার্তৃত্ব সম্পর্ক তৈরী করে দিলেন। একদা সালমান (রাঃ) আবু দারদা (রাঃ)এর বাসায় গিয়ে উম্মে দারদাকে ময়লাযুক্ত পোষাক পরিহিতা দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ব্যাপার কি? তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেনঃ আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর আবু দারদা বাসায় ফিরে এসে সালমানের জন্য খাদ্য তৈরী করে বলেনঃ আপনি খেয়ে নিন, আমি রোযা রেখেছি। সালমান (রাঃ) বললেনঃ আপনি না খেলে আমিও খাবনা। সুতরাং আবু দারদা সালমানের সাথে খেয়ে নিলেন। যখন রাত হল তখন আবু দারদা নামাযে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে চাইলে সালমান তাঁকে বললেনঃ ঘুমাও। এতে আবু দারদা ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর আবু দারদা পুনরায় নামাযে দাঁড়াতে চাইলে সালমান তাঁকে বললেনঃ আরো ঘুমাও। পরে শেষ রাতের দিকে সালমান তাঁকে বললেনঃ এখন উঠ। অতঃপর তারা উভয়েই নামায আদায় করলেন। সালমান আবু দারদাকে বললেনঃ নিশ্চয়ই আপনার উপর আপনার প্রভুর হক আছে। আপনার উপর আপনার নফসের (নিজের শরীরের) হক আছে। এমনিভাবে আপনার স্ত্রীরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য প্রদান করুন। এরপর আবু দারদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেনঃ সালমান ঠিকই বলেছে।

অধ্যায়ঃ শাবান মাসে রোযা রাখা

٩٣٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

৯৩৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন কোন মাসে একাধারে এত বেশী রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম তিনি হয়ত আর ছাড়বেনই না। আবার কোন সময়

রোযা রাখা বাদ দিতেন। আমরা বলতে বাধ্য হতাম যে, তিনি আর রোযাই রাখবেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রামাযান মাস ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনও পূর্ণ একমাস রোযা রাখেন নি। আর আমি তাঁকে শা'বান মাসের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখিনি।

٩٤٠ ــ وعَنْها رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا فِي رواية كَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللّٰهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. (بخارى: ١٩٧٠)

৯৪০) আয়েশা (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেনঃ তোমরা সামর্থ অনুযায়ী আমল কর। আল্লাহ ছাওয়াব দানে অপারগ হন না যতক্ষণ না তোমরা ইবাদত করতে ক্লান্তি বোধ কর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ঐ নামায অধিক প্রিয় ছিল, পরিমাণে কম হলেও যা তিনি সব সময় আদায় করতেন। নবী (ﷺ) যখন কোন (নফল) নামায আদায় করতেন পরবর্তীতে অব্যাহত রাখতেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখা এবং না রাখার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

٩٤١ــ عن أَنَس ﷺ وقد سئل عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلا مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلا نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللّٰه ﷺ وَلا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللّٰه ﷺ.

৯৪১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কোন মাসে রোযাদার হিসাবে দেখতে চাইতাম তাহলে তাঁকে রোযাদার হিসাবে দেখতে পেতাম। আর যদি রোযাহীন অবস্থায় দেখতে চাইতাম তাহলে তাঁকে রোযাহীন অবস্থায় দেখতে পেতাম। রাত্রিতে নফল নামায আদায়কারী হিসাবে দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেতাম। এমনিভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা করলেও তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক নরম কোন রেশম আমি কখনও স্পর্শ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুগন্ধির (শরীরের) চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত কোন মিসক অথবা আম্বারের সুগন্ধিও অনুভব করিনি।

٩٤٢- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تقدم

৯৪২) এখানে ইমাম বুখারী (রঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (রাঃ)-এর হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

টিকাঃ হাদীছটির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (ﷺ) তাঁকে বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামায হল দাউদ (আঃ)-এর নামায। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা হল দাউদ (আঃ)এর রোযা। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত নিদ্রা যেতেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ নামাযে কাটাতেন এবং পুনরায় রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমিয়ে কাটাতেন। তিনি এক দিন রোযা রাখতেন এবং অন্য দিন রোযা ছেড়ে দিতেন।

অধ্যায়ঃ রোযা রাখার মধ্যে শরীরের যে হক রয়েছে

حديث عَبْدُ اللّٰه بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ فِي هَذِهِ الرواية: فَكَانَ عَبْدُاللّٰهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে বলতেনঃ হায়! আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া সুযোগটি গ্রহণ করে নিতাম।

টিকাঃ আব্দুল্লাহ বিন আমরের হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপঃ তিনি বলেনঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আমার কাছে কি এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেনি যে, তুমি দিনের বেলা রোযা রাখো এবং রাত্রিতে নফল নামায আদায় করে থাক? আব্দুল্লাহ বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, খবর সত্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি এরূপ করোনা। রোযা রাখ এবং বিরতি দাও। নামায পড় এবং ঘুমাও। কেননা নিশ্চয়ই তোমার উপর শরীরের হক আছে। তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে। এমনিভাবে তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রতিটি সৎ কাজের বিনিময়ে তোমার জন্য দশগুণ ছাওয়াব রয়েছে। এতে তোমার জন্য সারা বছর রোযা রাখার ছাওয়াব রয়েছে। কিন্তু আমি নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করতে চাইলাম। কাজেই আমার উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেয়া হল। হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়ে বেশী রোযা রাখার শক্তি পেয়ে থাকি। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)এর ন্যায় রোযা রাখ। এর বেশী করোনা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেনঃ দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন, একদিন রোযা ভঙ্গ করতেন। এভাবে তিনি বছরের অর্ধেক দিন রোযা রাখতেন। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে বলতেনঃ হায়! আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া সুযোগটি গ্রহণ করে নিতাম।

অধ্যায়ঃ রোযা রাখায় পরিবারের হক সম্পর্কে

وفي رواية عنه لما ذكر صيام داود قال وَكَانَ لاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ مَرَّتَيْنِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) যখন দাউদ (আঃ)-এর রোযার উল্লেখ করলেন তখন তিনি বললেনঃ দাউদ (আঃ) শত্রুর সাথে যুদ্ধে নামলে কখনও পলায়ন করতেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে কে আমার শক্তি যোগাবে? (অর্থাৎ দাউদ (আঃ)এর ন্যায় কাফেরের মোকাবেলায় পলায়ন না করার স্বভাব অর্জন করা আমার পক্ষে একটি কঠিন বিষয়) নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখল সে কোন রোযাই রাখল না। কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।

টিকাঃ একাধারে রোযা রাখার নিন্দা জানাতে এবং এর ফলে যে শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়- এ কথা বুঝাতে এমনটি বলেছেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের সাক্ষাতে গেল কিন্তু রোযা ভঙ্গ করলনা

٩٤٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً قَالَ: «مَا هِيَ؟» قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلا دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ» فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ. (بخارى:١٩٨٢)

৯৪৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) উম্মে সুলাইমের বাড়ীতে গেলেন। উম্মে সুলাইম কিছু খেজুর ও ঘি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের ঘি ও খেজুর স্ব স্ব পাত্রে রেখে দাও। কারণ আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি ঘরের এক কোনে নফল নামায আদায় করলেন এবং উম্মে সুলাইম ও তার পরিবারের সকলের জন্য দু'আ করলেন। উম্মে সুলাইম বললেনঃ আমার একজন আদরের দুলাল রয়েছে। দু'আতে তাকেও শামিল করুন। নবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেনঃ তিনি কে?। উম্মে সুলাইম বললেনঃ আপনার খাদেম আনাস। আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) আমার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল কল্যাণই দু'আয় কামণা করলেন। তিনি দু'আয় বললেনঃ হে আল্লাহ! তাঁকে মাল ও সন্তান-সন্ততি দান কর এবং তাতে বরকত দাও। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আজ আমি আনসারদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সম্পদশালী। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমার কন্যা উমাইনা আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, হাজ্জাজ বসরাতে খলীফা হয়ে আসার সময় পর্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা ছিল একশত বিশ জনের অধিক।

অধ্যায়ঃ মাসের শেষভাগে রোযা রাখা

٩٤٤ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلاً فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ الرَّجُلُ: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» وفي رواية عنه قال: «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ». (بخارى:١٩٨٣)

৯৪৪) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষের দিকে রোযা রাখনি? লোকটি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! না, রাখিনি। নবী (ﷺ) বললেনঃ যখন তুমি রামাযানের রোযা শেষ করবে তখন দু'টি রোযা রেখে নিবে। ইমরান বিন হুসাইনের অপর বর্ণনায় এসেছেঃ নবী (ﷺ) লোকটিকে বলেছিলেনঃ তুমি কি শা'বান মাসের শেষের দিকে রোযা রাখোনি?

টিকাঃ সাহাবীর অভ্যাসগত রোযা ছিল। যা তিনি রামাযানের আগমণী রোযার নিষেধাজ্ঞা শুনে পরিহার করেন। ফলে নবী (ﷺ) তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বুঝালেন যে, রামাযানের উদ্দেশ্যে তা নিষেধ মাত্র। পূর্বাভ্যাস ধরে রাখতে তা পালন করা দোষণীয় নয়। যেমনিভাবে নতুন করে শাবানের শেষার্ধে রোযা রাখতে চাইলে তা নিষেধ। কিন্তু অভ্যস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

অধ্যায়ঃ জুমআর দিন রোযা রাখা

٩٤٥ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ أنه قيل له أَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (بخارى:١٩٨٤)

৯৪৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হলঃ নবী (ﷺ) কি জুমআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

٩٤٦ ــ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي». (بخارى:١٩٨٦)

৯৪৬) জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি রোযাদার। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি বললেনঃ না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখবে? তিনি বললামঃ না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ তাহলে তুমি রোযা ভঙ্গ করে ফেল।

টিকাঃ শুধু শুক্রবার দিন রোযা রাখা ঠিক নয়। তবে পূর্বে অথবা পরে একদিনের সাথে মিলিয়ে রাখলে কোন অসুবিধা নেই। আবার শুক্রবারকে উদ্দেশ্য না করে অন্য কোন উপলক্ষ্যে যদি হয়, তবে রাখতেও সমস্যা নেই।

অধ্যায়ঃ রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্ধারিত করা

٩٤٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّها سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُطِيقُ. (بخارى:١٩٨٧)

৯৪৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি নির্দিষ্ট করে কোন দিন রোযা রাখতেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ না, তবে তাঁর আমল ছিল স্থায়ী অর্থাৎ একটি আমল একবার করলে তা সব সময় করতেন। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় আমল করার শক্তি রাখে?

অধ্যায়ঃ আইয়্যামে তাশরীকের রোযা রাখা

٩٤٨ــ عَنْ عَائِشَةَ و ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهما قَالا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

৯৪৮) আয়েশা (রাঃ) এবং ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আইয়্যামুত তাশরীক তথা (কোরবানীর দিনসমূহে) রোযা রাখার অনুমতি দেন নি। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য অনুমতি দিয়েছেন যার নিকট (হজ্জের সময়) কোরবানীর জন্তু থাকেনা।

টিকাঃ যুল-হজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়্যামুত তাশরীক বলা হয়।

অধ্যায়ঃ আশুরার দিন রোযা রাখা

٩٤٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

৯৪৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আইয়্যামে জাহেলিয়াতে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও এ দিনে রোযা রাখতেন। মদীনায় হিজরত করে এসেও তিনি এ

দিন রোযা রেখেছেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। যখন রামাযানের রোযা রাখা ফরয করা হল তখন আশুরার রোযা ছেড়ে দিলেন। সুতরাং তখন থেকে যার ইচ্ছা আশুরার রোযা রাখত আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দিত।

٩٥٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

৯৫০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মদীনায় আগমণ করে দেখলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এটি কোন্ রোযা। তারা উত্তর দিল যে, এটি একটি উত্তম দিন। এদিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে পরিত্রান দিয়েছেন। তাই মুসা (আঃ) এ দিন রোযা রেখেছেন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আমি তোমাদের চেয়ে মুসা (আঃ)এর অনুসরণ করার অধিক হকদার। সুতরাং তিনি রোযা রাখলেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিলেন।

كتاب صلاة التراويح

সালাতুত্ তারাবীহ

অধ্যায়ঃ রামাযান মাসে তারাবীর নামাযের ফজীলত

٩٥١ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة وبينهما مخالفة في اللفظ وقال في آخر هذه الرواية فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ . (بخارى:٢٠١٢)

৯৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গভীর রাতে ঘর হতে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলেন। কতিপয় লোক তাঁর পিছনে নামায আদায় করল। এই হাদীছ সালাত অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বর্ণনা এবং পূর্বের বর্ণনার মধ্যে শব্দের পার্থক্য আছে। এই বর্ণনার শেষের দিকে আছে, আর বিষয়টি এ রকম রেখেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করলেন।

টিকাঃ হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সকালে লোকেরা এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। দ্বিতীয় দিন প্রথম দিনের চেয়ে অধিক মানুষ একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করল। এদিনেও সকাল বেলা লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করল। তৃতীয় রাতে মসজিদে লোক সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। এবারও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘর হতে বের হয়ে তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। চতুর্থ রাতে লোক এত বেড়ে গেল যে, তাদের সংখ্যা মসজিদের ধারণ ক্ষমতার চেয়েও অধিক হয়ে গেল। তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর একত্ববাদ বর্ণনা করার পর বললেনঃ অতঃপর আমার নিকট তোমাদের অবস্থা গোপন নয়। তবে আমার ভয় হচ্ছে তোমাদের উপর এ নামায (তারাবীর নামায) ফরয হয়ে যায় কি না। আর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। বিষয়টি এরকম রেখেই নবী (ﷺ) মৃত্যু বরণ করলেন।

كتاب فضل ليلة القدر

লাইলাতুল কদরের ফজীলত

অধ্যায়ঃ রামাযান মাসের শেষ সাত রজনীতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা

٩٥٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». (بخارى: ٢٠١٥)

৯৫২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রামাযান মাসের শেষ সাত দিনের রাত্রিসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবীকে স্বপ্নযোগে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আমি দেখছি তোমাদের শেষ সাত রজনীতে লাইলাতুল কদর হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্ন পরস্পরের সাথে মিলে যাচ্ছে। সুতরাং যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন শেষ সাত রাতেই তা অনুসন্ধান করে।

٩٥٣ ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ». فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (بخارى: ٢٠١٦)

৯৫৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রামাযান মাসের মধ্যের দশ দিন ই'তেকাফ করলাম। অতঃপর বিশ তারিখের ভোরে তিনি বের হয়ে আমাদের সামনে এসে ভাষণ দিলেন এবং বললেনঃ আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গেছি। অথবা তিনি বলেছেনঃ আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে লাইলাতুল কদর তালাশ কর। কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। তাই যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ই'তেকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখতে পেলামনা। হঠাৎ এক খন্ড মেঘ দেখা দিল এবং তা থেকে বর্ষণ হল। এমন কি মসজিদের ছাদ বেয়ে পানি ঝরতে লাগল। আর মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর গাছের শাখা দিয়ে নির্মিত। অতঃপর (ফজরের) নামাযের একামত দেয়া হল। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে পানি ও কাঁদায় সিজদা করতে দেখেছি। এমন কি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

অধ্যায়ঃ রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা

٩٥٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى». (بخارى: ٢٠٢١)

৯৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদর তালাশ কর। নয় রাত বাকী থাকতে, সাত রাত বাকী থাকতে এবং পাঁচ রাত বাকী থাকতে। অর্থাৎ ২১, ২৩ এবং ২৫ তারিখে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ লাইলাতুল কদর রামাযানের শেষ দশ দিনে রয়েছে। যখন নয় রাত কিংবা সাত রাত কিংবা পাঁচ রাত বাকী থাকে। অর্থাৎ ২১ কিংবা ২৩ কিংবা ২৫ তারিখে।

অধ্যায়ঃ রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা

٩٥٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

৯৫৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রামাযানের শেষ দশ দিন এসে যেত তখন নবী (ﷺ) পরনের কাপড় শক্ত করে পরিধান করতেন (এবাদতের জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতেন)। রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন।

كتاب الاعتكاف

কিতাবুল ই'তেকাফ

অধ্যায়ঃ রামাযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করা। সকল মসজিদেই ইতেকাফ করা জায়েয

٩٥٦ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه. (بخارى: ٢٠٢٦)

৯৫৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রামাযানের শেষ ১০ দিনে ইতেকাফ করতেন। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণও ইতেকাফ করেছেন।

অধ্যায়ঃ ই'তেকাফরত ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে বাড়ীতে প্রবেশ করবেনা

٩٥٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُه، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. (بخارى: ٢٠٢٩)

৯৫৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে (ইতেকাফ রত) অবস্থায় আমার দিকে মাথা ঝুকিয়ে দিতেন। আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি ইতেকাফে থাকা অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে ঘরে যেতেন না।

অধ্যায়ঃ রাতে ইতেকাফ করা

٩٥٨ــ عَنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».(بخارى: ٢٠٣٢)

৯৫৮) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ জাহেলী যুগে আমি মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত্রি ই'তেকাফ করবো। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো।

অধ্যায়ঃ মসজিদে তাঁবু স্থাপন করা

٩٥٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ : خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ، فَقَالَ: «أَالْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ»؟ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. (بخارى: ٢٠٣٤)

৯৫৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ই'তেকাফ করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি যে স্থানে ই'তেকাফ করতে চেয়ে ছিলেন সেখানে গিয়ে দেখেন কয়েকটি তাঁবু রয়েছে। আয়েশার একটি তাঁবু, হাফসার একটি তাঁবু এবং যয়নবের একটি তাঁবু। এগুলো দেখে নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা কি মনে কর এতে কল্যাণ রয়েছে? তখন নবী (ﷺ) ফেরত আসলেন, ই'তেকাফ করেন নি। পরে শাওয়াল মাসে দশ দিন ই'তেকাফ করলেন।

টিকাঃ ঘন ঘন তাবু দেখে তিনি অপছন্দ করে উক্ত সিদ্বান্ত নেন। কারণ তাতে মসজিদের

পরিবেশ কিংবা ইতেকাফের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছিল। এ হাদীছ থেকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি জানা যায় তা হচ্ছে পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে সবার জন্য ইতেকাফের স্থান হচ্ছে মসজিদ। কেননা যদি তাই না হত, তবে মসজিদে জায়গার সংকট থাকা সত্ত্বেও এবং এহেন একাধিক তাঁবুকে নবী (ﷺ) কর্তৃক অপছন্দ করা সত্ত্বেও নবী পত্নীগণ মসজিদের সাথে অবস্থিত বাসা ছেড়ে মসজিদে এতেকাফ করতেন না।

অধ্যায়ঃ ইতেকাফরত ব্যক্তি প্রয়োজনে মসজিদের দরজায় আসতে পারেন

٩٦٠ــ عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ». فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا». (بخارى)

৯৬০) সাফিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মসজিদে গমণ করলেন। নবী (ﷺ) তখন রামাযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ অবস্থায় ছিলেন। সাফিয়া তথায় তাঁর সাথে সামান্য সময় কথা-বার্তা বললেন। অতঃপর ফেরত যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য নবী (ﷺ) উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি উম্মে সালামার দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজার নিকট পৌছলেন তখন দু'জন আনসারী লোক নবী (ﷺ) কে সালাম দিলেন। নবী (ﷺ) তাদেরকে বললেনঃ তোমরা থাম। এই মহিলা হল হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়া। তারা বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! (আমরা কি আপনার প্রতি খারাপ ধারণা করতে পারি?)। ব্যাপারটি তাদের নিকট খুব বড় বলে মনে হল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ শয়তান মানুষের শিরায় পৌছতে সক্ষম। আমার আশঙ্কা হল তোমাদের অন্তরে শয়তান কোন কুধারণা ঢেলে দেয় না কি।

অধ্যায়ঃ রামাযানের মাঝখানের দশ দিনে ই'তেকাফ করা

٩٦١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. (بخارى:٢٠٤٤)

৯৬১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) প্রতি রামাযান মাসেই দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যু বরণ করলেন সে বছর বিশ দিন ই'তেকাফ করেছেন।

كتاب البيوع

কিতাবুল বুয়ূঃ (ক্রয়-বিক্রয়)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন জুমআর নামায সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে

٩٦٢ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ: لا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ، قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُالرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَزَوَّجْتَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «وَمَنْ»؟ قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ سُقْتَ»؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (بخارى: ٢٠٤٨)

৯৬২) আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা যখন মদীনায় আগমণ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সা'দ বিন রবী এবং আমার মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করে দিলেন। সা'দ বিন রবী বললেনঃ আমি আনসারদের মধ্যে সব চেয়ে ধনী লোক। আমি তোমাকে আমার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করব। আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় তাকে আমি তোমার জন্য তালাক প্রদান করব। যখন তার ইদ্দত শেষ হবে তখন তুমি তাকে বিয়ে করে নাও। আব্দুর রাহমান তাকে বললেনঃ এ সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যবসা করার মত কোন বাজার আছে কি? তিনি বললেনঃ কায়নুকার বাজার আছে। আব্দুর রাহমান সেখানে গেলেন এবং পনির ও ঘি খরিদ করে আনলেন। এরপর প্রতিদিন সকালে যেতে থাকলেন। অল্প কিছু দিন পরেই আব্দুর রাহমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আগমণ করলেন। তার শরীরে ছিল হলুদের রং (সদ্য বিয়ে করার আলামত)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেনঃ তুমি বিয়ে করেছ কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আবার বললেনঃ কাকে? আব্দুর রাহমান বললেনঃ জনৈক আসনারী মহিলাকে। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ মহর কত দিয়েছ? একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ একটি বকরী জবাই করে হলেও অলীমার ব্যবস্থা কর।

টিকাঃ সামর্থ্য অনুযায়ী অলীমা করা বর পক্ষের উপর ওয়াজিব। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কনে পক্ষের উপর তা মুস্তাহাবও নয়। আল্লাহ তাআলা যেন সবাইকে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার সুমতি দান করেন।

অধ্যায়ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝখানে রয়েছে সন্দেহযুক্ত কতিপয় বিষয়

٩٦٣ــ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ». (بخارى:٢٠٥١)

৯৬৩) প্রখ্যাত সাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় রয়েছে। সুতরাং গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন বিষয় যে বর্জন করে সে প্রকাশ্য গুনাহের বিষয়গুলো সহজেই ছেড়ে দেবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহ আছে এমন কাজের দুঃসাহস করে সে প্রকাশ্য গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়বে। গুনাহের কাজসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণভূমি তুল্য। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চার পাশে বিচরণ করবে তার সেখানে প্রবেশের সম্ভাবনাই বেশী।

অধ্যায়ঃ সন্দেহযুক্ত জিনিষের ব্যাখ্যা

٩٦٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «احْتَجِبِي مِنْهُ»، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ. (بخاری: ٢٠٥٣)

৯৬৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উতবা বিন আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)কে এই মর্মে অসীয়ত করলেন যে, যামআর দাসীর গর্ভজাত পুত্র আমার ঔরসজাত। তুমি তার নিকট থেকে নিয়ে আস। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস তাকে নিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ এটি আমার ভাতিজা। তার ব্যাপারে আমার ভাই আমাকে অসীয়ত করে গেছেন। আবদ ইবনে যামআ দাঁড়িয়ে বললেনঃ সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর সন্তান। আমার পিতার বিছানায় সে জন্ম গ্রহণ করেছে। ব্যাপারটি নিয়ে তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলেন। সা'দ বললেনঃ এটি আমার ভাতিজা। তার ব্যাপারে আমার ভাই আমাকে অসীয়ত করে গেছেন। আবদ ইবনে যামআ বললেনঃ সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর সন্তান। আমার পিতার বিছানায় সে জন্ম গ্রহণ করেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ যার বিছানায় জন্ম নিবে সন্তান তারই হবে। আর ব্যভিচারীকে পাথর মারতে হবে। তারপর নবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রী সাওদাকে বললেনঃ তুমি তার সামনে পর্দা করবে। কেননা নবী (ﷺ) তাঁর চেহারায় উতবার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত সে দাসীর সন্তানটি আর সাওদা (রাঃ)কে দেখতে পায়নি।

অধ্যায়ঃ যারা ওয়াসওয়াসা এবং অনুরূপ বিষয়কে সন্দেহযুক্ত জিনিষ মনে করেন না

٩٦٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ». (بخاری: ٢٠٥٧)

৯৬৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কতিপয় লোক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! এক দল লোক আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না তারা বিসমিল্লাহ বলে জবাই করেছে কি

না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নাও। টিকাঃ এহেন অবকাশ থেকে বিদ্বানগণ বলেছেন স্মরণ থাকাবস্থায় বিসমিল্লাহ বলা ফরয। ভুলে গেলে তা ক্ষমাযোগ্য।

অধ্যায়ঃ যারা কোন কিছু পরওয়া না করে যেখান থেকে ইচ্ছা সম্পদ উপার্জন করে

٩٦٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ»

৯৬৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ অচিরেই মানুষের কাছে এমন এক সময় আগমণ করবে যখন সে কোন পরওয়া করবেনা যে, হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করেছে না হারামভাবে?

অধ্যায়ঃ স্থল পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা

٩٦٧ ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ. فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ». (بخارى: ٢٠٦١)

৯৬৭) বারা বিন আযিব ও যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা বলেনঃ আমরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় বণিক ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে (সোনা-রূপার) মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেনঃ নগদ আদান-প্রদান করলে কোন দোষ নেই। আর যদি বাকী হয় তাহলে জায়েয নেই।

অধ্যায়ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বের হওয়া

٩٦٨ ــ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى. فَفَرَغَ عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ، قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ. فَقَالُوا: لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ. (بخارى: ٢٠٦٢)

৯৬৮) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি উমার ইবনে খাত্তাবের নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। সম্ভবত তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই আমি ফেরত আসলাম। উমার (রাঃ) কাজ শেষ করে বললেনঃ আমি কি আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েসের আওয়াজ শুনিনি? তাকে আসার অনুমতি দাও। বলা হল তিনি তো চলে গেছেন। আবু মুসা আশআরী বলেনঃ তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে বললামঃ আমাদেরকে এ আদেশই করা হয়েছে। উমার (রাঃ) বললেনঃ এ কথার উপর প্রমাণ নিয়ে আসতে হবে। আমি আনসারদের মজলিসে চলে গিয়ে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারা বললেনঃ এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বয়সে ছোট আবু সাঈদ খুদরীই কথা বলতে পারবে। তাই আমি আবু সাঈদ খুদরীকে সাথে নিয়ে গেলাম। উমার (রাঃ) বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুন্নাতটিও আমার কাছে অজানা রয়ে গেল? বাজারে ক্রয়-বিক্রয় আমাকে ব্যস্ত করে রেখেছিল অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার কারণেই আমি ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি রিযিকের প্রশস্ততা কামণা করে

٩٦٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». (بخارى: ٢٠٦٧)

৯৬৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করা হোক এবং বয়স বৃদ্ধি করা হোক সে যেন (রক্তসম্পর্কীয়) আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বাকীতে খরীদ করা

٩٧٠ ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ وَلا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ». (بخارى: ٢٠٦٩)

৯৭০) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যবের রুটি এবং দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মদীনায় জনৈক ইহুদীর নিকট নিজের লৌহবর্ম বন্ধক রেখে স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু যব গ্রহণ করেছিলেন। আনাস বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের নিকট কখনও কোন সন্ধ্যায় এক 'সা' পরিমাণ যব বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য থাকেনি। অথচ তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

অধ্যায়ঃ ব্যক্তির নিজ হাতে কামানো এবং নিজ হাতে কাজ করা

٩٧١ ــ عَنِ الْمِقْدَامِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﷺ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». (بخارى: ٢٠٧٢)

৯৭১) মিকদাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য হতে অধিক পবিত্র খাদ্য কখনও গ্রহণ করেনি। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতে কাজ করার মাধ্যমে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতেন।

অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা

٩٧٢ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى». (بخارى: ٢٠٧٦)

৯৭২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যিনি ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও উদারতা প্রদর্শন করে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সামর্থবানকে অবকাশ দিল

٩٧٣ــ عن حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا المعسر وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ». (بخارى: ٢٠٧٧)

৯৭৩) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতাগণ সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ? সে বললঃ আমি আমার কর্মচারীদেরকে এই মর্মে আদেশ করতাম যে, অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করো এবং স্বচ্ছল ব্যক্তির সাথেও নম্র ব্যবহার কর। এতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

অধ্যায়ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা যদি বস্তুর দোষ-গুণ বর্ণনা করে দেয়, গোপন না করে এবং একে অপরের কল্যাণ কামনা করে

٩٧٤ــ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». أَوْ قَالَ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». (بخارى: ٢٠٧٩)

৯৭৪) হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার রাখে। তারা যদি সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বরকত দান করা হয় এবং যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়।

অধ্যায়ঃ বিভিন্ন প্রকার খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে ক্রয়-বিক্রয় করা

٩٧٥ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ». (بخارى: ٢٠٨٠)

৯৭৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা বিভিন্ন প্রকার খেজুর পেতাম অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর পেতাম। আর সেগুলো আমরা এক সা'র বিনিময়ে দু'সা' করে বিক্রি করতাম। তখন নবী (ﷺ) আমাদেরকে বললেনঃ এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দু'সা খেজুর বিক্রি করা যাবেনা এবং এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করা চলবে না।

অধ্যায়ঃ সুদ দাতা প্রসঙ্গে

٩٧٦ــ عَنْ عون بن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

৯৭৬) আওন বিন আবু জুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার পিতাকে দেখলাম, তিনি এমন একটি কৃতদাস খরীদ করলেন যে শিঙ্গা লাগাতো। আমার পিতার আদেশে শিঙ্গাটি ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ নবী (ﷺ) কুকুর ও রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে এবং উলকি অংকন করতে ও করাতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে সুদ দাতা ও গ্রহীতাকেও সুদ দিতে ও নিতে নিষেধ করেছেন। আর ছবি অংকনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ তাআলা সুদকে বিনাশ করেন এবং সাদকাকে বৃদ্ধি করেন

٩٧٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ»

৯৭৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে; কিন্তু এতে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

অধ্যায়ঃ কামারের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

٩٧٨ــ عَنْ خَبَّاب ﷺ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَقُلْتُ: لا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا، فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾. (بخارى:٢٠٩١)

৯৭৮) খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জাহেলী যুগে আমি ছিলাম একজন কামার। আস বিন ওয়ায়িলের কাছে আমার পাওনা ছিল। সেগুলো চাওয়ার জন্য আমি তার কাছে গেলাম। সে বললঃ মুহাম্মাদের সাথে কুফরী না করা পর্যন্ত তোমার পাওনা পরিশোধ করবনা। আমি বললামঃ আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দান করে পুনরায় জীবিত না করা পর্যন্ত আমি তাকে অস্বীকার করবনা। অর্থাৎ আমি কখনও তাঁর সাথে কুফরী করবনা। সে বললঃ তাহলে আমাকে অবকাশ দাও। আমি মৃত্যু বরণ করি। তারপর জীবিত হই। তখন আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হলে তোমার পাওনা পরিশোধ করব। তখন আল্লাহর এই বাণী নাযিল হয়ঃ

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا﴾

"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে? সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে নিয়েছে না কি আল্লাহর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?" (সূরা মারইয়ামঃ ৭৭-৭৮)

অধ্যায়ঃ দর্জির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

٩٧٩ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قال: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. (بخارى: ٢٠٩٢)

৯৭৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক দর্জি খাবার তৈরী করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিল। আনাস বিন মালেক বলেনঃ সেই খাবার খাওয়ার জন্য আমিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গেলাম। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রুটি এবং ঝোল পেশ করল। তাতে ছিল কদু এবং শুকনো গোশত। আমি দেখলামঃ নবী (ﷺ) পেয়ালার চারদিক থেকে কদু খুঁজে খুঁজে খাচ্ছেন। আনাস বিন মালেক বলেনঃ সেদিন থেকে আমি কদু খাওয়া পছন্দ করে আসছি।

টিকাঃ হাদীছে উল্লেখিত 'দুব্বা' শব্দের অর্থ হচ্ছে মিষ্টি কদু, লাউ নয়। যা সর্বসাধারণের নিকট বহুল প্রচলিত। যেমন وزغ (ওয়াযগ)এর অর্থ হিসাবে গিরগিট প্রচলিত হয়ে পড়েছে অথচ তার অর্থ টিকটিকি।

অধ্যায়ঃ গাধা এবং অন্যান্য জন্তু ক্রয়-বিক্রয়

٩٨٠ ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «جَابِرٌ»؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ»؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ

يَحُثُّهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَزَوَّجْتَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا»؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «أَفَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ»؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: «أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» ثُمَّ قَالَ: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: «أَالآنَ قَدِمْتَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ، فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلالٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ: «ادْعُ لِي جَابِرًا» قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ». (بخارى:٢٠٩٧)

৯৮০) জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক যুদ্ধে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমার উট ধীরে চলছিল এবং ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। নবী (ﷺ) আমার কাছে এসে বললেনঃ তুমি কি জাবের? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললামঃ আমার উট ধীর গতিতে হাঁটছে এবং এটি ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই আমি পিছনে পড়ে গেছি। এ কথা শুনে তিনি নীচে অবতরণ করলেন এবং উটটিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আরোহন কর। আমি আরোহন করলাম। এরপর আমি দেখলামঃ আমি উটকে টেনে ধরে রাখছি। যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে অতিক্রম করতে না পারে। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললামঃ হ্যাঁ, বিয়ে করেছি। তিনি বললেনঃ কুমারী না বিধবা। আমি বললামঃ বিধবা। তিনি বললেনঃ তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তুমি তার সাথে খেলা-ধুলা (আনন্দ-ফুর্তি) করতে। সেও তোমার সাথে খেলা-ধুলা (আনন্দ-ফুর্তি) করত। আমি বললামঃ আমার অনেক গুলো বোন রয়েছে। তাই আমি চাইলাম এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করি যে তাদেরকে একত্রিত করে রাখবে, তাদের মাথায় চিরুনী করে দিবে এবং তাদের দেখাশুনা করবে। নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি তো বাড়ী যাচ্ছ। সুতরাং যখন তুমি ঘরে পৌছবে সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবে। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি কি তোমার উটটি বিক্রয় করবে? আমি বললামঃ হ্যাঁ বিক্রয় করব। তিনি এক উকীয়ার বিনিময়ে উটটি আমার নিকট থেকে খরীদ করে নিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) আমার আগেই মদীনায় পৌছে গেলেন। আর আমি পরের দিন সকালে পৌছলাম। আমরা মসজিদে গিয়ে তাঁকে মসজিদের দরজার নিকট পেলাম। তিনি বললেনঃ এখন আসলে না কি? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ উটটি রেখে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত নামায আদায় কর। আমি মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলাম। ঐ দিকে বেলালকে আমার জন্য এক উকীয়া রৌপ্য ওজন করতে বললেন। সে আমার জন্য রৌপ্য ওজন করল এবং কিছু বেশী দিয়ে দিল। আমি তা নিয়ে চলে যেতে লাগলাম। তিনি বললেনঃ জাবেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তখন মনে মনে বললামঃ এখন সম্ভবতঃ তিনি আমাকে উট ফেরত দিবেন। আর এর চেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় তখন আমার কাছে অন্য কিছু ছিলনা। তিনি বললেনঃ তোমার উট নিয়ে যাও এবং তার মূল্যও নিয়ে যাও।

অধ্যায়ঃ অতি পিপাসার্ত রোগে আক্রান্ত উট ক্রয়-বিক্রয়

٩٨١ــ عن عبد الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا: أَنَّهُ اشْتَرَى إِبِلاً هِيمًا مِنْ رَجُلٍ، وَلَهُ فِيهَا شَرِيكٌ، فَجَاءَ شَرِيكُهُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّه ﷺ: «لا عَدْوَى». (بخارى: ٢٠٩٩)

৯৮১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা এক ব্যক্তির নিকট থেকে অতি পিপাসার্ত রোগে আক্রান্ত একটি উট ক্রয় করলেন। তাতে অন্য এক ব্যক্তি অংশীদার ছিল। অংশীদার লোকটি ইবনে উমারের নিকট এসে বললঃ আমার অংশীদার আপনার নিকট একটি অতি পিপাসার্ত উট বিক্রি করেছে। সে আপনাকে চিনতে পারেনি। এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ তুমি এটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে যখন উটটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে লাগল তখন তিনি ডাক দিয়ে বললেনঃ রেখে যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্তেই আমরা সন্তুষ্ট আছি। একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে স্থানান্তরিত হয়না।

অধ্যায়ঃ শিঙা লাগিয়ে রক্ত বেরকারীর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

٩٨٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ

৯৮২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু তায়বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরে শিঙ্গা লাগাল। নবী (ﷺ) তাঁকে এক সা' খেজুর দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিককে আদেশ করলেন তার খারাজ (দেনা) কমিয়ে দিতে।

٩٨٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

৯৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) শিঙ্গা লাগিয়েছেন। এবং যে শিঙ্গা লাগিয়েছিল তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন। শিঙ্গা লাগানো (পেশা) যদি হারাম হত তাহলে তিনি তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করতেন না।

অধ্যায়ঃ এমন জিনিষের ব্যবসা করা যা উপার্জন করা মাকরূহ

٩٨٤ــ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَتُوبُ إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ: مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ». (بخارى: ٢١٠٥)

৯৮৪) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ছবিযুক্ত একটি বালিশ খরীদ করলেন। নবী (ﷺ) যখন তা দেখলেন তখন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারা মোবারকে অপছন্দের লক্ষণ অবলোকন করলাম। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে আসছি। আমার অপরাধ কী? রাসূলুল্লাহ

(ﷺ) বললেনঃ বালিশটির অবস্থা এরূপ কেন? আমি বললামঃ আমি এটি আপনার জন্য খরীদ করেছি। আপনি তাতে বসবেন এবং তাতে হেলান দিবেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ এ সমস্ত ছবি তৈরীকারীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা তৈরী করেছ তাতে প্রাণের সঞ্চার কর। নবী (ﷺ) আরো বলেনঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

অধ্যায়ঃ কেউ কোন জিনিষ ক্রয় করে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন হওয়ার পূর্বেই অন্যকে তা দান করলে

٩٨٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ» قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «بِعْنِيهِ». فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ»

৯৮৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি উমার (রাঃ)এর একটি কম বয়সী উশৃংখল উটের উপর আরোহী অবস্থায় ছিলাম। আমি উটটিকে আয়ত্তে রাখতে পারছিলাম না। সে সবার আগে চলে যেত। উমার (রাঃ) উটটিকে ধমক দিয়ে পিছনে ফিরিয়ে দিতেন। সেটি আবার সবার আগে চলে যেত। উমার (রাঃ) পুনরায় ধমক দিয়ে পিছনে ফিরিয়ে দিতেন। নবী (ﷺ) উমার (রাঃ)কে বললেনঃ তুমি আমার নিকট উটটি বিক্রি করে ফেল। উমার (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটি আপনার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বললেনঃ আমার কাছে তা বিক্রয় কর। পরিশেষে তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিক্রি করে দিলেন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার! এটি তোমার জন্য। এটি দ্বারা তোমার মন যা চায় তাই কর।

অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করা নিষেধ

٩٨٦ ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ». (بخارى: ٢١١٧)

৯৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে বলল যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হয়ে থাকে। নবী (ﷺ) তাকে বললেনঃ তুমি যখন কোন কিছু ক্রয় করবে তখন বলবেঃ যেন ধোকা না হয়।

অধ্যায়ঃ বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٩٨٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». (بخارى:٢١١٨)

৯৮৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একদল সৈনিক কাবা ঘর ধ্বংস করার

জন্য আক্রমণ চালাবে। তারা যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বায়দা নামক স্থানে উপনীত হবে তখন তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে সহ মাটি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে মাটির সাথে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যবর্তী জায়গায় থাকবে বাজার এবং এমন লোক যারা তাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। নবী (ﷺ) বললেনঃ তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে সহ মাটি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।

٩٨٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكْنَوْا بِكُنْيَتِي». (بخارى: ٢١٢٠)

৯৮৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) বাজারে ছিলেনঃ তখন এক ব্যক্তি বললঃ হে আবুল কাসেম! নবী (ﷺ) তার দিকে ফিরে তাকালে লোকটি বললঃ আমি এই ব্যক্তিকে ডেকেছি (আপনাকে নয়)। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে কারো ডাক নাম রেখোনা।

টিকাঃ আলেমদের মতে এটি কারণ সাপেক্ষ্যে তাঁর মৃত্যুর পর শিথিল হয়ে যায়। ফলে এখন আর কোন বাধা নেই। তবে এক সাথে নাম ও উপনাম উভয়টি যেন ব্যবহার না হয়।

٩٨٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ، لا يُكَلِّمُنِي وَلا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: «أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ؟» فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ». (بخارى:٢١٢٢)

৯৮৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা দিনের কোন এক অংশে নবী (ﷺ) ঘর হতে বের হলেন। তিনি আমার সাথে কোন কথা বলছিলেন না। আমিও তাঁর সাথে কোন কথা বলছিলাম না। তিনি বনী কায়নুকার বাজারে পৌছে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ফাতেমার বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে বললেনঃ এখানে কোন বাচ্চা আছে কি? এখানে কোন শিশু আছে কি? অর্থাৎ এখানে হাসান আছে কি? ফাতেমা (রাঃ) কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমার ধারণা ফাতেমা তাকে সাজ-সজ্জার অন্য কিছু পরাচ্ছিলেন অথবা গোসল করাচ্ছিলেন। অতঃপর অতি দ্রুত গতিতে সে (হাসান) আগমণ করল। নবী (ﷺ) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন ও চুমু খেলেন বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে ভালবাস এবং যারা তাঁকে ভালবাসে তাদেরকেও ভালবাস।

٩٩٠ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. (بخارى: ٢١٢٤)

৯৯০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কাফেলার নিকট থেকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। নবী (ﷺ) তাদের নিকট এই মর্মে নিষেধ করতে লোক পাঠালেন যে, যে স্থান থেকে তারা পণ্য ক্রয় করেছে সেখান থেকে বিক্রয়ের জায়গায় (বাজারে) স্থানান্তরিত না করে সেখানেই যেন তা বিক্রি না করে।

ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ কোন জিনিষ ক্রয় করে পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করে তা বিক্রি করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ বাজারে চিৎকার ও শোরগোল করা নিষেধ

٩٩١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ: المُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ، وَلا غَلِيظٍ، وَلا سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا. (بخارى: ٢١٢٥)

৯৯১) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাগুণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ঠিক কথা। আল্লাহর শপথ! কুরআনে বর্ণিত কতিপয় গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ প্রদানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং উম্মীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল তথা ভরসাকারী। তুমি দুশ্চরিত্রবান ও কঠোর স্বভাবের নও। বাজারে চিৎকার ও হৈ হুল্লোকারী নও। তিনি মন্দের বিনিময় মন্দের মাধ্যমে প্রদান করতেন না; বরং তিনি ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর মাধ্যমে বক্রপথে পরিচালিত জাতিকে সোজা পথে পরিচালিত না করে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করবেন না এবং যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ তার মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বন্ধ কান এবং আচ্ছাদিত হৃদয়সূহ খুলে দিবেন।

অধ্যায়ঃ ওজন করে দেয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা বা প্রদানকারীর উপর বর্তাবে

٩٩٢ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ» فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ: «كِلْ لِلْقَوْمِ» فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ». (بخارى: ٢١٢٧)

৯৯২) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন। পাওনাদারদের কাছে আমি নবী (ﷺ) কে এই মর্মে সুপারিশ করার আবেদন জানালাম তারা যেন আমার পিতার কিছু পাওনা মা'ফ করে দেয়। নবী (ﷺ) তাদের কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু তারা তাঁর আবেদন রক্ষা করলনা। নবী (ﷺ) তখন আমাকে বললেনঃ তুমি যাও এবং তোমার খেজুরসমূহকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত কর। আজওয়া খেজুরগুলো একস্থানে

রাখ। ইযকে যায়েদ খেজুরগুলো একস্থানে রাখ। অতঃপর আমাকে ডাক। জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি তাই করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ডেকে পাঠালাম। তিনি খেজুরের স্তূপের উপরে অথবা মাঝখানে বসলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ লোকদেরকে ওজন করে তাদের প্রাপ্য প্রদান কর। আমি ওজন করলাম। এমনকি সকলকেই তাদের পাওনা পূর্ণরূপে প্রদান করলাম। আমার খেজুর রয়ে গেল। মনে হচ্ছিল তা থেকে কিছুই কমেনি।

অধ্যায়ঃ মেপে দেয়া মুস্তাহাব

٩٩٣ ــ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ». (بخارى: ٢١٢٨)

৯৯৩) মিকদাম বিন মা'দিকারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের খাদ্যদ্রব্য ওজন করো। এতে তোমাদের বরকত হবে।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'সা' এবং 'মুদ'এর বরকত

٩٩٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام لِمَكَّةَ». (بخارى: ٢١٢٩)

৯৯৪) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন এবং তার জন্য দু'আ করেছেন। আমি মদীনাকে (হারাম) সম্মানিত ঘোষণা করলাম যেমনভাবে ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন এবং মদীনার সা' ও মুদে বরকতের জন্য দু'আ করলাম যেমনভাবে ইবরাহীম মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন।

অধ্যায়ঃ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা এবং গুদামজাত করা সম্পর্কে

٩٩٥ــ عَنْ ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. (بخارى: ٢١٣١)

৯৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যেসব লোক অনুমান করে খাদ্যশস্য ক্রয় করত তাদেরকে প্রহার করা হত। যাতে তারা তাদের বাড়ীতে স্থানান্তর করার পর বিক্রি করে।

٩٩٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ». (بخارى: ٢١٣٢)

৯৯৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাদ্যদ্রব্য পূর্ণরূপে নিজের অধিকারে আনার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাসকে বলা হলঃ তা কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ তা না হলে খাদ্য দ্রব্যের অনুপস্থিতিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় করা হবে।

টিকাঃ উদাহরণ স্বরূপ একজন লোক বিশ টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করল। খাদ্যদ্রব্য নিজ আয়ত্তে আনয়নের পূর্বেই ত্রিশ টাকায় উক্ত খাদ্যদ্রব্য অন্যের নিকট বিক্রি করে দিল। এখানে টাকার বিনিময়ে টাকা ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হল। যা প্রকাশ্য সুদ।

٩٩٧ــ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ: يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ». (بخارى: ٢١٣٤)

৯৯৭) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) হতে সংবাদ দিতে গিয়ে বলতেনঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা, গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা সুদ। তবে নগদ বিনিময় হলে সুদ হিসেবে গণ্য হবেনা।

অধ্যায়ঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার দরদামের উপর দরদাম না করে, যতক্ষণ না সে অনুমতি প্রদান করে অথবা পরিত্যাগ করে

٩٩٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. (بخارى: ٢١٤٠)

৯৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) শহরের অধিবাসীদেরকে গ্রামের লোকদের জন্য বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ তোমরা দালালি করোনা (ক্রয় করার উদ্দেশ্য ছাড়াই কোন বস্তুর দাম বৃদ্ধি করোনা)। কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের (বিয়ের প্রস্তাবের উপর) প্রস্তাব না করে। এমনিভাবে কোন মহিলা যেন তার কোন বোনের প্রাপ্য অংশটুকু নিজে লাভ করার জন্য তার তালাক দাবী না করে।

অধ্যায়ঃ নিলামে বিক্রি করা

٩٩٩ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (بخارى: ٢١٤١)

৯৯৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি ঘোষণা করল যে, মৃত্যুর পর তার ক্রীতদাস আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে লোক পরবর্তীতে দরিদ্র হয়ে গেল। সুতরাং নবী (ﷺ) ক্রীতদাসটিকে তার নিকট থেকে নিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ এটি আমার নিকট থেকে কে ক্রয় করবে? নুআইম ইবনে আব্দুল্লাহ এত এত (আঙ্গুলের ইশারায় বললেন) মূল্য দিয়ে তা বিক্রি করলে নবী (ﷺ) ক্রীতদাসটিকে তার হাতে সোপর্দ করে দিলেন।

অধ্যায়ঃ অনিশ্চিত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়

١٠٠٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. (بخارى: ٢١٤٣)

১০০০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পশুর গর্ভের বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জাহেলী যামানার লোকেরা এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় করত। তাদের কোন লোক এভাবে উট খরিদ করত যে, উটনী বাচ্চা প্রদান করার পর বাচ্চাটি বড় হয়ে আবার তার পেট থেকে বাচ্চা হলে মূল্য পরিশোধ করবে।

অধ্যায়ঃ বিক্রেতার জন্য উট, গাভী ও ছাগলের স্তনে দুধ আটকানো নিষেধ

١٠٠١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ». (بخارى: ٢١٤٨)

১০০১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি স্তনে দুধ জমাকৃত ছাগল খরিদ করল দুধ দোহন করার পর ইচ্ছা করলে সে বকরী রেখে দিবে আর ইচ্ছা করলে এক 'সা' খেজুরসহ তা ফেরত দিবে।

অধ্যায়ঃ ব্যভিচারী দাসী বিক্রয়ের বর্ণনা

١٠٠٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». (بخارى: ٢١٥٢)

১০০২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দাসী যদি ব্যভিচার করে এবং তা প্রকাশ পেয়ে যায় তবে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। তাকে ভর্ৎসনা করা যাবেনা। পুনরায় যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। তাকে ভর্ৎসনা করা যাবেনা। তৃতীয়বারও যদি ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা চুলের বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

অধ্যায়ঃ কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত শহরের অধিবাসী কি গ্রামের লোকের পক্ষে বিক্রি করতে পারে? সে কি তাকে সাহায্য করতে কিংবা পরামর্শ দিতে পারে?

١٠٠٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قيل لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (بخارى: ٢١٥٨)

১০০৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ (সস্তা দামে ক্রয় করার জন্য) তোমরা অগ্রগামী হয়ে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আগমণকারী কাফেলার সাথে মিলিত হয়োনা। শহরের অধিবাসী যেন গ্রামের লোকদের জন্য বিক্রি না করে। ইবনে আব্বাসকে বলা হলঃ "শহরের অধিবাসী যেন গ্রামের লোকদের জন্য বিক্রি না করে" এ কথার অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেনঃ শহরের লোক গ্রামের লোকের দালাল হবেনা।

অধ্যায়ঃ শহরের বাইরে গিয়ে দ্রব্য-সামগ্রীসহ আগমণকারী কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

١٠٠٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ». (بخارى: ٢١٦٥)

১০০৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একজনের বিক্রয়ের উপর যেন অন্যজন বিক্রি না করে। বাজারে আসার পূর্বেই অগ্রগামী হয়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করোনা।

অধ্যায়ঃ শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়

١٠٠٥ــ وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً.

১০০৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল কাঁচা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে এবং শুকনো আঙ্গুর রসযুক্ত বা কাঁচা আঙ্গুরের বিনিময়ে ওজন করে বিক্রি করা।

অধ্যায়ঃ যবের বিনিময়ে যব বিক্রয়

١٠٠٦ــ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ» وذكر باقي الحديث وقد تقدم.

১০০৬) মালেক বিন আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি একশত দীনার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। মালেক বিন আওস বলেনঃ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ আমাকে ডাক দিলেন। আমরা পরস্পর কথা-বার্তা শেষ করলাম। তিনি আমার নিকট থেকে স্বর্ণের দীনারগুলো গ্রহণ করলেন। দীনারগুলো হাতে নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ গাবা নামক স্থান থেকে আমার কোষাধ্যক্ষ আগমণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। উমার (রাঃ) তা শুনছিলেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! তার নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ না করে আলাদা হয়ো না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা সুদ। তবে নগদে এবং সমান সমান হলে সুদ হবেনা। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা

١٠٠٧ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ». (بخارى: ٢١٧٥)

১০০৭) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করোনা। তবে পরিমাণে সমান সমান হলে কোন অসুবিধা নেই। আর তোমরা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করোনা। তবে পরিমাণে সমান সমান হলে কোন অসুবিধা নেই। রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর।

অধ্যায়ঃ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা

١٠٠٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». (بخارى: ٢١٧٧)

১০০৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করোনা। তবে পরিমাণে সমান সমান হলে কোন অসুবিধা নেই এবং একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী করে বিক্রি করো না। অনুরূপভাবে পরিমাণে সমান না হলে কিংবা একাংশ অন্য অংশ হতে কম বা বেশী হলে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করোনা। উপস্থিত জিনিষের বিনিময়ে অনুপস্থিত জিনিষ বিক্রি করোনা।

অধ্যায়ঃ বাকীতে দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রি করা

١٠٠٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ».

১০০৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রি করা এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করার ক্ষেত্রে কম বা বেশী করা যাবেনা। তাকে বলা হল ইবনে আব্বাস তো এটা জায়েয মনে করেন না। আবু সাঈদ বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কি এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন? না আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? ইবনে আব্বাস বললেনঃ এ দু'টির কোনটিই আমি বলিনি। আর আপনারা তো আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে অধিক জানেন। তবে উসামা বিন যায়েদ আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, বাকীতে লেন-দেন ব্যতীত অন্য কোন লেন-দেনের ক্ষেত্রে সুদ হয়না।

টিকাঃ এটি নিছক ব্যক্তিগত মন্তব্য। মক্কার কিছু ফিক্‌হবিদ এই মতের পক্ষে রয়েছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ বলেন, যে ব্যক্তি মক্কাবাসীদের থেকে বর্ণিত সুদের মাসআলা গ্রহণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে। যেমন কুফাবাসীদের থেকে যে ব্যক্তি শুধু আঙ্গুর কেন্দ্রিক মদের মাসআলা নিবে সেও পথভ্রষ্ঠ হবে।

অধ্যায়ঃ বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা

١٠١٠ــ عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا. (بخارى: ٢١٨١)

১০১০) বারা' বিন আযিব এবং যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)কে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তারা উভয়েই একে অপরের সম্পর্কে বলতে থাকলেনঃ ইনি আমার চেয়ে উত্তম। তারা উভয়েই বলতেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকীতে বা ঋণে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ গাছের খেজুর বা অন্যান্য ফলের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বা অন্যান্য ফল বিক্রি করা

١٠١١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ». أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.

১০১১) আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ব্যবহারের (খাওয়ার) উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ফল বিক্রি করোনা এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করোনা। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমাকে যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আরীয়া' পদ্ধতিতে কাঁচা খেজুর বা শুকনো খেজুর বিক্রি করতে অনুমতি দিয়েছেন। অন্য কোন পদ্ধতিতে অনুমতি দেন নি।

١٠١٢ــ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

১০১২) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করছেন। দীনার ও দিরহাম ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে তা থেকে কিছুই বিক্রি করা যাবেনা। তবে আরীয়া হলে সে কথা ভিন্ন। অর্থাৎ আরিয়া পদ্ধতিতে ঘরের খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করা জায়েয।

অধ্যায়ঃ সোনা বা রোপার বিনিময়ে গাছের ফল (খেজুর) বিক্রি করা

١٠١٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

১০১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) পাঁচ ওয়াসক বা তার চেয়ে কম পরিমাণে 'আরীয়া' ক্রয়-বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

টিকাঃ আরিয়ার ধরণ হচ্ছে কোন লোক তার বাগান থেকে একটি গাছ অন্যকে এই শর্তে দান করল যে, সে শুধু গাছের ফল ভোগ করবে, কিন্তু গাছ মূল মালিকেরই থাকবে। পরবর্তীতে যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, গাছটি যাকে দেয়া হল সে সময়ে অসময়ে বারবার বাগানে প্রবেশ করে। এতে বাগানের মালিকের অসুবিধা হয়। এই অবস্থায় বাগানের মালিক যদি দানকৃত গাছটির কাঁচা খেজুরগুলো অনুমান করে কিনে নেয় এবং বিনিময়ে ঘর থেকে শুকনো খেজুর দিয়ে দেয়, তবে এমতাবস্থায় তা বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের উপর থেকে কষ্ট দূর করার জন্যই এই ক্ষেত্রে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের কাঁচা খেজুর বিক্রি করা জায়েয আছে। অথচ সাধারণ ক্ষেত্রে এ ধরণের ক্রয়-বিক্রি জায়েয নয়।

অধ্যায়ঃ ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করা

١٠١٤ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ: الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ» كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. (بخارى: ٢١٩٣)

১০১৪) যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে লোকেরা ফল ক্রয়-বিক্রয় করত। ফল সংগ্রহ করার সময় হলে খরিদ্দার এসে বলতঃ ফসলের বিপর্যয় হয়েছে, রোগ হয়েছে, পোকায় ধরেছে, শুকিয়ে গেছে, ইত্যাদি কথা বলে ঝগড়া করত। এ ব্যাপারে ঝগড়া যখন বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন পরামর্শ স্বরূপ নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা যদি এ ধরণের বেচা-কেনা পরিত্যাগ করতে না পার তাহলে ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়-বিক্রয় করোনা।

١٠١٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ، فَقِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. (بخارى: ٢١٩٦)

১০১৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে নবী (ﷺ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ কী? নবী (ﷺ) বললেনঃ লাল হয়ে যাওয়া, হলুদ রং ধরা এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

অধ্যায়ঃ ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করার পর ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে

١٠١٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»؟.(بخارى: ٢١٩٩)

১০১৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফলের রং আসার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ ফলের রং আসার অর্থ কি? নবী (ﷺ) বললেনঃ লাল রং ধারণ করা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আচ্ছা বলতো আল্লাহ যদি ফল ধ্বংস করে দেন তাহলে তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে তাঁর ভাইয়ের মালকে ভক্ষণ করবে?

অধ্যায়ঃ ভাল খেজুরের বিনিময়ে সাধারণ খেজুর বিক্রি করা

١٠١٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».

১০১৭) আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের তহসীলদার নিয়োগ করলেন। তিনি এক প্রকার ভাল খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ(ﷺ) বললেনঃ খায়বারের সকল খেজুরই কি এ রকম? সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! এ রকম নয়। আমরা দুই সা'র বিনিময়ে এ রকম এক সা' এবং তিন সা'র বিনিময়ে দুই সা' খেজুর ক্রয় করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এ রকম করোনা; বরং তোমরা মন্দ খেজুরগুলো মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি কর। তারপর মুদ্রার বিনিময়ে ভাল খেজুর ক্রয় কর।

টিকাঃ উপরোক্ত হাদীছ যেমন সুদী লেনদেনকে ঘৃণা জানাচ্ছে, ঠিক তদ্রুপ তার বিকল্প ব্যবস্থাও বলে দিচ্ছে, যাতে করে মানুষ সুদমুক্ত থাকতে পারে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সুদসহ সর্বপ্রকার হারাম থেকে রক্ষা কর! আমীন।

অধ্যায়ঃ কাঁচা গম (ধান) বা ফল বিক্রি করা

١٠١٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (بخارى: ٢٢٠٧)

১০১৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্ষেতের কাঁচা গম বা ফসল বা গাছের কাঁচা ফল বিক্রি করতে, শুধু স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে, শুধু নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রি করতে এবং ঘরের খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শহরের প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য

١٠١٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ

عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ». (بخارى: ٢٢١١)

১০১৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুআবীয়ার মা হিন্দ্ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক বললেনঃ আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। গোপনে যদি আমি তার সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে নেই তাহলে কি আমার কোন গুনাহ হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমার এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমার সন্তানদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যতটুকু সম্পদ নেয়ার দরকার ঠিক ততটুকু সম্পদ নিতে পার।

অধ্যায়ঃ যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের একজন অংশীদার তার অংশ অন্য অংশীদারের নিকট বিক্রি করা

١٠٢٠ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. (بخارى: ٢٢١٣)

১০২০) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যৌথ মালিকানাধীন প্রত্যেক সম্পদ বণ্টন হওয়ার পূর্বে শুফআ-এর অধিকার বহাল রেখেছেন। কিন্তু যখন বন্টন করার পর সীমানা নির্ধারিত হবে এবং রাস্তা নির্মাণ হয়ে যাবে তখন শুফআর অধিকার অবশিষ্ট থাকবে না।

টিকাঃ যৌথ মালিকানাধীন কোন যমীন বা ঘরের অংশ বিশেষের মালিক যদি তার অংশ বিক্রি করতে চায়, তাহলে প্রথমে ঐ যমীন বা ঘরের অন্যান্য অংশের মালিকদেরকে জানাতে হবে। তারা যদি শরীকের অংশ ক্রয় করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদের কাছেই বিক্রি করতে হবে। সে যদি অংশীদারদেরকে না জানিয়ে বাইরের কোন লোকের কাছে বিক্রয় করে দেয় তাহলে অংশীদারদের জন্য শুফআর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে অনুরূপ মূল্য দিয়ে বিদায় করে নিজেরাই ক্রয় করতে পারবে। ইসলামে এই অধিকার স্বীকৃত। এটিকেই বলা হয় শুফআ বা যৌথ মালিকদের অগ্রে ক্রয়ের অধিকার pre-emption।

অধ্যায়ঃ শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ও আযাদ করে দেয়া

١٠٢١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لا تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ ــ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَّ شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً». (بخارى: ٢٢١٧)

১০২১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী 'সারা'কে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে তিনি একটি জনপদে প্রবেশ করলেন। সেখানে ছিল একজন অত্যাচারী বাদশাহ। তাকে বলা হলঃ ইবরাহীম একজন নারীসহ আগমণ করেছেন। সে নারীদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দরী। তাই সে ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিল যে, তোমার সাথে এই মহিলাটি কে? ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ আমার বোন। অতঃপর সারার নিকট গিয়ে বললেনঃ আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করোনা। কারণ আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! আমি এবং তুমি ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন মু'মিন নেই। অতঃপর তিনি সারাকে তার নিকট পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর নিকট গেলে তিনি দাঁড়িয়ে অযু করে নামায পড়তে লাগলেন। অতঃপর তিনি এই বলে দু'আ করতে লাগলেনঃ হে আল্লাহ! আমি যদি আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সব মানুষ হতে আমার সতীত্ব হেফাজত করে থাকি তাহলে এই কাফেরকে আমার উপর সক্ষম করোনা। তৎক্ষণাৎ বাদশাহর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল এবং সে দ্রুত পেছনে সরে যেতে লাগল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর সারা বললেনঃ হে আল্লাহ! সে যদি এখন মৃত্যু বরণ করে তাহলে বলা হবেঃ মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং বাদশাহর উক্ত অবস্থা বিদূরিত হয়ে গেল। সে আবার তাঁর দিকে অগ্রসর হলে তিনি দাঁড়িয়ে অযু করে নামায পড়তে লাগলেন। অতঃপর তিনি এই বলে দু'আ করতে লাগলেনঃ হে আল্লাহ! আমি যদি আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সব মানুষ হতে আমার সতীত্ব হেফাজত করে থাকি তাহলে এই কাফেরকে আমার উপর সক্ষম করোনা। তৎক্ষণাৎ বাদশার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল এবং সে দ্রুত পেছনে সরে যেতে লাগল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর সারা বললেনঃ হে আল্লাহ! সে যদি এখন মৃত্যু বরণ করে তাহলে বলা হবেঃ মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বারও বাদশার উক্ত অবস্থা বিদূরিত হল। বাদশাহ তখন বললঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার নিকট একটি শয়তান (যাদুকর) ব্যতীত অন্য কিছু প্রেরণ কর নাই। তাকে ইবরাহীমের নিকট ফেরত দিয়ে আস এবং আজার (হাজেরাকে) তাকে প্রদান কর। তিনি ইবরাহীমের কাছে ফেরত এসে বললেনঃ আপনি কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে নিরাশ ও লাঞ্ছিত করেছেন এবং একজন সেবিকা প্রদান করতে বাধ্য করেছেন।

অধ্যায়ঃ শুকর হত্যা করা

١٠٢٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

১০২২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ঐ সত্তার (আল্লাহর) শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। অচিরেই ন্যায় বিচারক শাসক হিসেবে ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে আগমণ করবেন। তিনি ক্রুশচিহ্ন ভেঙে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযইয়া (কর) প্রত্যাখ্যান করবেন। ধন-সম্পদ প্রচুর হবে এবং তা নেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যাবে না।

অধ্যায়ঃ প্রাণহীন জিনিষের ছবি ক্রয়-বিক্রয় এবং এ সব ছবির মধ্যে যেগুলো অপছন্দনীয়, তার বর্ণনা

١٠٢٣ــ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (بخارى: ٢٢٢٥)

১০২৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলঃ হে আবুল আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ যে, নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা অর্জন করি। আর আমি এই ছবিগুলো তৈরী করি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তখন বললেনঃ এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা শুনছি তোমাকে তাই বলছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি অঙ্কন করবে যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন। অথচ সে কখনও তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবেনা। এ কথা শুনামাত্র লোকটি ভয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং তার চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করল। ইবনে আব্বাস বললেনঃ অকল্যাণ হোক তোমার! এ কাজ করা ব্যতীত যদি তোমার অন্য কোন উপায় না থাকে তাহলে তুমি এসব বৃক্ষের এবং প্রাণহীন বস্তুর ছবি তৈরী করো।

অধ্যায়ঃ স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার অপরাধ

١٠٢٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ».(بخارى:٢٢٢٧)

১০২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। (১) যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। (২) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। (৩) যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তাকে মজুরী প্রদান করেনি।

অধ্যায়ঃ মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রি করা

١٠٢٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». (بخارى: ٢٢٣٦)

১০২৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শুকর এবং মূর্তি বিক্রি করা হারাম করেছেন। তাঁকে বলা হলঃ মৃত প্রাণীর চর্বি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? কেননা তা দিয়ে নৌকায় প্রলেপ লাগানো হয় ও চামড়ায় ঘষা হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেনঃ না, তাও চলবেনা, বরং; এ সব কাজে ব্যবহার করাও হারাম। তখন রাসূলুল্লাহ

(ﷺ) বললেনঃ আল্লাহ ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! আল্লাহ তাআলা যখন এগুলোর চর্বি হারাম করলেন তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভক্ষণ করেছে।

অধ্যায়ঃ কুকুরের মূল্য

١٠٢٦ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

১০২৬) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুকুরের (কুকুর বিক্রি করে) মূল্য গ্রহণ করা, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জন করা এবং গণকের ভাগ্য গণনার মূল্য গ্রহণ করা হতে নিষেধ করেছেন।

كتاب السلم

কিতাবুস্ সালামঃ (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)

অধ্যায়ঃ মাপ বা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে আগাম বেচা-কেনা

١٠٢٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ». وفي رواية: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

১০২৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমণ করে দেখলেন লোকেরা এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করছে। তিনি তখন বললেনঃ যে ব্যক্তি খেজুরের মূল্য অগ্রিম প্রদান করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপ এবং নির্দিষ্ট ওজন উল্লেখ করে (এবং ক্রয়-বিক্রয় করে)।

অপর বর্ণনায় এসেছে, এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করে যেন অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে।

অধ্যায়ঃ এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান করা, যার নিকট মূল পণ্য নেই

١٠٢٨ــ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وفي رواية: قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فقيل له: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. (بخاري: ٢٢٤٢ ــ ٢٢٤٥)

১০২৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবু বকর এবং উমার (রাঃ)এর যামানায় গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর আগাম বেচা-কেনা করতাম।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা নির্দিষ্ট পরিমাপ এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করে সিরিয়ার কৃষকদের নিকট থেকে গম, যব, কিসমিস এবং তৈলের আগাম মূল্য প্রদান করতাম। তাকে বলা হলঃ আপনারা কি এমন লোককে প্রদান করতেন যার নিকট মূল দ্রব্য (ক্ষেত বা বাগান) রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমরা এ কথা জিজ্ঞেস করতাম না।

كتاب الشفعة

কিতাবুশ্ শুফআ

অধ্যায়ঃ বিক্রয়ের পূর্বে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করা

١٠٢٩ــ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى سعد بن أبي وقاص، فَقَالَ لَهُ: ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاف مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاف، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ»

১০২৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবু রাফে হতে বর্ণিত, তিনি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাসের নিকট আগমণ করে বললেনঃ আপনার বাড়ীর সীমানার মধ্যে অবস্থিত আমার ঘর দু'টি আপনি খরিদ করুন। সা'দ বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে চার হাজার দিরহামের বেশী দেবনা। তাও আবার কিস্তিতে কিস্তিতে। আবু রাফে বললেনঃ আমাকে ওটার বিনিময়ে পাঁচ শত দীনার (পাঁচ হাজার দিরহাম) প্রদান করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। আমি যদি রাসূল (ﷺ) কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, "প্রতিবেশী তার সংলগ্ন সম্পত্তিতে অধিক হকদার" তাহলে আমি আপনাকে ওটা কখনই দিতামনা। বিশেষ করে যখন আমাকে ওটার বিনিময়ে পাঁচ শত দীনার দেয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। অতঃপর আবু রাফে ঘর দুটো সা'দকেই দিয়ে দিলেন।

টিকাঃ শুফআর ব্যাখ্যা ১০২০ নং হাদীছে অতিক্রান্ত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ কোন্ প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী?

١٠٤٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». (بخارى: ٢٢٥٩)

১০৩০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। তাদের দু'জনের কাকে হাদীয়া দিব? নবী (ﷺ) বললেনঃ যার দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী।

كتاب الإجارة

কিতাবুল ইজারা (শ্রমিক নিয়োগ, ভাড়া নেওয়া-দেয়া ইত্যাদি)

অধ্যায়ঃ ইজারার বর্ণনা

١٠٣١ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ وكلاهما سأل أي العمل فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: «لَنْ أَوْ لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ». (بخارى: ٢٢٦١)

১০৩১) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। আমার সাথে ছিল আশআরী গোত্রের আরো দু'জন লোক। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চাকুরীর প্রার্থনা করল। আর আমি জানতাম না যে, তারা চাকুরী চাইবে। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের কোন পদে নিয়োজিত হওয়ার আবেদন করবে আমরা কখনই তাকে সে পদে নিয়োগ করবনা।

টিকাঃ এখানে শুধু কাজ নয়; বরং পদের ব্যাপার জড়িত ছিল। তাই তা চাওয়া যাবেনা। এ কথা বুঝানোর জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল চরানো

١٠٣٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ». (بخارى:٢٢٦٢)

১০৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে এমন কোন নবী পাঠান নি যিনি ছাগল চরান নি। সাহাবীগণ বললেনঃ আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের (সামান্য মজুরীর) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি।

অধ্যায়ঃ আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করা

١٠٣٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلاةِ الْعَصْرِ قَالا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ». (بخارى:٢٢٧١)

১০৩৩) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মুসলিম, ইহুদী এবং নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল যেমন একজন লোক তার কোন একটি কাজ সম্পাদন করার জন্য কতিপয়

লোক নিয়োগ করল। এই শর্তে যে, তারা রাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে কাজ করবে। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করার পর বললঃ আপনি আমাদেরকে যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা যা করেছি তাতে আমাদের কোন দাবীও নেই। নিয়োগকর্তা তাদেরকে বললেনঃ তোমরা এরূপ করোনা। তোমরা অবশিষ্ট কাজ সমাধা করে পূর্ণ পারিশ্রমিক নিয়ে যাও। তারা কাজ করতে অস্বীকার করল এবং কাজ ত্যাগ করল। তারা চলে গেলে অন্য দু'জন লোককে তিনি কাজে লাগালেন। তিনি তাদের দু'জন লোককে বললেনঃ তোমরা বাকী অংশ পূর্ণ কর। তাদেরকে যে মজুরী দিতে চেয়েছিলাম, তোমাদেরকে তাই দিব। তারা আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত কাজ করার পর বললঃ আমরা আপনার জন্য যে কাজ করেছি তার কোন মজুরী দিতে হবে না। আর আপনি আমাদেরকে যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তা আপনারই থাকল। তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ কর। কেননা দিনের মাত্র সামান্য সময় বাকী আছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। পরে তিনি দিনের অবশিষ্ট অংশ কাজ করার জন্য আরেক দল লোক নিয়োগ করলেন। তারা তাঁর জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের অবশিষ্ট অংশ কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দু'দলের পূর্ণ মজুরী নিয়ে নিল। আর এটিই হল মুসলিম এবং তারা যে ইসলামের আলো কবুল করেছে তার উপমা।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ করল। অতঃপর শ্রমিক তার মূল্য ফেলে চলে গেল। পরে নিয়োগকর্তা তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে বাড়িয়ে দিল

١٠٣٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلا مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا» قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لا تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ

كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». (بخاری: ٢٢٧٢)

১০৩৪) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ব যুগে তিনজন লোক পথ চলছিল। পথিমধ্যে রাত্রি যাপন কারার জন্য তারা একটি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। উপর থেকে বিশাল আকারের একটি পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তাদের জন্য বের হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইলনা। তাদের একজন অপরজনকে বলতে লাগল, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সৎআমল আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে তার উসীলা দিয়ে দু'আ করা ব্যতীত এই পাথর থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই।

তাদের একজন বললঃ হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল। আমি তাদের পূর্বে আমার পরিবার-পরিজন কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন ঘাসের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। তারা ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি ফেরত আসতে পারলাম না। আমি তাদের জন্য দুধ দোহন করলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। আমি তাদের পূর্বে পরিবার-পরিজন কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করানো অপছন্দ করলাম। দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলাম। এভাবে সারা রাত কেটে গিয়ে ফজর উদীত হল। আমার পিতা-মাতা ঘুম থেকে জেগে দুধ পান করলেন।

হে আল্লাহ! আমি এ কাজটি যদি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করে থাকি তাহলে এই পাথরটির কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি।

নবী (ﷺ) বলেনঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ! আমার একজন চাচতো বোন ছিল। সে ছিল আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আমি তার কাছে আমার মনোবাসনা পেশ করলাম। সে অস্বীকার করল। অবশেষে একবছর খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন সে (খাদ্যাভাবে পড়ে সাহায্যের জন্য) আমার নিকট আসল। আমি তাকে একশত বিশ দীনার দিলাম এই শর্তে যে, সে আমার সাথে নির্জনে বাস করবে। সে এতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম তখন সে বলতে লাগলঃ আমি তোমাকে অন্যায়ভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না। (অন্যায়ভাবে তুমি আমার সতীত্ব হরণ করতে পারনা) ফলে আমি তার সাথে সহবাস করাকে পাপের কাজ মনে করলাম। সুতরাং সে আমার সবচেয়ে পছন্দের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমি তার কাছ থেকে চলে আসলাম। আর আমি তাকে যেই স্বর্ণ দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম।

হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করে থাকি তাহলে এই পাথরটির কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি।

নবী (ﷺ) বলেনঃ তৃতীয়জন বললঃ হে আল্লাহ! নির্ধারিত মজুরীর বিনিময়ে আমি কয়েকটি

শ্রমিক নিয়োগ করলাম। কাজ শেষে আমি তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করলাম। কিন্তু একজন লোক মজুরী গ্রহণ না করেই চলে গেল। আমি তার প্রাপ্য টাকা বাড়াতে থাকলাম। এক পর্যায়ে তা প্রচুর সম্পদে পরিণত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললামঃ এসব উট, গরু, ছাগল এবং গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তা সবই তোমার। সে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার সাথে বিদ্রুপ করো না। আমি বললামঃ আমি তোমার সাথে বিদ্রুপ করছি না (এগুলো তোমারই)। অতঃপর সে সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে গেল। একটিও রেখে যায় নি।

হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য একাজটি করেছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। তারা নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এল।

অধ্যায়ঃ ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে মজুরী প্রদান করা

١٠٣٥ــ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمِ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(بخاری:٢٢٧٦)

১০৩৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী কোন এক সফরে বের হলেন। তারা কোন একটি আরব গোত্রের কাছে পৌছে তাদের নিকট মেহমানদারী করার আবেদন জানালেন। কিন্তু তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। ঘটনাক্রমে সেই গোত্রের সর্দার সাপ বা বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। তারা সকল প্রকার চিকিৎসা করল, কিন্তু কোন চিকিৎসাই কাজে আসলনা। গোত্রের কেউ কেউ বললঃ তোমাদের নিকট আগমণকারী এই লোকগুলোর নিকট যদি তোমরা আসতে! তাদের কারো নিকট হয়ত কোন চিকিৎসা থাকতে পারে। সুতরাং তারা তাদের নিকট এসে বললঃ হে লোক সকল! আমাদের গোত্রের সরদার দংশিত হয়েছে। আমরা সব রকমের তদবীর করেছি, কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছেনা। তোমাদের কারো নিকট কোন চিকিৎসা আছে কি? সাহাবীদের কেউ কেউ বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমি ঝাড়-ফুঁক করব। তবে কথা হল, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদের নিকট মেহমানদারী কামনা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা মেহমানদারী করনাই। তাই আমাদের জন্য মজুরী নির্ধারণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য ঝাড়ফুঁক করবনা। তারা

এক পাল বকরীর বিনিময়ে ঝাড়ফুঁক করার চুক্তি করল। এরপর তিনি গিয়ে রোগীর শরীরে থু থু দিতে লাগলেন এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করতে লাগলেন। ফলে সে যেন বন্ধন হতে মুক্ত হল। তার শরীরে যেন কোন অসুস্থতাই ছিল না। সুতরাং তারা চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত পারিশ্রমিক দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেনঃ এগুলো বন্টন কর। কিন্তু ঝাড়-ফুঁককারী বললেনঃ এরূপ করোনা। আগে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জানাই এবং দেখি তিনি আমাদেরকে কি আদেশ করেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে তাঁকে ঘটনা জানালেন। তিনি বললেনঃ তুমি কিভাবে জানতে পারলে সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়? অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা ঠিকই করেছ। তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ কর। এ কথা বলে তিনি হাসলেন।

অধ্যায়ঃ পশুকে পাল দেয়ার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা

١٠٣٦ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (بخاری: ٢٢٨٤)

১০৩৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) পাল দেয়ার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

টিকাঃ গাভীকে ষাঁড়ের সাথে, ছাগীকে পাঁঠার সাথে মিলন ঘটানোকে পাল দেয়া বলা হয়। গাভী ষাঁড়ের সাথে, ছাগী পাঁঠার সাথে মিলনের বিনিময়ে ষাঁড় বা পাঁঠার মালিকের জন্য মূল্য গ্রহণ করা নাজায়েয।

كتاب الحوالات

কিতাবুল হাওয়ালাত (ঋণ পরিশোধের যিম্মাদারী হস্তান্তর করা)

অধ্যায়ঃ যখন কোন ধনী ব্যক্তির উপর ঋণ হাওলা করা হয় তখন তার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই

١٠٣٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». (بخاری: ٢٢٨٨)

১০৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ধনী ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা যুলুমের শামিল। যখন তোমাদের কাউকে তার পাওনার জন্য কোন ধনী ব্যক্তির হাওলা করে দেয়া হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

টিকাঃ মনে করুন আপনার নিকট থেকে কেউ টাকা ঋণ নিল। সে যদি তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বা অন্য কোন কারণে পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোন ধনী ব্যক্তির নিকট ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়াকে হাওয়ালা বলা হয়। এমতাবস্থায় পাওনাদার ধনী ব্যক্তির নিকট তার পাওনা দাবী করবে।

অধ্যায়ঃ কোন্ ব্যক্তির উপর মৃতের ঋণের ভার হওয়ালা করা জায়েয?

١٠٣٨ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لا، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (بخاری:٢٢٩٩)

১০৩৮) সালামা বিন আক্ওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা আনা হল। লোকেরা বললঃ আপনি এর নামায পড়ুন। তিনি বললেনঃ তার উপর কি কোন ঋণ আছে? লোকেরা বললঃ না। তিনি আবার বললেনঃ সে কোন মাল রেখে গেছে? লোকেরা বললঃ না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আরেকটি জানাযা আনয়ন করা হল। লোকেরা বললঃ আপনি এর নামায পড়ুন। তিনি এবারও জিজ্ঞেস করলেনঃ তার উপর কি কোন ঋণ আছে? লোকেরা বললঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ সে কোন মাল রেখে গেছে? লোকেরা বললঃ তিন দীনার। অতঃপর নবী (ﷺ) তার জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় একটি লাশ উপস্থিত করা হল। লোকেরা বললঃ আপনি এর নামায পড়ুন। তিনি বললেনঃ সে কোন মাল রেখে গেছে? লোকেরা বললঃ না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ তার উপর কি কোন ঋণ আছে? লোকেরা বললঃ তিন দীনার। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা

তোমাদের সাথীর নামায পড়। আবু কাতাদা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার নামায পড়ুন। আমি তার ঋণ পরিশোধ করব। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার নামায পড়লেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও

١٠٣٩ــ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ»؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. (بخارى: ٢٢٩٤)

১০৩৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হলঃ আপনার নিকট কি এই মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, ইসলামে পরস্পর সহযোগীতার কোন চুক্তি নেই? আনাস (রাঃ) বললেনঃ নবী (ﷺ) আমার ঘরে কুরাইশ এবং আনসারদের মাঝে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

অধ্যায়ঃ যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে তবে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই

١٠٤٠ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لِي كَذَا وَكَذَا فَحَثَى لِي حَثْيَةً وقال عدها فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا. (بخارى:٢٢٩٦)

১০৪০) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) আমাকে বললেনঃ যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তবে তোমাকে এত এত দেব। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌছলনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকরের যামানায় যখন বাহরাইনের মাল এসে পৌছল তখন আবু বকরের আদেশ ঘোষণা করা হলঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যার কোন ওয়াদা বা পাওনা আছে সে যেন আমার নিকট আসে। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললামঃ নবী (ﷺ) আমাকে এত এত দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। জাবের (রাঃ) বলেনঃ আবু বকর (রাঃ) আমাকে হাতের অঞ্জলি ভর্তি করে দিয়ে বললেনঃ তা গণনা করে দেখ। আমি উহা গণনা করে দেখলাম পাঁচ শত দিরহাম। তারপর তিনি বললেনঃ তুমি এর দ্বিগুণ গ্রহণ কর।

كتاب الوكالة

কিতাবুল ওয়াকালা (অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করা)

অধ্যায়ঃ এক শরীক অন্য শরীকের উকীল হওয়া

١٠٤١ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ»

১০৪১) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁকে কিছু ছাগল দিলেন। যাতে তিনি তা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বণ্টনের পর একটি ছাগলের বাচ্চা রয়ে গেল। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমি নিজেই উহা কোরবানী করে ফেল।

অধ্যায়ঃ রাখাল অথবা প্রতিনিধি যখন দেখবে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা দেখবে যে কোন জিনিষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন ঐ বকরীটা যবেহ করে দিবে এবং নষ্টপ্রায় জিনিষটি ঠিক রাখার ব্যবস্থা করবে

١٠٤٢ــ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا (بخارى:٢٣٠٤)

১০৪২) কা'ব বিন মালেক হতে বর্ণিত, তার কতগুলো বকরী ছিল যা 'সালআ' নামক পাহাড়ে চরে বেড়াত। আমাদের জনৈক দাসী লক্ষ করল যে, একটি ছাগল মারা যাচ্ছে। তখন সে একটি পাথর ভেঙে তা দিয়ে বকরীটি যবেহ করে ফেলল। কা'ব তার পরিবারের লোকদেরকে বললেনঃ তোমরা এটি খেওনা যে পর্যন্ত না আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করি অথবা জিজ্ঞেস করার জন্য কাউকে পাঠাই। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন অথবা অন্য কাউকে পাঠালেন। তিনি তা খাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন।

অধ্যায়ঃ ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা

١٠٤٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً» ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». (بخارى: ٢٣٠٦)

১০৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাগাদা দিতে এসে কঠোর ভাষায় কথা বলতে লাগল। সাহাবীগণ তাকে মারতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের জন্য কড়া কথা বলার অধিকার আছে। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ তার উটের সমবয়সী একটি উট দিয়ে দাও। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! তার উটের সমবয়সী উট পাওয়া যাচ্ছেনা বরং

তার চেয়ে উত্তম উট পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বললেনঃ ওটাই দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।

অধ্যায়ঃ কোন প্রতিনিধি কিংবা গোত্রের সুপারিশকারীকে কিছু দেয়া জায়েয

١٠٤٤ــ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ » وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ» فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا لا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ، مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ» فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

(بخارى: ٢٣٠٧ ــ ٢٣٨)

১০৪৪) মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে তাদের ধন-সম্পদ ও বন্দী ফেরত চাইলে তিনি বললেনঃ আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা হচ্ছে সত্য কথা। তোমরা দু'টোর মধ্যে যে কোন একটি বেছে নাও। হয় বন্দী ফেরত নাও অথবা সম্পদ ফেরত নাও। আর আমি তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে দশ দিনেরও বেশী সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তারা যখন পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'টোর মধ্যে মাত্র একটি ফেরত দিবেন তখন তারা বললঃ আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই গ্রহণ করছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন মুসলিমদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেনঃ অতঃপর তোমাদের এ ভাইয়েরা তাওবা করে আমার নিকট এসেছে এবং আমার মতামত এই যে, আমি বন্দীদের ফেরত দেই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফেরত দিতে চায় সে যেন ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি বিনিময় চায় তাকে আমরা ঐ গণীমতের মাল হতে তা দেব যা সর্বপ্রথমে আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন (এ শর্তে সে ফেরত দিক)। লোকেরা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিজ খুশীতেই তাদেরকে ফেরত দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিল আর কে অনুমতি দিলনা তা আমরা বুঝতে পারছিনা। তাই তোমরা চলে যাও। তোমাদের সরদারগণ তোমাদের মতামত আমাদের কাছে পেশ করুক। লোকেরা ফিরে গিয়ে তাদের নেতাদের সাথে কথা বলল। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফেরত এসে তাকে জানাল যে, লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তেই অনুমতি দিয়েছে।

অধ্যায়ঃ কেউ যদি কোন প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং ঐ প্রতিনিধি কোন কিছু ছেড়ে দেয় অতঃপর প্রতিনিধি নিয়োগকারী তা অনুমোদন করে, তবে এটা জায়েয

١٠٤٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ سَيَعُودُ» فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ» فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: لا قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ».

১০৪৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নবী (ﷺ) আমাকে রামাযানের যাকাত পাহারা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। এক আগন্তুক আমার নিকট এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। সে বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবগ্রস্ত, আমার উপর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত এবং আমার প্রয়োজন খুবই তীব্র। আবু হুরায়রা বলেনঃ তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে তীব্র অভাবের ও পরিবারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করার কারণে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবী (ﷺ) বললেনঃ সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা "সে আবার আসবে" এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। আমি তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। দ্বিতীয় দিনও সে এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে আবার গ্রেফতার

করে ফেললাম এবং বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। সে বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবগ্রস্ত। আমার উপর পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত। আমি আর আসবনা। আবু হুরায়রা বলেনঃ তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কী? তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে তীব্র অভাবের ও পরিবারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করার কারণে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবী (ﷺ) বললেনঃ সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তৃতীয়বারও আমি তার আগমণের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। এবারও সে এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললামঃ আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। এ নিয়ে তিনবার হল। প্রত্যেকবারই তুমি বল যে আর আসবে না। কিন্তু তুমি আবার আস। সে বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দেব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। আবু হুরায়রা বলেনঃ আমি বললামঃ সেগুলো কি? সে বললঃ যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন আয়াতুল কুরসী তথা সূরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। (তুমি যখন তা পাঠ করবে) তখন সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটেই আসবেনা। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে বলেছে যে, আমি তোমাকে এমন কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিবো যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ সেটি কী? আমি বললামঃ সে আমাকে বললঃ যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন আয়াতুল কুরসী তথা সূরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। (তুমি যখন তা পাঠ করবে) তখন থেকে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটেই আসবে না। আর সাহাবীগণ ছিলেন কল্যাণ অর্জনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ সে সত্য বলেছে অথচ সে মিথ্যুক। তুমি কি জান তিন রাত্রি যাবৎ তুমি কার সাথে কথা বলছিলে? আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ না। তিনি বললেনঃ সে হল শয়তান।

অধ্যায়ঃ প্রতিনিধি যদি শরীয়ত বিরোধী নিয়মে বিক্রি করে তবে তার বিক্রয় বাতিল হবে

١٠٤٦ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا»؟ قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ». (بخاری: ٢٣١٢)

১০৪৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা বেলাল (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু বরনী (উৎকৃষ্ট মানের) খেজুর নিয়ে আগমণ করলেন। তিনি বেলালকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি এ খেজুর কোথায় পেলে? উত্তরে বেলাল (রাঃ) বললেনঃ

আমার নিকট কিছু নিম্ন মানের খেজুর ছিল। নবী (ﷺ) কে খাওয়ানোর নিয়তে তার দু'সার বিনিময়ে এক সা' কিনেছি। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ হায়! হায়! (তাওবা! তাওবা!) এটা তো সরাসরি সুদ। এটা তো সরাসরি সুদ। এরূপ করোনা। তুমি যদি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও তবে প্রথমে তোমার খেজুর বিক্রি কর। পরে তার মূল্য দিয়ে ভাল খেজুর ক্রয় কর।

অধ্যায়ঃ শরীয়ত নির্ধারিত হদ (দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা

١٠٤٧ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﷺ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ: ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوه قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ. (بخارى: ٢٣١٦)

১০৪৭) উকবা বিন হারিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নুআইমান অথবা ইবনে নুআইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঘরের মধ্যে অবস্থানকারী লোকদেরকে তাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। উকবা বিন হারিছ বলেনঃ প্রহারকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। সুতরাং আমরা তাকে খেজুর গাছের শাখা এবং জুতা দিয়ে প্রহার করলাম।

كتاب الحرث و المزارعة

কিতাবুল হারছি ওয়াল-মুযারাআহ (চাষাবাদ)

অধ্যায়ঃ চাষাবাদ ও গাছ লাগানোর ফজীলত

١٠٤٨ــ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». (بخارى: ٢٣٢٠)

১০৪৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে মুসলিম কোন গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল উৎপন্ন করে আর তা থেকে পাখি, মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তার বিনিময়ে রোপনকারী ও উৎপন্নকারীর জন্য সাদকার ছাওয়াব রয়েছে।

অধ্যায়ঃ শুধু চাষাবাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা অথবা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করার পরিণতি সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শন

١٠٤٩ــ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ». (بخارى: ٢٣٢١)

১০৪৯) আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি লাঙ্গলের ফাল এবং কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি দেখে বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে গোত্রের ঘরে এগুলো প্রবেশ করবে আল্লাহ সেই ঘরে লাঞ্ছনা ঢুকিয়ে দিবেন।

টিকাঃ আলোচ্য হাদীছ থেকে কৃষি কাজ ও চাষাবাদ করা হারাম বুঝা যায়না। জীবিকা অর্জনের জন্য যে কোন হালাল পেশা গ্রহণ করতে ইসলাম কখনও বাধা দেয়না। তবে কৃষি কাজ ও চাষাবাদে ব্যস্ত থেকে যদি কেউ দ্বীনের শিক্ষা অর্জন, আল্লাহর পথে জিহাদ ও এবাদত থেকে বিরত হয় তবে তা হবে খুবই নিকৃষ্ট। মোটকথা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থেকে কৃষকরা যেন দ্বীনি শিক্ষা ও উন্নত জীবন থেকে বঞ্চিত না হয়। কেননা এর ফলে যে কোন হালাল কাজও হারামে পরিণত হয়ে যায়।

অধ্যায়ঃ ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পোষা

١٠٥٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» وعنه ﷺ في رواية: «إِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ». (بخارى: ٢٣٢٢)

১০৫০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কুকুর পোষে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ ছাওয়াব কমতে থাকবে। তবে ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার জন্য অথবা গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষাতে কোন অসুবিধা নেই।

অপর বর্ণনায় আছে, ছাগলের রাখালি করার জন্যে অথবা ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার জন্যে অথবা শিকারের জন্যে কুকুর পোষাতে কোন দোষ নেই।

অপর বর্ণনায় আছে, শিকারের জন্যে অথবা ছাগলের রাখালি করার জন্যে কুকুর পোষাতে কোন দোষ নেই।

অধ্যায়ঃ চাষাবাদের কাজে গরু ব্যবহার করা

١٠٥١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». (بخارى:٢٣٢٤)

১০৫১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি একটি গরুর পিঠে আরোহন করেছিল। গরুটি তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললঃ আমাকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে যমীন চাষ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আমি, আবু বকর এবং উমার (রাঃ) এটা বিশ্বাস করি। তিনি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরী ধরেছিল। রাখাল বাঘটির পিছু ধাওয়া করে বকরীটি ছুটিয়ে আনল। বাঘটি তখন রাখালকে বললঃ যে দিন (মদীনায়) শুধু হিংস্র জন্তু থাকবে সে দিন কে বকরীর রাখালি করবে? সেদিন আমি ব্যতীত তথায় আর কোন রাখাল থাকবেনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি, আবু বকর এবং উমার (রাঃ) এ কথা বিশ্বাস করি।

অধ্যায়ঃ কেউ যদি বলেঃ তুমি আমার খেজুর বাগানে মেহনত কর

١٠٥٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: «لا». فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (بخارى: ٢٣٢٥)

১০৫২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আনসারগণ নবী (ﷺ) কে বললেনঃ আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মাঝে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। তিনি বললেনঃ না। তখন আনসারগণ মুহাজিরদেরকে বললেনঃ তাহলে আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন। আপনাদেরকে ফলের অংশ দিব। তাঁরা বললেনঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

١٠٥٣ــ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. (بخارى: ٢٣٢٧)

১০৫৩) রাফে বিন খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে আমাদের ক্ষেত ছিল সবচেয়ে বেশী। আমরা যমীন ভাগে চাষ করতে দিতাম এবং ক্ষেতের নির্দিষ্ট অংশ যমীনের মালিকের জন্য নির্ধারণ করে দিতাম। কখনও এক অংশ বিপর্যস্ত হত এবং অবশিষ্ট ক্ষেত নিরাপদ থাকত। আবার কখনও বাকী ক্ষেতের উপর আপদ-বিপদ আসত এবং ঐ নির্দিষ্ট অংশ নিরাপদ থাকত। তাই আমাদেরকে এভাবে চাষাবাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর সে সময় স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা ছিল না।

অধ্যায়ঃ অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে চাষাবাদ করা

١٠٥٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ. (بخارى: ٢٣٢٨)

১০৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) খায়বরের যমীন অর্ধেক ফল বা অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে খায়বরবাসীদেরকে চাষ করতে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে তা থেকে একশ ওয়াসক প্রদান করতেন। আশি ওয়াসক খেজুর আর বিশ ওয়াসক যব।

টিকাঃ বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ১ ওয়াস্ক = অনুমানিক ১৩০ কেজি।

١٠٥٥ــ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنِ الكِرَاءِ وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا». (بخارى: ٢٣٣٠)

১০৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যমীন বরগা দিতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে কোন যমীন নিঃস্বার্থভাবে চাষ করতে দিক- এটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ নেয়ার চেয়ে উত্তম।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের জন্য ওয়াক্ফ ও খাজনার যমীন এবং তাদের কৃষিকার্য এবং লেনদেন প্রসঙ্গে

١٠٥٦ــ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ.

১০৫৬) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পরবর্তীতে আগমণকারী মুসলিমদের কথা যদি আমি চিন্তা না করতাম তাহলে প্রত্যেক বিজীত শহরকে তার অধিকারীদের মাঝে ভাগ করে দিতাম। যেমন নবী (ﷺ) খায়বারের যমীন ভাগ করে দিয়েছিলেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করে

١٠٥٧ ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ». (بخارى: ٢٣٣٥)

১০৫৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মালিকানাহীন যমীন আবাদ করল সেই উক্ত যমীন ভোগ করার বেশী হকদার।

টিকাঃ বর্তমানে সরকারের অধিকারভূক্ত খাস যমীনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

١٠٥٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

১০৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমার (রাঃ) ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে হিজাজের যমীন থেকে বহিস্কার করলেন। নবী (ﷺ) যখন খায়বার জয় করলেন তখন ইহুদীদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তিনি যখন কোন দেশ জয় করতেন তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিমদের জন্য হয়ে যেত। ইহুদীদেরকে

সেখান থেকে বের করার ইচ্ছা পোষণ করলে তারা প্রার্থনা করল, তাদেরকে সেখানে এই মর্মে থাকতে দেয়া হোক যে, তারা সেখানে শ্রম ব্যয় করবে এবং ফসলের অর্ধেক পাবে। নবী (ﷺ) তাদেরকে বললেনঃ আমরা যতদিন চাইব ততদিন তোমাদেরকে সেখানে বহাল রাখব। তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকল। অবশেষে উমার (রাঃ) তাদেরকে আরীহা ও তাইমার দিকে বহিস্কার করলেন।

টিকাঃ 'তাইমা' ও 'আরীহা' সিরিয়ার অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দু'টি শহরের নাম।

অধ্যায়ঃ চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের পরস্পর সহযোগীতা করার বর্ণনা

١٠٥٩ــ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ قال: قال عمي ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ ﷺ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ»؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: «لا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا» قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً. (بخارى:٢٣٣٩)

১০৫৯) রাফে বিন খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার চাচা যুহাইর বিন রাফে বলেছেনঃ নবী (ﷺ) আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আমি বললামঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেনঃ তাই ঠিক। যুহাইর বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ডেকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের ক্ষেত-খামার কিভাবে চাষ করাও? আমি বললামঃ আমরা এক চতুর্থাংশের শর্তে অথবা খেজুর এবং যবের নির্দিষ্ট ওয়াসকের শর্তে যমীন ইজারা দিয়ে থাকি। তিনি বললেনঃ তোমরা এরূপ করনা। তোমরা নিজেরা চাষ কর অথবা অন্যকে চাষ করতে দাও অথবা নিজেদের কাছেই রেখে দাও। রাফে বলেনঃ আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম।

١٠٦٠ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ. (بخارى:٢٣٤٣)

১০৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবু বকর, উমার, উছমান এবং মুআবীয়া (রাঃ)এর যুগের প্রথম দিকে যমীন ভাগে চাষ করতে দিতেন। পরবর্তীতে তার নিকট রাফে বিন খাদীজ (রাঃ) হতে হাদীছ বর্ণনা করা হল যে, নবী (ﷺ) যমীন ভাগে দিতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর ইবনে উমার রাফে বিন খাদীজের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ নবী (ﷺ) যমীন ভাগে দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ আপনি তো জানেনই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ফসলের এক তৃতীয়াংশের শর্তে এবং কিছু ঘাসের বিনিময়ে ক্ষেত-খামার ভাগে প্রদান করতাম।

وعنه رضي الله عنه أنه قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ

عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ক্ষেত ভাগচাষে দেয়া হত। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)এর ভয় হল, হয়ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সম্পর্কে এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি যমীন বর্গা দেয়া ছেড়ে দিলেন।

টিকাঃ সবগুলো হাদীছের সমন্বয়ে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ের না বাচক হাদীছগুলো উত্তম সিদ্ধান্তের প্রতি উৎসাহবোধক। পক্ষান্তরে হাঁ বাচক হাদীছগুলো বৈধতার প্রমাণ বাহক। তবে কোন স্থান নির্ধারণ না করে ভাগ নির্ধারণ করার মাধ্যমে তা সম্পন্ন হবে। যাতে কেউ প্রতারিত না হয়।

অধ্যায়ঃ

١٠٦١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: «أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ»، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لا تَجِدُهُ إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ

১০৬১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একদা আলোচনা করছিলেন। সেখানে একজন গ্রাম্যলোক উপস্থিত ছিল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ বেহেশতবাসী কোন এক লোক তার প্রভুর নিকট চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেনঃ তুমি যে আকাঙ্খা করেছিলে তা কি পাওনি? সে বলবেঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি চাষাবাদ করতে চাই। নবী (ﷺ) বললেনঃ তখন সে বীজ বপন করবে এবং চোখের পলকে তা অঙ্কুরিত হবে, বড় হয়ে যাবে। অবশেষে তা (ফসল) পর্বতসম হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ হে বনী আদম! এই নাও। কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয়না। তখন সেই গ্রামলোক বলে উঠলঃ আল্লাহর শপথ! এ ধরণের লোক আপনি কুরাইশ কিংবা আনসারদের মধ্যেই পাবেন। কারণ তারাই কৃষক। আর আমরা তো কৃষক নই। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) হেসে ফেললেন।

كتاب المساقاة

কিতাবুল মুসাকাত (পরস্পর পানি পান করানো এবং উৎপন্ন ফলের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের শর্তে বাগানের গাছ অন্যকে পরিচর্যা করতে দেয়া)

অধ্যায়ঃ পানি পান করা (করানো) প্রসঙ্গে

١٠٦٢ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: «يَا غُلامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ»؟ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. (بخارى:٢٣٥١)

১০৬২) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি পানির পাত্র আনয়ন করা হল। তিনি তা হতে পান করলেন। তাঁর ডান পাশে ছিল একটি ছেলে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে ছোট। তাঁর বাম পাশে ছিলেন বয়স্ক লোকগণ। নবী (ﷺ) বললেনঃ হে বালক! তুমি কি অবশিষ্ট পানীয় বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিচ্ছ? সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট থেকে অর্জিত কল্যাণের ব্যাপারে (আপনার মুখ লাগানো পানি পানীয় পান করার ব্যাপারে) নিজের উপরে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিবনা। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালককেই দিয়ে দিলেন।

١٠٦٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ فِي دَارِي وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِي، فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ». (بخارى:٢٣٥٢)

১০৬৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমার বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি গৃহপালিত বকরীর দুধ দোহন করা হল। সেই দুধের সাথে আমার বাড়ীর কূপের পানি মেশানো হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে পেয়ালাটি দেয়া হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তিনি যখন তাঁর মুখ থেকে পেয়ালাটি নামালেন তখন তাঁর বাম পাশে ছিলেন আবু বকর (রাঃ) এবং ডান পাশে ছিল একজন গ্রাম্য লোক। উমর (রাঃ)-এর ভয় হল যে, তিনি পাত্রটি গ্রাম্য লোকটিকে দিয়ে দেন কি না। তাই তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর আপনার পাশেই। তাঁকে পেয়ালাটি দিন। কিন্তু নবী (ﷺ) তাঁর ডান পাশের গ্রাম্য লোকটিকেই পেয়ালাটি দিলেন। অতঃপর বললেনঃ ডান পাশের লোককে দিতে হবে। অতঃপর ডান পাশের লোককে।

অধ্যায়ঃ পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির মালিক পানির বেশী হকদার

١٠٦٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ». (بخارى: ٢٣٥٣)

১০৬৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ উদ্বৃত্ত ঘাস খেতে বাঁধা দেয়ার জন্য উদ্বৃত্ত পানি নিতে নিষেধ করা যাবেনা।

টিকাঃ মনে করুন কোন লোকের একটি কূপ ছিল। কূপে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে। কূপের আশেপাশেই রয়েছে চারণভূমি। তাতে রয়েছে প্রচুর ঘাস। সেখানে সকলের পশু চরানোর অধিকার আছে। কিন্তু কূপের মালিক তার কূপ থেকে কারো পশুকে পানি পান করতে দিচ্ছে না। যাতে করে কূপের নিকটের চারণভূমিতে কেউ পশু চরাতে না আসে। ফলে কূপের মালিক একাই ঘাসগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। এরূপ করা জায়েয নয়।

وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ». (بخارى:٢٣٥٤)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ উদ্বৃত্ত ঘাস থেকে জীব-জন্তুকে বাধা দেয়ার জন্য উদ্বৃত্ত পানি পান করতে বাধা দিওনা।

অধ্যায়ঃ কূপের পানি নিয়ে ঝগড়া ও তার মীমাংসা

١٠٦٥ــ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَجَاءَ الأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَقَالَ لِي « شُهُودَكَ » . قُلْتُ مَا لِي شُهُودٌ . قَالَ « فَيَمِينُهُ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ . فَذَكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ

১০৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে অবতীর্ণ করেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই যারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর নামে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার বিক্রি করে (আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে দুনিয়ার সামান্য সম্পদ অর্জন করে) আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। আর তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি"। (সূরা আল-ইমরানঃ ৭৭) ইতিমধ্যে আশআছ (রাঃ) এসে বললেনঃ আবু আব্দুর রাহমান তথা ইবনে মাসউদ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করছেন? এই আয়াতটি আমার ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের যমীনে আমার একটি কূপ ছিল। কূপটির মালিকানা নিয়ে ঝগড়া হলে নবী (ﷺ) আমাকে বললেনঃ তোমার সাক্ষী কোথায়? আমি বললামঃ আমার কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেনঃ তাহলে সে কসম খাবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে তো সহজেই কসম খাবে। এ সময় নবী (ﷺ) হাদীছটি বললেন এবং তাঁকে সত্যায়ন করে আয়াতটি নাযিল হয়।

অধ্যায়ঃ পথিককে পানি না দেয়ার শাস্তি

١٠٦٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ منها رضي و إن لم يعط منها سخط وَرَجُلٌ أقام سلعته بَعْدَ الْعَصْرِ و الله الذي لا إله غيره لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১০৬৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১) এমন ব্যক্তি যে কোন ময়দানে বসবাস করে, তার কাছে রয়েছে অতিরিক্ত পানি। অথচ সে মুসাফিরদেরকে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করে থাকে। (২) এমন ব্যক্তি যে দুনিয়ার স্বার্থে কোন শাসকের হাতে বায়আত করে। শাসক যদি কিছু দেয়, তবে সন্তুষ্ট হয় আর না দিলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। (৩) এমন ব্যক্তি যে কারও কাছে আসরের নামাযের পরে শপথ করে কোন জিনিষ বিক্রি করে। সে বলেঃ আল্লাহর কসম! আমি জিনিষটি এত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছি। আর লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করে। অতঃপর নবী (ﷺ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই যারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর নামে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার বিক্রি করে (আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে দুনিয়ার সামান্য সম্পদ অর্জন করে) আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। আর তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি"। (সূরা আল-ইমরানঃ ৭৭)

অধ্যায়ঃ পানি পান করানোর ফজীলত

١٠٦٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».(بخاری:٢٣٦٣)

১০৬৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একদা একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তার খুব পিপাসা লাগল। সে কূপের মধ্যে নেমে পানি পান করল। কূপ থেকে উঠে দেখল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাঁদা চাটছে। সে বললঃ আমার যেমন পিপাসা লেগেছিল কুকুরটিরও সেরকম পিপাসা লেগেছে। সে কূপে নেমে মোজায় পানি ভর্তি করে মুখ দিয়ে কামড়িয়ে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান

করাল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ কাজটিকে পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের জন্য ছাওয়াব রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই ছাওয়াব রয়েছে।

টিকাঃ আল্লাহর দয়াগুণ কখনও এত উপচে পড়ে যে, তিনি কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়াই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এর অপেক্ষায় না থেকে মানুষের উচিত দ্রুত তাওবা করা। কেননা সে জানেনা এমন ব্যতিক্রম সুযোগ তার ভাগ্যে আসবে কি না।

অধ্যায়ঃ হাওযের (চৌবাচ্চার) ও মশকের মালিক তার পানির বেশী হকদার

١٠٦٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَذُودَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ». (بخارى:٢٣٦٧)

১০৬৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ঐ সত্তার (আল্লাহর) শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। আমি অবশ্যই আমার হাওয থেকে কিছু লোককে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উটকে পানির হাওয থেকে তাড়ানো হয়।

١٠٦٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ».

১০৬৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। (১) যে ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য নিয়ে শপথ করে যে, তা বেশী মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল। অথচ সে মিথ্যাবাদী। (২) এমন ব্যক্তি যে কোন মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করার জন্য আসরের নামাযের পরে মিথ্যা শপথ করে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে ব্যবহার করতে নিষেধ করে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করব যেমন তুমি মানুষকে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন বিষয় থেকে বারণ করেছিলে, যা তোমার উভয় হাতের কামাই ছিলনা।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো সংরক্ষিত চারণভূমি থাকতে পারেনা

١٠٧٠ــ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». (بخارى:٢٣٧٠)

১০৭০) সা'ব বিন জাছ্ছামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যতীত অন্য কারো সংরক্ষিত চারণভূমি নেই।

অধ্যায়ঃ মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু নদী থেকে পানি পান করতে পারে

١٠٧١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ

الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ،ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ» وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾».

(بخارى: ٢٣٧١)

১০৭১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়া এক ব্যক্তির জন্য ছাওয়াব, এক ব্যক্তির জন্য ঢাল এবং এক ব্যক্তির জন্য গুনাহের কারণ। এমন ব্যক্তির জন্য ঘোড়া ছাওয়াবের কারণ, যে ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য লম্বা রশি দিয়ে কোন চারণভূমি অথবা বাগানে বেঁধে রেখেছিল। উক্ত লম্বা রশি বাগান বা চারণভূমির যে পর্যন্ত পৌছবে ঘোড়ার মালিককে তার বিনিময়ে ছাওয়াব প্রদান করা হবে। তার রশি যদি ছিড়ে যায় এবং সে একটি অথবা দু'টি টিলা পর্যন্ত চলে যায় তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপ ও গোবরে মালিকের জন্য ছাওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। সে যদি কোন নদীর (ঝর্ণার) নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তা থেকে পানি পান করে তাতেও নেকী লিখা হবে। যদিও মালিকের পানি পান করানোর ইচ্ছা ছিলনা।

আর ঘোড়া সেই ব্যক্তির জন্য ঢাল স্বরূপ, যে ধনী হওয়ার জন্য এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য স্বীয় ঘোড়া বেঁধে রাখল এবং তাতে আল্লাহর হক ভুলেনি।

আর ঘোড়া সেই ব্যক্তির জন্য গুনাহর কারণ, যে তার ঘোড়াকে অহংকার, লোক দেখানো এবং মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য বেঁধে রাখল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ এ সম্পর্কে আমার কাছে কোন অহী আসেনি। তবে এ ব্যাপারে একটি নজীরবিহীন আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه﴾

"যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণ ভাল আমল করবে সে তা দেখতে পাবে আর যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণ খারাপ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে"।

অধ্যায়ঃ জ্বালানী কাঠ এবং ঘাস বিক্রি করা

١٠٧٢ــ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ: أَلا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتها فذهب قال ابن شهاب: قَالَ عَلِيٌّ ﷺ : فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ

أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لآبَائِي، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ(بخارى:٢٣٧٥)

১০৭২) আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে শরীক হওয়ার কারণে আমি একটি উটনী গণীমত হিসাবে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে আরো একটি উটনী দিলেন। কোন একদিন আমি উটনী দু'টিকে জনৈক আনসারীর ঘরের দরজার কাছে বসালাম। আমার ইচ্ছা ছিল এদের ইযখির বহন করে তা বিক্রি করতে নিয়ে যাবো। যাতে করে ফাতেমার সাথে আমার বিয়ের অলীমা করতে সক্ষম হই। আমার সাথে ছিল বনী কায়নুকার একজন স্বর্ণকার। আর হামজা বিন আব্দুল মুত্তালেব উক্ত আনসারীর ঘরে মদ পান করছিলেন। হামজার সাথে ছিল একজন গায়িকা। গায়িকাটি তখন বলতে লাগলঃ হে হামজা! উঠ এবং মোটা উটগুলো নিয়ে নাও। এ কথা শুনে হামজা তরবারি নিয়ে উট দু'টোর উপর ঝাপিয়ে পড়লেন এবং তাদের কুঁজ কেটে ফেললেন। পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করলামঃ কুঁজটি কি করা হল? সেটি কাটার পরও তা নিয়ে গেল। ইবনে শিহাব বলেনঃ আলী (রাঃ) বলেছেনঃ এই দৃশ্য দেখে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলাম। সেখানে যায়েদ বিন হারেছাও ছিলেন। আমি তাঁকে ঘটনা খুলে বললাম। তিনি যায়েদকে সাথে নিয়ে বের হলেন। আমিও সাথে চললাম। তিনি হামজার কাছে গিয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। হামজা তখন মাথা তুলে বললেনঃ তোমরা আমার বাপ-দাদার গোলাম ছাড়া আর কিছুই নও। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন। আর এটি ছিল মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

অধ্যায়ঃ জায়গীর দেয়া (ভূমি চাষ করে ফসল-ফলাদি ভোগ করার সুযোগ দেয়া)

١٠٧٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا، قَالَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي». (بخارى:٢٣٧٧)

১০৭৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আনসারদেরকে বাহরাইনে কিছু জায়গীর দিতে চাইলেন। তখন তারা বললেনঃ যতক্ষণ আপনি আমাদের মুহাজের ভাইদেরকে আমাদের মত জায়গীর না দিবেন ততক্ষণ আপনি আমাদেরকে দিবেন না। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ অচিরেই আমার পরে তোমরা দেখবে তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। সুতরাং আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সবর করবে।

অধ্যায়ঃ কারও বাগানে অন্যের কূপ বা রাস্তা থাকলে

١٠٧٤ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». (بخارى:٢٣٧٩)

১০৭৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ফুল প্রকাশের পর খেজুর গাছ ক্রয় করবে সেই গাছের ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি শর্ত করে তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন মালদার ক্রীতদাস খরীদ করবে তবে উক্ত মাল বিক্রেতার থাকবে। কিন্তু ক্রেতা যদি শর্ত করে তার কথা ভিন্ন।

كتاب الاستقراض

(ঋণ চাওয়া এবং এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়)

অধ্যায়ঃ পরিশোধ বা নষ্ট করার নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করা

١٠٧٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». (بخارى:٢٣٨٧)

১০৭৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে আল্লাহ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।

অধ্যায়ঃ ঋণ পরিশোধ করা প্রসঙ্গে

١٠٧٦ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أُحُدًا قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلاَّ دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» وَقَالَ: «مَكَانَكَ» وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: «مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ» فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي سَمِعْتُ أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ، قَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ». (بخارى:٢٣٨٨)

১০৭৬) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আমি পছন্দ করিনা যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করা হোক এবং তা থেকে তিন দিনের বেশী আমার নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট থাকুক। তবে সেই দীনার ব্যতীত যদ্বারা আমি ঋণ পরিশোধ করব। তারপর তিনি বললেনঃ যারা বেশী সম্পদশালী তারাই কম ছাওয়াব পেয়ে থাকে। তবে তারা ব্যতীত যারা এভাবে এভাবে ব্যয় করে থাকে। কিন্তু এরকম লোক খুবই কম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি ফেরত না আসা পর্যন্ত তুমি নিজ স্থানে অবস্থান কর। এই বলে তিনি কিছু দূর অগ্রসর হলেন। এ সময় আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি সে দিকে যেতে চাইলাম। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মনে পড়ে গেল, "আমি ফেরত না আসা পর্যন্ত তুমি নিজ স্থানে অবস্থান কর"। তিনি যখন আসলেন তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটি কিসের আওয়াজ শুনলাম? তিনি বললেনঃ তুমি শুনেছ কি? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আমার নিকট জিবরীল (আঃ) আগমণ করে বললেনঃ আপনার উম্মাতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যু বরণ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি বললামঃ যদিও সে এরকম এরকম (গুনাহ) করে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবুও।

অধ্যায়ঃ উত্তম রূপে ঋণ পরিশোধ করা

١٠٧٧ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ضُحًى فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (بخارى:٢٣٩٤)

১০৭৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ চাশতের সময় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলাম। তিনি বললেনঃ দু'রাকআত নামায পড়। তাঁর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি আমার পাওনা পরিশোধ করলেন এবং পাওনার চেয়ে বেশী দান করলেন।

অধ্যায়ঃ ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া

١٠٧٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ، مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ». (بخارى:٢٣٩٩)

১০৭৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি দুনিয়া ও আখেরাতে প্রত্যেক মুমিনের অধিক নিকটবর্তী। তোমরা চাইলে আল্লাহর এই বাণী পাঠ কর। النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ নবী মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট। (সূরা আহযাবঃ ৬) কাজেই কোন মুমিন মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন তার সম্পদের মালিক হবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ অথবা নাবালেগ সন্তান রেখে যায় তারা (নাবালেগ সন্তানেরা বা পাওনাদারগণ) যেন আমার নিকট আসে। কারণ আমি তাদের অভিভাবক।

অধ্যায়ঃ সম্পদ নষ্ট করা নিষেধ

١٠٧٩ــ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

১০৭৯) মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া এবং কারো প্রাপ্য না দেয়া ও কারো কাছে হাত পাততে নিষেধ করেছেন। আর তোমাদের জন্য অর্থহীন কথা বলা, বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপছন্দ করেছেন।

كتاب في الخصومات

(ঝগড়া-বিবাদ ও তা মীমাংসার বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ প্রতিপক্ষকে পাকড়াও করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং ইহুদী ও মুসলমানের মধ্যকার ঝগড়ার বর্ণনা

١٠٨٠ــ عَنْ عَبْد اللَّه بن مَسْعُود ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خلافَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِه، فَأَتَيْتُ به رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: «كِلاكُمَا مُحْسِنٌ لا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا».

১০৮০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি জনৈক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত এমনভাবে পাঠ করেত শুনলাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ভিন্নরূপে পড়তে শুনেছি। তার হাত ধরে তাকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি (আমাদের উভয়ের পাঠ শুনে) বললেনঃ তোমরা উভয়েই ঠিক পড়েছ। তোমরা বাদানুবাদ করোনা। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাদানুবাদ করেই ধ্বংস হয়েছে।

١٠٨١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلان رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُود قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِه وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ». (بخارى: ٢٤١١)

১০৮১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দু'ব্যক্তি পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হল। তাদের একজন ছিল মুসলিম এবং অপরজন ছিল ইহুদী। মুসলিম বললঃ ঐ সত্তার শপথ! যিনি মুহাম্মাদকে বিশ্বজগতের জন্য নির্বাচন করেছেন। ইহুদী বললঃ ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি মুসাকে বিশ্বজগতের জন্য নির্বাচন করেছেন। এতে মুসলিম হাত উঠিয়ে ইহুদীর চেহারায় চপেটাঘাত করল। ইহুদী তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তার মাঝে ও মুসলিমের মাঝের ব্যাপারটি অবহিত করল। নবী (ﷺ) মুসলিম ব্যক্তিকে ডেকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সেও ঘটনা খুলে বলল। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা আমাকে মুসার উপর প্রাধান্য দিওনা। কেননা লোকেরা কিয়ামতের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়বে। আমিও তাদের সাথে বেহুঁশ হয়ে পড়ব। এরপর আমি সবার আগে চেতনা ফিরে পাবো। আমি তখন দেখতে পাবো যে মুসা আরশের এক পাশ ধরে আছেন। আমি জানিনা, তিনি বেহুঁশ হয়ে আমার পূর্বেই চেতনা ফিরে পেয়েছেন? না তিনি তাদের একজন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বেহুঁশ হওয়া থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন।

টিকাঃ এতে প্রাধান্য লাভের বিশেষ কিছু নেই। আমাদের বিনয়ী নবী (ﷺ) উক্ত কথাকে বিনয়ে

আরও অগ্রনী হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে সমস্যা এড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

١٠٨٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلانٌ أَفُلانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.(بخارى: ٢٤١٣)

১০৮২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথাকে দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দিল। বালিকাকে বলা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি? অমুক ব্যক্তি? যখন ইহুদীর নাম উল্লেখ করা হল তখন মাথা দিয়ে ইশারা করল। ইহুদীকে পাকড়াও করা হলে সে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে তার মাথাকে দু'টি পাথরের মাঝে রেখে থেঁতলে দেয়া হল।

অধ্যায়ঃ ঝগড়া রত ব্যক্তিদের পরস্পরের বাক্যালাপ

١٠٨٣- حديث الأشعث تقدم قريبا وذكر فيه أنه اختصم هو ورجل من أهل حضرموت وفي هذه الرواية قال إنه هو يهودي

১০৮৩) আশআছের হাদীছটি একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এবং হাযরামাওতের একজন লোকের মাঝে ঝগড়া হয়েছিল। এই বর্ণনায় ঝগড়াকারী তিনি নিজে এবং একজন ইহুদীর কথা বলেছেন।

টিকাঃ আশআছের ঘটনাটি হচ্ছে এইঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন। আশআছ (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! তিনি এ কথা আমার সম্পর্কেই বলেছেন। আমার এবং এক ইহুদীর যৌথ মালিকানায় এক খন্ড ভূমি ছিল। ইহুদী আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। নবী (ﷺ) আমাকে বললেনঃ তোমার কি সাক্ষী আছে? আমি বললামঃ আমার কোন সাক্ষী নেই। অতঃপর তিনি ইহুদীকে বললেনঃ তুমি শপথ কর। আশআছ বলেনঃ আমি বললামঃ আল্লাহর শপথ! তাহলে সে কসম খেয়ে আমার মাল নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে অবতীর্ণ করেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই যারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর নামে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার বিক্রয় করে (আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে দুনিয়ার) সামান্য সম্পদ অর্জন করে আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। আর তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি"। (সূরা আল-ইমরানঃ ৭৭)

كتاب في اللقطة

(পড়ে থাকা জিনিষ কুড়ানো)

অধ্যায়ঃ পড়ে থাকা জিনিষের মালিক যদি সঠিক আলামত বর্ণনা করে তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে

١٠٨٤ــ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً». فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً» فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاَثًا فَقَالَ: «احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». (بخارى:٢٤٢٦)

১০৮৪) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আমি একটি থলে পেয়েছিলাম। তাতে ছিল একশত দীনার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আমি তাঁকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেনঃ এক বছর পর্যন্ত তুমি ঘোষণা কর। আমি তাই করলাম। এবারও এটি সনাক্ত করার মত কোন লোক পেলামনা। তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি পুনরায় বললেনঃ আরো এক বছর প্রচার কর। আমি তাই করলাম। কিন্তু এবারও এটি সনাক্ত করার মত কোন লোক পেলামনা। তারপর আমি তৃতীয়বার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। এবার তিনি বললেনঃ তুমি উক্ত থলের আকার, মুদ্রার সংখ্যা এবং বাঁধন মনে রাখবে। তারপর যদি উহার মালিক আসে তাহলে তাকে তা ফেরত দাও। আর যদি না আসে তাহলে তুমি তা দ্বারা উপকৃত হও।

অধ্যায়ঃ রাস্তায় খেজুর পাওয়া গেলে

١٠٨٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا». (بخارى:٢٤٣٢)

১০৮৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি যখন বাড়ীতে যাই তখন কখনও কখনও আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। আমি তা খাওয়ার জন্য উঠাই। তারপর আমার আশঙ্কা হয়, হতে পারে তা সাদকার খেজুর। তখন আমি তা ফেলে দেই।

টিকাঃ রাস্তায় সামান্য জিনিষ পড়ে থাকলে তার মালিকের অনুসন্ধান না করেই তা ব্যবহার করা জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যেহেতু সাদকার বস্তু হালাল ছিলনা তাই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ইমামগণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মতানুযায়ী যে পরিমাণ বস্তু পড়ে থাকলে তা নিজের জন্য নেয়া চলে, তা এমন অল্প হতে হবে, যার প্রতি মালিকের কোন ভ্রুক্ষেপ থাকেনা। ভ্রুক্ষেপ করার মত হলে তা তোলা যাবেনা। তবে শুধু এই শর্তে তা উঠানো যাবে যে, একবছর পর্যন্ত গণজামায়েতের স্থান সমূহে তার ঘোষণা দিবে। বছর পূর্ণ হলে এই শর্তে ব্যবহার করতে পারবে যে, তার পরিচয়ের চিহ্ন জেনে রাখবে। যাতে মালিক এসে গেলে নিশ্চিত হয়ে তার বদলা দিতে পারে।

كتاب المظالم

যুলুম-নির্যাতন ও মানুষের পারস্পরিক হকসমূহের বিবরণ

অধ্যায়ঃ যুলুমের দণ্ড

١١٨٦ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا». (بخارى: ٢٤٤٠)

১০৮৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মুমিনগণ যখন জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর থামানো হবে। তখন দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার বাড়ী যেমন চিনত তার চেয়ে বেশী তার বেহেশতের বাড়ীকে চিনতে পারবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত

١١٨٧ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: ﴿هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾. (بخارى: ٢٤٤١)

১০৮৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা মুমিনকে তার নিকটবর্তী করে তার উপর স্বীয় (সম্মানের) পর্দা স্থাপন করে তাঁকে আবৃত করে বলবেনঃ তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? সে বলবেঃ হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এমনকি আল্লাহ যখন তার কাছ থেকে সকল গুনাহর স্বীকৃত আদায় করবেন এবং বান্দা যখন দেখবে যে, সে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে তখন আল্লাহ বলবেনঃ আমি দুনিয়াতে তোমার এ সমস্ত গুনাহ গোপন রেখেছিলাম। আর আজ তোমার এ সমস্ত গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিব। তখন তার ভাল কাজগুলোর আমলনামা (ডান হাতে) প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফেকদের সম্পর্কে সাক্ষীগণ বলবেঃ এরা ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের প্রভুর উপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

অধ্যায়ঃ এক মুসলিম অন্য মুসলিমের উপর জুলুম করবেনা এবং কাউকে জুলুম করতেও দিবেনা

١٠٨٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ>>.(بخاري: ٢٤٤٢)

১০৮৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলুম করবেনা। তাকে বিপদাপদে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিবেনা। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে সহায়তা করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের উপর হতে দুনিয়ার কোন মসিবত দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদাপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

অধ্যায়ঃ তোমার যালেম ও মযলুম ভাইয়ের সাহায্য করো

١٠٨٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ». (بخارى:٢٤٤٤)

১০৮৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালেম হোক বা মজলুম। তারা বললেনঃ মজলুমকে সাহায্য করার কথা তো আমরা বুঝলাম। তবে আমরা কিভাবে জালেমকে সাহায্য করতে পারি। তিনি বললেনঃ তার হাত ধরে জুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন জুলুম গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে

١٠٩٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১০৯০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন জুলুম (জালেমের জন্য) গাঢ় অন্ধকার হবে।

অধ্যায়ঃ কেউ যদি কারো উপর জুলুম করে এবং মাজলুম ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তার পরও কি সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে পারবে

١٠٩١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». (بخارى:٢٤٤٩)

১০৯১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন সেই দিন আসার আগে আজই তার কাছ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায় (ক্ষমা চেয়ে নেয়), যেদিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবেনা। তার যদি নেকী থাকে তাহলে তা থেকে জুলুমের সমপরিমাণ নেকী কেটে নেয়া হবে। আর তার যদি নেকী না থাকে তাহলে তার সাথীর (মজলুমের) গুনাহসমূহ থেকে কিছু নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ অন্যায়ভাবে যমীন জবরদখল করার গুনাহঃ

١٠٩٢ــ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

১০৯২) সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কারো জমিন জবরদখল করবে কিয়ামত দিবসে তার গলায় সাতটি যমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

١٠٩٣ــ عَنْ ابن عمر رَضِي اللّٰه عَنْهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». (بخارى:٢٤٥٤)

১০৯৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "অন্যায়ভাবে যে ব্যক্তি কারো যমীনের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নীচে দাবিয়ে দেয়া হবে"।

অধ্যায়ঃ কেউ যদি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয

١٠٩٤ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُما: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَأْكُلُونَ تَمْرًا فقال: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. (بخارى:٢٤٥٥)

১০৯৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখলেনঃ তারা খেজুর খাচ্ছে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ রাসূল (ﷺ) দু'টি খেজুর এক সাথে খেতে নিষেধ করেছেন। তবে তোমাদের কেউ যদি তার ভাই থেকে অনুমতি নেয় তবে কোন অসুবিধা নেই।

টিকাঃ ইসলামের শিষ্টাচার সামান্য অনিয়মকেও আশ্রয় দেয়না। এ হাদীছ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ "সে খুব বড় ঝগড়াটে"

١٠٩٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ».

১০৯৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক ঘৃণিত, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি জেনে-শুনে অযথা ঝগড়া করে তার গুনাহ

١٠٩٦ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا ﷺ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا». (بخارى:٢٤٥٨)

১০৯৬) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ শুনে তাদের নিকট গেলেন এবং বললেনঃ আমি একজন মানুষ। আমার কাছে বিবাদকারীরা আসে। তোমাদের কেউ অন্য কারো চেয়ে অধিক বাকপটু হয়ে থাকে। তার কথা শুনে আমি মনে করি যে, সে সত্যবাদী। তার কথা অনুযায়ী আমি তার পক্ষে রায় দেই। সুতরাং আমি যদি বিচারে কোন মুসলমানের হক তাকে দেই তবে তা হবে দোযখের একটি টুকরা। এরপরও ইচ্ছা করলে সে তা গ্রহণ করুক অথবা ইচ্ছা করলে তা বর্জন করুক।

অধ্যায়ঃ জালেমের মাল যদি মজলুমের হস্তগত হয় তবে সে নিজের প্রাপ্য নিতে পারে

١٠٩٧ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ». (بخارى:٢٤٦١)

১০৯৭) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ) কে বললামঃ

আপনি তো আমাদেরকে কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। কখনও কখনও আমরা এমন গোত্রের নিকট গমণ করি যারা আমাদের মেহমানদারী করেনা। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা কোন গোত্রের নিকট অবতরণ করলে তারা যদি তোমাদের জন্য মেহমানদারীর আয়োজন করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করো। আর তারা যদি আয়োজন না করে তাহলে জোর করে হলেও তাদের থেকে অতিথির হক আদায় করে নাও।

অধ্যায়ঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে স্বীয় দেয়ালে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে

١٠٩٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. (بخارى:٢٤٦٣)

১০৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে স্বীয় দেয়ালে কাষ্ঠ রাখতে নিষেধ না করে। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এই হাদীছ থেকে বিমুখ দেখতে পাচ্ছি!! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে এ হাদীছ শুনাতেই থাকবো।

টিকাঃ প্রাচীনকালে পাশাপাশী ঘর বানাতে গেলে প্রতিবেশীর দেয়ালের উপর কাষ্ঠ রাখার সুযোগ থাকলে তার ছাদের উদ্দেশ্যে পৃথক প্রাচীরের প্রয়োজন হতনা। তাই এহেন সহযোগিতার উদ্দেশ্যেই নবী (ﷺ) উপদেশ দিয়েছেন এবং তা না মানার জন্য আবু হুরায়রা রাগান্বিত হয়েছেন।

অধ্যায়ঃ বাড়ীর আঙ্গিনা, তাতে এবং রাস্তায় বসা

١٠٩٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ». فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ». (بخارى:٢٤٦٥)

১০৯৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাকো। তারা বললেনঃ রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এটাই আমাদের বসার জায়গা। আমরা তাতে বসে গল্প করি। নবী (ﷺ) বললেনঃ এ ছাড়া তোমাদের যদি অন্য কোন উপায় না থাকে তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা জিজ্ঞেস করলেনঃ রাস্তার হক কি? তিনি বললেনঃ দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে ফেলা, সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা।

অধ্যায়ঃ জনসাধারণের রাস্তা নিয়ে মতবিরোধ হলে

١١٠٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ. (بخاري:٢٤٧٣)

১১০০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাস্তা নিয়ে মতবিরোধ করার সময় নবী (ﷺ) (যমীনের মালিককে) সাত হাত পরিমাণ জায়গা রাস্তার জন্য ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ লুটপাট করা এবং প্রাণীর অঙ্গহানি করা নিষেধ

١١٠١ــ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ . (بخارى:٢٤٧٤)

১১০১) আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুটপাট করা এবং অঙ্গহানি (বিকলাঙ্গ) করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হল

١١٠٢ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

১১০২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হল সে শহীদ।

অধ্যায়ঃ অন্যের পেয়ালা বা অন্য কিছু ভেঙে ফেললে

١١٠٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: «كُلُوا» وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. (بخارى:٢٤٨١)

১১০৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁর কোন একজন স্ত্রীর কাছে ছিলেন। তখন কোন একজন উম্মুল মু'মিনীন খাদেমের মাধ্যমে খাদ্যসহ একটি পেয়ালা পাঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তিনি স্বীয় হাতের আঘাতে পেয়ালাটি ভেঙ্গে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পেয়ালাটি উঠিয়ে জোড়া লাগিয়ে তাতে খানা রেখে বললেনঃ তোমরা খাও। নবী (ﷺ) পেয়ালাটি রেখে দিলেন এবং পেয়ালা আনয়নকারীকে খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখলেন। খাওয়া শেষ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাঙ্গা পেয়ালাটি রেখে দিলেন এবং তার পরিবর্তে একটি ভাল পেয়ালা দিয়ে দিলেন।

كتاب الشركة

(অংশীদারিত্বের বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ খাদ্য, পাথেয় এবং দ্রব্যসামগ্রীতে অংশীদারিত্ব

١١٠٤ــ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: خَفَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ» فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ». (بخارى:٢٤٨٤)

১১০৪) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা এক সফরে মানুষের খাদ্যসামগ্রী কম হয়ে গেল এবং তারা মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাদের উট যবাই করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সাথে উমর (রাঃ)এর সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে এ সংবাদ দিলেন। তিনি বললেনঃ উট নিঃশেষ হওয়ার পর তোমাদের বাঁচার উপায় কি? অতঃপর উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে প্রবেশ করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! উট নিঃশেষ হওয়ার পর তাদের বাঁচার উপায় কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন অতিরিক্ত খাদ্য নিয়ে আসে। অতঃপর চামড়ার একটি দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া হল। তারা সেই চামড়ার উপর তা রাখতে লাগল। নবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। লোকেরা অঞ্জলি ভর্তি করে নিতে লাগলেন। যখন সবার নেয়া শেষ হল তখন তিনি বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

١١٠٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ».

১১০৫) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আশআরী গোত্রের লোকগণ যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা মদীনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনের খাবার কম হয়ে যায় তখন তারা তাদের যা কিছু থাকে তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। অতএব তারা আমার অন্তর্ভূক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত।

অধ্যায়ঃ ছাগল-ভেড়া বণ্টন করা

١١٠٦ــ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» فَقَالَ: جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

(بخارى:٢٤٨٨)

১১০৬) রাফে বিন খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা যুল-হুলায়ফাতে ছিলাম। মানুষেরা তখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল এবং তারা কিছু উট ও বকরী গণীমত পেল। রাফে বিন খাদীজ বলেনঃ নবী (ﷺ) ছিলেন সবার পেছনে। তাঁরা তাড়াহুড়া করে সেগুলো যবাই করে পাতিলে উঠিয়ে দিল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে হাড়ি-পাতিল উল্টিয়ে ফেলা হল। তারপর তিনি বন্টন করলেন। তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান গণ্য করলেন। তার মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। তারা সেটির পিছনে ছুটল, কিন্তু সেটা তাদেরকে ক্লান্ত করে ফেলল। সে সময় তাদের ঘোড়ার সংখ্যা খুব কম ছিল। অবশেষে জনৈক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করল। এতে উটটি থেমে গেল। নবী (ﷺ) বললেনঃ নিশ্চয়ই পলায়নকারী বন্য জন্তুদের মত এ সকল চতুষ্পদ কতগুলো পলায়নপর হয়ে থাকে। সুতরাং এ সব জন্তুর কোনটি যদি তোমাদেরকে হারিয়ে দেয় (পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে) তবে তার সাথে এরূপ করবে (অর্থাৎ তীর নিক্ষেপ করে সেটিকে দুর্বল করবে ও আটকিয়ে ফেলবে। অতঃপর যবাই করবে)। রাফে বলেনঃ আমি বললামঃ আগামীকাল আমরা শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কায় পতিত হব। আমাদের সাথে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশ (বাঁশের ধারালো দিক) দিয়ে যবাই করতে পারব? নবী (ﷺ) বললেনঃ যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় তা তোমরা খাও। তবে যবাইয়ের যন্ত্র যেন দাঁত বা নখ না হয়। কারণ দাঁত হল হাড় এবং নখ হল হাবশীদের ছুরি।

অধ্যায়ঃ শরীকদের মধ্যে যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর উচিত মূল্য নির্ধারণ করা

١١٠٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». (بخارى:٢٤٩٢)

১১০৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন (যৌথ মালিকানাধীন) গোলাম থেকে তার নিজের অংশ মুক্ত করবে তার সম্পদ দ্বারা ঐ ক্রীতদাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যদি তার তত পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে ঐ ক্রীতদাসের সঙ্গত মূল্য নিরূপন করা হবে। তারপর তার প্রতি কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ না করে তাকে কাজে খাটতে দিতে হবে। (যাতে সে কাজে খেটে অপর শরীকের অবশিষ্ট অংশ পরিশোধ করে সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যেতে পারে)

টিকাঃ হাদীছে দাসমুক্তির প্রতি প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অধ্যায়ঃ লটারীর মাধ্যমে অংশ নির্ধারণ ও বণ্টন করা যাবে কি না

١١٠٨ــ عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللّٰه وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا». (بخارى:٢٤٩٣)

১১০৮) নু'মান বিন বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী এবং তা লংঘনকারীর উপমা হল যেমন কিছু সংখ্যক লোক লটারীর মাধ্যমে একটি নৌযানে আরোহন করল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আবার কেউ পেল নীচ তলায়। নীচ তলার যাত্রীগণের যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে উপর তলার যাত্রীদের কাছে যেতে হয়। এমতাবস্থায় নীচ তলার লোকেরা বলাবলি করতে লাগলঃ আমরা যদি নিজেদের অংশে ছিদ্র করে পানি সংগ্রহ করে নিতাম এবং উপরের তলার লোকদেরকে কোন কষ্ট না দিতাম তাহলে ভাল হত। এখন উপরের লোকেরা যদি নীচের লোকদেরকে বাধা না দিয়ে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে বাধা দেয় তবে তারা নিজেরাও বাঁচবে অন্য সবাইও বেঁচে যাবে।

টিকাঃ হাদীছে যেমন লটারীর কথা পাওয়া যাচ্ছে তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদের কথা আরো অধিক গুরুত্বসহকারে প্রনিধানযোগ্য।

অধ্যায়ঃ খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বস্তুতে অংশীদারিত্বের বর্ণনা

١١٠٩ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ هِشَامٍ ﷺ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰه ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰه، بَايِعْهُ فَقَالَ: «هُوَ صَغِيرٌ». فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَ فَيَقُولانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. (بخارى:٢٥٠١ ــ ٢٥٠٢)

১১০৯) আব্দুল্লাহ বিন হিশাম হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতা যায়নাব বিনতে হুমায়েদ তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলেন। যায়নাব বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এর কাছ থেকে বায়আত নিন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ সে তো ছোট। এই বলে তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। আর তিনি বাজারে গিয়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার সাথে সাক্ষাত করেই তাকে বলতেনঃ আমাদেরকেও তোমার ব্যবসায় শামিল কর। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। তাই তিনি তাদেরকে ব্যবসায় শরীক করতেন। অধিকাংশ সময়েই তিনি উট বোঝাই মাল লাভে পেতেন। তা তিনি স্বীয় বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

كتاب الرهن في الحضر

স্বদেশে অবস্থানকালে বন্ধক সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা

অধ্যায়ঃ বন্ধক রাখা জন্তুর উপর আরোহন করা এবং তার দুধ পান করা

١١١٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». (بخارى:٢٥١٢)

১১১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ খরচের বিনিময় স্বরূপ বন্ধক রাখা জন্তুর উপর আরোহন করা যেতে পারে। খরচের বিনিময় স্বরূপ বন্ধক রাখা জন্তুর দুধ পান করা যেতে পারে। আরোহনকারী এবং দুধ পানকারীর উপর জন্তুর খরচ বহন করা আবশ্যক।

অধ্যায়ঃ বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহিতা মতবিরোধ করলে

١١١١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (بخارى: ٢٥١٤)

১১১১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) ফয়সালা দিয়েছেন যে, বাদী যদি সাক্ষী পেশ করতে না পারে তাহলে বিবাদী শপথ করবে।

كتاب العتق

(দাসমুক্তি)

অধ্যায়ঃ দাসমুক্তির ফজীলত

١١١٢ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». (بخارى:٢٥١٧)

১১১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাস মুক্ত করবে আল্লাহ দাসের প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন।

অধ্যায়ঃ কোন্ ধরণের দাস মুক্ত করা উত্তম

١١١٣ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ». (بخارى:٢٥١٨)

১১১৩) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন প্রকার কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ কোন্ ধরণের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেনঃ যার মূল্য অধিক ও মনিবের নিকট অধিক প্রিয়। আবু যার বলেনঃ আমি বললামঃ যদি আমি এরূপ করতে না পারি? তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি কোন কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা অদক্ষ লোককে কোন কর্ম শিক্ষা দিবে। আমি আবার বললামঃ আমি যদি এ কাজও করতে না পারি? তিনি বললেনঃ মানব সমাজকে তোমার ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে। কেননা এটাও সাদকা যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পার।

অধ্যায়ঃ দুই বা ততোধিক লোকের মালিকানাধীন দাস-দাসী মুক্ত করা

١١١٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

১১১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন যৌথ মালিকানাধীন গোলাম থেকে তার অংশ মুক্ত করল তার যদি গোলামের মূল্য পরিমাণ মাল থাকে তবে ইনসাফের সাথে গোলামের মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং অন্যান্য মালিকদেরকে তাদের অংশ পরিশোধ করে দিবে। এতে তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি পুরো মূল্য তার কাছে না থাকে তাহলে যেটুকু আযাদ করেছে সেটুকই আযাদ বলে গণ্য হবে।

অধ্যায়ঃ ভুলক্রমে দাস মুক্ত করা, তালাক দেয়া এবং অনুরূপ কাজে ত্রুটি হওয়া সম্পর্কে

١١١٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ». (بخارى:٢٥٢٨)

১১১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ঐ সমস্ত কথা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা তার অন্তরে ওয়াস্ওয়াসা স্বরূপ উদয় হয়। যতক্ষণ না কার্যে পরিণত করবে অথবা কথার মাধ্যমে তা ব্যক্ত করবে।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার দাসকে মুক্ত করার নিয়তে বলেঃ সে আল্লাহর জন্য। আযাদ করার সময় সাক্ষী রাখা

١١١٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلاَمَ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ قَدْ أَتَاكَ». فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَــا وَعَنَائِهَــا + عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجت (بخارى: ٢٥٣٠)

১১১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমণ করলেন তখন তার সাথে ছিল তাঁর গোলাম। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর গোলামটি আসল। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! এই তো তোমার গোলাম এসে গেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) তখন বললেনঃ আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, সে আজ থেকে মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেনঃ আবু হুরায়রা সেই সময় বলতেনঃ হিজরতের রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক ছিল। তবে দারুল কুফর হতে তা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে।

অধ্যায়ঃ মুশরিক যদি গোলাম আযাদ করে

١١١٧ــ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ: أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّــةِ، كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا، يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَــى مَــا سَــلَفَ لَــكَ مِــنْ خَيْــرٍ». (بخارى:٢٥٣٨)

১১১৭) হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জাহেলী যুগে একশত গোলাম আযাদ করলেন এবং আরোহনের জন্য লোকদেরকে একশত উট দান করলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন আবার আরোহনের জন্য লোকদেরকে একশত উট দান করলেন এবং একশত গোলাম আযাদ করলেন। তিনি বলেনঃ এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ অতীতে সম্পন্নকৃত পূণ্য কাজের উপরই তুমি মুসলিম হয়েছ। অর্থাৎ জাহেলী যামানায় তুমি যে সমস্ত বস্তু দান করেছ তুমি তার ছাওয়াব পাবে।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি যদি আরবী গোলামের মালিক হয়

١١١٨ــ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَــامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. (بخارى:٢٥٤١)

১১১৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) বনী মুস্তালেকের উপর আক্রমণ করলেন। তখন তারা ছিল অপ্রস্তুত। তাদের পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করলেন। সেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুওয়াইরিয়া (রাঃ)কে লাভ করলেন।

١١١٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلاث سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِيهِمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ» قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَـذِهِ صَـدَقَاتُ قَوْمِنَا» وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». (بخارى:٢٥٤٣)

১১১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে বনী তামীম সম্পর্কে তিনটি কথা শুনার পর থেকে আমি সব সময় তাদেরকে ভালবেসে আসছি। নবী (ﷺ) কে আমি বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে তারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ যখন বনী তামীমের যাকাত আসল তখন নবী (ﷺ) বলেছিলেনঃ এগুলো আমার গোত্রীয় লোকদের যাকাত। আয়েশা (রাঃ)এর নিকট বনী তামীমের একটি দাসী ছিল। নবী (ﷺ) আয়েশাকে বললেনঃ তুমি তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ইসমাঈলের সন্তান।

অধ্যায়ঃ দাস-দাসীকে মারধর করা অপছন্দনীয়

١١٢٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّـكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلايَ، وَلا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، وَفَتَاتِي، وَغُلامِي». (بخارى:٢٥٥٢)

১১২০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন একথা না বলেঃ তুমি তোমার রবকে খাবার দান করো, তোমার রবকে অযু করাও, তোমার রবকে পানি পান করাও; বরং সে যেন বলেঃ আমার সায়্যেদ (নেতা), আমার মাওলা (মনিব)। অনুরূপ তোমাদের কেউ যেন না বলে আমার আব্দ (বান্দা) আমার আমাহ্ (বান্দী); বরং সে যেন বলেঃ আমার সেবক, আমার গোলাম।

অধ্যায়ঃ তোমাদের কারো নিকট যখন তার খাদেম খাদ্য নিয়ে আসবে

١١٢١ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاجَهُ». (بخارى:٢٥٥٧)

১১২১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো নিকট যখন তার খাদেম খাবার নিয়ে আসবে তখন সে যদি খাদেমকে সাথে নাও বসায় তাহলে অন্ততঃ এক বা দুই লোকমা খাবার যেন তার মুখে তুলে দেয় অথবা একবার বা দু'বার যেন তার মুখে খাবার তুলে দেয়। কারণ সে এই খাবার পরিবেশনের জন্য পরিশ্রম করেছে।

অধ্যায়ঃ কেউ তার খাদেমের চেহারায় আঘাত করবে না

١١٢٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».

১১২২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন কারো সাথে মারপিট করবে তখন সে যেন চেহারায় আঘাত না করে।

كتاب المكاتب

(মুকাতাব তথা চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ মুকাতাব গোলামের সাথে যে ধরণের শর্ত করা যেতে পারে

١١٢٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». (بخارى:٢٥٦١)

১১২৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, বারীরা তার মুকাতাবা তথা অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য তাঁর (আয়েশার) কাছে আসল। তখন পর্যন্ত সে তার দাসত্ব মোচনের কিছুই পরিশোধ করতে পারেনি। আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেনঃ তুমি তোমার পরিবারের লোকদের কাছে যাও। তারা যদি চায় তাহলে আমি তোমার মুক্তির জন্য সমুদয় অর্থ পরিশোধ করব এবং তোমার পরিত্যক্ত সম্পদ হবে আমার তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করব। বারীরা তার লোকদের কাছে গিয়ে তা বললে তারা অস্বীকৃতি জানিয়ে বললঃ তিনি যদি ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে এটা করতে চান তাহলে তিনি তা করুন। আর তোমার পরিত্যক্ত সম্পদ হবে আমাদের। সুতরাং আয়েশা (রাঃ) ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যক্ত করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কারণ যে আযাদ করবে আযাদকৃত গোলামের ওয়ারিস সেই হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকলের জন্য ভাষণ দেয়ার সময় বললেনঃ লোকদের কি হল যে, তারা এমন এমন শর্ত আরোপ করে থাকে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবে নেই এমন একশতটি শর্ত স্থির করলেও তার কোন মূল্য নেই। আল্লাহর শর্তই অধিক মজবুত ও দৃঢ়।

كتاب الهبة

{হিবা (দান) করার বর্ণনা}

অধ্যায়ঃ হিবার ফজীলত এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা

١١٢٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».

১১২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ হে মুসলিম নারীগণ! একজন প্রতিবেশিনী যেন আরেক প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা না করে। সে যদি হাদীয়া স্বরূপ বকরীর একটি খুরও পাঠিয়ে দেয় তবে তা গ্রহণ করা উচিত।

١١٢٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلالِ ثُمَّ الْهِلالِ ثَلاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا. (بخارى:٢٥٦٧)

১১২৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর ভাগ্নে উরওয়াকে বললেনঃ হে আমার বোনের পুত্র! আমরা মাসের শুরুতে নতুন চাঁদ দেখতাম। অতঃপর আরেকটি চাঁদ দেখতাম। এভাবে দুই মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম। দুই দুইটি মাস কেটে যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আগুন জ্বলতনা। উরওয়া (রাঃ) বললেনঃ হে খালা! তোমাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হত? তিনি বললেনঃ দু'টি কালো বস্তুর উপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকতাম। তার একটি হল পানি আর অপরটি হল খেজুর। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের ছিল দুধের বকরী। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুধ পাঠাতেন। তিনি তা থেকে আমাদেরকেও পান করাতেন।

١١٢٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ، لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ». (بخارى:٢٥٦٨)

১১২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমাকে যদি খুর অথবা বাহুর সামান্য গোশতের দাওয়াত দেয়া হয় তাতেও আমি যাবো। আর যদি খুর অথবা বাহুর গোশত হাদীয়া স্বরূপ দেয়া হয় আমি তাও গ্রহণ করবো।

অধ্যায়ঃ শিকার থেকে হাদীয়া গ্রহণ করা

١١٢٧ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ قُلْتُ وفِي روايةٍ: وَأَكَلَ مِنْهُ. (بخارى:٢٥٧٢)

১১২৭) আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'মার্‌রুয যাহরান' নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশকে তাড়া করলাম। লোকেরা তার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেল। অবশেষে আমি সেটি পাকড়াও করলাম। আমি সেটি নিয়ে আবু তালহার নিকট গেলাম। আবু তালহা সেটিকে যবাই করে তার পেছনের অংশ অথবা তার রান দু'টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। নবী (ﷺ) তা গ্রহণ করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তা থেকে খেলেন।

অধ্যায়ঃ হাদীয়া গ্রহণ করা

١١٢٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (بخارى:٢٥٧٥)

১১২৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে হুফায়েদ তথা ইবনে আব্বাসের খালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পনির, ঘি এবং যব্ব (সাণ্ডা) উপহার দিলেন। নবী (ﷺ) পনির এবং ঘি খেলেন। এবং ঘৃণিত হওয়ার কারণে সান্ডা প্রত্যাখ্যান করলেন। ইবনে আব্বাস বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে সান্ডা খাওয়া হয়েছে। তা যদি হারাম হত তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে তা খাওয়া হত না।

টিকাঃ সাণ্ডা দেখতে অনেকটা গুই-সাপের মত। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। গুই-সাপ জলে ও স্থলে বাস করে। কিন্তু সাণ্ডা কখনও পানিতে নামেনা। আরবের মরুভূমিতে এটি সাধারণত দেখা যায়। আরবীতে এটিকে 'যব্ব' বলা হয়। সাণ্ডা খাওয়া হালাল। আর গুই সাপ ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

١١٢٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

১১২৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট খাদ্য আনয়ন করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, উহা সাদকা না হাদীয়া? যদি বলা হত সাদকা তাহলে তিনি তার সাহাবীদের বলতেনঃ খাও, কিন্তু নিজে খেতেন না। আর যদি বলা হতঃ হাদীয়া বা উপহার তাহলে দ্রুত হাত বাড়িয়ে তাদের সাথে খাওয়া শুরু করতেন।

١١٣٠ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

১১২৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একদা কিছু গোশত আনা হল। বলা হল এ গোশত বারীরাকে সাদকা করা হয়েছে। তিনি তখন বললেনঃ তার জন্য সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য তা উপহার।

١١٣١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ، فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: فَكَلِّمِيهِ، قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ، فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا: «لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلاَّ عَائِشَةَ» قَالَتْ: فَقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ أَلا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟» قَالَتْ: بَلَى، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَتَتْهُ، فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ: «إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ».

(بخاری:٢٥٨١)

১১৩০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক গ্রুপে ছিলেন আয়েশা, হাফসা, সাফিয়া এবং সাওদা এবং আরেক গ্রুপে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ। মুসলিমগণ জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আয়েশাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হাদীয়া দেয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বিলম্ব করতেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আয়েশা (রাঃ)এর বাড়ীতে থাকতেন সে দিন তারা হাদীয়া পাঠাতেন। উম্মে সালামার দল উম্মে সালামাকে বললেনঃ আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলুনঃ তিনি যেন মানুষকে বলে দেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদীয়া দিতে চায় সে যেন তা পাঠিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর যে কোন স্ত্রীর ঘরেই অবস্থান করুন না কেন। উম্মে সালামা তাদের কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জানালেন। তিনি তখন কিছু বললেন না। উম্মে সালামার সাথীগণ উম্মে সালামাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। তাঁরা পুনরায় বললেনঃ আপনি আবার কথা বলুন। তাঁর ঘরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এলে তিনি আবারও কথা বললেন। এবারও তিনি তার কথার কোন জবাব দিলেন না। তাঁরা তাকে পুনরায় এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তিনি আমার কথার কোন উত্তর দেন নি। তাঁরা বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনার কথার জবাব না দেয়া পর্যন্ত আপনি কথাগুলো তাঁর কাছে পেশ করতে থাকুন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালা তাঁর ঘরে হলে তিনি ঐ কথাগুলো আবার বললেন। এবার তিনি তাঁকে বললেনঃ আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিওনা। কেননা একমাত্র আয়েশা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় থাকাকালে আমার

নিকট অহী আসেনি। আয়েশা (রা) বলেনঃ উম্মে সালামা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতেমাকে ডেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ কথা বলার জন্য পাঠালেন যে, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর শপথ দিয়ে আবু বকরের কন্যার ব্যাপারে আপনাকে ইনসাফ করতে বলেছেন। ফাতেমা তাদের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেনঃ হে প্রিয় কন্যা! আমি যা ভালবাসি তুমি কি তা ভালবাস না। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। ফাতেমা ফেরত গিয়ে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোভাব জানিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেনঃ আপনি আবার যান। ফাতেমা দ্বিতীয়বার যেতে অস্বীকার করলেন। পরবর্তীতে তারা জয়নব বিনতে জাহশকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বললেন। তিনি বললেনঃ ইবনে আবি কুহাফার কন্যার ব্যাপারে ইনসাফ করার জন্য আপনার স্ত্রীগণ আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছেন। এ কথা বলে তিনি আওয়াজ উঁচু করলেন এবং আয়েশাকে গালি দিলেন। আয়েশা (রাঃ) সেখানেই বসা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশার দিকে তাকিয়ে থাকলেন যে, আয়েশা কিছু বলছে কিনা? বর্ণনাকারী বলেনঃ পরিশেষে আয়েশা (রাঃ) কথা বললেন এবং যয়নবের উত্তর দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। তখন নবী (ﷺ) আয়েশার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ নিশ্চয়ই সে আবু বকরের কন্যা।

অধ্যায়ঃ যে প্রকারের হাদীয়া ফেরত দেয়া যাবেনা

١١٣٢ــ عن أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ.(بخارى:٢٥٨٢)

১১৩২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কে সুগন্ধি হাদীয়া দেয়া হলে তিনি তা ফেরত দিতেন না।

অধ্যায়ঃ দানের বিনিময় প্রদান করা

١١٣٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. (بخارى:٢٥٨٥)

১১৩৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার বিনিময় প্রদান করতেন।

অধ্যায়ঃ দানের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা

١١٣٤ــ عَنْ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا»؟ قَالَ: لا قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. (بخارى:٢٥٨٧)

১১৩৪) নু'মান বিন বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে একটা জিনিষ দান করলেন। আমার মাতা আমরা বিনতে রাওয়াহা বললেনঃ যতক্ষণ না এ ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সাক্ষী না রাখবেন ততক্ষণ আমি সন্তুষ্ট হবোনা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমার স্ত্রী আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে একটি জিনিষ দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলেছেঃ

আমি যেন আপনাকে সাক্ষী রাখি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেনঃ তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেনঃ না। এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। বর্ণনাকারী বলেনঃ তিনি ফিরে গিয়ে দান ফেরত নিলেন।

অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর হিবা তথা দান বিনিময় করা

١١٣٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

১১৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দান করে যে তা ফেরত নেয় সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে বমি করে পুনরায় তা খেয়ে ফেলে।

অধ্যায়ঃ বিবাহিতা মহিলা তার স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে হাদীয়া দিলে বা গোলাম আযাদ করলে

١١٣٦ــ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّه أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ: «أَوَفَعَلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ».

১১৩৬) মাইমুনা বিনতে হারিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ব্যতীত একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন। পালাক্রমে তাঁর ঘরে থাকার দিন আসলে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানেন কি? আমি আমার দাসীটি মুক্ত করে দিয়েছি। এ কথা শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ সত্যিই কি তা করেছ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি যদি তা না করে তোমার মামাদেরকে দান করতে তাহলেই সবচেয়ে বেশী ছাওয়াব লাভ করতে।

টিকাঃ স্ত্রী নিজের মালিকানাধীন বস্তু দান করাতে স্বামীর অনুমোতির প্রয়োজন নেই। তবে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অনুমোতি নেয়াই ভাল।

١١٣٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّه ﷺ.

১১৩৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন সফর করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। লটারীতে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে যার নাম উঠত তিনি তাকে নিয়ে সফরে বের হতেন। আর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন এবং একটি রাত বন্টন করতেন। কিন্তু সাওদা বিনতে যামআ রাসূলের সন্তুষ্টির আশায় তাঁর দিন ও রাত আয়েশাকে দান করে দিয়েছিলেন।

অধ্যায়ঃ কিভাবে দাস বা অন্যান্য জিনিস দখলে আনতে হবে?

١١٣٨ــ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: «خَبَأْنَا هَذَا لَكَ». قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «رَضِيَ مَخْرَمَةُ». (بخارى:٢٥٩٩)

১১৩৮) মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছু রেশমী কাপড় বিতরণ করলেন। তা থেকে মাখরামাকে কিছুই দিলেন না। মাখরামাহ (রাঃ) তার

পুত্রকে বললেনঃ হে বৎস! আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চল। তাই আমি তার সাথে গেলাম। মাখরামাহ বললেনঃ ভিতরে যাও এবং তাকে আমার কথা বলে ডাক। মিসওয়ার বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ডাকলাম। তিনি বাইরে আসলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল উক্ত জামাসমূহের একটি জামা। তিনি বললেনঃ এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। মিসওয়ার বলেনঃ মাখরামাহ তা দেখে খুশী হলেন।

অধ্যায়ঃ এমন পোষাক হাদীয়া দেয়া যা পরিধান করা নাজায়েয

١١٣٩ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا». فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا» فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: «تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ». (بخارى:٢٦١٣)

১১৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁর কন্যা ফাতেমার বাড়ীতে আসলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আলী (রাঃ) বাড়ীতে আসলেন। ফাতেমা (রাঃ) আলী (রাঃ)এর নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলেন। আলী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ আমি তাঁর ঘরের দরজায় একটি ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলন্ত দেখেছি। তারপর তিনি বললেনঃ দুনিয়ার সাজসজ্জায় আমার কি প্রয়োজন রয়েছে? আলী (রাঃ) ফাতেমার কাছে ফেরত গিয়ে এ সব জানালেন। ফাতেমা বললেনঃ তিনি যেন এ ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করেন। নবী (ﷺ) বলে পাঠালেনঃ অমুক পরিবারের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দাও। এগুলোর প্রতি তাদের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

টিকাঃ নিষিদ্ধ কাপড় অন্যকে দেয়ার কারণ এই হতে পারে যে, তিনি তা বিক্রি করে অর্থ কাজে লাগাবেন কিংবা বিছানা হিসাবে ব্যবহার করবেন। (আল্লাহই ভাল জানেন)

١١٤٠ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

১১৪০) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাকে এক জোড়া রেশমী কাপড় উপহার দিলেন। আমি তা পরিধান করলে নবী (ﷺ)-এর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তাই আমি এটি ছিড়ে আমার স্ত্রীদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম।

অধ্যায়ঃ মুশরিকদের হাদীয়া গ্রহণ করা

١١٤١ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ»؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟» قَالَ: لاَ بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى وَايْمُ اللّٰه مَا فِي الثَّلاَثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ. (بخارى:٢٦١٨)

১১৪১) আব্দুর রাহমান বিন আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একশ ত্রিশজন লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমাদের কারো কাছে

খাবার আছে কি? দেখা গেল একজন লোকের সাথে এক 'সা' বা অনুরূপ কিছু খাদ্য ছিল। রুটি বানানোর জন্য তা গুলা হল। এ সময় দীর্ঘকায় অবিন্যস্ত চুল বিশিষ্ট একজন মুশরিক লোক একপাল বকরী নিয়ে আসলে নবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বেচবে না দান করবে? সে বললঃ না, বরং বিক্রি করব। নবী (ﷺ) তার নিকট থেকে একটি ছাগল ক্রয় করলেন। সেটি যবেহ করা হল। তিনি এর কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ! একশ ত্রিশজন লোকের সকলকেই তিনি সেখান থেকে এক টুকরা করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল তাকে দিলেন আর যে অনুপস্থিত ছিল তার জন্য রেখে দিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করলেন। সবাই খেল। আমরাও পেট ভরে খেলাম। পাত্র দু'টিতে কিছু গোশত অতিরিক্ত রয়ে গেল। ঐ গুলোকে আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে যাত্রা করলাম। অথবা বর্ণনাকারী অনুরূপ কথা বলেছেন।

অধ্যায়ঃ মুশরিকদেরকে হাদীয়া দেয়া

١١٤٢ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ». (بخارى:٢٦٢٠)

১১৪২) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমার মাতা আমার নিকট আগমণ করলেন। তিনি ছিলেন মুশরিক। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম। আমার মাতা আগমণ করেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি খুবই আগ্রহী। আমি কি তার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে পারি? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার মায়ের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।

অধ্যায়ঃ

١١٤٣ــ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ مَرْوَانَ لِبَنِي صُهَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.(بخارى:٢٦٢٤)

১১৪৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মারওয়ান বিন হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে বনী সুহাইবের জন্য সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন নবী (ﷺ) বনী সুহাইবকে দু'টি ঘর এবং একটি কামরা দান করেছেন। সুতরাং মারওয়ান তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের জন্য ফয়সালা করলেন।

অধ্যায়ঃ উমরা ও রুকবা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

١١٤٤ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. (بخارى:٢٦٢٥)

১১৪৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) উমরার ব্যাপারে এ ফয়সালা দিয়েছেন যে, উহা যাকে দান করা হবে উহাতে তারই মালিকানা বহাল থাকবে।

টিকাঃ আজীবন ভোগ করার জন্য কাউকে কোন জিনিষ দান করাকে উমরা বলা হয়। দান করার সময় যদি বলা হয় তুমি আমার আগে মারা গেলে আমিই এর মালিক হয়ে যাব আর আমি তোমার আগে মারা গেলে তুমিই এর মালিক হয়ে যাবে।

অধ্যায়ঃ নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের জন্য কোন জিনিষ ধার নেয়া

١١٤٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا أَيْمَنُ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. (بخارى:٢٦٢٨)

১১৪৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁর ঘরে আয়মান (রাঃ) প্রবেশ করলেন। তখন আয়েশা (রাঃ)এর পরনে ছিল মোটা কাপড়ের একটি জামা। সেটির মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। তিনি বললেনঃ তুমি আমার এ দাসীটির দিকে চোখ তুলে দেখ। সে ঘরের ভিতরেও এটি পরিধান করতে অস্বীকার করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমার এ ধরণের একটি জামা ছিল। মদীনাতে যখনই কোন মেয়েকে সাজানো হত তখন সেটি ধার নেয়ার জন্য আমার নিকট লোক পাঠানো হত।

অধ্যায়ঃ দুধ পান করার জন্য কোন পশু দান করার ফজীলত

١١٤٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّــهِ ﷺ عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. (بخارى: ٢٦٣٠)

১১৪৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন মুহাজিরগণ মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করলেন তখন তাদের হাতে কিছুই ছিলনা। আনসারগণ ভূমি ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আনসারগণ মুহাজিরদেরকে এই শর্তে সম্পদ ভাগ করে দিলেন যে, মুহাজিরগণ প্রতি বছর ফল ও ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশ আনসারদেরকে প্রদান করবেন। আর পরিশ্রম কেবল মুহাজিরগণই করবেন। আনাস (রাঃ)এর মাতা উম্মে সুলাইম আব্দুল্লাহ ইবনে আবি তালহারও মাতা ছিলেন। আনাস (রাঃ)এর মাতা নবী (ﷺ) কে কয়েকটি খেজুর গাছ দান করেছিলেন। আর নবী (ﷺ) সেগুলো তাঁর আযাদকৃত দাসী উসামা বিন যায়েদের মাতা উম্মে আয়মানকে দিয়ে দিলেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন খায়বারের যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মুহাজিরগণ আনসারদের দেয়া দানসমূহ ফেরত দিলেন। নবী (ﷺ) আনাস (রাঃ)এর মাতার দান করা খেজুর গাছগুলোও ফেরত দিলেন। নবী (ﷺ) তার পরিবর্তে উম্মে আয়মানকে নিজের বাগান থেকে কয়েকটি খেজুর গাছ দান করলেন।

١١٤٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّــهُ بِهَــا الْجَنَّــةَ». (بخارى: ٢٦٣١)

১১৪৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ এমন চল্লিশটি উন্নত মানের স্বভাব আছে, যার মধ্যে সর্বোত্তম স্বভাব হচ্ছে কাউকে বকরী দান করা। ছাওয়াবের আশায় এবং আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য জেনে যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটির উপর আমল করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।

كتاب الشهادات

সাক্ষ্য দেয়ার বিবরণ

অধ্যায়ঃ কাউকে সাক্ষী নিয়োগ করা হলে সে যেন অন্যায় ও মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া

١١٤٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». (بخارى:٢٦٥٢)

১১৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ সর্বকালের সকল মানুষের মধ্যে আমার যুগের মানুষগুলো সবচেয়ে উত্তম। অতঃপর যারা তাদের পরে আসবে। অতঃপর যারা তাদের পরে আসবে। তারপর এমন কিছু লোক আসবে যারা কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে শপথ করবে।

অধ্যায়ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে

١١٤٩ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ»؟ ثَلاثًا. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. (بخارى:٢٦٥٤)

১১৪৯) আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে সংবাদ দেবনা? কথাটি তিনি তিনবার বললেনঃ সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! বলে দিন। তিনি বললেনঃ তা হল আল্লাহর সাথে শরীক করা। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। প্রথমে তিনি হেলান দিয়ে বসাছিলেন। পরে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ সাবধান! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বর্ণনাকারী বলেনঃ নবী (ﷺ) কথাটি বারবার বলছিলেন। আমরা মনে মনে বলতে লাগলামঃ আহ! তিনি যদি চুপ থাকতেন!

টিকাঃ তাঁর কষ্টের কারণ মনে করে তাঁরা এমনটি ভেবেছিলেন, বিরক্তির ফলে নয়।

অধ্যায়ঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে তার আদেশ দান, নিজে বিয়ে করা বা কাউকে বিয়ে দেয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা, আযান দেয়া এবং তার এমন অন্যান্য বিষয় গ্রহণ করা যা শব্দের মাধ্যমে বুঝা যায়

١١٥٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». (بخارى:٢٦٥٥)

১১৫০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মসজিদে এক ব্যক্তিকে কুরআন পাঠ করতে শুনে বললেনঃ আল্লাহ তার উপর রহমত নাযিল করুন! সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।

وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا». (بخارى:٢٦٥٥)

আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) আমার ঘরে তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন। এ

সময় তিনি আব্বাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ এটি কি আব্বাদের আওয়াজ? আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি তখন বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি আব্বাদের উপর রহম করো।

অধ্যায়ঃ স্ত্রীলোকদের একে অপরের জন্য বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেয়া

١١٥١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ. فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا. فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ. فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدُاللَّه بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ»؟ لا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا لا نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ، أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ»؟ فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللَّه لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّه وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا. قَالَتْ: فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلَكَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ، وَلا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ»؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ، حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ». فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ. قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ، لا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللَّهُ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ، فَوَاللَّهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: «يَا عَائِشَةُ، احْمَدِي اللَّهَ، فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ». فَقَالَتْ لِي أُمِّي: «قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: لا وَاللَّهِ لا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلا أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ الآيَاتِ. فَلَمَّا

أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﷺ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: «يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ»؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ.

১১৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠত তাঁকে নিয়ে সফরে বের হতেন। তাই কোন এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করলেন। লটারীতে আমার নাম উঠল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। এটি ছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদাজে উঠিয়ে বাহনের উপর রাখা হত এবং ঐ ভাবেই নামানো হত। আমরা চললাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমরা মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌছলাম। তখন তিনি রাতের বেলা যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠে সেনাদল অতিক্রম করে বাইরে গেলাম এবং প্রয়োজন পূর্ণ করে বাহনের কাছে ফেরত আসলাম। বুকে হাত দিয়ে দেখলাম আমার 'জাযই আযফারের মালাটি ছিড়ে পড়ে গেছে। আমি মালাটির সন্ধানে ফিরে গেলাম এবং তার তালাশে ব্যস্ত থেকে আমি দেরী করে ফেললাম। ইতিমধ্যে আমার হাওদা বহন করে যারা উঠের পিঠে উঠিয়ে দিত তারা এসে আমার হাওদাটি উটের পিঠে রেখে দিল। তাদের ধারণা ছিল আমি তার মধ্যেই আছি। সে সময় মহিলাগণ খুব হালকা পাতলা হত, ভারী বা মোটাসোটা হতনা এবং তাদের শরীরে মাংস বেশী ছিলনা। কেননা তখন তারা খুব সামান্য খাদ্যই খেতে পেত। লোকেরা হাওদা (পালকী) উঠানোর সময় ভারী অনুভব করেনি। সুতরাং তারা হাওদা উটের পিঠে উঠিয়ে দিল। আর আমি ছিলাম তখন অল্প বয়সের মেয়ে। তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার মালাটি পেয়ে গেলাম। জায়গায় ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। সুতরাং আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ধারণা ছিল, আমাকে না পেয়ে তারা অবশ্যই আমার নিকট ফেরত আসবে। আমি তখন বসা ছিলাম। আমার চোখে ঘুম এসে গেলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান বিন মুআত্তাল সেনাদলের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার অবস্থানের পাশেই সকাল করলেন। তিনি একটি ঘুমন্ত মানুষের কালো একটা কিছু দেখতে পেয়ে আমার কাছে আসলেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি যখন উট বসাচ্ছিলেন তখন তাঁর 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করার শব্দ শুনে আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। তিনি উটের সামনের দু'পা চেপে ধরে রাখলে আমি উটের উপর সওয়ার হলাম। তিনি আমাকে নিয়ে উটের লাগাম ধরে হেঁটে চললেন। লোকেরা যখন ঠিক দুপুরের সময় বাহন থেকে নেমে আরাম করছিল আমরা তখন সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। অতঃপর ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকেরা ধ্বংপ্রাপ্ত হল। অপবাদ আরোপের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পরে আমরা মদীনায় পৌছলাম। আমি একমাস

পর্যন্ত অসুস্থ থাকলাম। অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকল। অসুস্থ অবস্থায় আমি বুঝতে পারলাম যে, এর আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যে ধরণের মায়া-মমতা পেতাম এবার তো তা দেখতে পাচ্ছিনা। তিনি প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলেনঃ কেমন আছ? আমি এর কিছুই বুঝলাম না। পরিশেষে আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমি এবং উম্মে মিসতা তখন জংগলে পায়খানার স্থানের দিকে বের হলাম। আমরা কেবল রাতের বেলাতেই মাত্র একবার বের হতাম। এটা আমাদের ঘরের নিকবর্তীস্থানে পায়খানা নির্মাণের পূর্বের ঘটনা। আমরা পূর্বের যুগের আরবদের মত জংগলে গিয়ে কিংবা দূরে গিয়ে প্রয়োজন সেরে আসতাম। আমি এবং আবু রুহমের কন্যা উম্মে মিসতাহ বের হয়ে চলতে থাকলাম। উম্মে মিসতাহ কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে গেল। সে তখন বললঃ মিসতা ধ্বংস হোক! আমি বললামঃ তুমি কতই না মন্দ কথা বললে। তুমি এমন একজন লোককে গালি দিচ্ছ যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি (মিসতার মা) বললেনঃ আরে সরল মেয়ে! তারা কি বলছে আপনি কি শুনেন নি? অতঃপর তিনি আমাকে অপবাদ প্রদানকারীদের ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। এ কথা শুনে আমার অসুখ আরো বেড়ে গেল। আমি যখন ঘরে ফিরলাম তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার নিকট প্রবেশ করে আমাকে সালাম দিয়ে বললেনঃ কেমন আছ? আমি বললামঃ আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তখন তাদের কাছ থেকে খবরটির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াই ছিল আমার অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। পিতা-মাতার কাছে গিয়ে আমি মাকে বললামঃ মানুষেরা কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে? আমার মাতা বললেনঃ বেটি ব্যাপারটিকে হালকাভাবে গ্রহণ কর (এ সমস্ত কথার প্রতি কর্ণপাত করনা)। আল্লাহর শপথ! কোন মেয়ে যদি সুন্দরী হয় এবং তার স্বামী তাকে ভালবাসে আর যদি তার সতীন থাকে তাহলে এ ধরণের কথা অনেক হয়ে থাকে। আমি বললামঃ সুবহানাল্লাহ! মানুষেরা কি আসলেই এগুলো বলাবলি করছে? তিনি বলেনঃ অতঃপর আমি সে রাত্রি এমনভাবে যাপন করলাম যে, সকাল পর্যন্ত অশ্রুপাত বন্ধ হলনা এবং আমার কোন ঘুমই আসলনা। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলী বিন আবু তালেব এবং উসামা বিন যায়েদকে ডাকলেন। সে সময় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়া বিলম্বিত হচ্ছিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে তালাক দেয়ার ব্যাপারে তাদের দু'জনের নিকট পরামর্শ চাচ্ছিলেন। উসামা যেহেতু জানতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে খুব ভালবাসেন তাই তিনি সে হিসাবেই পরামর্শ দিলেন। সুতরাং উসামা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আপনার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আলী (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার উপর কোন কিছুই সংকীর্ণ করে দেন নি। তাঁকে ছাড়া আরো অনেক মহিলা আছে। আপনি এ ব্যাপারে দাসীটিকে জিজ্ঞেস করুন। সে অবশ্যই আপনার সাথে সত্য কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারীরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে বারীরা তুমি কি আয়েশার ভিতরে সন্দেহ জনক কিছু দেখেছ? বারীরা বললঃ ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন আমি তাঁর মধ্যে এমন কিছু কখনও দেখিনি, যার কারণে তাঁকে দোষারোপ করা যেতে পারে। তার ব্যাপারে আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, তিনি অল্প বয়সের মেয়ে। আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেদিন ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন

এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেনঃ ঐ ব্যক্তি থেকে কে প্রতিশোধ নিবে যে আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? আল্লাহর শপথ! আমার স্ত্রীর ভিতরে ভাল ছাড়া আমি অন্য কিছু জানিনা। আর লোকেরা এমন একজন লোককে জড়িয়ে কথা বলছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানিনা। আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার স্ত্রীদের নিকট প্রবেশ করত না। তখন সা'দ বিন মুআয (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে তার মোকাবেলায় সাহায্য করব। সে যদি আওস গোত্রের লোক হয়ে থাকে তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। আর সে যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হয়ে থাকে তাহলে আপনি আদেশ করুন। তার ব্যাপারে আমরা আপনার আদেশ বাস্তবায়ন করব। এরপর খাজরাজ গোত্রের সর্দার সা'দ বিন উবাদা উঠে দাঁড়াল। ইতিপূর্বে সে ছিল একজন ভাল লোক। গোত্রীয় টান তাকে উত্তেজিত করে তুলল। সে দাঁড়িয়ে বললঃ আল্লাহর শপথ! তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং সে শক্তিও তোমার নেই। উসাইদ বিন হুযায়ের (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি একজন মুনাফেক। মুনাফেকের পক্ষ নিয়ে বিবাদ করছ। এতে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে লড়াই করতে উদ্যত হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিম্বারের উপর ছিলেন। মিম্বার থেকে নেমে তিনি সবাইকে শান্ত করলেন। সবাই শান্ত চুপ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি সারাদিন ক্রন্দন করে কাটালাম। আমার চোখের অশ্রু বন্ধ হলনা এবং ঘুমও আসল না। আমার পিতামাতা আমার কাছে থাকতেন। এমনিভাবে আমি দু'টি রাত ও একদিন ক্রন্দন করে কাটালাম। আমার মনে হল ক্রন্দন আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। তাঁরা (আমার পিতামাতা) আমার পাশে বসা ছিলেন আর আমি কাঁদছিলাম। সে সময় একজন আনসারী মহিলা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলাম। সেও আমার সাথে বসে কাঁদতে লাগল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রবেশ করলেন এবং আমার পাশে বসলেন। আমার ব্যাপারে যা রটানো হয়েছে তারপর থেকে তিনি আমার পাশে বসেন নি। এ দিকে একমাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমার ব্যাপারে অহী নাযিল করে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার একত্বের সাক্ষ্য দিলেন এবং বললেনঃ হে আয়েশা! তোমার ব্যাপারে আমি এরূপ এরূপ কথা শুনেছি। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ তোমার পবিত্র হওয়ার কথা ঘোষণা করবেন। আর তুমি যদি গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা কর। কারণ বান্দা গুনাহ করার পর যখন তা স্বীকার করে অতঃপর আল্লাহর নিকট তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা শেষ করলেন তখন আমার চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি আমি এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। আমি আমার পিতাকে বললামঃ আমার পক্ষ হতে আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা যে আল্লাহর রাসূলের কথার কি উত্তর দিব? তখন আমি আমার মাকে বললামঃ আমার পক্ষ হতে আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার উত্তর দিন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা যে আল্লাহর রাসূলের

কথার কি উত্তর দিবো? আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি অল্প বয়সের মেয়ে। কুরআন মযীদ বেশী পড়ি নাই। আমি বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, লোকেরা যা বলাবলি করছে আপনারা তা অবশ্যই শুনেছেন এবং আপনাদের অন্তরে তা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে, আপনারা তা বিশ্বাসও করে নিয়েছেন। আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আমি নির্দোষ আর আল্লাহ অবশ্যই জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ তথাপিও আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি আপনাদের কাছে ব্যাপারটি স্বীকার করি, আল্লাহর শপথ! তিনি জানেন এব্যাপারে আমি নিষ্পাপ ও নির্দোষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর শপথ! ইউসূফ (আঃ)এর পিতা ব্যতীত আমার জন্য ও আপনাদের জন্য অন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছিনা। তিনি বলছিলেনঃ ধৈর্যই আমার জন্য উত্তম। তোমরা যা বলছ আল্লাহই সে ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী। (সূরা ইউসুফঃ ১৮) অতঃপর আমি বিছানায় পাশ ফিরলাম। আমার আশা, আল্লাহ অবশ্যই আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। তবে আমার ধারণা ছিলনা যে আল্লাহ আমার ব্যাপারে অহী নাযিল করবেন। আমি নিজেকে এতটুকু যোগ্য মনে করতাম না যে, আমার ব্যাপারটি কুরআনে বর্ণনা করা হবে। আমার আশা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিদ্রাবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখবেন যাতে আল্লাহ আমাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করবেন। আল্লাহর শপথ! তিনি তখনও মজলিস ত্যাগ করেন নি। ঘর থেকে কেউ বেরও হয়নি। এমন সময় তাঁর উপর অহী নাযিল হল। অহী নাযিলের পূর্বক্ষণে তার যে অবস্থা হত তাই পরিলক্ষিত হতে লাগল। অহী নাযিলের সময় শীতের মৌসুমেও তাঁর শরীর হতে মুক্তার বিন্দুর মত ঘাম বের হত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর যখন অহী নাযিল হওয়া বন্ধ হল তখন তিনি হাঁসলেন। তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটি আমাকে বললেন তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহর প্রশংসা কর। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন। আমার মা আমাকে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়াও (তাঁর প্রশংসা কর)। আমি বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সামনে দাঁড়াবো না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শুকরিয়াও আদায় করবনা। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেনঃ "নিশ্চয়ই যারা অপবাদ রটিয়েছে তারা তোমাদেরই একটি দল"----শেষ পর্যন্ত। (সূরা নূরঃ ১১-২০) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ বিন উছাছার জন্য খরচ করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন আমার পবিত্রতা বর্ণনায় আয়াত নাযিল করলেন তখন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! মিসতার জন্য এখন থেকে কিছুই খরচ করবনা। কারণ সে আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা নেয়ামতপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় আত্মীয়-মিসকীন ও মুহাজিরদেরেকে না দেয়ার জন্য কসম না করে। বরং তাদের উচিত ক্ষমা করে দেয়া এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান"। (সূরা নূরঃ ২২) আবু বকর (রাঃ) তখন বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। অতঃপর মেসতাকে যে খরচ দিতেন তা পুনরায়া চালু করলেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ব্যাপারটি সম্পর্কে যয়নবকে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বলতেনঃ হে যয়নব! আয়েশার ব্যাপারে তুমি কি জান? তুমি কি দেখেছ? উত্তরে তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কান ও চোখ রক্ষা করেছি। আল্লাহর শপথ! তাঁর ব্যাপারে আমি

ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানিনা। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তিনিই (যয়নব) আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তবে আল্লাহ ভীতির কারণে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষের প্রশংসা করলে এটি (সাধারণত) তার ভাল সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট

١١٥٢ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ». (بخارى:٢٦٦٢)

১১৫২) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি অন্য একজন লোকের প্রশংসা করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তবে সে যেন বলেঃ আমি অমুক কে এরূপ মনে করি। আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আর আমি আল্লাহর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক পবিত্র ঘোষণা করছিনা। তার অবস্থা জানা থাকলে সে বলবেঃ আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করে থাকি।

অধ্যায়ঃ শিশুদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্য দেয়া

١١٥٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. (بخارى:٢٦٦٤)

১১৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাকে পেশ করা হল। তখন তার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন নি। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক যুদ্ধের দিন আমাকে সামনে ডাকলেন। তখন আমার বয়স হয়েছিল পনের বছর। এ সময় তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

অধ্যায়ঃ কিছু লোক শপথ করার জন্য তাড়াহুড়া করলে

١١٥٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ

১১৫৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কিছু লোককে কসম করতে বললে তারা কসম করার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে কে কসম খাবে তা নির্ধারণ করার জন্য লটারী করার আদেশ দিলেন।

অধ্যায়ঃ কিভাবে শপথ করাতে হবে?

١١٥٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

১১৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা যেন চুপ থাকে।

كتاب الصلح

কিতাবুস্ সুলহ

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি (বানিয়ে কথা বলে) মানুষের মধ্যে ফয়সালা করে সে মিথ্যুক নয়

١١٥٦ــ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» (بخاري:٢٦٩٢)

১১৫৬) উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করে সে মিথ্যুক নয়। সে কোন ভাল কথা বাড়িয়ে বলবে অথবা কোন ভাল কথা বলবে। (এটি মিথ্যা বলে গণ্য হবেনা)।

অধ্যায়ঃ নেতা যদি তার সাথীদেরকে এ কথা বলে যে, আমাদেরকে নিয়ে চল, আমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবো

١١٥٧ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ». (بخارى:٢٦٩٣)

১১৫৭) সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কুবার অধিবাসীগণ একদা বিবাদে লিপ্ত হল। এক পর্যায়ে তারা একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এ ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেনঃ আমাদেরকে নিয়ে চলো। আমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবো।

অধ্যায়ঃ কিভাবে সন্ধিপত্র লিখতে হবে? নিয়ম হল অমুকের পুত্র অমুক অমুকের পুত্র অমুকের সাথে আপোস করল। গোত্রের নাম উল্লেখ করার দরকার নেই

١١٥٨ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا: لا نُقِرُّ بِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ». ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ» قَالَ: لا وَاللهِ، لا أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ، فَكَتَبَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ إِلاَّ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا». فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا». (بخارى:٢٧٠٠)

১১৫৮) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যুল-কাদ মাসে উমরাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু মক্কাবাসীগণ তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিল। অবশেষে তিনি তাদের সাথে ফয়সালা করলেন যে, আগামী বছর তিনি তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন। তারা সন্ধিপত্র লেখার সময় এও লেখল যে, এই আপোস নামার উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) রাযী আছেন। তখন মক্কাবাসীরা বললঃ আমরা এতে সম্মত নই। আমরা যদি তোমাকে রাসূল বলে জানতাম, তাহলে তোমাকে বাঁধা দিতাম না। বরং তুমি আব্দুল্লাহ্-এর পুত্র মুহাম্মাদ। তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আব্দুল্লাহ্-এর পুত্র মুহাম্মাদ। অতঃপর তিনি আলীকে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ কথাটি মুছে ফেল"। আলী বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আপনার নাম (রাসূলুল্লাহ্ কথাটি) কখনই মুছব না। নবী (ﷺ) তখন কাগজটি হাতে নিয়ে লিখলেনঃ এই চুক্তিতে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সম্মত হয়েছেন। আগামী বছর তিনি কোষবদ্ধ তলোয়ার নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন। মক্কাবাসীদের কেউ যদি তাঁর সাথে মদীনায় যেতে চায় তবে সে যেতে পারবে না। আর তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় থেকে যেতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দিতে পারবেন না। সুতরাং পরবর্তী বছর তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হল তখন তারা আলীর নিকট এসে বললঃ তোমার সাথীকে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে বল। কারণ সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। অতএব নবী (ﷺ) রওয়ানা হলে হামযার একটি মেয়ে চাচা চাচা বলে তাদের পিছনে পিছনে চলল। আলী (রাঃ) তাকে নিয়ে আসলেন এবং তার হাত ধরে ফাতেমাকে বললেনঃ এই নাও তোমার চাচার মেয়ে। একে নিয়ে চল। তাকে নেয়ার ব্যাপারে আলী, যায়েদ ও জা'ফর ঝগড়া শুরু করল। আলী বললেনঃ আমিই তাকে নেয়ার বেশী হকদার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে। জা'ফর বললেনঃ সে আমার চাচার মেয়ে। আর তার খালা আমার স্ত্রী। ঐদিকে যায়েদ বললেনঃ সে আমার ভাতিজী। নবী (ﷺ) তার সম্পর্কে তার খালার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। আলীকে তিনি বললেনঃ তুমি আমার অন্তর্ভূক্ত আর আমি তোমার অন্তর্ভূক্ত। জা'ফরকে বললেনঃ তুমি দৈহিক গঠনে স্বভাব-চরিত্রে আমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যায়েদকে বললেনঃ তুমি আমাদের ভাই এবং আযাদ করা গোলাম।

অধ্যায়ঃ হাসান বিন আলী (রাঃ) সম্পর্কে নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ আমার এই পুত্র (নাতি) নেতা হবে

١١٥٩ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

১১৫৯) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মিম্বারের উপর দেখেছি। হাসান বিন আলী তখন তাঁর পাশে ছিল। তিনি একবার হাসানের দিকে আরেকবার লোকদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ নিশ্চয়ই আমার এই পুত্র (নাতি) নেতা হবে। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিমদের দু'টি বড় দলের বিবাদ মিটিয়ে দিবেন।

টিকাঃ মুআবীয়া ও হাসানের সমর্থকদের দন্ধমুখর পরিস্থিতিতে ৪১ হিজরী মোতাবেক ৬৬১ ইংরেজী সনে যখন হাসান (রাঃ) নিজেই অব্যাহতি নিয়ে নিলেন তখন মুসলিম মিল্লাত এক কঠিন

বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল। মূলতঃ এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নবী (ﷺ) উক্ত ভবিষ্যৎ বাণী ব্যক্ত করেছেন।

অধ্যায়ঃ ইমাম কি সন্ধির জন্য প্রস্তাব করতে পারেন?

١١٦٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّه لا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّه لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ»؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. (بخارى:٢٧٠٥)

১১৬০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) ঘরের দরজার নিকটে দু'জন বিবাদমান ব্যক্তির উচ্চস্বরে ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাদের একজন অপরজনের নিকট ঋণের কিছু অংশ মা'ফ করে দেয়ার আবেদন করছিল। অন্যজন বলছিলঃ আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেনঃ সেই লোকটি কোথায় যে আল্লাহর নামে কসম করে বলছিলঃ আমি ভাল কাজ করবনা। সে বললঃ আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যা চায় আমি তাই করব।

كتاب الشروط

(শর্তারোপ করার বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করার সময় মোহরানার মধ্যে কোন শর্তারোপ করা

١١٦١ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

১১৬১) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ সমস্ত শর্তের মধ্যে যে শর্তটি সর্বাগ্রে পূর্ণ করতে হবে, তা হচ্ছে যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদে স্ত্রীদের যৌনাঙ্গকে হালাল করেছ।

টিকাঃ বিয়ের সাথে সম্পৃক্ত শর্তের প্রতি ইঙ্গিত করে এ কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ হদ্দ তথা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা বৈধ নয়

١١٦٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ ــ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ــ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلْ». قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ. (بخارى:٢٧٢٥)

১১৬২) আবু হুরায়রা এবং যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই বলেনঃ একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমার বিষয়টি আল্লাহর কিতাব দিয়ে মীমাংসা করুন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিল; বললঃ হ্যাঁ, আপনি আমাদের বিষয়টি আল্লাহর কিতাব দিয়ে মীমাংসা করুন এবং আমাকে কিছু কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমার যা বলার তা বল। আমার ছেলে এই লোকটির বাড়ীতে কামলা ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছে। আমি জানতে পারলাম, আমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আমি একশ বকরী এবং একটি ক্রীতদাসী দিয়ে তাকে মুক্ত করে এনেছি। পরবর্তীতে আমি জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি যে, আমার ছেলেকে একশ কোড়া মারতে হবে এবং সেই সাথে এক বছর দেশান্তর করা হবে। আর এই লোকটির স্ত্রীকে রজম করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফয়সালা করব। বকরী ও ক্রীতদাস তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। আর তোমার ছেলেকে একশ কোড়া মারতে

হবে এবং সে এক বছরের দেশান্তর হয়ে থাকবে। হে উনাইস! তুমি এই লোকের স্ত্রীর নিকট যাও। সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তাহলে তুমি তাকে রজম কর। সকাল বেলা আনাস তার নিকট গেলে সে তা স্বীকার করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল।

অধ্যায়ঃ ভাগচাষে শর্তারোপ করা

١١٦٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: «نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ» وَإِنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَاله هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْه مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّه ﷺ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ»؟ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِه هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّه، فَأَجْلاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

১১৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খায়বারবাসী যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের হাত-পা ভেঙে দিল তখন উমার (রাঃ) বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ রাসূল (ﷺ) খায়বারের ইহুদীদের সঙ্গে তাদের অর্থ-সম্পদ সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেছেন এবং তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে রাখবেন, আমরাও ততদিন তোমাদেরকে রাখব। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার সেখানে তার মাল দেখাশুনা করতে গেলে রাতের বেলা তার উপর আক্রমণ করে হাত-পা ভেঙে ফেলা হয়। সেখানে তারা ব্যতীত আমাদের আর কোন শত্রু নেই। তারা আমাদের শত্রু এবং তাদের প্রতিই আমাদের সন্দেহ। আমি এখন তাদেরকে খায়বার হতে বের করে দেয়ার মনস্থ করছি। তিনি তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করলে আবু হাকীক গোত্রের এক লোক এসে বললঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাদেরকে বের করে দিবেন। অথচ মুহাম্মাদ আমাদেরকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন, এখানকার সম্পদে তিনি আমাদেরকে নিয়োগ করেছেন এবং এই মর্মে একটি শর্ত অনুমোদন করেছেন। উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ তোমার কি মনে হয় যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে কথা ভুলে গিয়েছি? তিনি বলেছিলেনঃ তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাকে খায়বার হতে বহিস্কার করা হবে এবং তোমার উট তোমাকে নিয়ে একাধারে কয়েক রাত পর্যন্ত পথ চলতে থাকবে? সে বললঃ আবুল কাসেম তো কথাটি ঠাট্টা-বিদ্রুপ স্বরূপ বলেছিলেন। উমার (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ। অতঃপর উমার (রাঃ) তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেন এবং তাদের ফল-ফসলাদি, উট ও আসবাবপত্র যেমন আলমারী, রশি ইত্যাদির মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط

কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও চুক্তিতে শর্তারোপ করা এবং শর্ত লিখে রাখা

١١٦٤ــ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ». فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ، حَلْ، فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا: خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا». ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلْبِثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ، وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا، حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ». فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا قَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاً فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ. يَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لا، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ، قَالُوا: ائْتِهِ، فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى، فَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: امْصُصْ بِبَظْرِ اللاَّتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ، قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ

بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا الإِسْلاَمَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ». ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنَيْهِ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ. فَقَالُوا: ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا فُلاَنٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ»، فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ـــ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ ـــ فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا: ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ». فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ». قَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اُكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لا نَكْتُبُهَا إِلاَّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ». ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ» قَالَ الراوي: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا». فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ». قَالَ: فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَجِزْهُ لِي». قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: «بَلَى

فَافْعَلْ». قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَرْنَاهُ لَكَ، قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ؟ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي». قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ». قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لا قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا». قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ، حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الآخَرُ، حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا». فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي، وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ». فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ: وَيَتَفَلَّتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلاَّ اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ

بَعْدَ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. (بخارى:٢٧٣١-٢٧٣٢)

১১৬৪) মিসওয়ার বিন মাখরামাহ ও মারওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই একজন অন্যজনের হাদীছকে সত্যায়ন করেছেন। তারা উভয়েই বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হুদায়বিয়ার বছর মদীনা হতে বের হলেন। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তিনি বললেনঃ খালেদ বিন ওয়ালীদ কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনীসহ গামীম নামক স্থানে অবস্থান করছে। কাজেই তোমরা ডান দিকের পথে চল। আল্লাহর শপথ! খালেদ মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতি টের পেলনা যতক্ষণ না সে মুসলিম বাহিনীর পদধুলি উড়তে দেখল। সুতরাং কুরাইশদেরকে সতর্ক করার জন্য সে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু নবী (ﷺ) চলতে থাকলেন। তিনি যখন ছানিয়ায় পৌছলেন তখন তাঁকে নিয়ে তাঁর উষ্ট্রী বসে পড়ল। লোকেরা উষ্ট্রীকে চালাবার জন্য হাল হাল বলতে লাগল। কিন্তু সকল চেষ্টাই বৃথা গেল। পরিশেষে লোকেরা বলতে লাগলঃ কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। নবী (ﷺ) বললেনঃ কাসওয়া অবাধ্য হয়নি এবং অবাধ্য হওয়া তার স্বভাবও নয় বরং; তাকে তিনিই বসিয়েছেন যিনি হাতীকে বসিয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেনঃ সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে কুরাইশরা যদি আল্লাহর পক্ষ হতে সম্মানপ্রাপ্ত কোন জিনিষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে আমি তা অবশ্যই মেনে নিব।

অতঃপর তিনি কাসওয়াকে ধমক দিলেন। সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চলতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর নবী (ﷺ) পথ পরিবর্তন করে চলতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে গর্তের নিকট অবতরণ করলেন। তাতে ছিল সামান্য পানি। লোকেরা তা থেকে অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে পানি শেষ হয়ে গেল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পিপাসার অভিযোগ করল। তিনি তখন তার তীরের থলে থেকে একটি তীর বের করলেন এবং লোকদেরকে এটি পানিতে পুঁতে দেয়ার আদেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ! তীরটি পুঁতে দেয়ার সাথে সাথে পানি উপছে উঠল। এমনকি তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করল। এমন সময় বুদাইল বিন ওরকা তার গোত্র খুযাআর কিছু লোকসহ উপস্থিত হল। তারা ছিল তিহামা অঞ্চলে বসবাসকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাকাঙ্খী। বুদাইল বললঃ আমি কা'ব বিন লুআই এবং আমের বিন লুআইকে হুদায়বিয়ার গভীর ঝরণার নিকট দেখে এসেছি। তারা সেখানে অবস্থান করছে। তাদের সাথে রয়েছে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী। তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। বরং; আমরা উমরাহ পালন করতে এসেছি। তবে কুরাইশদেরকে যুদ্ধ দুর্বল করে ফেলেছে এবং তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। তারা যদি চায় তাহলে আমি তাদের সাথে কিছু দিনের জন্য সন্ধি চুক্তি করতে চাই। এই সময়ের মধ্যে তারা আমাদের ও আরবের সাধারণ লোকদের মধ্যে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকবে। আমি যদি বিজয়ী হই তাহলে কুরাইশরা চাইলে অন্যান্য লোকদের মত তারা আমার ধর্মে প্রবেশ করতে পারে। আর যদি তারা তা না চায় তাহলে তারা কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করুক। তারা যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে আল্লাহর পথে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত আমি এই

দ্বীনের জন্য লড়াই করতে থাকব। আর আল্লাহ অবশ্যই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। বুদাইল বললঃ আমি তাদেরকে আপনার কথা জানিয়ে দিব। রাবী বলেনঃ বুদাইল রওয়ানা হল এবং কুরাইশদের নিকট গিয়ে বললঃ আমরা এই লোকটির নিকট হতে এসেছি এবং তাকে কিছু কথা বলতে শুনেছি। তোমরা যদি চাও তাহলে কথাটি তোমাদেরকে শুনাব। এ কথা শুনে তাদের কতিপয় নির্বোধ লোক বললঃ তার সম্পর্কে আমাদেরকে কোন সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে তাদের জ্ঞানী লোকগণ বললঃ তাকে যা বলতে শুনেছ তা আমাদেরকে শুনাও। সে বললঃ আমি তাকে এই এই কথা বলতে শুনেছি। মোটকথা সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছে তার পুরো বর্ণনা দিল। তারপর উরওয়া বিন মাসউদ দাঁড়িয়ে বললঃ হে লোক সকল! তোমরা কি আমার সন্তান সমতুল্য নও? তারা বললঃ হ্যাঁ। আবার সে বললঃ আমি কি তোমাদের পিতার সমতুল্য নই? তারা বললঃ হ্যাঁ। সে পুনরায় বললঃ তোমরা কি আমাকে কোন বিষয়ে অপবাদ দিয়েছ? (তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস কর?) তারা সকলেই বললঃ না। সে আবার বললঃ তোমরা কি জাননা, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য উকাযবাসীকে ডেকেছিলাম? তারা যখন আসতে অস্বীকার করল আমি কি তখন আমার অনুগত ব্যক্তি, সন্তান ও আত্মীয়দেরকে নিয়ে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি নি? তারা বললঃ হ্যাঁ। উরওয়া বললঃ এই ব্যক্তি তোমাদের জন্য একটি সুন্দর প্রস্তাব পেশ করেছে। তোমরা তা গ্রহণ করে নাও। আমাকে অনুমতি দাও। আমি তার কাছে যাই। তারা বললঃ তুমি যাও। উরওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে কথা বলতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুদাইলকে যে ধরণের কথা বলেছিলেন তাকেও অনুরূপ কথা বললেন। উরওয়া তখন বললঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায়ের মূলুৎপাটনে আপনার লাভ কী? আপনি কি আপনার পূর্বে কোন আরব কর্তৃক তার সম্প্রদায়ের মূলুৎপাটনের কথা শুনেছেন? আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ আপনার পতন হয় তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সাথীদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক দেখতে পাচ্ছিনা, বরং বিভিন্ন লোক জড়ো হয়েছে যারা আপনাকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে। আবু বকর (রাঃ) তখন বললেনঃ লাত দেবীর (মূর্তির) গুহ্যদ্বার চাঁটগে। আমরা আল্লাহর রাসূলকে ছেড়ে পলায়ন করব? উরওয়া বললঃ এই লোকটি কে? লোকেরা বললঃ আবু বকর। উরওয়া বললঃ ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! আপনি যদি আমার এমন একটি উপকার না করতেন যার বিনিময় এখনও দিতে পারি নি তাহলে আপনার কথার কঠোর উত্তর দিতাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর উরওয়া নবী (ﷺ)-এর সাথে কথা বলতে লাগল। উরওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার সময় তাঁর দাড়িতে হাত দিত। মুগীরা বিন শু'বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার নিকট দাঁড়িয়েছিলেন। তার হাতে ছিল তরবারি এবং মাথায় ছিল লৌহবর্ম। উরওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ির দিকে হাত বাড়ালে মুগীরা (রাঃ) তরবারির বাট দিয়ে তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি থেকে হাত সরিয়ে নাও। উরওয়া মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ লোকটি কে? তারা বললঃ মুগীরা বিন শু'বা। সে বললঃ ও হে ধোকাবাজ! আমি কি তোমার ধোকাবাজির শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করিনি? ঘটনার বিবরণ এই যে, মুগীরা জাহেলী যামানায় এক দল লোকের সাথে সফরে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি তার

সাথীদেরকে হত্যা করে তাদের মাল ছিনিয়ে নেন। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সূচনা হলে উরওয়া বিন মাসউদের প্রচেষ্টায় তা মীমাংসা হয়) পরবর্তীতে মুগীরা মদীনায় আগমণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমার ইসলাম আমার নিকট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তোমার মালের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর উরওয়া বাঁকা দৃষ্টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকল। রাবী বলেনঃ আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থুথু ফেললে তা কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তা তাঁরা নিজের চেহারা ও শরীরে মর্দন করতেন। তিনি কোন আদেশ করলে তারা দ্রুত তা বাস্তবায়ন করতেন। তিনি অযু করলে অযুর অতিরিক্ত পানি সংগ্রহ করার জন্য সাহাবীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত এবং তিনি যখন কথা বলতেন তখন তারা তার সামনে আওয়াজ উঁচু করতেন না। তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না।

অতঃপর উরওয়া গোত্রীয় লোকদের নিকট ফেরত এসে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি অনেক বাদশার নিকট গমণ করেছি। রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট এবং নাজাশীর দরবারে যাওয়ারও সুযোগ আমার হয়েছে। আল্লাহর শপথ! কোন বাদশাকে দেখিনি যে, তার সভাসদরা তাকে এমন সম্মান করে যেমন সম্মান করে থাকে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে তাঁর সাহাবীগণ। তিনি থুথু ফেললে তা কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তা তাঁরা নিজের চেহারা ও শরীরে মর্দন করতেন। তিনি কোন আদেশ করলে তারা দ্রুত তা বাস্তবায়ন করতেন। তিনি অযু করলে অযুর অতিরিক্ত পানি সংগ্রহ করার জন্য সাহাবীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত এবং তিনি যখন কথা বলতেন তখন তারা তার সামনে আওয়াজ উঁচু করতেন না। তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। তিনি তোমাদের জন্য সুন্দর এক প্রস্তাব করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও। অতঃপর বনী কেনানা গোত্রের এক লোক বললঃ আমাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। তারা বললঃ যাও। সে যখন নবী (ﷺ) এবং তার সাহাবীদের কাছাকাছি পৌছল তখন তিনি বললেনঃ এ হল অমুক ব্যক্তি এবং সে এমন এক গোত্রের লোক যারা কুরবানীর জন্য প্রেরিত উটকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। সুতরাং তোমরা কুরবানীর পশু তার সামনে উপস্থিত কর। তাঁরা তার সামনে কুরবানীর পশু পেশ করল এবং তালবীয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে সম্বর্ধনা জানাল। এ দৃশ্য দেখে সে বললঃ সুবহানাল্লাহ! এ সমস্ত লোককে কাবা ঘর যিয়ারত হতে বঞ্চিত করা মোটেই শোভনীয় নয়। সে তার সাথীদের নিকট গিয়ে বললঃ আমি দেখে আসলাম, কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেয়া হয়েছে এং কুরবানীর আলামত লাগানো হয়েছে। তাদেরকে কাবা ঘর হতে বাঁধা দেয়া আমি উচিত মনে করিনা। অতঃপর মিকরাজ বিন হাফস নামক এক লোক দাঁড়িয়ে বললঃ আমাকে অনুমতি দাও। আমি গিয়ে দেখি। তারা বললঃ যাও। সে যখন তাদের নিকটবর্তী হল নবী (ﷺ) বললেনঃ এই মিকরাজ। সে একজন অসৎ লোক। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে শুরু করল। কথা চলা অবস্থায় সুহাইল বিন আমর আগমণ করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ এখন তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে। সুহাইল এসে নবী (ﷺ) কে বললঃ আপনি আমাদের ও আপনাদের মাঝে একটি সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। নবী (ﷺ) লেখক ডেকে বললেনঃ লেখ "বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম"। সুহাইল

বললঃ রাহমান? আল্লাহর কসম! রাহমান কে আমি জানি না। বরং আপনি "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" লেখার আদেশ দিন। যেমনটি আপনি প্রথমে লেখতেন। মুসলিমগণ বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমরা "বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম" ছাড়া অন্য কিছু লেখবনা। নবী (ﷺ) বললেনঃ আচ্ছা লেখঃ "বিসমিকা আল্লাহুম্মা"। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ এটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে কৃত সন্ধিপত্র। তখন সুহাইল বললঃ আল্লাহর শপথ! আমরা যদি জানতাম যে আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে আপনাকে কখনই আমরা কাবা ঘরে প্রবেশ করতে বাঁধা দিতামনা এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতামনা। বরং আপনি লিখার আদেশ দিনঃ "আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হতে"। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। যাই হোক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ-ই লেখ। তবে শর্ত থাকবে যে, আমাদেরকে কাবা ঘরের তাওয়াফ করার জন্য তাতে প্রবেশ করতে যেন কোন প্রকার বাধা না দেয়া হয়। সুহাইল বললঃ আল্লাহর শপথ! এমন হতে পারেনা। কারণ এমন হলে আরবরা এই মর্মে সমালোচনা করবে যে, আমরা বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। তবে আগামী বছর আমরা এ প্রস্তাব মানতে পারি। তাই লেখা হল। অতঃপর সুহাইল বললঃ আরো শর্ত থাকে যে, আমাদের কোন লোক আপনার নিকট গমণ করলে আপনি তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিবেন। যদিও সে আপনার দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। এ কথা শুনে মুসলিমগণ বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! কিভাবে তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে? অথচ সে মুসলিম হয়ে আগমণ করেছে।

এমন সময় আবু জানদাল পায়ে বেড়ী পরা অবস্থায় মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মুসলিমদের নিকট উপস্থিত হলেন। সুহাইল বললঃ হে মুহাম্মাদ! সর্বপ্রথম যে বিষয়টির মীমাংসা করব তা এই যে, আপনি তাকে আমার নিকট ফেরত দিবেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমরা এখনও চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিনি। সুহাইল বললঃ আল্লাহর শপথ! তাহলে তোমার সাথে আমি কোন বিষয়ের উপরই সন্ধি করব না। নবী (ﷺ) বললেনঃ ঠিক আছে, তুমি শুধু আমাকে এই লোকটিকে আমার সাথে থাকার অনুমতি দাও। সে বললঃ আমি অনুমতি দিবনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দ্বিতীয়বার বললেনঃ তাকে আমার সাথে থাকার অনুমতি দাও। সুহাইল বললঃ না, আমি তা করব না। মিকরাজ বলে উঠলঃ ঠিক আছে আমরা তাকে আপনার নিকট থাকার অনুমতি দিলাম।

আবু জানদাল তখন বললেনঃ হে মুসলিমগণ! আমাকে কি মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে? অথচ আমি মুসলিম হিসাবে এখানে এসেছি। তোমরা কি দেখছনা, আমি কি অবস্থায় আছি? প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আল্লাহর রাস্তায় কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললামঃ আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললামঃ আমরা কি সত্যের উপর নই? আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ অবশ্যই। আমি বললামঃ তাহলে আমরা কেন আমাদের দ্বীনকে অপদস্ত করব? তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। আমি তার নাফরমানী করিনা। তিনি আমার সাহায্যকারী। আমি বললামঃ আপনি কি আমাদেরকে বলেন নি যে, আমরা কাবায় প্রবেশ করে কাবার তাওয়াফ করব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবে আমি কি তোমাকে এই সংবাদ দিয়েছি যে, এ বছরই আসব? উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ না।

তখন তিনি বললেনঃ তুমি অবশ্যই কাবায় আসবে এবং এর তাওয়াফ করবে। উমার (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর আমি আবু বকরের নিকট গিয়ে বললামঃ হে আবু বকর! ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললামঃ আমরা কি সত্যের উপর নই? আমাদের শত্রুরা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললামঃ তাহলে আমরা কেন আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এত অপমান সহ্য করব? আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ হে উমার! তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি তাঁর প্রভুর অবাধ্য হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন। তাই তিনি যে আদেশ করেন তা বাস্তবায়ন কর। আল্লাহর শপথ! তিনি অবশ্যই সত্যের উপর আছেন। আমি বললামঃ তিনি কি আমাদেরকে এ কথা বলেন নি যে, আমরা অচিরেই কাবায় প্রবেশ করব এবং উমরাহ পালন করব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তবে তিনি কি এ কথা বলেছেন তুমি এ বছরই আগমণ করবে? আমি বললামঃ না। তিনি বললেনঃ তুমি অবশ্যই আসবে এবং কাবা ঘরের তাওয়াফ করবে। উমার (রাঃ) বলেনঃ এ সমস্ত অযথা প্রশ্ন করার কারণে আমি কতিপয় ভাল আমল করলাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ চুক্তিপত্র লেখার কাজ শেষ করে নবী (ﷺ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ তোমরা দাঁড়াও, কোরবানী কর এবং মাথা কামাও। বর্ণনাকারী বলেনঃ আল্লাহর শপথ! তিনি এ কথাটি তিনবার বলার পরও কেও উঠে দাঁড়াল না। যখন কেও দাঁড়ালনা তখন তিনি উম্মে সালামার কাছে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর নিকট ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন। উম্মে সালামা বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি তা চান তাহলে আপনি বের হোন। কারো সাথে কোন কথা না বলে আপনার কোরবানীর উট জবাই করুন এবং নাপিতকে ডেকে আপনার মাথা কামিয়ে নিন। সুতরাং তিনি বের হয়ে কারো সাথে কোন কথা না বলে তাঁর কোরবানীর জন্তু জবাই করে দিলেন এবং নাপিতকে ডেকে মাথা কামিয়ে ফেললেন। লোকেরা এ দৃশ্য দেখে উঠে দাঁড়াল এবং কোরবানী করে ফেলল। একে অপরের মাথা কামাতে লাগল। দ্রুত মাথা কামানোর দৃশ্য দেখে আশঙ্কা হল যে, একে অপরকে হত্যা করে ফেলবে। এরপর কতিপয় মুমিন মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতে আগমণ করলেন। তখন আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হয়ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকট যখন ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে আগমণ করে তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা তাদের জন্য হালাল নয় আর তারা (কাফেররা) এদের জন্য হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে তা তাদের দিয়ে দাও। এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। আর তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখোনা"। (সূরা মুমতাহানাঃ ১০) সেদিন উমার (রাঃ) তাঁর দুই মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দেন। তাদের একজনকে মুআবীয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং অন্য জনকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিয়ে করে নেয়।

অতঃপর নবী (ﷺ) মদীনায় ফেরত গেলেন। অতঃপর আবু বাসীর নামে কুরাইশ বংশের

একজন মুসলিম তাঁর নিকট আসলেন। কুরাইশরা তার সন্ধানে দু'জন লোক পাঠায়। তারা বললঃ আপনি আমাদের সাথে কৃত সন্ধির কথা স্মরণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে আগত দু'জন লোকের কাছে ফেরত দিলেন। তারা যখন তাকে নিয়ে যুল হুলায়ফা পর্যন্ত পৌছল তখন তারা খেজুর খেতে লাগল। এ সময় আবু বাসীর দু'জনের একজনকে বললেনঃ আল্লাহর শপথ! হে অমুক! তোমার তরবারিটি অতি সুন্দর। এ কথা শুনে সে কোষ হতে তরবারি বের করে বললঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আল্লাহর কসম! এটি একটি ভাল তলোওয়ার। আমি এটিকে কয়েকবার পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর বললেনঃ আমাকে একটু দেখাও। আমি তা দেখব। সে তরবারিটি তাকে দিল। তরবারিটি নিয়ে তাকে এক আঘাতে হত্যা করে ফেলল। অপর লোকটি পালিয়ে মদীনায় আসে এবং দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে মসজিদে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে দেখে বললেনঃ একে ভীত মনে হচ্ছে। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললঃ আল্লাহর শপথ! আমার সাথীকে নিহত করা হয়েছে এবং (সুযোগ পেলে) আমাকেও হত্যা করা হত। ইতিমধ্যেই আবু বাসীর আগমণ করে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আপনি আমাকে কাফেরদের নিকট সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই কথা শুনে নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমার মায়ের অকল্যাণ হোক! এখন তো যুদ্ধের জন্য আগুন জ্বলে উঠবে। তার যদি কোন সাহায্যকারী থাকত! এ কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অচিরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিবেন। তাই তিনি সেখান থেকে বের হয়ে সমুদ্র তীরে চলে গেলেন। রাবী বলেনঃ এদিকে আবু জানদাল বিন সুহাইল তাদের নিকট থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সাথে মিলিত হন। এরপর থেকে কুরাইশদের নিকট হতে কোন মুসলিম পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে সেও আবু বাসীরের সাথে মিলিত হত। পরিশেষে তাদের একটি দল তৈরী হয়ে গেল। আল্লাহর শপথ! যখন তারা শুনত কুরাইশদের কোন কাফেলা সিরিয়ার দিকে যাচ্ছে, তখন তারা তাদের গতিরোধ করে তাদেরকে হত্যা করতেন এবং তাদের মালামাল লুট করে নিতেন। তাই কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কিছু লোক পাঠাল যে, তিনি যেন আবু বাসীর ও তার লোকজনকে লুটতরাজ থেকে বিরত রাখেন। এখন থেকে যে কোন লোক মুসলিম হয়ে মদীনায় গেলে আর তাকে ফেরত দিতে হবেনা।

অতএব নবী (ﷺ) তাদের ডেকে পাঠান। আল্লাহ তাআলা তখন এই আয়াত নাযিল করেনঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ------الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾

"তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মক্কা উপত্যকায় কাফেরদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের হাত থেকে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর----------কেননা কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত"। (সূরা ফাত্হঃ ২৪-২৬) তাদের জেদের কারণেই তাঁরা এ কথার স্বীকৃতি দেয়নি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তারা "বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম বাক্যটিও গ্রহণ করেনি"। এমনকি তারা মুসলিম ও কাবা ঘরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অধ্যায়ঃ স্বীকারোক্তির মধ্যে যে ধরণের শর্তারোপ ও স্বাতন্ত্র করা বৈধ

١١٦٥- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

১১৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি (এক কম একশ) নাম রয়েছে, যে সেগুলো মুখস্থ করবে অর্থাৎ তা জানবে ও তদানুযায়ী আমল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

টিকাঃ হাদীছে জান্নাত লাভ করতে গেলে আল্লাহর নাম আয়ত্ব করার শর্তারোপ করা হয়েছে এবং শর্ত থেকে এক সংখ্যাকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। সেখান থেকেই ইমাম বুখারী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন।

كتاب الوصايا

অসীয়তের (শেষ উপদেশের) বর্ণনা

অধ্যায়ঃ অসীয়তের বিধান

١١٦٦ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». (بخاری:٢٧٣٨)

১১৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে মুসলিমের নিকট অসীয়তের উপযোগী সম্পদ রয়েছে অসীয়ত নামা না লিখে তার জন্য দু'রাত অতিবাহিত করা জায়েয নয়।

١١٦٧ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلا دِينَارًا وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً وَلا شَيْئًا إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً». (بخاری:٢٧٣٩)

১১৬৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা অর্থাৎ জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিছ (রাঃ)এর সহোদর ভাই আমর ইবনুল হারিছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যুর সময় কোন দিরহাম, দীনার, কোন দাস-দাসী বা অন্য কিছু রেখে যান নি। তবে তিনি তাঁর সাদা রঙ্গের একটি খচ্চর, তার যুদ্ধাস্ত্র এবং এক খন্ড জমি রেখে গেছেন। তাও আবার আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।

١١٦٨ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لا. فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ. (بخاری:٢٧٤٠)

১১৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে একদা প্রশ্ন করা হলঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি কোন অসীয়ত করেছেন? তিনি বললেনঃ না। তাকে বলা হলঃ তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়ত ফরয করা হল বা তাদেরকে অসীয়তের আদেশ দেয়া হল? তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করার অসীয়ত করেছেন।

অধ্যায়ঃ মৃত্যুর সময় সাদকাহ করা

١١٦٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ». (بخاری:٢٧٤٨)

১১৬৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলঃ কোন সাদকাহ সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ সুস্থ অবস্থায় সাদকাহ করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার বাসনা এবং গরীব হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। সাদকাহ করার জন্য তুমি এত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করোনা যে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় আর তুমি বলতে শুরু করো এটা অমুকের ওটা অমুকের। কেননা ওটাতো অমুকের হয়ে গেছে।

অধ্যায়ঃ (অসীয়তের ক্ষেত্রে) স্ত্রীলোক এবং সন্তান-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত কি না?

١١٧٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا». (بخارى:٢٧٥٣)

১১৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলঃ

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

"এবং তুমি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও"। (সূরা শু'রাঃ ২১৪) তখন তিনি বললেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবনা। হে বনী আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবনা। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালেব! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবনা। হে রাসূলের ফুফু সাফীয়া! আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবনা। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি আমার মাল থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছুই করতে পারবনা"।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যাচাই করো এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে বলে মনে করলে তাদের সম্পদ ফেরত দাও

١١٧١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ». فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ. (بخارى:٢٧٦٤)

১১৭১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তার পিতা উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একটি সম্পদ সাদকা করে দিলেন, যার নাম ছিল ছামগ। আর সেটি ছিল খেজুরের বাগান। উমার (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিছু সম্পদ পেয়েছি। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। আমি এটি দান করে দিতে চাই। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তুমি মূল সম্পদটি এ শর্তে দান কর যে, তা বিক্রি করা হবেনা, দান করা হবে না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বন্টনও করা হবেনা। বরং তার ফল ব্যয় করা হবে। সুতরাং উমার (রাঃ) ঐ শর্তের উপরই তা সাদকাহ করে দিলেন। তাঁর এ সাদকাটি ছিল আল্লাহর রাস্তায়, গোলাম আযাদ করার জন্য, অভাবীদের অভাব পূরণের জন্য, মেহমানদারী করার জন্য, মুসাফিরের জন্য এবং নিকট আত্মীয়দের জন্য খরচ করার জন্য। মুতাওয়াল্লী (অভিভাবক) তা থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সঞ্চয় করে না রেখে নিজে খেলে এবং বন্ধুকে আপ্যায়ন করতে কোন দোষ নেই।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নি ভর্তি করছে। অচিরেই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে

١١٧٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

১১৭২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিষ থেকে দূরে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী কী? উত্তরে নবী (ﷺ) বললেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং (৭) সতী-সাধবী মু'মিন নারীর প্রতি অন্যায়ভাবে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।

টিকাঃ এ ছাড়া পিতা-মাতার নাফরমানি করা, ব্যভিচার করা, মিথ্যা কথা বলা এবং আরও অনেক কবীরা গুনাহ রয়েছে। সবগুলো থেকে সাবধান থাকা উচিৎ। এমন কি ছোট গুনাহও কয়েকটি একত্রিত হলে বড় গুনাহর রূপ ধারণ করে। তাই সব ধরণের পাপ পরিত্যাজ্য। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি হয়ে যায় তবে তড়িৎ তাওবা করা জরুরী। তাওবার শর্ত হচ্ছে, (১) খাঁটি মনে (২) লজ্জিত হয়ে (৩) দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে (৪) সময় থাকতে (৫) পাপ কাজ ছেড়ে এবং (৬) মানুষের অধিকার হরণ করে থাকলে তার বিহিত ব্যবস্থা নিয়ে তা সম্পন্ন করা।

অধ্যায়ঃ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধায়কের বেতন-ভাতা গ্রহণ

١١٧٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». (بخارى:٢٧٧٦)

১১৭৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমার ওয়ারিছগণ স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা ভাগ করবে না। আমার স্ত্রীদের এবং কর্মচারীর খরচের অতিরিক্ত যা থাকবে তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

টিকাঃ জানা গেল, যে ব্যক্তি ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ দেখাশুনা ও পরিচর্যা করবে তার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তা থেকে বেতন গ্রহণ করা জায়েয।

অধ্যায়ঃ কেউ এই শর্তে যমীন কিংবা কূপ ওয়াক্‌ফ করল যে, অন্যান্য মুসলমানের মত সেও তা হতে পানি গ্রহণ করবে

١١٧٤ــ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ حِينَ حُوصِرَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ وَلا أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ»، فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ» فَجَهَّزْتُهُمْ؟ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ

১১৭৪) উছমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলেন তখন লোকদেরকে বলতে লাগলেনঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি এবং আমি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকেই কসম দিচ্ছি। তোমরা কি জাননা যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রূমা নামক কূপটি খনন করবে তার জান্নাত মিলবে? তখন আমি তা খনন

করেছিলাম। তোমরা কি জাননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদের যোগান দিবে সে জান্নাতে যাবে। আর আমি তার যোগান দিয়েছিলাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ সাহাবীগণ তার কথা সত্যায়ন করলেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করবে---আল্লাহ নাফরমান লোকদেরকে সৎপথ দেখান না

١١٧٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾. (بخارى: ٢٧٨٠)

১১৭৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বনী সাহ্‌ম গোত্রের একজন লোক তামীমদারী এবং আদী বিন বাদ্দার সফরে বের হলেন। সাহ্‌মী এমন ভূমিতে ইন্তেকাল করল, যেখানে কোন মুসলিম ছিলনা। তামীমদারী এবং আদী যখন তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে বাড়ী ফিরল তখন তার আত্মীয়রা জিনিষ পত্রের মধ্যে একটি স্বর্ণখচিত রূপার পেয়ালা দেখতে পেলেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের দু'জনকে শপথ করালেন। অতঃপর পেয়ালাটি মক্কায় পাওয়া গেল। লোকেরা বললঃ আমরা এটি তামীম এবং আদীর নিকট থেকে খরিদ করেছি। সাহ্‌মীর আত্মীয়দের মধ্য হতে দু'জন দাঁড়িয়ে শপথ করে বললঃ আমাদের সাক্ষ্য এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয়। আর (তা হচ্ছে) এই পেয়ালাটি তাদের সাথীর। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তাদের ব্যাপারেই এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করবে"।

كتاب الجهاد

কিতাবুল জিহাদ

অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সারীয়্যার বর্ণনা

١١٧٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ: «لا أَجِدُهُ». قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلا تُفْطِرَ»؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ (بخاری:٢٧٨٥)

১১৭৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেনঃ আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা (ছাওয়াবের দিক দিয়ে) জিহাদের সমান। উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি এমন কোন আমল খুঁজে পাচ্ছিনা। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ মুজাহিদ যখন জিহাদে বের হবে তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে নিরলসভাবে নামায আদায় করতে এবং বিরামহীনভাবে রোযা রাখতে পারবে কি? সে বললঃ এ রকম কে করতে পারবে?

অধ্যায়ঃ সকল মানুষের মধ্যে ঐ মুমিন সবচেয়ে উত্তম যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে

١١٧٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ». قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

১১৭৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ ঐ মুমিন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে মুমিন স্বীয় জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তাঁরা বললেনঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ যে মুমিন পাহাড়ের কোন ঘাঁটিতে বসবাস করে, আল্লাহর এবাদত করে এবং মানুষের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকে।

١١٧٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».

১১৭৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আল্লাহই ভাল জানেন কে তাঁর পথে জিহাদ করে সে এমন এক রোযাদারের ন্যায় যে অবিরাম রোযা রাখে ও নামায আদায় করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে জিহাদকারীর ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, সে মৃত্যু বরণ করলে তাকে জান্নাত দান করবেন অথবা নিরাপদে পুরস্কার ও গণীমতসহ ঘরে ফিরিয়ে আনবেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের মর্যাদা

١١٧٩ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». (بخارى:٢٧٩٠)

১১৭৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, নামায কায়েম করবে এবং রামাযানের রোযা রাখবে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা স্বীয় জন্ম ভূমিতে বসে থাকুক। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি লোকদেরকে সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেনঃ জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তা মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রত্যেক দু' স্তরের মধ্যকার ব্যবধান হচ্ছে আসমান ও যমিনের ব্যবধানের সমান। সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন তোমরা জান্নাতুল ফিরদাউস চাও। কেননা এটি হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। বর্ণনাকারীর ধারণাঃ রাসূল (ﷺ) তারপর বলেছেনঃ উহার উপর আল্লাহর আরশ এবং তা থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ সকাল-বিকাল আল্লাহর পথে চলা এবং জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের দু'প্রান্তের দূরত্বের পরিমাণ স্থানের মর্যাদা

١١٨٠ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

১১৮০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় একটা সকাল অথবা একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সকল কিছু থেকে উত্তম।

١١٨١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ».

وَقَالَ: «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ». (بخارى:٢٧٩٣)

১১৮১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ জান্নাতের মধ্যে একটি ধনুকের দুই প্রান্তের দূরত্ব পরিমাণ জায়গা যে সব বস্তুর উপর সূর্য উদীত হয় এবং অস্ত যায় (দুনিয়া এবং এর সমস্ত সম্পদ) সে সব থেকেও উত্তম। তিনি আরো বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় একটা সকাল অথবা একটা বিকাল যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদীত হয় এবং অস্ত যায় (দুনিয়া এবং এর সমস্ত সম্পদ) সেসব বস্তু থেকেও উত্তম।

অধ্যায়ঃ হুরে ঈন তথা বড় বড় চোখ বিশিষ্ট জান্নাতের সুন্দরী হুরদের বিবরণ

١١٨٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (بخارى: ٢٧٩٦)

১১৮২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ জান্নাতের কোন নারী (হুর)

যদি পৃথিবী বাসীর দিকে উঁকি দিত তাহলে গোটা দুনিয়া আলোকোজ্জল হয়ে যেত এবং সুগন্ধিতে সুরভীত হত। জান্নাতী কোন নারীর মাথার ওড়না দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তু থেকেও উত্তম।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত এবং বর্শাবিদ্ধ হল

١١٨٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ، فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ رَجُلاً أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عليه السلام النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ. (بخارى:٢٨٠١)

১১৮৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনী সুলাইম গোত্রের ৭০জন লোকের একটা দলকে বনী আমের গোত্রের নিকট প্রেরণ করলেন। তারা যখন সেখানে পৌছলেন তখন তাদেরকে আমার মামা (আমর বিন মিলহান) বললেনঃ আমি তোমাদের পূর্বে গমণ করবো। তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, যাতে আমি তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী পৌছাতে পারি তবে তো ভাল। অন্যথায় তোমরা আমার নিকটেই অবস্থান করবে। সুতরাং তিনি অগ্রসর হলেন। তারা তাকে নিরাপত্তা দিল। তিনি তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় তারা তাদের একজনকে ইঙ্গিত করে বলে দিলে সে তাঁকে (আমরকে) বর্শাবিদ্ধ করে এপিঠ ওপিঠ করে দিল। সে সময় তিনি বললেনঃ আল্লাহু আকবার! কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়ে গেছি। অতঃপর তারা তাঁর অন্যান্য সাথীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদেরকে হত্যা করল। তারা মাত্র একজন খোঁড়া লোক ব্যতীত বাকী সবাইকে হত্যা করতে সক্ষম হল। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ে আরোহন করল। জিবরীল (আঃ) এ খবর নবী (ﷺ) কে জানালেন যে তারা সকলেই আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছেন। আমরা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত কুরআন মযীদের এই আয়াতটি পাঠ করতামঃ "তোমরা আমাদের গোত্রকে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, আমাদেরকেও তিনি সন্তুষ্ট করেছেন"। পরবর্তীতে আয়াতটি মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত রি'ল, যাকওয়ান, বনী লিহ্য়ান এবং আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের অবাধ্যতার কারণে বনী আসিয়্যাহ গোত্রের উপর লা'নত করেছেন।

١١٨٤ــ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ». (بخارى:٢٨٠٢)

১১৮৪) জুন্দুব বিন সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া কিছুই নও। তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছ।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়

١١٨٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ». (بخاری:٢٨٠٣)

১১৮৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে, আল্লাহই ভাল জানেন কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আহত হয়, কিয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় তাজা রক্তসহ উপস্থিত হবে। রক্তের রং রক্তের মতই হবে, কিন্তু তা থেকে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায় সুগন্ধি বের হতে থাকবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতিক্ষায় আছে। তারা তাদের অঙ্গীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি

١١٨٦ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ﷺ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ، قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَرَضُوا بِالأَرْشِ، وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». (بخاری:٢٨٠٦)

১১৮৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার চাচা আনাস বিন নযর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের সাথে আপনি প্রথম যে যুদ্ধটি করলেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। যদি কোন সময় আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ দান করেন তবে দেখবেন আমি কিভাবে যুদ্ধ করি। অতঃপর যেদিন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং কিছু মুসলিম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! মুসলিমদের কৃতকর্মের জন্য আমি আপনার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করছি আর মুশরিকদের কার্যকলাপের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর তিনি অগ্রসর হলে তার সাথে সা'দ বিন মুআযের সাক্ষাত হল। তিনি বললেনঃ হে সা'দ বিন মুআয! নযরের প্রভুর শপথ! জান্নাত অতি নিকটে। উহুদের দিক থেকে আমি জান্নাতে সুগন্ধি পাচ্ছি। পরবর্তীতে সা'দ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আনাস বিন নযর বীরত্ব দেখিয়েছে আমি তো তা করতে সক্ষম হইনি। আনাস বিন মালেক বলেনঃ যুদ্ধের পর আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায়

পেয়েছি। তাঁর শরীরে ছিল তরবারি, বর্শা ও তীরের আশিটিরও বেশী আঘাত। মুশরিকরা তাঁর হাত, পা এবং নাক-কান কেটে তার লাশকে বিকৃত করে ফেলেছিল। এ কারণে তাঁর বোন ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। সে তার আঙ্গুলের ডগা দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আনাস বিন মালেক বলেনঃ আমরা ধারণা করতাম যে, এ আয়াতটি তাঁর ব্যাপারে এবং তাঁর অনুরূপ লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছেঃ

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতিক্ষারত আছে। তারা তাদের অঙ্গীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি"। (সূরা আহযাবঃ ২৩)

١١٨٧ــ وقال أَنَّ أخته وهي تسمى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ إمرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص فقال يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فرضوا بالأرش وتركوا القصاص فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ

১১৮৭) আনাস (রাঃ) আরও বলেনঃ রুবাই নামক তাঁর এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ব্যাপারে কিসাসের আদেশ দিলে আনাস বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যেই মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ! ওর সামনের দাঁত ভাঙতে দেয়া যাবেনা। পরবর্তীতে বাদীপক্ষ কিসাসের দাবী ত্যাগ করে ক্ষতিপূরণ নিতে রাজী হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছে যে, তাঁরা কোন ব্যাপারে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তা পূরণ করার ব্যবস্থা করেন।

١١٨٨ــ عن زَيْدَ بْنَ ثَابِت رضى الله عنه قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِت الأَنْصَارِىِّ الَّذِى جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

১১৮৮) যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি কুরআন মযীদের আয়াতসমূহ বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্র করে একটি মুসহাফে লিপবিদ্ধ করছিলাম। তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত খুঁজে পেলামনা। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আমি তা পাঠ করতে শুনতাম। অবশেষে আয়াতটি কেবল খুজায়মা বিন ছাবেত আনসারীর নিকট পেলাম। তাঁর সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'জন লোকের সাক্ষ্যের সমান ঘোষণা করেছিলেন। কুরআনের উক্ত আয়াতটি হলঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতিক্ষারত আছে। তারা তাদের অঙ্গীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি"। (সূরা আহযাবঃ ২৩)

অধ্যায়ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক আমল করা

١١٨٩ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قال: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ». فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا». (بخارى:٢٨٠٨)

১১৮৯) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুখমন্ডল লৌহবর্মে আবৃত অবস্থায় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রথমে জিহাদে অংশ গ্রহণ করব? না ইসলাম গ্রহণ করব? নবী (ﷺ) বললেনঃ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো। অতঃপর জিহাদে অংশ গ্রহণ করো। সুতরাং লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করল এবং নিহত হল। তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ সে অল্প কাজ করে বেশী পুরস্কার লাভ করল।

অধ্যায়ঃ অজ্ঞাত স্থান থেকে আগত তীরের আঘাতে কেউ নিহত হলে

١١٩٠ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، قَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى». (بخارى:٢٨٠٩)

১১৯০) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হারেছা বিন সুরাকার মাতা উম্মে রুবাই বিনতে বারা নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর নবী! আমাকে হারেছা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? হারেছা বদর যুদ্ধের দিন অজ্ঞাত তীরের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। অন্যথায় তাঁর জন্য মন ভরে কাঁদব। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ হে উম্মে হারেছা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান রয়েছে। আর তোমার পুত্র সেখানের সর্বোচ্চ জান্নাত ফেরদৌস লাভ করেছে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যে জিহাদ করে তাঁর ফজীলত

١١٩١- عن أبي موسى رضي الله عنه قال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه

১১৯১) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললঃ কেউ জিহাদ করে গণীমতের সম্পদ হাসিল করার জন্যে, কেউ জিহাদ করে সুনাম অর্জনের জন্য, অন্য একজন জিহাদ করে বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য, এদের মধ্য হতে কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে? নবী (ﷺ) বললেনঃ যে ব্যক্তি জেহাদ করবে ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার জন্যে তার জিহাদ হবে আল্লাহর পথে।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধের পর ধুলিবালি ধুয়ে ফেলা

١١٩٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ: وَضَعْتَ السِّلاحَ فَوَاللَّه مَا وَضَعْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «فَأَيْنَ»؟ قَالَ: هَا هُنَا وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ» قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ. (بخارى:٢٨١٣)

১১৯২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খন্দকের যুদ্ধ হতে ফেরত এসে যুদ্ধের হাতিয়ার রেখে গোসল করে নিলেন। এমন সময় জিবরীল ফেরেশতা ধূলোমলিন কেশে হাজির হয়ে বললেনঃ আপনি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন? কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি এখনও অস্ত্র ত্যাগ করিনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ কোথায় যেতে হবে? তিনি বনী কুরায়যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ এদিকে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনী কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

অধ্যায়ঃ কোন কাফের কোন মুসলিমকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হলে

١١٩٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ». (بخارى:٢٨٢٦)

১১৯৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা দু'ব্যক্তির অবস্থা দেখে হাসেন। তাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করে উভয়ে জান্নাতবাসী হবে। প্রথম ব্যক্তি এ কারণে জান্নাতে যাবে যে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। অতঃপর হত্যাকারী এ কারণে জান্নাতে যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওবা করার তাওফীক দিবেন এবং সে মুসলিম হয়ে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে।

١١٩٤ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْهِمْ لِي، فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ. (بخارى:٢٨٢٧)

১১৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুসলিমগণ খায়বার বিজয় করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বারে অবস্থান কালে আমি তাঁর কাছে আগমণ করে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও খায়বারের গণীমতের অংশ প্রদান করুন। সাঈদ বিন আসের জনৈক পুত্র বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে অংশ প্রদান করবেন না। এ কথা শুনে আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ এ তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। এ কথা শুনে সাঈদ ইবনুল আসের পুত্র বললঃ পাহাড়ের চূড়া থেকে আগত জানোয়ারের জন্য আশ্চর্য! (আফসোস)। সে আমাকে এমন একজন মুসলিম হত্যা করার কারণে দোষী সাব্যস্ত করছে যাকে আল্লাহ আমার উসীলায় সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তার হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেন নি।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি জিহাদকে নফল রোযার উপর প্রাধান্য দিল

١١٩٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى. (بخارى:٢٨٢٨)

১১৯৫) আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু তালহা নবী (ﷺ)-এর যুগে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার কারণে নফল রোযা রাখতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর থেকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত কোন দিন তাকে রোযাবিহীন দেখিনি।

অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরো সাত প্রকার লোক শহীদ

١١٩٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» (بخارى:٢٨٣٠)

১১৯৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য মহামারি হল শাহাদাত।

টিকাঃ বাকী শহীদগণের কয়েক জনের আলোচনা পূবের এক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তারা হলেন (১) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী (২) পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী (৩) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী (৪) (দেয়াল, ছাদ ইত্যাদির নীচে) চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী (৫) আগুনে পুড়ে মৃত্যু বরণকারী (৬) সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যু বরণকারী মহিলা (৭) প্লুরিসি রোগে (ফুসফুস আচ্ছাদক ঝিল্লির প্রদাহঘটিত রোগ) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারী।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করছে এবং যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তারা পরস্পর সমান হতে পারেনা---- -আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়

١١٩٧ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (بخارى:٢٨٣٢)

১১৯৭) যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দিয়ে এই আয়াতটি লিপিবদ্ধ করালেনঃ

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

"মুমিনদের মধ্যে যারা জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকে আর যারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান নয়"। (সূরা নিসাঃ ৯৫) ইতিমধ্যেই আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলেন। আর এ সময়ই রাসূল (ﷺ) আমার দ্বারা আয়াতটি লিখিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জিহাদের ক্ষমতা রাখতাম তাহলে অবশ্যই জিহাদে অংশ গ্রহণ করতাম। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ লোক। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর অহী নাযিল শুরু করলেন। তখন তাঁর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এমন ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমার উরুর হাড় ভেঙে যাবে বলে আশঙ্কা করছিলাম। অতঃপর উক্ত অবস্থা দূরীভূত হলে আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি নাযিল করলেনঃ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ "অক্ষম ও অপারগগণ ব্যতীত"।

অধ্যায়ঃ জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান

١١٩٨ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ:«اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ » فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا. (بخارى:٢٨٣٤)

১১৯৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খন্দকের দিকে বের হলেন। তিনি দেখতে পেলেনঃ শীতের সকালে মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছেন। এ কাজ করার জন্য তাদের কোন দাস (শ্রমিক) ছিলনা। তাদেরকে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দেখে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করো। তারা তাঁর কথার উত্তরে বললেনঃ আমরা ঐ সমস্ত লোক যারা মুহাম্মাদের হাতে আজীবন জিহাদের বায়আত করেছে।

আনাস (রাঃ) থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণ বললেনঃ আমরা ঐ সমস্ত লোক যারা মুহাম্মাদের হাতে আজীবন ইসলামের উপর অবিচল থাকার বায়আত করেছি। তাদের কথার উত্তরে নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ আর কিছু নেই। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে কল্যাণ দান করুন।

অধ্যায়ঃ পরিখা খননের বর্ণনা

١١٩٩ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ:

لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا

إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا (بخاري:٢٨٣٧)

১১৯৯) বারা' বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খন্দকের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মাটি বহন করতে দেখেছি। মাটি লেগে তাঁর পেটের শুভ্রতা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেনঃ হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহ না হলে আমরা হেদায়াত পেতামনা। সাদকা করতামনা এবং নামাযও পড়তামনা। অতএব আমাদের উপর শান্তি নাযিল করুন। আমরা যখন শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হই তখন আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয়ই মক্কাবাসী কাফেররা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা যখন ফিতনার সৃষ্টি করতে চেয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

অধ্যায়ঃ প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে যে ব্যক্তি জিহাদে যেতে অক্ষম

١٢٠٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلا وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ». (بخارى:٢٨٣٩)

১২০০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কোন এক যুদ্ধে ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ কিছু লোক আমাদের পিছনে মদীনায় রয়ে গেছে। আমরা যে কোন ঘাটি অথবা উপত্যকা অতিক্রম করার সময় তারা আমাদের সাথেই থাকবে। উযর থাকার কারণেই তারা পিছনে রয়ে গেছে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদে থাকাবস্থায় রোযা রাখার ফজীলত

١٢٠١ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» (بخارى:٢٨٤٠)

১২০১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকাবস্থায় একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ তাঁর মুখমন্ডলকে দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের দুরত্বে রাখবেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনদের উত্তমরূপে পরিচর্যা করে তার ফজীলত

١٢٠٢ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» (بخارى:٢٨٤٣)

১২০২) যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিল সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল (অংশ গ্রহণের ছাওয়াব পেল) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিজনদের উত্তমরূপে পরিচর্যা করল সেও যুদ্ধে শরীক হল।

١٢٠٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي» (بخارى:٢٨٤٤)

১২০৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীগণের ঘর ব্যতীত অন্য কোন মহিলার ঘরে যাতায়াত করতেন না। তবে উম্মে সুলাইমের ঘরে যাতায়াত করতেন। নবী (ﷺ) কে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ আমি তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করার জন্যই তাঁর ঘরে প্রবেশ করে থাকি। কারণ তাঁর ভাই আমার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

١٢٠٤ــ وَعَنْهُ ﷺ أَنَّهُ أَتَى يَوْمَ الْيَمَامَةِ إِلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ: يَا عَمِّ، مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لا تَجِيءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ. (بخارى:٢٨٤٥)

১২০৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন ছাবিত বিন কায়েসের নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর উভয় উরু উন্মুক্ত করে সুগন্ধি ব্যবহার করছিলেন। আনাস (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে চাচা! আপনার যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেনঃ ভাতিজা! আমি এখনই আসছি। এই বলে তিনি পুনরায় সুগন্ধি ব্যবহার করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি মুজাহিদদের কাতারে এসে বসলেন। এরপর আনাস (রাঃ) যুদ্ধের ময়দান হতে লোকদের পলায়নের বিষয় বর্ণনা করলেন। ছাবেত (রাঃ) ইঙ্গিতের মাধ্যমে বলে দিলেনঃ আমাদের সামনে থেকে সরে যাও। আমরা শত্রুর মুকাবালা করব। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে কখনও এরূপ করতাম না। তোমরা তোমাদের সাথীদেরকে খুব খারাপ অভ্যাস শিক্ষা দিয়েছ।

অধ্যায়ঃ শত্রুদের অবস্থা জানার জন্য গোয়েন্দাগিরি করার মর্যাদা

١٢٠٥ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ»؟ يَوْمَ الأَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ»؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ». (بخارى:٢٨٤٦)

১২০৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) খন্দকের যুদ্ধের দিন বললেনঃ কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবর এনে দিতে পারবে? যুবাইর (রাঃ) বললেনঃ আমি পারব। তিনি পুনরায় বললেনঃ আমাকে শত্রু শিবিরের খবর কে এনে দিতে পারবে? যুবাইর বললেনঃ আমি। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে। আর আমার হাওয়ারী হল যুবাইর।

অধ্যায়ঃ শাসক সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল হোক, তার নেতৃত্বে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে

١٢٠٦ــ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ». (بخارى:٢٨٥٢)

১২০৬) উরওয়া আল-বারেকী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। আখেরাতের পুরস্কার ও গণীমতের মালও এতে শামিল।

টিকাঃ এখানে এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে জিহাদের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। তাই শিরোনামে বাড়তি এমন কথা রয়েছে, যা হাদীছে নেই। এতদ সত্ত্বেও তা যথার্থ।

١٢٠٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ». (بخارى:٢٨٥١)

১২০৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনেঃ ঘোড়ার কপালে রয়েছে বরকত।

অধ্যায়ঃ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা। আল্লাহর বাণীঃ তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ

١٢٠٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (بخاري:٢٨٥٣)

১২০৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করবে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর এবং পেশাব তাঁর আমলের পাল্লায় রাখা হবে।

অধ্যায়ঃ ঘোড়া ও গাধার নাম রাখা

١٢٠٩ــ عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ: لَهُ اللُّحَيْفُ أَوِ اللُّخَيْفُ. (بخارى:٢٨٥٥)

১২০৯) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের বাগানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটির নাম ছিল 'লুহাইফ' অথবা 'লুখাইফ'।

١٢١٠ــ عَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ»؟ وَسَرَدَ الْحَدِيثَ. (بخارى:٢٨٥٦)

১২১০) মুআয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি 'উফাইর' নামক একটি গাধার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে বসা ছিলাম। নবী (ﷺ) বললেনঃ হে মুআয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

١٢١١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (بخارى:٢٨٥٧)

১২১১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা মদীনাতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। এ সময় নবী (ﷺ) আমাদের 'মান্দুব' নামে একটি ঘোড়া ভাড়া নিয়ে গোটা মদীনা টহল দিলেন। পরিশেষে তিনি বললেনঃ আমি ভয়ের কোন কারণ খুঁজে পাই নি। আর ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের ন্যায় দ্রুতগামী পেয়েছি।

অধ্যায়ঃ ঘোড়ার অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে

١٢١٢ــ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ». (بخارى:٢٨٥٨)

১২১২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, ঘোড়া, মহিলা এবং ঘর এই তিনটি জিনিষের মধ্যেই অশুভ লক্ষণ আছে।

অধ্যায়ঃ গণীমতের মালে ঘোড়ার অংশ

١٢١٣ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا. (بخارى:٢٨٦٣)

১২১৩) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গণীমতের সম্পদে ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছেন।

টিকাঃ যারা যুক্তির দোহাই দিয়ে উক্ত হাদীছের উপর আমল করতে অপ্রস্তুত, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা এতটুকু বলতে চাই যে, ঘোড়া তো নিজে কিছু ভোগ করেনা; বরং তার মালিক ভোগ করে। যেমন সেই তাকে প্রস্তুত করে। ফলে তার নাম করে যা দেয়া হবে, তা যেমন তার ঠিক ঘোড়ার নামে যা দেয়া হবে, তাও তার। সুতরাং এখানে কার নামে কত দেয়া হল সেটি কোন বিচার্য বিষয় ছিলনা। ঠিক বুখারীতে সন্নিবেশিত নবীর হাদীছে এতটুকু প্রশ্ন তুলা ছিল আরও দুঃখ জনক।

١٢١٤ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ، إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِب + أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» (بخارى:٢٨٦٤)

১২১৪) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ আপনারা কি হুনাইন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ফেলে পলায়ন করেছিলেন? বারা বিন আযিব (রাঃ) বললেনঃ তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পলায়ন করেন নি। হাওয়াযেন গোত্র তীর নিক্ষেপে ছিল খুবই

পারদর্শী। আমরা তাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করলে মুসলিমগণ গণীমতের মাল সংগ্রহে এগিয়ে আসল। ঠিক সে সময় আমাদেরকে তীর বর্ষণ করে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসল। আমরা পলায়ন করলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পলায়ন করেন নি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছি। আবু সুফিয়ান তাঁর বাহনের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং নবী (ﷺ) বলছিলেনঃ আমি অবশ্যই নবী। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর বর্ণনা

١٢١٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ». (بخارى:٢٨٧٢)

১২১৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর 'আযবা' নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। প্রতিযোগিতায় এটিকে পরাস্ত করা যেতনা। অতঃপর একটি অল্প বয়সের উটের উপর আরোহন করে এক গ্রাম্যলোক আগমণ করল এবং আযবাকে পিছনে ফেলে চলে গেল। ব্যাপারটি মুসলিমদের উপর কষ্টকর মনে হল। তিনি উপলব্ধি করতে পেরে বললেনঃ দুনিয়াতে যে জিনিষই বেড়ে যাবে আল্লাহ তাকে অবনমিত করবেন।

অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে পুরুষের জন্য নারীদের পানির কলসী বহন করে নিয়ে যাওয়া

١٢١٦ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى:٢٨٨١)

১২১৬) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার কতিপয় মহিলার মধ্যে চাদর বিতরণ করলেন। সব শেষে একটি ভাল চাদর রয়ে গেল। উপস্থিত কোন এক ব্যক্তি বললঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাতনীকে অর্থাৎ আপনার স্ত্রীকে দিয়ে দিন। অর্থাৎ উম্মে কুলছুম বিনতে আলী (রাঃ) কে দান করুন। উমার (রাঃ) বললেনঃ বরং উম্মে সালীত এর বেশী হকদার। উম্মে সালীত ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণকারী আনসারী মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত। উমার (রাঃ) আরো বলেনঃ উম্মে সালীত উহুদ যুদ্ধে আমাদের জন্য পানি বহন করেছেন।

অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীদের ভূমিকা

١٢١٧ــ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ. (بخارى:٢٨٨٣)

১২১৭) রুবাই বিনতে মুয়াওবিয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে লোকদেরকে পানি পান করাতাম এবং তাদের খেদমত করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে পাহারা দান

١٢١٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاحٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا»؟ فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لأَحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ (بخارى:٢٨٨٥)

১২১৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এক রাত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটালেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি বললেনঃ আজ রাতে আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন সৎ ব্যক্তি যদি পাহারা দিতো তাহলে কতই না ভাল হত! এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। নবী (ﷺ) বললেনঃ কে? লোকটি বললেনঃ আমি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস। আজ রাতে আমি আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি। এরপর নবী (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়লেন।

١٢١٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ. طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»

১২১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দীনার, দিরহাম ও চাদরের (উত্তম পোষাকের) দাস ধ্বংস হোক! তাকে কিছু দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, উল্টে পড়ুক এবং সে যখন কাঁটা বিদ্ধ হবে তখন তা খুলে দেয়ার মত কাউকে না পাক। সুখবর ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। তার মাথা ধূলামলিন এবং পা দু'টি ধূলী ধুসরিত। তাকে সেনাবাহিনীর পাহারায় নিয়োজিত করা হলে সেখানেই নিয়োজিত থাকে। আর তাকে সেনাবাহিনীর পশ্চাতে পাহারা দেয়ার আদেশ করা হলে সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে অনুমতি দেয়া হয়না। কোন বিষয়ে কারো জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়না।

অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে সেবা করার মর্যাদা

١٢٢٠ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». (بخارى:٢٨٨٩)

১২২০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতের জন্য তাঁর সাথে খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হলাম। ফেরত আসার পথে যখন উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হল তখন তিনি বললেনঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসি।

١٢٢١ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُنَا ظِلاً الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ».

১২২১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাপড়ের চাদরের ছায়াই ছিল একমাত্র ছায়া। সেদিন যারা

রোযা রেখেছিল তারা তো কোন কাজই করেনি। আর যারা রোযা রাখেনি তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে নিয়ে গেল, কাজকর্মে আঞ্জাম দিল এবং আহত ও অসুস্থদের খেদমত করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আজ যারা রোযা রাখেনাই তারাই ছাওয়াব নিয়ে গেল।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন পাহারা দেয়ার মর্যাদা

١٢٢٢ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». (بخارى:٢٨٩٢)

১২২২) সাহ্‌ল বিন সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন পাহারা দেয়া দুনিয়া এবং তার উপরস্থ সমস্ত জিনিষ হতেও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া এবং তার উপরস্থ সমস্ত জিনিষ হতেও উত্তম। আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একটি সন্ধ্যা বা একটি সকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং তার উপরস্থ সমস্ত জিনিষ হতেও উত্তম।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের সময় দুর্বল ও সৎ লোকদের মূল্যায়ন ও দুআর দ্বারা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া

١٢٢٣ــ عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ». (بخارى:٢٨٩٦)

১২২৩) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের কারণেই তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক।

١٢٢٤ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ». (بخارى:٢٨٩٧)

১২২৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মানুষের নিকট এমন সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তখন বলা হবে তোমাদের মধ্যে কি নবী (ﷺ)-এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। অতঃপর মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন বলা হবে তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন? বলা হবে হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। অতঃপর মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন বলা হবে তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছেন? বলা হবে হ্যাঁ আছেন। তখন তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে।

অধ্যায়ঃ তীর নিক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করা

١٢٢٥ــ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ».

১২২৫) আবু উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম এবং কুরাইশরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য দাঁড়াল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তারা যখন তোমাদের নিকটবর্তী হবে তখন তোমরা তীর বর্ষণ কর।

অধ্যায়ঃ ঢালের বর্ণনা ও সঙ্গীর ঢালের আশ্রয় গ্রহণ

١٢٢٦ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (بخارى:٢٩٠٤)

১২২৬) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বনী নযীরের ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য গণীমত হিসাবে নির্ধারণ করে দিলেন। মুসলিমগণ তা অর্জন করার জন্য কোন ঘোড়া বা উট দৌড়ায়নি। তাই এ সম্পদ শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তা থেকে নবী (ﷺ) তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন। আর যা বাকী থাকত তা দিয়ে তিনি জিহাদের সরঞ্জাম যেমন ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্র খরীদ করতেন।

١٢٢٧ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّي رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

১২২৭) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একমাত্র সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ব্যতীত অন্য কারো জন্য এরূপ কথা বলতে শুনিনি, "আমার পিতামাতা তোমার জন্য কোরবান হোক। তুমি তীর নিক্ষেপ কর"।

অধ্যায়ঃ তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত করা

١٢٢٨ــ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلا الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلابِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ.(بخارى:٢٩٠٩)

১২২৮) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এ সমস্ত বিজয় ঐ সব লোকগণ অর্জন করেছেন, যাদের তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত ছিলনা। বরং তাদের তরবারি চামড়া, সীসা এবং লোহার দ্বারা খচিত ছিল।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা

١٢٢٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ، وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾. (بخارى:٢٩١٥)

১২২৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বদর যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) একটি তাবুর মধ্যে অবস্থান কালে বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিচ্ছি। আপনি যদি চান তাহলে আজকের পর আর কেউ আপনার ইবাদত করার থাকবে না। এ সময় আবু বকর তাঁর হাত ধরে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! যথেষ্ট হয়েছে।

আপনি আপনার প্রভুর কাছে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করেছেন। এ সময় নবী (ﷺ) বর্ম পরিহিত ছিলেন। অতঃপর তিনি বের হওয়ার সময় বললেনঃ অচিরেই শত্রু সেনাদল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়; কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর। (সূরা কামারঃ ৪৫-৪৬)

অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেশমী পোষাক পরিধান করা

١٢٣٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ لِحِكَّةٍ بِهِمَا

১২৩০) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আব্দুর রাহমান বিন আওফ এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)কে তাদের দেহে চুলকানী থাকার কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

وعَنْه أنهما شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْقَمْلَ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ

আনাস (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে রেশমী পোষাক পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অধ্যায়ঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

١٢٣١ــ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: «أَنْتِ فِيهِمْ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ». فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لا». (بخارى:٢٩٢٤)

১২৩১) উম্মে হারাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে থেকে প্রথম নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাদলের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। উম্মে হারাম বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের অন্তর্ভূক্ত থাকব? নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ আমার উম্মাতের সর্বপ্রথ যে সেনাদলটি কায়সারের একটি শহর (কন্‌ষ্টান্টেনিপোল) আক্রমণ করবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এ কথা শুনে উম্মে হারাম বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের অন্তর্ভূক্ত? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ না।

টিকাঃ সর্বপ্রথম ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া রোম সম্রাট কায়সারের শহর কন্‌ষ্টান্টেনিপোল আক্রমণ করেছিলেন। তার সাথে ছিলেন ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং আবু আইয়্যুব আনসারীসহ অন্যান্য সম্মানিত সাহাবীগণ। আর সর্বপ্রথম আমীর মুআবিয়া (রাঃ) নৌ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

অধ্যায়ঃ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

١٢٣٢ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ». (بخارى:٢٩٢٥)

১২৩২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইহুদী পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলে পাথর বলবেঃ হে আল্লাহর বান্দা! এই তো আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। সুতরাং তাকে হত্যা

করো।

١٢٣٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ

১২৩৩) আবু হুরায়রা (রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করা পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা।

অধ্যায়ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

١٢٣٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ».

১২৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা যতদিন তুর্কীদের সাথে লড়াই না করবে ততদিন কিয়ামত হবেনা। তাদের চক্ষু হবে ছোট, চেহারা হবে লাল, নাক হবে চ্যাপ্টা এবং চামড়ার ঢালের ন্যায় তাদের মুখমন্ডল হবে প্রশস্ত। তোমরা যতদিন এমন একদল লোকের সাথে লড়াই না করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করে ততদিন কিয়ামত হবেনা।

অধ্যায়ঃ মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য দু'আ করা

١٢٣٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ».

(بخارى:٢٩٣٣)

১২৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের উপর এই বলে বদ দুআ করলেনঃ হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, হে আল্লাহ! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ! তুমি এ সব দলকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে পরাস্ত কর এবং তাদেরকে তছনছ করে দাও।

١٢٣٦ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ الْيَهُودُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَلَعَنْتُهُمْ، فَقَالَ: «مَا لَكِ»؟ قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». (بخارى: ٢٩٣٥)

১২৩৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে বললঃ আস্-সামু আলাইকা (তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হোক)। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এতে আমি তাদেরকে অভিশাপ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমার কী হল? আমি বললামঃ তারা যা বলেছে আপনি কি তা শুনেন নি? তিনি বললেনঃ আমি যা বলেছি তা কি তুমি শুন নি? আমি তো ওয়া আলাইকুম বলেছি। অর্থাৎ তোমাদের উপরও মৃত্যু আপতিত হোক।

অধ্যায়ঃ মুশরিকদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে তাদের হেদায়াতের জন্য দু'আ করা

١٢٣٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ».

(بخارى:٢٩٣٧)

১২৩৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তুফাইল বিন আমর আদ্ দাওসী এবং

তাঁর সাথীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই দাওস গোত্র নাফরমানী করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দুআ করুন। তখন বলা হল দাওস গোত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দাও।

অধ্যায়ঃ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান এবং তারা যেন আল্লাহ ছাড়া পরস্পরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ না করে

١٢٣٨ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ». فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ»؟ فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». (بخارى: ٢٩٤٢)

১২৩৮) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে খায়বার যুদ্ধের দিন বলতে শুনেছেন, আমি এমন একজন লোকের নিকট পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। সাহাবীগণ এ আশায় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, সেটি কাকে দেয়া হবে। পরদিন সকালে সবাই আশান্বিত ছিলেন যে পতাকা তাকেই দেয়া হবে। তিনি বললেনঃ আলী কোথায়? তাঁকে বলা হলঃ তিনি উভয় চোখের যন্ত্রণায় কাতর। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ডেকে আনা হলে তিনি তাঁর চোখে থুথু ফেললেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখ এমন ভাল হয়ে গেল যে, মনে হচ্ছিল তাঁর চোখে কোন অসুখই ছিলনা। আলী (রাঃ) বললেনঃ আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তুমি যখন তাদের মুখোমুখী উপনীত হবে তখন প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাও এবং তাদের উপর যে সমস্ত বিষয় ওয়াজিব তা তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহর শপথ! যদি একটা লোকও তোমার দ্বারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা তোমার জন্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে দেখায় যে অন্যদিকে যাচ্ছে এবং যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করে

١٢٣٩ــ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

১২৩৯) কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কোন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন খুব কমই বের হতেন।

অধ্যায়ঃ সফরে যাত্রাকালে বিদায় দেয়া

١٢٤٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ وَقَالَ لَنَا: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ». قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». (بخارى:٢٩٥٤)

১২৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা কোন এক যুদ্ধে নবী (ﷺ) আমাদেরকে প্রেরণ করলেন। যাত্রাকালে কুরায়শদের দু'জন লোকের নাম উল্লেখ করে আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা যখন অমুক অমুক লোকের সন্ধান পাবে তখন তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর বের হওয়ার সময় যখন আমরা তাঁর নিকট বিদায় নিতে আসলাম তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম যে, অমুক অমুককে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না। সুতরাং তোমরা যখন তাদের দু'জনকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে।

অধ্যায়ঃ নেতার আদেশ শ্রবণ করা ও তা মান্য করা

١٢٤١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ». (بخارى:٢٩٥٥)

১২৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ অন্যায় কাজের আদেশ না দিলে (ইমামের) আদেশ মান্য করা জরুরী। আর ইমাম যখন অন্যায় কাজের আদেশ দেয়া হবে তখন তা শ্রবণ করা যাবে না এবং মান্যও করা যাবে না।

অধ্যায়ঃ ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা এবং তাঁর ছত্র ছায়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা

١٢٤٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ». ويقول: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ». (بخارى:٢٩٥٦ــ٢٩٥٧)

১২৪২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ আমরা শেষে আগমণকারী, কিন্তু (কিয়ামতের দিন) সকলের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশকারী। তিনি আরো বললেনঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে আমার নাফরমানী করল। ইমাম হলেন ঢালের ন্যায়। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয়ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তিনি যদি আল্লাহ ভীতির আদেশ দেন এবং ন্যায়-ইনসাফ করেন তাহলে তার বিনিময়ে ছাওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু যদি এর বিপরীত করেন তাহলে গুনাহগার হবেন।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন না করার বায়আত

١٢٤٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ؟ عَلَى الْمَوْتِ؟ قَالَ: لا، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ

১২৪৩) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বায়আতুর রিযওয়ানের পর পরবর্তী বছর আমরা যখন সেখানে আগমণ করলাম তখন আমাদের মধ্যে হতে দু'জন ব্যক্তি সে গাছটি সনাক্ত করতে একমত হতে পারেন নি, যে গাছটির নীচে আমরা বায়আত করেছিলাম। এটি ছিল (গাছটি

চিনতে না পারা) আল্লাহর পক্ষ হতে একটি রহমত। জিজ্ঞেস করা হলঃ নবী (ﷺ) সাহাবীদের থেকে কোন্ বিষয়ের বায়আত নিয়েছিলেন? মৃত্যুর উপর? তিনি বললেনঃ না, বরং যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করার ও স্থির থাকার উপর বায়আত নিয়েছিলেন।

١٢٤٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ: لا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (بخارى:٢٩٥٩)

১২৪৪) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হাররার বছর তাঁর নিকট জনৈক আগন্তুক আগমণ করে বললেনঃ ইবনে হানযালা লোকদের নিকট থেকে মৃত্যুর শপথ নিচ্ছেন। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেনঃ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর আমি অন্য কারও নিকট এ রূপ বায়আত করবো না।

١٢٤٥ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، أَلا تُبَايِعُ»؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَأَيْضًا». فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ، فقيل لَهُ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. (بخارى:٢٩٦٠)

১২৪৫) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়আত করার পর একটি বৃক্ষের ছায়ার নিচে গমণ করলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে তিনি আমাকে বললেনঃ হে আকওয়ার পুত্র! তুমি কি বায়আত করবে না? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো বায়আত করেছি। তিনি বললেনঃ পুনরায় বায়আত গ্রহণ কর। সুতরাং আমি দ্বিতীয়বার বায়আত গ্রহণ করলাম। তাঁকে বলা হলঃ ঐ দিন আপনারা কিসের উপর বায়আত করেছেন? তিনি বললেনঃ মৃত্যুর জন্য।

١٢٤٦ــ عَنْ مُجَاشِعٍ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَخِي، فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا». فَقُلْتُ: عَلامَ تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: «عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ». (بخارى:٢٩٦٣)

১২৪৬) মুজাশি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এবং আমার ভাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে বললামঃ হিজরতের জন্য আমাদের নিকট থেকে বায়আত করুন। তখন তিনি বললেনঃ হিজরতকারীদের জন্য হিজরত শেষ হয়ে গেছে। আমি বললামঃ তাহলে আমাদের নিকট হতে কিসের উপর বায়আত করবেন। তিনি বললেনঃ জিহাদ ও ইসলামের উপর।

অধ্যায়ঃ ইমাম কর্তৃক লোকদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের নির্দেশ দেয়া

١٢٤٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي فَيَغْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لا نُحْصِيهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسَى أَنْ لا يَغْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَرْشَكَ أَنْ لا تَجِدُوهُ، وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ. (بخارى:٢٩٦٤)

১২৪৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আজ আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আমি কি উত্তর দিবো তা বুঝতে পারছিলাম না। সে বললঃ বলুন

তো একজন সম্পদশালী অস্ত্রসজ্জিত ও কর্মতৎপর লোক আমাদের নেতাদের সাথে জিহাদে গিয়ে আমাদেরকে এমন কিছু আদেশ করে যা করার সামর্থ আমাদের নেই। আমি তাকে বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানি না তোমাকে কি বলবো? তবে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতাম। তিনি আমাদেরকে একবার কোন কাজের নির্দেশ দিতেন আর আমরা কাজটি সমাধা করে ফেলতাম। তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ ও শান্তির মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহকে ভয় করবে এবং যখন তার অন্তরে কোন বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হবে তখন এমন একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে যে জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করে দিবে। অচিরেই তোমরা এরূপ কোন লোক পাবে না। সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, এই পৃথিবীর যতটুকু অতীত হয়েছে তার সম্পর্কে আমি বলছি যে, এটা একটা জলাশয়ের মত। যার স্বচ্ছ পানিটুকু পান করা হয়েছে এবং ঘোলা পানিটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন

١٢٤٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ» وَقَدْ تَقَدَّمَ بَاقِيَ الدُّعَاءِ. (بخارى:٢٩٦٦)

১২৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) শত্রুর বিরুদ্ধে কোন এক যুদ্ধে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে লোক সকল! শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আকাঙ্খা করোনা; বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর শত্রুর সাথে মুকাবেলা হলে ধৈর্য ধারণ কর। জেনে রাখ! তরবারীর ছায়াতলেই জান্নাত। এরপর তিনি এই বলে দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, শত্রুদেরকে পরাস্তকারী, আপনি তাদের পরাস্ত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

অধ্যায়ঃ খাদেম (শ্রমিক) সাথে নিয়ে জিহাদে বের হওয়া

١٢٤٩ــ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ: اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَهْدَرَهَا، فَقَالَ: «أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ». (بخارى:٢٩٧٣)

১২৪৯) ইয়ালা বিন উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একজন মজদুর (কামলা) রেখেছিলাম। সে অন্য একজন লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তাদের একজন অন্যজনের হাত কামড়ে ধরল। যার হাত কামড়িয়ে ধরা হয়েছিল সে যখন তার হাত টেনে বের করতে গেল তখন অপর লোকটির সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল। লোকটি নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে অভিযোগ করল। তিনি মামলাটি বাতিল করে দিলেন (দাঁতের কোন ক্ষতিপূরণ দেন নি) এবং বললেনঃ তুমি কি মনে কর সে তাঁর হাত তোমার মুখে ধরে রাখবে আর তুমি তা উটের মত কাটতে থাকবে?

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

١٢٥٠ــ عَنِ الْعَبَّاسِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لِلزُّبَيْرِ ﷺ: هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ. (بخارى:٢٩٧٦)

১২৫০) আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যুবাইর (রাঃ)কে বললেনঃ এখানেই নবী (ﷺ) তোমাকে পতাকা স্থাপন করার আদেশ দিয়েছিলেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ এক মাসের দূরত্ব থেকে শত্রুর অন্তরে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে

١٢٥١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

১২৫১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমাকে জাওয়ামীউল কালিমসহ (সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থ প্রকাশকারী বাক্যসহ) প্রেরণ করা হয়েছে। ভীতি জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একদা আমি ঘুমন্ত ছিলাম। এমন সময় আমার হাতে পৃথিবীর সমস্ত ধনভান্ডারের চাবি রাখা হল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চলে গেছেন, কিন্তু তোমরা সে ধনভাণ্ডার বের করে নিচ্ছ।

অধ্যায়ঃ জিহাদের পথে পাথেয় বহন করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি)"

١٢٥٢ــ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلا نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ، فَارْبِطِيهِ بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ.

১২৫২) আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আমি আবু বকরের বাড়ীতে তাঁর পথের খাদ্য প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। তিনি বলেনঃ তাঁর সফর সামগ্রী তথা খাদ্য ও পানীয় বাধার মত কোন রশি না পেয়ে আমি আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলামঃ আল্লাহর শপথ! আমার কোমরবন্দ ছাড়া ঐগুলো বাঁধার আর কিছুই দেখছিনা। তিনি বললেনঃ তোমার কোমরবন্দকে দু'ভাগে ভাগ কর। একভাগ দ্বারা পানির পাত্র এবং অপর ভাগ দ্বারা খাদ্যের পাত্র বাঁধ। আমি তাই করলাম। এই কারণেই আমাকে যাতুন্ নেতাকাঈন তথা দুই কোমরবন্দ ওয়ালী বলা হত।

অধ্যায়ঃ একই গাধার উপর দুইজন আরোহন করা

١٢٥٣ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ. (بخاري:٢٩٨٧)

১২৫৩) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন একটি গাধার উপর আরোহন করলেন, যার জিনের (গদীর) উপর একটি চাদর বিছানো ছিল। আর উসামাকে তাঁর পিছনে বসালেন।

١٢٥٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَفَتَحَ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَاقِيَ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَ. (بخارى:٢٩٨٨)

১২৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর বাহনে উসামা বিন যায়েদকে পিছনে বসিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমণ করেছেন। তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল (রাঃ) এবং কাবার রক্ষী উছমান বিন তালহা (রাঃ)। অতঃপর নবী (ﷺ) মসজিদে উট বসিয়ে উছমানকে কাবার চাবি আনতে বললেন। উছমান চাবি এনে কাবার দরজা খুলে দিলে তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ কুরআন মযীদ সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় যাওয়া মাকরূহ

١٢٥٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

১২৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শত্রু ভূমিতে কুরআন মযীদ নিয়ে গমণ করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ উঁচু আওয়াজে তাকবীর পাঠ করা নিষেধ

١٢٥٦ــ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ». (بخاري:٢٩٩٢)

১২৫৬) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকার উঁচু ভূমিতে আরোহন করতাম তখন উচ্চস্বরে তাকবীর ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করছিলাম। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন কর। তোমরা তো কোন বধির বা দূরে অবস্থানকারীকে সম্বোধন করছনা। যাকে তোমরা ডাকছো তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটবর্তী।

অধ্যায়ঃ কোন নিম্নভূমিতে নামার সময় তাসবীহ পাঠ করা

١٢٥٧ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا (بخارى:٢٩٩٤)

১২৫৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা উঁচু জায়গায় উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলতাম এবং নীচু জায়গায় নামার সময় সুবহানাল্লাহ পাঠ করতাম।

অধ্যায়ঃ মুসাফির বাড়ীতে অবস্থানকালে যে আমল করে থাকে সফর অবস্থায়ও তার ততটুকু আমলের ছাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়

١٢٥٨ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». (بخارى:٢٩٩٦)

১২৫৮) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা ভ্রমণ করে তখন তার জন্য ততটুকু আমলের ছাওয়াবই লেখা হয় যতটুকু আমল সে সুস্থ অবস্থায় অথবা বাড়ীতে অবস্থানকালীন সময়ে করত।

অধ্যায়ঃ একাকী সফরে বের হওয়া

١٢٥٩ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ». (بخاری:٢٩٩٨)

১২৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানত তাহলে কোন পথিক রাতে একাকী পথ চলত না।

অধ্যায়ঃ পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদ করা

١٢٦٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». (بخاری:٣٠٠٤)

১২৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জেহাদের অনুমতি চাইলে নবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি? সে বললঃ হ্যাঁ, জীবিত আছে। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকার মাধ্যমেই তুমি জেহাদ করো।

অধ্যায়ঃ উটের গলায় ঘন্টা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা

١٢٦١ــ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولاً أَنْ لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلادَةٌ إِلا قُطِعَتْ. (بخاري:٣٠٠٥)

১২৬১) আবু বাশীর আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। লোকেরা তখন নিজ নিজ বাসস্থানে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন সংবাদ বাহক পাঠিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, কোন উটের গলায় যেন মালা বা রশি বাঁধা না থাকে। থাকলে যেন অবশ্যই তা কেটে ফেলা হয়।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির নাম সেনাবাহিনীতে তালিকাভূক্ত হওয়ার পর তার স্ত্রী হজ্জ করলে অথবা তার অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকলে তাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কি?

١٢٦٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً؟ قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». (بخاری:٣٠٠٦)

১২৬২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে এবং মাহরাম (শরীয়তের বিধানে যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম) সঙ্গী ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম তালিকাভূক্ত করেছি। আর আমার স্ত্রী হজ্জ পালনের জন্য বের হয়ে গেছে। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে গমণ কর।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধবন্ধীদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা

١٢٦٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ».

১২৬৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা ঐ সকল লোকদের প্রতি খুশী হবেন যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

টিকাঃ কথাটির তাৎপর্য এই যে এক শ্রেণীর কাফের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে মুসলিমদের হাতে বন্ধী হবে। মুসলিমগণ তাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে। অতঃপর তারা খুশী মনে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মূলতঃ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়াই তাদের জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

অধ্যায়ঃ কাফেরদের উপর রাতের অন্ধকারে হামলা করার সময় ঘুমন্ত নারী ও শিশু নিহত হলে কোন অসুবিধা নেই

١٢٦٤ــ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﷺ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». (بخارى:٣٠١٢)

১২৬৪) সা'ব বিন জাছ্ছামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় আমার নিকট দিয়ে নবী (ﷺ) অতিক্রম করলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ যে সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাতের বেলা হামলা করা হবে তাদের নারী এবং শিশুদেরকে হত্যা করা হবে কি? তিনি জবাব দিলেনঃ তারাও তো তাদের লোক।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধে শিশুদেরকে হত্যা করা

١٢٦٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

১২৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর কোন এক যুদ্ধে একটি মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি নারী ও শিশু হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর শাস্তির মাধ্যমে অন্য কাউকে শাস্তি দেয়া যাবেনা

١٢٦٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ بَلَغَه أَنَّ عَلِيًّا ﷺ حَرَّقَ قَوْمًا، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ». وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». (بخارى:٣٠١٧)

১২৬৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর কাছে যখন এই মর্মে সংবাদ পৌছল যে, আলী (রাঃ) একদল লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। তখন তিনি বললেনঃ এ ক্ষেত্রে আমি আলীর স্থলাভিষিক্ত হলে তাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করতাম না। কেননা নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহর শাস্তি (আগুন) দিয়ে কাউকে শাস্তি দিয়ো না। আমি শুধু তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণ করার পর তা পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।

অধ্যায়ঃ

١٢٦٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ». (بخارى:٣٠١٩)

১২৬৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, একটি পিপীলিকা কোন একজন নবীকে দংশন করলে তাঁর আদেশে পিপীলিকার গোটা আবাসই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হল। এরপর আল্লাহ অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, একটি মাত্র পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে। আর তুমি একদল পিপীলিকাকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করলে যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে।

অধ্যায়ঃ বাড়ীঘর ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়া

١٢٦٨ــ عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ»؟ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى: كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: وَكُنْتُ لا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ، قَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

১২৬৮) জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমরা কি আমাকে যুল-খালাসাহ থেকে আশ্বস্ত করবেনা? (তার উপাসনা হওয়া থেকে আমাকে আশঙ্কা মুক্ত করবেনা?) এটি ছিল খাছআম গোত্রের একটি ঘর, যাকে কাবায়ে ইয়ামানীয়া বলা হত। জারীর বলেনঃ আমি আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী নিয়ে যাত্রা করলাম। তারা সকলেই ছিলেন, তাদের সকলের কাছেই ঘোড়া ছিল। আর আমি ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার বুকে হাত মারলেন। এতে আমি আমার বুকে তাঁর হাতের আঙ্গুলের নিদর্শন দেখতে পেলাম। তিনি দু'আ করে বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে স্থির করে রাখ, তাকে সৎপথ প্রদর্শক এবং সৎপথ প্রাপ্ত করে রাখো। জারীর যুল-খালাসা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং যুল-খালাসাহ নামক মূর্তিকে ভেঙ্গে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর জারীর (রাঃ) এক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সংবাদ পৌছালেন। জারীর (রাঃ)এর দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেনঃ ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি ঐ মন্দিরটি ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে এসেছি। বর্ণনাকারী বলেনঃ নবী (ﷺ) আহমাস গোত্রের অশ্ব এবং অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করলেন।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধ এক প্রকার ধোঁকা

١٢٦٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ». (بخارى:٣٠٢٧-٣٠٢٨)

১২৬৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ পারস্য সম্রাট কেসরা ধ্বংস হয়েছে। তারপর আর কোন কেসরা হবে না। রোম সম্রাট কায়সার অচিরেই ধ্বংস হবে। তারপর আর

কোন কায়সার হবেনা। তাদের ধনভান্ডার অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় বন্টিত হবে।

١٢٧٠- وعنه رضي الله عنه سَمَّى النبي صلى الله عليه وسلم الْحَرْبَ خُدْعَةً

১২৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যুদ্ধকে এক প্রকার ধোঁকা ও কৌশল বলে অবিহিত করেছেন।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধে ঝগড়া, মতানৈক্য এবং ইমামের অবাধ্য ব্যক্তির শাস্তি

١٢٧١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ». فَهَزَمُوهُمْ. قَالَ: فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ، الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ. فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلاً، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلاءِ فَقَدْ قُتِلُوا، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ، قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلا تُجِيبُوا لَهُ»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ». قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلا عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلا تُجِيبُوا لَهُ»؟ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُ مَوْلانَا وَلا مَوْلَى لَكُمْ».

(بخاری:٣٠٣٩)

১২৭১) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্যের একটি দলের নেতা নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যদি দেখ পাখী আমাদের গোশত ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে তথাপিও তোমরা এ স্থান ত্যাগ করোনা। যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে ডেকে পাঠাই। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে পদদলিত করছি তথাপিও ডেকে না পাঠান পর্যন্ত তোমরা এ স্থান ত্যাগ করনা। যুদ্ধে মুসলমানেরা কাফেরদেরকে পরাজিত করলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি কাফেরদের মহিলাদেরকে দেখলাম যে, তারা পরিধেয় বস্ত্র টেনে ধরে দ্রুত দৌড়িয়ে পলায়ন করছে। ফলে তাদের উরু এবং পায়ের গোছা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথীরা বললেনঃ হে লোকেরা গণীমতের মাল সংগ্রহ কর। তোমাদের সাথীগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেনঃ তোমাদেরকে আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন তা কি তোমরা ভুলে গিয়েছ? তারা বললেনঃ আল্লাহর

শপথ! আমরা এখন মানুষের কাছে গিয়ে গণীমতের মাল সংগ্রহে অংশ গ্রহণ করবো। তাঁরা সেখানে গেলে কাফেররা তাদের মুখমন্ডল ফিরিয়ে দিল। তাঁরা পরাজিত হয়ে পলায়নপর হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে পিছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র বারজন সাহাবী ছাড়া আর কেউ ছিলনা। সুতরাং তারা আমাদের সত্তরজন লোককে শহীদ করে দিল। আর নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের একশ চল্লিশজন লোককে কাবু করেছিলেন। সত্তরজনকে বন্দী করেছিলেন এবং সত্তর জনকে নিহত করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান তিনবার বললঃ মুহাম্মাদ কি লোকদের মধ্যে জীবিত আছে? নবী (ﷺ) লোকদেরকে জবাব দিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান তিনবার বললঃ লোকদের মধ্যে আবু কুহাফার পুত্র আছে কি? পুনরায় তিনবার বললঃ লোকদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র কি আছে? অতঃপর আবু সুফিয়ান তার সাথীদের কাছে গিয়ে বললঃ এরা তিন জনই নিহত হয়েছে। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) আত্মসংবরণ করতে না পেরে বলে উঠলেনঃ আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর দুশমন! তোর ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুই যাদের নাম ধরে ডাকলি তারা সবাই জীবিত আছেন। তোর কষ্টের দিনগুলো বাকী রয়েছে। আবু সুফীয়ান বললঃ আজকের দিন বদরের যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ হয়ে গেল। আর যুদ্ধ তো পানির পাত্রের মত। (অর্থাৎ পানির পাত্র যেমন একজনের হাতে স্থির থাকে না তেমনি যুদ্ধে একবার একজন আরেকবার অন্য জন জয়লাভ করে থাকে) তোমরা তোমাদের কিছু লোককে মুছলা অবস্থায় তথা নাক কান কর্তিত পাবে। অবশ্য এরূপ করার জন্য আমি নির্দেশ করিনি। এতে আমার কোন দুঃখও নেই। এরপর আবু সুফীয়ান উচ্চস্বরে কবিতার ছন্দ উচ্চারণ করতে লাগলঃ হোবলের জয়! হোবলের জয়! নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না? তাঁরা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! বলুনঃ আমরা কি বলে তার জবাব দেব? তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ আল্লাহ মহান! তিনি সবচেয় বড়। আবু সুফীয়ান বললঃ আমাদের আছে উয্যা। তোমাদের কোন উয্যা নেই। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না? তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! বলুনঃ আমরা কি জবাব দেব? নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা বলঃ আমাদের মাওলা হলেন আল্লাহ। তোমাদের কোন মাওলা নেই।

অধ্যায়ঃ শত্রু দেখে মানুষকে শুনানোর জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা

١٢٧٢ــ عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيْحَكَ، مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ، قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ، فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ + وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ

فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ». (بخارى:٣٠٤١)

১২৭২) সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মদীনা থেকে বের হয়ে গাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গাবার পাহাড়ী অঞ্চলে পৌছলে আব্দুর রাহমান বিন আওফের দাসের সাথে আমার সাক্ষাত হল। আমি তাকে বললামঃ তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কিভাবে এখানে আসলে? সে বললঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি বললামঃ কে নিয়ে গেছে? সে বললঃ গাতফান ও ফাযারা গোত্রের লোকেরা। তাই আমি ইয়া-সাবাহ! ইয়াসাবাহ! (হায় বিপদ! হায় বিপদ!) বলে চিৎকার করে মদীনার উভয় প্রান্তের কঙ্করময় ভূমির লোকদেরকে শুনিয়ে দিলাম। অতঃপর আমি দৌড়িয়ে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালাম। তারা উষ্ট্রীগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তীর নিক্ষেপ করতে করতে বলতে লাগলামঃ আমি হলাম আকওয়ার পুত্র, আজকের দিনটি হল হীন প্রকৃতির লোকদের ধ্বংসের দিন।

সুতরাং তারা পানি পান করার পূর্বেই তাদের নিকট থেকে উষ্ট্রীগুলো উদ্ধার করে হাঁকিয়ে নিয়ে চললাম। নবী (ﷺ) আমার সাথে সাক্ষাত করলে আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ডাকাতরা পিপাসার্ত। পান করার পূর্বেই আমি তাদের নিকট থেকে উদ্ধার করে এনেছি। এখন আপনি তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য লোক পাঠান। নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আকওয়ার পুত্র! তুমি তো তাদের উপর জয়লাভ করেছ। এখন তাদের প্রতি দয়া কর। আর তারা তো তাদের লোকদের নিকট পৌছে আতিথ্য ও সেবা গ্রহণ করছে।

টিকাঃ তারা যেন তাওবা করে এই আশায় নবী (ﷺ) তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উৎসাহ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ বন্দী মুক্ত করা

١٢٧٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ»

১২৭৩) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কয়েদী মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করো এবং রুগীর সেবা করো।

١٢٧٤ــ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ﷺ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (بخارى:٣٠٤٧)

১২৭৪) আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আলী (রাঃ)কে বললামঃ আল্লাহর কিতাবে যা আছে তা ছাড়া তোমাদের কাছে অহীর কোন অংশ আছে কী? তিনি বললেনঃ না। সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন, কোন মানুষকে আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন এবং যা কিছু আমার পুস্তিকার মধ্যে তা ছাড়া আমার কোন কিছু জানা নেই। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ আপনার পুস্তিকার মধ্যে কি আছে? তিনি বললেনঃ রক্ত পণ, কয়েদী মুক্ত করণ এবং কাফেরকে হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবেনা।

অধ্যায়ঃ মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা

١٢٧٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لَنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: «لا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا». (بخارى:٣٠٤٨)

১২৭৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কয়েকজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে অনুমতি প্রার্থনা করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আদেশ দিলে আমরা আমাদের ভাগ্নে আব্বাসকে বিনিময় ছাড়াই ছেড়ে দেব। জবাবে তিনি বললেনঃ এক দিরহামও মাফ করোনা।

অধ্যায়ঃ দারুল হারবের কোন কাফের যদি নিরাপত্তা গ্রহণ ছাড়াই দারুল ইসলামে প্রবেশ করে

١٢٧٦ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ». فَقَتَلَهُ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ. (بخارى:٣٠٥١)

১২৭৬) সালামাহ বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কোন এক সফরে ছিলেন। তখন মুশরিকদের একজন গুপ্তচর এসে সাহাবীদের সাথে বসে গল্প করতে লাগল। অতঃপর সে চলে গেলে নবী (ﷺ) বললেনঃ তাকে অনুসন্ধান করে হত্যা কর। সালামাহ (রাঃ) তাকে হত্যা করলে নবী (ﷺ) নিহত গুপ্তচরের জিনিষপত্র তাঁকে (সালামাকে) দিয়ে দিলেন।

অধ্যায়ঃ বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া

١٢٧٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا». فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ». وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ». وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. (بخارى:٣٠٥٣)

১২৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একবার বললেনঃ আহ বৃহস্পতিবার দিন! কি বলব সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা! এরপর তিনি এত কাঁদলেন যে, যমীনের পাথরগুলো চোখের পানিতে ভিজে গেল। অতঃপর তিনি বললেনঃ বৃহস্পতিবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুখ বেড়ে গেল। এ সময় তিনি বললেনঃ তোমরা আমার কাছে কাগজ নিয়ে আস। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিব, যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবেনা। এ ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করল। অথচ কোন নবীর নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করা সমীচীন নয়। সাহাবীগণ বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলছেন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আমাকে স্বীয় অবস্থায় থাকতে দাও। কারণ তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছ, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাই উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। (১) আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদেরকে বহিস্কার করবে। (২) দূত বা প্রতিনিধিদেরকে সেভাবেই আপ্যায়ন করবে, যেভাবে আমি আপ্যায়ন করতাম। বর্ণনাকরী বলেনঃ আমি তৃতীয়টি ভুলে গেছি।

অধ্যায়ঃ অমুসলিম বালকের কাছে কিভাবে ইসলাম তুলে ধরতে হবে

١٢٧٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً

لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ». (بخارى:٣٠٥٧)

১২৭৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের বর্ণনা করে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করছি। সকল নবীই তাদের জাতির লোকদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলবো, যা কোন নবীই তার উম্মতকে বলেন নি। জেনে রাখ! সে হবে অন্ধ। আর আল্লাহ তাআলা অন্ধ নন।

অধ্যায়ঃ ইমামের পক্ষ হতে আদম শুমারী

١٢٧٩ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ». فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

১২৭৯) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক সময় নবী (ﷺ) বললেনঃ যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের নাম লিখে আমার নিকট পেশ কর। আমরা তাঁর জন্য এক হাজার পাঁচশত লোকের নাম লিখে আনলাম। তখন আমরা বললামঃ আমরা যেহেতু একহাজার পাঁচ শত লোক আছি, তাহলে ভয় কিসের। এরপর আমরা কোন এক সময় এমন পরীক্ষায় পতিত হই যে, আমাদের একজনকে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে একাকী নামায পড়তে হয়েছে।

অধ্যায়ঃ যারা শত্রুর উপর জয়লাভ করে শত্রুভূমিতে তিন দিন অবস্থান করে

١٢٨٠ــ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (بخارى:٣٠٦٥)

১২৮০) আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন কোন গোত্রের উপর জয়লাভ করতেন তখন তাদের এলাকায় তিন দিন অবস্থান করতেন।

অধ্যায়ঃ মুশরিক কোন মুসলমানের মাল লুট করে নিলে পরবর্তীতে সেই মুসলিম তার মাল পেয়ে গেলে

١٢٨١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

১২৮১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার তাঁর একটি ঘোড়া পালিয়ে গেলে শত্রুরা তা নিয়ে গেল। পরবর্তীতে মুসলিমগণ যখন কাফেরদের উপর জয়লাভ করলেন, তখন তাঁকে ঘোড়াটি ফিরিয়ে দিলেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার পরে তাঁর একটি গোলাম পালিয়ে গিয়ে রোমানদের এলাকায় চলে যায়। পরবর্তীতে মুসলিমগণ রোমানদের উপর জয়লাভ করলে খালেদ বিন ওয়ালীদ গোলামটি তাঁকে ফেরত দেন।

অধ্যায়ঃ ফারসী ও অন্য কোন আজমী ভাষায় কথা বলা। আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে তাঁর নিদর্শন বিদ্যমান। (সূরা রোমঃ ২২) আল্লাহ্ বলেনঃ আমি সব রাসূলকেই তাদের জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি। (সূরা ইবরাহীমঃ ৪)

١٢٨٢ــ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ، فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّ هَلا بِكُمْ». (بخارى: ٣٠٧٠)

১২৮২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খন্দকের যুদ্ধের সময় আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং এক 'সা' যব পিষে আটা প্রস্তুত করেছি। এখন আপনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ হে খন্দক খননকারী লোকেরা! জাবের তোমাদের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করেছে। শীঘ্রই সেখানে চল।

টিকাঃ উপরোক্ত হাদীছে (سور) সূর শব্দটি ফারসী, যার অর্থ খাদ্য।

١٢٨٣ــ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ﷺ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَنَهْ سَنَهْ» وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ. قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهَا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي». (بخارى: ٣٠٧١)

১২৮৩) উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ বিন সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আগমণ করলাম। তখন আমার পরনে ছিল হলুদ রঙ্গের একটি কোর্তা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা দেখে বললেনঃ সানাহ, সানাহ। হাবশী ভাষায় সানাহ অর্থ সুন্দর। উম্মে খালেদ বলেনঃ অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোহরে নবুওয়াত নিয়ে খেলতে শুরু করলে আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তাকে খেলতে দাও। এরপর রাসূল আমাকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ জীবনের দু'আ করে বললেনঃ কোর্তা পরিধান করে পুরাতন করে ছিড়ে ফেল, কোর্তা পরিধান করে পুরাতন করে ছিড়ে ফেল, কোর্তা পরিধান করে পুরাতন করে ছিড়ে ফেল। অর্থাৎ তোমার হায়াত দীর্ঘ হোক।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ খেয়ানত করা। আল্লাহর বাণীঃ আর যে খেয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন খেয়ানতকৃত সম্পদসহ হাজির হবে

١٢٨٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: «لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ». (بخارى: ٣٠٧٣)

১২৮৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নবী (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গণীমতের মাল খেয়ানতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন এবং খেয়ানতের বিষয়টি বড় করে বর্ণনা করলেন। আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাইনা যে, সে ঘাড়ে একটি চিৎকাররত ছাগল কিংবা ঘোড়া বহন করছে। সে আমাকে ডেকে বলছেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন!! তখন আমি বলবোঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবনা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন গলায় এমন একটি উট ঝুলন্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত না করে যে উটটি আওয়াজ করতে থাকবে। সে বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন!! আমি তখন বলবঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবনা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন গলায় স্বর্ণ-রৌপ্য ঝুলন্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে। সে বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন!! তখন আমি বলবঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবোনা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন গলায় কাপড়ের বোঝা ঝুলন্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে। সে বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন!! তখন আমি বলবঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবনা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছি।

অধ্যায়ঃ গণীমতের সামান্য মাল খেয়ানত করা

١٢٨٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ فِي النَّارِ». فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. (بخارى:٣٠٧٤)

১২৮৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'কিরকিরা' নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে যখন মৃত্যু বরণ করল, তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। লোকেরা তার অবস্থা দেখতে গিয়ে তার আসবাবপত্রের মধ্যে একটি চাদর দেখতে পেল, যা সে গণীমতের মাল থেকে চুরি করেছিল।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জানানো

١٢٨٦ــ عَنِ ابْنِ الزبير رضي الله عنهما أنه قَالَ لِابْنِ جَعْفَرٍ ﷺ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ (بخارى:٣٠٨٢)

১২৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা ইবনে জা'ফারকে বললেনঃ আপনার স্মরণ আছে কি, যখন আমি, আপনি এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গিয়েছিলাম? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ মনে আছে। তিনি তো আমাকে সাথে আরোহন করালেন আর তোমাকে রেখে আসলেন।

١٢٨٧ــ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. (بخارى:٣٠٨٣)

১২৮৭) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা অন্যান্য শিশুদের সাথে

রাসূল (ﷺ) কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধ হতে ফেরত এসে কী বলবে?

١٢٨٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ، فَصُرِعَا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ». فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا، فَرَكِبَا وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

১২৮৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা 'উসফান' নামক স্থান হতে ফেরত আসার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। নবী (ﷺ) তখন বাহনের উপর ছিলেন। পিছনে বসা ছিল তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুআই। এ সময় তাঁর উটনী হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই ছিটকে পড়ে গেলেন। তখন আবু তালহা দ্রুত ছুটে গিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন! তিনি বললেনঃ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি দাও। সুতরাং আবু তালহা একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা নিজ মুখমণ্ডল আড়াল করে সাফিয়্যার নিকট গেলেন এবং বস্ত্রখণ্ডটি তাঁর উপর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি তাদের জন্য (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাফিয়্যার জন্য) বাহনটি ঠিক করলেন। তাঁরা আরোহন করলেন এবং আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বেষ্টন করে অগ্রসর হতে থাকলাম। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে নবী (ﷺ) বললেনঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি কথাগুলো আওড়াতে থাকলেন।

অধ্যায়ঃ সফর হতে ফেরত এসে নামায আদায় করা

١٢٨٩ــ عَنْ كَعْبٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

১২৮৯) কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) সফর হতে দুপুরের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করলে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন।

كتاب فرض الخمس

কিতাবু ফারযিল খুমুস

অধ্যায়ঃ গণীমতের মালের এক -পঞ্চমাংশ ফরয হওয়া সম্পর্কে

١٢٩٠ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». وكَانَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِ الْفَيءِ الَّذِيْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذلك؟ قالوا: نعم. وكَانَ فِي الْمَجْلِسِ عُثْمَانُ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. وَذَكَرَ حَدِيْثَ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَ مُنَازَعَتَهُمَا وَ لَيْسَ الإِتْيَانُ بِهِ فِي شَرْطِنَا. (بخارى:٣٠٩٤)

১২৯০) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমাদের কোন ওয়ারিছ নেই। আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যে সম্পদ গণীমত হিসাবে দান করেছিলেন তা থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ নিয়ে নিতেন। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকত তা সাদকাহ খরচ করার খাতে খরচ করতেন। অতঃপর উমার উপস্থিত সাহাবীদেরকে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যার আদেশে আসমান-যমিন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আপনারা এটি জানেন কি? তারা বললেনঃ হ্যাঁ। আর সেই মজলিসে ছিলেন আলী, আব্বাস, উছমান, আব্দুর রাহমান বিন আওফ, জুবায়ের এবং সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)।

ইমাম বুখারী এখানে আলী ও আব্বাসের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের শর্তের বাইরে থাকার কারণে তা উল্লেখ করা গেলনা।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা, আংটি এবং এ সমস্ত বস্তুর যেগুলো খলীফাগণ তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবহার করেছেন এবং যা বন্টন করা হয়নি। তাঁর চুল, জুতা, এবং পাত্রসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলো দিয়ে সাহাবী ও অন্যান্য লোকেরা তাঁর মৃত্যুর পর বরকত গ্রহণ করেছেন সেসব জিনিষের বর্ণনা

١٢٩١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ أَخْرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالان، فَتَحَدَّثَ أَنَّهُمَا نَعْلا النَّبِيِّ ﷺ.

১২৯১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা তাঁর সাথীদের সামনে পশম বিহীন চামড়ার ফিতা লাগানো এক জোড়া জুতা বের করে দেখালেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ এ দু'টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতা।

١٢٩٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ: فِي هَذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ. (بخارى:٣١٠٨)

১২৯২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা একটি তালি দেয়া চাদর বের করে বললেনঃ এ

চাদরটিতেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, একদা তিনি ইয়ামানে নির্মিত একটি মোটা তহবন্দ এবং একটি চাদর বের করে দেখালেন, যাকে লোকেরা মুলাব্বাদা বলত।

١٢٩٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.

১২৯৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পান পাত্রটি ভেঙে গেলে তিনি ভাঙা জায়গায় রূপার তার দিয়ে জোড়া দিয়েছিলেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য" অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ বন্টনের অধিকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

١٢٩٤ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لاَنَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ». (بخارى:٣١١٥)

১২৯৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক আনসারী সাহাবীর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তিনি তাঁর সন্তানের নাম রাখলেন কাশেম। অন্যান্য আনসারগণ বললেনঃ আমরা তোমাকে আবুল কাশেম বলে সম্বোধন করে পরিতৃপ্ত করবোনা। সেই আনসারী লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। আমি তার নাম রেখেছি কাশেম। এতে আনসারগণ বললেনঃ আমরা তোমাকে আবুল কাশেম বলে সম্বোধন করে পরিতৃপ্ত করব না। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ আনসারগণ উত্তম কথাই বলেছেন। তোমরা আমার নামে নাম রাখো। তবে আমার উপনামে (কুনিয়াতে) কাউকে ডেকোনা। একমাত্র আমিই কাশেম (বন্টনকারী)।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সন্তানের নাম ছিল কাশেম। সে হিসাবে তাঁকে আবুল কাশেম উপনামে ডাকা হত। একদা নবী (ﷺ) বাজারে থাকাবস্থায় এক লোক আবুল কাশেম বলে ডাক দিল। নবী (ﷺ) লোকটির দিকে ফিরে তাকালে সে বললঃ আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো। তবে আমার উপনামে (কুনিয়াতে) কাউকে ডেকো না। সুতরাং নবী (ﷺ) জীবিত থাকাকস্থায় আবুল কাশেম বলে কুনিয়ত (উপনাম) রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর কাউকে আবুল কাশেম (কাশেমের বাপ) বলে ডাকাতে কোন অসুবিধা নেই।

١٢٩٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ»

১২৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে কিছু দেয়ার মালিক নই এবং তোমাদেরকে কোন কিছু হতে বঞ্চিত করারও মালিক নই। আমি কেবল বন্টনকারী। যেভাবে আমাকে বন্টন করার আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই আমি বন্টন করে থাকি।

١٢٩٦ــ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(بخارى:٣١١٨)

১২৯৬) খাওলা আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর সম্পদ বিনা অধিকারে খরচ করে থাকে। এ ধরণের লোকদের জন্য কিয়ামত দিবসে দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "তোমাদের জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে"

١٢٩٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِه: لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَهَا، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْه، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِه، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ بِيَدِه، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا».

(بخارى:٣١٢٤)

১২৯৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ পূর্ব যুগের কোন একজন নবী (ﷺ) জিহাদে যেতে মনস্থ করে নিজের কওমের লোকদেরকে বললেনঃ যে ব্যক্তি নতুন বিয়ে করেছে কিন্তু বাসর করেনি অথচ সে বাসর করার প্রত্যাশী, সে যেন আমার সাথে গমণ না করে। যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করেছে কিন্তু এখনও ছাদ উত্তোলন করেনি অথবা যে ব্যক্তি গাভীন বকরী কিংবা উট ক্রয় করে বাচ্চা পাবার অপেক্ষায় আছে কিন্তু এখনও বাচ্চা লাভ করেনি এসব ব্যক্তিও যেন আমার সাথে না যায়। এ সব কথা বলে তিনি জিহাদে বের হলেন। কোন এক জনপদের নিকট পৌছলে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল অথবা প্রায় আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল। তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহর নির্দেশ মত কাজ করছো। আমিও আল্লাহর নির্দেশ মত কাজ করছি। অতঃপর তিনি এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ আপনি সূর্যকে আমাদের জন্য থামিয়ে দিন। তাই বিজয় লাভ করা পর্যন্ত তাকে থামিয়ে দেয়া হল। যুদ্ধে জয় লাভের পর তিনি গণীমত একত্রিত করলেন। সেগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুন আসল; কিন্তু আগুন সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিলনা। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে গণীমত আত্মসাৎকারী আছে। কাজেই প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে লোক আমার হাতে বায়আত করুক। বায়আত করার সময় একজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তিনি তাকে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে খেয়ানতকারী আছে। তোমার গোত্রের সকলেই আমার হাতে বায়আত কুরুক। এভাবে বায়আত করার সময় দুই অথবা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে লেগে গেল। তিনি তাদেরকে বললেনঃ আত্মসাৎকৃত মাল তোমাদের মধ্যেই আছে। অতঃপর তারা গরুর মাথার ন্যায় এক খন্ড

স্বর্ণ এনে স্তুপে রাখলে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিল। এরপর নবী (ﷺ) বললেনঃ পরে আল্লাহ আমাদের জন্য গণীমতের মাল হালাল করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্য তা হালাল করেছেন।

অধ্যায়ঃ

١٢٩٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً وَهُوَ فِيهَا قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. (بخارى:٣١٣٤)

১২৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নজদের উদ্দেশ্যে একদল সেনা প্রেরণ করলেন। ইবনে উমার (রাঃ) তাতে ছিলেন। তারা গণীমত হিসাবে অনেক উট হস্তগত করে ফিরে আসলেন। তাদের প্রত্যেকেই বারটি অথবা এগারটি করে উট পেল। তাদেরকে অতিরিক্ত একটি করে উটও দেয়া হল।

١٢٩٩ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ فَقَالَ لَهُ: «لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ». (بخارى:٣١٣٨)

১২৯৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জি'রানা নামক স্থানে গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন এক লোক তাঁকে বললঃ ইনসাফ করুন। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে আমি হতভাগ্য হয়ে যাব।

অধ্যায়ঃ যারা নিহত কাফেরের সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী নন। যে মুসলিম কোন কাফেরকে হত্যা করবে নিহত কাফেরের সম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা ছড়াই এবং ইমামের আদেশ ব্যতীত উক্ত মুসলিমের জন্যই নির্ধারিত হবে

١٣٠٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ ﷺ أَصَابَ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ. (بخارى:٣١٤٤)

১৩০০) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হুনাইন যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য হতে দু'টি দাসী পেলেন। তিনি তাদেরকে মক্কার কোন একটি ঘরে রেখে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হুনাইনের বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। তারা মক্কার গলিসমূহে (পথসমূহ) চলাফেরা করতে থাকল। উমার (রাঃ) তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে বললেনঃ দেখো তো কি ব্যাপার? আব্দুল্লাহ বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে আযাদ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেনঃ তুমিও যাও এবং দাসী দু'টিকে মুক্ত করে দাও।

١٣٠١ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمِّ، هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي

الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ»؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا»؟ قَالا: لا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: «كِلاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ» وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. (بخارى:٣١٤١)

১৩০১) আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বদর যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের কাতারে দাঁড়িয়ে ডানে বামে তাকিয়ে আনসারদের দু'টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক দেখতে পেলাম। আমি আকাঙ্খা পোষণ করলাম যে, আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী লোকের মাঝখানে থাকতাম (তাহলে বিপদের সময় তাদের সাহায্য নিতে পারতাম)। এ সময় তাদের একজন আমাকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলঃ হে চাচা! আপনি কি আবু জাহ্লকে চিনেন? আমি বললামঃ হ্যাঁ চিনি। তবে হে ভাতিজা! তাকে তোমার প্রয়োজন কী? সে বললঃ আমি জানতে পেরেছি যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গালি দেয়। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু পূর্বে নির্ধারিত সে মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছন্ন হবেনা। তার কথা শুনে বিস্মিত হলাম। ইতিমধ্যেই আমাকে দ্বিতীয়জনও ইঙ্গিতের মাধ্যমে একই কথা জিজ্ঞেস করল। কিছুক্ষণ পরেই আমি আবু জাহ্লকে মানুষের মধ্যে ঘুরতে দেখলাম। আমি বললামঃ দেখ, তোমরা দু'জন যার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছো, সে ঐ ব্যক্তি। এ কথা শুনামাত্র তারা দু'জন তরবারী নিয়ে দ্রুত তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সংবাদটি অবহিত করল। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের কে তাকে হত্যা করেছে? তাদের উভয়েই বললঃ আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেনঃ তোমরা কি নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছ? তারা বললঃ না। তিনি তাদের তরবারি দু'টির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেনঃ তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। তবে তার পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মুআয বিন আমর বিন জামুহকে দিয়ে দিলেন। এ দু'জন তরুন ছিলেন মুআয বিন আফরা এবং মুআয বিন আমর বিন জামুহ।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআল্লাফাতুল কুলুব (যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য) এবং অন্যান্য লোকদেরকেও গণীমতের মালের পঞ্চমাংশ হতে প্রদান করতেন

١٣٠٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ».

১৩০২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি কুরাইশদের মন জয় করার জন্য (অতিরিক্ত) দান করি। কারণ তারা সবেমাত্র জাহেলিয়াত (কুফর) ত্যাগ করেছে।

١٣٠٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي

عَنْكُمْ»؟ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وقد تقدم الحديث بطوله. (بخارى:٣١٤٧)

১৩০৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে হাওয়াযেন গোত্রের সম্পদ থেকে গণীমত হিসাবে যে মাল প্রদান করেছেন, তা থেকে কুরাইশদের কতিপয় লোককে একশ করে উট দিতে থাকলে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেনঃ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ক্ষমা করুন! তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে দান করছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনও কাফেরদের রক্ত ঝরছে। আনাস (রাঃ) বলেনঃ তাদের কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জানিয়ে দেয়া হল। তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠিয়ে চামড়া দ্বারা নির্মিত একটি তাঁবুর মধ্যে একত্রিত করলেন। আনসার গোত্রের লোক ব্যতীত তিনি তথায় অন্য কাউকে আহবান করেন নি। তাঁরা একত্রিত হলে নবী (ﷺ) তাদের নিকট গিয়ে বললেনঃ তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ কেমন কথা শুনতে পাচ্ছি। তাদের জ্ঞানী লোকেরা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জ্ঞানী লোকেরা এমন কথা বলেনি। (কিছু সংক্ষক অল্প বয়স্ক লোক বলছে) হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

টিকাঃ হাদীছের শেষাংশে এসেছে তারা বললেনঃ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ক্ষমা করুন! তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে দান করছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনও কাফেরদের রক্ত ঝরছে। অতঃপর নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি কুরাইশদের মন জয় করার জন্য (অতিরিক্ত) দান করি। কারণ তারা সবেমাত্র জাহেলিয়াত (কুফর) ত্যাগ করেছে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ফেরত যাক ধন-সম্পদ নিয়ে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও? আল্লাহর শপথ! তোমরা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ ঐ জিনিষ তার চেয়ে অধিক উত্তম, যা নিয়ে তারা ফেরত যাচ্ছে। আনসাররা সবাই বললঃ হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এতেই সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা অচিরেই আমার পরে মারাত্মক ধরণের স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। তখন তোমরা সবর করবে। যে পর্যন্ত না তোমরা হাওযের ধারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করবে। আনাস বলেনঃ আমরা কিন্তু সবর করতে পারি নি।

١٣٠٤ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ: أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلا جَبَانًا». (بخارى:٣١٤٨)

১৩০৪) জুবায়ের বিন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুনায়েন থেকে ফেরার পথে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তার সাথে আরো কিছু লোক ছিল। এ সময় কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ঘিরে ধরে তাঁর কাছে কিছু চাইতে লাগল। এমন কি তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে একটি বাবলা গাছের নীচে যেতে বাধ্য করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর খানা গাছের সাথে আটকে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেনঃ তোমরা আমার চাদরটি আমাকে দাও। আমার কাছে যদি এই কাঁটাযুক্ত বৃক্ষগুলোর সমান সংখ্যক উট থাকত, তাহলে সেগুলো আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপন, মিথ্যুক এবং কাপুরুষ হিসাবে পাবে না।

١٣٠٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (بخارى:٣١٤٩)

১৩০৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল নাজরানে প্রস্তুতকৃত মোটা পাড় বিশিষ্ট একটি চাদর। এ সময় একজন গ্রাম্য লোক তাঁকে আটকিয়ে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি দেখলাম, জোরে টান দেয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের দাগ লেগে গেছে। তারপর লোকটি বললঃ আল্লাহর যে সম্পদ তোমার নিকট আছে তা থেকে আমাকে কিছু দান করার আদেশ দাও। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিলেন।

١٣٠٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».(بخارى:٣١٥٠)

১৩০৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুনায়েন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছু লোককে গণীমতের মাল দানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেন। আকরা ইবনে হাবেসকে তিনি একশ উট দিলেন। উয়াইনাকেও অনুরূপ দিলেন। এ ছাড়া আরবের গণ্যমান্য কতিপয় ব্যক্তিকেও দান করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললঃ আল্লাহর কসম! এ ধরণের বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি কিংবা এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। আমি তাঁকে বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমার কথাটি নবী (ﷺ) কে জানিয়ে দিব। সুতরাং আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যদি ইনসাফ না করে থাকেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করতে পারবে? আল্লাহ্ মুসার উপর রহম করুন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন।

অধ্যায়ঃ যুদ্ধের ময়দানে কেউ খাদ্যদ্রব্য পেলে কি করবে?

١٣٠٧ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ

১৩০৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা যুদ্ধ করার সময় মধু ও আঙ্গুর পেতাম। আমরা তা খেতাম। তবে তা নিয়ে আসতামনা।

অধ্যায়ঃ অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া (কর) গ্রহণ এবং যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) ও যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে সন্ধি করা

١٣٠٨ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. (بخارى:٣١٥٦،٣١٥٧)

১৩০৮) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে একদা বসরার অধিবাসীদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, কোন অগ্নিপূজক তার মাহরাম মহিলাকে বিয়ে করে থাকলে তাদের বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর উমার (রাঃ) অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করতেন না। তবে আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাঃ) যখন এ মর্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজার অঞ্চলের অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছেন তখন তিনি তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

টিকাঃ কোন মহিলার জন্য যেই পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চিরতরে নিষিদ্ধ তাকে সেই মহিলার মাহরাম বলা হয়।

١٣٠٩ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَتْ صَلاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: «أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ» قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». (بخارى:٣١٥٨)

১৩০৯) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বনী আমের বিন লুয়াইয়ের বন্ধু আমর ইবনে আওফ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহরাইনের জিযিয়া উসুল করে আনার জন্য আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহকে প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহরাইনের অধিবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আলা বিন হাযরামীকে সেখানে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবায়দা বাহরাইনের মাল নিয়ে আসলেন। আনসারগণ আবু উবায়দার আগমণ বার্তা শুনলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। ফজরের নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চলে যেতে লাগলে তারা তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ যে, আবু উবায়দা কিছু সম্পদ নিয়ে ফিরে এসেছে। তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ খুশীর সংবাদ গ্রহণ কর এবং খুশী হওয়ার মত বিষয়ের আশা রাখ। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দৈন্য ও দারিদ্রের ভয় করি না; বরং তোমাদের ব্যাপারে আশংকা হয় যে, তোমাদের জন্য পৃথিবীর সম্পদ প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমন প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্য। ফলে তোমরাও তাদের ন্যায় দুনিয়ার সম্পদ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। এটিই তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।

١٣١٠ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ بَعَثَ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ، قَالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ

وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسُ، فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى. وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرَضِينَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ. فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ (بخارى: ٣١٦٠-٣١٥٩)

১৩১০) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি মুশরেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বড় বড় দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে লাগলেন। এমন সময় হুরমুযান ইসলাম গ্রহণ করল। উমার (রাঃ) বললেনঃ আমি এ সব যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাই। হুরমুযান বললেনঃ ঠিক আছে। তবে শুন ঐ সব দেশ ও এলাকাগুলোতে মুসলিমদের যে সব শত্রু আছে তাদের উদাহরণ এমন পাখী-যার একটি মাথা, দু'টি ডানা ও দু'টি পা আছে। যদি তার একটি ডানা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তাহলে সে একটি ডানা ও মাথা নিয়ে দু'টি পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি তার অপর ডানাটিও ভেঙ্গে দেয়া হয় তাহলে মাথা নিয়ে পদযুগলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর যদি মাথাকেও চূর্ণ করে দেয়া হয়, তাহলে পদযুগল, ডানা এবং মাথা অকেজো হয়ে যাবে। সুতরাং মাথা হচ্ছে কেসরা (পারস্য সম্রাট), একটি ডানা হচ্ছে কায়সার (রোমীয় সম্রাট) অপর ডানাটি হচ্ছে পারস্য সম্রাজ্য। সুতরাং আপনি মুসলিমদেরকে পারস্য সম্রাট কিসরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিন। অতঃপর উমার (রাঃ) একদল লোক একত্রিত করে নু'মান বিন মুকার্‌রিনকে তাদের আমীর নিয়োগ করলেন। তারা যখন শত্রু এলাকায় পৌছলেন তখন পারস্য সম্রাটের গভর্ণর চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বের হল। তাদের একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বললঃ আপনাদের কেউ আমার সাথে কিছু কথা বলুন। তখন মুগীরা বিন শু'বা বললেনঃ তোমার মন যা চায় তা জিজ্ঞেস করতে পার। সে বললঃ আপনাদের পরিচয় কি? মুগীরা বললেনঃ আমরা আরবের অধিবাসী কিছু লোক। আমরা ছিলাম বড় হতভাগা ও বিপদগ্রস্ত। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা জীব-জানোয়ারের চামড়া এবং খেজুরের আঁটি চুষে খেতাম। পশম ও লোমের মোটা কাপড় পরিধান করতাম। গাছ ও পাথরের পূজা করতাম। এমন সময় আসমান-যমীনের মহান প্রভু আমাদের মধ্যে হতেই একজন নবী প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর পিতা-মাতা তথা বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানি। আমাদের সেই নবী ও আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে ততদিন যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর অথবা জিযিয়া প্রদান কর। আমাদের নবী আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এ পয়গামও জানান যে, এ লড়াইয়ে আমাদের মধ্যে কেউ নিহত হলে সে জান্নাতের নেয়ামতে চলে যাবে, যার অনুরূপ আর কখনও দেখা যায়নি। আর যারা বেঁচে থাকবে, তারা তোমাদের গর্দানের মালিক হবেন। কথা-

বার্তা শেষ করে মুগীরা (রাঃ) যখন যুদ্ধ করতে শুরু করতে চাইলেন, তখন সেনাপতি নু'মান মুগীরাকে বললেনঃ আল্লাহ আপনাকে অনেকবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এরূপ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি আপনাকে কখনও লজ্জিত বা লাঞ্ছিত করেন নি। তবে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেখেছি তিনি যদি দিবসের প্রথম ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ করার সুযোগ না পেতেন তাহলে বাতাস প্রবাহের এবং নামাযের সময় হওয়ার অপেক্ষা করতেন।

অধ্যায়ঃ ইমাম যদি কোন এলাকার বাদশার সাথে চুক্তিবদ্ধ হন তাহলে কি সে চুক্তি উক্ত এলাকার সকল অধিবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে?

١٣١١ــ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. (بخارى:٣١٦١)

১৩১১) আবু হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই সময় আয়লার শাসনকর্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর উপহার দিয়েছিল। বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও তাকে একটি চাদর উপহার দিলেন এবং তার দেশেরে রাজত্ব তার নামেই লিখে দিলেন।

অধ্যায়ঃ বিনা অপরাধে কোন চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে হত্যা করার অপরাধ?

١٣١٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (بخارى:٣١٦٦)

১৩১২) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের গন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

অধ্যায়ঃ মুশরিকরা যদি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে কি?

١٣١٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ». فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَبُوكُمْ»؟ قَالُوا: فُلَانٌ. فَقَالَ: «كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ». قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالَ: «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ»؟ قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا»؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ»؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ. (بخارى:٣١٦٩)

১৩১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন খায়বার বিজয় হল তখন ইহুদীরা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিষ মিশ্রিত বকরী উপহার দিল। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ এখানে যত ইহুদী আছে তাদেরকে একত্রিত কর। তাদেরকে একত্রিত করা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব, তোমরা কি সে বিষয়ে আমার সাথে সত্য বলবে? তারা বললঃ হ্যাঁ, সঠিক জবাব দিব। তখন নবী (ﷺ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের পিতা কে? তারা বললঃ উমুক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা মিথ্যা কথা বলছো; বরং তোমাদের পিতা উমুক ব্যক্তি। তারা বললঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি যদি তোমাদেরকে এরপর আরেকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি আমার সাথে সত্য বলবে? তারা বললঃ হ্যাঁ। হে আবুল কাসেম। আমরা মিথ্যা বললে তো আপনি জেনে ফেলেন। যেমন আমাদের পিতার ব্যাপারে আপনি আসল তথ্য ধরতে পারলেন। তিনি তাদেরকে বললেনঃ জাহান্নামের অধিবাসী কারা হবে? তারা বললঃ আমরা তথায় কিছু দিন অবস্থান করব। তারপর তোমরা তথায় আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা সেখানে অপমানিত ও অপধস্ত হও। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবনা। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি যদি তোমাদেরকে আরেকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি আমার সাথে সত্য বলবে? তারা বললঃ হ্যাঁ। হে আবুল কাসেম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি এই বকরীর সাথে বিষ মিশ্রিত করেছ? তারা বললঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এরূপ করলে কেন? তারা বললঃ আমরা মনে করলাম, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমরা ঝামেলা মুক্ত হয়ে যাব। আর যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অধ্যায়ঃ মুশরিকদের সাথে মাল বা অন্যান্য বিষয়ের বিনিময়ে চুক্তি করে যুদ্ধ বর্জন করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করার গুনাহ

١٣١٤ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ»؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: «فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ». فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

(بخاري:٣١٧٣)

১৩১৪) সাহ্‌ল বিন হাছমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ বিন সাহ্‌ল এবং মুহাইয়্যিসা বিন মাসউদ বিন যায়েদ (রাঃ) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারবাসীর সাথে সন্ধিচুক্তি বর্তমান ছিল। তারা দু'জন কোন এক সময় বিচ্ছিন্ন হলেন। পরে মুহায়্যিহাসা আব্দুল্লাহ বিন সাহ্‌লের নিকট এসে দেখেন তিনি মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে রক্তমাখা শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মুহাইয়্যিসা তার সাথীকে দাফন করে মদীনায় আসলেন। এরপর আব্দুর রাহমান বিন সাহ্‌ল এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়্যিসা ও হুয়াইয়্যিসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলেন। সেখানে গিয়ে আব্দুর রাহমান কথা বলতে শুরু করলে নবী (ﷺ) বললেনঃ বড়কে বলতে দাও। কারণ আব্দুর

রাহমান ছিল দলের মধ্যে অল্প বয়স্ক। আব্দুর রাহমান চুপ হয়ে গেলে মুহাইয়িসা ও হুয়াইয়িসা কথা বলতে শুরু করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি শপথ করে বলতে পার হত্যাকারী কে? তা করতে পারলে তোমরা তোমাদের সাথীর রক্তপণের অধিকারী হবে। তারা বললঃ কিভাবে আমরা শপথ করব? অথচ আমরা তো সেখানে উপস্থিত ছিলাম না বা দেখিওনি কে তাকে হত্যা করেছে। তিনি বললেনঃ তাহলে ইহুদীরা পঞ্চাশবার শপথ করে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিবে। তারা বললেনঃ আমরা কি করে কাফেরদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? পরিশেষে নবী (ﷺ) নিজের পক্ষ হতে দিয়াত (রক্তমূল্য) আদায় করে দিলেন।

অধ্যায়ঃ কোন যিম্মি কাউকে যাদু করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কি?

١٣١٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ.

১৩১৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কে যাদু করা হয়েছিল। এতে করে তিনি মনে করতেন যে, অমুক কাজটি করেছেন। অথচ তা করেন নি।

অধ্যায়ঃ বিশ্বাসঘাতকা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

١٣١٦ــ عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: «اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا». (بخارى:٣١٧٦)

১৩১৬) আওফ বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাবুক যুদ্ধের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তখন একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেনঃ কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি আলামত প্রকাশ পাবে। আমার মৃত্যু, বাইতুল মাকদিস বিজয়, মানুষের মধ্যে এমন একটি মহামারি ছড়িয়ে পড়বে যেমন 'কুআস' নামক ব্যাধি বকরীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এমন কি কোন ব্যক্তিকে একশত দীনার দেয়া হলেও সে অসন্তুষ্ট থেকে যাবে। অতঃপর এমন ফিতনার আগমণ ঘটবে যা প্রত্যেক আরবের ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর তোমাদের ও রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকার নীচে সংঘ বদ্ধ হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের প্রতিটি পতাকার নীচে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

টিকাঃ 'কুআস' এমন অজ্ঞাত ব্যাধি যার ফলে বকরী ও চতুষ্পদ জন্তু আকস্মিকভাবে মারা যায়।

অধ্যায়ঃ চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধ

١٣١٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَحْتَبُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ﷺ فَيُشَدُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْتَنِعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. (بخارى:٣١٨٠)

১৩১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ঐ সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন তোমাদের কোন দীনার অথবা দিরহাম থাকবেনা? আবু হুরায়রাকে বলা হলঃ হে আবু হুরায়রা! আপনি কিভাবে বুঝালেন পরিস্থিতি এরকম হবে? তিনি বললেনঃ ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আবু হুরায়রার

জীবন! সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে সমর্থিত তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা থেকে আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি। লোকেরা বললঃ এর কারণ কি হবে? আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ও যিম্মাদারীর অবমাননা করা হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা যিম্মিদের অন্তর কঠিন করে দিবেন। সুতরাং তারা জিযিয়া প্রদান হতে বিরত থাকবে।

অধ্যায়ঃ নেককার অথবা বদকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধ

١٣١٨- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الآخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

১৩১৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে নিশানা স্থাপন করা হবে। বর্ণনাকারীদের একজন বলেনঃ নিশানাটি স্থাপন করা হবে। অপরজন বলেনঃ কিয়ামতের দিন তা এমনভাবে রাখা হবে যা দ্বারা বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারককে সনাক্ত করা যাবে।

كتاب بدء الخلق

(সৃষ্টির সূচনা)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তিনিই তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তিনিই তা পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটি তাঁর পক্ষে অতি সহজ

١٣١٩ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا بَنِي تَمِيمٍ، أَبْشِرُوا». قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ». قَالُوا: قَبِلْنَا. فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ، رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ. لَيْتَنِي لَمْ أَقُمْ. (بخارى:٣١٩٠)

১৩১৯) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলে তিনি বললেনঃ হে বনী তামীম! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বললঃ আপনি তো আমাদেরকে সুসংবাদ দিলেন এখন কিছু দান করুন। একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর ইয়ামানের কিছু লোক তাঁর নিকট আসল। তিনি বললেনঃ হে ইয়ামানবাসী বনী তামীম তো সুসংবাদ গ্রহণ করল না। সুতরাং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বললঃ আমরা সুসংবাদ গ্রহণ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টির সূচনা ও আরশ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। এমন সময় এক লোক এসে বলতে লাগলঃ হে ইমরান! তোমার উটনী পালিয়ে গেছে। (ইমরান বলেন) হায় আমি যদি একথায় উঠে না যেতাম!

টিকাঃ ইমরান বিন হুসাইন থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) বলেনঃ আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিষ লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করলেন। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁক ছাড়লঃ হে ইবনে হুসাইন! তোমার উটনী চলে গেছে। তাই আমি চলে গেলাম। দেখলাম উটনীটি মরীচিকাময় প্রান্তর পিছনে ফেলে আরও সামনে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহর শপথ! আমার ইচ্ছা ছিল, আমি যদি উটনীটিকে একেবারেই পরিত্যাগ করতাম!

١٣٢٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ: لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي».

১৩২০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়। অথচ আমাকে গালি দেয়া তার শোভা পায়না। আর আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তার অনুচিত। আমাকে গালি দেয়ার অর্থ হচ্ছে, সে বলে আমার সন্তান আছে। (নাউযুবিল্লাহ) আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ হচ্ছে, সে বলে তিনি আমাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে পুনঃসৃষ্টি করবেন না।

١٣٢١ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي». (بخارى:٣١٩٤)

১৩২১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন সৃষ্টিকর্ম সমাধা করলেন তখন লাওহে মাহফুযে লিখে রাখলেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে। আর এ কিতাবটি আল্লাহর নিকট আরশের উপর বিদ্যমান।

অধ্যায়ঃ সাত যমীনের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

١٣٢٢ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». (بخارى:٣١٩٧)

১৩২২) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময় যামানা যে রকম ছিল ঘুরে ফিরে আজও সে অবস্থায় অবিচল রয়েছে। বার মাসে এক বছর। তা থেকে চারটি হচ্ছে সম্মানিত মাস। তা থেকে তিনটি আসে পরপর। যুল-কাদ, যুল-হজ্জ ও মুহার্‌রাম। আর বাকী মাসটি হচ্ছে মুযার গোত্রের রজব মাস। তা হচ্ছে, জুমাদাস্ সানী ও শাবানের মাঝখানে অবস্থিত। টিকাঃ রজব মাসকে মুযার গোত্রের মাস বলার কারণ এই যে, মুযার গোত্র এমাসকে অধিক সম্মান করত।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ সূর্য ও চন্দ্র একটি নির্দিষ্ট হিসাবের অনুগামী

١٣٢٣ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ»؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾». (بخارى:٣١٩٩)

১৩২৩) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা সূর্যাস্তের সময় নবী (ﷺ) আমাকে বললেনঃ হে আবু যার! তুমি কি জান সূর্য কোথায় যায়? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেনঃ তা যেতে যেতে আরশের নীচে সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর নিকট পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তাকে অনুমতি দেয়া হয়। এমন এক সময় আসবে যখন সিজদাহ করবে, কিন্তু তার সেই সিজদাহ গ্রহণ করা হবে না, সে অনুমতি চাইবে। কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সে পশ্চিম দিকে উদিত হবে। এটাই হল আল্লাহ তা'আলার বাণীর মর্মার্থঃ সূর্য তার নির্ধারিত ঠিকানার উদ্দেশ্যে চলমান। ওটিই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮)

١٣٢٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (بخارى:٣٢٠٠)

১৩২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে গুটিয়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ জ্যোতিহীন ও আলোহীন করে দেয়া হবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তিনিই রহমত (বারি) বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ বহনকারী বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন

١٣٢٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَفَتْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» الآيَةَ.

১৩২৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন তিনি কখনও সামনে অগ্রসর হতেন আবার পিছপা হতেন। কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বের হতেন এবং তাঁর চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেত। পরে বারি বর্ষণ হলে তাঁর এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটত। আয়েশা (রাঃ) তাঁর এ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী (ﷺ) বললেনঃ জানি না, আযাবের মেঘ দেখে 'আদ জাতি' যে কথা বলেছিল এ মেঘ অনুরূপ মেঘও তো হতে পারে। আল্লাহর বাণীঃ অতঃপর যখন তারা মেঘমালা তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তারা বলে উঠলঃ এ তো মেঘমালা। আমাদের উপর তা বর্ষিত হবে; বরং এটি সেই বস্তু যা তোমরা ত্বড়িৎ পেতে চেয়েছিলে। এটি তো সেই হাওয়া, যাতে যন্ত্রণা দায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা আহকাফঃ ২৪)

অধ্যায়ঃ ফেরেশতাদের বর্ণনা

١٣٢٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (بخارى:٣٢٠٨)

১৩২৬) আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিতঃ তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে উহা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে উহা মাংশ পিন্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এসময় তাকে চারটি বিষয় লিখার নির্দেশ দেয়া হয়ঃ (১) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে। (২) বয়স কত হবে। (৩) কর্ম কি হবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য। অতঃপর তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়।

তোমাদের মধ্যে একজন আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় (তক্দীরের) লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের মত আমল করে। এমনিভাবে একজন আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় (তক্দীরের) লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জান্নাতবাসীদের মত আমল করে।

١٣٢٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ». (بخارى:٣٢٠٩)

১৩২৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমুককে ভালবাসেন। সুতরাং তুমিও তাঁকে ভালবাস। তাই জিবরীলও তাঁকে ভালবাসেন। তারপর জিবরীল আকাশের অধিবাসীকে ডেকে বলেনঃ আল্লাহ্ অমুককে ভালবাসেন। সুতরাং তোমরাও তাঁকে ভালবাস। তখন আকাশবাসীও তাঁকে ভালবাসেন।

অতঃপর যমীনেও তাঁর জন্য কবুলিয়ত (গ্রহণযোগ্যতা) স্থাপন করা হয়।

١٣٢٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰه ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ». (بخارى: ٣٢١٠)

১৩২৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন যে, ফেরেশতাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আসমানে ফয়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। শয়তানেরা গোপনে চোরা পথে তা শুনার চেষ্টা করে এবং তা শুনেও ফেলে। অতঃপর কথাটি গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাদের পক্ষ থেকে তার সাথে একশটি মিথ্যা কথার মিশ্রণ ঘটায়।

١٣٢٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». (بخارى: ٣٢١١)

১৩২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যখন জুমআর দিন হয় তখন ফেরেশতাগণ মসজিদের প্রতিটি দরজায় দাঁড়িয়ে যায়। ফেরেশতাগণ প্রথম আগমণকারীর নাম লিখে নেয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তীদের নাম লিখে নেয়। ইমাম যখন মিম্বারে বসেন তখন তারা খাতা বন্ধ করে খুৎবা শ্রবণ করা শুরু করেন।

١٣٣٠ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ: «اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ». (بخارى: ٣٢١٣)

১৩৩০) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) হাস্‌সান বিন ছাবিতকে বললেনঃ তুমি মুশরিকদের কুৎসা বর্ণনা কর। জিবরীল ফেরেশতা তোমার সাথে আছেন।

١٣٣١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ! هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ». فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰه وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لا أَرَى، تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ. (بخارى: ٣٢١٧)

১৩৩১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ হে আয়েশা! এ তো জিবরীল! তিনি তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রাঃ) তখন বললেনঃ তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত। নবী (ﷺ) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আপনি তো এমন কিছুও দেখছেন, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

١٣٣٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ لِجِبْرِيلَ: «أَلاَ تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا»؟ قَالَ فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾» الآيَةَ. (بخارى: ٣٢١٨)

১৩৩২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিবরীলকে বললেনঃ আপনি যতবার আমাদের নিকট আসেন তার চেয়ে অধিকবার আসেন না কেন? বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾

"আমরা তো আপনার রবের নির্দেশ ছাড়া আসতে পারিনা। আমাদের আগের পিছের সবকিছুই আপনার রবের নিয়ন্ত্রণে। (সূরা মারইয়ামঃ ৬৪)

١٣٣٣ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». (بخاری:٣٢١٩)

১৩৩৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ জিবরীল আমাকে মাত্র একটি কিরআতে কুরআন পড়াচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে আরো অধিক কিরাআতে পড়ানোর আবদার করে আসছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি সাতটি কিরাআতে পড়িয়েছেন।

١٣٣٤- عَنْ يَعْلَى ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِ﴾. (بخاری:٣٢٣٠)

১৩৩৪) ইয়ালা (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে মিম্বারের উপরে পড়তে শুনেছিঃ

﴿وَنَادَوْا يَامَالِ﴾

"তারা ডেকে বলতে থাকবেঃ হে মালেক!" (সূরা যুখরুফঃ ৭৭)

١٣٣٥- عَنْ عروة عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِنَبِيِّ ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

১৩৩৫) উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেছেন। উহুদ যুদ্ধের দিনের চেয়ে অধিক কঠিন দিন আপনার নিকট কি কখনও আগমণ করেছে? তিনি বললেনঃ তোমার গোত্রের লোকদের নিকট থেকে আমি অনেক কঠিন দিনের সম্মুখীন হয়েছি। তাঁর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দিন হচ্ছে আকাবার দিন। সে দিন যখন আমি নিজে ইবনে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কুলালের নিকট হাজির হই। তাদের কেউই আমার কথায় সাড়া দেয়নি। অতএব, আমি মনক্ষুন্ন হয়ে ফিরে আসলাম। কোন দিকে যাচ্ছিলাম, আমার হুশ ছিল না। কারনুস্ সাআলিবে গিয়ে আমার হুশ ফিরল। অতঃপর মাথা উঠিয়ে দেখলামঃ এক খন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি দেখলাম তাতে জিবরীল ফেরেশতা অবস্থান করছেন। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনার সাথে আপনার জাতির লোকদের কথা-বার্তা এবং তাদের প্রতি উত্তর শুনেছেন। তিনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। এসব (কাফেরদের) উদ্দেশ্যে আপনি যা ইচ্ছা হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং সালাম দিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আপনি চাইলে আখশাবাইন তথা মক্কার দু'পাশের দু'টি পাহাড় তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। নবী (ﷺ) বললেনঃ বরং আমি আশা করি, আল্লাহ্ তাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

١٣٣٦ــ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا

أَوْحَى﴾ قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ. (بخاری:٣٢٣٢)

১৩৩৬) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণীঃ

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾

"তখন দুই ধনুক অথবা তার চেয়েও কম ব্যবধান ছিল। তখন আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার ছিল তা প্রত্যাদেশ করলেন।"-এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিবরীলকে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত পাখা ছিল।

١٣٣٧ــ وَعَنْهُ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ قَالَ: رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ.

১৩৩৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণীঃ

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

"নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন"-এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি সবুজ রঙ্গের বিছানা দেখেছেন, যা দিগন্ত ব্যাপী আকাশকে ঢেকে রেখেছিল।

টিকাঃ উপরে বর্ণিত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, নবী (ﷺ) জিবরীলকে দেখেছেন। এই হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে তিনি সবুজ রঙ্গের বিছানা দেখেছেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যেতে পারে যে, মূলত উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্দ নেই। তিনি সবুজ রঙ্গের বিছানা দেখেছেন। তাতে জিবরীল উপবিষ্ট ছিলেন।

١٣٣٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا بَيْنَ الْأُفُقِ. (بخاری:٣٢٣٤)

১৩৩৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি এ ধারণা করবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর প্রভুকে দেখেছেন সে বড় ভুল করবে। বরং তিনি জিবরীলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন। তখন তার শরীর আকাশের দিগন্তসমূহকে ঢেকে রেখেছিল।

١٣٣٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». (بخاری:٣٢٣)

১৩৩৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে এবং স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে; অতঃপর সে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ে রাত কাটায় তখন ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর লা'নত করতে থাকেন।

١٣٤٠ــ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ: ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾. (بخاری:٣٢٣٩)

১৩৪০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মিরাজের রাতে আমি মুসাকে দেখতে পেলাম। তাঁর শরীরের রং ছিল গন্দমের মত, দেহ ছিল দীর্ঘ, মাথার চুল ছিল কোঁকড়া। দেখতে তাঁকে শানুয়া গোত্রের একজন লোকের মত মনে হচ্ছিল। আর আমি ঈসাকে দেখতে পেলাম।

তাঁর দেহ ছিল মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন, মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট, শরীরের রং ছিল লাল-সাদা মিশ্রিত এবং মাথার চুল ছিল খাড়া। আর আমি দোযখের প্রহরী মালেক ও দাজ্জালকেও দেখেছি। এসমস্ত নিদর্শন আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ "সুতরাং তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করবেনা"। (সূরা সিজদাহঃ ২৩)

অধ্যায়ঃ জান্নাতের বর্ণনা, জান্নাত এখনও প্রস্তুত আছে

١٣٤١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ».

১৩৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তাকে তার ঠিকানা সকাল-সন্ধ্যায় দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে নিজেকে জান্নাতে আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামে দেখতে পাবে।

١٣٤٢ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». (بخاری:٣٢٤١)

১৩৪২) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি জান্নাতের মধ্যে দৃষ্টি দিয়েছি। দেখেছি তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীব লোক। আর জাহান্নামের মধ্যে দৃষ্টি দিয়েছি। দেখলাম জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।

١٣٤٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا». فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. (بخاری:٣٢٤٢)

১৩৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ আমি একদা ঘুমের মধ্যে নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। দেখলামঃ একটি মহিলা জান্নাতের একটি প্রাসাদের পাশে অযু করছে। জিজ্ঞেস করলামঃ এটি কার প্রাসাদ? ফেরেশতাগণ বললেনঃ এটি উমার বিন খাত্তাবের প্রাসাদ। উমারের ঈর্ষা কথাটি স্মরণ করে আমি পিছনে চলে আসলাম। একথা শুনে উমার (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর কি আমি ঈর্ষা করতে পারি?

١٣٤٤ــ وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا». (بخاری:٣٢٤٥)

১৩৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলের চেহারা ও আকৃতি পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল হবে। জান্নাতে তারা না ফেলবে থুথু, না ঝরবে নাকের পানি এবং না হবে পায়খানার কোন প্রয়োজন। তাদের বাসন হবে সোনার তৈরী, চিরুনী হবে সোনা ও রূপার। তাদের সুগন্ধি রাখার পাত্রটি সুগন্ধিযুক্ত কাঠ দিয়ে নির্মিত। তাদের ঘাম মেশকের ন্যায়

খোশবুদার হবে। তাদের প্রত্যেককে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। সৌন্দর্যের কারণে তাদের শরীরের গোশত ভেদ করে হাড্ডির ভেতরের মজ্জাও দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না, পারস্পরিক কোন প্রকার মিনোমালিন্য থাকবেনা। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের ন্যায় হবে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে।

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لا يَسْقَمُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ». وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. (بخاري: ٣٢٤٦)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তাদের পরে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। তাদের সকলের অন্তর হবে একটি অন্তরের ন্যায়। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না, পারস্পরিক কোন প্রকার হিংসা থাকবেনা। তাদের প্রত্যেককে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। সৌন্দর্যের কারণে তাদের শরীরের গোশত ভেদ করে হাড্ডির ভেতরের মজ্জাও দেখা যাবে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে। তাঁরা অসুস্থ হবে না। কখনও তাদের নাকের সিকনী ঝরবে না। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ উল্লেখ করেছেন।

١٣٤٥ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ». (بخاري:٣٢٤٧)

১৩৪৫) সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ অবশ্যই আমার উম্মতের সত্তর হাজার বা সাত লাখ লোক এক সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কেউ আগে, কেউ পরে এমন হবে না। তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় সমুজ্জল হবে।

١٣٤٦ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا». (بخاري:٣٢٤٨)

১৩৪৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) কে একটি চিকন রেশমী কাপড়ের কোর্তা উপহার দেয়া হয়। অথচ তিনি রেশমী পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করতেন। লোকেরা তা দেখে খুব পছন্দ করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, বেহেশতে সা'দ বিন মুআযের রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

١٣٤٧ــ وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لا يَقْطَعُهَا».

১৩৪৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বেহেশতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়া এত দীর্ঘ হবে যে, একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছরেও তার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছতে পারবে না।

١٣٤٨ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مِثْلُ ذَلِكَ وَقَالَ: «اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴾». (بخاري:٣٢٥٣)

১৩৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায়ও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ তোমরা চাইলে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করঃ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ এবং দীর্ঘ ছায়া। (সূরা ওয়াকিয়াঃ ৩০)

١٣٤٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ».

১৩৪৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার বাসীন্দাদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাও। কারণ তাদের পারস্পরিক মর্যাদায় পার্থক্য হবে। তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো নবীদের মর্যাদা। অন্যরা তো সেখানে পৌছতে পারবে না। তিনি বললেনঃ না, বরং ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, সেটি তাদের স্থান, যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং রাসূলগণকে যথাযথভাবে সত্যায়ন করেছে।

অধ্যায়ঃ জাহান্নামের বর্ণনা । জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত আছে

١٣٥٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ».

১৩৫০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর।

١٣٥١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً؟ قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا». (بخارى:٣٢٦٥)

১৩৫১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের দুনিয়ার আগুনের তাপমাত্রা জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি জবাব দিলেনঃ দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ আরো উনসত্তর ভাগ বাড়ানো হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাগেই দুনিয়ার আগুনের সমপরিমাণ তাপ রয়েছে।

١٣٥٢ــ عَنْ أُسَامَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلانُ، مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»

১৩৫২) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে তার নাড়ী-ভুড়িগুলো বের হয়ে পড়বে। ফলে সে নাড়ী-ভুড়ির চারপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা তার চাক্কীর (জাঁতাকলের) চার পাশে ঘুরতে থাকে। দোযখবাসীরা এ লোকের কাছে এসে জমায়েত হবে এবং বলবেঃ হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবেঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে সৎকাজ করতাম না। আর অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু নিজে অসৎকাজে লিপ্ত হতাম।

অধ্যায়ঃ ইবলীস ও তার সৈনিকদের বর্ণনা

١٣٥٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: أَشَعَرْتِ أَنَّ اللّٰهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي، أَتَانِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ: فِيمَا ذَا؟ قَالَ: فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ. فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ: «نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ». فَقُلْتُ: اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: «لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللّٰهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا». ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ. (بخارى:٣٢٦٨)

১৩৫৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কে যাদু করা হয়েছিল। এতে করে তিনি মনে করতেন যে, অমুক কাজটি করেছেন। অথচ তিনি তা করেন নি। তিনি একদিন খুব দুআ করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি কি জান, আল্লাহ আমাকে সেই জিনিষের কথা বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগমুক্তি নিহিত। আমার কাছে দু'জন লোক আসে। তাদের একজন আমার মাথার পাশে বসল এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। তাদের একজন অপরজনকে বললঃ এই লোকটির রোগটা কি? দ্বিতীয় জন জবাব দিল তাকে যাদু করা হয়েছে। দ্বিতীয় জন বললঃ কে যাদু করেছে? প্রথম জন বললঃ লাবীদ বিন আ'সাম। প্রথমজন বললঃ কিসের মধ্যে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বললঃ চিরুনী, চিরুনী করার সময় ঝরে পড়া চুল এবং পুরুষ খেজুর গাছের ফুলের আবরণীতে। প্রথমজন বললঃ কোথায় রাখা হয়েছে? দ্বিতীয়জন বললঃ 'যারওয়ান' নামক কূপে। তখন নবী (ﷺ) সেখানে গেলেন এবং সেখান থেকে ফেরত আসলেন। ফিরে এসে তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বললেনঃ কূপের নিকস্থ খেজুর গাছগুলো যেন এক একটি শয়তানের মাথা। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ আপনি কি সেগুলো বের করতে পেরেছেন? জবাব দিলেনঃ না। তবে আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, এসমস্ত জিনিষ মানুষের মধ্যে ফাসাদের প্রসার ঘটাতে পারে। অতঃপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

١٣٥٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰه وَلْيَنْتَهِ». (بخارى:٣٢٧٦)

১৩৫৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলতে পারে, এ জিনিষ কে বানিয়েছে? এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলতে পারে বল তো তোমার প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? তার অবস্থা এ পর্যন্ত পৌছে গেলে সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এ ধরণের ওয়াস্ওয়াসা থেকে বিরত থাকে।

١٣٥٥ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰه ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: «هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». (بخارى:٣٢٧٩)

১৩৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেনঃ ফিতনা এখানেই, ফিতনা এখানেই, (এই দিক

থেকেই ফিতনা বের হবে) যেদিক থেকে শয়তানের শিং বের হয়।

টিকাঃ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাক। কেননা ইরাক মদীনা থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত। কারণ ফিতনার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ফিতনা মূলতঃ ইরাক থেকেই বের হয়েছে। অপর হাদীছে নজদ শব্দ এসেছে, যদ্বারা ইরাকের নজদ উদ্দেশ্য। আলোচ্য হাদীছ তার একটি উজ্জল প্রমাণ।

١٣٥٦ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا».

১৩৫৬) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রাত শুরু হয় বা সন্ধ্যা নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকিয়ে রাখো। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাতের কিছু অংশ চলে যায় তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তুমি আল্লাহর নাম স্মরন করে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ কর, আল্লাহর নাম নিয়ে বাতি নিভাও, আল্লাহর নাম স্মরণ করে পানির পাত্র বন্ধ রাখো। আর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তোমার পাত্র ঢেকে রাখ। ঢাকার জন্য কিছু না পেলে যে কোন বস্তু (একটি কাঠি হলেও) তার উপর রেখে দাও।

١٣٥٧ــ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ، فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ» فَقَالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ. (بخارى:٣٢٨٢)

১৩৫৭) সুলায়মান বিন সুরাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম তখন দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে পরস্পরকে গালিগালাজ করছিল। তাদের একজন ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিল। তার ক্রোধ এত অধিক হয়েছিল যে, ক্রোধে তার মুখমন্ডল ফুলে উঠছিল এবং সে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার এই অবস্থা দেখে নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি একটি কথা জানি, লোকটি উহা বললে তার ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। সে যদি বলেঃ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (আমি আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি) তাহলে তার রাগ চলে যাবে। লোকেরা তার নিকট এগিয়ে গিয়ে বললঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। সে বললঃ আমি কি পাগল হয়ে গেছি?

টিকাঃ অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করার কারণে তার ক্রোধ আরো বেড়ে যাচ্ছিল।

١٣٥٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ». (بخارى:٣٢٨٩)

১৩৫৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে।

সুতরাং যখন তোমাদের কারো হাই আসবে যথাসাধ্য তা দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন 'হা' করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

١٣٥٩ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ». (بخارى:٣٢٩٢)

১৩৫৯) আবু কাতাদাহ হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে, মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ভীতিকর স্বপ্ন দেখে সে যেন বাম দিকে থুথু ফেলে আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চায়। তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

١٣٦٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». (بخارى:٣٢٩٥)

১৩৬০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে অযু করে সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ভাল করে ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান তার নাকের ছিদ্র পথে রাত্রি যাপন করে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহ্ যমীনে সর্বপ্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন"

١٣٦١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ» قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ. (بخارى:٣٢٩٧، ٣٢٩٨)

১৩৬১) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে মিম্বারে খুতবা অবস্থায় বলতে শুনেছিঃ তোমরা সাপ মেরে ফেল। তোমরা পিঠে দু'টি রেখা বিশিষ্ট সাপ এবং লেজ কাটা সাপকে অবশ্যই হত্যা করবে। কেননা এ দু'প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেনঃ একদা আমি একটি সাপ মারার জন্য ধেয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা আমাকে ডেকে বললেনঃ একে মেরো না। আমি বললামঃ রাসূল (ﷺ) সাপ মারতে আদেশ করেছেন। তিনি বললেনঃ পরে তিনি গৃহে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ (এক সময়) মুসলিমের সর্বোত্তম মাল হবে ছাগলের পাল, সেগুলো চরানোর জন্য সে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে

١٣٦٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ». (بخارى:٣٣٠١)

১৩৬২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কুফরীর মূল পূর্ব দিকে। অহংকার ঘোড়া ও উটের মালিকদের মধ্যে। যারা গ্রামে (মরু অঞ্চলে) বাস করে এবং উটের পশম দিয়ে গৃহ নির্মাণ করে। আর প্রশান্তি ছাগলের মালিকদের মধ্যে।

١٣٦٣ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ هَا هُنَا أَلا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ».

১৩৬৩) আবু মাসউদ উকবা বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় হাত দিয়ে ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ ঈমান তো ইয়ামানে। খবরদার! কঠোরতা এবং কঠিন হৃদয় গ্রাম্য লোকদের মধ্যে, যারা উট নিয়ে এমন এলাকায় বসবাস করে যেখান থেকে শয়তানের দু'শিং বের হয়। অর্থাৎ মুযার ও রবীআ গোত্রের মধ্যে।

١٣٦٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا». (بخارى:٣٣٠٣)

১৩৬৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যখন তোমরা মোরগের ডাক শুন তখন তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা সে ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার ডাক শুন তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা এটি শয়তান দেখেছে।

١٣٦٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلا الْفَأْرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ». فَحَدَّثْتُ كَعْبًا، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا. فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ. (بخارى:٣٣٠٥)

১৩৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়েছিল। তাদের পরিণতি সম্পর্কে কেউ জানতে পারে নি। আমার ধারণা ইঁদুরই সেই নিখোঁজ সম্প্রদায়। কেননা ইঁদুরের সামনে উটের দুধ রাখা হলে তা পান করে না। কিন্তু ছাগলের দুধ রাখা হলে তা পান করে নেয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি কা'বের কাছে এহাদীছ বর্ণনা করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কি নিজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি কয়েকবার আমাকে একথা জিজ্ঞেস করলে আমি বললামঃ আমি কি তাওরাত পড়ি?

টিকাঃ বনী ইসরাঈলের উপর উটের মাংস ও দুধ হারাম ছিল। তাদের একটি দল নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। ইঁদুর যেহেতু উটের দুধ পান করেনা, তাই নবী (ﷺ) এখান থেকে বুঝে নেন যে, ইঁদুর সেই জাতি। নবী (ﷺ) প্রথমে ইজতেহাদ করে এই কথা বলেছিলেন। পরবর্তীতে অহীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন যে, যে জাতির উপর চেহারা পরিবর্তনের শাস্তি আসে, তাদের কোন বংশধর বাকী থাকেনা। চেহারা পরিবর্তনের কয়েক দিন পরই তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

অধ্যায়ঃ তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে যখন মাছি পড়বে তখন সে যেন মাছিকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়। কেননা মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগ জীবাণু এবং অপর ডানায় রয়েছে তার প্রতিশেধক

١٣٦٦ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً». (بخاري:٣٣٢٠)

১৩৬৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে যখন মাছি পড়বে তখন সে যেন মাছিকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়। কেননা মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগ জীবাণু এবং অপর ডানায় রয়েছে প্রতিশেধক।

টিকাঃ বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে যে, তার এক ডানায় অসংখ্য জীবানু রয়েছে এবং অপর ডানাতে জীবানু নাশক শক্তি আছে। এ দেখে ইসলামের সত্যতায় বিমোহিত হয়ে নয় সদস্য বিশিষ্ট টিমের সাতজন বৈজ্ঞানিক তাৎক্ষণিক মুসলমান হয়ে যান। (আল্লাহু আকবার)

١٣٦٧ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا ذَلِكَ». (بخاري: ٣٣٢١)

১৩৬৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একজন ব্যভিচারিনীকে কেবল এই কারণে ক্ষমা করা হয়েছিল যে, সে একদা একটি কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে হাপাচ্ছিল। পানির পিপাসায় কুকুরটি মরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মহিলাটি তার মোজা খুলে ওড়নার সাথে বাঁধল। তারপর পানি উঠিয়ে এনে কুকুরকে পান করাল। এর কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল।

كتاب أحاديث الأنبياء

(নবীদের অবস্থার বিবরণ)

অধ্যায়ঃ আদম ও তাঁর বংশধর সৃষ্টির কাহিনী

١٣٦٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ».

১৩৬৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর দৈর্ঘ ছিল ষাট হাত। অতঃপর তাঁকে বললেনঃ তুমি যাও এবং ঐ সমস্ত ফেরেশতাদেরকে সালাম কর। তাঁরা তোমার সালামের জবাবে যা বলে তা শুন। সেটিই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। সুতরাং আদম (আঃ) তাদের নিকট গিয়ে বললেনঃ السلام (عليكم)। ফেরেশতাগণ জবাবে বললেনঃ আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জবাবে তারা 'রাহমাতুল্লাহ্' বৃদ্ধি করল। যিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তিনিই আদমের আকার বিশিষ্ট হবেন। আদমের পর থেকে বনী আদমের দৈর্ঘ্য কমতে কমতে বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে।

١٣٦٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رسول الله ﷺ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ: «خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. فَقَالَ رسول الله ﷺ: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ: فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ؛ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا؛ كَانَ الشَّبَهُ لَهَا». قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ؛ إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ، وَدَخَلَ عَبْدُاللَّهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ»؟ قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، وَأَخْيَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللَّهِ»؟ قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُاللَّهِ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَوَقَعُوا فِيهِ. (بخاري:٣٣٢٩)

১৩৬৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালামের নিকট যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনা আগমণের সংবাদ পৌছল তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতে এসে বললেনঃ আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করব, যা নবী ছাড়া অন্য কেউ অবগত নন। (১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কোনটি? (২) জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি হবে?

(৩) কি কারণে সন্তান পিতার সাদৃশ্য ও আকৃতি লাভ করে? আবার কি কারণে সন্তান কখনও মামাদের আকৃতি ধারণ করে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ জিবরীল এখনই এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাকে অবিহিত করলেন। আনাস বলেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেনঃ সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে ইহুদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাব দিলেনঃ কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হচ্ছে এমন একটি আগুন, যা মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে একত্রিত করবে। জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হচ্ছে মাছের কলিজার বর্ধিত অংশ। আর সন্তানের আকৃতির ব্যাপারে কথা হচ্ছে, পুরুষ যখন আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর জয়লাভ করলে শিশু তার পিতার আকৃতি লাভ করে। আর যদি স্ত্রীর বীর্য জয়লাভ করে তবে সন্তান মায়ের আকৃতি ধারণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদীরা মিথ্যুক জাতি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করার পূর্বে যদি তারা আমার ইসলাম সম্পর্কে জেনে যায়, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা গাইবে। অতঃপর ইহুদীরা এসে গেল। আব্দুল্লাহ ঘরে ঢুকে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক? তারা জবাব দিলঃ তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানী এবং সর্বোত্তম জ্ঞানীর পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমাদের অভিমত কি হবে। তারা বললঃ আল্লাহ্ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। আব্দুল্লাহ হঠাৎ তাদের সামনে এসে গেলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। এই ঘোষণা শুনে তারা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলঃ সে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পুত্র। অতঃপর তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হল।

١٣٧٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا».

১৩৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বনী ইসরাঈল না হলে গোশত পচন ধরত না। আর হাওয়া না হলে কোন মহিলাই তার স্বামীর খেয়ানত করত না।

টিকাঃ এখানে মূলতঃ দোষারোপ হিসাবে নয়; বরং একটি ইতিবৃত্ত ও সূত্র হিসাবে কথাটি বলা হয়েছে। কেননা মা হাওয়া খেয়ানত করেন নি; বরং তিনি প্রথম মহিলা মাত্র, হাঁ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে তিনি আদম (আঃ)কে উদ্বুদ্ধ করেছেন মাত্র। আর বনী ইসরাঈলকে 'মান ও সালওয়া' নামক জান্নাতী খাবার জমা রাখতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা জমা করে রাখায় তা বাসি হয়ে যায়।

١٣٧١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ؛ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ». (بخارى:٣٣٣٤)

১৩৭১) আনাস (রাঃ) মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ দোযখবাসীদের সবচেয়ে কম আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞেস করবেনঃ দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ যদি তোমাদের হাসিল হয়ে

যায়, তবে এই আযাবের বিনিময়ে তুমি কি সব সম্পদ দিয়ে দিবে? সে বলবেঃ হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেনঃ অথচ তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার কাছে এর চেয়ে অতি সহজ একটি বিষয় কামনা করেছিলাম। তা হচ্ছে আমার সাথে কাউকে শরীক করোনা। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করলে এবং শির্কে লিপ্ত হলে।

١٣٧٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الاوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». (بخاري:٣٣٣٥)

১৩৭২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যখনই কোন ব্যক্তিকে নাহকভাবে হত্যা করা হয়, তখনই তার এ খুনের গুনাহ্এর একটি অংশ আদমের বড় ছেলের (কাবীলের) উপর বর্তায়। কেননা সেই সর্বপ্রথম খুনের প্রচলন করে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "তারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলঃ আমি অচিরেই তোমাদেরকে তাঁর কিছু অবস্থা জানাবো"।

١٣٧٣- عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

১৩৭৩) যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) হতে বর্ণিত, "একদা নবী (ﷺ) তাঁর নিকট ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেনঃ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّــهُ) । আরবদের জন্য ধ্বংস! একটি অকল্যাণ তাদের অতি নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুয-মা'জুযের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার পার্শ্বের আঙ্গুল দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন। যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎ লোক থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ, যখন পাপ কাজ বেড়ে যাবে"।

١٣٧٤ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾» قَالُوا: يَا رسول الله، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا، وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ، أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ». (بخاري:٣٣٤٨)

১৩৭৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন আদমকে বলবেনঃ হে আদম! আদম বলবেনঃ আমি হাজির আছি, প্রস্তুত আছি। সব কল্যাণ আপনার হাতেই। আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিবেনঃ জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম বলবেনঃ জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ্ বলবেনঃ প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। সে সময় (চরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে মাতালের মত

দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন? তিনি বললেনঃ তোমরা আনন্দিত হও। তোমাদের মধ্যে থেকে হবে একজন এবং ইয়াজুজ-মা'জুজ থেকে হবে বাকী নয়শত নিরানব্বই জন। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি আশা করি জান্নাতবাসীর চারভাগের একভাগ হবে তোমরা। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেনঃ আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর তিনভাগের একভাগ। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেনঃ আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর অর্ধেক। এবারও আমরা উঁচু আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় একটি সাদা বলদের চামড়ায় একটি কালো লোমের ন্যায় অথবা একটি কালো বলদের চামড়ায় একটি সাদা লোমের ন্যায়।

١٣٧٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا». ثُمَّ قَرَأَ «﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾». (بخاري:٣٣٤٩)

১৩৭৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন খালি পা, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত করা হবে। অতঃপর নবী (ﷺ) কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

"আমি প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার ওয়াদা। আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব। (সূরা আম্বীয়াঃ ১০৪) কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আঃ)কে কাপড় পরিধান করানো হবে। আমার সাহাবীদের কতিপয় লোককে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবঃ এরা তো আমার সাহাবী, এরা তো আমার সাহাবী। তখন বলা হবেঃ আপনার মৃত্যুর পর এরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আমি তাই বলব যা বলেছিল আল্লাহর নেক বান্দা ঈসা (আঃ)।

﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। অতঃপর আপনি যখন আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষক। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই দাস। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ। (সূরা মায়েদাঃ ১১৭-১১৮)

١٣٧٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ،

فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي: أَنْ لا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ». (بخاري: ٣٣٥٠)

১৩৭৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাত পাবেন। তখন আযরের চেহারা মলিন ও ধূলিবালি মাখা থাকবে। ইবরাহীম তাঁর পিতাকে বলবেনঃ আমি কি আপনাকে একথা বলিনি যে, আমার নাফরমানী করবেন না? তাঁর পিতা বলবেঃ আজ আমি তোমার নাফরমানী করবনা। তখন ইবরাহীম বলবেনঃ হে আমার প্রভু! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আপনি আমাকে হাশরের দিন লজ্জিত করবেন না। আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত আমার পিতার অপমানের চেয়ে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেনঃ আমি চিরতরে কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর বলা হবেঃ হে ইবরাহীম! তোমার পদতলে কি? তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন, সেখানে রয়েছে শরীরে ময়লা মাখা একটি মৃতখোর জানোয়ার। অতঃপর তার চার পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

١٣٧٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ». فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا». (بخاري: ٣٣٥٣)

১৩৭৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে সম্মানী মানুষ কে? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশী ভয় করে। তারা বললেনঃ আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেনঃ আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ। তারা বললেনঃ আমরা আপনাকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমরা কি আমাকে আরব গোত্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? জাহেলীয়াতের মধ্যে তাদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তিনি সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল যখন তিনি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন।

١٣٧٨ــ عَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ لا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولا وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام» (بخاري: ٣٣٥٤)

১৩৭৮) সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তখন এ দু'জনসহ আমরা একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তির নিকট গেলাম। তাঁর দেহ দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি হলেন ইবরাহীম (আঃ)।

١٣٧٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي». (بخاري:٣٣٥٥)

১৩৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা যদি ইবরাহীম (আঃ)কে দেখতে চাও, তাহলে তোমাদের সাথীকে (আমাকে) দেখ। বাকী রইলেন

মুসা (আঃ)। তাঁর দেহের গঠন ছিল দৃঢ় ও শরীরের রং ছিল গমের মত। তিনি লাল উটের উপর আরোহী ছিলেন। উটের নাকের রশি ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরী। আমি যেন সেই দৃশ্য এখনও দেখছি। তিনি উপত্যকায় অবতরণ করছিলেন।

١٣٨٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُومِ».

১৩৮০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আশি বছর বয়সে ইবরাহীম (আঃ) কুড়াল দিয়ে খাতনা করেছেন।

١٣٨١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: قَوْلُهُ ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ؛ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَى سَارَةَ...وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. (بخاري:٣٣٥٨، وَانْظُرْ حَدِيثَ رَقَمِ:٢٢١٧)

১৩৮১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ইবরাহীম (আঃ) জীবনে মাত্র তিনবার মিথ্যা কথা বলেছেন। তার মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ্ তাআলার জন্য। তিনি বলেছিলেনঃ إِنِّي سَقِيمٌ "নিশ্চয়ই আমি অসুস্থ"। (সূরা আস্-সাফ্ফাতঃ ৮৯) তারপরের কথাটি ছিল بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا "বরং মূর্তিসমূহের মধ্যে বড় মূর্তিটিই এ কাজ করেছে"। (সূরা আম্বীয়াঃ ৬৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তৃতীয় মিথ্যাটি হল তিনি একদিন সারাকে সাথে নিয়ে চলছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি কোন এক যালেম শাসকের এলাকায় এসে পৌছলেন। শাসককে বলা হলঃ এই এলাকায় একজন লোক এসে পৌছেছে। তার সাথে আছে একজন সুন্দরী রমণী। বাদশাহ তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার সাথের রমণীটি কে? ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ সে আমার বোন। তারপর ইবরাহীম (আঃ) সারার কাছে গেলেন। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

টিকাঃ এই হাদীছটির বাকী অংশ হচ্ছে অতঃপর তিনি সারার কাছে গিয়ে বললেনঃ হে সারা! আমি এবং তুমি ব্যতীত এই সময়ে পৃথিবীতে অন্য কোন মু'মিন নেই। এই বাদশা তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। সুতরাং আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। অতঃপর তিনি সারাকে তার নিকট পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর নিকট গেলে তিনি দাঁড়িয়ে অযু করে নামায পড়তে লাগলেন। অতঃপর তিনি এই বলে দু'আ করতে লাগলেনঃ হে আল্লাহ! আমি যদি আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্যান্য সকল মানুষ হতে আমার সতীত্ব হেফাজত করে থাকি তাহলে এই কাফেরকে আমার উপর সক্ষম করোনা। তৎক্ষণাৎ বাদশার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল এবং সে দ্রুত পেছনে সরে যেতে লাগল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর সারা বললেনঃ হে আল্লাহ! সে যদি এখন মৃত্যু বরণ করে তাহলে বলা হবেঃ মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং বাদশার উক্ত অবস্থা বিদূরিত হয়ে গেল। সে আবার তাঁর দিকে অগ্রসর হলে তিনি দাঁড়িয়ে অযু করে নামায পড়তে লাগলেন। অতঃপর তিনি এই বলে দু'আ করতে লাগলেনঃ হে আল্লাহ! আমি যদি আপনার প্রতি, আপনার

রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্যান্য সকল মানুষ হতে আমার সতীত্ব হেফাজত করে থাকি তাহলে এই কাফেরকে আমার উপর সক্ষম করো না। তৎক্ষণাৎ বাদশার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল এবং সে দ্রুত পেছনে সরে যেতে লাগল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর সারা বললেনঃ হে আল্লাহ! সে যদি এখন মৃত্যু বরণ করে তাহলে বলা হবেঃ মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বারও বাদশার উক্ত অবস্থা বিদূরিত হল। বাদশাহ তখন বললঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার নিকট একটি শয়তান (যাদুকর) ব্যতীত অন্য কিছু প্রেরণ কর নাই। তাকে ইবরাহীমের নিকট ফেরত দিয়ে আস এবং হাজার (হাজার নামক দাসীকে, যিনি লোকমুখে হাজেরা নামে পরিচিত) তাকে প্রদান কর। তিনি ইবরাহীমের কাছে ফেরত এসে বললেনঃ আপনি কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরকে নিরাশ ও লাঞ্ছিত করেছেন এবং একজন সেবিকা প্রদান করতে বাধ্য করেছেন?

١٣٨٢- وقد تقدم حديث أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الوزغ .

وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام

১৩৮২) উম্মে শারীক (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গিরগিটী (রক্তচোষা বা কাঁকলাশ) মারার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেনঃ ইবরাহীম (আঃ) যখন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন আগুনকে আরো প্রজ্জ্বলতি করার জন্য গিরগিট ফুঁ দিয়েছিল।

١٣٨٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِذَنْ لا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: رَبِّ ﴿إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَشْكُرُونَ﴾ وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ، عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى ــ أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ ــ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ، حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا، وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا». فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ، فَإِذَا

هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ ـــ أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ ـــ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ، وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا، وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ ـــ أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ ـــ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا، قَالَ: فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ، يَبْنِي هَذَا الْغُلامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الارْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا، فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، فَأَقْبَلُوا، قَالَ: وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الانْسَ»، فَنَزَلُوا، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلامُ، وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَآنَفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ، زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَقُولِي لَهُ: يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ، قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ». قَالَ: «فَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلا لَمْ يُوَافِقَاهُ». قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ: أَنَّا بِخَيْرٍ، قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ، قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ، قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ

الْبِنَاءُ، جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ، فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولاَنِ: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾. (بخاري:٣٣٦٤)

১৩৮৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নারীগণ সর্বপ্রথম ইসমাঈল (আঃ)এর মাতা থেকেই কোমরবন্দ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্দ লাগাতেন। অতঃপর ইবরাহীম হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উভয়কে কা'বা ঘরের নিকস্থ একটি বড় বৃক্ষের নীচে রেখে দিলেন। স্থানটি ছিল মসজিদের উঁচু অংশে যমযমের পাশে। সেসময় মক্কাতে কোন মানুষ ছিলনা এবং তাতে কোন পানিও ছিল না। যাই হোক ইবরাহীম (আঃ) তাদের উভয়কে সেখানেই রেখে দিলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং আরেকটি মশকে কিছু পানি দিয়ে গেলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) গৃহের উদ্দেশ্যে চললেন। ইসমাঈলের মা হাজেরা ইবরাহীমের পিছু ছুটলেন এবং বলতে লাগলেনঃ কোথায় যাচ্ছেন? আর আমাদেরকে এমন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছেন যেখানে না আছে কোন মানুষ ও না আছে কোন বস্তু। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। ইবরাহীম (আঃ) সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছিলেন না। অতঃপর হাজেরা বললেনঃ আল্লাহ্ কি আপনাকে এই নির্বাসনের আদেশ দিয়েছেন? ইবরাহীম বললেনঃ হ্যাঁ। হাজেরা বললেনঃ তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। ইবরাহীম চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি ছানিয়ার পাশে এসে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে এই দু'আ করলেনঃ

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার পবিত্র ঘরের নিকট এমন ময়দানে আমার সন্তান ও পরিবারকে রেখে যাচ্ছি, যা কৃষি অনুপযোগী (জন-মানব শুণ্য মরুভূমি)। হে আমাদের প্রভু! তারা সালাত কায়েম করবে। সুতরাং লোকদের অন্তরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং বিভিন্ন ফলফলাদির মাধ্যমে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে করে তারা শুকরিয়া আদায় করতে পারে। (সূরা ইবরাহীমঃ ৩৭)

ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে দুধ পান করাচ্ছিলেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করছিলেন। পরিশেষে মশকের পানি শেষ হয়ে গেল। তিনি পিপাসিত হলেন, ইসমাঈলও পিপাসিত হলেন। তিনি শিশুকে দেখতে লাগলেনঃ শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেনঃ সে যমীনে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের এই অবস্থার দিকে তাকানো তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তাই তিনি চলে গেলেন। অন্যান্য পাহাড়ের তুলনায় তিনি সাফা পাহাড়কেই তাঁর অবস্থানের নিকটতম পেলেন। তিনি পাহাড়ের উপর উঠলেন। পাহাড়ের উপর উঠে উপত্যকার দিকে তাকাতে লাগলেন, কাউকে দেখতে পান কি না। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। তখন সাফা পর্বত হতে দ্রুত নেমে আসলেন। উপত্যকায় নেমে এসে স্বীয় কাপড়ের একপ্রান্ত উঠিয়ে একজন ক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি মারওয়া পাহাড়ের

নিকট এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চার দিকে নজর দিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখতে পান কি না। এভাবে উভয় পাহাড়ের মধ্যে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মানুষেরা এ জন্যই হজ্জ ও উমরা করার সময় উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাঈ করে থাকে। অতঃপর যখন তিনি সপ্তমবার মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনলেন। তিনি তখন নিজেকেই সম্বোধন করে বললেনঃ একটু অপেক্ষা কর এবং মনদিয়ে শুন। এরপর তিনি মনোযোগ সহকারে সেই আওয়াজের দিকে কান দিলেন। আবারও তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারপর তিনি বললেনঃ আওয়াজ তো শুনিয়ে দিলে। তবে তুমি আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে কি? হঠাৎ তিনি যমযমের পাশে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দিয়ে বা ডানা দিয়ে যমীনে আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। হাজেরা স্বীয় হাত দ্বারা এর চার পাশে বাঁধ দিয়ে হাওযের আকার দিতে লাগলেন এবং অঞ্জলি ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরা অঞ্জলি দিয়ে মশক ভর্তি করার পরও পানি উছলে উঠতে লাগল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা ইসমাঈলের মাতাকে রহম করুন। যদি তিনি যমযমকে বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে ছেড়ে দিতেন বা অঞ্জলি ভরে মশকে পানি না ভরতেন তাহলে যমযম পৃথিবীর উপরে হত একটি প্রবাহমান ঝরণা। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেনঃ তোমরা ধ্বংসের আশঙ্কা কর না। কেননা এখানে আছে আল্লাহর ঘর। যা পুনঃ নির্মাণ করবে এই শিশু ও তাঁর পিতা। আর আল্লাহ তাঁর পরিবারকে ধ্বংস করবেন না। ঐ সময় কাবা ঘর যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি এসে কাবা ঘরের ডান-বাম দিক থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যেত। হাজেরা এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জুরহুম গোত্রের কিছু লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। অথবা বর্ণনাকারী বলেনঃ জুরহুমের কিছু লোক কাদা এর পথে আসছিল। তারা মক্কার নিম্নভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল একটি পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তারা বললঃ নিশ্চয়ই এ পাখিটি পানির উপরই ঘুরছে। আমরা এই উপত্যকায় বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু এখানে কখনও পানি দেখিনি। তারা সেখানে একজন বা দু'জন লোক পাঠাল। তারা গিয়ে পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে তারা পানির খবর দিল। ফলে তারা সবাই সেখানে গেল।

নবী (ﷺ) বলেনঃ ইসমাঈলের মা পানির কাছেই ছিলেন। তারা বললঃ আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি কি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তবে এপানির উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তারা বললঃ ঠিক আছে। ইবনে আব্বাস বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ ঐ গোত্রের লোকেরা ইসমাঈলের মাতাকে মানুষের সাহচর্যপ্রিয় পেল। সুতরাং আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবারের লোকদের নিকটও খবর পাঠাল। তারাও এসে এদের সাথে বসবাস শুরু করল। শেষ পর্যন্ত সেখানে কয়েকটি ঘর তৈরী হয়ে গেল। এদিকে ইসমাঈলও বড় হলেন। তাদের নিকট থেকেই আরবী ভাষা শিখলেন। ইসমাঈল যুবক হলে তিনি তাদের অধিক প্রিয়পাত্র ও অধিক আগ্রহের বস্তুতে পরিণত হলেন। যখন তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার

সাথে বিয়ে দিল। বিয়ের পর ইসমাঈলের মাতা মৃত্যু বরণ করলেন।

ইসমাঈল (আঃ) বিয়ে করার পর ইবরাহীম (আঃ) তাঁর রেখে যাওয়া পরিজন দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু ইসমাঈলকে বাড়িতে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর স্ত্রী বললঃ তিনি আমাদের জন্য রিযিকের সন্ধানে বের হয়েছেন। পরে তিনি পুত্র বধুকে তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। বধু বললঃ আমরা অতিশয় দূরবস্থা, টানাটানি ও ভীষণ কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আঃ)এর কাছে অভাব-অনটনের অভিযোগ করল। ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ যখন তোমার স্বামী আসবে তখন তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবেঃ সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়।

ইসমাঈল বাড়িতে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কাছে কেউ এসেছিল কি? সে বললঃ হ্যাঁ, এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধলোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে খবর জানালাম। তিনি আমাদের জীবণযাত্রা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে সংবাদ দিয়েছি যে, আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেনঃ তিনি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়ে গেছেন? সে বললঃ হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন যে, আপনি আসলে যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং তিনি বলে গেছেনঃ আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন।

ইসমাঈল বললেনঃ তিনি হলেন আমার পিতা। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে তালাক দিয়ে দেই। তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। সুতরাং তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জুরহুম গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন ইবরাহীম (আঃ) তাদের থেকে দূরে থাকলেন। ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় তাদেরকে দেখতে আসলেন। কিন্তু ইসমাঈলকে বাড়িতে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর স্ত্রী বললঃ তিনি আমাদের জন্য রিযিকের সন্ধানে বের হয়েছেন। পরে তিনি পুত্র বধুকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। বধু বললঃ আমরা খুব ভাল আছি, স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছি। এ বলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? বধু জবাবে বললেনঃ গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেনঃ তোমাদের প্রধান পানীয় কি? জবাবে বললেনঃ পানি। ইবরাহীম (আঃ) তখন দুআ করলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও। নবী (ﷺ) বলেনঃ সেই সময় তাদের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত না। যদি হত, তাহলে ইবরাহীম (আঃ) সে ব্যাপারেও তাদের জন্য দুআ করতেন।

বর্ণনাকারী বলেনঃ কোন লোকই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবণ যাপন করতে পারে না। কারণ এদু'টি তার প্রকৃতির অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম (আঃ) বধুকে বললেনঃ যখন তোমার স্বামী আসবে তখন তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবেঃ সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ না বদলায়।

ইসমাঈল বাড়িতে ফিরে এসে একজন মানুষের সম্পর্কে একটা কিছু অনুভব করলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের কাছে কেউ এসেছিল কি? সে বললঃ হ্যাঁ, সুন্দর আকৃতির একজন বৃদ্ধলোক

এসেছিলেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে খবর জানালাম। তিনি আমাদের জীবণযাত্রা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে সংবাদ দিয়েছি যে, আমরা খুব ভাল আছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেনঃ তিনি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়ে গেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন যে, আপনি আসলে যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং তিনি বলে গেছেনঃ আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন।

ইসমাঈল বললেনঃ তিনি হলেন আমার পিতা। তুমি হলে ঘরের দরজার চৌকাঠ। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে বহাল রাখি। অতঃপর আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন ইবরাহীম তাদের থেকে দূরে থাকলেন। ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় তাদেরকে দেখতে আসলেন।এসে দেখলেনঃ ইসমাঈল যমযমের নিকটস্থ একটি বিশাল বৃক্ষের নীচে বসে স্বীয় তীর মেরামত করছেন। ইসমাঈল তাঁর পিতা ইবরাহীম (আঃ)কে দেখে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সাক্ষাত হলে যা করে থাকে, তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম বললেনঃ হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল বললেনঃ তাহলে আপনার প্রভুর নির্দেশ পালন করুন। তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল বললেনঃ হ্যাঁ, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বস্তুর চেয়ে উঁচু একটি টিলার দিকে ইঙ্গিত করলেন। নবী (ﷺ) বলেনঃ তখন তারা কাবা ঘরের নির্মাণ কাজে লেগে গেলেন। ইসমাঈল পাথর এনে দিতে লাগলেন আর ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করতে লাগলেন। প্রাচীর যখন উঁচু হয়ে গেল তখন ইসমাঈল (আঃ) এই পাথরটি (যাকে মাকামে ইবরাহীম বলা হয়) এনে ইবরাহীম (আঃ)এর জন্য রাখলেন। তিনি এটির উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে গেলেন। আর ইসমাঈল পাথর দিতেই থাকলেন। তখন তারা উভয়েই এ দুআ করছিলেন। رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পক্ষ হতে এ খেদমত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী"। (সূরা বাকারাঃ ১২৭)

١٣٨٤ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ:«الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الأَقْصَى». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ». (بخاري:٣٣٦٦)

১৩৮৪) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ মসজিদুল হারাম। আমি বললামঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ মসজিদুল আকসা। আমি বললামঃ উভয় মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেনঃ চল্লিশ বছর। নবী (ﷺ) আরো বলেনঃ এরপর পৃথিবীর যেখানেই নামাযের সময় হবে সেখানেই নামায পড়ে নাও। কেননা নামাযের ঐ ফজীলত সেখানেই পাবে।

١٣٨٥ــ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». (بخاری:٣٣٦٩)

১৩৮৫) আবু হুমায়েদ আস্-সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর স্ত্রীদের উপর ও সন্তানদের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল করো যেরূপ রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) এর পরিবার বর্গের প্রতি। মুহাম্মাদ এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্ত ানদের উপর বরকত নাযিল কর ঐ ভাবে যে ভাবে নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

١٣٨٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ»

১৩৮৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) হাসান ও হুসাইনের জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন তোমাদের পিতা ইবরাহীম এই কালেমাগুলো দিয়ে ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

"আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র পরিপূ র্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তানের অনিষ্ট হতে, বিষধর প্রানীর দংশন হতে এবং বদ নজরের অনিষ্ট হতে"।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্র বাণীঃ "আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমান সম্পর্কে সংবাদ দিন"

١٣٨٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ». (بخاری:٣٣٧٢)

১৩৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আমরা ইবরাহীমের ঐ কথার চেয়ে বেশী হকদার, যখন তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি মৃতকে কিভাবে পুনরায় জীবিত করেন, তা আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে আমার অন্তর যাতে প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ্ তাআলা লুত (আঃ)এর উপর রহম করুন! তিনি একটি শক্ত খুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আঃ) যত দীর্ঘ সময় জেলখানায় ছিলেন, এত দীর্ঘ সময় যদি আমিও কারাগারে থাকতাম, তাহলে সম্ভবত আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে ফেলতাম।

টিকাঃ এটি প্রিয় নবী (ﷺ)-এর বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে আমাদের নবী (ﷺ) এ সব বিষয়েও তাদের উর্ধ্বে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্র বাণীঃ "আপনি কিতাবে ইসমাঈলের ঘটনা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদায় সত্যবাদী"

١٣٨٨ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلانٍ». قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ»؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

১৩৮৮) সালামা বিন আক্ওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) আসলাম গোত্রের কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তারা তিরান্দাজী করছিল। নবী (ﷺ) বললেনঃ হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তিরন্দাজী করে যাও। কেননা তোমাদের পিতা একজন বড় তিরন্দাজ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ আমি অমুক গোত্রের সাথে যোগ দিলাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ এ কথা শুনে এক পক্ষ তাদের হাত গুটিয়ে নিল। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের কী হল? তীর নিক্ষেপ করছ না কেন? তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি? অথচ আপনি রয়েছেন তাদের সাথে। তিনি বললেনঃ নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের সকলের সাথেই আছি।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর ছামুদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম"

١٣٨٩ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا وَلا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ.

১৩৮৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক যুদ্ধের দিন যখন হিজর নামক স্থানে অবতরণ করলেন তখন সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন এখানকার কূপ থেকে পানি পান না করে এবং পাত্রেও যেন পানি না রাখে। সাহাবীগণ বললেনঃ আমরা তো এই পানি দিয়ে আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও পাত্রে ভরে রেখেছি। তখন নবী (ﷺ) তাদেরকে আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে দেয়ার হুকুম দিলেন।

টিকাঃ এটি ছিল আযাবের স্থান। তাই নবী (ﷺ) তাদেরকে সেখানে অবস্থান না করার এবং সেখানকার পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "ইয়াকুব (আঃ)এর মৃত্যুর সময় কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? যখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ তোমরা আমার পরে কার এবাদত করবে?" (সূরা বাকারাঃ ১৩৩)

١٣٩٠ــ وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلام»

১৩৯০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কারীম ইবনে কারীম ইবনে কারীম ইবনে কারীম তথা ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। অর্থাৎ পূণ্যবানের পুত্র পূণ্যবান।

অধ্যায়ঃ মুসা (আঃ)এর সাথে খিযিরের ঘটনা

١٣٩١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ». (بخاري:٣٤٠٢)

১৩৯১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ খিযির (আঃ)কে খিযির হিসাবে নাম রাখার কারণ এই যে, একদা তিনি একটি শুকনা যমীনের উপর বসলেন। তিনি যখন সেখান থেকে উঠলেন, তখন উক্ত যমীন সবুজ আকার ধারণ করল। খিযির শব্দটি আরবী। অর্থ হচ্ছে সবুজ-শ্যামল।

١٣٩٢ــ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالاسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ». قَالُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: «وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلا وَقَدْ رَعَاهَا»؟ (بخارى:٣٤٠٦)

১৩৯২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 'কাবাছ' নামক ফল সংগ্রহ করছিলাম। তিনি তখন বললেনঃ তোমরা কালো ফলগুলো সংগ্রহ কর। কেননা সেগুলোই অধিক সুস্বাদু। তারা বললেনঃ আপনি কি ছাগল চরিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেনঃ এমন কোন নবী নেই, যিনি ছাগল চরাতেন না।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন" (সূরা তাহ্রীমঃ ১১)

١٣٩٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

১৩৯৩) আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ পুরুষদের মধ্যে তো অনেকেই কামালিয়াত (পূর্ণতা) হাসিল করেছে। আর নারীদের মধ্যে ফেরাউনের স্ত্রী আসীয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে নি। তবে আয়েশা (রাঃ)এর মর্যাদা সব নারীর উপর সেরকমই, যেমন সারীদএর মর্যাদা সকল খাদ্যের উপর।

টিকাঃ সেকালে সারীদ ছিল আরবের সর্বোত্তম খাদ্য, যা রুটি ও মাংস দ্বারা তৈরী হত।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "নিশ্চয়ই ইউনুস ছিলেন রাসূলগণের অন্তর্গত" (সূরা আস্-সাফ্ফাতঃ ১১)

١٣٩٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى». وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ. (بخارى:٣٤١٣)

১৩৯৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস বিন মাত্তা হতে উত্তম। নবী (ﷺ) তাকে পিতার দিকে সম্বোধিত করেছেন।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্যেই এ কথা বলেছেন। অন্যথায় তিনি হলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছি" (সূরা নিসাঃ ১৬৩)

١٣٩٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلا يَأْكُلُ إِلا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». (بخارى:٣٤١٧)

১৩৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দাউদ (আঃ)কে যাবুর তিলাওয়াত করা সহজ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর উপর গদি স্থাপন করার আদেশ দিতেন। অতঃপর তার উপর গদি স্থাপন করা হত। কিন্তু গদি স্থাপন করার পূর্বেই তিনি যাবুর পাঠ করে শেষ করে ফেলতেন। আর তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর আমি দাউদের জন্যে (পুত্র হিসাবে) সুলায়মানকে দান করলাম। তিনি কতই না উত্তম বান্দা। তিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী" (সূরা সোয়াদঃ ৩০)

١٣٩٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا

১৩৯৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ আমার ও অন্যান্য মানুষের দৃষ্টান্ত হল এমন, যেমন কোন ব্যক্তি আগুন জ্বালালো। তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গগুলো পড়তে লাগল। লোকটি কীট-পতঙ্গগুলোকে আগুন থেকে ফিরাতে লাগল। কিন্তু পোঁকাগুলো তাকে পরাজিত করে আগুনে পড়তে লাগল। অনুরূপভাবে আমি তোমাদের কোমর ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বিরত রাখছি। আর তোমরা তাতেই পতিত হচ্ছো।

١٣٩٧- وَقَالَ « كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ . فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى »

১৩৯৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ দুই জন মহিলার সাথে দু'টি সন্তান ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটিকে নিয়ে গেল। তখন তাদের একজন তার সাথীকে বললঃ বাঘে তোমার শিশুটিকেই নিয়ে গেছে। অপরজন বললঃ বরং তোমার সন্তানকেই নিয়ে গেছে। পরিশেষে তারা উভয়েই দাউদ (আঃ)এর কাছে বিচার নিয়ে গেল। তখন দাউদ (আঃ) বড় মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। মহিলা দুই জন বের হয়ে সুলায়মানের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা দুই জন সুলায়মানকে মামলার বিবরণ শুনাল। তিনি বললেনঃ তোমরা আমার কাছে একটি চাকু নিয়ে এসো। শিশুটিকে কেটে দুই ভাগ করে তোমাদের দুই জনের মধ্যে ভাগ করে দেই। কম বয়স্ক মহিলাটি বললঃ আপনি এরূপ করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা আপনার উপর রহম করুন। শিশু তারই। তখন তিনি কম বয়স্ক মহিলাটির পক্ষেই রায় দিলেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ফেরেশতাগণ বললেনঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে মর্যাদাবান করেছেন ---শেষ পর্যন্ত" (সূরা আল-ইমরানঃ ৪২-৪৩)

١٣٩٨ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ».

১৩৯৮) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ সেকালে মারইয়াম বিনতে ইমরান ছিলেন সর্বোত্তম মহিলা। আর এ কালে নারীকূলের সেরা হলেন খাদীজা (রাঃ)।

١٣٩٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». (بخارى:٣٤٣٤)

১৩৯৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ কুরাইশদের মহিলারা উটে আরোহনকারী সকল আরবীয় মহিলার মধ্যে উত্তম। এরা সন্তানের উপর বেশী দরদী হয় এবং স্বামীর সম্পদের খুব হেফাজতকারী হয়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "হে আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করোনা--শেষ পর্যন্ত" (সূরা নিসাঃ ১৭১)

١٤٠٠ــ عَنْ عُبَادَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». (بخاري: ٣٤٣٥)

১৪০০) উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তাঁর বাক্য, যা তিনি মারইয়াম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর রূহ। আর এই সাক্ষ্য দিবে যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য তাকে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তার আমল যাই হোক না কেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর তুমি কিতাবে মারইয়ামের ঘটনা বর্ণনা করো" (সূরা মারইয়ামঃ ১৬-২১)

١٤٠١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلا ثَلاَثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ: فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ، فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ، وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ طِينٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ: فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ، «ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ، وَلَمْ تَفْعَلْ». (بخاري:٣٤٣٦)

১৪০১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তিনজন নবজাতক শিশু কথা বলেছে। (১) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) (২) বানী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইয নামের একজন পরহেজগার লোক ছিল। সে ইবাদতের জন্য একটি গীর্জা তৈরী করে তথায় সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত ছিল। সে এক দিন নামাযরত অবস্থায় ছিল। এমন সময় তার মা এসে ডাক দিল। জুরাইজ বললঃ আমি এখন কি করব? আমার মায়ের ডাকে সাড়া দিব? না নামাযে লিপ্ত থাকব? এই বলে সে নামাযের মধ্যে রয়ে গেল। তার মা রাগান্বিত হয়ে জুরাইযের উপর এই বলে বদ্ দু'আ করল

যে, হে আল্লাহ! জুরাইজ যেন বেশ্যা মহিলার মুখ দেখার পূর্বে মৃত্যু বরণ না করে। জুরাইজ তার গীর্জায় এবাদতরত ছিল। একজন মহিলা এসে তার সাথে যেনা করার প্রস্তাব করল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। মহিলাটি জুরাইজের কাছে কোন সুযোগ না পেয়ে রাখালের কাছে গিয়ে তার সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। প্রসব করার পর সে বলল এটি জুরাইযের সন্তান। লোকেরা দলে দলে আগমণ করে তার গীর্জাটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিল, জুরাইজকে গীর্জা থেকে টেনে বের করল এবং তাকে গালি দিতে লাগল।

জুরাইজ অযু করে নামায পড়লেন। অতঃপর শিশুটির নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ এই ছেলে? তোমার বাপ কে? ছেলেটি বলে দিলঃ ছাগলের রাখাল। তারা বললঃ আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার গীর্জাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করে দিব। জুরাইয বললঃ স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করার দরকার নেই; বরং যেমন ছিল তেমন করেই মাটি দিয়ে তৈরী করে দাও। (৩) বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার পাশ দিয়ে আরোহী একজন সুঠাম পুরুষ চলে গেল। মহিলাটি বললঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার ছেলেকে এর মত বানিয়ে দিন। শিশুটি মায়ের স্তন ছেড়ে দিয়ে আরোহীর দিকে ফিরে বললঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে এর মত বানাবেন না। তারপর সে পুনরায় মায়ের দুধের দিকে ফিরল এবং তাতে চুষতে লাগল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই দৃশ্য এখনও দেখছি, যখন তিনি তাঁর আঙ্গুল চুষে শিশুর দুধ পান করার অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। পুনরায় সেই মহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসীকে নিয়ে যাওয়া হল। (তাকে প্রহার করা হচ্ছিল) মহিলাটি বললঃ হে আল্লাহ্ আপনি আমার শিশুটিকে এর মত করবেন না। শিশুটি স্তন ছেড়ে দিয়ে বললঃ হে আল্লাহ্ আপনি আমাকে এর মত করুন। শিশুর মা বললঃ কেন? উত্তরে শিশু বললঃ এই আরোহীটি ছিল যালেমদের অন্যতম। আর এই দাসীটিকে লোকেরা বলছেঃ তুমি চুরি করেছ এবং যেনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

١٤٠٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ». (بخارى: ٣٤٣٨)

১৪০২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি ঈসা, মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)কে দেখেছি। ঈসা (আঃ) লাল বর্ণ, কোকড়ানো চুল এবং প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। মুসা (আঃ) ছিলেন বাদামী রং, লম্বা দেহ এবং সোজা চুল বিশিষ্ট । মনে হচ্ছিল তিনি 'যুত' নামক গোত্রের একজন লোক।

١٤٠٣ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ: «أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ». (بخارى: ٣٤٤٠)

১৪০৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি আজ রাতে স্বপ্নে

নিজেকে কাবার কাছে দেখতে পেলাম। তখন বাদামী রঙ্গের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙ্গের মানুষ দেখে থাক, তিনি ছিলেন তার চেয়েও অধিক সুন্দর। তাঁর মাথার কোকড়ানো লম্বা চুলগুলো উভয় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। মাথা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছিল। দু'জন মানুষের কাঁধে হাত রেখে তিনি কাবার তাওয়াফ করছিলেন। আমি বললামঃ ইনি কে? ফেরেশতারা জবাব দিল যে, ইনি হলেন ঈসা মাসীহ ইবনে মারইয়াম। অতঃপর তাঁর পেছনে আরেক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার চুল খুব কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা এবং সে ছিল ইবনে কাতান নামক কাফেরের সাথে সাদৃশ্য বিশিষ্ট। একজন মানুষের দুই কাঁধে হাত রেখে সে কাবার চারদিকে ঘুরছিল। আমি বললামঃ এ লোকটি কে? তারা জবাব দিলেনঃ এ হল মাসীহ্ দাজ্জাল।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ আল্লাহর কসম!

مَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعِيسَى أَحْمَرُ وَلَكِنْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ ، جَعْدُ الرَّأْسِ ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الدَّجَّالُ . وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ

"নবী (ﷺ) এ কথা বলেন নি যে, ঈসা (আঃ) লাল রং বিশিষ্ট। বরং তিনি বলেছেনঃ এক দিন আমি স্বপ্নে কাবার তাওয়াফ করছিলাম। তখন দেখলাম এক লোক বাদামী রং বিশিষ্ট খাড়া চুল ওয়ালা। তিনি দুই জন লোকের মাঝে চলছিলেন। তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছে কিংবা তাঁর মাথার পানি বয়ে যাচ্ছে। আমি বললামঃ ইনি কে? তারা বললেনঃ ইনি ঈসা ইবনে মারইয়াম। তারপর আমি এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলামঃ এক লোক লাল বর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, তার চোখ যেন ফোলা ফোলা আঙ্গুরের মত। আমি বললামঃ এই লোকটি কে? তাঁরা বললেনঃ সে হল দাজ্জাল। চেহারার সাদৃশ্যে ইবনে কাতানের সাথে তার অধিক মিল রয়েছে"।

١٤٠٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ». (بخارى:٣٤٤٢)

১৪০৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসার সবচেয়ে বেশী নিকবর্তী। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর মাঝে অন্য কোন নবী নেই।

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ». (بخارى:٣٤٤٣)

আবু হুরায়রা হতে অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি দুনিয়া ও আখেরাতে মারইয়ামের পুত্র ঈসার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু দ্বীন একই।

١٤٠٥ــ وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ، وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي». (بخارى:٣٤٤٤)

১৪০৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ঈসা ইবনে মারইয়াম এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি চুরি করেছ? সে বললঃ কখনও নয়। সেই সত্তার শপথ! যিনি ছাড়া অন্য কোন সঠিক মাবুদ নেই। ঈসা (আঃ) তখন বললেনঃ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম এবং আমার চোখকে মিথ্যবাদী সাব্যস্ত করলাম।

টিকাঃ লোকটি যেহেতু আল্লাহর নামে শপথ করে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করল, তাই তিনি আল্লাহর নামের সম্মানার্থে তার কথাই বিশ্বাস করে নিলেন এবং চোখকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন।

١٤٠٦ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». (بخارى:٣٤٤٥)

১৪০৬) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত করোনা, যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা সম্পর্কে করেছিল নাসারারা। আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলো।

অধ্যায়ঃ ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর আগমণ

١٤٠٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ». (بخارى:٣٤٤٩)

১৪০৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন? আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন।

অধ্যায়ঃ বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ

١٤٠٨ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ». (بخارى:٣٤٥٠)

১৪০৮) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে, তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর মানুষ যাকে আগুন দেখবে, তা হবে ঠান্ডা পানি। আর মানুষ যাকে ঠান্ডা পানি মনে করবে, তা হবে দহনকারী আগুন। সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি দাজ্জালের দেখা পাবে, সে অবশ্যই যা আগুনের ন্যায় দেখবে তাতেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেননা তা প্রকৃতপক্ষে শীতল ও সুস্বাদু পানি।

١٤٠٩ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ فَخُذُوهَا، فَاطْحَنُوهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ». (بخارى:٣٤٥٢)

১৪০৯) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ (তোমাদের পূর্ববর্তীদের ভিতরে) একজন লোক ছিল। তার জান কবয করার জন্যে (মালাকুল)

মাওত উপস্থিত হলেন। সে যখন দেখল বেঁচে থাকার আর কোন আশা নেই, তখন পরিবারের লোকদেরকে ডেকে বললঃ আমি যখন মৃত্যু বরণ করব তখন তোমরা অনেক কাঠ সংগ্রহ করে বিরাট একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করে আমাকে তাতে নিক্ষেপ করবে। আমার শরীর আগুনে জ্বলে যখন ছাই হয়ে যাবে তখন ছাইগুলোকে ভাল করে পিষবে। অতঃপর তোমরা অপেক্ষা করতে থাকবে। সাগরের ভিতরে যে দিন ঝড় সৃষ্টি হবে এবং প্রচন্ড ঢেউ উঠবে তখন ছাইগুলোকে তাতে নিক্ষেপ করবে। তারা তাই করল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কেন এরকম করেছো? সে বললঃ হে আল্লাহ! আপনার শাস্তির ভয়ে আমি এ রকম করেছি। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

١٤١٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». (بخارى:٣٤٥٥)

১৪১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই। অবশ্য আমার পরে অনেক খলীফা হবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে কি হুকুম দিচ্ছেন? তিনি বললেনঃ কেউ খলীফা হলে তার বায়আত পূর্ণ কর। তারপর অন্য কেউ খলীফা হলে তার বায়আতও পূর্ণ কর। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা পূর্ণরূপে প্রদান কর। তারা যদি যুলুম করে, তবে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যাদের শাসক বানিয়েছেন তাদের হক পূর্ণভাবে আদায় করেছে কি না কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন।

١٤١١ــ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ». قُلْنَا: يَا رسول الله، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. قَالَ: «فَمَنْ»؟ (بخارى:٣٤٥٦)

১৪১১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। যেমন এক বিঘত যেমন অন্য বিঘতের সমান হয় এবং এক বাহু যেমন অন্য বাহুর সমান হয় (তেমনি তোমরা তাদের অনুরূপ হবে)। এমনকি তারা যদি যব-এর গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী উম্মাত দ্বারা আপনি কি ইহুদী ও নাসারা বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ তবে আর কারা?

টিকাঃ বুখারীর অন্যান্য বাংলা অনুবাদগুলোতে 'দব'এর অনুবাদ করা হয়েছে 'গুই সাপ'। আসলে এটিকে গুই সাপের মত দেখা গেলেও এটি আমাদের কাছে পরিচিত গুই সাপ নয়। গুই সাপ মূলত উভয়চর প্রাণী (জলে ও স্থলে বসবাস করে)। কিন্তু এটি হচ্ছে দব (সান্ডা)। যা কখনই পানিতে নামেনা। মরুভূমিতে এটি বসবাস করে। সান্ডা খাওয়া হালাল। সুতরাং কারো রুচি হলে খাবে। আর রুচি না হলে খাবেনা। তাতে কোন অসুবিধা নেই।

١٤١٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (بخارى:٣٤٦١)

১৪১২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার বাণী লোকদের কাছে পৌছিয়ে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীও বর্ণনা করতে কোন দোষ নেই। তবে আমার উপর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করবে, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

١٤١٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ».

১৪১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ইহুদী ও নাসারারা চুল ও দাড়িতে খেযাব লাগায়না (সাদা চুল-দাড়ি কালো রং বাদ দিয়ে অন্য রং দিয়ে রঙ্গানো)। সুতরাং তোমরা খেযাব লাগিয়ে তাদের বিপরীত করো।

١٤١٤ــ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

১৪১৪) জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যামানায় একজন লোক ছিল। তার হাতে আঘাত লাগল। এতে সে ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে একটি ছুরি হাতে নিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হলনা। সে মারা গেল। আল্লাহ্ তাআলা বললেনঃ আমার বান্দা নিজেই তাড়াহুড়া করে তার জান বের করে দিল। আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।

١٤١٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ ثَلاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ، فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ: فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا

بَلاغَ الْيَوْمَ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». (بخارى:٣٤٦٤)

১৪১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলে তিনজন লোক ছিল। একজন ছিল শ্বেত রোগী, দ্বিতীয়জন মাথায় টাক ওয়ালা এবং তৃতীয়জন অন্ধ। আল্লাহ্ তাআলা তাদের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তাই তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেনঃ কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে বললঃ সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। নবী (ﷺ) বলেনঃ অতঃপর ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার রোগ চলে গেল। তাকে সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া দেয়া হল। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ধরণের সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বললঃ উট। তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী দেয়া হল। ফেরেশতা বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এর মধ্যে বরকত দান করুন।

অতঃপর ফেরেশতা টাক ওয়ালার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ জিনিষ তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে বললঃ সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ টাক চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার টাক চলে গেল। তার মাথা চুলে ভরে গেল। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ধরণের সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বললঃ গরু। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এর মধ্যে বরকত দান করুন।

অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃকোন্ জিনিষ তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে বললঃ আল্লাহ্ যেন আমার চোখে জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। আমি যেন মানুষ দেখতে পারি। ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে আল্লাহ্ তাআলা তার চোখ ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ধরণের সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বললঃ ছাগল। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন।

অতঃপর তিনজনের পশুগুলোই বাচ্চা দিল। অল্প দিনের মধ্যে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে চারণভূমি ভরে গেল এবং তৃতীয়জনের ছাগলে উপত্যকা ছেয়ে গেল।

পুনরায় সেই ফেরেশতা পূর্বের আকৃতি ও সুরত ধরে প্রথমে শ্বেতরোগীর নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমি একজন নিঃশ্ব গরীব লোক। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আল্লাহর অনুগ্রহ অতঃপর আপনার সাহায্য ব্যতীত ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আপনার কাছে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি উট চাচ্ছি, যিনি আপনাকে সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া দান করেছেন এবং সম্পদ দান করেছেন। আপনি একটি উট দিলে তার উপর আরোহন করে আমি বাড়ি পৌছে যাব। তখন লোকটি বললঃ আরো অনেকের হক রয়েছে। (সওয়ালকারী তো অনেক। কি করে তোমাকে একটি উট দিয়ে দেই?)

ফেরেশতা বললেনঃ আমার মনে হয় তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি শ্বেতরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে বিপুল সম্পদ দিয়েছেন। সে বললঃ আমি তো এগুলো আমার বাপ-দাদা থেকে ওয়ারিশ সূত্রেই পেয়েছি। তখন

ফেরেশতা বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে আগের মতই করে দেন।

অতঃপর ফেরেশতা পূর্বের সুরত ও আকৃতিতে টাক ওয়ালার নিকট আসলেন একই কথা বললেন। টাকওয়ালা একই উত্তর দিল। তখন ফেরেশতা বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে আগের মতই করে দেন।

এবার সেই ফেরেশতা পূর্বের আকৃতি ও সুরত ধরে অন্ধ লোকটির নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমি একজন নিঃস্ব গরীব লোক। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি আল্লাহর অনুগ্রহ অতঃপর আপনার সাহায্য বতীত ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আপনার কাছে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি আপনার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং সম্পদ দান করেছেন। আপনি একটি ছাগী দিলে তা দিয়ে সফরের কাজ শেষ করতে পারব। তিনি বললেনঃ আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে বিপুল সম্পদ দিয়েছেন। তোমার মন যা চায় তাই নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহর ওয়াস্তে আজ তুমি যা নিবে আমি তাতে বাঁধা দেব না। ফেরেশতা বললেনঃ তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হল মাত্র। আল্লাহ্ তাআলা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সাথী দু'জনের উপর হয়েছেন নারাজ।

١٤١٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ

১৪১৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করল।অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? বলা হলো অমুক পাদ্রী। সে তার নিকট গিয়ে বললঃ আমি তো নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছি। আমার কি তাওবা করার কোন পথ আছে? পাদ্রী বললঃ না, তোমার কোন তাওবা নেই। একথা শুনে সে তাকেও হত্যা করে ফেলল এবং একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। অত:পর আবার সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ এ যুগের সবচেয়ে বড় আলেম কে? তাকে একজন আলেম ব্যক্তির সন্ধান দেয়া হলো । সে তাঁর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করল, আমি একশত মানুষ হত্যা করেছি । আমার কি তাওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বললেন:হ্যাঁ তোমার এবং তওবার মাঝে কোন অন্তরায় নেই । তুমি অমুক স্থানে চলে

যাও। সেখানে একদল লোক পাবে যারা আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত হয়ে যাও। আর নিজের এলাকায় কখনও ফিরে এসোনা। সে তথায় রওয়ানা হয়ে গেল।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। মৃত্যুর পর রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা এসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেনঃ সে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফেরত এসেছে। সুতরাং আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাব। আযাবের ফেরেশতাগণ বললেনঃ সে কখনও ভাল কাজ করেনি। আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর আযাবের দিকে নিয়ে যাব। এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আগমণ করলেন। তারা তাকে উভয় দলের মাঝে বিচারক নির্ধারণ করলেন। তিনি ফয়সালা দিলেন যে, তোমরা এই স্থান থেকে দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখ। তারা দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখল, যে এলাকার দিকে সে যাত্রা শুরু করেছিল, সেদিকেই অধিক নিকটবর্তী। তাই রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করলেন।

١٤١٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الارْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الارْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الارْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا». (بخارى:٣٤٧٢)

১৪১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু যমীন খরীদ করল। যমীনের খরিদ্দার সেই যমীনে একটি স্বর্ণের কলসী পেল। তখন যমীনের ক্রেতা বিক্রেতাকে বললঃ তুমি তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। কেননা আমি তোমার নিকট থেকে যমীন খরীদ করেছি, স্বর্ণ খরীদ করিনি। যমীনের বিক্রেতা বললঃ আমি তোমার কাছে যমীন এবং তাতে যা আছে সবই বিক্রি করেছি। অতঃপর বিষয়টির ফয়সালার জন্যে তারা এক ব্যক্তির নিকট গমণ করল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ তোমাদের কি সন্তান আছে? তাদের একজন বললঃ আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। অন্যজন বললঃ আমার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। সালিসকারী বললঃ মেয়েটিকে ছেলেটির সাথে বিয়ে দাও এবং স্বর্ণ থেকে তাদের জন্যে কিছু খরচ কর আর বাকীটা সাদকা করে দাও।

١٤١٨- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

১৪১৮) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হলঃ আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্লেগ মহামারি সম্পর্কে কী শুনেছেন? তখন উসামা জবাব দিলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ প্লেগ মহামারি একটি আযাব। এটি বনী ইসরাঈলের একটি দলের উপর কিংবা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর প্রেরিত হয়েছিল। যখন তোমরা শুনবে যে, কোন এলাকায় প্লেগ দেখা

দিয়েছে তখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যেখানে তোমরা আছ সেখানে প্লেগ মহামারি দেখা দিলে তোমরা পলায়নের নিয়তে সেখান থেকে বের হয়ো না।

١٤١٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

১৪১৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে প্লেগ মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে জানালেন যে, এটি হচ্ছে আযাব। আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা তার উপর এটা প্রেরণ করেন। আর এটিকেই আল্লাহ্ মুমিনদের জন্যে রহমত বানিয়েছেন। যে এলাকায় প্লেগ দেখা দেয়, কেউ যদি ছাওয়াবের আশায় সেখানেই অবস্থান করে আর এই দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ যে মসীবত তার তাকদীরে লিখেছেন, তা ছাড়া আর কোন মসীবতই তার হবে না, তাহলে সে একজন শহীদের ছাওয়াব পাবে।

١٤٢٠- عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

১৪২০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই দৃশ্য এখনও দেখতে পাচ্ছি, যখন তিনি কোন একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। সেই নবীকে তার গোত্রের লোকেরা মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তিনি স্বীয় চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেনঃ হে আল্লাহ্ আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা জানে না।

١٤٢١- عن عبد الله ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৪২১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ এক ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি যমীনের উপর ঝুলিয়ে টেনে টেনে পথ চলছিল। এমন সময় তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হল। কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে যমীনে ধ্বসে নীচের দিকে যেতে থাকবে।

باب المناقب

অধ্যায়ঃ মানাকিব তথা বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির ফজীলতের বর্ণনা

١٤٢٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الاسْلامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ». (بخارى:٣٤٩٣ــ٣٤٩٤)

১৪২২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা মানুষকে পাবে খনির মত। তাদের মধ্যে জাহেলী যামানায় যারা সর্বোত্তম ইসলামেও তারা সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল যদি তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা তাদের মধ্যে ইসলামের নেতৃত্বের আসনে সর্বোত্তম ব্যক্তি তাকেই পাবে, যে নের্তৃত্ব গ্রহণকে সম্পূর্ণরূপে অপছন্দ করে। আর মানুষের মধ্যে

সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই দ্বি-মুখী ব্যক্তিকেই পাবে, যে লোক এই লোকদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে আবার অন্য লোকদের কাছে অন্য চেহারা নিয়ে আসে।

١٤٢٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا، تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ». (بخارى:٣٤٩٥ ــ ٣٤٩٦)

১৪২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ খেলাফতের ব্যাপারে সমস্ত মানুষ কুরাইশদের অনুগামী। কুরাইশদের মুসলিমগণ তাদের মুসলিমদেরই অনুসারী এবং তাদের কাফেররা তাদের কাফেরদের অনুগত। মানুষ হচ্ছে খনির মত। তাদের মধ্যে জাহেলী যামানায় যারা সর্বোত্তম ইসলামেও তারা সর্বোত্তম। তবে যদি তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকেই উত্তম পাবে যে এই বিষয়ের দায়িত্ব নিতে (মুসলিমদের নের্তৃত্ব দিতে) কঠোর অনীহা (অনিচ্ছা) প্রকাশ করে। আর যখন তাকে শাসন ক্ষমতা দেয়া হবে, তখন তাকে সে কাজে সর্বোত্তম পাবে।

টিকাঃ শাসন ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের কাজ-কর্ম পরিচালনা করা একটি বিরাট দায়িত্ব এবং কঠিন কাজ। মানুষের উপর ইনসাফ করা এবং জুলুমকারীদেরকে জুলুম থেকে বিরত রাখা খুবই কঠিন। তাই দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। কারণ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে। আর যোগ্য লোকগণ যেহেতু নের্তৃত্ব গ্রহণ করতে লোভ করেন না তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কাছে যখন আল্লাহর তরফ থেকে কোন দায়িত্ব আসে তখন আল্লাহ তাদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন। তখন তারা আর দায়িত্ব পালনে অনীহা ও অবহেলা করেন না এবং এটিকে অপছন্দ করাও তাদের জন্য আর বৈধ থাকে না।

অধ্যায়ঃ কুরাইশদের মর্যাদা

١٤٢٤ــ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ».

১৪২৪) মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন তার কাছে সংবাদ পৌছল যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস হাদীছ বয়ান করছেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র হতে একজন বাদ্‌শাহ হবেন। এতে মুআবীয়া অতি ক্ষুব্ধ হন এবং দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেন। অতঃপর বলেনঃ আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, তোমাদের কিছু লোক এমন এমন হাদীছ বর্ণনা করে বেড়াচ্ছে, যা না আছে আল্লাহর কিতাবে, আর না বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে। এরা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জাহেল ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে এবং ঐ সমস্ত অলীক কল্পনা হতে বিরত থাকবে, যা তার পোষণকারীদেরকে বিপথে পরিচালিত

করে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই এই বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে। যতদিন তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকবে, ততদিন যে কেউ তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন।

١٤٢٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ، وَغِفَارُ، مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» (بخارى:٣٥٠٤)

১৪২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশজা এবং গিফার গোত্র আমার সাহায্যকারী বন্ধু। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

١٤٢٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ».

১৪২৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের হাতেই থাকবে যতদিন দুনিয়াতে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

١٤٢٧ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ». (بخارى:٣٥٠٢)

১৪২৭) জুবাইর বিন মুতয়িম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি এবং উছমান বিন আফ্ফান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলাম। উছমান (রাঃ) আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে দান করলেন আর আমাদেরকে ত্যাগ করলেন। অথচ আপনার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে আমরা ও তারা একই পর্যায়ে অবস্থিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ হাশিমের বংশধর ও মুত্তালিবের বংশধর এক ও অভিন্ন।

অধ্যায়ঃ

١٤٢٨ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (بخارى:٣٥٠٨)

১৪২৮) আবু যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থেকেও অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করে, সে যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের বলে দাবি করল, যে বংশের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।

١٤٢٩ــ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى، أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسول الله ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ». (بخارى:٣٥٠٩)

১৪২৯) ওয়াসিলা বিন আসকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে দাবি করা, কিংবা কেউ যা দেখেনি তা দেখেছে বলে উক্তি করা অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেন নি তা তার নামে চালিয়ে দেয়া জঘন্যতম মিথ্যাচার।

অধ্যায়ঃ গিফার, আসলাম, মুযায়না, জুহায়না এবং আশজা গোত্রের বর্ণনা

١٤٣٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عَلَى الْمِنْبَرِ: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». (بخارى:٣٥١٣)

১৪৩০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ্ নিরাপদে রেখেছেন। আর উসাইয়্যাহ গোত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

টিকাঃ উপরোক্ত হাদীছে খুব চমৎকারভাবে নামের সাথে কাজের মিল ঘটেছে। ফলে ফলাফলও সে হিসাবে বের হয়ে এসেছে। গিফার গোত্র ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই মুসলিম হয়ে যায়। ফলে তাদের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। আসলাম গোত্র সন্ধিতে আবদ্ধ হলে শেষ পর্যন্ত তা অটুট রাখে এবং অব শেষে তারাও মুসলিম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও নিরাপদে রাখেন। পক্ষান্তরে উসাইয়া শব্দের অর্থ যেমন অবাধ্যতা, ঠিক তেমনি তারা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের উপর ঈমান না এনে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য যে, গিফার শব্দের অর্থ ক্ষমা এবং আসলাম শব্দের অর্থ নিরাপদ।

١٤٣١ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ ــ وَأَحْسِبُهُ ــ وَجُهَيْنَةَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ، خَابُوا وَخَسِرُوا»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ».

১৪৩১) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আকরা বিন হাবিস (রাঃ) নবী (ﷺ) কে বললেনঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং -আমার ধারণা মতে- জুহায়না গোত্রের এমন লোকেরাও আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে, যারা হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করে। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তুমি কি দেখ না যে, আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না গোত্র বনী তামীম, বনী আমের, আসাদ ও গাতফান গোত্র হতে অধিক উত্তম? বনী তামীম, বনী আমের, আসাদ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। আকরা বিন হাবিস (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। নবী (ﷺ) বললেনঃ সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তারা অর্থাৎ আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়না গোত্র বনী তামীম, বনী আমের ও অন্যান্য গোত্র হতে উত্তম।

١٤٣٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ». (بخارى:٣٥١٧)

১৪৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আসলাম, গিফার এবং মুজায়না ও জুহায়নার কিছু অংশ আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযেন ও গাতফান গোত্র অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে।

অধ্যায়ঃ কাহতান গোত্রের বর্ণনা

١٤٣٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ

১৪৩৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "ততদিন কিয়ামত হবেনা যতদিন না কাহতান গোত্র থেকে একজন লোক বের হয়ে তার লাঠির মাধ্যমে লোকদেরকে পরিচালিত করবে"।

অধ্যায়ঃ জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

١٤٣٤ــ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»؟ ثُمَّ قَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ»؟ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ». وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا؟ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاعَزُّ مِنْهَا الاذَلَّ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رسول الله هَذَا الْخَبِيثَ؟ لِعَبْدِاللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا، يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

(بخارى:٣٥٢١)

১৪৩৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একবার যুদ্ধের জন্যে বের হলাম। মুহাজিরদের মধ্য হতে বহু লোক এ যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করলেন। মুহাজিরদের মধ্যে এক লোক ছিল খুব রসিক। তিনি একজন আনসারী সাহাবীর শরীরে খোঁচা মারলেন। এতে আনসারী খুব রাগান্বিত হয়ে গেলেন। পরিশেষে প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রকে আহবান করতে লাগল। আনসারী বললেনঃ হে আনসারগণ! সাহায্য কর। মুহাজিরও বলতে লাগলেনঃ হে মুহাজিরগণ! সাহায্য কর। তখন নবী (ﷺ) বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেনঃ কি হল? জাহেলী যুগের ন্যায় হাঁক-ডাক কেন? তারপর তিনি বললেনঃ তাদের ব্যাপারটা কি? তখন মুহাজির কর্তৃক আনসারীকে খোঁচা মারার কথাটি তাঁকে জানানো হল। জাবের বলেনঃ অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক পরিত্যাগ কর। কেননা এটাতো অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কাজ। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল বললঃ এরা আমাদের বিরুদ্ধে হাঁক দিচ্ছে? আমরা মদীনা ফিরে গেলে মদীনার সভ্রান্ত লোকেরা ইতর লোকদেরকে নিশ্চয়ই বের করে ছাড়বে। তখন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এই পঁচা লোকটির অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের গর্দান উড়িয়ে দিব না? নবী (ﷺ) বললেনঃ যদি তাই করা হয়, তাহলে লোকেরা বলবেঃ মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করছে।

অধ্যায়ঃ খুযাআ গোত্রের বর্ণনা

١٤٣٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ».

১৪৩৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমর বিন লুহাই বিন কামাআ

বিন খিনদিফ হল খুযাআ গোত্রের আদি পিতা।

١٤٣٦ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ».(بخارى:٣٥٢٤)

১৪৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি আমর বিন লুহাই খুযাঈকে দেখেছি, সে জাহান্নামের আগুনে নিজের নাড়ি-ভুড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেননা (মূর্তি বা দেবতার উদ্দেশ্যে) উষ্ট্রী ছেড়ে দেয়ার প্রথা সেই প্রথম চালু করেছিল।

অধ্যায়ঃ আবু যার্ গিফারীর ইসলাম গ্রহণ

١٤٣٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ، فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقُلْتُ لأَخِي: انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ كَلِّمْهُ، وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ، فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ، فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ: فَقَالَ: كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى الْمَنْزِلِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ، وَلا أُخْبِرُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَسْأَلَ عَنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ،فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: انْطَلِقْ مَعِي، قَالَ: فَقَالَ: مَا أَمْرُكَ، وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ، هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ، فَاتَّبِعْنِي ادْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ، كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي، وَامْضِ أَنْتَ، فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْرِضْ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ، فَعَرَضَهُ، فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي، فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَرٍّ! اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ». فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ، فَقَامُوا، فَضُرِبْتُ لأَمُوتَ، فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ غِفَارَ، وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ، فَأَقْلَعُوا عَنِّي، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ، رَجَعْتُ، فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ، فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ، فَصُنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ، وَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ، قَالَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلاَمِ أَبِي ذَرٍّ رَحِمَهُ اللهُ. (بخارى:٣٥٢٢)

১৪৩৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু যার্ (রাঃ) বলেনঃ আমি ছিলাম গিফার গোত্রের একজন লোক। আমাদের কাছে সংবাদ পৌছল যে, মক্কায় একজন লোক নবুওয়াতের দাবি নিয়ে বের হয়েছে। আমি আমার ভাইকে বললামঃ তুমি ঐ লোকটির কাছে যাও এবং তার সাথে আলাপ করে আমার নিকট তার খবর নিয়ে আস। সে গেল এবং তাঁর সাথে দেখা করে

ফিরে এল। আমি আমার ভাইকে বললামঃ কী খবর নিয়ে এসেছ? সে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি একজন লোককে দেখেছি, সে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। আমি বললামঃ তোমার এতটুকু খবরে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না।

তারপর আমি এক থলে খাবার এবং একটি লাঠি নিয়ে নিজেই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমি তাকে চিনতাম না এবং তার সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলাম না। তাই আমি যমযমের পানি পান করতে থাকলাম এবং মসজিদেই অবস্থান করতে থাকলাম। একদিন আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেনঃ মনে হচ্ছে লোকটি বিদেশী। আবু যার্ (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাহলে আমার বাড়ি চল। আমি তার সাথে চললাম। তিনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও তাকে কিছু জানালাম না। রাতটা তার বাড়িতেই কাটালাম। সকাল বেলা লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে আমি মসজিদে আসলাম। কিন্তু আমাকে তার সম্পর্কে কেউ কিছুই জানাল না।

তারপর আলী (রাঃ) আবার আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেনঃ লোকটির কি এখনও কোন থাকার ব্যবস্থা হয় নি? আমি বললামঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে আমার সাথে চল। আবু যার্ বলেনঃ তিনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার খবর কি? কি জন্যে এ শহরে এসেছ? আবু যার্ বলেনঃ আমি বললামঃ যদি আপনি গোপন রাখেন, তাহলে আপনাকে জানাব। তিনি বললেনঃ আমি তাই করবো। আমি বললামঃ আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে যে, এখানে একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন। আমি তার সাথে কথা বলার জন্যে আমার ছোট ভাইকে প্রেরণ করলাম। সে ফিরে এসে আমাকে কোন সন্তোষজনক খবর দিতে পারেনি। তাই আমি স্বয়ং তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলাম। তখন আলী (রাঃ) বললেনঃ তুমি সঠিক পথেই পরিচালিত হয়েছ। আমার মুখ তাঁর দিকে। অর্থাৎ আমি তাঁর দিকেই যাচ্ছি। সুতরাং আমার সাথেই চল। আমি যেখানে প্রবেশ করব, তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর পথিমধ্যে তোমার জন্যে যদি ক্ষতিকর কিছু দেখি তবে আমি জুতা ঠিক করার ভান করে প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। তুমি যেতেই থাকবে। (যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, তুমি আমার সাথী)

তিনি চললেন। আমিও তার সাথে চললাম। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করলেন। আমিও তার সাথে প্রবেশ করলাম। আমি বললামঃ আমার সামনে ইসলাম পেশ করুন। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেনঃ হে আবু যার্! তোমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি আপাতত গোপন রাখ এবং তোমার দেশে চলে যাও। তুমি যখন জানতে পারবে যে, আমাদের বিজয় হয়েছে এবং আমরা শক্তিশালী হয়েছি তখন চলে আসবে। আমি বললামঃ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তার শপথ! আমি এখনই তাদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে (তাওহীদের বাণী) ঘোষণা করব। অতঃপর তিনি মসজিদে এসে উপস্থিত হলেন। কুরাইশরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেনঃ হে কুরাইশ দল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর কুরাইশ সম্প্রদায় বলে উঠলঃ এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে পাকড়াও কর। তারা সকলেই আমার দিকে অগ্রসর হয়ে এমন প্রহার করতে লাগল। এতে মৃতপ্রায় হয়ে

গেলাম। তখন আব্বাস আমার কাছে এসে পৌছলেন এবং আমাকে ঘিরে রাখলেন। তারপর তিনি কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমরা কি গিফার গোত্রের একজন লোককে হত্যা করছ? অথচ তোমাদের ব্যবসায়ের কাফেলা ও যাতায়াতকারীগণ তাদের পাশ দিয়ে চলাচল করে। তারা আমাকে ছেড়ে দিল।

পরদিন ভোরবেলা আমি কাবা ঘরে উপস্থিত হলাম এবং পূর্বের দিন যা বলেছিলাম, তাই বললাম। তারা বললঃ এই ধর্মত্যাগী লোকটির দিকে অগ্রসর হও। আমাকে প্রথম দিনের মতই প্রহার করা হল। এবারও আব্বাস আমার কাছে এসে পৌছলেন এবং আমাকে ঘিরে রাখলেন। তিনি প্রথম দিন যা বলেছিলেন, তাই বললেন। ইবনে আব্বাস বলেনঃ এটিই ছিল আবু যার্ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম অবস্থা।

অধ্যায়ঃ ইসলামী ও জাহেলী যুগে যে নিজেকে পূর্ব পুরুষদের সাথে সম্পর্কিত করে

١٤٣٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ». (بخارى: ٣٥٢١)

১৪৩৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী অবতীর্ণ হলঃ

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾

"হে নবী! আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সর্তক করুন" তখন নবী (ﷺ) কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে এভাবে আহবান করেন, হে বনী ফিহ্র! হে বনী আদী! ইত্যাদি।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার বংশকে গালি না দেয়াকে পছন্দ করে

١٤٣٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «كَيْفَ بِنَسَبِي»؟ فَقَالَ: حَسَّانُ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. (بخارى:٣٥٣١)

১৪৩৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মুশরিকদের কুৎসা বর্ণনা করার অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমার বংশকে কি করবে? হাস্সান বললেনঃ আটার খামীরের ভিতর থেকে যেভাবে চুল বের করা হয়, আমি আপনাকে তাদের থেকে সেভাবে আলাদা করে নেব।

অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসমূহের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

١٤٤٠ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ». (بخارى:٣٥٣٢)

১৪৪০) জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমাদ। আমি আল-মাহী (নিশ্চিহ্নকারী)। আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির (সমবেতকারী)। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে আমার পশ্চাতে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আকিব (সর্বশেষ আগমণকারী)। আমার পর আর কোন নবী আসবেনা।

١٤٤١ــعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ». (بخاری:٣٥٣٤)

১৪৪১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা কি চমৎকারভাবে কুরাইশদের গালি ও অভিসম্পাতকে আমার উপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন, তা দেখে কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করবেনা? তারা মুযাম্মামকে (নিন্দিতকে) গালি দেয়, তারা মুযাম্মামকে অভিসম্পাত দেয়। আর আমি তো মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)।

অধ্যায়ঃ নবীদের শেষ নবী

١٤٤٢ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ».

১৪৪২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ, যেমন একজন লোক একটি ঘর তৈরী করেছে। ঘরটি সে পূর্ণরূপে সুন্দর করে নির্মাণ করার পর মাত্র একটি ইঁটের স্থান খালি রেখেছে। অতঃপর লোকেরা তাতে প্রবেশ করতে লাগল এবং বিস্ময়ের সাথে কথা বলতে লাগলঃ ঐ ইঁটের স্থানটি যদি খালি না থাকত! (তাহলে কতই না ভাল হত)

١٤٤٣ــ وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: زيادة إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، وقَالَ فِي آخره: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ». (بخاری: ٣٥٣٥)

১৪৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় একটু বেশী করে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "কিন্তু এক কোণে একটি ইঁটের জায়গা খালি রয়ে গেল"। হাদীছের শেষে রয়েছে, আমি হলাম সেই ইঁট এবং আমি নবীদের শেষ (শেষ নবী)।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু

١٤٤٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. (بخاري:٣٥٣٦)

১৪৪৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন।

١٤٤٥ــ عَنِ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ﷺ قال وهو ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً ــ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلا بِدُعَاءِ رسول الله ﷺ، إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رسول الله، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكٍ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي. (بخاری:٣٥٤٠)

১৪৪৫) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি চুরানব্বই বছর বয়সে অত্যন্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেনঃ আমি ভাল করেই জানি যে, এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি এখনও যে পুরোপুরি কাজ করছে, তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দু'আর বরকতেই। একদা আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোনের এই ছেলেটি অসুস্থ। আপনি তার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। সায়েব বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার জন্যে দু'আ করলেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী

١٤٤٦ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﷺ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ﷺ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بِأَبِي، شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. (بخارى:٣٥٤٢)

১৪৪৬) উকবা বিন হারিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন আবু বকর (রাঃ) আসরের নামায আদায় করে বের হওয়ার সময় দেখলেন যে, হাসান বিন আলী বালকদের সাথে খেলা করছে। তখন তিনি তাঁকে ঘাড়ে তুলে নিলেন এবং বললেনঃ "আমার পিতা কোরবান হোক"। এ তো নবীর অনুরূপ। আলীর অনুরূপ নয়। এ কথা শুনে আলী হাসতে থাকলেন।

١٤٤٧ــ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلام يُشْبِهُهُ، فقيل له صِفْهُ لنا قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ، وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلاث عَشْرَةَ قَلُوصًا، قَالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا.

১৪৪৭) আবু জুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ)bকে দেখেছি। হাসান বিন আলী ছিলেন তাঁরই অনুরূপ। আবু জুহাইফাকে বলা হলঃ আপনি আমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করুন। আবু জুহাইফা বলেনঃ তাঁর শরীরের রং ছিল সাদা এবং তাঁর কিছু চুলের রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমাদেরকে তেরটি উষ্ট্রী দেয়ার জন্যে আদেশ করেছিলেন। আমরা তা হস্তগত করার পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

١٤٤٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ﷺ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ؟ ﷺ كَانَ شَيْخًا؟ قَالَ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ. (بخاري:٣٥٤٦)

১৪৪৮) সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন বুস্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হলঃ আপনি কি নবী (ﷺ) কে বৃদ্ধ অবস্থায় দেখেছেন? তিনি বললেনঃ তাঁর নীচের ঠোঁট এবং থুতনীর মধ্যবর্তী স্থানের কয়েকটি দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

١٤٤٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلا آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلا سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. (بخارى:٣٥٤٧)

১৪৪৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল। না ধবধবে সাদা ছিল, না একেবারে গন্দম বর্ণের। মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানোও ছিলনা, আবার সম্পূর্ণ সোজাও ছিলনা। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রতি অহী নাযিল হয়। অতঃপর দশ বছর মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর উপর অহী নাযিল হতে থাকে। অতঃপর তিনি মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। তিনি যখন মৃত্যু বরণ করেন, তখন তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয় নি।

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ﷺ يَقُولُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلا بِالْقَصِيرِ، وَلا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (بخارى:٣٥٤٨)

আনাস (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, একেবারে বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার একেবারে তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছরের মাথায় তাঁকে নবুওয়াত দেয়া হয়।

١٤٥٠ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَ أَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. (بخارى:٣٥٤٩)

১৪৫০) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল ছিল সর্বাধিক সুন্দর। তার আচরণও ছিল উত্তম। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে বেঁটেও ছিলেন না।

١٤٥١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّه سُئِلَ: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ. (بخارى:٣٥٥٠)

১৪৫১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ নবী (ﷺ) কি খেযাব লাগিয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ তাঁর কান ও চোখের মধ্যবর্তীস্থানের কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।

١٤٥٢ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. (بخارى:٣٥٥١)

১৪৫২) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তীস্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুলগুলো তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌছত। আমি তাঁকে লাল রংএর একজোড়া ডোরাকাটা পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে উত্তম আর কাউকে দেখিনি।

١٤٥٣ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ﷺ قِيلَ لَهُ: أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ. (بخارى: ٣٥٥٢)

১৪৫৩) বারা বিন আযিব হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মত (চকচকে ও লম্বা) ছিল? তিনি বললেনঃ না, বরং চাঁদের ন্যায় (স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল) ছিল।

١٤٥٤ــ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ ــ قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ ــ وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهِمَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ. (بخارى:٣٥٥٣)

১৪৫৪) আবু জুহায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 'বাতহা' নামক স্থানে নবী (ﷺ) কে নামায আদায় করতে দেখেছেন। তাঁর সামনে ছিল ছোট একটি বর্শা। এই হাদীছটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে এতটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত দু'টি টেনে নিয়ে তাদের মুখমন্ডলে মুছতে লাগল। আবু জুহায়ফা বলেনঃ

আমি তাঁর হাতটি নিয়ে আমার চেহারার উপর রাখলাম। তাঁর হাতটি ছিল বরফের চেয়েও অধিক ঠান্ডা এবং মিসকের চেয়েও অধিক সুগন্ধিযুক্ত।

١٤٥٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ، قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ». (بخارى:٣٥٥٧)

১৪৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ বনী আদমের যুগসমূহের উত্তম যুগে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগের পর যুগ অতিক্রম করে যখন ঐ উত্তম যুগটি আসল, তখন আমাকে তাতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

١٤٥٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ. (بخارى:٣٥٥٨)

১৪৫৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিছনের দিকে চুল লটকিয়ে রাখতেন। আর মুশরিকরা তাদের চুলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি করত। আর আহ্লে কিতাবরাও তাদের মাথার চুলগুলো লটকিয়ে রাখত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রীতি ছিল, যে ব্যাপারে তাঁকে কোন নির্দেশ দেয়া না হত সে ব্যাপারে তিনি আহলে কিতাবদের অনুসরণ করা পছন্দ করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও চুলগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাখতেন।

١٤٥٧ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا، وَلا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقًا». (بخارى:٣٥٥٩)

১৪৫৭) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলভাষা ব্যবহারের চেষ্টাও করতেন না। তিনি বলতেনঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

١٤٥٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رسول الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رسول الله ﷺ لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِهَا.

১৪৫৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে যখনই দু'টি বিষয়ের একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি সে দু'টোর সহজতরটিকে গ্রহণ করেছেন, যদি তাতে পাপের আশঙ্কা না থাকত। কিন্তু তাতে পাপের আশঙ্কা থাকলে তিনি তা হতে অতিশয় দূরে অবস্থান করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যক্তিগত কারণে কারো নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। তবে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে কেউ লিপ্ত হলে তিনি আল্লাহর জন্যে প্রতিশোধ নিতেন।

١٤٥٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ. (بخارى:٣٥٦١)

১৪৫৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক নরম কোন চিকন বা মোটা রেশম স্পর্শ করি নি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরের সুঘ্রাণ অপেক্ষা অধিকতর সুঘ্রাণযুক্ত কোন বস্তু কখনও শুঁকিনি।

١٤٦٠- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. (بخارى:٣٥٦٢)

১৪৬০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) গৃহের অভ্যন্তরে বসবাসকারী কুমারী মহিলার চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ. (بخارى:٣٥٦٢)

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি যখন কোন জিনিষ অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখেই তা অনুমান করা যেত।

١٤٦١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلا تَرَكَهُ.

১৪৬১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কখনো কোন খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। খাদ্য যদি তাঁর রুচিসম্মত হত, তবে তা খেতেন। অন্যথায় পরিত্যাগ করতেন।

١٤٦٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا، لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ. (بخارى:٣٥٦٧)

১৪৬২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী ইচ্ছা করলে তা গণনা করতে পারত।

وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. (بخاري:٣٥٦٨)

আয়েশা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ﷺ) তোমাদের ন্যায় দ্রুত কথা বলতেন না।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষু ঘুমাত, কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমাত না

١٤٦٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، قَالَ: جَاءَهُ ثَلاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، وَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ، وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ، وَلا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَوَلاهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. (بخارى:٣٥٧٠)

১৪৬৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ঐ রাতের ঘটনা বর্ণনা করতেন, যে রাতে নবী (ﷺ) কে কাবার মসজিদ হতে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে একদা তিনজন লোক (ফেরেশতা) তাঁর নিকট আসল। তখন তিনি কাবার মসজিদে শায়িত ছিলেন। (তার এক পাশে শুয়েছিলেন তাঁর চাচা হামযা ও অপর পাশে শুয়েছিলেন তাঁর চাচাত ভাই জা'ফর ইবনে আবু তালেব) আগন্তুকের প্রথমজন বললেনঃ এদের মধ্যে কোন্ লোকটি তিনি? দ্বিতীয়জন বললেনঃ তিনি এদের মধ্যে উত্তম লোকটি। তৃতীয়জন বললেনঃ এদের মধ্যকার উত্তম লোকটিকেই নিয়ে চলো। সে রাতে এতটুকু

আলাপ আলোচনাই হয়েছিল। এরপর নবী (ﷺ) ঐ ফেরেশতাদেরকে দীর্ঘকাল দেখেন নি।

অবশেষে অপর একরাতে ঐ ফেরেশতাগণ এমন অবস্থায় আসল, যখন তাঁর অন্তর দেখতে পাচ্ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ দু'টি যদিও ঘুমাত, কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমাত না। এমনিভাবে অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে একই কথা। তাদের চক্ষু ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। এরপর জিবরীল ফেরেশ্‌তা দায়িত্ব নিলেন এবং তাঁকে নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা ও তাঁর নবুওয়াতের আলামত

١٤٦٤ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ، قِيلَ لأَنَسٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلاثَ مِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلاثِ مِائَةٍ. (بخارى:٣٥٧٢)

১৪৬৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাত্র আনয়ন করা হল। তখন তিনি যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেই পাত্রে হাত রাখলেন। তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক থেকে পানি বের হতে লাগল। ঐ পানি দিয়ে লোকেরা অযু করল। আনাসকে বলা হলঃ আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেনঃ তিনশজন কিংবা তার কাছাকাছি।

١٤٦٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ». فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ:«حَيَّ عَلَى الطُّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رسول الله ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ. (بخارى:٣٥٧٩)

১৪৬৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা তথা অলৌকিক ঘটনাবলীকে বরকতের মাধ্যম মনে করতাম। আর তোমরা ঐগুলোকে ভয়ের কারণ মনে করে থাক। একবার আমরা কোন এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন পানির অভাব দেখা দিল। তিনি বললেনঃ কোথাও অতিরিক্ত কিছু পানি থাকলে তার সন্ধান কর। সাহাবীগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন। তাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি সেই পাত্রে হাত রাখলেন। তারপর তিনি বললেনঃ বরকতপূর্ণ পানি সংগ্রহ করতে তোমরা এগিয়ে এসো। বরকত তো আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়তে দেখেছি। আর আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে খাদ্য গ্রহণ করার সময় খাদ্যের তাসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম।

١٤٦٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَقَالَ فِي آخِرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: «وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ». (بخارى:٣٥٨٧ ــ ٣٥٨٩ وانظر حديث رقم: ٢٩٢٨)

১৪৬৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা চুল দ্বারা নির্মিত জুতা পরিধান করবে। হাদীছটির বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে এখানে শুধু এতটুকু অতিরিক্ত

আছে যে, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো কাছে এমন এক সময় আসবে, তখন আমাকে একনজর দেখা তার নিকট তার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের চেয়ে অধিক প্রিয় হবে।

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، فُطْسَ الأُنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». (بخاري:٣٥٩٠)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা খুয, কারমান প্রভৃতি অনারব লোকদের সাথে যুদ্ধ করবে। যাদের চেহারা হবে লাল বর্ণের, নাক হবে চেপ্টা, চক্ষু হবে ছোট। তাদের মুখাবয়ব হবে চেপ্টা ঢালের ন্যায় এবং তাদের জুতা হবে পশম দ্বারা নির্মিত।

١٤٦٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ». (بخارى: ٣٦٠٤)

১৪৬৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কুরাইশদের এই গোত্রটি লোকদের ধ্বংস করবে। তারা বললেনঃ আপনি তখন আমাদেরকে কিসের আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেনঃ হায়! লোকেরা যদি তখন তাদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে চলত!

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ: بَنِي فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ. (بخارى:٣٦٠٥)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ আমি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত তথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ গোত্রের কতিপয় অল্প বয়স্ক লোকদের হাতে আমার উম্মাত ধ্বংস হবে। আমি ইচ্ছা করলে তাদের নামও বলতে পারব। তারা হলো অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক।

١٤٦٨ــ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ». قُلْتُ؟ وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

১৪৬৮) হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আর আমি তাকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। এই আশঙ্কায় যে, আমাকেই তা পেয়ে বসে কি না। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো অজ্ঞতা এবং অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে এই কল্যাণ

দান করলেন। এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আসবে। আমি বললামঃ সেই অকল্যাণের পর কি আবার কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবে তা হবে ভেজালযুক্ত। আমি বললামঃ সেই ভেজালটি কি? তিনি বললেনঃ একদল লোক আমার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোন কোন কাজ তুমি সমর্থন করবে আর কিছু কিছু আমল তুমি অপছন্দ করবে। আমি বললামঃ সেই কল্যাণের পরও কি কোন অকল্যাণ আসবে। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আসবে। জাহান্নামের দরজার দিকে আহবানকারী একদল লোক বের হবে। যে ব্যক্তি এই ডাকে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কাছে তাদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেনঃ তারা হবে আমাদেরই সমগোত্রীয় এবং আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললামঃ তাদের যুগ পেয়ে গেলে আপনি আমাকে কী করার আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেনঃ "তুমি মুসলিমদের জামাআত ও তাদের ইমামের অনুসরণ করবে। হুযায়ফা বলেনঃ আমি বললামঃ তখন যদি মুসলিমদের কোন জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেনঃ তাহলে তোমাকে যদি দাঁত দিয়ে গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরেও থাকতে হয়, তবুও তুমি এ সকল ফির্কা পরিত্যাগ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তুমি এ অবস্থায় থাকবে।

١٤٦٩ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رسول الله ﷺ، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(بخارى:٣٦١١)

১৪৬৯) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ বর্ণনা করি, তখন তাঁর নামে মিথ্যা বলার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াটাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বলে মনে হয়। আর আমি যখন তোমাদের নিকট আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যাপারে কথা বলি, তখন কোন অসুবিধা নেই। আর যুদ্ধটাই মূলত এক প্রকার চালাকি ও কূটকৌশল। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আখেরী যামানায় এমন একদল লোক আসবে, যাদের বয়স হবে অল্প এবং জ্ঞান হবে খুবই সামান্য। তারা মানুষের সর্বোত্তম বুলি আওড়াবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দ্রুতগতিতে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে, সে কিয়ামতের দিন এ হত্যাকান্ডের জন্য পুরস্কার লাভ করবে।

١٤٧٠ــ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ ﷺ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ، يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى

حَضْرَمَوْتَ، لا يَخَافُ إِلا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» (بخاری:٣٦١٢)

১৪৭০) খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার অভিযোগ করলাম। তিনি তখন নিজের চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললামঃ আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করবেন না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমাদের কি দুর্দশা হয়েছে? তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার ছিল, তাদের কারো জন্যে মাটিতে গর্ত খোঁড়া হত, তারপর তাকে সেই গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হত; অতঃপর করাত আনয়ন করে মাথার উপর স্থাপন করে তাকে দ্বিখন্ডিত করা হত। তবুও এ অমানুষিক নির্যাতন তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আবার কারো শরীরের গোশতের নীচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুণী টেনে নেয়া হত। এত কঠিন শাস্তিও তাকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে এবং সর্বত্র এতটা নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, তখন একজন আরোহী সানআ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করবে। সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অথবা নিজের মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

١٤٧١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (بخاری:٣٦١٣)

১৪৭১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একবার ছাবেত বিন কায়েসকে না পেয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার জন্য তাঁর খবর জেনে আসতে পারি। সে তার কাছে গেল। গিয়ে দেখল সে নিজ বাড়িতে মাথা নীচু করে বসে আছে। সে জিজ্ঞেস করলঃ আপনার কি হয়েছে? ছাবেত বললেনঃ একটি অমঙ্গল হয়ে গেছে। কেননা ছাবেত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজের চেয়ে উচ্চস্বরে কথা বলেছে। সুতরাং তাঁর আমল নষ্ট হয়ে গেছে। আর সে জাহান্নামী হয়ে গেছে। লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সংবাদ দিল যে, ছাবেত এই এই কথা বলেছে। লোকটি পুনরায় বিরাট একটি সুসংবাদ নিয়ে ছাবেতের কাছে গেল। সুসংবাদটি এই ছিল যে, নবী (ﷺ) তাকে বললেনঃ তুমি তাঁর নিকট যাও এবং তাঁকে বলঃ নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত নও; বরং তুমি জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত।

١٤٧٢ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَسَلَّمَ، فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اقْرَأْ فُلانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ».

১৪৭২) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নামাযে সূরা কাহ্ফ পাঠ

করছিল। বাড়িতে তাঁর একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফাতে লাগল। সে সালাম ফিরিয়ে দেখল, একখন্ড মেঘ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘটনা খুলে বলল। তিনি তখন বললেনঃ হে অমুক! তুমি পড়তে থাকো। নিশ্চয়ই ওটা হল প্রশান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়ে থাকে।

١٤٧٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، قَالَ: «لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». فَقَالَ لَهُ: «لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلاَّ، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَنَعَمْ إِذًا».

১৪৭৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) একজন অসুস্থ গ্রাম্য লোককে দেখতে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন বলতেনঃ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰـهُ অর্থাৎ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা-আল্লাহ্ এটি গুনাহ্ থেকে পবিত্রকারী। অতএব, তিনি ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিকেও বললেনঃ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ইন্‌শা-আল্লাহ্ এটি গুনাহ্ থেকে পবিত্রকারী। গ্রাম্য লোকটি বললঃ আপনি বলছেন পবিত্রকারী। কখনই না। বরং এটি এমন একটি প্রচন্ড জ্বর, যা একজন বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করে ফুটছে এবং এ জ্বর তাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে ছাড়বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাহলে তাই হোক।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী লোকটি পরের দিন মারা গেল।

١٤٧٤ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا، فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، فَأَلْقَوْهُ خَارِجَ الْقَبْرِ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، فَأَلْقَوْهُ.

(بخارى:٣٦١٧)

১৪৭৪) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একজন লোক (প্রথমে) খৃষ্টান ছিল। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে সূরা বাকারা ও সূরা আল-ইমরান পড়ে শেষ করল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ক্রমে অহী লিখতে শুরু করল। পরবর্তীতে সে আবার খৃষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল মুহাম্মাদ শুধু তাই জানে, যা আমি তাকে লিখে দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করলে খৃষ্টানরা তাকে দাফন করল। পরের দিন সকাল বেলা লোকেরা দেখল যে, যমীন তার লাশ বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তারা বলতে লাগলঃ এটি মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, তাই তারা এর কবর খনন করে তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। পুনরায় তারা তার কবর খনন করল এবং আগের তুলনায় গভীর করে খনন করল ও তাকে দাফন করল। পরের দিন সকাল বেলা লোকেরা দেখল যে, যমীন তার লাশ বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তারা বলতে লাগলঃ এটি মুহাম্মাদ

ও তার সাথীদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, তাই তারা এর কবর খনন করে তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। পুনরায় তারা তার কবর খনন করল এবং আগের তুলনায় যতটা সম্ভব গভীর করে খনন করল ও তাকে দাফন করল। পরের দিন সকাল বেলা দেখা গেল লাশ এবারও কবরের বাইরে পড়ে আছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা মানুষের কাজ নয়। তাই তারা তাকে এভাবেই ফেলে রাখল।

١٤٧٥ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ»؟ قُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ». فَأَنَا أَقُولُ لَهَا ــ يَعْنِي امْرَأَتَهُ ــ: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ» فَأَدَعُهَا. (بخارى:٣٦٣١)

১৪৭৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের কি গালিচা, কার্পেট ইত্যাদি আছে? আমি বললামঃ আমাদের আবার কোথা থেকে গালিচা, কার্পেট থাকবে? তিনি বললেনঃ অচিরেই তোমাদের গালিচা কার্পেট ইত্যাদি হবে। জাবের (রাঃ) বলেনঃ (এখন আমাদের গালিচা, কার্পেট ইত্যাদি হয়েছে) আমার স্ত্রীকে যদি আমি বলিঃ তোমার গালিচা ও কার্পেট আমার নিকট থেকে সরিয়ে নাও, সে তখন বলে নবী (ﷺ) কি বলেন নি যে, অচিরেই তোমাদের গালিচা ও কার্পেট হবে? কাজেই আমি তা বিছানো অবস্থায় থাকতে দেবো।

١٤٧٦ــ عَنْ سَعْدِ بن مُعَاذٍ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ: إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ، قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ هَذَا مَضْمُونُ الْحَدِيثِ مِنْهَا.

১৪৭৬) সা'দ বিন মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উমাইয়া বিন খালাফকে বললেনঃ আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন। সে বললঃ আমাকে হত্যা করবে? সা'দ বললেনঃ হ্যাঁ, তোমাকেই। সে বললঃ আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ যখন কোন কথা বলেন, তখন তিনি মিথ্যা বলেন না। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে বদর যুদ্ধে হত্যা করলেন। এই হাদীছে একটি ঘটনা রয়েছে। তবে মূল বিষয় এটিই।

١٤٧٧ــ عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ــ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ــ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُمِّ سَلَمَةَ: «مَنْ هَذَا»؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللَّهِ، مَا حَسِبْتُهُ إِلا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيلَ (بخارى:٣٦٣٤)

১৪৭৭) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিবরীল ফেরেশতা আগমণ করলেন। তখন উম্মে সালামা তাঁর কাছেই ছিলেন। জিবরীল কথা বলতে লাগলেন। কথা শেষে উঠে চলে গেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামাকে বললেনঃ বল তো এ লোকটি কে ছিল? তিনি বললেনঃ এ তো দিহ্ইয়া আল-কালবী। উম্মে সালামা বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তাকে দিহ্ইয়াই মনে করতাম। তারপর আল্লাহর নবীর খুতবা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি ছিলেন জিবরীল (আঃ)।

١٤٧٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ،

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ». (بخارى:٣٦٣٣)

১৪৭৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একদা স্বপ্নের মধ্যে আমি সকল মানুষকে একটি মাঠে সমবেত অবস্থায় দেখলাম। তারপর আবু বকর উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি কূপ থেকে এক বালতি বা দুই বালতি পানি টেনে তুললেন। তাঁর বালতি টানার কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আর এ জন্য আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। তারপর ঐ বালতিটা উমার (রাঃ) ধরলেন। তিনি বালতিটা হাতে নিতেই তা একটি বিরাট বালতিতে পরিণত হল। তিনি এত শক্তির সাথে পানি উঠাচ্ছিলেন যে, আমি কোন বাহাদুর লোককে তাঁর মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। তিনি এত পানি উঠালেন যে, লোকেরা তাদের উটগুলোকে পানি পান করিয়ে উটগুলোকে উটশালায় নিয়ে গেল।

টিকাঃ উক্ত হাদীছে উভয় সাহাবীর খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, খেলাফতকাল মাত্র আড়াই বৎসর হওয়া ও বাহ্যিকভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ঈমান ও তাকওয়া দ্বারা আবু বকর (রাঃ) এগিয়ে ছিলেন। তাই তো তিনি প্রথম খলীফা ও প্রথম সাহাবী। কবির ভাষায়ঃ

من لي بمثل سـيرك المدلل + تمشي رويداً وتجيء في الأول

"কে আছে আমাকে তোমার সাথে পাল্লা দেয়ার শক্তি যোগাবে? হেলে দুলে আস্তে ধীরে হাটলেও তুমি থাক সবার আগে"।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আপনাকে সেরূপই চিনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে থাকে। আর তাদের একদল লোক জেনে শুনে সত্যকে গোপন করছে" (সূরা বাকারাঃ ১৪৬)

١٤٧٩ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رسول الله ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رسول الله ﷺ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ»؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأْتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلامٍ، ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رسول الله ﷺ فَرُجِمَا.

১৪৭৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা কতিপয় ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললঃ তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ প্রস্তরাঘাতে হত্যা সম্পর্কে তোমরা তাওরাতে কি আদেশ পাও? তারা বললঃ আমরা তো ব্যভিচারীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে থাকি এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করে থাকি। আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম বললেনঃ তোমরা মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয়ই তাওরাতে রজম করার কথা রয়েছে। অতঃপর তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তা মেলে ধরল। তাদের একজন রজমের আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে তার পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করতে লাগল। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেনঃ

তোমার হাত সরাও তো দেখি। সে হাত সরাল। তাতে দেখা গেল রজমের আয়াত রয়েছে। তারা বললঃ হে মুহাম্মাদ! আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম সত্য বলেছে। তাওরাতে রজমের আয়াত রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং তাদেরকে রজম করা হল।

অধ্যায়ঃ মুশরিকরা মু'জেযা দেখানোর দাবি করলে নবী (ﷺ) তাদেরকে চন্দ্র দিখণ্ডিত করে দেখালেন

١٤٨٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْهَدُوا».

১৪৮০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হলে তিনি বললেনঃ "তোমরা দেখো ও সাক্ষী থাকো"।

١٤٨١ــ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. (بخارى:٣٦٤٢)

১৪৮১) উরওয়া বারেকী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একদা তাকে একটি দীনার দিয়ে তদ্বারা একটি ছাগল কিনে আনতে বললেন। তিনি তা দ্বারা দু'টি ছাগল ক্রয় করলেন। একটি ছাগল এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়ে তিনি একটি ছাগল ও একটি দীনার নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন। তখন নবী (ﷺ) তাঁর ব্যবসায়ে বরকতের দুআ করলেন। ফলে তার অবস্থা এমন হল যে, তিনি যদি মাটি ক্রয় করতেন, তাতেও লাভবান হতেন।

كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের ফজীলত

١٤٨٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

১৪৮২) জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা এক মহিলা নবী (ﷺ) এর নিকট আগমণ করল। তিনি মহিলাকে ফেরত যাওয়ার আদেশ দিলেন। মহিলাটি বলতে লাগলঃ আমি যদি দ্বিতীয়বার এসে আপনাকে না পাই, তাহলে আমি কার কাছে আসবো? অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পর কার কাছে যাব? নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের কাছে আসবে।

١٤٨٣ــ عَنْ عَمَّارٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ. (بخاری: ٣٦٦٠)

১৪৮৩) আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে (মুসলিম হিসাবে) এক সময় মাত্র পাঁচজন ক্রীতদাস, দুইজন মহিলা ও আবু বকরকে দেখেছি।

١٤٨٤ــ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ». فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: «يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ» ثَلاثًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لا. فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي»؟ مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. (بخاری: ٣٦٦١)

১৪৮৪) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ আবু বকর (রাঃ) তাঁর লুঙ্গির একপাশ এমনভাবে ধরে উপস্থিত হলেন যে, তাঁর জানু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের এই সাথীটি রাগ করেছে। অতঃপর আবু বকর সালাম করলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল আমার ও উমার ইবনে খাত্তাবের মধ্যে সামান্য ঝগড়া হয়ে গেছে। আমার মনে হয় আমি প্রথমেই তাঁকে কটু কথা বলে ফেলেছি। পরে আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। তখন নবী (ﷺ) তিনবার বললেনঃ হে আবু বকর! আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

অতঃপর উমার (রাঃ) অনুতপ্ত হয়ে আবু বকরের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ এখানে আবু বকর আছেন কি? ঘরের লোকেরা বললঃ না। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের নিকট গিয়ে সালাম দিলেন। উমারকে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। এতে আবু বকর ভয় পেয়ে গেলেন এবং নতজানু হয়ে আরয করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমিই অধিকতর অন্যায় আচরণ করেছি। কথাটি দুইবার বললেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। তোমরা বলেছঃ তুমি মিথ্যুক। আর আবু বকর বলেছেঃ আপনি সত্যবাদী। সে তাঁর জান-মাল দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না? কথাটি দু'বার বলেছেন।

١٤٨٥ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ». فَعَدَّ رِجَالاً.

১৪৮৫) আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। ফেরত এসে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ মানব জাতির মধ্যে কোন্ লোকটি আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ আয়েশা। আমি বললামঃ পুরুষদের মধ্যে হতে কে? তিনি বললেনঃ আয়েশার পিতা। আমি বললামঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ উমার ইবনুল খাত্তাব। অতঃপর তিনি আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করলেন।

١٤٨٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاءَ». (بخارى:٣٦٦٥)

১৪৮৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের কাপড় ঝুলিয়ে মাটিতে টেনে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। এ কথা শুনে আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখলে আমার কাপড়ের এক পার্শ্ব যে ঝুলে পড়ে? নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি তো এটা অহংকার বশতঃ করছনা।

١٤٨٧ــ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لأُلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَشَفَ

عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ، وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا ـ يُرِيدُ أَخَاهُ ـ يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ». فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ. (بخاري:٣٦٧٤)

১৪৮৭) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা স্বীয় গৃহে অযু করে বের হলেন। তিনি বলেনঃ আমি মনে মনে বললামঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাব এবং আজকের দিনটি তাঁর সাথে থেকেই কাটাব। তিনি মসজিদে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললঃ তিনি বের হয়ে ঐ দিকে গেছেন। তখন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে তাঁর গমণ পথে বের হলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে আরীস কূপের নিকটস্থ একটি বাগানে পৌছলেন। তখন বাগানের দরজায় বসে গেলাম। দরজাটি ছিল খেজুর গাছের শাখা দিয়ে তৈরী। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন শেষ করে অযু করলেন। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি আরীস কূপের একপারে মাঝামাঝি একটি উঁচু স্থানে বসে দু'পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তারপর ফিরে গিয়ে আবার দরজায় বসে গেলাম এবং মনে মনে বললামঃ আজ আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দারোয়ান হিসাবে থাকব।

তারপর আবু বকর এসে দরজায় আঘাত করলেন। আমি বললামঃ কে? তিনি বললেনঃ আবু বকর। আমি বললামঃ অপেক্ষা করুন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি আবু বকর (রাঃ)এর কাছে এসে বললামঃ আপনি প্রবেশ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু বকর (রাঃ) বাগানে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান পাশে কূপের পারে বসে পড়লেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতই দু'পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। আবু মুসা আশআরী বলেনঃ আমি পুনরায় দরজার নিকট গিয়ে বসে পড়লাম। আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার সময় আমার ভাইকে (আবু দারদাকে) অযু করা অবস্থায় রেখে এসেছি। সেও আমার সাথে আসার কথা ছিল। আমি মনে মনে বললামঃ আল্লাহ্ যদি তাঁর কল্যাণ চান, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে এখানে নিয়ে আসবেন। এমন সময় হঠাৎ একজন লোক দরজা নাড়াতে লাগল। আমি বললামঃ কে? তিনি বললেনঃ উমার ইবনুল খাত্তাব।

আমি বললামঃ অপেক্ষা করুন। তারপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সালাম দিলাম এবং বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! উমার (রাঃ) প্রবেশেরে অনুমতি চাচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি উমার (রাঃ)এর কাছে এসে বললামঃ আপনি প্রবেশ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। উমার (রাঃ) বাগানে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে কূপের পারে বসে পড়লেন এবং তাঁর পা দু'টি কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। আবু মুসা আশআরী বলেনঃ আমি মনে মনে বললামঃ আল্লাহ্ যদি তাঁর কল্যাণ চান, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে এখানে নিয়ে আসবেন। এমন সময় হঠাৎ আরো একজন লোক দরজা নড়াতে লাগল। আমি বললামঃ কে? তিনি বললেনঃ উছমান বিন আফ্ফান। আমি বললামঃ অপেক্ষা করুন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! উছমান (রাঃ) প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আর বলে দাও দুনিয়াতে তাঁর উপর কঠিন বিপদ আসবে। আমি তাঁর কাছে এসে বললামঃ আপনি প্রবেশ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন আর বলছেনঃ দুনিয়াতে আপনার উপর কঠিন বিপদ আসবে। তিনি বাগানে প্রবেশ করে দেখলেন কূপের ঐ পারটি পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মুখ করে কূপের অপর পারে বসে পড়লেন।

١٤٨٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ». (بخارى: ٣٦٧٣)

১৪৮৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা। কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও আমার কোন একজন সাহাবীর এক মুদ কিংবা আধা মুদ খাদ্য দ্রব্য দান করার ছাওয়াব পর্যন্ত পৌছতে পারবে না।

টিকাঃ এক মুদ সমান প্রায় আধা কিলোগ্রাম মাত্র। আল্লাহর নিকট সাহাবীদের আমলের ওজন কত ছিল এখান থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

١٤٨٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ». (بخارى:٣٦٧٥)

১৪৮৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ), আবু বকর, উমার এবং উছমান (রাঃ) উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলে পাহাড় তাদেরকে নিয়ে কাঁপতে লাগল। তিনি বললেনঃ উহুদ স্থির হও। কারণ তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

١٤٩٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ، فَدَعَوُا اللهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ، إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي، يَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ، إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ

اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، لأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

১৪৯০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদল লোকের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম। লোকেরা সকলেই উমার ইবনুল খাত্তাবের জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করছিল। তখন তাঁর লাশ খাটের উপর রাখা ছিল। এমন সময় আমার পেছন থেকে একজন লোক তাঁর কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে উমার (রাঃ)কে লক্ষ্য করে বলতে লাগলঃ আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। নিঃসন্দেহে আমি এ আশাই করছিলাম যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার সাথীদ্বয়ের সাথেই রাখবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে প্রায়ই এরূপ বলতে শুনতামঃ আমি, আবু বকর ও উমার (রাঃ) একসাথে ছিলাম। আমি, আবু বকর ও উমার (রাঃ) একসাথে করেছি। আমি, আবু বকর ও উমার (রাঃ) এক সাথে যাত্রা করেছি। তাই আমি আশা করেছিলাম যে, আল্লাহ্ আপনাকে তাদের দু'জনের সাথেই রাখবেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমি পিছনে ফিরে তাকিয়ে আলী ইবনে আবু তালিবকে দেখতে পেলাম।

অধ্যায়ঃ উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)এর ফজীলত

١٤٩١ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بِلالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ». فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟! (بخارى: ٣٦٧٩)

১৪৯১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ একদা আমি স্বপ্নে দেখলামঃ আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করেছি। সেখানে আমি আবু তালহার স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং একজন মানুষের পথ চলার আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলামঃ এই ব্যক্তি কে? কেউ উত্তর দিল যে, ইনি হলেন বেলাল (রাঃ)। আর আমি সেখানে একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম, যার আঙ্গিনায় একজন কিশোরী বসা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এই প্রাসাদটি কার? একজন বললঃ এটি উমারের। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, প্রাসাদে প্রবেশ করে একবার দেখে নেই। কিন্তু হে উমার! তোমার আত্মাভিমানের (রাগান্বিত হওয়ার) কথা আমার মনে পড়ে গেল। (তাই আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম না) উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আমি কি আপনার প্রতি আত্মাভিমান দেখাতে (রাগ করতে) পারি?

١٤٩٢ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا»؟ قَالَ: لا شَيْءَ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. (بخارى: ٣٦٨٨)

১৪৯২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলঃ কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বললঃ কিছুই না. তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ তুমি কিয়ামতে তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমরা কোন বিষয়েই ততটা আনন্দিত হয়নি, যতটা আনন্দিত হয়েছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত কথায়ঃ "তুমি কিয়ামতে তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস"। আনাস বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) , আবু বকর ও উমারকে ভালবাসি। তাদেরকে ভালবাসার কারণে আমি আশা করি কিয়ামতের দিন তাদের সাথেই থাকব। যদিও আমি তাদের আমলের মত আমল করতে পারি নি।

١٥٩٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ». (بخارى:٣٦٨٩)

১৪৯৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যে, যাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে কিছু কথা বলা হত। অথচ তারা নবী ছিলেন না। আমার উম্মাতের মধ্যে তাদের মত কেউ থাকলে তিনি উমারই হবেন।

অধ্যায়ঃ উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)এর ফজীলত

١٤٩٤ــ عن عَبْدِاللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّه جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ ،أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ». وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ، إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنَى هَذِهِ: «يَدُ عُثْمَانَ». فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثْمَانَ». فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ.

১৪৯৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর কাছে মিশরবাসীদের কোন এক লোক এসে বললঃ আপনার কি জানা আছে যে, উছমান (রাঃ) উহুদ যুদ্ধের দিন পলায়ন করেছিল? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমার জানা আছে। মিশরী আবার বললেনঃ আপনার জানা আছে কি উছমান বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, জানি। মিশরী লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলঃ আপনি জানেন কি তিনি বায়আতে রিযওয়ানেও হাজির হন নি? ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি যেহেতু উছমান (রাঃ)এর শত্রুপক্ষের ছিল, তাই সে বললঃ আল্লাহু আকবার! ইবনে উমার তখন বললেনঃ কাছে এসো। প্রকৃত ব্যাপার তোমাকে খুলে বলছি। প্রথমতঃ উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর পলায়নের ব্যাপার সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ঐ ব্যাপারটি মিটিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বদরের

যুদ্ধের দিন তাঁর অনুপস্থিত থাকার ব্যাপারে কথা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়া উছমান (রাঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রোগীর সেবা করার জন্যে মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেনঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহিদের সমপরিমাণ ছাওয়াব ও গণীমতের অংশ তুমি পাবে। বাইআতুর রিয্ওয়ানের সময় উছমান (রাঃ) হাজির না থাকার বিষয়ে কথা হল মক্কার অধিবাসীদের নিকট উছমানের চেয়ে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি যদি থাকত, তবে উছমানের স্থলে নিশ্চয়ই তাকেই পাঠাতেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উছমানকে পাঠালেন। আর বাইআতুর রিয্ওয়ান সংঘটিত হয় উছমান (রাঃ) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার করার পর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ এটি হচ্ছে উছমানের হাত। তারপর তিনি ঐ হাতটি তাঁর অপর হাতের উপর রেখে বললেনঃ এই বাইআতটি হচ্ছে উছমানের। অতঃপর ইবনে উমার (রাঃ) লোকটিকে বললেনঃ এবার তুমি এই বিবরণটি সাথে নিয়ে যেতে পার।

অধ্যায়ঃ আলী বিন আবী তালেব (রাঃ)এর ফজীলত

١٤٩٥ــ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا». فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: «أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ». (بخارى:٣٧٠٥)

১৪৯৫) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যাঁতা চালাবার কারণে ফাতিমা (রাঃ) তাঁর কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ করলেন। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী এসে পৌছলে ফাতেমা তাঁর কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁকে গৃহে না পেয়ে আয়েশাকে পেয়ে তাঁকেই বলে দিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আসলেন তখন আয়েশা (রাঃ) ফাতেমার আগমণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। আলী (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট হাজির হলেন। তখন আমরা নিজেদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আলী (রাঃ) বলেনঃ আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি বললেনঃ তোমরা উভয়ে নিজ নিজ স্থানে থাক। তিনি আমাদের উভয়ের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁর পদদ্বয়ের শীতলতা অনুভব করলাম। এরপর তিনি বললেনঃ তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম কিছু কি আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিবনা? তোমরা যখন নিদ্রার জন্যে শয্যা গ্রহণ করবে তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ্ এবং তেত্রিশবার আল্ হামদুলিল্লাহ্ পাঠ করবে। এই আমলটি তোমাদের জন্যে খাদেম অপেক্ষা উত্তম।

অধ্যায়ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকটাত্মীয়দের ফজীলত

١٤٩٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ، يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ، قُلْتُ: يَا أَبَتِ

رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ، قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِنِي بِخَبَرِهِمْ»؟ فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

১৪৯৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে ও আবু সালামার পুত্র উমারকে মহিলাদের দেখা-শুনো করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে সময় আমি যুবাইরকে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বনু কুরায়যার দিকে দু'তিনবার যেতে দেখলাম। পরে যখন আমি ফিরে আসলাম তখন বললামঃ হে আমার পিতা! আমি আপনাকে যাতায়াত করতে দেখেছিলাম। তিনি বললেনঃ হে পুত্র! তুমি কি আমাকে দেখেছিলে? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ এমন কে আছে যে, বনী কুরায়যা গোত্রে গিয়ে আমাকে তাদের খবর এনে দিতে পারবে? এ জন্যেই আমি গিয়েছিলাম। অতঃপর আমি যখন ফিরে আসলাম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতামাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার উদ্দেশ্যে বললেনঃ আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক।

অধ্যায়ঃ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)এর ফজীলত

١٤٩٧ــ عَنْ طَلْحَةَ ﷺ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرِي وَ غَيْرَ سَعْدٍ. (بخارى:٣٧٢٣)

১৪৯৭) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে দিবসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, তার কোন এক দিবসে তাঁর সাথে তালহা ও সা'দ ছাড়া কেউ ছিল না।

١٤٩٨ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ وَقَى النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِهِ وَضُرِبَ فِيهَا حَتَّى شُلَّتْ. (بخارى: ٣٧٢٤)

১৪৯৮) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা নবী (ﷺ) কে রক্ষা করেছিলেন। তার হাতে এত আঘাত লেগেছিল যে, আঘাতের কারণে তা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

অধ্যায়ঃ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)এর ফজীলত

١٤٩٩ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى:٣٧٢٥)

১৪৯৯) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) আমার জন্যে তাঁর পিতামাতাকে একত্রি করে এভাবে বলেছেন যে, আমার পিতা ও মাতা তোমার জন্যে কোরবান হোক।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ফজীলত

١٥٠٠ــ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﷺ: أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ». فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

১৫০০) মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আলী (রাঃ) আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। ফাতেমা এই খবর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললেনঃ আপনার কাওমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, আপনি আপনার কন্যাদের স্বার্থ হানির জন্যে রাগ করেন না। এ জন্যই তো আলী আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। মিসওয়ার বিন মাখরামা বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করার পর বলতে শুনেছিঃ আম্মা বা'দ, আমি আমার এক কন্যাকে আবুল আস বিন রবীআর সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে যে কথা বলেছে, তাতে সে সত্যই বলেছে। আর এটা নিশ্চিত যে, ফাতেমা আমার দেহেরই একটা টুকরা। তার কোন কষ্ট হোক, এটা আমি পছন্দ করি না। আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একজন লোকের স্ত্রী রূপে একত্রে বসবাস করতে পারে না। এ কথা শুনে আলী (রাঃ) ঐ বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

وعنه رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ « حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي » .

মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করতে শুনেছি এবং জামাতার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তিনি তার খুব প্রশংসা করেন। তিনি বলেনঃ সে আমার সাথে যে কথা বলেছে, তাতে সে সত্যই বলেছে এবং সে আমার সাথে যে ওয়াদা করেছে, তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)এর ফজীলত

١٥٠١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

১৫০১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদা কোন এক অভিযানে উসামাকে সেনাপতি মনোনীত করলেন। তখন কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে সমালোচনা করতে লাগল। নবী (ﷺ) তা শুনে বললেনঃ তোমরা যদি উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাক, তবে ইতিপূর্বে তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। নিশ্চয়ই সে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তাঁর পরে তাঁর পুত্র উসামা আমার সর্বাধিক প্রিয়।

١٥٠٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، قَالَ: فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ.

১৫০২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) বাড়ীতে থাকাবস্থায় একজন কায়েফ আমার নিকট আসল। ঐ সময় উসামা বিন যায়েদ ও তাঁর পিতা যায়েদ বিন হারেসা পা খোলা রেখে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। লোকটি মন্তব্য করলঃ এ পাগুলো একে অন্যের থেকে। অর্থাৎ এরা পিতাপুত্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্যটি শুনে খুশী হলেন এবং মন্তব্যটি তাঁর মনঃপুত হয়েছিল। অতঃপর মন্তব্যটি সম্পর্কে আয়েশাকে অবহিত করেন।

টিকাঃ সে সময় আরবে এক শ্রেণীর লোক ছিল, যারা লোকদের মুখমন্ডল ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়েই বলে দিতে পারত, উমুকের পুত্র উমুক। পদ চিহ্ন দেখেও পথচারীর পরিচয় বলে দিত পারত। বিশেষ করে যখন তারা কারও পিতার ব্যাপারে সন্দেহ করত, তখন তারা কায়েফ বা কিয়াফার সাহায্য নিত। কারণ জাহেলী সমাজে তখন ব্যাপকভাবে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ার কারণে এরূপ সন্দেহ হত। এই সংসয় নিরসনে কায়েফের কথাই অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হত।

অধ্যায়ঃ উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)এর ফজীলত

١٥٠٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَّ ﷺ؟ فَلَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». (بخارى:٣٧٣٣)

১৫০৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বনী মাখযুমের একজন মহিলা চুরি করল। লোকেরা বলতে লাগলঃ এমন ব্যক্তি কে আছে যে, ঐ মহিলাটির পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলবে? কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে কেউ সাহস পেল না। অতঃপর উসামা বিন যায়েদ কথা বললে তিনি বললেনঃ বনী ইসরাঈলের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাদের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর তাদের কোন দুর্বল লোক যদি চুরি করত, তবে তারা তার হাত কেটে দিত। জেনে রেখ! নবীর কন্যা ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করত, আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম।

١٥٠٤ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا، فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا»

১৫০৪) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁকে এবং হাসানকে কোলে নিয়ে বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি এদেরকে ভাল বাসুন। কেননা আমি এদেরকে ভালবাসি।

অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)এর ফজীলত

١٥٠٥ــ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ». (بخارى: ٣٧٤١)

১৫০৫) হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একদা তাঁকে বললেনঃ নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ্ একজন সৎ লোক।

অধ্যায়ঃ আম্মার বিন ইয়াসার এবং হুযায়ফা (রাঃ)এর ফজীলত

١٥٠٦ــ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّهُ جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ غُلَامٌ فِي مَسْجِدِ بِالشَّامِ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا

يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ؟ ــ يَعْنِي: مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي: عَمَّارًا ــ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ أَوِ السِّرَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ قُلْتُ: ﴿وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾ قَالَ: مَا زَالَ بِي هَؤُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (بخارى:٣٧٤٣)

১৫০৬) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সিরিয়ার মসজিদে তাঁর পাশে একজন যুবক বসল। সে প্রথমে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিল যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য একজন উত্তম সাথী জুটিয়ে দিন। আবু দারদা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কোন্ এলাকার লোক? সে বললঃ আমি কুফা অঞ্চলের লোক। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কি ঐ গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি নেই, যিনি ছাড়া আর কেউ তা সম্পর্কে অবগত নয়? অর্থাৎ হুযায়ফা কি নেই? সে বললঃ হ্যাঁ। আবু দারদা বললেনঃ আল্লাহ্ তাঁর নবীর ভাষায় যে ব্যক্তিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজ আশ্রয় দিয়েছেন, সে ব্যক্তি অর্থাৎ আম্মার কি তোমাদের মাঝে নেই। যুবকটি বললঃ হ্যাঁ, আছে। আবু দারদা পুনরায় বললেনঃ তোমাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিসওয়াক কিংবা সামান বহনকারী অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কি নেই। যুবক লোকটি বললঃ হ্যাঁ আছেন। আবু দারদা বললেনঃ বল তো আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এই আয়াতগুলোঃ

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾

কিভাবে পড়তেন? যুবকটি বললঃ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى এর পর তিনি পড়তেনঃ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى। আবু দারদা (রাঃ) বলেনঃ এভাবে পড়ার কারণে এরা আমার পিছনে এভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যেভাবে শুনেছিলাম, তা থেকে তারা আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

টিকাঃ প্রথমে وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى নাযিল হয়। পরে তার স্থলে وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى নাযিল হয়। এ বিষয়টি আবু দারদা ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের জানা ছিল না।

অধ্যায়ঃ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)এর ফজীলত

١٥٠٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»

১৫০৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মাতের জন্যই একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। হে আমার উম্মাত! আমাদের সেই অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হচ্ছে আবু উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ।

অধ্যায়ঃ হাসান ও হুসাইন (রাঃ)এর ফজীলত

١٥٠٨ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

১৫০৮) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে দেখেছি, তিনি হাসান বিন আলী (রাঃ)কে কাঁধে নিয়ে বলছিলেনঃ হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি। সুতরাং

তুমিও তাঁকে ভালবাসো।

١٥٠٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ. (بخاری:٣٧٥٢).

১৫০৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হাসান বিন আলীর আকৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদৃশ্য যে পরিমাণ ছিল, তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্য অন্য কারও আকৃতিতে ছিলনা।

١٥١٠ ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ، فَقَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا». (بخاری:٣٧٥٣).

১৫১০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় রয়েছে সে মাছি মারলে তার হুকুম কী? উত্তরে তিনি বললেনঃ ইরাকবাসী মাছি হত্যার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতিকে (হুসাইনকে) হত্যা করেছে। নবী (ﷺ) হাসান ও হুসাইন সম্পর্কে বলেছেনঃ এরা দু'জন দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধযুক্ত পুষ্প বিশেষ।

অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ফজীলত

١٥١١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ». (بخاری:٣٧٥٦).

১৫১১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর বুকে চেপে ধরে বললেনঃ হে আল্লাহ্! তাঁকে হিকমত শিক্ষা দাও।

অপর বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহ্! একে কিতাবের জ্ঞান দান করো।

অধ্যায়ঃ খালিদ বিন অলীদ (রাঃ)এর ফজীলত

١٥١٢ــ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ ، فَقَالَ « أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

১৫১২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যায়েদ, জা'ফর এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর আসার আগেই লোকদেরকে তা অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ যায়েদ ঝান্ডা হাতে নিল। তাকে শহীদ করা হল। অতঃপর জা'ফর পতাকা হাতে নিল। তাকেও শহীদ করা হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করল। তিনিও শহীদ হলেন। এ কথাগুলো বলার সময় তাঁর দু'চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছিল। পরিশেষে আল্লাহর তরবারিসমূহের কোন একটি তরবারি (খালিদ বিন অলীদ) ঝান্ডা হাতে নিল। এতে আল্লাহ্ মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করলেন।

অধ্যায়ঃ আবু হুযায়ফা (রাঃ)এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেমের ফজীলত

١٥١٣ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ». (بخاری:٣٧٥٨)

১৫১৩) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমরা চারজন ব্যক্তির (সাহাবীর) কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করো। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, আবু হুযায়ফার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেম, উবাই ইবনে কা'ব এবং মুআয বিন জাবাল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নাম তিনি প্রথম উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায়ঃ আয়েশা (রাঃ)এর ফজীলত

١٥١٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ثُمَّ ذَكَرَتْ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ التَّيَمُّمِ. (بخارى:٣٧٧٣)

১৫১৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা তাঁর বোন আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নেন। অতঃপর সেটি হারিয়ে যায়। নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদের কতিপয় লোককে হারের সন্ধানে পাঠালেন। পথিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলে সাহাবীগণ পানি না পেয়ে বিনা অযুতেই নামায আদায় করেন। তারপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফেরত এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে তায়াম্মুমের আয়াতটি নাযিল হয়। হাদীছের অবশিষ্ট অংশ তায়াম্মুম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

كتاب مناقب الأنصار

আনসারদের ফজীলত

١٥١٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوا، فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ. (بخارى:٣٧٧٧)

১৫১৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বুআছের যুদ্ধ এমন একটি ঘটনা ছিল, যা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের জন্য মদীনায় আগমণের পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। যুদ্ধের ফল এই দাঁড়াল যে, নবী (ﷺ) মদীনায় এসে দেখলেন মদীনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ যুদ্ধের কারণে নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নেতারা নিহত ও আহত হয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের জন্যে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন, যাতে তাদের জন্য ইসলামে প্রবেশের পথ সহজ হয়ে যায়।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ আমি যদি হিজরত না করতাম তাহলে আনসারদের একজন হতাম

١٥١٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ». (بخارى:٣٧٧٩)

১৫১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ হিজরত না হলে আমি আনসারদের একজন হতাম।

অধ্যায়ঃ আনসারদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

١٥١٧ــ عن الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ». (بخارى:٣٧٨٣)

১৫১৭) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মুমিনই কেবল আনসারদেরকে ভালবাসবে। আর কেবল মুনাফেকই তাদেরকে ঘৃণা করবে। যে ব্যক্তি আনসারদেরকে ভালবাসবে, আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করবে, আল্লাহ্ ও তাকে ঘৃণা করবেন।

অধ্যায়ঃ আনসারদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট অধিক প্রিয়

١٥١٨ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرُسٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمَثِّلاً فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ» قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارٍ. (بخارى:٣٧٨٥)

১৫১৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) আনসারদের কিছু মহিলা ও শিশুকে বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে ফেরত আসতে দেখলেন। তখন নবী (ﷺ) তাদের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন যে, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

١٥١٩ــ وَعَنْهُ ﷺ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَكَلَّمَهَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، مَرَّتَيْنِ(بخارى:٣٧٨٦)

১৫১৯) আনাস (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন আনসারী মহিলা আগমণ করল। তার সাথে ছিল তার একটি শিশু। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ মহিলাটির সাথে কিছু কথা বললেন। (কথার এক পর্যায়ে) তিনি বললেনঃ ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমরা লোকদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। কথাটি তিনি দুইবার বলেছেন।

١٥٢٠ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعٌ وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ.(بخارى:٣٧٨٧)

১৫২০) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, আনসারগণ একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেনঃ প্রত্যেক নবীরই বিশেষ অনুসারী থাকে। আমরা আপনার অনুসরণ করেছি। অতএব আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের অনুসারীদেরকেও আমাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তখন তিনি ঐ দুআ করলেন।

অধ্যায়ঃ আনসার পরিবারের ফজীলত

١٥٢١ــ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِالأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُيِّرَ دُورُ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ»

১৫২১) আবু হুমায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ঘর হচ্ছে (১) বনী নাজ্জারের ঘর (২) অতঃপর বনী আশহালের, তারপর (৩) বনী হারেছার তারপর (৪) বনী 'সাঈদার' ঘর। মূলতঃ আনসারদের প্রতিটি ঘরেই কল্যাণ রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আমরা সা'দ বিন উবাদার সাথে মিলিত হলে আবু উসায়েদ সা'দকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সর্বশেষ স্থান দিয়েছেন? এ কথা শুনে সা'দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আনসার পরিবারের শেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে বুঝি সবার শেষে রাখা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ তোমরা যে শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোর অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছ এটাই কি তোমাদের মর্যাদার জন্য যথেষ্ঠ নয়?

অধ্যায়ঃ আনসারদের জন্য নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ "তোমরা আমার সাথে কাউসারের নিকট মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর"

١٥٢٢ــ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا؟ قَالَ: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». (بخارى:٣٧٩٢)

১৫২২) উসাইদ বিন হুযায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একজন আনসারী ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে যেমন সরকারী কাজে নিয়োগ করেছেন, সেভাবে আমাকেও কি

নিযুক্ত করবেন না? তিনি বললেনঃ তোমরা আমার পরে খুব শীঘ্রই পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। কাজেই হাওযে কাউছারের নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর।

١٥٢٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ فِيْ رِوَايَةٍ: «وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ». (بخارى:٣٧٩٣)

১৫২৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) বলেনঃ হাউযে কাউছারের পাশে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "তাঁরা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত" (সূরা হাশরঃ ৯)

١٥٢٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ؟ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا»؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي، فَقَالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلاَنِ، فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ ــ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا». فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ . (بخارى:٣٧٩٨)

১৫২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসল। (লোকটির জন্যে কিছু খাবার আনতে) তিনি নিজ স্ত্রীদের নিকট কাউকে পাঠালেন। তাঁরা (স্ত্রীগণ) বললেনঃ আমাদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ কে এই লোকটিকে সাথে নেবে? অথবা কে এর মেহমানদারী করবে। আনসারদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বললঃ আমি। কাজেই সে লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে বললঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললঃ বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত ঘরে আর কিছুই নেই। তুমি খাদ্য প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও। বাচ্চারা রাতের খাবার চাইলে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখল। তারপর সে খাদ্য তৈরী করল, বাতি জ্বালাল এবং বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখল। তারপর সে বাতিটা ঠিক করার ভান করে তা নিভিয়ে দিল। অতঃপর আনসারী ও তার স্ত্রী মেহমানকে বুঝাতে লাগল যে, তারা খাচ্ছে। এভাবে তাঁরা দু'জনই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটাল। ভোর হলে সেই সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলে তিনি বললেনঃ আজ রাতে তোমাদের কির্যকলাপ দেখে আল্লাহ্ তাআলা হেসেছেন অথবা তিনি তোমাদের কার্যকলাপ পছন্দ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করলেনঃ "তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা নিজেরাই অভাবী। আর মূলতঃ যারা প্রবৃত্তির লালসা হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম"। (সূরা হাশরঃ ৭)

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "তোমরা আনসারদের ভালকর্মগুলোকে গ্রহণ করো, আর তাদের অসৎ কর্মগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো"

١٥٢٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ

وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ، قَالَ: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ». (بخارى:٣٧٩٩)

১৫২৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন আবু বকর ও আব্বাস (রাঃ) আনসারদের কোন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। দেখলেন, ঐ মজলিসের লোকেরা কাঁদছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনারা কাঁদছেন কেন? তারা বললেনঃ আমাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উঠা-বসার কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। অতঃপর আবু বকর ও আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন নবী (ﷺ) একটি চাদরের এক পার্শ্ব মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বারে আরোহণ করলেন। সেই দিনের পর নবী (ﷺ) আর কখনও মিম্বারে আরোহণ করেন নি। মিম্বারে উঠে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেনঃ আনসারদের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তারা আমার একান্ত সাহায্যকারী ও আমানতের পাত্র। তাদের দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে পালন করেছে, তবে তাদের প্রাপ্য বাকী রয়েছে। অতএব তোমরা আনসারদের ভালকর্মগুলোকে গ্রহণ কর, আর তাদের অসৎ কর্মগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।

١٥٢٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ»

১৫২৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে চাদরের প্রান্তদ্বয় দুইঘাড়ে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটা কালো পাগড়ী বেঁধে বেরিয়ে এলেন এবং মিম্বারের উপর বসলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর আম্মা বাদ উচ্চারণ করে বললেনঃ হে লোক সকল! মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। আর আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা খাদ্যের মধ্যকার লবণ তুল্য হয়ে যাবে। তোমাদের কেউ কোন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলে সে কারো ক্ষতিও করতে পারে উপকারও করতে পারে। তবে তার উচিত হবে সে যেন তাদের ভাল লোকগুলোকে সম্মান করে এবং মন্দ লোকগুলোকে ক্ষমা করে দেয়।

অধ্যায়ঃ সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর ফযীলত

١٥٢٧ــ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ». (بخارى:٣٨٠٣).

১৫২৭) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল।

অধ্যায়ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ফযীলত

١٥٢٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُبَيٍّ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾». قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَبَكَى. (بخارى:٣٨٠٩)

১৫২৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) উবাইকে বললেনঃ আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাকে এই সূরাটি (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَـرُوا) পাঠ করে শুনাই। উবাই বললেনঃ আল্লাহ্ কি আমার নাম ধরে বলেছেন? তিনি জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ। তখন উবাই কেঁদে ফেললেন।

অধ্যায়ঃ যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)এর ফযীলত

١٥٢٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيٌّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. قُلْتُ لأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. (بخارى:٣٨١٠)

১৫২৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় চারজন লোক কুরআন সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন। তাদের সবাই ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভূক্ত। ঐ চারজন ছিলেন, উবাই বিন কা'ব, মুআয বিন জাবাল, আবু যায়েদ ও যায়েদ বিন ছাবেত। রাবী বলেনঃ আমি আনাসকে বললামঃ আবু যায়েদ কে? তিনি বললেনঃ আমার এক চাচা।

অধ্যায়ঃ আবু তালহা (রাঃ)এর ফযীলত

١٥٣٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبُو طَلْحَةَ ﷺ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيدَ الْقِدِّ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ: «انْشُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ». فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لاَ تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ، فَتَمْلأَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا. (بخارى: ٣٨١١)

১৫৩০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমরা নবী (ﷺ) কে ছেড়ে পালিয়ে গেল। আবু তালহা তখন নিজ ঢালটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ধরে তাঁকে আড়াল করে রাখেন। আর আবু তালহা ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ এবং তিনি নিপুণ হাতে সুদীর্ঘ টান দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতেন। ঐ দিন তিনি দু'তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। তাঁর পাশ দিয়ে সেদিন কেউ তীরভর্তি ঝুলি নিয়ে গেলে নবী (ﷺ) বলতেনঃ এই তীরগুলো আবু তালহাকে দিয়ে যাও। এক পর্যায়ে নবী (ﷺ) ঢালের আড়াল থেকে মুখ বের করে শত্রুদের দিকে তাকিয়ে দেখলে আবু তালহা বলে উঠলেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনার জন্যে আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। আপনি মুখ বের করবেন না। শত্রুদের কোন একটি তীরের আঘাত আপনার শরীরে লাগতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে থাকুক।

বর্ণনাকারী বলেনঃ ঐ দিন আমি দেখলাম, আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইম তাদের পায়ের কাপড় এতটা উপরে উঠিয়ে নেন যে, আমি তাদের পায়ে পরিহিত অলঙ্কার দেখতে পেলাম। পানির মশক (কলসী) পিঠে বয়ে এনে আহত লোকদের মুখে ঢেলে দিচ্ছিলেন। তারপর তাঁরা পুনরায় ফিরে গিয়ে কলসী ভরে পানি নিয়ে এসে লোকদের মুখে ঢালতে থাকেন। ঐ যুদ্ধে আবু তালহার হাত থেকে দু'তিনবার তরবারি খসে পড়েছিল।

অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ)এর ফযীলত

١٥٣١ــ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ، إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾.

১৫৩১) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম ছাড়া পৃথিবীতে বিচরণকারী কোন লোকের জন্য নবী (ﷺ) কে এ কথা বলতে শুনিনি যে, নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর সম্পর্কেই এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾

"(কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ) এ বিষয়ে বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকেও একজন সাক্ষ্য দিয়েছে"। (সূরা আহ্কাফঃ ১০)

١٥٣٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ ﷺ قال: رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ــ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا ــ وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ، وَأَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَ، قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي مِنْصَفٌ، فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ: الإِسْلاَمُ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ: عَمُودُ الإِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ: عُرْوَةُ الْوُثْقَى، فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوتَ». (بخارى:٣٨١٣)

১৫৩২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করলাম। আমি স্বপ্নে দেখি আমি যেন একটি বাগানের মধ্যে আছি। এ কথা বলে তিনি বাগানের প্রশস্ততা ও তার সবুজ শ্যামল শোভার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেনঃ বাগানের মধ্যভাগে ছিল লোহার একটি স্তম্ভ। স্তম্ভটার নীচের ভাগ ছিল মাটির মধ্যে তার উপরের ভাগ ছিল আকাশের মধ্যে। তার উপরের প্রান্তে একটু রজ্জু। আমাকে বলা হলঃ এতে আরোহণ কর। আমি বললামঃ আমি তো পারছি না। এমন সময় আমার কাছে একজন খাদেম এসে পেছন দিক থেকে আমার কাপড় উঁচু করে ধরল। তখন আমি আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে স্তম্ভটার উপরের প্রান্তে পৌঁছে আমি রজ্জুটা ধরে ফেললাম। তখন আমাকে বলা হল, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তারপর আমি ঐ রজ্জুটা আমার হাতে ধরা অবস্থায় জেগে উঠলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেনঃ ঐ বাগানটি হল ইসলাম। ঐ স্তম্ভটা হল ইসলামের স্তম্ভ। আর ঐ রজ্জুটা হল ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তুমি ইসলামের উপরই থাকবে।

অধ্যায়ঃ খাদীজা (রাঃ)এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ ও তাঁর ফযীলত প্রসঙ্গে

١٥٣٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ».

১৫৩৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত, ততটা ঈর্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি হত না। অথচ আমি তাঁকে দেখিই নি। কিন্তু নবী (ﷺ) প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতেন। কখনও কখনও তিনি ছাগল জবেহ করে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে বলতামঃ মনে হয় খাদীজা ব্যতীত দুনিয়াতে আর কোন স্ত্রীলোকই নেই। তখন তিনি বলতেনঃ হ্যাঁ, সে এ রূপই ছিল। আর তাঁর গর্ভেই আমার সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে।

١٥٣٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ. (بخارى: ٣٨٢٠)

১৫৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার জিবরীল ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমণ করে বললেনঃ এই তো খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। পাত্রে রয়েছে তরকারী কিংবা খাবার অথবা পানীয়। যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন, তখন আপনি তাঁর প্রতিপালকের ও আমার পক্ষ হতে সালাম বলুন। তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তা খচিত এমন একটা প্রাসাদের সংবাদ দিন, যেখানে কোন শোরগোল নেই আর কোন কষ্ট-ক্লান্তি থাকবেনা।

١٥٣٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ــ أُخْتُ خَدِيجَةَ ــ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةَ». قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا. (بخاري: ٣٨٢١)

১৫৩৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খাদীজার বোন হালা বিনতে খুওয়াইলেদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এতে নবী (ﷺ) খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! এ তো দেখছি হালা। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এতে আমার ভারী ঈর্ষা হল। আমি বললামঃ আপনি কুরাইশদের এমন একজন বুড়ির কথা স্মরণ করেন, যার দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে শুধু মাড়ির লাল বর্ণটাই রয়ে গিয়েছিল। কতকাল আগে সে মারা গিয়েছে। তার পরিবর্তে আল্লাহ্ তো আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।

অধ্যায়ঃ হিন্দ্ বিনতে উৎবাহ (রাঃ)এর ফযীলত প্রসঙ্গে

١٥٣٦ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ

إِلَيَّ أَنْ يَعزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قَالَ: «وَأَيْضاً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». وَبَاقِي الْحَدِيْثِ قَدْ تَقَدَّمَ. (بخارى:٣٨٢٥)

১৫৩৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন হিন্দা বিনতে উৎবা এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমার অবস্থা এ রকম ছিল যে, দুনিয়ার মধ্যে কোন পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা আপনার পরিবারের লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল না। আর আজ আমার অবস্থা এ রকম হয়েছে যে, দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারের ইজ্জত আপনার পরিবারের ইজ্জত অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ যায়েদ বিন আমর (রাঃ)এর ফজীলত প্রসঙ্গে

١٥٣٧ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سُفْرَةٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلا آكُلُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللهِ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ، وَإِعْظَامًا لَهُ

১৫৩৭) আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী নাযিল শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি একদা 'বালদাহ' নামক স্থানের নিম্নভাগে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে খানা পেশ করা হল, তখন তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর যায়েদও বললেনঃ তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যা যবেহ কর, তা আমি কিছুতেই ক্ষেতে পারি না। আমি তো কেবল তাই খেয়ে থাকি, যাতে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। আর যায়েদ বিন আমর কুরাইশদের যবেহর নিন্দা ও প্রতিবাদ করতেন। (তাদের কাজের প্রতিবাদ ও তার ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করে) তিনি বলতেনঃ বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ্ তাআলা, তিনিই তার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তিনিই তার জন্যে মাটি থেকে ঘাস ও লতা-পাতা উৎপন্ন করেন। এতো কিছুর পর তোমরা তাকে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ কর! তিনি এ বিষয়টির প্রতিবাদ করতে গিয়ে এবং এর ভয়াবহতা বর্ণনা করার জন্যই এ কথা বলতেন।

অধ্যায়ঃ আইয়্যামে জাহেলীয়াত বা অন্ধকার যুগ

١٥٣٨ــ وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ». فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ:«لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (بخارى:٣٨٣٦)

১৫৩৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ খবরদার! যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ না করে। কুরাইশরা তাদের বাপদাদার নামে শপথ করত। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমরা তোমাদের বাপদাদাদের নামে শপথ করোনা।

١٥٣٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللهَ بَاطِلٌ + وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ» (بخارى:٣٨٤١)

১৫৩৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কবিগণ যা বলেছে তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে নবীদের এ শ্লোকটি। জেনে রাখো! আল্লাহ্ ছাড়া প্রতিটি বস্তুই অসার (বাতিল)। আর কবি উমাইয়্যা বিন আবু সাল্‌ত প্রায় মুসলিম হয়েই গিয়েছিল।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.

তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই কিলাব বিন মুর্‌রা বিন কা'ব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহের বিন মালেক বিন নযর বিন কিনানা বিন খুযায়মা বিন মুদরিকা বিন ইলিয়াস বিন মুদার বিন নিযার বিন মাআদ বিন আদ্‌নান।

١٥٤٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ﷺ. (بخارى:٣٨٥١)

১৫৪০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ চল্লিশ বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁকে হিজরতের আদেশ দেয়া হয়। তাই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তথায় তিনি দশ বছর অবস্থান করার পর মৃত্যু বরণ করেন।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ) ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের পক্ষ হতে যে নির্যাতন সহ্য করেছেন, তার বর্ণনা

١٥٤١ــ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ الآيَةَ. (بخارى:٣٨٥٦)

১৫৪১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেসব অন্যায় আচরণ করেছিল তন্মধ্যে কোন্ আচরণটি সর্বাধিক কঠোর ছিল? তিনি বললেনঃ একদিন নবী (ﷺ) কাবার হাতীমে নামায আদায় করছিলেন। তখন উকবা বিন আবী মুঈত এসে তাঁর গলায় তার কাপড় পেঁচিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলল। এমন সময় আবু বকর এগিয়ে এসে উকবার ঘাড় ধরে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ আমার রব আল্লাহ্ শুধু এ কথাটা বলার কারণেই কি তোমরা একটা লোককে হত্যা করবে? (সূরা গাফেরঃ ২৮)

অধ্যায়ঃ জিন সম্পর্কে বর্ণনা

١٥٤٢ــ عَنْ عبد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ وَقَدْ سُئِلَ: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ. (بخارى:٣٨٥٩)

১৫৪২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ যেই রাতে জিনেরা নবী (ﷺ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনেছিল, সেই রাতে জিনদের আগমণ সম্পর্কে কে তাঁকে অবহিত করেছিল? ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ একটি বৃক্ষ জিনদের আগমণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিল।

١٥٤٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ...قَدْ تَقَدَّمَ وَزَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَوْلَهُ ﷺ: «إِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ إِلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا». (بخارى:٣٨٦٠)

১৫৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অযু ও ইস্তেনজার কাজে ব্যবহারের জন্যে পানি ভরা একটি পাত্র বহন করে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার কাছে নসীবীনের জিনদের একটি প্রতিনিধি দল আসল। তারা ছিল খুব ভাল জিন! তারা আমার কাছে খাবার চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম, তারা যেন কোন হাড্ডি বা গোবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেই তাতে খাদ্য দেখতে পায়।

অধ্যায়ঃ হাবশায় হিজরত করা প্রসঙ্গে

١٥٤٤ــ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمِيصَةً لَهَا أَعْلامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلامَ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: «سَنَاهْ سَنَاهْ». (بخارى:٣٨٧٤)

১৫৪৪) উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি হাবাশা হতে ফেরত আসলাম। তখন আমি ছিলাম কম বয়সের মেয়ে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আমাকে একটা নকশাকৃত চাদর পরিধান করতে দিলেন। নবী (ﷺ) নকশাগুলোর উপর হাত বুলাতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন এটি কতই না সুন্দর! এটি কতই না সুন্দর!

অধ্যায়ঃ আবু তালেবের ঘটনা

١٥٤٥ــ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: «هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ». (بخارى:٣٨٨٣)

১৫৪৫) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা নবী (ﷺ) কে বললেনঃ আপনি আপনার চাচার কি উপকার করেছেন? তিনি তো আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং আপনার খাতিরেই কারো সাথে রাগ করতেন। তিনি বললেনঃ আবু তালিব এখন পায়ের গিট পর্যন্ত আগুনে ডুবে আছে। যদি আমি না হতাম, তবে সে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত।

١٥٤٦ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ». (بخارى:٣٨٨٥)

১৫৪৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

সামনে তাঁর চাচা আবু তালেবের আলোচনা করা হল। তখন তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত তার কিছু উপকারে আসবে। ফলে দোযখের আগুন শুধু তার পায়ের গোড়ালীদ্বয় পর্যন্ত পৌছবে। এর ফলেই তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

অধ্যায়ঃ ইসরা তথা বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণের ঘটনা

١٥٤٧ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ». (بخاری:٣٨٨٦)

১৫৪৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলল, তখন আমি হাতীমে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর আল্লাহ্ বাইতুল মাকদিসকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম।

অধ্যায়ঃ মিরাজের ঘটনা

١٥٤٨ــ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ﷺ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَالَ الرَّاوِي: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، قَالَ الرَّاوِي: هُوَ البُرَاقُ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا، ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هَذَا يُوسُفُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟

قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ، بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ، نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي. قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الإِسْرَاءِ عَنْ أَنَسٍ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلاَةِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا لَيْسَ فِي الأُخَرِ. (بخارى:٣٨٨٧)

১৫৪৮) মালেক বিন সা'সাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তাদেরকে ঐ রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেনঃ আমি একদা হাতীম অথবা হিজ্‌রে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আগমণ করে আমার এস্থান থেকে এস্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ কণ্ঠনালী হতে বক্ষদেশ পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং আমার কলব (হৃদয়) বের করলেন। অতঃপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনয়ন করা হলো। তারপর আমার অন্তর ধৌত করে তা ঈমান ও হিকমত দিয়ে ভরে দেয়া হল। তারপর তা স্বীয় স্থানে রেখে দেয়া হল। অতঃপর খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় সাদা রঙ্গের একটি জানোয়ার আনয়ন করা হল। বর্ণনাকারী বলেনঃ সেটি ছিল বুরাক। তার প্রতিটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির শেষ সীমানায় পড়ত। অতঃপর আমাকে তার উপর আরোহণ করানো হল।

অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা আমাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি দুনিয়ার আকাশের নিকটবর্তী হয়ে আকাশের দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল

বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। তখন বলা হলঃ আকাশের ফেরেশতাগণ বললেন) স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। অতঃপর দরজা খুলে দিলেন। নবী (ﷺ) বলেনঃ প্রথম আকাশে আমি আদম (আঃ)এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। জিবরীল বললেনঃ ইনি হলেন আপনার পিতা আদম। আপনি তাঁকে সালাম দিন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি তাঁকে সালাম দিলাম। আদম (আঃ) সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর বললেনঃ নেক্কার ছেলে ও নেক্কার নবীর প্রতি সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরীল আমাকে নিয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। বলা হলঃ (আকাশের ফেরেশতাগণ বললেন) স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। অতঃপর দরজা খুলে দিলেন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি সেখানে ঈসা ও ইয়াহ্ইয়াকে দেখতে পেলাম। তারা দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই। জিবরীল বললেনঃ এরা হলেন ঈসা ও ইয়াহ্ইয়াহ। তাদের প্রতি আপনি সালাম পেশ করুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি তাদের প্রতি সালাম দিলাম। তারা আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরীল আমাকে নিয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং তৃতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। বলা হলঃ (আকাশের ফেরেশতাগণ বললেন) স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হল। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি সেখানে ইউসুফ (আঃ)কে দেখতে পেলাম। জিবরীল বললেনঃ ইনি হলেন ইউসুফ (আঃ)। তাঁর প্রতি আপনি সালাম পেশ করুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি তাঁর প্রতি সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরীল আমাকে নিয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। বলা হলঃ (আকাশের ফেরেশতাগণ বললেন) স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হল। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি সেখানে ইদরীস (আঃ)কে দেখতে পেলাম। জিবরীল বললেনঃ ইনি হলেন ইদরীস (আঃ)। তাঁর প্রতি আপনি সালাম পেশ করুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি তাঁর প্রতি সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরীল আমাকে নিয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং পঞ্চম

আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। আকাশের ফেরেশতাগণ বললেনঃ স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি সেখানে গিয়ে হারুন (আঃ) কে দেখতে পেলাম। জিবরীল বললেনঃ ইনি হলেন হারুন (আঃ)। তাঁর প্রতি আপনি সালাম পেশ করুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি তাঁর প্রতি সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর জিবরীল আমাকে নিয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। আকাশের ফেরেশতাগণ বললেনঃ স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি সেখানে গিয়ে মুসা (আঃ)কে দেখতে পেলাম। জিবরীল বললেনঃ ইনি হলেন মুসা (আঃ)। তাঁর প্রতি আপনি সালাম পেশ করুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি তাঁর প্রতি সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

মূসা (আঃ)কে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ এই ছেলেটিকে আমার অনেক পরে নবী করে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমার চেয়ে অধিক সংখ্যক উম্মাত নিয়ে আমার পূর্বেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর জিবরীল আমাকে নিয়ে উপরের দিকে আরোহণ করতে লাগলেন এবং সপ্তম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরীল বললেনঃ আমি জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার সাথের লোকটি কে? তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদ। বলা হলোঃ তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? জিবরীল বললেনঃ হ্যাঁ। আকাশের ফেরেশতাগণ বললেনঃ স্বাগতম, শুভ হোক তাঁর আগমণ। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি সেখানে ইবরাহীম (আঃ)কে দেখতে পেলাম। জিবরীল. বললেনঃ ইনি হলেন আপনার পিতা ইবরাহীম (আঃ)। তাঁর প্রতি আপনি সালাম পেশ করুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি তাঁর প্রতি সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ আমার নেক্কার ছেলেও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর আমার জন্যে সিদরাতুল মুনতাহা তথা সিমান্তের কূল বৃক্ষ উম্মুক্ত করা হল। এই বৃক্ষের ফলগুলো ছিল হাজার গোত্রের কলসীর ন্যায় বড় বড়। গাছের পাতাগুলো ছিল হাতীর কানের মত বৃহদাকার। জিবরীল বললেনঃ এটি হচ্ছে সিদরাতুল মুন্তাহা। গাছের গোড়াতে চারটি নদী দেখতে পেলেন। দু'টি চলে গেছে ভিতরের দিকে এবং দু'টি চলে গেছে বাহিরের দিকে। জিবরীলকে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ ভিতরের দিকে প্রবাহিত নদী দু'টি জান্নাতে চলে গেছে এবং বাহিরের নদী দু'টি হল ফোরাত ও নীল। অতঃপর আমার জন্য বাইতুল মা'মুর উন্মুক্ত করা হল। অতঃপর আমার জন্য এক পেয়ালা মদ, এক পেয়ালা দুধ এবং এক

পেয়ালা মধু আনয়ন করা হল। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম। জিবরীল (আঃ) বললেনঃ এটিই স্বভাব ধর্ম। আপনি এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার উম্মাতও।

অতঃপর আমার উপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল। ফেরত আসার সময় মূসা (আঃ)এর সাথে সাক্ষাৎ হল। মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনাকে কিসের আদেশ দেয়া হয়েছে? নবী (ﷺ) বললেনঃ আমার উপর প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ আপনার উম্মাত প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারবেনা। আল্লাহর শপথ! আমি আপনার পূর্বে মানুষের অবস্থা ভালভাবেই পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলদের সাথে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফেরত যান এবং আপনার উম্মাতের জন্য কমাতে বলুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি মূসা (আঃ)এর পরামর্শ মোতাবেক ফেরত গিয়ে কমাতে বললাম। চল্লিশ করা হলো। পুনরায় মুসার কাছে গেলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় কথা বললেন। আমি তাঁর কথা মোতাবেক আবার গিয়ে আবদারের প্রেক্ষিতে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে ত্রিশ করা হল। পুনরায় মুসার কাছে গেলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় কথা বললেন। আমি তাঁর কথা মোতাবেক আবার গিয়ে আবদারের প্রেক্ষিতে আরো দশ ওয়াক্ত কমানো হল। পুনরায় মুসার কাছে গেলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় কথা বললেন। আমি তাঁর কথা মোতাবেক আবার গিয়ে আবদারের প্রেক্ষিতে আমাকে দশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দেয়া হল। পুনরায় মুসা (আঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় কথা বললেন। আমি তাঁর কথা মোতাবেক আবার গিয়ে আবদারের প্রেক্ষিতে আমাকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দেয়া হল।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে আমি মুসার কাছে ফেরত আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনাকে কিসের আদেশ দেয়া হয়েছে? নবী (ﷺ) বললেনঃ আমাকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেনঃ আপনার উম্মাত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। আমি আপনার পূর্বে মানুষের অবস্থা ভালভাবেই পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলদের সাথে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনি ফেরত যান এবং আপনার উম্মাতের জন্য কমাতে বলুন। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি আমার প্রভুর কাছে এত অধিক বার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনর্বার প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি তাঁকে বললামঃ আমি এতে রাজি হয়েছি এবং তা গ্রহণ করে নিয়েছি। নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি যখন মুসাকে অতিক্রম করলাম, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা করা হলঃ আমার ফরয ঠিক রাখলাম। কিন্তু বান্দাদের উপর থেকে সংখ্যা কমিয়ে দিলাম।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত মি'রাজের হাদীছটি নামায অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে। উভয় হাদীছের প্রত্যেকটিতে এমন শব্দ রয়েছে, যা অন্যটিতে নেই।

١٥٤٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ قَالَ: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ

১৫৪৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾

"আর আমি আপনাকে (মিরাজের রাতে) যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য ফিতনার (পরীক্ষার) বিষয়রূপে পরিণত করেছি"। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৬০) তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ ঐ দৃশ্যসমূহ ছিল চাক্ষুষ দৃশ্য। যে রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। তিনি আরো বলেনঃ কুরআনে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, তা হল যাক্কুম বৃক্ষ।

অধ্যায়ঃ আয়েশা (রাঃ)এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ, তাঁর মদীনায় আগমণ এবং স্বামী গৃহে গমণ

١٥٥٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ ستِّ سنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (بخارى:٣٨٩٤)

১৫৫০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী (ﷺ) আমাকে বিয়ে করেন। তারপর আমরা মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল এবং সামান্যই অবশিষ্ট রইল। (অতঃপর আমার মাথার চুল নতুনভাবে গজিয়ে যখন তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌছল তখন) একদিন আমি আমার সঙ্গিনীদের সাথে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে এসে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তার নিকট আসলাম। আমি বুঝতে পারি নি, তিনি কেন আমাকে ডাকছেন। তিনি আমার হাত ধরে চলতে চলতে ঘরের দরজায় এনে আমাকে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। অতঃপর আমার শ্বাস প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছেন। তাঁরা বললেনঃ বরকতময় ও কল্যাণময় হোক তোমার আগমণ। তোমার ভবিষ্যৎ শুভ হোক। আমার মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। তাঁরা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে তুললেন। তারপর পূর্বাহ্নে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমণই আমাকে চমকিত করে তুলল। অতঃপর আনসারী মহিলারা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তুলে দিলেন। সে সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।

١٥٥١ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ».

(بخارى:٣٨٩٥)

১৫৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাকে বলেনঃ বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি, তুমি একখন্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত। আমাকে বলা হলঃ ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললামঃ এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে তবে তিনি তা কার্যকর করবেনই।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত

١٥٥٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا؛ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لا يَخْرُجُ وَلا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلا يَسْتَعْلِنُ بِصَلاتِهِ، وَلا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَنَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرٍ الاسْتِعْلانَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ: «إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لابَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ» فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ، وَهُوَ الْخَبَطُ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا فِي

سَاعَةَ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصُّحْبَةُ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِالثَّمَنِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ: ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ، قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خِرِّيتًا، وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ، قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيُّ ﷺ: يَقُولُ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلامَ تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ لا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الالْتِفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لأَثَرِ يَدَيْهَا غُبَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ، فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي، حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلانِي، إِلاَّ أَنْ قَالَ: «أَخْفِ عَنَّا». فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ

الشَّامِ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ، يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاَحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ـ يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ، حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلاَمَيْنِ، فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالاَ: لاَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ: وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: «هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ». وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ» (بخارى:٣٩٠٥ ـ ٣٩٠٦)

১৫৫২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জ্ঞান হবার পর থেকে আমি আমার পিতামাতাকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে কখনও দেখিনি। আর এমন কোন দিন যায় নি যেদিনের দু'প্রান্তে সকাল সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের এখানে আসেন নি। মুসলিমদের উপর যখন অত্যাচার শুরু হল তখন একদিন আবু বকর মুহাজির বেশে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি যখন বারকুল গিমাদ নামক স্থানে পৌছলেন তখন তাঁর সাথে 'কারা' গোত্রের সরদার ইবনুদ দাগিনার সাক্ষাৎ হল। সে বললঃ হে আবু বকর! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব এবং আমার রবের এবাদত করব। ইবনুদ দাগিনা বললঃ আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখেন, অপরের বোঝা নিজে বহন করেন, অতিথির আপ্যায়ন করেন এবং বিপদ-মুসীবতে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং আপনার আশ্রয়দাতা হিসাবে আমি থাকলাম। আপনি ফিরে যান এবং নিজ দেশে থেকেই আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন। তিনি ফেরত আসলেন এবং ইবনুদ দাগিনাও তাঁর সাথে গেল।

মক্কায় পৌছে ইবনুদ্ দাগিনা কোন এক সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের সাথে কাবা ঘরের তাওয়াফ করল এবং তাদেরকে বললঃ আবু বকরের মত লোকের পক্ষে বেরিয়ে যাওয়াটা শোভনীয় নয়

এবং তাঁর মত লোককে বহিস্কার করাটাও উচিত হয় না। তোমরা কি এমন একজন লোককে বের করে দিবে? যিনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখেন, অপরের বোঝা নিজে বহন করেন, অতিথির আপ্যায়ন করেন এবং বিপদ-মুসীবতে সাহায্য করে থাকেন। এ কথা শুনে কুরাইশরা ইবনুদ দাগিনার আশ্রয় দানকে প্রত্যাখ্যান করলনা। তারা ইবনুদ দাগিনাকে বললঃ তুমি আবু বকরকে বলে দাও, তিনি যেন নিজ ঘরের মধ্যেই তাঁর রবের ইবাদত করেন, যত ইচ্ছা নামায পড়েন। তিনি যেন আমাদেরকে কষ্ট না দেন এবং এসব কাজ যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমাদের ভয় হচ্ছে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। ইবনুদ দাগিনা আবু বকর (রাঃ)কে কথাটি জানিয়ে দিল। কিছু দিন আবু বকর অনুরূপভাবে নিজ ঘরে বসে নিজ রবের ইবাদত করতে থাকেন। প্রকাশ্যে নামায পড়েন না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কুরআন তেলাওয়াত করেন না। তারপর আবু বকরের মনে একটি খেয়াল জাগল। তিনি তাঁর বাড়ির চত্বরে একটা নামাযের ঘর তৈরী করলেন এবং তাতে নামায পড়তে লাগলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকলেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রী ও সন্তানরা তাঁর কাছে ভীড় জমাতে লাগল। তাঁরা তার অবস্থা দেখে বিস্ময়বোধ করত এবং তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর আল্লাহর ভালবাসায় বিগলিত হবার ফলে অতিশয় ক্রন্দনরত ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখ দু'টোকে আয়ত্বে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিক কুরাইশ প্রধানদের শঙ্কিত করে তুলল।

অতঃপর তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠালে সে তাদের নিকট আসল। তখন তারা বললঃ তোমার আশ্রয় প্রার্থনার কারণে আমরা আবু বকরকে এ শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়িতে থেকে তাঁর রবের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লঙ্ঘন করে নিজ বাড়ির চত্বরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং প্রকাশ্যে তাতে নামায পড়ছেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করছেন। এতে আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিবেন। অতএব, আপনি তাকে বারণ করুন। যদি তিনি নিজ বাড়িতে থেকে নিজ রবের ইবাদত করে ক্ষান্ত হতে পারেন, তবে তাই তিনি করবেন। আর যদি তিনি এসব কাজ প্রকাশ্যভাবে ছাড়া করতে অস্বীকার করেন অর্থাৎ প্রকাশ্যেই করতে চান, তবে তাঁকে বলুনঃ তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার নিরাপত্তা প্রদানকে ভঙ্গ করা অপছন্দ করি, অপরদিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্যভাবে ইবাদত করাকেও আমরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর ইবনুদ দাগিনা আবু বকরের নিকট এসে বললঃ যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম, তা আপনি বেশ ভাল করে জানেন। সুতরাং আপনি কাজকর্ম নিজ ঘরের মধ্যে সীমিত রাখুন অথবা আমার যিম্মাদারী আমাকে প্রত্যার্পন করুন। কারণ কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তি করার পর আমার সেই চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে- আরবরা এ কথা শ্রবণ করুক, আমি সেটা পছন্দ করি না। এ কথা শুনে আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আপনার আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রদানের প্রতিশ্রুতিতেই আমি সন্তুষ্ট।

সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে বললেনঃ

তোমাদের হিজরতের দেশটি আমাকে দেখানো হয়েছে। সেখানে রয়েছে খেজুর গাছ। তার উভয় প্রান্তে রয়েছে কালো পাথর বিশিষ্ট ময়দান। এ কথা শুনে অনেকেই মদীনায় হিজরত করল। আর যারা আবিসিনিয়া রাজ্যে হিজরত করেছিল তাদের অধিকাংশই মদীনায় ফেরত আসল। আবু বকরও মদীনায় হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেনঃ অপেক্ষা কর। কেননা আমি আশা করছি যে, আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমার বাপ আপনার জন্যে কোরবান হোক, আপনি কি এটা আশা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হবার আশায় নিজেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর কাছে যে দু'টি উট ছিল তাদেরকে চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ একদিন ঠিক দুপুর বেলা আমরা আবু বকরের ঘরে বসাছিলাম। এমন সময় কোন এক লোক আবু বকরকে বললঃ এই তো রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) চাদর দিয়ে মাথা আবৃত করে আগমণ করছেন। তাঁর আগমণটা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি কখনও আসতেন না। তখন আবু বকর বললেনঃ আমার বাবা মা তাঁর জন্যে কোরবান হোক। কোন বিশেষ ব্যাপারই তাঁকে অসময়ে আসতে বাধ্য করেছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করার পর নবী (ﷺ) আবু বকরকে বললেনঃ তোমার কাছে যারা বসে আছে, তাদের সবাইকে বাইরে যেতে বল। আবু বকর তখন বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক। এরা তো আপনারই পরিবার। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বকর তখন বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাপ মা আপনার জন্য কোরবান হোক। আমি আপনার সহগামী হতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ। আবু বকর বললেনঃ আমার বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক। এই দু'টি বাহনের একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ মূল্যের বিনিময়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর আমরা তাদের দু'জনের সফর প্রস্তুতি খুব দ্রুত সম্পন্ন করলাম এবং তাদের জন্য খাবার তৈরী করে একটি থলের মধ্যে ভরে দিলাম। আসমা বিনতে আবু বকর নিজের কোমর বন্দ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে তা দিয়ে থলেটার মুখ বেঁধে দিলেন। এ জন্যই আসমা (রাঃ)কে যাতুন নিতাকাইন বলা হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ও আবু বকর (রাঃ) সাওর পর্বতের একটি গুহায় গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে তারা তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন। তাদের সাথে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকরও রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন চতুর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তরুন। তিনি ভোর রাতে তাদের কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কার কুরাইশদের সাথে সকাল বেলা এমনভাবে মিলিত হতেন যেন এখানেই তিনি রাত কাটিয়েছেন। অতঃপর তাদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে সব কথা-বার্তা ও ষড়যন্ত্র হত, তার যা কিছুই তিনি শুনতেন তাই মনে রাখতেন এবং রাতের আঁধার ঘনীভূত হয়ে আসার সাথে সাথে ঐ খবরগুলো তাদের কাছে নিয়ে আসতেন।

আবু বকরের গোলাম আমের বিন ফুহায়রা দিনের বেলা তাদের নিকটই দুধেল বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত এবং রাতের কিয়দাংশ অতিবাহিত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের কাছে যেত। তারা

দু'জনে অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে সেই বকরীর দুধ পান করে নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে দিতেন। তারপর শেষ রাতের অন্ধকার থাকতেই আমের ইবনে ফুহায়রা বকরীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। সেই তিন রাতের প্রত্যেক রাতেই তিনি এরূপ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর বনী আব্‌দ আদী গোত্রের দীল শাখার একজন লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথপ্রদর্শক হিসাবে ভাড়া করলেন। সে পথপ্রদর্শনে খুব অভিজ্ঞ ছিল। এ লোকটি আস বিন ওয়ায়েল আস্ সাহমী পরিবারের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং কুরাইশদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁরা তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাদের উট দু'টিকে তার কাছে সোপর্দ করলেন। তার কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিন রাত পর তৃতীয় সকালে উট দু'টোকে নিয়ে সাওর পর্বতে পৌছে যাবে। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সে নির্ধারিত সময়ে এসে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বকরের সাথে আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহায়রা ও পথপ্রদর্শকটি যাত্রা করল। পথপ্রদর্শক তাদেরকে উপকূলের পথ ধরে নিয়ে চলল। সুরাকাহ্ বিন মালেক বলেনঃ কাফের কুরাইশদের দূতরা আমাদের কাছে আসল। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ও আবু বকর উভয়ের প্রত্যেককে যে কেউ হত্যা করবে কিংবা বন্দী করবে তার জন্য তারা পুরস্কার ঘোষণা করল। একদিন আমি বনী মুদলিজের এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় ঐ গোত্রের একজন লোক এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়াল। সে বললঃ হে সুরাকা! আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন লোক দেখলাম। আমার ধারণা তারা মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীরাই হবেন। সুরাকা বলেনঃ আমি বুঝতে পারলাম, তারাই হবেন। কিন্তু আমি তাকে বললামঃ ঐ লোকেরা তারা নয়; বরং তুমি অমুককে ও অমুককে দেখেছ। তারা তো আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল। অতঃপর আমি মজলিসে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। তারপর উঠে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম সে যেন আমার ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে টিলার আড়ালে গিয়ে ঘোড়াটাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর আমি আমার বর্শাটাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। আমি বর্শা ফলকের গোড়ার দিকটা নীচু করে ধরে এবং সূচাঁল দিকটা মাটির উপর রেখে টানতে টানতে আমার ঘোড়ার কাছে এসে পৌছলাম। অতঃপর ঘোড়ায় চড়ে আমি তাকে দ্রুত ছুটালাম। যাতে তা আমাকে দ্রুত পৌছিয়ে দেয়। আমি যখন তাদের নিকটবর্তী হলাম তখন আমাকে নিয়ে ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফলে আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম এবং তুনীরে (তীর রাখার থলের মধ্যে) হাত ঢুকিয়ে ভাগ্য নিরূপনের তীরগুলো বের করলাম। অতঃপর আমি ঐ তীর দিয়ে এ মর্মে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদের ক্ষতি করতে পারব কি না? কিন্তু আমার যা অপছন্দ তা-ই বের হল। তবুও আমি তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। ঘোড়া আমাকে নিয়ে কদম তালে চলতে লাগল। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। তিনি কোন দিকে তাকাচ্ছেন না। কিন্তু আবু বকর খুব বেশী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টো হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল। ফলে আমি ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লাম। আমি ঘোড়াটাকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার পা দু'টোকে বের করতে সক্ষম হচ্ছিল না। অবশেষে ঘোড়াটি যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন হঠাৎ তার সম্মুখের পদদ্বয়ের চিহ্ন থেকে ধোঁয়ার ন্যায় ধুলি মেঘ আসমান

পর্যন্ত ছেয়ে গেল। আমি আবার তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। কিন্তু এবারও আমার যা অপছন্দ তা-ই প্রকাশ পেল। তখন আমি তাদেরকে নিরাপত্তার কথা বলে আহবান জানালাম। এতে তাঁরা থামলেন। আমি ঘোড়ায় আরোহন করে তাদের নিকটবর্তী হলাম। তাদের কাছে পৌছতে আমি যখন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তাতে আমার ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারটি খুব শীগগীরই ব্যাপক আকার ধারণ করবে। আমি তাঁকে বললামঃ নিশ্চয়ই আপনার গোত্র আপনার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। লোকেরা তাদের ব্যাপারে যে ইচ্ছা পোষন করত সে সংবাদও আমি তাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবং তাদের সামনে আমি পাথেয় অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। কিন্তু তাঁরা আমার কোন কিছুই গ্রহণ করলেন না এবং আমার কাছে কিছুই চাইলেন না। শুধু এতটুকু বললেনঃ আমাদের ব্যাপারটি গোপন রেখ। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দেয়ার আবেদন করলাম। তিনি আমের ইবনে ফুহায়রাকে আদেশ করলে সে এক টুকরা চামড়ার মধ্যে তা আমাকে লিখে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে একদল উষ্ট্রারোহীর দলে যুবায়েরের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত ঘটে। এরা ছিল সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যবসায়ী দল। যুবাইর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ও আবু বকরকে সাদা কাপড় পরতে দিলেন।

এদিকে মদীনার মুসলমানেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার খবর জানতে পারল। তাই তারা প্রতিদিন সকাল বেলা কঙ্করময় ভূমিতে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত এবং দুপুর রোদের তাপে ফিরে যেতে বাধ্য হত। একদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা ফেরত গেল এবং নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। এ সময় এক ইহুদী স্বীয় প্রয়োজনে তাদের কোন একটি উঁচু টিলার উপর আরোহণ করল। সে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ও তাঁর সাথীদেরকে সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকা ভেদ করে আসতে স্পষ্ট দেখতে পেল। তখন ইহুদী লোকটা উচ্চস্বরে চীৎকার করে এ কথাটা না বলে থাকতে পারল না -হে আরব জাতি! তোমরা যে উদ্দেশ্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছ, এই তো তিনি এসে গেছেন। এ কথা শুনা মাত্রই মুসলমানেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সাদরে গ্রহণ করার জন্যে বের হয়ে গেল। তাঁরা হার্‌রা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে নিয়ে ডান দিকের পথ ধরে চলতে থাকলেন এবং বনী আমর বিন আওফ গোত্রে অবতরণ করলেন। সে দিনটি ছিল রবীউল আওয়াল মাসের কোন এক সোমবার।

তারপর আবু বকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চুপচাপ বসে রইলেন। আনসারদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ইতিপূর্বে দেখেনি, তারা এসে আবু বকরকে সালাম করতে লাগল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন রোদের তাপ পড়ল এবং আবু বকর এগিয়ে এসে নিজ চাদর দিয়ে তাকে ছায়া দান করলেন তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে চিনতে পারল। বনী আমর বিন আওফ গোত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং ঐ মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ও তাতে নামায আদায় করেন।

তারপর তিনি নিজ উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে যাত্রা শুরু করলেন। লোকেরা তাঁর সাথে হেঁটে চলল। অবশেষে উষ্ট্রীটি মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদের অর্থাৎ বর্তমান মসজিদে নববীর নিকট বসে পড়ল। ঐ স্থানটিতে সে সময় মুসলমানেরা নামায পড়ত এবং ঐ স্থানটি ছিল আসআদ বিন যুরারার আশ্রয়ে প্রতিপালিত সুহাইল ও সাহ্‌ল নামক দু'জন এতীম বালকের খেজুর শুকাবার খামার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীটা যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেনঃ ইনশা-আল্লাহ্ এটাই আমার আবাসস্থল হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বালক দু'টোকে ডেকে পাঠান এবং মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাছে ঐ জমিটার দাম জানতে চান। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! দাম নয়, বরং এ জমিটা আপনাকে দান করে দিচ্ছি। কিন্তু নবী (ﷺ) তা দান হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি জমিটা তাদের কাছ থেকে খরীদ করে নিলেন। তারপর তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন। নির্মাণকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লোকদের সাথে ইঁট বহন করতে থাকেন। ইঁট বহনকালে নবী (ﷺ) বলতেনঃ এ বোঝা বহন খায়বারের বোঝা বহন নয়; এ বোঝা বহন অতীব পুন্যময় ও অত্যন্ত পবিত্র কাজ। তিনি আরো বলতেনঃ নিশ্চয়ই পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং হে আল্লাহ্! আনসার ও মুহজিরদের প্রতি রহম করুন।

١٥٥٣ــ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ. (بخارى:٣٩٠٩)

১৫৫৩) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরকে গর্ভে নিয়ে হিজরত করেন। তিনি বলেনঃ আমি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মক্কা থেকে বের হলাম। অতঃপর মদীনায় এসে কুবায় অবতরণ করলাম এবং কুবাতেই আব্দুল্লাহ্ ভূমিষ্ঠ হল। তারপর আমি তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। তখন তিনি খুরমা আনতে বললেন এবং তা চিবিয়ে তাতে তাঁর মুখের লালা মিশালেন। তারপর আব্দুল্লাহ্‌র মুখের মধ্যে থুথু দিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থুথুই তার পেটে প্রথম প্রবেশ করল। অতঃপর তিনি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে ঘষে দিলেন। অতঃপর তার জন্য দুআ করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। আর তিনিই ছিলেন মদীনাতে ইসলামের প্রথম শিশু।

١٥٥٤ــ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنَا. قَالَ: «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ اثْنَانِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا». (بخارى:٣٩٢٢)

১৫৫৪) আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাওর পর্বতের গুহায় ছিলাম। এ সময় আমি আমার মাথাটা উপরে তুলে তাকাতেই কিছু লোকের পদতল দেখতে পেলাম। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী! তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টি নীচু করে, তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এ কথা শুনে নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আবু

বকর! চুপ থাকো। আমরা এমন দু'ব্যক্তি, যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় আগমণ

١٥٥٥ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلاَلٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ حَتَّى جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فِي سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. (بخارى:٣٩٢٥)

১৫৫৫) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের নিকট (মদীনায়) সর্বপ্রথম মুসআব বিন উমায়ের ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম আগমণ করলেন। তাঁরা লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন। তারপর আসেন বিলাল, সা'দ ও আম্মার বিন ইয়াসির। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আগমণ করেন উমার ইবনুল খাত্তাব। পরিশেষে আসলেন নবী (ﷺ)। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমণে মদীনাবাসীগণ যতটা আনন্দিত হয়েছিল অপর কোন কিছুতেই তাদেরকে ততটা আনন্দিত হতে দেখিনি। এমন কি ক্রীতদাসীরা পর্যন্ত বলতে লাগলঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আগমণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ মুফাস্সাল অংশের সূরাগুলো পড়তে পড়তে আমি যখন সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পড়ছিলাম ঠিক সে সময়ই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমণ করেন।

অধ্যায়ঃ মুহাজিরদের হজ্জ পালন শেষে মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে

١٥٥٦ــ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ». (بخارى:٣٩٣٣)

১৫৫৬) আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ মুহাজিরগণ (হজ্জের সফরে) বিদায়ী তাওয়াফের পর মক্কায় মাত্র তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

টিকাঃ নবী (ﷺ) মুহাজিরদের জন্য মক্কায় ফিরে যাওয়া অপছন্দ করেছেন। এমন কি হজ্জের সফরেও তাদের জন্য হজ্জের কার্যাদি সমাধা করার পর তিন দিনের বেশী অবস্থান করার অনুমতি ছিল না।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর তাঁর নিকট ইহুদীদের আগমণ সম্পর্কে

١٥٥٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ». (بخارى:٣٩٤١)

১৫৫৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার প্রতি যদি দশ জন ইহুদী ঈমান আনয়ন করত, তাহলে সমগ্র ইহুদী জাতি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করত।

كتاب المغازي

কিতাবুল মাগাযী

١٥٥٨ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْعُسَيْرَةُ، أَوِ الْعُشَيْرُ (بخارى: ٣٩٤٩)

১৫৫৮) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ নবী (ﷺ) কতটি যুদ্ধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ উনিশটি। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলঃ কয়টি যুদ্ধে আপনি তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেনঃ সতেরটিতে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ এসব যুদ্ধের কোন্‌টি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? যায়েদ বিন আরকাম বললেনঃ উসাইরার বা উশাইরার যুদ্ধ।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলে- (সূরা আনফালঃ ৯-১৩)

١٥٥٩ــ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدًا، لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ. أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا﴾ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ.

১৫৫৯) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মিকদাদ বিন আসওয়াদের মধ্যে এমন একটি বিষয় দেখেছি, তা আমি যদি অর্জন করতে পারতাম, তাহলে কোন ছাওয়াবের কাজই আমি তার সমান মনে করতাম না। অর্থাৎ সে আমলটিই আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় হত। এক সময় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করছেন। মিকদাদ বিন আসওয়াদ তখন বললেনঃ মূসা (আঃ)এর কাওম (জাতি) যেমন বলেছিলঃ "আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে যুদ্ধ করুন"। (সূরা মায়েদাঃ ২৪) আমরা এখানে বসে থাকলাম। আমরা তেমন কথা বলব না। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে তথা সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করব। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি দেখলামঃ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল খুশীতে উজ্জল হয়ে উঠল এবং তিনি খুব খুশী হলেন।

অধ্যায়ঃ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা

١٥٦٠ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاثَ مِائَةٍ. (بخارى:٣٩٥٧)

১৫৬০) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, বদরের যদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারীদের সংখ্যার অনুরূপ। তারা ছিলেন তিন শত দশের কিছু অধিক।

অধ্যায়ঃ বদরের যুদ্ধে আবু জাহ্‌লের নিহত হওয়ার ঘটনা

١٥٦١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُوجَهْلٍ»؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ، حَتَّى بَرَدَ، قَالَ: أَأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ.

১৫৬১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কে আছে যে, আবু জাহ্‌লের খবর নিয়ে আসতে পারে? এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেনঃ আফরার দুই পুত্র এমন আঘাত করেছেন যে, সে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বললেনঃ তুমিই কি আবু জাহল? বর্ণনাকারী বলেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ তার দাড়ি চেপে ধরলেন। সে বললঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় কেউ আছে কি যাকে তোমরা হত্যা করলে। অথবা সে বললঃ যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল?

١٥٦٢ــ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ، خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا»؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ». (بخارى:٣٩٧٦)

১৫৬২) আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে ২৪জন কুরাইশ নেতার লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা ও আবর্জনাময় অপবিত্র কূপে নিক্ষেপ করা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল কোন গোত্র বা কাওমের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সেখানের খোলা মাঠে তিন রাত অবস্থান করতেন। নবী (ﷺ) বদরের যুদ্ধের তৃতীয় দিনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সওয়ারীসমূহের জিন (গদি) কষে বাঁধা হল। অতঃপর তিনি পায়ে হেঁটে কিছু দূর অগ্রসর হলেন। সাহাবীগণও পেছনে পেছনে গেলেন। তারা মনে করলেনঃ তিনি কোন প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহ ও তাদের পিতার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেনঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছ যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আমাদের প্রভু আমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা পুরোপুরিই সঠিক পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর কৃত ওয়াদা সঠিক পেয়েছ? এ সময় উমার (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে সব দেহে প্রাণ নাই, আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন? নবী (ﷺ) বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনছ না।

অধ্যায়ঃ বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশ গ্রহণ

١٥٦٣ــ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﷺ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. (بخارى:٣٩٩٢)

১৫৬৩) রিফাআ বিন রাফে যুরাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত, আর তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ জিবরীল (ফেরেশতা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনার মত কী? তিনি বললেনঃ তাদেরকে সর্বোত্তম মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত মনে করি অথবা তিনি অনুরূপ কোন বাক্য বললেন। জিবরীল বললেনঃ ফেরেশতাদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাও অনুরূপ। অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে তারাও সর্বোত্তম।

١٥٦٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ». (بخارى:٣٩٩٥)

১৫৬৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) বললেনঃ এই তো জিবরীল। হাত দিয়ে ঘোড়ার মাথায় ধরে আছেন। তিনি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছেন।

অধ্যায়ঃ

١٥٦٥ــ عَنِ الزُّبَيْرِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لاَ يُرَى مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنَى أَبَا ذَاتِ الْكَرِشِ، فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ. قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فَكَانَ الْجَهْدُ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا،قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ. (بخارى:٣٩٩٨)

১৫৬৫) যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন আমি উবাইদা বিন সাঈদ বিন আসের সাক্ষাত পেলাম। সে এমনভাবে অস্ত্রসজ্জিত ছিল যে, তার দু'চোখ ব্যতীত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে আবু যাতুল কারিশ বলে ডাকা হত। সে বললঃ আমি আবু যাতুল কারিশ। এ কথা শুনে আমি বর্শা নিয়ে তার উপর আক্রমণ চালালাম এবং তার চোখে আঘাত করলাম। তখনই সে মারা গেল। যুবাইর (রাঃ) বলেনঃ আমি তার মৃতদেহের উপর পা রাখলাম এবং বেশ শক্তি প্রয়োগ করে তার চোখের মধ্য থেকে বর্শা টেনে বের করলাম। বর্শার দু'প্রান্ত দেশ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যুবাইর (রাঃ)-এর নিকট ঐ বর্শা চাইলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল হলে তিনি তা নিয়ে নিলেন। কিন্তু পরে আবু বকর (রাঃ) তা চাইলে তিনি তাকে বর্শাটি দিলেন। আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যুর পর উমার (রাঃ) তা চাইলেন। তিনি উমারকে তা দিয়ে দিলেন। উমার (রাঃ) মৃত্যু বরণ করার পর উছমান (রাঃ) তা চাইলে তিনি উছমান (রাঃ)কেও তা প্রদান করেন। কিন্তু উছমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর আলীর লোকজনের হস্তগত হলে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর

পুনরায় তা চেয়ে নেন। এরপর তিনি শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা তার কাছেই ছিল।

١٥٦٦ــ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ». (بخارى:٤٠٠١)

১৫৬৬) রুবাঈ বিনতে মুআওয়েয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার বাসর রাতের পরদিন সকালে নবী (ﷺ) আমার কাছে আসলেন এবং তুমি (খালেদ বিন যাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, ঠিক সেভাবে আমার কাছে বসলেন। সেই সময় কয়েকজন ছোট বালিকা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত তাদের পিতাদের বিরত্ব গাঁথা বর্ণনা করছিল। একটি বালিকা শেষ পর্যন্ত বলে উঠলঃ আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন আগামীকাল কি হবে। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এরূপ কথা বল না; বরং আগে যা বলছিলে, তাই বল।

١٥٦٧ــ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ». (بخارى: ٤٠٠٢)

১৫৬৭) আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

١٥٦٨ــ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أُنْكِحْكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أُنْكِحْكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. (بخارى:٤٠٠٥)

১৫৬৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হাফসা বিনতে উমারের স্বামী খুনাইস বিন হুযাফা সাহ্মী ইন্তেকাল করার কারণে তিনি বিধবা হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন। উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি উছমান বিন আফ্ফানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং হাফসার কথা উল্লেখ করে তাকে বললামঃ আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দেই। উছমান বললেনঃ বিষয়টি চিন্তা করে দেখি। তখন আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে তিনি জানালেন যে, এ সময়ে বিয়ে করা তিনি ঠিক মনে করছেন না। উমার (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর আমি আবু বকর (রাঃ)এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকেও বললামঃ আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দেই। এ কথা শুনে আবু বকর চুপ থাকলেন

এবং আমার কথার কোন উত্তরই দিলেন না। এতে আমি উছমানের অস্বীকৃতির চেয়েও বেশী দুঃখ পেলাম। আমি কয়েক দিন চুপ থাকলাম। ইতিমধ্যে হাফসার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই প্রস্তাব দিলে আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেনঃ সম্ভবতঃ আপনি আমার কাছে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে আমি কোন জবাব না দেয়ায় দুঃখ পেয়েছেন? উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ। আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিষই আমাকে বাঁধা দিয়েছে। তা হল আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূল (ﷺ) নিজেই হাফসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। তিনি পরিত্যাগ করলে আমি অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

١٥٦٩ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». (بخارى:٤٠٠٨)

১৫৬৯) বদরী সাহাবী আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, এ দু'টি আয়াতই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

١٥٧٠ــ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ ﷺ حَلِيفِ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقْتُلْهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». (بخارى:٤٠١٩)

১৫৭০) বনী যুহ্‌রা গোত্রের মিত্র এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী মিকদাদ বিন আমর কিনদী থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার যদি কোন কাফেরের সাথে লড়াই হয় আর যদি সে তরবারির আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আত্মরক্ষার জন্য কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলেঃ আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ না, তাকে হত্যা করবেনা। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে। অতঃপর হাত কেটে ফেলার পর সে এ বাক্যটি পাঠ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তাকে হত্যা করোনা। কেননা এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল, সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলামের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে স্তর ছিল তুমি সেই স্তরে পৌছে যাবে।

টিকাঃ এখানে ভীতি প্রদর্শন মূলক ধমকির স্বরে মুসলিম হত্যার ভয়াবহতা বুঝানো উদ্দেশ্য। বাস্তবে কাফের বলা উদ্দেশ্য নয়। তাই এ থেকে বিরত থাকা যেমন জরুরী, ঠিক হালাল মনে না করে হত্যা করা যে কুফরী নয় এ কথাও জানা জরুরী।

١٥٧١ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». (بخارى:٤٠٢٤)

১৫৭১) যুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেনঃ মুতইম বিন আদী যদি আজ বেঁচে থাকত, অতঃপর এই পঁচা লোকগুলোর ব্যাপারে কথা বলত, তাহলে (তার খাতিরে) এদের সবাইকে আমি ছেড়ে দিতাম।

অধ্যায়ঃ বনী নযীর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ

١٥٧٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ.

১৫৭২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বনী নযীর ও বনী কুরায়যা গোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল। নবী (ﷺ) বনী নযীরের গোত্রকে দেশান্তরিত করলেন আর বনী কুরায়যার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাদেরকে মদীনাতে থাকতে দিলেন। কিন্তু পুনরায় বনী কুরায়যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং নারী, শিশু ও সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তবে কিছু সংখ্যক ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। তারা ঈমান আনয়ন করল এবং মুসলিম হয়েছিল। আর তিনি মদীনার সব ইহুদীকে দেশান্তর করেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ সালামের গোত্র বনু কায়নুকা, বনু হারেসার ইহুদী এবং মদীনার সকল ইহুদীকেই তিনি বহিস্কার করেন।

١٥٧٣ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَنَزَلَتْ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾. (بخارى:٤٠٣١)

১৫৭৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) বনী নযীরের বুয়াইরা নামক স্থানের খেজুর বৃক্ষগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"যেসব খেজুর গাছ তোমরা গোড়া থেকে কেটে ফেলেছ কিংবা যেগুলো গোড়াসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ তা তো আল্লাহর হুকুম অনুসারেই করেছ"। (সূরা হাশরঃ ৫)

١٥٧٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلاَ تَتَّقِينَ اللَّهَ؟ أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ ــ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ». فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا أَخْبَرْتُهُنَّ. (بخارى:٤٠٣٤)

১৫৭৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ উছমান বিন আফ্ফানকে ঐ গণীমতের মালের এক অষ্টমাংশ দাবী করার জন্য আবু বকর

(রাঃ)এর কাছে পাঠালেন, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে প্রদান করেছেন। আর আমি তাদেরকে বাধা প্রদান করতাম। আমি বলতামঃ তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? তোমরা কি জান না যে, নবী (ﷺ) বলতেনঃ আমাদের সম্পদের কোন ওয়ারিছ নেই। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদকাহ হিসাবে পরিগণিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মাদের পরিবারের লোকেরা ঐ মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য যা প্রয়োজন, তা নিতে পারে। আমার কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ বিরত হয়ে গেলেন।

অধ্যায়ঃ কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকান্ড

٥٧٥١ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، قَالَ: «قُلْ». فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: نَعَمِ ارْهَنُونِي، قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ. قَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ. قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لأَجَابَ، قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ، وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا، أَيْ: أَطْيَبَ، قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ، وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ، فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ، ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي، قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قَالَ: دُونَكُمْ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ. (بخارى:٤٠٣٧)

১৫৭৫) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছে? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বললেনঃ তাহলে এ ব্যাপারে আমি যা ভাল মনে করি আমাকে তা বলার অনুমতি দিন। নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ বল। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা কা'ব বিন আশরাফের কাছে গিয়ে বললেনঃ এ লোকটি শুধু আমাদের কাছে সাদকাহ চায় এবং আমাদেরকে খুব কষ্ট দেয়। আমি তোমার কাছে কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনে আশরাফ বললঃ আরে এখনই জ্বালাতনের কি দেখেছ? পরে সে তোমাদেরকে আরো উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বললেনঃ আমরা এই লোকটির অনুসরণ

করেছি। শেষ পর্যন্ত কি ফল দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাকে পরিত্যাগ করা ভাল মনে করি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওয়াস্ক বা দুই ওয়াস্ক খাদ্য ধার চাই। সে বললঃ হ্যাঁ, কোন অসুবিধা নেই, তবে আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখ। তখন তারা বললেনঃ কি জিনিষ বন্ধক চাও। সে বললঃ তোমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখ। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেনঃ আপনি আরবের সবচেয়ে সুশ্রী ব্যক্তি। আপনার কাছে আমাদের স্ত্রীদেরকে কি করে বন্ধক রাখা যেতে পারে? সে বললঃ তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদের বন্ধক রাখো। তিনি বললেনঃ আমাদের পুত্র সন্তানদেরকেই কি করে বন্ধক রাখা যায়? এতে করে লোকেরা পরবর্তীতে গালি দিয়ে বলবেঃ একে এক ওয়াস্ক বা দুই ওয়াস্ক খাদ্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক। বরং আমরা আপনার কাছে তরবারি বন্ধক রাখতে পারি। সুতরাং যুদ্ধের হাতিয়ার নিয়ে আসার ওয়াদা করল। রাতের বেলা মুহাম্মাদ বিন মাসলামা কা'বের দুধ-ভাই আবু নায়েলাকে সাথে নিয়ে কাব বিন আশরাফের কাছে গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল। তাদের কাছে আসার সময় তার স্ত্রী তাকে বললঃ এ সময় কোথায় যাচ্ছ? মুহাম্মাদ বিন মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে। কা'বের স্ত্রী বললঃ এ ডাকে যেন রক্তের গন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। সে বললঃ কিছু না। ভাই মুহাম্মাদ বিন মাসলামা এবং দুধ-ভাই আবু নায়েলা ডাকছে। আর খান্দানী ও অভিজাত ব্যক্তিকে রাতের বেলা বর্শাবিদ্ধ করার জন্য ডাকলেও সাড়া দেয়া উচিত। বর্ণনাকারী বলেনঃ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আরো দুই ব্যক্তিকে সাথে নিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, সাথে ছিলেন আবু আবাস বিন যুবাইর, হারিছ বিন আওস এবং আব্বাদ বিন বিশর। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা তাঁর সাথীদেরকে বলেছিলেনঃ সে যখন আসবে আমি তার মাথার চুল ধরে শুকতে থাকব। যে সময় দেখবে যে আমি খুব শক্ত করে তার মাথার চুল মুষ্টিবদ্ধ করেছি, তখন তোমরা তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করবে। বর্ণনাকারী একবার এও বর্ণনা করেন যে, অতঃপর আমি তোমাদেরকেও শুকাবো। সে চাদর গায়ে তাদের কাছে আসলে তার শরীর থেকে খোশবু বের হচ্ছিল। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বললেনঃ এতো উত্তম সুগন্ধি এর আগে আমি কোন দিন দেখিনি। কা'ব বললঃ বর্তমানে আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী ও সবচেয়ে উত্তম এবং অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী স্ত্রীলোক আছে। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বললেনঃ আমাকে আপনার মাথা শুকতে অনুমতি দিবেন কি? সে বললঃ হ্যাঁ, অবশ্যই দেব। তারপর তিনি তার মাথার ঘ্রাণ শুকলেন এবং সাথীদেরকেও শুকালেন। তিনি পুনরায় বললেনঃ আবার আমাকে শুকার অনুমতি দিবেন কি? সে বললঃ হ্যাঁ। এবার তিনি তার মাথার চুল শক্তভাবে ধরে সাথীদেরকে বললেনঃ এদিকে এসো। তখন তারা তাকে হত্যা করল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাঁকে তার হত্যার সুখবর জানাল।

অধ্যায়ঃ আবু রাফে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যার ঘটনা, তাকে সাল্লাম বিন আবুল হুকাইকও বলা হয়

١٥٧٦ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ،

فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ: يَا عَبْدَاللَّهِ! إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ، فَادْخُلْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ، فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ، أَغْلَقَ الْبَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ، فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ، صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا، أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ، قُلْتُ: إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي، لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ، لا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ؟ فَقَالَ: لأُمِّكَ الْوَيْلُ، إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلِي، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: لا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ». فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ. (بخارى:٤٠٣٩)

১৫৭৬) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহুদী আবু রাফের উদ্দেশ্যে কতিপয় আনসারী সাহাবীকে পাঠালেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক আনসারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। আবু রাফে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমন। সে তাঁকে কষ্ট দিত এবং তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করত। হিজায ভূমিতে তাঁর একটি দুর্গ ছিল। সে তথায় বসবাস করত। যে সময় তারা তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছল, তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কারণে লোকজন নিজ নিজ পশুপাল নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক তাঁর সাথীদেরকে বললঃ তোমরা এখানে বসে অপেক্ষা কর। আমি যাচ্ছি এবং দারোওয়ানকে নরম নরম কথা বলে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করব। তারপর তিনি দরজার কাছে গিয়ে পৌছলেন এবং কাপড় দিয়ে নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করছেন। সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে দারোওয়ান তাকে লক্ষ্য করে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা তুমি যদি ভেতরে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দিব। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক বলেনঃ আমি তখন ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে থাকলাম। লোকেরা প্রবেশ করলে সে দরজা বন্ধ করে দিল। অতঃপর একটি পেরেকের উপরে চাবিগুলো ঝুলিয়ে রাখল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক বলেনঃ আমি চাবিগুলোর কাছে গিয়ে তা নিয়ে নিলাম এবং দরজা খুললাম। এদিকে আবু রাফের কাছে রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো। সে তার উপরের তালায় বাস করত। গল্পের আসর ভেঙ্গে

গেলে আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম। যখনই আমি কোন দরজা খুলতাম তখন ভিতরের দিক থেকে তা বন্ধ করে দিতাম। এর কারণ হল যদিও লোকেরা আমার আগমণ সম্পর্কে জানতে পারে তথাপিও আবু রাফেকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার কাছে তারা পৌছতে পারবে না। অতঃপর আমি তার নিকট গিয়ে পৌছলাম। তখন সে অন্ধকার ঘরের মধ্যে তার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে শুয়েছিল। কিন্তু ঘরের কোন্ জায়গায় শুয়ে আছে তা বুঝতে পারলাম না। তার অবস্থান জানার জন্যে আমি বললামঃ হে আবু রাফে? সে বললঃ কে তুমি? আমি আওয়াজের দিকে এগিয়ে গিয়ে তরবারি দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তার কোনই ক্ষতি করতে পারলাম না। সে চিৎকার করে উঠল। আমি ঘরের বাইরে চলে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় প্রবেশ করলাম। আমি এবার বললামঃ হে আবু রাফে! চিৎকার করলে কেন? সে আমাকে নিজের লোক ভেবে বললঃ তোমার মার সর্বনাশ হোক! একটু আগেই ঘরের মধ্যে কে যেন আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক বলেনঃ তখন আমি আবার তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলাম এবং ঘায়েল করে ফেললাম। কিন্তু তখনও হত্যা করতে পারি নাই। অতঃপর তলোওয়ারের মাথা তার পেটের উপর চেপে ধরলাম। তলোয়ার মাথা পিঠ পর্যন্ত পৌছে গেল। পরিশেষে নিশ্চিত হলাম যে, আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। তাই একটি একটি করে দরজা খুলতে খুলতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পৌছলাম। সে রাতটি ছিল জ্যোৎস্নালোকিত। আমি মনে করলাম সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে যমীনে পৌছে গেছি। অথচ তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল। তাই আমি নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম। এতে আমার পায়ের নলা ভেঙ্গে গেল। পাগড়ী দিয়ে আমার পা তৎক্ষণাৎ বেঁধে ফেললাম এবং বের হয়ে দরজার সামনে বসে থাকলাম। আমি মনে মনে বললামঃ আমি তাকে হত্যা করেছি- এ কথা নিশ্চিৎভাবে না জেনে এখান থেকে বের হবো না। ভোর রাতে মোরগ ডাকার সময় মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে বলতে লাগলঃ হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। তখন আমি আমার সাথীদের কাছে গিয়ে বললামঃ জলদি চল। আল্লাহ্ আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ তোমার ভাঙ্গা পা ছড়িয়ে ধর। আমি আমার পা ছড়িয়ে ধরলাম। তিনি তা স্পর্শ করলেন। আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল যেন তাতে কোন আঘাতই লাগেনি।

অধ্যায়ঃ উহুদ যুদ্ধের ঘটনা

١٥٧٧ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ». فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (بخارى:٤٠٤٦)

১৫৭৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে বললঃ বলুন তো আমি যদি আজ শহীদ হই, তাহলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? নবী (ﷺ) বললেনঃ জান্নাতে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করল এবং শহীদ হল।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলে"

١٥٧٨ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلاَنِ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ. (بخارى:٤٠٥٤)

১৫৭৮) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখলাম। তাঁর সাথে ছিল সাদা পোষাক পরিহিত দু'জন লোক। তারা তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য প্রচন্ডভাবে লড়াই করছিল। আমি তাদেরকে এর আগেও দেখিনি এবং এর পরেও দেখিনি।

١٥٧٩ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: نَثَلَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». (بخارى:٤٠٥٥)

১৫৭৯) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) তাঁর তীরদানি খুলে দিয়ে বললেনঃ হে সা'দ! তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই, হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন, কারণ তারা বড়ই অত্যাচারী" (সূরা আল-ইমরানঃ ১২৮)

١٥٨٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ». فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾. (بخارى:٤٠٦٩)

১৫৮০) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা মুবারক ফাটিয়ে দেয়া হল। তখন তিনি বললেনঃ ঐ জাতির লোকেরা কিভাবে সফলতা অর্জন করতে পারবে, যারা তাদের নবীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾

"এ ব্যাপারে, তোমার কোন করণীয় নেই" (সূরা আল-ইমরানঃ ১২৮)

١٥٨١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا» بَعْدَ مَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (بخارى:٤٠٧٠)

১৫৮১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ফজরের নামাযের শেষ রাকআতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে এই (বদ্) দু'আ করতে শুনেছেনঃ হে আল্লাহ্! অমুক অমুক গোত্রের উপর আপনি লা'নত বর্ষণ কর। তিনি রুকু থেকে উঠে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলার পর পাঠ করতেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

"এ ব্যাপারে তোমার কোন করণীয় নেই, হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন, কারণ তারা বড়ই অত্যাচারী" (সূরা আল-ইমরানঃ ১২৮)

অধ্যায়ঃ হামযাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাত লাভের ঘটনা

١٥٨٢ــ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ: أَنَّهُ قَالَ لِوَحْشِيٍّ: أَلا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ، فَقَالَ لِي مَوْلايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ، وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ، خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ، أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ، قَالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ، قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الإِسْلامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَسُولاً، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ لا يَهِيجُ الرُّسُلَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «آنْتَ وَحْشِيٌّ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ»؟ قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الامْرِ مَا بَلَغَكَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي»؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، قُلْتُ: لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، قَالَ: فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، قَالَ: وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ. (بخارى:٤٠٧٢)

১৫৮২) উবাইদুল্লাহ্ বিন আদী ইবনুল খিয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা ওয়াহ্শীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি আমাদেরকে হামজা (রাঃ)এর হত্যা কান্ড সম্পর্কে বলবেনা? সে বললঃ হ্যাঁ বলব। তার হত্যাকান্ডের ঘটনা এই যে, হামযা তুআইমা বিন আদীকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিল। আমার মনিব যুবাইর বিন মুতইম আমাকে বললঃ আমার চাচার হত্যার বিনিময়ে তুমি যদি হামযাকে হত্যা করতে পার, তাহলে তুমি আযাদ। ওয়াহ্শীর কথা হচ্ছেঃ কুরাইশরা আইনাঈনের যুদ্ধের বছর যুদ্ধের জন্য বের হল। আর আইনাঈন হচ্ছে উহুদ পাহাড়ের পাশের একটি পাহাড়ের নাম। উভয় পাহাড়ের মাঝখানে রয়েছে একটি উপত্যকা। লোকদের সাথে আমি যুদ্ধের জন্য বের হলাম। লোকেরা যখন যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হল, তখন সিবা ইবনে আব্দুল উজ্জা কাতারের বাইরে এসে যুদ্ধের জন্য আহবান করে বললঃ ময়দানে বের হয়ে মুকাবেলা করার মত কেউ আছে কি? এ কথা শুনেই হামযাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালেব বের হয়ে আসলেন এবং বলতে লাগলেনঃ হে সিবা! হে মেয়েদের খাতনাকারীনি উম্মে আনমারের বেটা! তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে দুশমনী করো? ওয়াহ্শী বলেনঃ অতঃপর হামযা তার উপর আক্রমণ চালালো। হামযার আক্রমণে সিবা নিহত হয়ে অতীত দিনের স্মৃতিতে পরিণত হল। ওয়াহ্শী বলেনঃ আমি হামযাকে হত্যা করার জন্য একটি পাথরের নীচে আত্মগোপন করে থাকলাম। তিনি যখন আমার নিকটবর্তী হলেন তখন আমি বর্শা দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলাম যে, বর্শাটি

তাঁর মূত্রথলি ভেদ করে দুই নিতম্বের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে গেল। এটাই ছিল তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনা। সবাই ফিরে গেলে আমি তাদের সাথে মক্কায় ফিরে গেলাম। আমি মক্কায় বসবাস করতে থাকলাম। ইতিমধ্যেই মক্কাতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে আমি তায়েফে গমণ করলাম। এরপর তায়েফবাসীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হল যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি দূত হিসাবে তাদের সহগামী হলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেনঃ তুমি কি ওয়াহ্শী? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললামঃ ঘটনাটি সেরূপই ঘটেছিল যেমন আপনি জানতে পেরেছেন। তখন তিনি বললেনঃ তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পার না? ওয়াহ্শী বলেনঃ তখন আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মুসায়লামা কায্যাব মিথ্যা নবুওয়াত দাবী করলে আমি মনে মনে সংকল্প করলামঃ আমি অবশ্যই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাকে হত্যা করে হামযা হত্যার ক্ষতিপূরণ করব। ওয়াহ্শী বলেনঃ তাই আমি সবার সাথে যাত্রা করলাম। আমি যেরূপ চেয়েছিলাম ঘটনাও সেরূপই ঘটল। এক সময় আমি দেখলামঃ শ্যামবর্ণ উটের ন্যায় উস্কুখুস্কু চুলে এক ব্যক্তি একটি ভাঙ্গা প্রাচীরের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াহ্শী বলেনঃ আমি তখন যুদ্ধাস্ত্র বর্শা দ্বারা আঘাত করলাম। বর্শাটি বক্ষ ভেদ করে দু'কাঁধের মধ্যখান দিয়ে পেরিয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেনঃ তখন এক আনসারী সাহাবী তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন।

অধ্যায়ঃ উহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহত হওয়ার ঘটনা

١٥٨٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». (بخارى: ٤٠٧٣)

১৫৮৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সামনের দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ যে জাতির লোকেরা তাদের নবীর প্রতি এ ধরণের আচরণ করে তাদের প্রতি আল্লাহর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর ঐ ব্যক্তির প্রতিও আল্লাহ তাআলা খুব ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাকে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে হত্যা করেছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়---(সূরা আল-ইমরানঃ ১৭২)

١٥٨٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أُصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أُصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ»؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. (بخارى:٤٠٧٧)

১৫৮৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধে নবী (ﷺ) যখন আহত হলেন এবং মুশরিকরা ফেরত গেল, তখন তিনি ভয় করলেন যে, মুশরিকরা পুনরায় ফেরত আসতে পারে। তাই তিনি আহবান জানালেনঃ কে আছ মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করতে যাবে? এ আহবানে সাড়া

দিয়ে সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর ও যুবাইর (রাঃ)।

١٥٨٥ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاءُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ الكُدْيَةَ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ. (بخارى:٤١٠١)

১৫৮৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা খন্দকের যুদ্ধের দিন যমীন খনন করছিলাম। হঠাৎ একটি কঠিন পাথর বের হল। তাঁরা সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললেনঃ খন্দকের মধ্যে একটি শক্ত পাথর বের হয়েছে। তিনি বললেনঃ আমি নিজে খন্দকে নেমে দেখব। তখন তিনি উঠলেন। সেই সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত কোন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করিনি। অতঃপর নবী (ﷺ) কোদাল হাতে নিয়ে কঠিন পাথরের উপর আঘাত করলে তা চূর্ণ হয়ে বালুকণার মত হয়ে গেল।

١٥٨٦ــ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «نَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا». (بخارى: ٤١٠٩)

১৫৮৬) সুলায়মান বিন সুরাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) বললেনঃ এখন থেকে আমরাই তাদের এলাকায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তারা আর আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবেনা।

١٥٨٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ». (بخارى:٤١١٤)

১৫৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেনঃ

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ»

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি এক। তিনি তাঁর বাহিনীকে বিজয় দান করে সম্মানিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে (রাসূলকে) সম্মানিত করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত (বহুজাতিক) বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তাঁর পরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা"।

অধ্যায়ঃ খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী (ﷺ)-এর ফেরত আসা এবং বনী কুরায়যার অবরোধ

١٥٨٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ يَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ». فَقَالَ: «هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». فَقَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ. قَالَ: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ». وَرُبَّمَا قَالَ: «بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

১৫৮৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বনী কুরায়যার লোকেরা সা'দ বিন মুআযের ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ হতে বেরিয়ে আসলে তিনি সা'দ বিন মুআযকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি গাধার উপর আরোহণ করে আগমণ করলেন। মসজিদে নববীর কাছে এসে পৌছলে নবী আনসারদেরকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের নেতাকে অথবা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্যে অগ্রসর হয়ে যাও। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ এরা তোমার ফয়সালায় সম্মতি দিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তখন সা'দ বললেনঃ এদের মধ্যে যে সমস্ত

পুরুষ যুদ্ধ করতে সক্ষম তাদেরকে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করতে হবে। নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ফয়সালা করেছ। অথবা নবী (ﷺ) কখনও বলেছেনঃ তুমি বাদশার (আল্লাহর) হুকুম মোতাবেক ফয়সালা করেছ।

অধ্যায়ঃ যাতুর রিকাআর যুদ্ধ

١٥٨٩ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ. (بخارى:٤١٢٧)

১৫৮৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেনঃ সপ্তম যুদ্ধে অর্থাৎ যাতুর রিকাআর যুদ্ধে নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে ভয়ের নামায পড়েছিলেন।

١٥٩٠ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ: غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. (بخارى:٤١٢٨)

১৫৯০) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক যুদ্ধে বের হলাম। আমরা ছিলাম মোট ছয়জন। আমাদের সাথে মাত্র একটি উট ছিল। তাই আমরা পালাক্রমে তাতে আরোহণ করতাম। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ফেটে গেল। আমারও দু'পা ফেটে গেল এবং নখগুলো খুলে গেল। আমরা ছেড়া-ফাটা কাপড় দিয়ে আমাদের পা বেঁধে রাখতাম। ছেড়া-ফাটা কাপড় দিয়ে পা বেঁধে রাখার কারণে এই যুদ্ধের নাম দেয়া হয়েছে যাতুর রিকার যুদ্ধ।

١٥٩١ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ . (بخارى:٤١٣٠)

১৫৯১) সাহ্ল বিন আবু হাছমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাতুর রিকাআর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন। তিনি বলেনঃ একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং অন্যদল শত্রুর মুকাবেলায় প্রস্তুত থাকলেন। প্রথম দলকে সাথে নিয়ে তিনি এক রাকআত নামায আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ নিজ নিজ নামায পূর্ণ করে চলে গেলেন এবং শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে দাঁড়ালে নবী (ﷺ) তাঁদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকআত আদায় করে বসে থাকলেন। অতঃপর মুক্তাদীগণ দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে বসলে তিনি তাদের সাথে সালাম ফিরালেন।

١٥٩٢ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَا،

فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ». ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (بخاری: ٤١٣٥)

১৫৯২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নজদ এলাকায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে এলাকা থেকে ফিরে আসলে তিনিও ফিরে আসলেন। ফেরার পথে কাঁটাগাছ ভরা একটি উপত্যকায় দুপুর হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানেই থামলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে অবতরণ করলেন। লোকেরা ছায়াদার বৃক্ষের সন্ধানে উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাঁর তরবারিটি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। জাবের বলেনঃ আমরা সবে মাত্র নিদ্রা গিয়েছি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ডাকতে থাকলেন। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম এক বেদুঈন তাঁর কাছে বসে আছে। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি ঘুমিয়েছিলাম। তখন সে আমার তরবারিটি ছিনিয়ে নিল। জাগ্রত হয়ে দেখি তরবারিটি তার হাতে কোষমুক্ত অবস্থায় রয়েছে। সে আমাকে বললঃ এখন আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললামঃ আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। দেখো না? এইযে সে বসে আছে। নবী (ﷺ) তাকে কোন শাস্তিই দিলেন না।

অধ্যায়ঃ বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ খুজযাআ গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়। একে মুরাইসীর যুদ্ধও বলা হয়

١٥٩٣ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ»

১৫৯৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের হলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু সংখ্যক বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। এদিকে আমরা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লাম এবং স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ল। এ সময় আমরা আযল করা পছন্দ করলাম এবং আমরা তা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমাদের খেয়াল হল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মাঝে বর্তমান থাকার পরও তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করেই আযল করব? তাই আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ আযল না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যে সমস্ত প্রাণের আগমণ ঘটবার আছে, তা জন্ম নেবেই।

টিকাঃ স্ত্রী সহবাসের সময় যখন পুরুষের বীর্যপাতের সময় হয় তখন পুরুষাঙ্গকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ থেকে বের করে বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলা হয়। সাধারণত সন্তান যাতে না হয় সেই জন্যই সাহাবীগণ এমনটি করতেন।

অধ্যায়ঃ আনমারের যুদ্ধ

١٥٩٤ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الانْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا. (بخارى:٤١٤٠)

১৫৯৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আনমার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কিবলামুখী হয়ে বাহনের উপর আরোহন অবস্থায় নফল নামায আদায় করতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন-যখন তারা গাছের তলায় আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিল----

١٥٩٥ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا. (بخارى:٤١٥٠)

১৫৯৫) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কুরআন মজীদে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, তোমরা তো তাকে মক্কা বিজয় বলে মনে করে থাক। অবশ্য মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। তবে কুরআন মজীদে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, আমরা তাকে হুদায়বিয়ার দিন বাইআতুর্ রিযওয়ানকে মনে করি। সে সময় আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে চৌদ্দশ লোক ছিলাম। হুদায়বিয়া হল একটি কূপের নাম। তার পানি আমরা এমনভাবে উঠালাম যে, তাতে এক বিন্দু পানিও অবশিষ্ট ছিল না। এ সংবাদটি নবী (ﷺ)-এর কাছে পৌছলে তিনি তথায় গেলেন এবং কূপের কিনারায় বসলেন। এরপর এক পাত্র পানি আনিয়ে অযু করলেন এবং তাতে কুলি করলেন। অতঃপর তিনি দু'আ করে অবশিষ্ট পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। অতঃপর কূপটি আমাদের ও আমাদের সওয়ারীসমূহের চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ করল।

١٥٩٦ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ». وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ. (بخارى:٤١٥٥)

১৫৯৬) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বললেনঃ পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই উত্তম। আমাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশ। আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো, তাহলে (যে গাছের নীচে বাইআত হয়েছিল তোমাদেরকে) সে গাছের স্থানটি দেখাতে পারতাম।

١٥٩٧ــ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ــ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ــ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أُتُوا بِسَوِيقٍ فَلاكُوهُ. (بخارى: ٤١٧٥)

১৫৯৭) সুওয়াইদ বিন নু'মান (রাঃ) হতে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন (হুদায়বিয়ার বছর) বৃক্ষের নীচে বায়আতকারীদের একজন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের জন্য ছাতু

আনয়ন করা হত। তারা তা পানিতে গুলে খেয়ে নিতেন।

١٥٩٨ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّه كَانَ يَسِيرُ مَعَ النبي ﷺ لَيْلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ ثَلاثَ مَرَّات، كُلُّ ذَلِكَ لا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْه الشَّمْسُ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾. (بخارى:٤١٧٧)

১৫৯৮) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বর্ণিত, তিনি রাত্রিকালে কোন এক সফরে নবী (ﷺ)-এর সাথে পথ চলছিলেন। এমন সময় উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন উত্তর দেন নি। তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নি। এভাবে তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পরও কোন উত্তর দেন নি। অতঃপর উমার (রাঃ) নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে উমার তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। তুমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তিনবার পীড়াপিড়ি করলে। কিন্তু তিনি কোনবারই কোন জবাব দিলেন না। উমার বিন খাত্তাব বলেনঃ আমি তখন আমার উটকে জোরে হাঁকিয়ে মুসলিমদের আগে চলে গেলাম। আমার ভয় হল যে, আমার সম্পর্কে হয়তো কুরআন নাযিল হতে পারে। ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল। উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার সম্পর্কে হয়তো কুরআন নাযিল হয়ে গেল কি না। যাই হোক আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেনঃ আজ রাতে আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়েও প্রিয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাণীটি পাঠ করলেনঃ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"। (সূরা ফাতাহঃ ০১)

١٥٩٩ــ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِه، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَة، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ، وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ، وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّه، خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلا حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهْ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ، قَالَ: «امْضُوا عَلَى اسْمِ اللَّه». (بخارى:٤١٧٩)

১৫৯৯) মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার বছর নবী (ﷺ) এক হাজারের অধিক সাথী নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। যুল হুলায়ফায় এসে তিনি

কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরালেন, পশুর কূ'জ কাটলেন এবং যুল হুলায়ফা থেকে উমরার ইহরাম বাঁধলেন এবং মক্কার খবরাদি সংগ্রহ করার জন্য (গোয়েন্দাগিরীর জন্য) খুযাআ গোত্রের একজনকে পাঠালেন। নবী (ﷺ) যাত্রা শুরু করলেন। তিনি যখন "গাদীরুল আশতাত" নামক স্থানে পৌছলেন তখন তাঁর দূত এসে জানাল যে, কুরাইশরা বিরাট একটি সৈন্যদল আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে বসে আছে। বিভিন্ন গোত্র হতে এ সৈন্যদল সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং আপনাকে কাবাঘর হতে বাধা দিতে প্রস্তুত রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ প্রদান কর। তোমরা কি মনে কর যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের ঝাপিয়ে পড়ি? এরা আমাদেরকে আল্লাহর ঘর হতে বিরত রাখতে চায়। তারা যদি লড়াই করার জন্য আসে, তাহলে আল্লাহ মুশরিকদের এক দল সৈন্যকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর তারা যদি কথা না মানে, আমরা তাদেরকে পরাজিত করে ছাড়ব। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শুধু আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছেন। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা কাউকে হত্যা করতে আসেন নি। সুতরাং বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হোন। আমাদেরকে যে বাঁধা দিবে আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও।

١٦٠٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّ أَبَاهُ أَرْسَلَه يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ يَأْتِيه بِفَرَسٍ كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايَعَهُ عَبْدُاللّٰه، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِـه إِلَى عُمَرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ لِلْقِتَالِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰه ﷺ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّـى بَايَعَ رَسُولَ اللّٰه ﷺ، فَهِيَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ أبيه. (بخارى:٤١٨٦)

১৬০০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার দিন তাঁর পিতা তাঁকে এক আনসারীর নিকট থেকে একটি ঘোড়া আনার জন্য পাঠালেন। তিনি দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গাছের নীচে বাইআত গ্রহণ করছেন। উমার (রাঃ)এর এ বিষয়টি জানা ছিল না। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বাইআত করলেন। তারপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার ঘোড়া আনতে গেলেন এবং তা নিয়ে উমার (রাঃ)এর কাছে আসলেন। উমার (রাঃ) তখন যুদ্ধসাজে সজ্জিত হচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বৃক্ষের নীচে সকলের নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর উমার (রাঃ) তাঁর সাথে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বাইআত করলেন। এ জন্যই লোকেরা বলত যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) তাঁর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

١٦٠١ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ اعْتَمَرَ، فَطَافَ، فَطُفْنَا مَعَـهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِـنْ أَهْـلِ مَكَّـةَ لا يُـصِيبُهُ أَحَـدٌ بِـشَيْءٍ. (بخارى:٤١٨٨)

১৬০১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন উমরা করেন, তখন আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি কাবার তাওয়াফ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করলাম। তিনি নামায আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম।

তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝখানেও সাঈ করলেন। মক্কাবাসী কাফেররা যাতে তাঁকে আঘাত করতে না পারে সে জন্য আমরা তাঁকে সদা সর্বদা আড়াল করে রাখতাম।

অধ্যায়ঃ যাতুল কারাদের যুদ্ধ

تَرْعَى ﷺ قَالَ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ١٦٠٢ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ﷺبِذِي قَرَدٍ، قَالَ: فَلَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ. ﷺبِطُولِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَقَالَ هُنَا فِي آخِرِهِ قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ

১৬০২) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ফজরের আযানের পূর্বে আমি মদীনা হতে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধেল উটনীগুলো যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হত। সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) বলেনঃ তখন আব্দুর রাহমান বিন আওফের ক্রীতদাস এসে বললঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধেল উটগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। হাদীছটির বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, "অতঃপর আমরা মদীনায় ফেরত আসলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর সওয়ারী উটনীর পিছনে বসিয়ে নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন।

অধ্যায়ঃ খায়বারের যুদ্ধ

١٦٠٣ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ، وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا + وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا + إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا

وَ بِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هَذَا السَّائِقُ»؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الاكْوَعِ، قَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ». قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ؟ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّﷺ: «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ»؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْمٍ»؟ قَالُوا: لَحْمِ حُمُرٍ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ النَّبِيُّﷺ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ». فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا، قَالَ سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ: «مَا لَكَ»؟ قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ النَّبِيُّﷺ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ». وفي رواية: «نَشَأَ بِهَا». (بخارى:٤١٩٦)

১৬০৩) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর সাথে আমরা খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা পথ চলছিলাম। কোন এক লোক আমেরকে বললঃ হে আমের! তুমি কি আমাদেরকে তোমার কবিতা ও সমর সঙ্গীত শুনাবে না? আমের ছিলেন একজন কবি। তিনি বাহন থেকে অবতরণ করে সবার সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেনঃ হে আল্লাহ্! তোমার ইচ্ছা ও করুণা না হলে আমরা হেদায়াতের পথ পেতাম না। সাদকা করতাম না, নামাযও পড়তাম না। যত দিন আমরা বেঁচে আছি ততদিন তোমার নবী ও দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ থাকবো। তাই তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার সময় আমাদের দৃঢ়পদ রাখো। আমাদের উপর তোমার রহমত নাযিল কর। তারা যখনই আমাদেরকে অসত্যের দিকে আহবান করেছে, তখনই আমরা তা অস্বীকার করেছি। আর তারা চিৎকার করে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। এসব শুনে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ এ সমর সঙ্গীতের গায়ক কে? সবাই বললঃ আমের বিন আকওয়া। তিনি বললেঃ আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন! একজন লোক বললঃ হে আল্লাহর নবী! তার জন্য শাহাদাত অবধারিত হয়ে পড়ল। আপনি যদি আমাদেরকে তাঁর দ্বারা আরো উপকৃত হতে দিতেন! অতঃপর আমরা খায়বারে পৌঁছে শত্রুদেরকে অবরোধ করলাম। অবশেষে এক সময় খাদ্যের অভাবে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন। বিজয় লাভের দিন সন্ধ্যা বেলায় মুসলিমরা রান্নাবান্নার জন্য ব্যপকভাবে আগুন জ্বালালে নবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেনঃ এ কিসের আগুন? কি জন্যেই বা এ আগুন জ্বালানো হয়েছে? লোকজন বললঃ গোশত পাকানোর জন্য জ্বালানো হয়েছে। আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ কিসের গোশত পাকানো হচ্ছে। তারা বললঃ গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ এ সব গোশত ফেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বললঃ আমরা যদি গোশতগুলো ফেলে দেই এবং ডেকচিগুলো ধুয়ে নেই, তাহলে যথেষ্ট হবে না? নবী (ﷺ) বললেনঃ তা করতে পার। যুদ্ধের ময়দানে লোকেরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে আমের বিন আকওয়ার তরবারিটি ছিল খাটো। তিনি তরবারি উঠিয়ে এক ইহুদীর পায়ে আঘাত করতে গেলে তলোয়ারটি ঘুরে এসে তাঁর পায়ে আঘাত করল। এতে আমেরের হাঁটুর ঠিক উপরে আঘাত লাগল। এ আঘাতেই তিনি মারা গেলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ লোকেরা ফেরত আসার সময় সালামা বিন আকওয়া বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে চিন্তিত দেখে আমার হাত ধরে বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললামঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! লোকজন বলাবলি করছে যে, আমেরের সব আমল বরবাদ হয়ে গেল। নবী (ﷺ) বললেনঃ যারা এ ধরণের কথা বলছে, তারা মিথ্যা বলছে। তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি ছাওয়াব- এ কথা বলে নবী (ﷺ) তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। সে অত্যন্ত পরিশ্রমী বীর মুজাহিদ ছিল। মদীনাতে বসবাসকারী তাঁর মত গুণ সম্পন্ন যুবক খুব কমই পাওয়া যাবে।

١٦٠٤ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلاً... تَقَدَّمَ فِي الصَّلاَةِ وَزَادَ هُنَا: فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ. (بخارى:٤١٩٧)

১৬০৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতের বেলা

খায়বারে গিয়ে পৌছলেন। হাদীছটি কিতাবুস্ সালাতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, নবী (ﷺ) যুদ্ধ করতে সক্ষম যুবকদেরকে হত্যা করলেন এবং শিশুদেরকে বন্দী করলেন।

١٦٠٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ» وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَقَالَ لِي: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ». (بخارى:٤٢٠٥)

১৬০৫) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খায়বার অভিযানে বের হলেন, তখন একটি উপত্যকায় পৌছে লোকেরা আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এই তাকবীর ধ্বনি বলুন্দ কণ্ঠে উচ্চারণ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। অর্থাৎ তোমরা এত জোরে চিৎকার করে তাকবীর পাঠ করোনা। কেননা তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না; বরং তোমরা যাকে ডাকছো তিনি অতি শ্রবণকারী, অতি নিকটবর্তী। আর তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সওয়ারীর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলতে শুনে বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস! আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত আছি। তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দিব না, যা বেহেশতের ভান্ডারসমূহের একটি ভান্ডার? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনি আমাকে তা শিখিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ তা হলঃ 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

١٦٠٦ــ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ، إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ».

১৬০৬) অন্য বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। আল্লাহ্ অনেক সময় পাপিষ্ঠ লোকের দ্বারাও দ্বীনকে শক্তিশালী করেন।

١٦٠٧ــ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ – رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِلَى عَسْكَرِهِ ، وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم « أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ . قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ أَشْهَدُ

أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ « وَمَا ذَاكَ » . قَالَ الرَّجُلُ الَّذِى ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ . فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ . فَخَرَجْتُ فِى طَلَبِهِ ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِى الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهْوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

১৬০৭) সাহ্‌ল বিন সা'দ আস্-সা'দী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন স্বীয় সেনা ছাউনীতে ফিরে আসলেন এবং অন্যরাও তাদের সেনা ছাউনীতে ফিরে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন একজন লোক দেখা গেল যে, ঐ দিন একাকী বা দলবদ্ধ কোন শত্রুই তার আক্রমণ হতে রেহাই পায় নি; বরং পিছু ধাওয়া করে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেছেন। তাই তার সম্পর্কে এক ব্যক্তি বরলঃ অমুক ব্যক্তি আজ একাই যা করেছে, আমাদের মধ্যে থেকে আর কেউ তা করতে পারে নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ সে তো জাহান্নামের অধিবাসী। এ কথা শুনে মুসলিমদের এক ব্যক্তি বললঃ তার পরিণতি জানার জন্য আমি তার সাথী হবো। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার সাথে বের হল। সে যখনই থামতো সেও থেমে যেতো। আবার সে যখন দ্রুত চলত তখন সেও তার সাথে দ্রুত চলত। অবশেষে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল। তাই সে তরবারির গোড়া মাটিতে রেখে অগ্রভাগ নিজের বুকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। এ দৃশ্য দেখে অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ ব্যাপার কি? সে বললঃ যে লোকটি সম্পর্কে আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী এবং লোকেরা সেই কথাটি কষ্টকর মনে করেছিল বলে আমি তাদেরকে বলেছিলামঃ লোকটির অবস্থা জানার জন্য আমি নিজে তাকে অনুসরণ করব, তাই আমি তার পেছনে লেগে থাকলাম। অতঃপর সে মারাত্মকভাবে আহত হল এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করল। তাই নিজের তরবারির গোড়া মাটিতে রেখে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বুকের সাথে লাগিয়ে সজোরে ঝুকে পড়ে আত্মহত্যা করল। সব কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ অনেক সময় মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করে। অথচ সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমলের ন্যায় আমল করে। অথচ সে জান্নাতী।

١٦٠٨ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: ضُرِبْتُ ضَرْبَةٌ فِي سَاقِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ. (بخارى: ٤٢٠٦)

১৬০৮) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খায়বার যুদ্ধের দিন আমার পায়ের নলায় (গোছায়) প্রচন্ডভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমণ করলাম। তিনি আহত স্থানে তিনবার ফুঁ দিলেন। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমার আর কোন কষ্ট অনুভব হয় নি।

١٦٠٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ

الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلا أَنْ أَمَرَ بِلالاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ.

১৬০৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মদীনা ও খায়বারের মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করেন। এ সময় সাফিয়ার সাথে তাঁর বাসর হয়। আর আমি মুসলিমদেরকে নবী (ﷺ)-এর অলীমার দাওয়াত দিলাম। কিন্তু এ অলীমার দাওয়াতে কোন রুটি বা গোশত ছিল না। ব্যবস্থা যা ছিল তার বিবরণ এই যে, তিনি বেলালকে দস্তরখানা বিছাতে বললে তা বিছানো হল। অতঃপর তিনি তার উপর খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করলেন। মুসলমানেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ সাফিয়া কি উম্মুল মু'মিনীন না ক্রীতদাসী? তখন সবাই বললঃ তিনি যদি তাঁকে পর্দা করান, তাহলে তিনিও একজন উম্মুল মুমিনীন আর যদি পর্দা না করান, তাহলে বুঝতে হবে ক্রীতদাসী। অতঃপর যখন তিনি যাত্রা করলেন তখন সাফিয়ার জন্য পিছনে বসার ব্যবস্থা করলেন এবং পর্দা টানিয়ে আড়াল করে দিলেন।

١٦١٠ــ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (بخارى:٤٢١٦)

১৬১০) আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বার যুদ্ধের দিন মুতআ বা মেয়াদী বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

١٦١١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا

১৬১১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বার যুদ্ধের দিন গণীমতের মাল বন্টনের সময় অশ্বারোহী সৈনিককে দুই অংশ এবং পদাতিক সৈনিককে এক অংশ প্রদান করেছেন।

١٦١٢ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ، فِي ثَلاثَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلاَّ وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ

الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ، وَايْمُ اللَّهِ! لا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلا أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَاللَّهِ لا أَكْذِبُ وَلا أَزِيغُ وَلا أَزِيدُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَمَا قُلْتِ لَهُ»؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ».

(بخارى: ٤٢٣٠، ٤٢٣١)

১৬১২) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা ইয়ামানে থাকাবস্থায় নবী (ﷺ)-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের সংবাদ পেলাম। আমরাও হিজরত করে নবী (ﷺ)-এর নিকট যাত্রা করলাম। আমি এবং আমার দুই ভাইয়ের মধ্যে আমি ছিলাম ছোট। দুই জনের একজনের নাম ছিল আবু বুরদা এবং অন্যজনের নাম ছিল আবু রুহুম। আমাদের সাথে ছিল আমার গোত্রের তিপ্পান্নজন লোক। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজ যোগে আমরা হাবশায় পৌছলাম এবং নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে আমরা জা'ফর বিন আবু তালেবের সাক্ষাত পেলাম এবং সেখানে তাঁর সাথেই অবস্থান করলাম। অবশেষে নবী (ﷺ) যখন খায়বার বিজয় করলেন তখন আমরা সকলেই এক সাথে সেখান থেকে ফেরত এসে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। এই সময় কিছু সংখ্যক লোক আমাদেরকে অর্থাৎ জাহাজে আরোহন করে হিজরতকারীদেরকে বলল যে, আমরা তোমাদের পূর্বেই হিজরত করেছি। আসমা বিনতে উমাইসও আমাদের সাথে জাহাজে করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রী হাফসা বিনতে উমারের সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনিও সবার সাথে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করেছিলেন। এ সময় উমার (রাঃ) তাঁর কন্যা হাফসার নিকট গেলেন। আসমা সেখানেই ছিলেন। আসমাকে দেখে উমার (রাঃ) বললেনঃ এই মহিলাটি কে? হাফসা বললেনঃ এ হচ্ছে আসমা বিনতে উমাইস। তিনি হাবশায় হিজরতকারিণী আসমা! জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণকারীনী আসমা? আসমা বললেনঃ হ্যাঁ। উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ আমরা তোমাদের পূর্বেই হিজরত করেছি তাই তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অধিক নিকবর্তী ও হকদার। এ কথা শুনে আসমা রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ আল্লাহর শপথ! কখনও না। তোমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদেরকে খেতে দিতেন, অজ্ঞ ও জ্ঞানহীনকে উপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে অবস্তিত হাবশা দেশে- যা ছিল শত্রুর দেশ। এ সব কিছু আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কারণেই বরদাশত করেছিলাম। আল্লাহর কসম! আপনি যা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে তা না বলার আগে আমি পানাহার গ্রহণ করব না। আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হত এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হত। আপনার কথা শীঘ্রই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলব এবং জিজ্ঞেস করবো। আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যা বলবো না, অপব্যাখ্যা করবো না এবং বাড়িয়েও বলবো না। অতঃপর যখন নবী (ﷺ) আসলেন, তখন আসমা তাঁকে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! উমার (রাঃ) এসব কথা বলছে। তিনি বললেনঃ তুমি তাঁকে কি বলেছ? আসমা বললেনঃ আমি তাঁকে এরূপ এরূপ কথা বলেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের তুলনায় উমার আমার বেশী ঘনিষ্ঠ ও হকদার নয়। কারণ উমার ও তাঁর অন্যান্য সাথীরা মাত্র একবার হিজরত করেছে। আর তোমরা জাহাজে ভ্রমণকারীরা দুইবার

হিজরত করেছ।

١٦١٣ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ، أَوْ قَالَ: الْعَدُوَّ، قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ». (بخارى:٤٢٣٢)

১৬১৩) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি আশআরী গোত্রের লোকদের কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ সম্পর্কে অবগত আছি। বিশেষ করে যখন তারা রাতের বেলা গৃহে প্রবেশ করে। আর রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামাযে তাদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমি তাদের ঘরগুলো চিনে ফেলি। যদিও দিনের বেলা যখন তারা ঘরে ফিরে তখন আমি তাদের ঘরগুলো দেখি নি। তাদের মধ্যে রয়েছেন একজন বিজ্ঞ লোক। তিনি যখন কোন দল বা শত্রুর মোকাবেলা করেন, তখন তাদেরকে বলেনঃ আমার সাথীগণ তোমাদেরকে তাদের আগমণের অপেক্ষা করতে আদেশ করছেন।

١٦١٤ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا. (بخارى:٤٢٣٣)

১৬১৪) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ খায়বার বিজয়ের পর আমরা নবী (ﷺ)-এর নিকট আগমণ করলাম। নবী (ﷺ) আমাদেরকেও খায়বারের গণীমতের মালের অংশ প্রদান করলেন। যারা খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করে নি তাদের মধ্য থেকে আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অংশ প্রদান করেন নি।

অধ্যায়ঃ উমরাতুল কাযা তথা হুদায়বিয়ার বছর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে ছুটে যাওয়া উমরা কাযা করা

١٦١٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. (بخارى:٤٢٥٨)

১৬১৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ইহ্‌রাম অবস্থায় মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন এবং ইহ্‌রাম খুলে তিনি তাঁর সাথে বাসর করেছিলেন। আর তিনি সারিফ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

টিকাঃ উছমান বিন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ মুহরিম কারও বিবাহ সম্পাদন করতে পারবেনা এবং সে নিজেও বিবাহ করতে পারবেনা। আর এখানে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছ থেকে জানা যাচ্ছে যে, নবী (ﷺ) মায়মুনা (রাঃ)কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। সুতরাং উভয় হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিহ হয়। এর জবাবে আলেমদের থেকে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। (১) কেউ কেউ বলেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীছে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা নবী (ﷺ)-এর জন্য খাস ছিল। (২) মায়মুনা (রাঃ) অন্য বর্ণনা এসেছে, তাঁর সাথে নবী (ﷺ)-এর বিবাহ ইহরাম অবস্থায় হয়নি; বরং হালাল অবস্থাতেই হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীছের অর্থ হচ্ছে, ইহরামের প্রস্তুতি নেওয়ার পর এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বেই বিবাহ সম্পাদিত হয়েছি।

অধ্যায়ঃ শামে (সিরিয়ায়) সংঘটিত মুতার যুদ্ধ

١٦١٦ــ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فَعَبْدُاللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ». قَالَ عَبْدُاللّٰهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. (بخارى:٤٢٦١)

১৬১৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুতার যুদ্ধে যায়েদ বিন হারেছাকে আমীর নিযুক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বলেছিলেনঃ যায়েদ নিহত হলে জা'ফর ইবনে আবু তালেব আমীর হবেন। আর জা'ফর নিহত হলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা আমীর হবেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা সেই যুদ্ধে জা'ফর ইবনে আবু তালেবের লাশ তালাশ করলাম। পরিশেষে আমরা তাঁকে শহীদদের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমরা তাঁর শরীরে নব্বইটির মত অধিক তীর ও বর্শার আঘাতের চিহ্ন দেখেছি।

অধ্যায়ঃ হুরাকাহ্ উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উসামা বিন যায়েদকে প্রেরণ

١٦١٧ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللّٰهُ، فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللّٰهُ»؟ قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (بخارى:٤٢٦٩)

১৬১৭) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে হুরাকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠালে আমরা খুব ভোরে গোত্রটির উপর আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলাম। এ সময় আমি এবং আনসারদের একজন লোক তাদের একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ে ঈমান আনয়নের ঘোষণা করল। এ ঘোষণা শুনে আমার সাথী আনসারী লোকটি তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু আমি স্বীয় বর্শা দ্বারা আঘাত করে তাকে হত্যা করলাম। পরে আমরা মদীনায় ফিরে আসলে খবরটি নবী (ﷺ)-এর কাছে পৌছল। তিনি বললেনঃ হে উসামা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরও কি তুমি তাঁকে হত্যা করেছ? উসামা বলেনঃ আমি বললামঃ সে তো প্রাণ রক্ষার জন্য কালেমা পাঠ করেছিল। নবী (ﷺ) বললেনঃ উক্ত কথাটি অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরও কি তুমি তাঁকে হত্যা করেছ? উসামা বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি এ দিনটির পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে কতই না ভাল হত।

١٦١٨ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ. (بخارى:٤٢٧١)

১৬১৮) সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ)-এর সাথে

সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি এবং অন্য যেসব সেনাদল তিনি প্রেরণ করেছেন তার নয়টিতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। তার মধ্যে একবার আবু বকর আমাদের আমীর ছিলেন এবং একবার উসামা বিন যায়েদ আমাদের আমীর ছিলেন।

অধ্যায়ঃ রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ

١٦١٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاف، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. (بخارى:٤٢٧٦)

১৬১৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) দশ হাজার মুসলিমসহ মদীনা থেকে রামাযান মাসে বের হলেন। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল মদীনায় আগমণের সাড়ে আট বছর পর। তিনি ও তাঁর সাথীগণ রোযা অবস্থায় মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গার মধ্যবর্তী কুদাইদ নামক ঝর্ণার পাশে পৌঁছলে তিনি রোযা ভেঙে ফেললেন। অন্যরাও রোযা ভঙ্গ করে ফেললেন।

١٦٢٠ــ وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا

১৬২০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) রামাযান মাসে মদীনা হতে হুনাইনের উদ্দেশ্যে বের হলেন। নবী (ﷺ)-এর সাথে সকল লোকের অবস্থা এক রকম ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ ছিল রোযাদার আবার কেউ ছিল রোযাহীন। নবী (ﷺ) বাহনের উপর ঠিক হয়ে বসে এক পাত্র দুধ অথবা পানি আনতে বললেন। অতঃপর পাত্র নিজের হাতে অথবা সওয়ারীর পিঠে রেখে লোকদের দিকে তাকালেন। এ দেখে রোযাহীন লোকেরা রোযাদারদের ডেকে বললেনঃ তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেল।

অধ্যায়ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (ﷺ) কোথায় পতাকা স্থাপন করেছিলেন?

١٦٢١ــ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرٍو. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرٌو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: «احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ». فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَمُرُّ كَتِيبَةٌ كَتِيبَةٌ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ قَالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ غِفَارُ. قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارَ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَرَّتْ سُلَيْمٌ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ! الْيَوْمَ

يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ»؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ». قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ! هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ، قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُدَا، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﷺ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ. (بخارى: ٤٢٨٠)

১৬২১) উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কুরাইশদের কাছে যখন এ খবর পৌছল তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব্, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদাইল বিন ওয়ারকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খবর নেয়ার জন্য বের হল। সামনে অগ্রসর হয়ে তারা মার্‌রুয্ যাহ্‌রান নামক স্থানে গিয়ে দেখল যে স্থানে স্থানে অসংখ্য আগুন জ্বালানো হয়েছে। মনে হচ্ছিল এ যেন হজ্জের মৌসুমে আরাফাত ময়দানে জ্বালানো আগুনের মত। আবু সুফিয়ান বললঃ এসব আলো কিসের? এ যেন আরাফাতের আলো। ওয়ারকা বিন বুদাইল বললঃ এসব বনী আমর গোত্রের আলো। জবাবে আবু সুফিয়ান বললঃ বনী আমর গোত্রের লোকসংখ্যা তো এর চেয়ে অনেক কম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রক্ষীরা তাদেরকে দেখে ফেলল এবং পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে গেল। এদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় ফেরত আসছিলেন তখন আব্বাস (রাঃ)কে বললেনঃ আবু সুফিয়ানকে সেনাদলের সংকীর্ণ পথে দাঁড় করাও। যেন সে মুসলিমদের সমস্ত সেনাবাহিনীকে স্বচক্ষে দেখতে পায়। সুতরাং আব্বাস (রাঃ) তাকে এরূপ একটি স্থানে থামিয়ে রাখলেন। অতঃপর নবী (ﷺ)-এর সাথে আগমণকারী গোত্রসমূহের লোকেরা আলাদাভাবে দলবদ্ধ হয়ে আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে লাগল। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করল। তা দেখে আবু সুফিয়ান বললেনঃ হে আব্বাস! এরা কোন্ গোত্রের লোক? আব্বাস বললেনঃ এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বললেনঃ আমার ও গিফার গোত্রের মধ্যে তো কোন শত্রুতা যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কলহ-বিবাদ ছিল না। অতঃপর জুহাইনা গোত্র অতিক্রম করল। এবারও আবু সুফিয়ান অনুরূপ প্রশ্ন করল। তারপর সা'দ বিন বিন হুযাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করল। আবু সুফিয়ান এবারও অনুরূপ প্রশ্ন করল। তারপর সুলাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করল। আবু সুফিয়ান এবারও অনুরূপ প্রশ্ন করল। এরপর এমন একটি সেনাদল অতিক্রম করল, যার অনুরূপ সেনাদল আবু সুফিয়ান কখনও দেখে নি। সে প্রশ্ন করলঃ এরা কোন্ গোত্রের সেনাদল? আব্বাস বললেনঃ এরা আনসারী গোত্রের লোক। তাদের নেতৃত্বে ছিল সা'দ বিন উবাদা। তিনি পতাকা বহন করে নিচ্ছিলেন। সা'দ বিন উবাদা বললেনঃ হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন। আজকের দিন কাবার ভিতরেও রক্তপাত হালাল হবে। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বললঃ হে আব্বাস! হেফাজতের দিন কতই না উত্তম! অতঃপর সবচাইতে ছোট একটি সেনাদল অতিক্রম করল। তাতে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ। যুবাইর ইবনে আওয়ামের নিকট ছিল নবী (ﷺ)-এর পতাকা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আবু সুফিয়ানের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ উম্মাদা যা বলেছে তা কি আপনি শুনেন নি? তিনি বললেনঃ উম্মাদা কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বললঃ সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সা'দ মিথ্যা কথা বলেছে। বরং আল্লাহ্ তাআলা আজকের দিনে কাবাকে মর্যাদায় ভূষিত করবেন আর আজকের দিনে কাবাকে গিলাফ দিয়ে আচ্ছাদিত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাজুন নামক স্থানে তাঁর পতাকা স্থাপনের আদেশ দিলেন। আব্বাস (রাঃ) যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে বললেনঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি তোমাকে এখানে পতাকা স্থাপনের আদেশ করেছেন? উরওয়া বলেনঃ আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেদিন (মক্কা বিজয়ের দিন) খালিদ বিন ওয়ালীদকে মক্কার উঁচু ভূমি কাদার দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করার আদেশ করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'কুদা' নামক এলাকা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন খালেদের সৈনিকদের মধ্য হতে দুইজন লোককে হত্যা করা হয়েছিল। একজন ছিলেন কুরাইশ ইবনুল আশআর এবং অন্যজন ছিলেন কুর্য বিন যাবের আল-ফেহরী।

١٦٢٢ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ. (خاري: ٤٢٨١)

১৬২২) আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মক্কা বিজয়ের দিন উটনীর উপর বসা অবস্থায় দেখেছি। তখন তিনি মিষ্টি স্বরে সূরা ফাত্হ পাঠ করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ যদি আমার পাশে লোকজন জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে আমিও তার মত মিষ্টি স্বরে কুরআন পাঠ করে শুনাতাম।

١٦٢٣ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) (جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ).

১৬২৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (ﷺ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কাবা ঘরের আশেপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি নিজের হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেনঃ সত্যের আগমণ ঘটেছে এবং মিথ্যা পলায়ন করেছে। সত্য এসেছে, মিথ্যা পুনরায় আসবে না।

অধ্যায়ঃ

١٦٢٤ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ﷺ قَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعَمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا. فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ

كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت ألقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. (بخاري:٤٣٠٢)

১৬২৪) আমর বিন সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা মানুষের যাতায়াতের পথের পাশে অবস্থিত একটি ঝর্ণার পাশে বসবাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে বহু কাফেলা অতিক্রম করত। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে, লোকজনের কি অবস্থা? নবুওয়াতের দাবীদার লোকটিরই বা অবস্থা কি? লোকেরা জবাব দিত যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে অহী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর কাছে এই সব বিষয়ে অহী (কুরআনের এই সব আয়াত) পাঠিয়েছেন। আর আমি এই সব কথা মুখস্থ করে রাখতাম। যেন সেগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকত। আরববাসীরা ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা বলতঃ তাঁকে এবং তাঁর কাওমকে অবকাশ দাও। তিনি যদি তাদের উপর জয়লাভ করতে পারেন, তবে তিনি সত্য নবী। সুতরাং মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হলে প্রত্যেক গোত্র তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকল। অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্রই চাইল যে সে প্রথম মুসলিম হবে। আমার পিতা আমার গোত্রের অন্যান্য লোকদের পূর্বেই ইসলামে প্রবেশ করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলেনঃ অমুক সময় অমুক নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে আর যে কুরআন বেশী জানে, সে ইমাম হবে। তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখল। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন পাঠকারী আর কেউ ছিল না। কারণ আমি মুসাফিরদের কাছ থেকে শুনে শুনে কুরআন মুখস্থ করতাম। এজন্যই তারা আমাকে ইমাম নিযুক্ত করল। এ সময় আমার বয়স ছিল ছয় কিংবা সাত বছর। আমার পরনে ছিল মাত্র একটি চাদর। আমি সেজদায় গেলে চাদর উপরে উঠে যেত। এ অবস্থা দেখে গোত্রের একজন মহিলা বললঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনের অংশ আমাদের থেকে আবৃত করছ না কেন? পরিশেষে তারা একটি কাপড় কিনে আমার জন্য একটি জামা তৈরী করে দিল। সেই জামা পেয়ে আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত আনন্দিত হয়নি।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ বিশেষ করে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল------আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা তাওবাঃ ২৪-২৭)

١٦٢٥ــ عن عبد الله ابن أبي أوفى: أنه كان بيده مرزبة، قال: شربتها مع النبي ﷺ يوم حنين.

১৬২৫) আব্দুল্লাহ্ বিন আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর হাতে ছিল আঘাতের একটি চিহ্ন। তিনি বলেনঃ আমি হুনাইন যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ)-এর সাথে থেকে এ আঘাত পেয়েছিলাম।

অধ্যায়ঃ আওতাস যুদ্ধ

١٦٢٦ــ عن أبي موسى ﷺ قال: لما فرغ النبي ﷺ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريدا وهزم الله المشركين، قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته،

رَمَاهُ خَثْعَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَّبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحِي؟ أَلاَ تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ». وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ». فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا». (بخاری:۴۳۲۳)

১৬১৬) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুনাইন যুদ্ধ শেষে নবী (ﷺ) আবু আমেরকে একটি সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আওতাস গোত্রের প্রতি পাঠালেন। তিনি সেখানে দুরাইদ বিন সিম্মাহ্‌এর সাথে মোকাবেলা করেন। দুরাইদ নিহত হল এবং আল্লাহ্ তাআলা তার সাথীদেরকে পরাজিত করলেন। আবু মূসা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু আমেরের সাথে আমাকেও পাঠালেন। আবু আমেরের হাঁটুতে একটি তীর বিদ্ধ হল। জুশাম গোত্রের এক ব্যক্তি তীরটি নিক্ষেপ করেছিল। তীরটি তাঁর হাঁটুর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ আমি আবু আমেরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ চাচাজান! কে আপনাকে তীর মেরেছে? তিনি আবু মূসা (রাঃ)কে ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেনঃ ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরে হত্যা করেছে। আবু মূসা বলেনঃ তার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে আমি তার কাছে গেলাম। সে আমাকে দেখে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পেছনে ধাওয়া করলাম যে, ওরে বেহায়া! থামিস না কেন? সে থেমে গেল। আমরা দু'জন তলোয়ার নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম। পরিশেষে আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর আমি আবু আমেরকে বললামঃ আল্লাহ্ আপনার হত্যাকারীকে মেরে ফেলেছেন। তিনি বললেনঃ আমার হাঁটু থেকে তীরটি আগে বের করে দাও। আমি তীরটি টেনে বের করে আনলাম। তা থেকে (আহত স্থান থেকে) পানি বের হল। তিনি বললেনঃ হে আমার ভাতিজা! নবী (ﷺ) কে আমার সালাম জানাবে এবং তাঁকে আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। আর আবু আমের আমাকে তাঁর স্থলে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচে রইলেন। অতঃপর মারা গেলেন। আমি ফিরে এলাম এবং নবী (ﷺ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। এ সময় তিনি নিজের গৃহে খেজুর গাছের ছাল দিয়ে পাকানো রশি দ্বারা নির্মিত একটি খাটের উপর শুয়ে ছিলেন। খাটের উপর একটি হালকা বিছানা ছিল। তাঁর পিঠে ও পার্শ্বদেশে খাটের রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁকে আমাদের ও আবু আমেরের সব খবর জানালাম এবং তাঁকে এ কথাও জানালাম যে, আবু আমের আপনাকে তাঁর জন্য দুআ করতে বলেছেন। তিনি পানি আনিয়ে অযু করলেন তারপর দু'হাত তুলে বললেনঃ হে আল্লাহ্! আবু আমের উবাইদকে ক্ষমা কর। তিনি এই পরিমাণ হাত উঠালেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ

হে আল্লাহ্! কিয়ামতের দিন তাঁকে তোমার সৃষ্টি মানব জাতির অধিকাংশের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আবু মুসা বলেনঃ আমি বললামঃ আমার জন্যও মাগফিরাতের দু'আ করুন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্! আব্দুল্লাহ্ ইবনে কায়েসের (আবু মুসার) গুনাহ্ মাফ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও।

অধ্যায়ঃ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়

١٦٢٧ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا؟ فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلْنَ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ». (خاري:٤٣٢٤)

১৬২৭) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার কাছে এক হিজড়া বসা ছিল। তখন নবী (ﷺ) আমার নিকট প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম সে আব্দুল্লাহ্ বিন উমাইয়্যাকে বলছেঃ দেখো! আল্লাহ্ যদি আগামী কাল তোমাদেরকে তায়েফ বিজয় দান করেন তাহলে তুমি গাইলানের একটি মেয়েকে নিয়ে নিও। কারণ সে সামনে আসলে তার পেটে চারটি ভাঁজ পড়ে। আর পিঠ ফিরালে আটটি ভাঁজ পড়ে। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ এখন থেকে এরা যেন তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে না পারে।

١٦٢٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا، قَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ، وَقَالَ مَرَّةً: «نَقْفُلُ». فَقَالَ: «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ». فَغَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَأَعْجَبَهُمْ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ. (خاري:٤٣٢٥)

১৬২৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তায়েফ অবরোধ করলেন এবং তাদের থেকে তিনি কিছুই অর্জন করতে পারলেন না তখন তিনি বললেনঃ ইনশা-আল্লাহ্ আমরা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবো। এ বিষয়টি মুসলিমদের কাছে ভারী মনে হল। তারা বললঃ আমরা কি এটাকে বিজয় না করেই চলে যাবো? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথা শুনে বললেনঃ ঠিক আছে আগামীকাল সকালে গিয়ে লড়াই কর। কাজেই তারা লড়াই করল। ফলে তারা আহত হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আগামী কাল ইনশা-আল্লাহ্ আমরা ফিরে যাব। এখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ ফরমান মুসলিমদেরকে খুশী করল। এতে তিনি হেসে দিলেন।

١٦٢٩ــ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنهما قَالَا: سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». (خاري:٤٣٢٧)

১৬২৯) সা'দ ও আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী করে, তার জন্য বেহেশত হারাম।

অপর বর্ণনায় এসেছে, উপরোক্ত দুইজন সাহাবীর একজন আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর চালিয়েছেন। আর অপরজন হচ্ছেন তাদেরই একজন যারা তায়েফের প্রাচীর টপকিয়ে নবী (ﷺ)-

এর নিকট আগমণ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, যে তেইশজন লোক তায়েফ থেকে নবী (ﷺ)-এর নিকট এসেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি।

١٦٣٠ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ». فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: «رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلا أَنْتُمَا». قَالا: قَبِلْنَا. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا». فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلا، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلا لأُمِّكُمَا. فَأَفْضَلا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً

(بخارى:٤٣٢٨)

১৬৩০) আবু মুসা আশআরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান জি'রানায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল (রাঃ)। তখন একজন গ্রাম্য লোক নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলঃ আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করবেন না? তিনি বললেনঃ সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বললঃ আপনি অনেকবার সুসংবাদের কথা শুনিয়েছেন। এতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে আবু মুসা ও বেলালের দিকে ফিরে বললেনঃ এ ব্যক্তি সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তোমরা দুজনে তা গ্রহণ কর। তাঁরা দু'জন বললেনঃ আমরা তা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন। তিনি তাঁর উভয় হাত ও মুখমন্ডল তাতে ধুয়ে কুলি করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা দু'জন এ পানি থেকে পান কর এবং নিজেদের চেহারা ও বুকে ছিটাও আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাঁরা পেয়ালা হাতে নিয়ে তাই করলেন। পর্দার অন্তরাল থেকে উম্মে সালামা ডাক দিয়ে বললেনঃ তোমাদের মায়ের জন্যও কিছুটা রেখে দাও। ফলে তারা তাঁর জন্যও কিছুটা রেখে দিলেন।

١٦٣١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ»؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ»

১৬৩১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদা আনসারদের কতিপয় লোককে একত্রিত করে বললেনঃ কুরাইশরা নও মুসলিম এবং তারা অল্প কিছু দিন আগে থেকে মসীবত বরদাশত করা শুরু করছে। আমি তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করছি। তোমরা কি তাতে সন্তুষ্ট নও যে লোকেরা দুনিয়া হাসিল করে নিয়ে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে? আনসাররা বললঃ হ্যাঁ, সন্তুষ্ট আছি। তিনি বললেনঃ যদি সব লোক একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা চলে অন্য একটি গিরিপথ দিয়ে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা অথবা আনসারদের গিরিপথ দিয়ে চলব।

অধ্যায়ঃ খালিদ বিন ওয়ালীদকে বনী জাযীমায় প্রেরণ

١٦٣٢ــ عَنْ عبد الله بن عمر قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِى جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا . فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَأَمَرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِى وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى أَسِيرَهُ . فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ . مَرَّتَيْنِ

১৬৩২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) খালীদ বিন ওয়ালীদকে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। তারা ইসলাম কবুল করে নিল, তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি- এ কথাটি তারা ভালভাবে উচ্চারণ করতে পারল না। তারা বলতে লাগলঃ আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি। আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি। কিন্তু খালেদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করতে থাকলেন। একদিন খালেদ আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ বন্দী হত্যা করার হুকুম দিলেন। আমি বললামঃ আল্লাহর কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার কোন সাথী নিজের বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নবী (ﷺ)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তখন নবী (ﷺ) হাত উঠিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ্! খালেদ যা করছে তার দায় থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহ্মী ও আলকামা ইবনে মুজায্যায আল-মুদলিজির সেনাদল। একে আনসার সেনাদলও বলেছেন

١٦٣٣ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَهَمُّوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». (بخارى:٤٣٤٠)

১৬৩৩) আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন। জনৈক আনসারকে তার আমীর নিযুক্ত করলেন এবং সেনাদলের সবাইকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। কোন কারণে আমীর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন। নবী (ﷺ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম দেন নি? তারা বললঃ হ্যাঁ। আমীর বললেনঃ তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ কর। তারা কাঠ সংগ্রহ করল। তিনি বললেনঃ এবার কাঠে আগুন লাগাও। তারা কাঠে আগুন লাগালো। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আগুনের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়। লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প করল। কিন্তু তারা পরস্পরকে বাঁধা দিতে লাগল এবং বলতে লাগলোঃ আমরা তো জাহান্নামের আগুন থেকে নবী (ﷺ)-এর (আদর্শের) আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে তারা ইতস্তত করতে করতে একসময় আগুন নিভে গেল। আর ওদিকে

আমীরের রাগও থেমে গেল। নবী (ﷺ)-এর কাছে যখন এ খবর পৌছল, তখন তিনি বললেনঃ যদি তারা ঐ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে বের হত না। আনুগত্য কেবলমাত্র সৎকাজের ক্ষেত্রেই হতে হবে।

অধ্যায়ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশআরী ও মুআয বিন জাবালকে ইয়ামানে প্রেরণ

١٦٣٤ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَه وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاف، قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلافَان، ثُمَّ قَالَ: «يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا». فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِه، قَالَ: وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِه كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِه أَحْدَثَ بِه عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْه، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِه قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِه أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِه حَتَّى انْتَهَى إِلَيْه، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْه النَّاسُ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِه، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَاللَّه بْنَ قَيْسٍ أَيْمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِه، قَالَ: لا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ: إِنَّمَا جِيءَ بِه لِذَلِكَ فَانْزِلْ، قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، فَأَمَرَ بِه فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَاللَّه كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي، كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي.

(بخارى:٤٣٤٢)

১৬৩৪) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাকে ও মুআয বিন জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন। তাদের প্রত্যেককে পাঠালেন পৃথক পৃথক প্রদেশে। বর্ণনাকারী বলেনঃ ইয়ামানে ছিল দু'টি প্রদেশ। অতঃপর নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা উভয়ে মানুষের জন্য সহজ করবে, তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করবে না, তাদেরকে সুসংবাদ দিবে এবং দূরে সরিয়ে দিবে না। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেনঃ তাদের প্রত্যেকে যখন নিজের হুকুমাতের সীমানায় সফর করতেন আর তা হত তার অন্য সাথীর কাছাকাছি, তখন তারা সাক্ষাত করে সালাম বিনিময় করতেন। মুআয (রাঃ) একবার তার সীমানায় এবং আবু মুসা (রাঃ)-এর অঞ্চলের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় সফর করলেন। মুআয (রাঃ) খচ্চরের উপর আরোহন করে আবু মুসার নিকট আসলেন। আবু মুসা (রাঃ) তখন বসা ছিলেন। তাঁর চার পাশে ছিল লোকদের জামায়াত। এ সময় দেখলেন তাঁর কাছে একজন লোককে গলার সাথে হাত বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। মুআয (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ্ ইবনে কায়েস! লোকটি কে? তিনি বললেনঃ এ লোকটি ইসলাম কবুল করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মুআয (রাঃ) বললেনঃ তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বাহন থেকে নামবো না। আবু মুসা বললেনঃ হত্যা করার জন্যই তাকে এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং আপনি নামুন। তিনি বললেনঃ তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বাহন থেকে নামবো না। সুতরাং আবু মুসার হুকুমে তাকে হত্যা করা হলো। অতঃপর তিনি নেমে বললেনঃ হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কিভাবে কুরআন পড়েন? জবাবে আবু মুসা (রাঃ) বললেনঃ আমি থেমে থেমে কুরআন পড়ি। আবু মুসা জিজ্ঞেস করলেনঃ হে মুআয আপনি কিভাবে কুরআন পড়েন? মুআয বললেনঃ আমি রাতের প্রথম দিকে শুয়ে পড়ি। অতঃপর এক ঘুম দিয়ে উঠে যাই এবং আল্লাহ্ আমার জন্য যতটা মনজুর করেন ততটা পড়ে নেই। আমি নিজের ঘুম ও জাগ্রত হওয়া উভয়কেই সমান সাওয়াব মনে করি।

١٦٣٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ»؟ قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». (بخارى:٤٣٤٣)

১৬৩৫) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁকে ইয়ামানে পাঠালেন। আবু মুসা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ামানের তৈরী শরাবগুলো সম্পর্কে। নবী (ﷺ) বললেনঃ সেগুলো কী কী? তিনি বললেনঃ সেগুলো হচ্ছে, বিত্‌উ ও মিয্‌রু অর্থাৎ মধু ও যবের তৈরী শরাব। নবী (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম।

অধ্যায়ঃ আলী বিন আবু তালেব ও খালীদ বিন ওয়ালীদকে ইয়ামানে প্রেরণ

١٦٣٦ــ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: «مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ». فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ: فَغَنِمْتُ أَوَاقِ ذَوَاتِ عَدَدٍ. (بخارى:٤٣٤٩)

১৬৩৬) বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে খালীদ বিন ওয়ালীদের সাথে ইয়ামানে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আলী (রাঃ)কে খালীদ বিন ওয়ালীদের স্থানে প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে বলে দিলেনঃ খালেদের সাথীদেরকে বলে দেবে তোমার সাথে যারা যেতে চায়, তারা যেতে পারে আর যারা মদীনায় ফেরত আসতে চায়, তারা ফেরত আসতে পারে। বারা বিন আযিব বলেনঃ আমি আলীর সহগামীদের দলে থাকলাম। ফলে আমি কয়েক উকীয়া রৌপ্য গণীমতের মাল হিসাবে লাভ করলাম।

١٦٣٧ــ عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلا تَرَى إِلَى هَذَا؟! فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا»؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لا تُبْغِضْهُ، فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ». (بخارى:٤٣٥٠)

১৬৩৭) বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আদায় করার জন্য আলী (রাঃ)কে খালীদ বিন ওয়ালীদের নিকট পাঠালেন। আমি আলী (রাঃ)-এর বিরোধীতা করতাম। আলী (রাঃ) সেখানে গোসল করলেন। আমি খালীদ বিন ওয়ালীদকে বললামঃ তুমি কি ওকে দেখছ না? যখন আমরা নবী (ﷺ)-এর কাছে ফেরত আসলাম, তখন তাঁকে এ ব্যাপারে বললাম। তিনি বললেনঃ হে বুরাইদা! তুমি কি আলী (রাঃ)কে ঘৃণা কর? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাঁকে ঘৃণা করোনা। কারণ খুমুস থেকে তার প্রাপ্য এর চেয়ে অনেক বেশী।

١٦٣٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ

الأَزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: «وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ»؟ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي». فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ». قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». وَأَظُنُّهُ قَالَ: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ». (بخارى:٤٣٥١)

১৬৩৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য পরিচ্ছন্ন চামড়ার থলের মধ্যে সামান্য স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন, যা ধুলাবালি থেকে তখনও আলাদা করা হয় নি। তিনি চারজনের মধ্যে সোনাটি বন্টন করে দিলেন। এরা হচ্ছেনঃ উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা বিন হাবেস, যায়েদুল খাইল আর চতুর্থ জন হচ্ছেন আলকামাহ বা আমের ইবনে তুফাইল। তার সাথীদের একজন বললঃ এ লোকগুলোর চেয়ে আমরা এর বেশী হকদার। বর্ণনাকারী বলেনঃ কথাটি নবী (ﷺ)-এর কানে পৌছল। তিনি বললেনঃ তোমাদের কি আমার উপর আস্থা নেই? অথচ আমি ঐ আল্লাহর একজন আস্থা ভাজন ব্যক্তি, যিনি আকাশে আছেন। আমার কাছে দিন-রাত আকাশের খবর আসছে। এ সময় এমন এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যার চোখ দু'টি ছিল ভ্রুর মধ্যে লুকায়িত, গাল ছিল ফোলা, কপাল ছিল উঁচু, দাড়ি ছিল ঘন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং তহবন্দ ছিল অনেক উপরে। সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্কে ভয় করুন। তিনি বললেনঃ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও, সারা দুনিয়ার মাঝে আমি কি আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশী ভয় করার হকদার নই? বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর লোকটি চলে গেল। খালেদ বিন ওয়ালীদ আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁকে হত্যা করব না? তিনি জবাবে বললেনঃ না, হয়তবা সে নামায পড়ে। খালেদ বিন ওয়ালীদ বললেনঃ এমন অনেক নামাযী আছে যারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের মনের মধ্যে নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আমাকে লোকদের দিল চিরে ফেলার ও তাদের পেট ফেড়ে ফেলার আদেশ দেয়া হয় নি। বর্ণনাকারী বলেনঃ তারপর তিনি ঐ লোকটির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তখনো সে পিঠ ফিরে চলে যাচ্ছিল। তিনি তার দিকে দৃষ্টি রেখে বললেনঃ ঐ ব্যক্তির বংশে এমন এক প্রজন্মের উদ্ভব হবে, যারা সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না। দ্বীন তাদের কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে পড়বে, যেমনভাবে ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার মনে পড়ছে যে, তিনি একথাও বলেছেনঃ আমি যদি সেই জাতিকে পাই, তাহলে সামুদ জাতির মত তাদেরকে হত্যা করবো।

অধ্যায়ঃ যুল খালাসার যুদ্ধ

١٦٣٩ــ تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَرِيرٍ ﷺ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ»؟ وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ جَرِيرٌ: وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ، فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ، قَالَ: فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، وَكَسَرَهَا، قَالَ: وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلامِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَا هُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ: فَقَالَ:

لَتَكْسِرَنَّهَا، وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، قَالَ: فَكَسَرَهَا، وَشَهِدَ. (بخارى:٤٣٥٧)

১৬৩৯) যুল খালাসার ব্যাপারে জারীর (রাঃ)-এর হাদীছটি একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। নবী (ﷺ) তাকে বলেছেনঃ তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে মুক্তি দিবে না? জারীর বলেনঃ যুল-খালাসা হচ্ছে ইয়ামানের খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি ঘর। তাতে ছিল অনেক মূর্তি। সেগুলোর পূঁজা করা হতো। লোকেরা সেই ঘরটিকে কাবা বলতো। বর্ণনাকারী বলেনঃ জারীর সেখানে গিয়ে সেগুলোকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন এবং ভেঙ্গে ফেললেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ জরীর যখন ইয়ামানে আগমণ করলেন তখন সেখানে এমন এক লোক ছিল যে তীরের ফলার সাহায্যে ভাগ্য গণনা করত। তাকে বলা হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দূত এখানে এসেছেন। তিনি তোমাকে ধরতে পারলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ একদিন সে ভাগ্য গণনা করছিল। এমন সময় জারীর সেখানে এসে গেলেন। তিনি তাকে বললেনঃ এ তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলো এবং এ সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দিবো। বর্ণনাকারী বলেনঃ সে তীর ভেঙ্গে ফেলল এবং সাক্ষ্য দিল।

অধ্যায়ঃ জারীর (রাঃ)এর ইয়ামানে গমণ

١٦٤٠ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: كُنْتُ بِالْيَمَنِ، فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلاعٍ وَذَا عَمْرٍو فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرٍو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلاثٍ، وَأَقْبَلا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ، فَسَأَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ، فَقَالاَ: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا، وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ. (بخارى : ٤٣٥٩)

১৬৪০) জারীর (রাঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ আমি ইয়ামানে ছিলাম। সেখানে দু'জন ইয়ামানীর সাথে দেখা হল। তাদের একজনের নাম ছিল যু-কালা এবং অন্যজনের নাম ছিল যু-আমর। আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীছ শুনাতে লাগলাম। যু-আমর আমাকে বললঃ তুমি যা বললে, তা যদি সঠিক হয় তাহলে তুমি জেনে নাও যে, তিনি তিন দিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। এরপর তারা দু'জন আমার সাথে আসলেন। আমরা কেবল সামান্য পথ অতিক্রম করেছিলাম। এমন সময় মদীনার দিক থেকে কিছু সওয়ারী আসতে দেখলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর মৃত্যু হয়ে গেছে। আবু বকরকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। আর লোকেরা কল্যাণের মধ্যেই আছে। এ কথা শুনে যুল-কালা ও যু আমর বললঃ তুমি তোমার সাথী তথা খলীফাকে বলে দিয়ো যে, আমরা এ পর্যন্ত এসেছিলাম। ইনশা-আল্লাহ্ সম্ভবতঃ আমরা আবার আসব। অতঃপর তারা ইয়ামানে চলে গেল।

অধ্যায়ঃ সীফুল বাহারের যুদ্ধ

١٦٤٠ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاثُ مِائَةٍ، فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلا قَلِيلا حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً،

ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا. (بخارى: ٤٣٦٠)

১৬৪১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সমুদ্র সৈকতের দিকে তিনশ সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাদল পাঠান এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহকে সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা বের হলাম। কিছু পথ অতিক্রম করার পর আমাদের পাথেয় (খাদ্য-পানীয়) শেষ হয়ে গেল। আবু উবাইদা সৈন্যদলের অবশিষ্ট খাদ্য একত্রিত করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তা একত্রিত করা হল। এভাবে দুই থলে খেজুর একত্রিত হল। তিনি আমাদেরকে প্রতিদিন সামান্য সামান্য খাদ্য দিতেন। পরিশেষে তাও শেষ হয়ে গেল। এখন একটি করে খেজুর ছাড়া আর আমরা কিছুই পেতাম না। আমি তাকে বললামঃ একটি খেজুর কি তোমাদের পেট ভর্তি করত? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! সেই একটি খেজুর পাওয়াও যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন আমরা এর কদর বুঝতে পারলাম। অতঃপর আমরা বাহ্‌রাইনে (সমুদ্রের তীরে) পৌছলাম। সেখানে গিয়ে বড় টিলার মত একটি মাছ দেখতে পেলাম। লোকেরা তা থেকে আঠারো দিন পর্যন্ত খেল। তারপর আবু উবাইদা মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় খাড়া করার হুকুম দিলেন। অতঃপর তার নীচ দিয়ে একটি বাহন পার করালেন। বাহন তার গা স্পর্শ না করে নীচ দিয়ে পার হয়ে গেল।

অন্য বর্ণনায় আছে, সমুদ্র আমাদের জন্য একটি মাছ ভাসিয়ে দিল। একে বলা হয় আম্বার। আমরা সেখান থেকে অর্ধেক মাস পর্যন্ত খেলাম এবং তার চর্বি শরীরে মালিশ করলাম। এতে আমাদের শরীর আগের মতই হয়ে গেল।

অপর বর্ণনায় আছে, আবু উবাইদা বললেনঃ আমরা যখন মদীনায় আগমণ করলাম তখন নবী (ﷺ)-এর কাছে তা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেনঃ খাও, এটা এমন রিযিক যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বের করেছেন। তোমাদের কাছে যদি কিছু থাকে তাহলে আমাদেরকেও এর স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। তাদের কেউ তার কিছুটা এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

অধ্যায়ঃ উওয়াইনা বিন হিসনের যুদ্ধ

١٦٤٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ قَالَ: قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي، قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا﴾ حَتَّى انْقَضَتْ.

(بخارى:٤٣٦٧)

১৬৪২) আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বনী তামীমেরের একদল লোক নবী (ﷺ)-এর দরবারে আগমণ করলেন। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ কা'কা বিন মা'বাদকে তাদের আমীর নিযুক্ত করুন। উমার (রাঃ) বললেনঃ আকরা বিন হাবিসকে তাদের আমীর নিযুক্ত করুন। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ তুমি শুধু আমার বিরোধীতা করতে চাও। উমার (রাঃ) বললেনঃ আমি তোমার বিরোধীতা করতে চাই না। তাদের বিতর্ক চলতে থাকল। এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। এর উপর ভিত্তি করেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অগ্রণী হয়ো না। আয়াতের শেষ পর্যন্ত--(সূরা হুজরাতঃ ১-২)

অধ্যায়ঃ বনু হানীফার প্রতিনিধি দল ও ছুমামা বি উছালের বর্ণনা

١٦٤٣ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْد، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَال، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِد، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَد، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ». فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِد، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّه مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّه مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ، أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّه مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَلا وَاللَّه، لا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ. (بخارى:٤٣٧٢)

১৬৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) নজদের দিকে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী পাঠালেন। তারা বনু হানীফার ছুমামা বিন উছাল নামক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসল। তারা তাকে মসজিদের একটি খামের সাথে বেঁধে রাখল। নবী (ﷺ) তার কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ ওহে ছুমামা! তোমার কি মনে হচ্ছে? সে বললঃ আমার তো ভালোই মনে হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর আপনি যদি মেহেরবানী করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর মেহেরবানী করবেন। যদি আপনি ধন-সম্পদ চান তাহলে যতটা ইচ্ছা চাইতে পারেন। এ কথা শুনে তিনি তাকে তার অবস্থাতেই ছেড়ে দিলেন। এভাবে একটি দিন পার হয়ে গিয়ে পরের দিন আসল। এবারও তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ওহে ছুমামা তোমার কি মনে হচ্ছে? সে জবাবে বললঃ আমার তাই মনে হচ্ছে, যা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। আপনি যদি মেহেরবানী করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর মেহেরবানী করবেন। এ কথা শুনে তিনি তাকে তার অবস্থাতেই ছেড়ে দিলেন। এভাবে একটি দিন পার হয়ে গিয়ে পরের দিন আসা। এভাবে তৃতীয় দিনও তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ওহে ছুমামা তোমার কি মনে হচ্ছে? সে জবাবে বললঃ আমার তাই মনে হচ্ছে, যা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। এবার তিনি বললেনঃ ছুমামাকে ছেড়ে দাও। তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। পরিশেষে সে মসজিদের নিকটবর্তী কোন একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করল এবং সেখানে গোসল করল। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! সারা দুনিয়ায় আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় চেহারা আমার নিকট আর কোনটিই ছিল না। আর এখন আপনার চেহারা আমার নিকট দুনিয়ার সকল চেহারার চয়ে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীনের চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন দ্বীনই ছিল

না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আল্লাহর কসম! আপনার শহরের চেয়ে অধিক অপ্রিয় শহর আর কোনটিই ছিলনা। আর এখন আপনার শহর আমার কাছে সকল শহরের চেয়ে অধিক প্রিয়। আপনার সৈনিকরা আমাকে পাকড়াও করেছে এমন এক সময় যখন আমি উমরা করার জন্য বের হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে বলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং উমরাহ আদায় করার হুকুম দিলেন। সে যখন মক্কায় পৌঁছল তখন তাকে কোন একজন লোক বললঃ তুমি কি বেদীন হয়ে গেছ? সে বললঃ না, তা হবে কেন? বরং আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! নবী (ﷺ)-এর অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও আসতে পারবে না।

١٦٤٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّــه ﷺ فَجَعَــلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِه تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِه، فَأَقْبَلَ إِلَيْه رَسُولُ اللَّه ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِه فَقَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِه الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّه فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيه مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي». ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّــه ﷺ: «إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيه مَا أُرَيْتُ». فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ فِــي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَــا: كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا: الْعَنْسِيُّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ» (بخارى:٤٣٧٣،٤٣٧٤)

১৬৪৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর যামানায় মুসায়লামা আল-কায্যাব মদীনায় আসল। সে বলতে লাগলঃ মুহাম্মাদ যদি আমাকে তাঁর পরে খলীফা বানিয়ে দেয়, তাহলে আমি তাঁর আনুগত্য করবো। সে তার গোত্রের বহু সংখ্যক লোক নিয়ে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ছাবেত ইবনে কায়েসকে সাথে নিয়ে তার কাছে চললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে ছিল খেজুর গাছের ডালের একটি টুকরা। পরিশেষে তিনি স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে মুসায়লামার নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ যদি তুমি আমার নিকট ডালের এই টুকরাটুকুও চাও, তবুও আমি তোমাকে তা দিবো না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ যা লিখে দিয়েছেন তুমি তা অতিক্রম করতে পারবে না। আর তুমি যদি আমার আনুগত্য অস্বীকার করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমার ধারণা তুমি সেই ব্যক্তি, যার অবস্থা আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এই তো ছাবেত ইবনে কায়েস। সে আমার পক্ষ হতে তোমার কথার উত্তর দিবে। এই বলে নবী (ﷺ) চলে আসলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমি পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলামঃ "আমার ধারণা তুমি সেই ব্যক্তি, যার অবস্থা আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখিয়েছেন"। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ একদা আমি ঘুমন্ত ছিলাম। ঘুমের মধ্যে দেখলামঃ আমার হাতে দু'টো সোনার চুড়ি। চুড়ি দু'টোর ব্যাপার আমাকে পেরেশান করে ফেলল। তখন স্বপ্নে আমাকে অহীর মাধ্যমে জানানো হল যে, চুড়ি দু'টোতে ফুঁ দাও। আমি সে দু'টোতে ফুঁ দিলাম। ফুঁ দেয়ার ফলে চুড়ি দু'টো উড়ে গেল। আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে,

আমার পরে দু'জন মিথ্যুক বের হবে। তাদের একজন হচ্ছে আনাসী আর অন্যজন হচ্ছে মুসাইলামা।

١٦٤٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفَّيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ، فَأُوحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ». (بخارى:٤٣٧٥)

১৬৪৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে দুনিয়ার ধনভান্ডার আমাকে দেয়া হল। তখন আমার হাতে সোনার দু'টি চুড়ি রাখা হল। তা আমার কাছে খুব ভারী মনে হল। আমার কাছে অহী করা হল যে, তুমি তাতে ফুঁ দাও। আমি চুড়ি দু'টোতে ফুঁ দিলে তা উদাও হয়ে গেল। আমি এই দুই মিথ্যুককে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ধরে নিয়েছি। এদের একজন হচ্ছে সানআর অধিবাসী (আসওয়াদ আনাসী) আর অন্যজন হচ্ছে ইয়ামামার অধিবাসী (মুসায়লামা আল-কায্যাব)।

অধ্যায়ঃ নাজরানবাসীদের ঘটনা

١٦٤٦ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لا تَفْعَلْ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاعَنَّا لا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينًا وَلا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلاَّ أَمِينًا فَقَالَ: «لأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِينًا، حَقَّ أَمِينٍ». فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ». فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ». (بخارى:٤٣٨٠)

১৬৪৬) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আকেব ও সায়্যেদ নামক নাজরানের দু'জন সরদার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসল। তারা মুবাহালা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ তাদের একজন অপরজনকে বললঃ তার সাথে মুবাহালা করোনা। কারণ আল্লাহর কসম! যদি তিনি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, আর আমরা তাঁর সাথে মুবাহালা করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরে আমাদের সন্তানরা কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং তারা দু'জনই নবী (ﷺ) কে বললঃ আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন তাই আপনাকে দেবো। আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করুন। বিশ্বস্ত কোন লোক ব্যতীত অন্য কোন লোক আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের সাথে একজন সত্যিকারের আমানতদার লোক পাঠাব। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ হে আবু উবাইদা ইবনে জার্‌রাহ! তুমি দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ ইনি হচ্ছেন এ উম্মাতের আমানতদার।

١٦٤٧ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ». (بخارى:٤٣٨٢)

১৬৪৭) আনাস (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নবী (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মাতের একজন (বিশেষ) আমানতদার আছে। আর এ উম্মাতের (বিশেষ)আমানতদার হচ্ছে আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ।

١٦٤٨ــ عَنْ أَبِي مُوسَىﷺ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا: تَغَفَّلْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَمِينَهُ، لا نُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا، وَقَدْ حَمَلْتَنَا، قَالَ: «أَجَلْ وَلَكِنْ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَتَحَلَّلْتُهَا». (بخارى:٤٣٨٥)

১৪৪৮) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা আশআরী গোত্রের একদল লোক একদিন নবী (ﷺ)-এর কাছে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে সওয়ারী চাইলাম। তিনি আমাদেরকে বাহন দিতে অস্বীকার করলেন। আমরা আবার বাহন চাইলাম। এবার তিনি বাহন না দেয়ার কসম করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নবী (ﷺ)-এর কাছে মালে গণীমতের উট এসে গেলো। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি উট দেবার হুকুম দিলেন। আমরা উট হস্তগত করার পর বললামঃ নবী (ﷺ) তাঁর কসমের কথা ভুলে গেছেন। এ অবস্থায় আমরা কখনও সফলকাম হতে পারবো না। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাদেরকে না দেয়ার কসম করেছিলেন, অথচ আপনি আমাদেরকে বাহন দিলেন। জবাবে তিনি বললেনঃ অবশ্যই কসম খেয়েছিলাম। তবে আমি যদি কখনও কোন কসম খাই এবং তার বিপরীতটাকে ভাল পাই তাহলে যার মধ্যে ভাল আছে সেটাই গ্রহণ করি এবং (কাফফারা দিয়ে) কসম ভঙ্গ করে নেই।

١٦٧٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاءُ فِي أَصْحَابِ الإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ». (بخارى:٤٣٨٨)

১৬৪৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ইয়ামানবাসীগণ তোমাদের কাছে এসেছে। তারা কোমল অন্তর ও সহনশীল হৃদয়ের অধিকারী। ঈমান হচ্ছে ইয়ামানী এবং হিকমতও ইয়ামানী। আর উটওয়ালাদের কাছে রয়েছে গর্ব ও অহঙ্কার এবং বকরী ওয়ালাদের কাছে রয়েছে শান্তি ও ধীরস্থিরতা।

অধ্যায়ঃ বিদায় হজ্জ

١٦٥٠ــ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَدْ تَقَدَّمَ وَذَكَرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ: وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ.

১৬৫০) কাবার অভ্যন্তরে নবী (ﷺ)-এর নামায আদায় করা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)এর হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে এতটুকু অতিরিক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) যেই স্থানে নামায আদায় করেছেন সেখানে ছিল লাল রংএর মরমর পাথর।

١٦٥١ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً، لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا: حَجَّةَ الْوَدَاعِ (بخارى:٤٤٠٤)

১৬৫১) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) উনিশটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর হিজরতের পর মাত্র একবার হজ্জ করেছেন। সেটি ছিল বিদায় হজ্জ। তারপর আর কোন হজ্জ করেন নি।

١٦٥٢ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا»؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا»؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ»؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا»؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ»؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ»؟ مَرَّتَيْنِ. (بخارى:٤٤٠٦)

১৬৫২) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যামানা সেদিন যেখানে অবস্থান করছিল, আবর্তন করতে করতে আজ আবার সেখানে এসে পৌছেছে। বারো মাসে একবছর। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস। তিনটি মাস ধারাবাহিকভাবে পরপর আসে। যুল-কাদ, যুল-হজ্জ এবং মুহার্‌রাম। আর চতুর্থ মাসটি হচ্ছে রজব। এটি আসে জুমাদাউস্ সানী ও শা'বানের মাঝখানে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি মাসটির নাম পালটিয়ে অন্য একটি নাম রাখবেন। তিনি বললেনঃ এটি কি যুল-হজ্জ মাস নয়? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, অচিরেই তিনি এ শহরটির নাম বদলিয়ে অন্য একটি নাম রাখবেন। তিনি বললেনঃ এটি কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ আজ কোন্ দিন? আমরা বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তোবা অচিরেই তিনি দিনটির নাম পালটিয়ে অন্য একটি নাম রাখবেন। তিনি বললেনঃ এটি কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ তোমাদের রক্ত তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সম্ভ্রম ঠিক তেমনভাবে হারাম যেমন এ মাসটি, এ শহরটি ও এ দিনটি হারাম। অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে। তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কাজেই আমার পর গোমরাহ হয়ে যেয়ো না এবং পরস্পর গলা কাটতে শুরু করো না। শোন, তোমরা যারা এখানে হাজির আছো, তারা কথাগুলো অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দিয়ো। কেননা কতক লোক এমন আছে, যাদের কাছে এসমস্ত কথা পৌছানো হয় তারা উপস্থিত হয়ে শ্রবণকারীদের চেয়ে সেগুলোকে বেশী স্মরণ রাখতে পারবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুইবার বললেনঃ আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছি?

١٦٥٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. (بخارى:٤٤١١)

১৬৫৩) আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এবং তাঁর কতিপয় সাহাবী বিদায় হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করেছেন। তাদের কেউ কেউ মাথার চুল খাটো করেছেন।

অধ্যায়ঃ তাবুক যুদ্ধ। একে গাযওয়ায়ে উসরা (কষ্টের যুদ্ধ) বলা হয়

١٦٥٤ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلاَنَ لَهُمْ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ». وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلاَّ سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِي: أَيْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ، وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ، فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ ــ أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ــ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ فَارْكَبُوهُنَّ». فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاَءِ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى. (بخارى:٤٤١٥)

১৬৫৪) আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার সাথীগণ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে পাঠালো। যাতে আমি তাদের জন্য তাঁর কাছে বাহন প্রার্থনা করি। তখন তারা তাঁর সাথে কষ্টের যুদ্ধে তথা তাবুক যুদ্ধে বের হচ্ছিলেন। আবু মুসা বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীগণ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি তাদের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা করেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোন বাহন দেবোনা। তখন তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় ছিলেন। আর আমি তা বুঝতে পারি নি। সুতরাং আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসলাম। দুঃখ এ জন্যে যে, একদিকে তো নবী (ﷺ) আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন না আবার অন্য দিকে আমার ভয় হচ্ছিল, নবী (ﷺ) আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন কি না। যাই হোক আমি আমার সাথীদের নিকট ফিরে আসলাম এবং তাদেরকে নবী (ﷺ)-এর জবাব জানিয়ে দিলাম। সামান্য সময় যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম বেলাল (রাঃ) এই বলে আহবান করছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে কায়েস কোথায়? আমি তার ডাকের জবাব দিলাম। তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে চলুন। তিনি আপনাকে ডাকছেন। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি ছয়টি উটের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ এ দু'টি উট এবং এ দু'টি উট নিয়ে নাও। এগুলো তখনই তিনি সা'দ বিন উবাদার নিকট থেকে ক্রয় করেছিলেন। তিনি আরো বললেনঃ এগুলো নিয়ে তুমি তোমার সাথীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে বলঃ আল্লাহ্ বা আল্লাহর রাসূল এগুলো তোমাদেরকে আরোহনের জন্যে দান করেছেন। সুতরাং তোমরা এগুলোতে আরোহন করো। আমি সেগুলো নিয়ে তাদের কাছে গেলাম এবং বললামঃ নবী (ﷺ) এগুলো তোমাদেরকে আরোহনের জন্য দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা রাসূলুল্লাহ

(ﷺ)-এর প্রথম কথা শুনেছে, তাদের কাছে নিয়ে যাবো। আর তোমরা এ ধারণা করো না যে, আমি তোমাদের কাছে এমন কথা বলেছি, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি। তারা আমাকে বললঃ আল্লাহর কসম! আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলেই জানি। তবুও যদি আমাদেরকে যেতে বল, তাহলে তোমার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। সুতরাং কয়েকজন লোক নিয়ে আবু মুসা ঐ সমস্ত লোকদের কাছে গেলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রথম কথা এবং বাহন না দেয়ার কথা শুনেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং তারা ফেরত এসে সে কথাই বলল যে কথা আবু মুসা তাদের সাথে বলেছিল।

١٦٥٥ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَتَخْلُفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: «أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي».

১৬৫৫) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক যুদ্ধে বের হলেন। তখন আলী (রাঃ)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। আলী (রাঃ) বললেনঃ আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেনঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি, যেমন মুসার কাছে হারুনের মর্যাদা? তবে কথা হচ্ছে, আমার পরে আর কোন নবী নেই।

অধ্যায়ঃ কাব বিন মালেকের ঘটনা এবং আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ্ ঐ তিনজনের তাওবা কবুল করলেন, যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল

١٦٥٦ــ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ، وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٌ، قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلالُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ

يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا، وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلا رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ»؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ»؟ فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ، فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَيَّ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا

رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي، دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لا بَلِ اعْتَزِلْهَا، وَلا تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ، قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنْ لا يَقْرَبْكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلامِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ، أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ! أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلا أُنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي

بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ. (بخارى:٤٤١٨)

১৬৫৬) কাব বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, তার মধ্য হতে তাবুক ও বদর যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনটিতেই আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। তবে যারা বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল, তাদের কাউকে তিনি দোষারোপ করেন নি। বদর যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে আক্রমণ করা। হঠাৎ এক সময় আল্লাহ্ তাঁদেরকে শত্রুর মুখোমুখী করে দেন। আর আকাবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে হাজির ছিলাম। এ সময় তিনি ইসলামের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। যদিও বদর যুদ্ধের ঘটনাটি ছিল মুসলিমদের মাঝে সবচেয়ে অধিক আলোচিত একটি ঘটনা, কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল আমার কাছে লাইলাতুল আকাবা। আমার ব্যাপারটি এরূপ ছিল যে, তাবুক যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকার সময় আমি অন্য সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহর শপথ! ইতিপূর্বে আমার নিকট কখনও একসাথে দু'টি বাহন ছিল না। অথচ এ যুদ্ধের সময় আমি দু'টি বাহনের মালিক হয়ে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিয়ম ছিল তিনি যখনই কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, তখন সুস্পষ্ট করে যুদ্ধের স্থানের নাম জানাতেন না; বরং তিনি প্রথমে অস্পষ্ট কতিপয় শব্দ ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাবুক যুদ্ধ করলেন তখন ছিল প্রচন্ড গরম। পথ ছিল দীর্ঘ ও বিপদাপদপূর্ণ। শত্রুর সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ জন্যই তিনি মুসলিমদের কাছে বিষয়টি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলেন। যাতে তারা ভালভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তিনি সেই যুদ্ধের কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। বিপুল সংখ্যক মুসলিম তাঁর সাথে যাত্রা করলেন। তবে এমন কোন খাতা (রেজিষ্ট্রি খাতা) ছিল না, যাতে তাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ থাকতো। কা'ব বলেনঃ যে ব্যক্তি সেদিন অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করতো, তার ধারণা ছিল যে অহী না আসা পর্যন্ত তার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই যুদ্ধটি এমন এক সময় করলেন, যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসা আরামদায়ক মনে হত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সাথীগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আমি

সকাল বেলা প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা চিন্তা করতাম। কিন্তু সারা দিন চলে যেতো অথচ আমি কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারতাম না। আমি মনকে এ বলে শান্তনা দিতাম যে, আমি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। এরই মধ্যে লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। একদিন সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। অথচ তখনো আমি কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করি নি। আমি বললামঃ এই তো এক দিন বা দু'দিনের মধ্যেই প্রস্তুতি নিয়ে নেবো এবং পথে তাদের সাথে মিলিত হয়ে যাবো। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি প্রস্তুতি নিতে চাইলাম। দিন চলে গেল। অথচ আমি কোন প্রস্তুতিই নিতে পারলাম না। তারপরের দিন আবার প্রস্তুতি নিতে চাইলাম, কিন্তু এবারও কিছুই করতে পারলাম না। দিনের পর দিন আমার এ অবস্থা চলতে থাকলো। এখন তো সকলেই দ্রুত গতিতে চলে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আমি পুনরায় বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং তাদের সাথে মিলিত হতে চাইলাম। আহা! যদি বাস্তবে আমি এমনটি করে ফেলতাম! কিন্তু তা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর বের হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন শহরে লোকদের মাঝে বের হতাম এবং পথে-ঘাটে ঘুরাফেরা করতাম তখন এ বিষয়টি আমাকে খুবই ব্যথিত করতো যে, তখন শহরে মুনাফিক অথবা দুর্বল হওয়ার কারণে যাদেরকে আল্লাহ্ পিছনে থাকার অনুমতি দিয়েছেন তাদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। তাবুক না পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাস্তায় কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না। তবে তাবুকে পৌঁছে যখন তিনি সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কাবের কি হয়েছে। বনী সালামার এক লোক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তার সুস্বাস্থ্য ও সম্পদের দু'টি চাদর তাকে আটকে দিয়েছে এবং সে সেই চাদর দু'টির কিনারায় তাকিয়ে দেখতে ব্যস্ত রয়েছে। এ কথা শুনে মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেনঃ তুমি কতই না নিকৃষ্ট কথা বললে। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথা শুনে চুপ করে থাকলেন।

কা'ব বিন মালিক (রাঃ) বলেনঃ যখন আমি জানতে পারলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম এমন কোন মিথ্যা বাহানা করা যায় কি না, যার মাধ্যমে আমি তাঁর ক্রোধ হতে বেঁচে যেতে পারি। এ লক্ষ্যে আমি ঘরের প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাছে পরামর্শ চাইলাম। পরবর্তীতে যখন বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনার নিকটবর্তী হয়ে গেছেন, তখন আমার অন্তর থেকে সমস্ত বাতিল চিন্তা বের হয়ে গেল। আর আমি বুঝতে সক্ষম হলাম যে, মিথ্যা কথা আমাকে তাঁর ক্রোধ হতে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই আমি সত্য কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় পৌঁছে গেলেন। আর তাঁর নিয়ম ছিল যখনই তিনি সফর হতে ফিরে আসতেন প্রথমে মদীনার মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত নামায পড়তেন। তারপর লোকদের সাথে কথা বলার জন্য বসে যেতেন। যখন তিনি নামায শেষ করে বসে গেলেন, তখন তাবুক যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগল। তারা নিজেদের অযুহাত পেশ করতে লাগল এবং শপথ করতে লাগল। তাদের সংখ্যা ছিল আশির উপরে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের ওযর কবুল করে নিলেন। তাদের কাছ থেকে পুনরায় বায়আত নিলেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করলেন। আর তাদের মনের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে

সোপর্দ করলেন। কা'ব বলেনঃ আমিও তাঁর কাছে আসলাম। আমি সালাম দিলে তিনি ক্রোধ মিশ্রিত মুচকি হেসে সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেনঃ এসো এসো। আমি গিয়ে তার সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে বললেনঃ তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল? তুমি কি বাহন কিনে রাখো নি? আমি বললামঃ হ্যা আমি তা নিয়েছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কোন মানুষের সামনে বসতাম, তাহলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোন মিথ্যা অযুহাত পেশ করে চলে যেতাম। কারণ আমাকে কথা বলার যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। কা'ব ইবনে মালেক বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই অবগত আছি যে, আমি যদি আজ আপনার কাছে মিথ্যা বলে আপনাকে খুশী করে যাই, তাহলে কাল আল্লাহ্ আপনাকে আমার উপর নাখোশ করে দিবেন। আর আজ যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলে যাই, তাতে নাখোশ হলেও তাতে আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা আছে। আল্লাহর কসম! আমার কোন অযুহাত ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনার থেকে পিছনে রয়ে যাই তখন আমি যে রকম শক্তিশালী ছিলাম তেমন শক্তি ও সামর্থের অধিকারী অন্য কোন সময় ছিলাম না।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ কা'ব সত্যি কথা বলেছে। ঠিক আছে চলে যাও। দেখো আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কি ফয়সালা দেন। কা'ব বলেনঃ আমি উঠে পড়লাম। বনী সালামার কিছু লোকও আমার সাথে চলতে লাগল। তারা আমাকে বললঃ আল্লাহর কসম! আমরা তো এ পর্যন্ত তোমার কোন গুনার কথা জানি না। পিছনে থেকে যাওয়া অন্যান্য লোকদের মত তুমিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট একটি বাহানা পেশ করতে অক্ষম হয়ে গেলে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইসতেগফার তোমার গুনার জন্য যথেষ্ট হতো। আল্লাহর কসম! তারা বার বার আমাকে দোষারূপ করতে থাকলো। এমন কি এক পর্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এসে প্রথম কথাটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে মনস্থ করলাম। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ আমার মত আর কেউ আছে কি, যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করেছে? তারা বললঃ আরো দুইজন লোক আছে। তারাও আপনার মতই সত্য কথা স্বীকার করেছে। তাদেরকেও সেই কথা বলা হয়েছে, যা আপনাকে বলা হয়েছে। আমি তাদেরকে বললামঃ তারা কারা? লোকেরা জবাব দিল যে, তারা দু'জন হচ্ছেনঃ মুরারাহ ইবনে রাবীআ আল-আমরী ও হিলাল ইবনে উমাইয়া আল-ওয়াকিফী। মোট কথা, তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করলেন, যারা ছিলেন ভাল লোক। তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা ছিলেন খুবই আদর্শবান। তারা যখন তাদের নাম বলল, তখন আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্য থেকে এই তিনজনের সাথে কথা বলা সকল মুসলমানের জন্য নিষেধ করে দিলেন। কাজেই লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাদের অবস্থা এত পরিবর্তন হয়ে গেল যে, তারা যেন আমাদেরকে চেনেই না। পরিশেষে আমার অবস্থা এমন হলো যে, চিরচেনা পৃথিবীর সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশটি রাত কাটালাম। আমার অন্য ভাই দু'টি ঘরের মধ্যে বসে গেলেন এবং ক্রন্দন শুরু করলেন। আমি যেহেতু গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম, তাই আমি ঘর থেকে বের হতাম এবং মুসলিমদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম এবং বাজারে ঘুরাফেরা করতাম। রাসূল (ﷺ) যখন নামাযের পর লোকদেরকে নিয়ে বসতেন, তখনও আমি তার কাছে

গিয়ে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁট নড়লো কি না? অতঃপর আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম এবং বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। আমি লক্ষ্য করতাম যে, আমি যখন নামাযে মশগুল থাকি, তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবার আমি যখন তার দিকে তাকাতাম, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত লোকদের বিমুখতা যখন আমাকে দিশেহারা করে দিল, তখন একদিন আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে তার কাছে আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দিল না। আমি বললামঃ হে আবু কাতাদাহ! আল্লাহর কসম দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? সে চুপ করে থাকলো। আমি আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। সে এবারও চুপ থাকলো। আমি তাকে তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিলঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ কথা শুনে আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল। আমি দেয়াল টপকে চলে আসলাম। এ সময় আমি একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এসময় সিরিয়ার একজন খৃষ্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে এসেছিল। সে বলতে লাগলঃ কে আমাকে কা'ব বিন মালেকের ঠিকানা বলে দিতে পারে? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে তাকে বলে দিতে লাগল। সে আমার কাছে এসে গাস্সানের বাদশার একটি চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিতে বাদশা লিখছেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নেতা আপনার উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ্ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেন নি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসেন। আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখবো। চিঠিটা পড়ে আমি বললামঃ এটাও আর একটা পরীক্ষা। চিঠিটা নিয়ে আমি চুলার নিকট গেলাম এবং তা পুড়ে ফেললাম। এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন দূত আমার কাছে এসে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললামঃ তালাক দিবো? না অন্য কিছু করবো? তিনি বললেনঃ না; বরং তার থেকে আলাদা থাকো এবং তার কাছে যেয়ো না। আর আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও অনুরূপ বার্তা পাঠালেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললামঃ তুমি নিজের আত্মীয়দের কাছে চলে যাও। আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে কোন ফয়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের কাছে অবস্থান করতে থাকো।

কাব বলেনঃ হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! হেলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোন খাদেম নেই। আমি যদি তার খেদমত করে দেই, তাতে কোন অসুবিধা আছে কি? জবাবে তিনি বললেনঃ কোন ক্ষতি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী বললেনঃ আল্লাহর কসম! তার মধ্যে এধরণের কোন আকাঙ্খা নেই। আল্লাহর কসম! যেদিন থেকে এঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকে সে কেঁদেই চলেছে এবং আজো সে কাঁদছে। কাব বললেনঃ আমার পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বললঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার স্বামীর খেদমত করার জন্য যেমন অনুমতি দিয়েছেন তেমন তুমিও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা অনুমতি

নিয়ে আসতে পার। আমি বললামঃ আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি আনতে যাবো না। আমি জানি না রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইতে গেলে কি বলবেন। আর আমি তো একজন যুবক লোক। এরপর আমি দশ রাত কাটালাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল। পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হওয়ার পর ফজরের নামায পড়লাম। নামায শেষে আমি আমাদের ঘরের সামনে বসেছিলাম। এ সময় আমার অবস্থা সে রকমই ছিল যেমন আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন। আমার জীবন আমার নিকট দুঃসাধ্য হয়ে গেল। পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তা আমার নিকট অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হচ্ছিল। তখন আমি একটা আওয়াজ শুনলাম। সালা পাহাড়ের উপর থেকে কে একজন চিৎকার করে বললঃ হে কা'ব বিন মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেনঃ এ কথা শুনে আমি সেজদায় পড়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার কষ্ট কেটে গেছে। ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। লোকেরা আমাদের কাছে এসে সুসংবাদ দিতে লাগলো। আমার অপর দু'জন সাথীর কাছে গিয়েও সুসংবাদ ও মোবারকবাদ দিতে লাগলো। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চেয়েও দ্রুততর হলো। আমি যেই সুসংবাদ দাতার আওয়াজ শুনেছিলাম, তিনি যখন আমার কাছে আসলেন তখন আমি এতো খুশী হলাম যে, আমার পোশাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! তখন আমার কাছে ঐ কাপড় জোড়া ছাড়া আমার কোন কাপড় ছিল না। তারপর আমি এক জোড়া কাপড় ধার করে নিলাম এবং পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে বের হলাম। চলার পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাত করতে লাগল। তাওবা কবুল হওয়ার কারণে আমাকে মোবারকবাদ জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগলোঃ আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্য তোমাকে মোবারকবাদ। কা'ব বলেনঃ আমি যখন মসজিদে গেলাম, তখন দেখলামঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বসে আছেন। লোকেরা চার পাশ থেকে তাঁকে ঘিরে বসে আছে। এ সময় তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্য হতে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ আমার নিকট এসে মুবারকবাদ দেন নি। তালহার এই আচরণ আমি কখনই ভুলতে পারবো না। কাব বলেনঃ তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সালাম দিলাম। তখন তাঁর চেহারা খুশীতে উজ্জল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেনঃ হে কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আজকের দিনটি তোমার জন্য মুবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল। কা'ব বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ হতে? না আল্লাহর পক্ষ হতে? তিনি বললেনঃ না; বরং তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাঁদের মতো উজ্জল হয়ে উঠতো। আর আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশী বুঝতে পারতাম। আমি তাঁর সামনে বসে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদকা করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ সম্পদের কিছু নিজের জন্য রেখে দাও।

তাতে তোমার ভাল হবে। আমি বললামঃ তাহলে আমি শুধু খায়বারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম। তারপর আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সত্য বলার কারণে আল্লাহ্ আমাকে নাজাত দিয়েছেন। কাজেই আমার তাওবা কবুল হওয়ার কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি সত্য কথাই বলতে থাকবো। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে যেদিন সত্য বলার অঙ্গিকার করেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে যেমন সুন্দরভাবে পরীক্ষা করেছেন তার চেয়ে অধিক সুন্দর পরীক্ষা অন্য কোন মুসলিমকে করেছেন কি না- তা আমার জানা নেই। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন মিথ্যা কথা বলিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্ আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আশা করি। আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর নিম্নের এই আয়াতটি নাযিল করেছেনঃ

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ------إلى قوله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময় এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই- অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সূরা তাওবাঃ ১১৭-১১৯) কাব বলেনঃ আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চয়ে বড় আর কোন অনুগ্রহ আমার উপর হতে দেখিনি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে সত্য কথা বলার তাওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্য মিথ্যাচারীদের ন্যায় আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কেননা অহী নাযিল হওয়ার সময় আল্লাহ্ তাআলা মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে যে মারাত্মক কথা বলেছেন তা আর কারো সম্পর্কে বলেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

"তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। কাজেই তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, তারা অপবিত্র, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা যা করেছে, তার বিনিময়ে এটাই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের উপর খুশী হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা তাদের উপর খুশী হলেও আল্লাহ্ অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর খুশী হবেন না। (সূরা তাওবাঃ ৯৫-৯৬) কাব বলেনঃ আমরা তিনজন সেই সব লোকদের থেকে আলাদা, যারা তাদের যুদ্ধে না যাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বাহানা পেশ করেছিল, মিথ্যা হলফ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের কথা মেনে নিয়েছিলেন, তাদের থেকে বায়আত নিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন। আমাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন। এ

ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾

"আর তিনি অনুগ্রহ করলেন সেই তিনজনের প্রতি, যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল"। (সূরা তাওবাঃ ১১৮) এই আয়াতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, যারা যুদ্ধ হতে পিছনে থেকে গিয়েছিল; বরং এখানে আমাদের ব্যাপারটি ঝুলিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে ও যারা হলফ (কসম) করে অযুহাত পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের অযুহাত মেনে নিয়েছিলেন তাদের থেকে আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ফয়সালাটি পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

অধ্যায়ঃ কিসরা ও কায়সারের নিকট নবী (ﷺ)-এর চিঠি

١٦٥٧ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». (بخارى:٤٤٢٥)

১৬৫৭) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে আমি এমন একটি বাক্য শুনেছিলাম, যা উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন আমার খুবই উপকারে এসেছে। আমি তখন উষ্ট্র ওয়ালাদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে যখন খবর পৌছলো যে, পারস্যরা কিসরার কন্যাকে সিংহাসনে বসিয়েছে, তখন তিনি বলেছিলেনঃ সেই জাতি কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না, যারা কোন মহিলাকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর রোগাক্রান্ত হওয়া এবং তাঁর ওফাত

١٦٥٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ، فَضَحِكْتُ. (بخارى:٤٤٣٤)

১৬৫৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁর মৃত্যু রোগের সময় একদা ফাতেমাকে ডেকে নিলেন। তিনি তাঁর কানে কানে কিছু বললেন। এতে তিনি কাঁদতে থাকলেন। তারপর আবার ডেকে নিয়ে কানে কানে কিছু কথা বললেন। এতে হাসতে থাকলেন। পরবর্তীতে আমরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ নবী (ﷺ) প্রথমে তাঁর কানে কানে বললেন যে, এ রোগেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। কাজেই এ কথা শুনে আমি কাঁদতে থাকি। তারপর তিনি আবার আমার কানে কানে বললেনঃ তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে প্রথম আমিই তাঁর সাথে মিলবো। এ কথায় আমি আনন্দে হাসতে থাকলাম।

١٦٥٩ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ الآيَةَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. (بخارى:٤٤٣٥)

১৬৫৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি শুনতাম যে, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে

দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। আমি নবী (ﷺ) কে তাঁর মৃত্যু শয্যায় বলতে শুনেছি। আর সে সময় নবী (ﷺ)-এর গলা বসে গিয়েছিল। তিনি পাঠ করছিলেনঃ "ঐসব লোকদের সাথে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। আমি বুঝতে পারলামঃ তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

١٦٦٠ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّرَ». فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى». فَقُلْتُ: إِذًا لا يُجَاوِرُنَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ. (بخارى:٤٤٣٧)

১৬৬০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুস্থ থাকাবস্থায় বলতেনঃ কোন নবীই জান্নাতে নিজের জায়গা না দেখা পর্যন্ত কখনও মৃত্যু বরণ করেন নি। অতঃপর তাঁকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার বা আখেরাতের জীবন গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়। তিনি যখন অসুস্থ হলেন এবং তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি আয়েশার রানের উপর মাথা রেখে শায়িত ছিলেন। তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি চোখ খুলে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদাশালী বন্ধুর সাথে স্থান দিন। আমি বললামঃ এখন তিনি আমাদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করবেন না। আর আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি সুস্থাবস্থায় যা বলেছিলেন, তা এবার সত্যে পরিণত হয়েছে।

١٦٦١ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ. (بخارى:٤٤٣٩)

১৬৬১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন রোগাক্রান্ত হতেন তখন সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিতেন এবং সেই সূরা দু'টি পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে সেই হাত সারা শরীরে বুলাতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে রোগে ইন্তেকাল করেছেন সেই রোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করল তখন আমি ঐ সূরা দু'টি পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম এবং তাঁর হাতে ফুঁ দিয়ে সেই হাত তাঁর শরীরে বুলিয়ে দিতাম।

١٦٦٢ــ وَعَنْهَا: أَنَّهَا أَصْغَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ». (بخارى:٤٤٤٠)

১৬৬২) আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) -এর মৃত্যুর পূর্বে আমি তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। তিনি তখন আমার শরীরে তাঁর পিঠ ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ হে আল্লাহ্! আমাকে মা'ফ করে দাও। আমার প্রতি রহম করো এবং আমাকে উত্তম বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।

١٦٦٣ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ (بخارى: ٤٤٤٦)

১৬৬৩) আয়েশা (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমার থুত্নী ও কণ্ঠনালীর মাঝামাঝি জায়গায় মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করেন। আর নবী (ﷺ)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখার পর আর কারও মৃত্যু কষ্টকে খারাপ মনে করি না।

١٦٦٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، فَأَوْصَى بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا، لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

(بخارى:٤٤٤٧)

১৬৬৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে রোগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যু বরণ করেন, সে রোগে আক্রান্ত হবার পর আলী ইবনে আবী তালিব নবী (ﷺ)-এর নিকট থেকে বের হলেন। লোকেরা বললঃ হে আবুল হাসান! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেমন আছেন? তিনি বললেনঃ আল-হামদুলিল্লাহ্, তিনি ভাল আছেন। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর হাত ধরে বললেনঃ আল্লাহর কসম! তিন দিন পর তুমি লাঠির দাসে পরিণত হবে। আমি মনে করি এ রোগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যু বরণ করবেন। কারণ আমি ভাল করেই জানি মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোকদের চেহারা কেমন হয়ে যায়। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে চল। তাকে জিজ্ঞেস করি কে তাঁর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে? যদি তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন তাহলে তো আমরা তা জেনে গেলাম। আর যদি সে দায়িত্ব আমাদের বাইরে অন্য কারোর উপর আসে তাহলেও আমরা তা জেনে গেলাম এবং আমাদের জন্য তাঁকে অসীয়ত করে যাবেন। আলী (রাঃ) তাকে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখি এবং তিনি যদি না করে দেন তাহলে এর অর্থ হবে লোকেরা আর কখনও আমাদেরকে এ দায়িত্ব প্রদান করবে না। কাজেই আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখবো না।

١٦٦٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَلَيَّنْتُهُ، فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» حَتَّى قُبِضَ، وَمَالَتْ يَدُهُ. (بخاري:٤٤٤٩)

১৬৬৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেনঃ আমার উপর আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ এই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার বুকের সাথে হেলান দিয়ে

মৃত্যু বরণ করেছেন। আর মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। আমার নিকট আব্দুর রাহমান হাতে মিসওয়াক নিয়ে প্রবেশ করেছিল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরীরের সাথে হেলান দিয়ে বসাছিলাম। আমি দেখলামঃ তিনি ঐ মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতামঃ তিনি মিসওয়াক পছন্দ করেন। আমি বললামঃ আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াকটি চেয়ে নেবো। তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইঙ্গিত করলেন। কাজেই আমি মিসওয়াকটি তার কাছ থেকে নিলাম। তা তাঁর কাছে শক্ত প্রমাণিত হলো। আমি বললামঃ আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দেবো? তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইঙ্গিত করলেন। কাজেই আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তাঁকে দিলে তিনি তা দিয়ে ভাল করে মিসওয়াক করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একটি মাটির পাত্র। তাতে ছিল কিছু পানি। তিনি তাঁর দু'হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তারপর সেই হাত দু'টি দিয়ে চেহারা মুছতেন আর বলতেনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মৃত্যুর কষ্ট অবশ্যই ভীষণ। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলতে থাকলেনঃ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সাথে অবস্থান করাও। এ কথা বলতে বলতে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন এবং তাঁর হাত নিচে নেমে আসলো।

١٦٦٦ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي»؟ قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «لا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». (بخارى:٤٤٥٨)

১৬৬৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে রোগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যু বরণ করেন, আমরা সে রোগে তাঁকে ঔষধ খাওয়ালাম (খাওয়াতে চাইলাম)। কিন্তু তিনি ইঙ্গিতের মাধ্যমে আমাদেরকে বলতে লাগলেনঃ তোমরা আমাকে ঔষধ পান করাবেনা। আমরা মনে করলাম রোগীরা এমনিতেই ঔষধ অপছন্দ করে থাকে। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে ঔষধ খাওয়াতে নিষেধ করিনি? আমরা বললামঃ রোগীরা তো ঔষধ খেতে অস্বীকার করবেই। তিনি বললেনঃ আব্বাস ব্যতীত ঘরে যারা আছে তাদের সকলের মুখে ঔষধ ঢেলে দাও। কেননা সে তখন উপস্থিত ছিলনা।

١٦٦٧ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلام: وَاكَرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ». (بخارى:٤٤٦٢)

১৬৬৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর অসুখ যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি বেহুঁশ হতে লাগলেন। ফাতেমা বলতে লাগলেনঃ আমার পিতার কতই না কষ্ট হচ্ছে! তিনি ফাতেমাকে বললেনঃ আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট হবে না।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ওফাত

١٦٦٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِتِّينَ. (بخارى:٤٤٦٦)

১৬৬৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মৃত্যু বরণ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

كتاب التفسير

কিতাবুত্ তাফসীর

অধ্যায়ঃ সূরা ফাতিহার তাফসীর

١٦٦٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بنِ الْمُعَلَّى رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾»؟ ثُمَّ قَالَ لِي: «لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ: السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». (بخارى:٤٤٧٤)

১৬৬৯) আবু সাঈদ বিন মুআল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদা মসজিদে সালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তখন আমাকে ডাকলেন। কিন্তু আমি তাঁর ডাকের কোন জাবাব দিলামনা। নামায শেষে আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তখন সালাতরত ছিলাম। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ কি একথা বলেন নি(اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূল এর ডাকে সাড়া দাড়াও। যখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে এমন বস্তুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদেরকে নব জীবণ দান করবে? (সূরা আনফালঃ ২৪) অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে কুরআনের এমন একটি সূরা শিক্ষা দিবো, যা গুরুত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বললামঃ আপনি কি বলেন নি আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিবো, যা মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়? তিনি বলেনঃ الحمد لله رب العالمين তথা সূরা ফাতিহা। ইহা হল আস্ সাবউল্ মাছানী (সাতটি আয়াত, যা বার বার পড়া হয়) এবং কুরআনুল আযীম (মহা কুরআন), যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।

সূরাতুল বাকারার তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা জেনে শুনে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ গণ্য করোনা

١٦٧٠- عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

১৬৭০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলামঃ "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্টি? উত্তরে তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললামঃ নিশ্চয়ই এটি একটি বড় অপরাধ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ তারপর কোন্টি? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার সন্তানকে

এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে খাবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া"।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালা দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'

١٦٧١ــ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

১৬৭১) সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) মান্না-এর অন্তর্ভূক্ত। আর তার পানি চোখের জন্য শিফা।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি বললামঃ তোমরা এ গ্রামে প্রবেশ করো

١٦٧٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، فَبَدَّلُوا، وَقَالُوا: حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ». (بخارى:٤٤٧٩)

১৬৭২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিলঃ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ কর এবং বলো হিত্তাতুন (ক্ষমা করে দিন)। কিন্তু তারা নিতম্বে ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করলো এবং হিত্তাতুন (ক্ষমা করে দিন) কথাটি পরিবর্তন করে বলতে লাগলঃ গমের শিষে দানা দাও।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা বিস্মৃত করে দেই তখন এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ আরেকটি হুকুম অবতীর্ণ করি

١٦٧٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ، وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ: لا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾. (بخارى:٤٤٨١)

১৬৭৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমার (রাঃ) বলেছেনঃ আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কুরআন পাঠকারী হচ্ছেন উবাই বিন কা'ব, সর্বোত্তম ফয়সালা দানকারী হলেন আলী। তবে আমরা উবাইয়ের একটি কথা পরিত্যাগ করে চলবো। তা হচ্ছে উবাই বলতেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা শুনেছি, তা থেকে কোন কিছুই পরিত্যাগ করবোনা। অথচ আল্লাহ্ বলেছেনঃ আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা বিস্মৃত করে দেই তখন এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ আরেকটি হুকুম অবতীর্ণ করি।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র

١٦٧٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا». (بخارى:٤٤٨٢)

১৬৭৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বনী আদম আমার উপর

মিথ্যারোপ করে। তার জন্য এটি শোভনীয় নয়। আর মানুষ আমাকে গালি দেয়। অথচ এটা তাদের উচিত নয়। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো সে বলে আমি তাকে পুনরায় জীবিত করতে পারবো না। আর আমাকে গালি দেয়ার অর্থ হলো সে বলে আমার পুত্র আছে। অথচ আমি স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান করে নাও"

١٦٧٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلاَثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ، قُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ، قَالَتْ: يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾

১৬৭৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমার (রাঃ) বলেনঃ তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আল্লাহর সিদ্ধান্তের মোতাবেক হয়েছে বা তিনটি বিষয়ে আল্লাহ্ আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়তেন! আর আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট ভাল মন্দ সকলেই প্রবেশ করে। আপনি যদি উম্মুল মুমেনীনদেরকে পর্দার আদেশ করতেন! তখন আল্লাহ্ তাআ'লা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেনঃ আমি জানতে পারলাম যে, নবী (ﷺ) তাঁর কোন স্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন। আমি তাদের নিকট গিয়ে বললামঃ আপনারা এসব থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় আল্লাহ্! তাঁর রাসূলকে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে পারেন। এমনকি আমি তাঁর কোন একজন স্ত্রীর কাছে গেলে তিনি বলে উঠলেনঃ হে উমার! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি তাঁর স্ত্রীদেরকে নসীহত করতে পারেন না, যাতে আপনি তাদেরকে নসীহত করছেন? এতে আল্লাহ্ অহী নাযিল করলেনঃ

﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ﴾

"তিনি যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন, যারা হবেন মুসলিম---"। (সূরা তাহ্রীমঃ ৫)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা বলোঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনলাম

١٦٧٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾»

১৬৭৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আহ্লে কিতাবরা ইবরানী (হিব্রু) ভাষায়

তাওরাত পাঠ করত এবং মুসলিমদের জন্য তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝাতো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমরা আহ্‌লে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা বলবে না। বরং তোমরা বলোঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনলাম"।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি- যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব জাতির জন্যে

١٦٧٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَة، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لأُمَّته: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا منْ نَذير، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ فَذَلكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذكْرُهُ: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾». وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ. (بخارى:٤٤٨٧)

১৬৭৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন নূহ (আঃ)কে ডাকা হবে। তিনি বলবেনঃ হে আমার প্রতিপালক আপনার পবিত্র দরবারে আমি হাজির আছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি কি আমার হুকুম আহ্‌কাম মানুষের কাছে পৌছিয়ে ছিলে? তিনি বলবেনঃ হ্যাঁ, পৌছিয়ে ছিলাম। তখন তাঁর উম্মতকে বলা হবেঃ তিনি তোমাদের কাছে আমার হুকুম আহকাম পৌছিয়ে ছিলেন? তারা বলবেঃ আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আপনার কি কোন সাক্ষী আছে? নূহ (আঃ) বলবেনঃ মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাত আমার সাক্ষী। তাই তারা সাক্ষী দিবে যে, তিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ পৌছিয়ে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন। আল্লাহর নিম্নবর্ণিত বাণীর তাৎপর্য। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি- যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব জাতির জন্যে"। (সূরা বাকারাঃ ১৪৩)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ অতঃপর লোকেরা যেখান থেকে ফেরত আসে, তোমরাও সেখান থেকে ফেরত আসো

١٦٧٨ــ عَنْ عَائشَةَ رَضيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دينَهَا يَقفُونَ بالْمُزْدَلفَة، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائرُ الْعَرَب يَقفُونَ بعَرَفَات، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتيَ عَرَفَات، ثُمَّ يَقفَ بهَا، ثُمَّ يُفيضَ منْهَا. (بخارى:٤٥٢٠)

১৬৭৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কুরাইশরা এবং তাদের দ্বীনের অনুসরণ কারীরা হজ্জের মওসুমে মুযদালিফায় অবস্থান করত। তাদেরকে হুমস বলা হতো। আর অন্যান্য আরবরা আরাফাতে অবস্থান করত। যখন ইসলাম আসল তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আরাফাতে এসে অবস্থান করতে আদেশ করলেন এবং সেখান থেকে ফেরত যেতে বললেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর মানুষের মধ্যে কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো

١٦٧٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. (بخارى:٤٥٢٢)

১৬৭৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁর দু'আয় বলতেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে পার্থিব জগতে কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাঁরা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায়না

١٦٨٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ ﴿لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾.

১৬৮০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ সে ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে একটি বা দু'টি খেজুর বা এক লুকমা বা দুই লুকমা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে, যে কারও কাছে কিছু চায়না। তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করো।

﴿لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾

"মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না"। (সূরা বাকারাঃ ২৭৩)

সূরা আল-ইমরানের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাতে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্য কিছু আয়াত আছে যা মুতাশাবেহ (রূপক অর্থবোধক)

١٦٨١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ». (بخارى:٤٥٤٧)

১৬৮১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো অস্পষ্ট। সুতরাং যাদের অন্তরে জটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এগুলো আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর জ্ঞানীগণ ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না"। (সূরা আল-ইমরানঃ ৭) তিনি বলেনঃ তুমি যখন ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখবে, যারা কুরআনের মুতাশাবেহ আয়াতগুলো নিয়ে

ঘাটাঘাটি করছে, তখন বুঝবে যে আল্লাহ্ এ আয়াতটিতে তাদের কথাই বলেছেন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে সাবধান থাকবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে"

١٦٨٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّه اختصم إليه امْرَأَتَان كَانَتَا تَخْرِزَان فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ» ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ فَذَكَّرُوهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

১৬৮২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, দু'জন মহিলা তাঁর নিকট একটি মামলা নিয়ে আসলো। তারা একটি ঘরের মধ্যে বা কামরার মধ্যে বসে সেলাইয়ের কাজ করছিল। ইতিমধ্যে তাদের একজন বেরিয়ে আসল। তার হাতের তালুতে তখন একটি সূঁচ ফুটেছিল। সে অপর মহিলার বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা পেশ করল। তাদের বিষয়টি ইবনে আব্বাসের নিকট পেশ করা হলো। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ শুধু দাবী করাতেই যদি মানুষের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত, তাহলে মানুষের জান ও মাল চলে যেত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তোমরা ঐ মহিলাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দাও এবং আল্লাহর এই বাণী পাঠ করে শুনাও।

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"। (সূরা আল-ইমরানঃ ৭৭) তারা সকলেই তাকে এই আয়াত শুনানোর পর সে স্বীকার করল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ বিবাদীকে শপথ করাতে হয়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা (সৈন্য) সমাবেশ করেছে

١٦٨٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (بخاری : ٤٥٦٣)

১৬৮৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইবরাহীম (আঃ)কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেনঃ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামও একই কথা বলেছিলেন যখন লোকজন এসে তাকে খবর দিলো যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা জমায়েত (একত্রিত) করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম। সুতরাং তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আর তিনিই উত্তম জিম্মাদার। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৭৩)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভনীয় উক্তি

١٦٨٤ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ، إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا، ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ ــ يُرِيدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ــ قَالَ: كَذَا وَكَذَا». قَالَ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الإِسْلامِ، فَأَسْلَمُوا.

(بخارى:٤٥٦٦)

১৬৮৪) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) একটি গাধার পিঠে ফাদাকে তৈরী চাদরের উপরে বসে ছিলেন। উসামা বিন যায়েদকে পিছনে বসিয়ে খাজরায গোত্রের বনী হারেছ শাখার সাদ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য যাচ্ছিলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথিমধ্যে তিনি এমন একটি মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যেখানে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই বিন সুলুল উপস্থিত ছিল। সে তখনও মুসলিম হয়নি। আর মজলিসে মুসলিম, মুশরিক এবং ইহুদীরাও ছিল। লোকদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাও উপস্থিত ছিলেন। বাহনের পায়ের ধুলা যখন মজলিসকে আচ্ছন্ন করে দিলো তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই চাদর দিয়ে তার নাক ঢেকে নিলো। অতঃপর সে বললঃ আমাদের উপর ধূলা বালি উড়িয়ো না।

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাদের সালাম দিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। বাহন থেকে নীচে নেমে তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন এবং কুরআন পাঠ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললঃ ওহে লোক! আপনি যা বলছেন, তা সত্য হয়ে থাকলে এর চেয়ে উত্তম কথা আর নেই। এ মজলিসে আপনি আমাদেরকে আর কষ্ট দিবেন না। বাড়ীতে যান এবং আপনার কাছে কেউ আসলে তাকে এসব কথা শোনান। আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঠিক আছে। আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন। কেননা এসব কথা আমরা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক এবং ইহুদীদের মধ্যে কিছু কথা নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হলো। এমন কি তারা পরস্পর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তারা চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) বাহনে আরোহন করে সাদ বিন উবাদার নিকট গমণ করলেন। নবী (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ হে সাদ! তুমি কি শুন নি আবু হুবাব কি বলেছে? এর দ্বারা তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে বুঝাচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। সাদ বিন উবাদা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার কথা বাদ দিন। যে সত্তা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আপনার প্রতি আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন, তা অবশ্যই হক। এই এলাকার লোকেরা তাকে রাজ মূকুট ও পাগড়ী পরিয়ে নেতা ও শাসক হিসেবে মনোনিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ্ যখন আপনাকে প্রদত্ত হকের মাধ্যমে উহা বানচাল করে দিলেন, তখন সে আপনার উপর খুবই রুষ্ট হয়েছে। আপনার প্রতি সে যে আচরণ করেছে, তা উক্ত কারণেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ সব সময় আল্লাহর আদেশে মুশরিক ও আহলে কিতাবদের ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কাজের জন্য ধৈর্য ধারণ করতেন। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। রাসূল (ﷺ) যখন বদর যুদ্ধ করলেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা কুরাইশদের বড় বড় নেতাদেরকে হত্যা করলেন তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল এবং তার মূর্তিপুজক মুশরিক সাথীরা বললঃ এখন এটি অর্থাৎ ইসলামের বিজয় ও প্রকাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়আত গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে গেল।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তুমি মনে করোনা যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয়..... তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে

١٦٨٥ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ الآيَةَ. (بخارى:٤٥٦٧)

১৬৮৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কিছু সংখ্যক মুনাফিক ছিল । তিনি যখন কোন যুদ্ধে রওয়ানা হতেন, তখন তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে থেকে যেত। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে থেকে যাওয়ার কারণে আনন্দিত হত। এর পর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যুদ্ধ থেকে ফিরে

আসলে তারা তাঁর নিকট গিয়ে নানা রকম ওযর আপত্তি পেশ করত এবং কসম করত। উপরন্তু তারা চাইত তারা যে কাজ করে নি সেজন্য তাদের প্রশংসা করা হোক। তখন তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়। তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৮৮)

١٦٨٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَدْ قِيلَ لَهُ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ، إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ . (بخارى:٤٥٦٨)

১৬৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হলোঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিষ পেয়ে খুশী হয়, যা তাকে দেয়া হয়েছে এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে তাকে শাস্তি দেয়া হলে আমাদের সকলকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ উপরোক্ত আয়াতের সাথে মুসলিমদের কী সম্পর্ক? প্রকৃত ঘটনা এই যে, নবী (ﷺ) একদা ইহুদীদেরকে ডেকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা আসল বিষয়টি গোপন করে অন্য একটি বিষয়ের কথা বলল। তারা নবী (ﷺ) কে দেখাতে চাইলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রশংসা অর্জনের হকদার হয়েছে এবং প্রকৃত তথ্য গোপন করার কারণে খুশী হয়েছে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবেনা

١٦٨٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَهَا عُرْوَةُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ (بخارى: ٤٥٧٤)

১৬৮৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে উরওয়া আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো "যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না"। তিনি বললেনঃ হে ভাগ্নে! আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে এতীম মেয়ে তার অভিভাবকের অধীনে থাকতো এবং তার সম্পদের অংশীদার হতো, সম্পদ ও রূপের আকর্ষণে তার অভিভাবক তাকে বিয়ে করতে চাইত। কিন্তু ইনসাফের সাথে উক্ত পরিমাণ মোহরানা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকতো

না, যে পরিমাণ মহরানা দিয়ে অন্যরা তাকে বিবাহ করতে চায়। এই আয়াতে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের প্রতি ইনাসাফ করলে এবং মোহরানার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম রীতিনীতি অনুসরণ করলে ভিন্ন কথা। আর তাদেরকে ঐ সব এতীম মেয়েদের বাদ দিয়ে তাদের পছন্দ মত অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ লোকেরা এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হয়ঃ তারা তোমাকে মহিলাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে"। (সূরা নিসাঃ ১২৭) আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে বলেনঃ "যাদেরকে বিয়ে করা তোমরা পছন্দ করো"। এর ব্যখ্যা হল সম্পদ ও রূপ কম থাকার কারণে তোমাদের কেউ এতীম মেয়েদেরকে অপছন্দ করে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ অতঃপর সম্পদ ওয়ালা ও রূপবতীর সম্পদে ও রূপে আকৃষ্ট হয়েও এতীম মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ইনসাফের সাথে মোহরানা দিয়ে বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে। যদিও সম্পদ ও রূপ কম হওয়ার কারণে তারা অপছন্দনীয় হয়ে থাকে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন

١٦٨٨ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ لا أَعْقِلُ شَيْئًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾. (بخارى:٤٥٧٧)

১৬৮৮) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) ও আবু বকর (রাঃ) পায়ে হেঁটে বনী সালেমা গোত্রের একটি স্থানে আমাকে (রোগশয্যায়) দেখতে আসলেন। তিনি আমাকে বেঁহুশ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি পানি চেয়ে নিয়ে অযু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি হুঁশ ফিরে পেলাম এবং বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার সম্পদ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করতে আদেশ করছেন। এর পরই এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন"। (সূরা নিসাঃ ১১)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ্ অনু পরিমাণও যুলুম করেন না

١٦٨٩ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ أُنَاسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ الرُّؤْيَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِكَامِلِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ، وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ: أَلاَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا

كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا». (بخارى:٤٥٨١)

১৬৮৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কয়েকজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখতে পাবো? এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্‌কে দেখার হাদীছটি বর্ণনা করলেন, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক জাতি দুনিয়াতে যার এবাদত করতো, তারা যেন ঐ ব্যক্তির দলভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য মূর্তি বা পাথরের এবাদত করত, তারা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যারা আল্লাহর এবাদত করতো, কেবল তারাই বাকী থাকবে। তাদের মধ্যে থাকবে ভাল, খারাপ এবং আহ্‌লে কিতাবদেরও কিছু লোক। অতঃপর ইহুদীদেরকে ডেকে বলা হবেঃ তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবেঃ আমরা আল্লাহর পুত্র উযাইরের এবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ কাউকে স্ত্রী বা পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পিপাসিত হয়ে গেছি। আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে মরীচিকার ন্যায় একটি প্রান্তর দেখিয়ে বলা হবেঃ সেখানে যাও। আসলে সেখানে কোন পানি থাকবে না; বরং সেটি হচ্ছে জাহান্নাম, যার এক অংশ অন্য অংশকে আক্রমণ করছে। অতঃপর নাসারাদেরকে ডেকে বলা হবেঃ তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবেঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ঈসা মাসীহর এবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ কাউকে স্ত্রী বা পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তোমরা এখন কি চাও? তারা ইহুদীর মতই প্রথমোক্ত কথা বলবে এবং তাদের পরিণতি ইহুদীদের মতই হবে। শুধু আল্লাহর এবাদতকারীগণই বাকী থাকবে। তাদের মধ্যে ভালমন্দ তাওহীদপন্থী সকল প্রকার লোকই থাকবে। তখন সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের কাছে এমন সূরতে আসবেন, যা ইতিপূর্বে তারা আল্লাহ্ কে যে সূরতে দেখেছে, তা থেকে ভিন্ন। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা কিসের অপেক্ষা করছো? প্রত্যেক জাতিই তো নিজ নিজ মা'বুদের অনুসরণ করে চলছে। তারা বলবেঃ দুনিয়াতে যখন মানুষদের প্রতি আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল তখন আমরা তাদেরকে বর্জন করেছি, তাদের সাথে যাই নি। (এখন কেন তাদের সাথে যাবো?) আমরা যে প্রতিপালকের এবাদত করতাম, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। অতঃপর তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রভু। তারা বলবেঃ আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো না। কথাটি তারা দু'বার অথবা তিনবার বলবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে সাক্ষী রূপে

١٦٩٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ». قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ: «أَمْسِكْ». فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. (بخارى:٤٥٨٢)

১৬৯০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নবী (ﷺ) আমাকে

বললেনঃ আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললামঃ আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাবো? অথচ আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেনঃ আমি অন্যের নিকট থেকে শুনতে পছন্দ করি। সুতরাং আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করলাম। আমি যখন আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত পৌছলামঃ আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে সাক্ষী এবং তোমাকে ডাকব তাদের ওপর সাক্ষী রূপে। (সূরা নিসাঃ ৪১) তখন তিনি বললেনঃ থামো। আর আমি দেখলামঃ তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা নিজেদের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?

١٦٩١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ، فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ الآيَةَ. (بخارى:٤٥٩٦)

১৬৯১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কিছু সংখ্যক মুসলিম লোক মুশরিকদের সাথে থেকে তাদের দল ভারী করছিল। যুদ্ধের ময়দানে তাদের কারো শরীরে তীর এসে আঘাত করলে সে নিহত হতো। অথবা আহত হয়ে পরে মারা যেতো। তখন আল্লাহর এই বাণী নাযিল হলোঃ যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলবে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবেঃ আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (সূরা নিসাঃ ৯৭)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আমি আপনার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে অহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর অহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর গ্রন্থ। (সূরা নিসাঃ ১৬৩)

١٦٩٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، فَقَدْ كَذَبَ».

১৬৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি বলে আমি ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম, সে মিথ্যাবাদী।

সূরা মায়িদার তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে রাসূল! পৌছে দাও আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে

١٦٩٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الآيَةَ. (بخارى:٤٦١٢)

১৬৯৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-

এর উপর যা নাযিল হয়েছে তার কিছু অংশ তিনি গোপন করেছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ হে রাসূল! পৌছে দাও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি তার পয়গাম কিছুই পৌছালেনা। (সূরা মায়িদাঃ ৬৭)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করোনা, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন

١٦٩٤ــ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾.

১৬৯৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমাদের সাথে স্ত্রীলোক থাকতো না। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আরজ করলামঃ আমরা কি খাসী হয়ে যেতে পারি না? তিনি আমাদেরকে খাসী হতে নিষেধ করলেন। পরে তিনি আমাদেরকে কাপড় (বা অন্য কিছুর) বিনিময়ে মহিলাকে (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য) বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন। (সূরা মায়িদাঃ ৮৭)

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ অন্য কিছু নয়

١٧٩٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلانًا وَفُلانًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلالَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ. (بخارى:٤٦١٧)

১৬৯৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমাদের এই ফাযীখ (খেজুর দ্বারা তৈরী মদ) ছাড়া আমাদের আর কোন মদ ছিল না। সুতরাং আমি একবার আবু তালহা এবং আরও অনেককে এই ফাযীখ মদ পান করাচ্ছিলাম। তখন একজন লোক এসে বললঃ আপনারা কি খবর জানেন? তারা বললঃ কিসের খবর? লোকটি বললঃ মদ হারাম করা হয়েছে। তারা বললঃ হে আনাস! মদের এই বড় বড় কলসি থেকে মদ ঢেলে দাও। তারা লোকটির খবর শুনে পুনরায় কিছু জানতে চায় নি বা বিরোধিতাও করে নি।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে মুমিনগণ! এমন কথা-বার্তা জিজ্ঞেস করোনা, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে

١٦٩٦ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «فُلانٌ». فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾. (بخارى: ٤٦٢١)

১৭৯৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি ভাষণ দিলেন। এত সুন্দর ভাষণ আমি আর কখনও শুনি নি। তিনি বলেনঃ আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে কাঁদতে বেশী হাঁসতে কম। বর্ণনাকারী বলেনঃ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তখন এক ব্যক্তি বললেনঃ আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা অমুক। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, যা শুনলে তোমাদের খারাপ লাগবে।

١٦٩٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا. (بخارى:٤٦٢٢)

১৬৯৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিছু লোক ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করত। কেউ বলতঃ আমার পিতা কে? আবার যার উট হারিয়ে গেছে সে বলত, আমার উট কোথায়? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা-বার্তা জিজ্ঞেস করোনা, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (সূরা মায়িদাঃ ১০১) এভাবে আয়াতটি পাঠ করে শেষ করলেন।

সূরা আনআমের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তুমি বলঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে প্রেরণ করবেন

١٦٩٨ــ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» قَالَ: ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قَالَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ». (بخارى:٤٦٢٨)

১৬৯৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ যখন এই আয়াত নাযিল হলঃ

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾

"হে নবী! তুমি বলঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে প্রেরণ করবেন" তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার মহান (চেহারার) সত্তার উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই আয়াতের পরবর্তী অংশ أو من تحت أرجلكم নাযিল হলে তিনি বললেনঃ আমি তোমার মহান (চেহারার) সত্তার উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আয়াতের পরের অংশ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং একে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন- নাযিল হলে তিনি বললেনঃ এটি আগের দু'টির চেয়ে অধিক সহজতর।

অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ ওরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, তুমিও তাদের পথ অনুসরণ কর

١٦٩٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ: أَفِي "ص" سَجْدَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلاَ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ ثُمَّ قَالَ: نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ. (بخارى:٤٦٣٢)

১৬৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন যে, সূরা সোয়াদে কোন সিজদা আছে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আছে। অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণী পাঠ করেনঃ

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾

"আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, লুতকে- প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটি আল্লাহ্র হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শির্ক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুওয়ত দান করেছি। অতএব, যদি এরা তোমার নবুওয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবেনা। এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, তুমিও তাদের পথ অনুসরণ কর"। (সূরা আনআমঃ ৮৪-৯০) অতঃপর তিনি বললেনঃ যাদের অনুসরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে তোমাদের নবীও অন্তর্ভূক্ত।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেয়োনা, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য

١٧٠٠ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ وَرَفَعَهُ قَالَ: «لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ». (بخارى:٤٦٣٤)

১৭০০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মসম্ভ্রমশীল আর কেউ নেই। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন। আর আল্লাহর নিকট প্রশংসার চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কোন জিনিষ নেই। এ জন্যই তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন।

সূরা আরাফের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে নবী ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ কর এবং ভাল কাজের আদেশ দাও

١٧٠١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ.

১৭০১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মানুষের চরিত্র থেকে ক্ষমাশীল হওয়ার নীতি গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের সাথে ক্ষমাসূলভ আচরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

সূরা আনফালের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা (শির্ক ও কুফরী) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়

١٧٠٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ. (بخارى:٤٦٥١)

১৭০২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ ফিতনার যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? তিনি বললেনঃ তুমি কি জানেন ফিতনা কী? মুহাম্মাদ (ﷺ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এ সময় মুশরিকদের কাছে কোন মুসলিম গমণ করলে ফিতনায় পড়তেন। সুতরাং রাসূলের যুদ্ধ তোমাদের ন্যায় রাজত্ব অর্জনের জন্য ছিলনা।

সূরা তাওবার তাফসীর

অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ এবং অন্যান্যরা নিজেদের পাপসমূহ স্বীকার করেছে

١٧٠٣ــ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَابْتَعَثَانِي فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ، وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالاَ لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالاَ: أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ». (بخارى:٤٦٧٤)

১৭০৩) সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বললেনঃ আজ রাতে দুইজন ফেরেশতা আগমণ করে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে এমন এক প্রাসাদে নিয়ে গেলেন, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দিয়ে নির্মিত। সেখানে আমাদের সাথে এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎ হল, যাদের দেহের একাংশ ছিল খুবই সুশ্রী। আর অপরাংশ খুবই বিশ্রী। ঐ ফেরেশতা দু'জন তাদেরকে বললেনঃ এই নদীতে গিয়ে তোমরা ডুব দাও। তারা সেখানে গিয়ে ডুব দিয়ে ফেরত আসল। এতে তাদের দেহের কুৎসিৎ অংশ দূর হয়ে গেল এবং তারা সুন্দর আকৃতি ধারণ করল। ফেরেশতা দু'জন আমাকে বললেনঃ এটি হচ্ছে জান্নাতে আদন। এটিই আপনার স্থায়ী ঠিকানা। এরপর ফেরেশতাদ্বয় বুঝিয়ে বললেনঃ আপনি যাদের শরীরের অর্ধেক সুশ্রী আর অর্ধেক বিশ্রী দেখেছেন, তারা হল এমন লোক যারা দুনিয়াতে ভাল-মন্দ দু'ধরণের

কাজই করেছে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

টিকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতিদিন ফজরের নামায পড়ে সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে জিজ্ঞেস করতেনঃ আজ কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না। কেউ স্বপ্নে কিছু দেখে থাকলে তিনি তার ব্যাখ্যা করতেন। আর না হলে তিনি যদি কোন স্বপ্ন দেখতেন সাহাবীদের সামনে তিনি তা বর্ণনা করতেন। এই হাদীছটি তাঁর একটি দীর্ঘ স্বপ্নের অংশ বিশেষ।

সূরা হুদের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং তাঁর আরশ পানির উপর

١٧٠٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». و قَالَ: «يَدُ اللَّهِ مَلأَى لا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». وَ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ» (بخارى:٤٦٨٤)

১৭০৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ হে বনী আদম! তুমি (সৎকাজে) খরচ কর। তাহলে আমিও তোমার উপর খরচ করবো (তোমার ধন-স্পদে বরকত দান করবো)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেনঃ আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ। দিন রাত একাধারে যতই খরচ করেন, তা থেকে কোন কিছুই কমে না। তিনি আরও বলেনঃ আসমান ও যমিন সৃষ্টি করার পর থেকে তিনি কি পরিমাণ খরচ করেছেন, তা কি তোমরা দেখতে পেরেছ? এর পরও তাঁর হাতে যা আছে, তা হতে সামান্যও কমে নি। তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর হাতে রয়েছে পাল্লা। তিনি কাউকে নীচে নামান আবার কাউকে উপরে উঠান।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং তোমার রবের পাকড়াও এরূপই, যখন তিনি জালেমদের কোন বসতিকে পাকড়াও করেন

١٧٠٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾. (بخارى:٤٦٨٦)

১৭০৫) আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমদেরকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি আল্লাহর এই বাণী তেলাওয়াত করলেনঃ এবং তোমার রবের পাকড়াও এরূপই, যখন তিনি জালেমদের কোন বসতিকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অতি কঠোর ও যন্ত্রনা দায়ক। (সূরা হুদঃ ১০২)

সূরা হিজ্‌রের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কিন্তু যে চুরি করে (গোপনে) শুনে ফেলে

١٧٠٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا واحد فوق أخر فَرُبَّمَا أَدْرَكَ

الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا ، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ ، فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ)

১৭০৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেনঃ "আল্লাহ্ তাআলা যখন আকাশে কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর কথার প্রতি অনুগত হয়ে পাখা ঝাপটাতে থাকেন। এতে শক্ত পাথরের উপর লোহার শিকল পতিত হওয়ার শব্দের ন্যায় শব্দ হতে থাকে, "পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেঃ তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? উত্তরে তারা বলেনঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান" (সূরা সাবাঃ ২৩) নবী (ﷺ) বলেনঃ শয়তানেরা ফেরেশতাদের কথোপকথন চুরি করে শুনে নেয়। এই চোরেরা একজন অপরজনের ঘাড়ে বসে আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়। উপরের শয়তানটি ফেরেশতাদের কথা শুনে ফেলে। অতঃপর সে তার কাছের শয়তানের নিকট পৌছায়। এভাবে সর্বনিম্নস্থ শয়তানের নিকট খবরটি আসলে সে যাদুকর বা গণকের নিকট পৌছিয়ে দেয়। কখনও এরকম হয় যে, কথাটি দুনিয়ার যাদুকর বা গণকের কাছে আসার পূর্বেই আকাশের কথা বহনকারী শয়তানকে কোন জ্বলন্ত উল্কা পিন্ড ধরে ফেলে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও উল্কার আক্রমণের পূর্বেই সে কথাটি গণকের কাছে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এভাবে আসতে আসতে সর্বনিম্নের শয়তান পর্যন্ত কথাটি নিক্ষিপ্ত হয়। পরিশেষে তারা কথাটি যমীনে পৌছে দেয় এবং যাদুকরের বা গণকের মুখে পৌছে গেলে তার সাথে আরো একশটি মিথ্যা কথা সংযোগ করে"। অতঃপর উক্ত কথাগুলোর কোন একটি সত্য হলে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে অমুক অমুক যাদুকর কি আমাদের জন্য অমুক অমুক দিন বলে নি যে, এমন এমন হবে? আমরা কি তাই সংঘটিত হতে দেখি নি? এ রকম কথা শুনে লোকেরা সেটি বিশ্বাস করে। অথচ এই কথাটি শয়তানেরা আকাশ থেকে পূর্বেই চুরি করে শুনেছিল।

সূরা নাহ্লের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর তোমাদের কাউকে বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়

١٧٠٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». (بخارى:٤٧٠٧)

১৭০৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দুআয় বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, কৃপণতা, আলস্য, বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন-মরণের ফিতনা থেকে।

সূরা বানী ইসরাঈলের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহন করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দা

١٧٠٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ عليه السلام فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ: عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى».

১৭০৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গোশত আনা হল। তাঁকে সামনের বাহুর গোশত দেয়া হল। আর তিনি সামনের বাহুর গোশত পছন্দ করতেন। তিনি তা থেকে দাঁত দিয়ে ছিড়ে খেলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি কিয়ামতের দিন বনী আদমের সরদার হবো। তোমরা কি জান কেন এমন হবে?

আল্লাহ্ তাআলা সে দিন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একটি মাঠে একত্রিত করবেন। সকলেই একজন আহবানকারীর আহবান শুনতে পাবে এবং ময়দানটি এমন সমতল হবে যে, তাতে একজনের দৃষ্টি সকলকেই দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হবে, তাদের এমন দুঃখ ও কষ্ট হবে যে, তারা তা বরদাশত করতে পারবে না। লোকেরা পরস্পর বলবেঃ তোমাদের কেমন কষ্ট হচ্ছে, তা কি তোমরা দেখছ না? তোমরা কি এমন একজন লোক তালাশ করবে না যে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নিকট সুপারিশ করবে। তখন লোকদের একজন অন্যজনকে বলতে শুরু করবেঃ চল আদমের নিকট যাই। সুতরাং তারা আদম (আঃ)এর নিকট গিয়ে বলবেঃ আপনি হচ্ছেন মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আপনার ভিতর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? আপনি কি দেখছেন না আমরা কেমন কষ্টের মধ্যে আছি? আদম (আঃ) তখন বলবেনঃ আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হন নি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের নিকট যেতে বারণ করেছিলেন। আমি তা লঙ্ঘন করেছি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা নূহএর কাছে যাও। তারা নূহ (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবেঃ হে নূহ! আপনি তো পৃথিবী বাসীর নিকট প্রথম রাসূল। আপনাকে আল্লাহ্ তাআলা একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অবিহিত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেনঃ আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হন নি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর আমাকে একটি দুআ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। আমি তা আমার জাতির বিরুদ্ধে করে ফেলেছি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ইমরাহীমের কাছে যাও। তারা ইবরাহীম (আঃ)এর কাছে গিয়ে বলবেঃ হে ইবরাহীম! আপনি তো আল্লাহর নবী এবং পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনিই আল্লাহর বন্ধু। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেনঃ আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হন নি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর ইতিপূর্বে আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলে ফেলেছি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও। তারা মূসা (আঃ)এর কাছে গিয়ে বলবেঃ হে মূসা! আপনি তো আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালাত দিয়ে এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানুষের মধ্যে আপনাকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেনঃ আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হন নি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর আমি পৃথিবীতে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। অথচ তাকে হত্যা

করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয় নি। হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও। তারা ঈসা (আঃ)এর কাছে গিয়ে বলবেঃ হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আপনি হচ্ছেন আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছেন। আর আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রূহ। আপনি শিশুকালে মায়ের কোলে থেকেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? তিনি বলবেনঃ আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনও হন নি। আজকের পরে আর কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি পৃথিবীতে থাকা কালে কোন পাপের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বলবেনঃ হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! হায়! আমার কি দশা হবে! তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদের কাছে যাও। তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে বলবেঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি রকম কষ্টে আছি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অতঃপর আমি আরশের নীচে গিয়ে আমার প্রভুর জন্য সিজদায় নত হবো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে তাঁর এমন কিছু প্রশংসা ও গুণগান ঢেলে দিবেন যা ইতিপূর্বে কাউকে দেন নি। (আমি সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করবো) অতঃপর বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। চান, আপনি যা চাইবেন, আপনাকে তাই দেয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমি তখন মাথা উঠিয়ে বলবোঃ হে আমার প্রভু! আমার উম্মাতকে বাঁচান। আমার উম্মাতকে বাঁচান। অতঃপর বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যাদের উপর কোন হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করান। তবে তারা চাইলে লোকদের সাথে জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়েও জান্নাতে যেতে পারবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হবে মক্কা ও হিমইয়ার অথবা মক্কা ও বুসরার মধ্যকার দূরত্বের সমান।

টিকাঃ 'হিময়ার' ইয়ামানে এবং বুসরা সিরিয়ায় অবস্থিত। আর মুসলিম শরীফে হাজার নামক স্থানের কথা এসেছে। তা বাহরাইনে অবস্থিত। স্যাটালাইটের সাহায্যে আকাশপথ মেপে মক্কা থেকে তিনটি স্থানের দূরত্ব হুবহু একই সমান পাওয়া গিয়েছে। যা হচ্ছে ১২৭৩ কিলোমিটার। এটি কি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর একটি উজ্জল মুজিযা নয়? আল্লাহু আকবার।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমার রব অচিরেই তোমাকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন

١٧٠٩ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا، يَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ اشْفَعْ، يَا فُلاَنُ اشْفَعْ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ. (بخارى:٤٧١٨)

১৭০৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক উম্মাতই তার নবীর নিকট যাবে। তারা বলবেঃ হে অমুক! সুপারিশ করুন! হে অমুক! সুপারিশ করুন। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব এসে পড়বে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। আর ঐ দিন আল্লাহ তাকে মাকামে মাহমুদ দান করবেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়োনা এবং খুব নীচু স্বরেও পড়োনা

١٧١٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾. (بخارى:٤٧٢٢)

১৭১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী "তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়োনা এবং খুব নীচু স্বরেও পড়োনা" সম্পর্কে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম দিকে মক্কায় গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সে সময় তিনি যখন সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন তখন কুরআন তেলাওয়াতের সময় আওয়াজ উঁচু করতেন। মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে, তা যিনি নাযিল করেছেন তাকে (আল্লাহকে) এবং যার উপর তা নাযিল হয়েছে তাকেও (মুহাম্মাদ (ﷺ) কেও) গালি দিত। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে বললেনঃ তুমি উঁচু আওয়াজে নামায পড়বেনা। অর্থাৎ নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের সময় আওয়াজ উঁচু করোনা। তাহলে মুশরিকরা কুরআন তেলাওয়াত শুনে কুরআনকে গালি দিবে। আর তুমি খুব নীচু আওয়াজেও পড়বেনা। তাহলে তোমার সাথীগণ তা শুনতে পাবেনা; বরং নামাযে মধ্যম স্বরে কুরআন পড়ো।

সূরা কাহাফের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শন সমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে

١٧١١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ». وَقَالَ: اقْرَءُوا ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾. (بخارى:٤٧٢٩)

১৭১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন একজন মোটা মানুষ উপস্থিত হবে। অথচ আল্লাহ্র কাছে একটি মশার ডানার সমানও তার ওজন হবে না। তারপর তিনি বলেনঃ তোমরা চাইলে আল্লাহ্র এই বাণীটি পড়তে পারঃ

﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾

"সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন ওজনই দাঁড় করাবোনা। অর্থাৎ তাদের আমলসমূহ ওজনই করবোনা"। (সূরা কাহাফঃ ১০৫)

টিকাঃ কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল মানুষের আমল ওজন করা হবে। অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মানুষ এবং তার আমল উভয়ই দাঁড়িপাল্লায় তোলা হবে। কিন্তু অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের আমলের কোন ওজনই করবেন না। এর উত্তরে আলেমগণ বলেছেন যে, তাদের আমলগুলোকে কোন মূল্যায়নই করবেন না কিংবা গুরুত্বসহকারে তাদের আমলগুলোকে ওজন করবেন না। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, তাদেরকে তাদের আমলসহ পাল্লায় উঠালেও কোন ওজনই হবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূরা মারইয়ামের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাদের ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের

١٧١٢ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ وَهَؤُلاَءِ فِي غَفْلَةِ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾».

(بخارى: ٤٧٣٠)

১৭১২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে এবং একজন ঘোষণাকারী প্রথমে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করবেনঃ হে জান্নাতবাসীগণ! ডাক শুনে তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে। সে বলবেঃ তোমরা কি একে চেন? তাঁরা বলবেনঃ আমরা তাকে চিনি। সে হলো মওত। কারণ প্রত্যেকেই (মৃত্যুর সময়) তাকে দেখেছে। অতঃপর সে জাহান্নামীদেরকে ডাক দিয়ে বলবেঃ হে জাহান্নামীগণ! ডাক শুনে তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে। সে তখন বলবেঃ তোমরা কি একে চেন? তারাও বলবেঃ আমরা তাকে চিনি। সে হলো মওত। কারণ প্রত্যেকেই (মৃত্যুর সময়) তাকে দেখেছে। অতঃপর তাকে যবেহ করে দেয়া হবে। তারপর বলা হবেঃ হে জান্নাতীগণ! তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে। তোমাদের আর কোন দিন মৃত্যু হবেনা। জাহান্নামীদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবেঃ তোমরা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾

"তুমি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও, যখন সব বিষয়ে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (সুরা মারইয়ামঃ ৩৯)

টিকাঃ অন্য বর্ণনায় এসেছে, মওতকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি একটি স্থানে রেখে যবেহ করা হবে। আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মওতকে যবেহ করার এ দৃশ্য দেখে এবং ঘোষণা শুনে বেহেশতবাসীদের আনন্দ ও খুশী আরো বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখ ও পেরেশানী আরও বৃদ্ধি পাবে।

সূরা নূরের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর যারা তাদের নিজেদের স্ত্রীদেরকে যেনার অপবাদ দিবে, কিন্তু তারা নিজেরা ব্যতিত আর কোন সাক্ষী থাকবেনা

١٧١٣ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ: أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ــ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ ــ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

اللَّه ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّه لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَته رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ». فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْمُلاعَنَة بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِه، فَلاعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، فَطَلَّقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِه أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِه أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِه عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِه رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّه.

(بخارى:٤٧٤٥)

১৭১৩) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, উয়াইমীর (রাঃ) আসেম বিন আদী (রাঃ)এর নিকট আসলেন। আর তিনি ছিলেন বনী আজলান কবীলার সরদার। সাহল জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা কি বলেন যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে পেল? সে কি তাকে হত্যা করে ফেলবে? আর এমনটি হলে তো আপনারাও তাকে হত্যা করবেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সে কি করবে? এ ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করুন। আসেম নবী (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে সেই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তিনি আসেমের প্রশ্নটি অপছন্দ করলেন। পরবর্তীতে উয়াইমীর আসেমকে জিজ্ঞেস করলে আসেম বললেনঃ নবী (ﷺ) এ ধরণের প্রশ্ন শুনতে অপছন্দ করেছেন এবং তা দোষণীয় বলেছেন। উয়াইমীর বললেনঃ আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে বিরত হবো না। উয়াইমীর আগমণ করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে পেল। সে কি তাকে হত্যা করবে? তাহলে তো আপনারাও তাকে হত্যা করবেন। অথবা এখন সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তাদেরকে লিআন করার আদেশ দিলেন, যা আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। উয়াইমীর তার স্ত্রীর সাথে লিআন করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমি যদি তাকে রেখে দেই, তাহলে আমার পক্ষ হতে তার উপর জুলুম হবে। তাই তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে লিআনকারী প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর জন্য এটি সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা খেয়াল রাখো। উয়াইমীরের স্ত্রী যদি কালো রং, কালো দু'টি চোখ, বড় নিতম্ব এবং মোটা মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে বুঝবে যে, উয়াইমীর তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে নি। কিন্তু সে যদি লাল টিকটিকির রঙ্গের মত রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহলে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে। দেখা গেল উয়াইমীর সত্যবাদী হলে যে গুণাগুণ বিশিষ্ট সন্তান হবে বলে বর্ণনা করেছেন, সেরূপই একটি শিশু সন্তান প্রসব করল। পরে সেই শিশুটিকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত।

টিকাঃ লিআনের পদ্ধতি আল্লাহ্ তাআলা সূরা নূরের ৬-৯ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। লিআনের পর সুন্নাতী নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয়

١٧١٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ هِلالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».

(بخارى:٤٧٤٧)

১৭১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হিলাল বিন উমাইয়া তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীক বিন সাহমার সাথে জেনার অভিযোগ দিল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ (চারজন) সাক্ষী উপস্থিত করো। অন্যথায় তোমার পীঠে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি পতিত হবে। হেলাল বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর উপর কোন পুরুষকে দেখতে পায়, তখন কি সে সাক্ষীর তালাশে বের হবে? (তাহলে তো সে কাজ শেষ করে চলে যাবে) নবী (ﷺ) একই কথা বলতে থাকলেনঃ সাক্ষী উপস্থিত কর। অন্যথায় তোমার পীঠে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি পতিত হবে। হেলাল বললঃ ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি অবশ্যই সত্যবাদী। আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ অবশ্যই এমন কিছু নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করবে। অতঃপর জিবরীল ফেরেশতা আগমণ করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এই আয়াতগুলো নাযিল হলঃ

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

"এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী থাকেনা, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত। এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে"। (সূরা নূরঃ ৬-৯) এরপর নবী (ﷺ)

চলে গেলেন এবং মহিলাকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হেলাল এসে সাক্ষী দিল (কসম খেল)। নবী (ﷺ) বলতে থাকলেনঃ আল্লাহ্ অবশ্যই অবগত আছেন যে, তোমাদের একজন মিথ্যুক। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবা করবে কি? অতঃপর হেলালের স্ত্রী এসে (চারবার) কসম খেল। পঞ্চমবার কসম খাওয়ার সময় লোকেরা তাকে থামিয়ে দিল এবং বলল তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে এটি (পঞ্চমবারের কসম) শাস্তিকে আবশ্যক করবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এতে মহিলাটি ইস্তঃ করল এবং সামান্য বিলম্ব করল। আমরা মনে করলাম সে কসম খাওয়া থেকে ফিরে আসবে। অতঃপর সে বললঃ আমি আমার গোত্রের লোকদেরকে চিরকালের জন্য লাঞ্ছিত করবো না। এ কথা বলেই সে পঞ্চমারের কসম পূর্ণ করল। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা তার প্রতি খেয়াল রাখো। তার স্ত্রী যদি কালো দু'টি চোখ, বড় নিতম্ব এবং মোটা মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে বুঝবে যে, উমাইয়া তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে নি। কিন্তু সে যদি লাল টিকটিকির রঙ্গের মত রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহলে সন্তানটি শারীক বিন সাহমার। দেখা গেল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে গুণাগুণ বিশিষ্ট সন্তান হবে বলে বর্ণনা করেছেন, সেরূপই একটি শিশু সন্তান প্রসব করল। নবী (ﷺ) বললেনঃ এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে ফয়সালা না আসলে অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিতাম।

সূরা ফুরকানের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে

١٧١٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّه، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ (بخارى: ٤٧٦٠)

১৭১৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, "জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে কিয়ামতের দিন কাফেরকে মুখের উপর হাঁটানো হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ দুনিয়াতে যিনি তাকে দু'পায়ের উপর হাঁটাতে সক্ষম ছিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের উপর হাঁটাতে সক্ষম নন?

সূরা রোমের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আলিফ লাম মীম রোমকরা পরাজিত হয়েছে

١٧١٦ــ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً يُحَدِّث فِي كِنْدَةَ فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُود مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ، فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَمُ: لا أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنِ الإِسْلامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُنَا

بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ، فَقَرَأَ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَائِدُونَ﴾ أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ يَوْمَ بَدْرٍ وَ ﴿لِزَامًا﴾ يَوْمَ بَدْرٍ ﴿الم غلبت الرُّومُ﴾ إِلَى ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ وَالرُّومُ قَدْ مَضَى.

(بخارى:٤٧٧٤)

১৭১৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর কাছে খবর পৌছল যে, জনৈক লোক কিনদাহ গোত্রে বর্ণনা করছিল যে কিয়ামতের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মুনাফেকদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দিবে। আর মুমিনদের জন্য সর্দিকাশির ন্যায় অবস্থা হবে। ইবনে মাসউদের কাছে যখন এই খবর পৌছে তখন তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। খবর শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন এবং তিনি বললেনঃ যার কাছে জ্ঞান আছে সে যেন বলে। আর যার কাছে তা নেই, সে যেন বলে আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে তোমার এ কথা, আমি জানি না- এটিও জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে বলেছেনঃ

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾

"বল! আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (সূরা সোয়াদঃ ৮৬) প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, কুরাইশরা ইসলাম কবুল করতে বিলম্ব করল। তাই নবী (ﷺ) তাদের উপর বদ দুআ করলেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ইউসুফ (আঃ)এর সাত বছরের দুর্ভিক্ষের ন্যায় কুরাইশদের বিরুদ্ধে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়ে সাহায্য করুন। এরপর তারা এমন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হল যে তাতে বহু সংখ্যক লোক মারা গেল। তারা মৃত জন্তু এবং হাড্ডী খেতে বাধ্য হল। তাদের কেউ আসমান ও যমীনের মাঝখানে ধোঁয়ার মত দেখতে লাগল। এরপর আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি নিকট আত্মীয়দের প্রতি ভাল ও সদয় ব্যবহার করার আদেশ দেয়ার জন্য আমাদের কাছে এসেছ। অথচ তোমার নিকট আত্মীয়রা এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তুমি আমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ কর। তখন তিনি এই আয়াতগুলো পাঠ করলেনঃ

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾

"অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানুষকে। এটা হবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন আমরা ঈমান আনয়ন করবো। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট একজন রাসূল। অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বলেছেঃ সে তো শেখানো কথা বলছে, সে তো একজন পাগল"। আমি আযাব একটু সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও তোমরা পূর্বের ন্যায় আচরণ করবে"। (সূরা দুখানঃ ১০-১৫)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ এই ধোঁয়া দ্বারা যদি কিয়ামতের দিনের আযাব উদ্দেশ্য হত তাহলে তা আসার পর কি পুনরায় উঠে যাবে? মোটকথা হচ্ছে আযাব উঠে যাওয়ার পর তারা পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে গেল। আর আল্লাহ্র বাণীঃ আমি শীঘ্রই কঠোরভাবে পাকড়াও করবো। এখানে বদর যুদ্ধে কাফেরদের কঠিন পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা ফুরকানে উল্লেখিত لزاما শব্দ দ্বারাও বদরের যুদ্ধে কাফের বন্দী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং دخان (ধোঁয়া) بطشة (পাকড়াও) এবং সূরা রোমের শুরুর দিকে আলোচিত রোমকদের জয় পরাজয় সংঘটিত হয়ে গেছে।

টিকাঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেনঃ সূরা দুখানে যে ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনে সংঘটিত হয়ে গেছে।

অন্যান্য আলেমদের মতে তা এখনও আসেনি। কিয়ামতের পূর্বে এবং কিয়ামতের আলামত হিসাবে তা প্রকাশিত হবে। তা বের হয়ে সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীছের মাধ্যমে প্রমাণিত বিধায় তাতে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ওয়াজিব।

সূরা সিজদার তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কোন ব্যক্তিই জানেনা যে মুমিন বান্দাদের জন্য কি ধরণের চক্ষু শীতলকারী বস্তু গোপন রাখা হয়েছে

١٧١٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. (بخارى: ٤٧٨٠)

১৭১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা হাদীছে কুদ্সীতে বলেছেনঃ "আমি আমার প্রিয় বান্দাদের জন্যে এমন নেয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, যার বর্ণনা কোন কান শ্রবণ করেনি এবং যা কোন মানুষের হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনা। দুনিয়াতে তোমরা যে সমস্ত নেয়ামত দেখেছ, তা ছাড়া আরও অনেক নেয়ামত আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছি। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

"কোন ব্যক্তিই জানেনা যে মুমিন বান্দাদের জন্য কি ধরণের চক্ষু শীতলকারী বস্তু গোপন রাখা হয়েছে"। (সূরা সিজদাহঃ ১৭)

সূরা আহযাবের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাদের মধ্য থেকে তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে বিদায় করে দাও আর যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে রেখে দাও

١٧١٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. (بخارى: ٤٧٨٨)

১৭১৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে সমস্ত নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজেদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছিল তাদের উপর আমি ঈর্ষাবোধ করতাম। আমি বলতামঃ একজন মহিলা কি নিজেকে এভাবে সোপর্দ করতে পারে? অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা যখন এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾

"তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পার। তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই"। (সূরা আহযাবঃ ৫১) তখন আমি বললামঃ আমি দেখছি, আপনার প্রভু দ্রুত আপনার মর্জির অনুরূপ হুকুম জারী করেন।

١٧١٩ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّه أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. (بخارى:٤٧٨٩)

১৭১৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন এই আয়াত নাযিল হলোঃ

﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾

"তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পার, তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই (সূরা আহজাবঃ ৫১) তখন তিনি স্ত্রীদের সাথে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে পালা পরিবর্তন করতে চাইলে আমাদের অনুমতি চাইতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বলতাম, হে আল্লাহর রাসূল! পালার দিনটি যখন আমার হবে (আমার কাছে যদি অনুমতি চাওয়া হয়) তখন আপনার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করোনা

١٧٢٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً، لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! أَمَا وَاللَّه مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّه ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ». (بخارى:٤٧٩٥)

১৭২০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর একবার সাওদা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাইরে যান। তিনি ছিলেন একজন মোটা মহিলা। যারা তাঁকে চিনতেন, তাদের থেকে তিনি নিজেকে লুকাতে পারতেন না। উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)

তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি বললেনঃ হে সাওদাহ! দেখুন, আল্লাহর কসম! আপনি আমাদের থেকে লুকাতে পারবেন না। এখন দেখুন, আপনি কিভাবে বের হবেন? আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এ কথা শুনে তিনি ফিরে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে রাতের খাবার গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল এক খন্ড হাড্ডী। সাওদা (রাঃ) তখন ভিতরে গিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণে বাইরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু উমার (রাঃ) আমাকে এ রকম এ রকম কথা বলেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এ সময় আল্লাহ্ তাঁর উপর অহী নাযিল করলেন। অহী নাযিল শেষ হওয়া পর্যন্ত হাড্ডীটি তাঁর হাতেই ছিল। মুখে দেন নি। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমাদেরকে প্রয়োজন পূরণে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা কোন জিনিষ প্রকাশ কর বা গোপন রাখ

١٧٢١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّٰه، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمِّكِ»؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰه، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ». (بخارى:٤٧٩٦)

১৭২১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবুল কুওয়াইসের ভাই আফলাহ আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি বললামঃ এ ব্যাপারে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি না নিয়ে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেব না। কেননা আবুল কুয়াইস আমাকে দুধ পান করায় নি। অবশ্য আবুল কুয়াইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছিল। নবী (ﷺ) আগমণ করার পর আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবুল কুয়াইস-এর ভাই আফলাহ্ আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু আপনার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে তাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছি। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে কিসে তোমাকে বারণ করল। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সেই পুরুষ তো আমাকে দুধ পান করায় নি। বরং আমাকে আবুল কুয়াইসের স্ত্রী দুধ পান করিয়েছে। নবী (ﷺ) তখন তাঁকে বললেনঃ তোমার ডান হাত ধুলোমলিন হোক! তুমি তাকে অনুমতি দাও। কেননা সে তোমার চাচা।

টিকাঃ অন্য হাদীছে রয়েছে, রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম, দুগ্ধ সম্পর্কের কারণেও অনুরূপ লোকদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। সুতরাং রক্তসম্পর্কীয় চাচার সাথে অর্থাৎ কোন মহিলা তার পিতার নিজ ভাইয়ের সাথে যেমন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, ঠিক তেমনি কোন মহিলা যার স্ত্রীর দুধ পান করেছে, তার ভাইয়ের সাথেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দুরূদ পেশ করেন

١٧٢٢ــ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰه، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ

مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». (بخارى:٤٧٩٧)

১৭২২) কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর সালাম পেশ করার ধরণ তো আমরা জানতে পারলাম। কিন্তু আপনার উপর সালাত কিভাবে পাঠ করবো? তিনি বললেনঃ তোমরা বলবেঃ

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত নাযিল কর, যেরূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাজিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।

١٧٢٣ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا التَّسْلِيمُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». (بخارى:٤٧٩٨)

১৭২৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর সালাম পেশ করার নিয়ম তো আমরা জানতে পারলাম। কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পেশ করবো? তিনি বললেনঃ তোমরা বলবেঃ হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল করুন যেরূপ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)এর পরিবারের উপর। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাজিল করুন যেমন বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)এর উপর।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়োনা। অনন্তর আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন

١٧٢٤– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

১৭২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মুসা (আঃ) খুব লজ্জাশীল ছিলেন। আর এটাই আল্লাহ্ তাঁর কথায় বলেছেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾

"হে মুমিনগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়োনা। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। (সূরা আহযাবঃ ৬৯)

সূরা সাবার তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তিনি তো কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র

١٧٢٥ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاهْ». فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي»؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ! أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾. (بخارى:٤٨٠١)

১৭২৫) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এক দিন সাফা পর্বতে আরোহণ করে ইয়া 'সাবাহ' তথা সকালের বিপদ বলে ডাক দিলেন। কুরাইশরা তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে বললঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেনঃ আমি যদি বলি, শত্রুদল সকালে অথবা বিকালে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তাহলে তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করবে? সকলেই বললঃ হ্যাঁ (বিশ্বাস করব)। আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাবের আগমণ সম্পর্কে সতর্ক করছি। আবু লাহাব তখন বললঃ তোমার ধ্বংস হোক! এ জন্যই তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? আল্লাহ তাআলা তখন এই আয়াতগুলো (সূরা মাসাদ) নাযিল করলেনঃ

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾

"আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক"।

সূরা যুমারের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ

١٧٢٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ الَّذِى تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً . فَنَزَلَ (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ) وَنَزَلَ (قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ)

১৭২৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিছু মুশরিক লোক ব্যাপক নর হত্যা এবং যেনায় লিপ্ত হয়। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললঃ আপনি যা বলছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন, তা খুবই সুন্দর। আপনি যদি বলতেন যে, আমরা অতীতে যে সব গুনাহ করেছি, (ইসলাম গ্রহণ করার কারণে) তা মাফ করে দেয়া হবে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে আহবান করে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং যেনা করে না। যে কেউ উক্ত কাজগুলো করবে, সে

পাপী হবে। কিয়ামতের দিন তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনয়ন করবে এবং সৎ আমল করবে তাদের খারাপ আমলগুলোকে আল্লাহ নেক আমলের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা যুমারঃ ৬৮) এবং এই আয়াতটিও নাযিল হয়ঃ

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"হে নবী! তুমি বলঃ হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়"। (সূরা যুমারঃ ৫৩)

টিকাঃ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে বান্দা যত গুনাহ্ করুক খালেস নিয়তে তাওবা করলে আল্লাহ্ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তার গুনাহগুলোকে ছাওয়াব দ্বারা বদল করে দিবেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা আল্লাহর যথাযথ ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারেনি

١٧٢٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلاَئِقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. (بخارى:٤٨١١)

১৭২৭) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইহুদীদের একজন আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমণ করে বললঃ হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে দেখতে পাই যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত আসমানকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, সমস্ত যমীনকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, সমস্ত বৃক্ষকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এবং কাদাকে এক আঙ্গুলের উপর আর অবশিষ্ট সমস্ত সৃষ্টিকে অন্য এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন। অতঃপর বলবেনঃ আমিই একমাত্র মালিক (বাদশাহ)। ইহুদী আলেমের এই কথাকে সত্যায়ন করে তিনি এমন হাসলেন যে, তাঁর মুখের সামনের দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে গেল। তারপর তিনি সূরা যুমারের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহ্কে যথার্থরূপে বুঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে"। (সূরা যুমারঃ ৬৭)

টিকাঃ এই হাদীছে আল্লাহ্ তাআলার আঙ্গুল থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সালাফগণের আকীদাহ হচ্ছে কোন প্রকার ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন ছাড়াই তাতে বিশ্বাস করতে হবে। এর ধরণ ও প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীন আল্লাহর মুঠোয় থাকবে

١٧٢٨- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ ، وَيَطْوِى السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ»

১৭২৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা যমীনকে এক মুঠে নিবেন। আসমানসমূহকে তাঁর ডান হাতে পেঁচিয়ে ভাঁজ করে বলবেনঃ আমিই বাদশাহ। দুনিয়ার বাদশারা আজ কোথায়?

টিকাঃ এই হাদীছে আল্লাহর ডান হাত, মুষ্ঠি প্রমাণিত হল। যদিও তার ধরণ কেউ জানেনা। কিন্তু এ জাতিয় যত তথ্য কুরআন ও সহীহ হাদীছে উল্লেখ হয়েছে, তার উপর ঈমান আনা মুমিনদের জন্য ফরয। কেউ কেউ বলেনঃ যা আয়ত্ত করতে পারিনা, তা মানিনা। এ কথাটি হুবহু ঐ কথার মত, যা দেখিনা, তা মানিনা। অথচ ঈমানের বিষয়টি এমন যে, ভক্তিতে আল্লাহ মিলে তর্কে বহু দূর। আল্লাহ সবাইকে ভক্তির যোগ্যতা দান করুন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ শিঙগায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে

١٧٢٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ». قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ. (بخارى:٤٨١٤)

১৭২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ দুইবার শিঙায় ফুঁ দেয়ার মাঝখানে চল্লিশের ব্যবধান থাকবে। লোকেরা বললঃ হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিনের ব্যবধান হবে? তিনি বললেনঃ আমি বলতে পারবোনা। তারা বললঃ চল্লিশ বছর? তিনি বললেনঃ তাও জানি না। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলঃ তাহলে চল্লিশ মাস? তিনি এবারও জবাব দিলেনঃ আমার তা জানা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ মানুষের শরীরের সব অংশই পচে-গলে শেষ হয়ে যাবে। শুধু আজবুয্ যানাব তথা মেরুদন্ডের হাড্ডির শেষভাগের সামান্য অংশ বাকী থাকবে। কিয়ামতের দিন তা থেকেই মানুষকে দ্বিতীয়বার গঠন করা হবে।

টিকাঃ মরার পর মানুষকে মাটি গ্রাস করে ফেলে। সহীহ হাদীছে এসেছে শুধু নবীদের লাশই যমীন ভক্ষণ করে না। হাদীছে দেহের যে অংশটি বাকী থাকে বলে ঘোষণা দিয়েছে মানব দেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণও তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

সূরা শুরার তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ্য চাই

١٧٣٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَقَالَ: «إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ». (بخارى:٤٨١٨)

১৭৩০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কুরাইশদের প্রতিটি শাখা গোত্রের সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তা ছিল। এর উপর ভিত্তি করেই নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা আত্মীয়তার কারণে আমার সাথে ভালবাসার বন্ধন টিকিয়ে রাখো।

সূরা দুখানের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও। আমরা ঈমান আনয়ন করবো

١٧٣١ــ فِيْهِ حَدِيْثٌ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي سُوْرَةِ الرُّوْمِ، زَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالُوا: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ فَقِيلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ، فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

১৭৩১) সূরা রোমের ব্যাখ্যায় এ মর্মে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, তারা বললঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও। আমরা ঈমান আনয়ন করবো"। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর রাসূলকে বলা হলঃ আমরা যদি তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেই, তারপরও তারা কাফের হয়ে যাবে। যাই হোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর প্রভুর নিকট দুআ করলেন। তাদের উপর থেকে আল্লাহ তাআলা আযাব উঠিয়ে নিলেন। এতে তারা ঈমান তো আনেই নি বরং তারা কুফরীতেই ফিরে গেল। আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন।

সূরা জাছিয়ার তাফসীর

অধ্যায়ঃ মুশরিকদের কথা কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ মহাকালই (কালের উত্থান পতনই) আমাদেরকে ধ্বংস করে

١٧٣٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ ﷻ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». (بخارى:٤٨٢٦)

১৭৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে (কালকে) গালি দেয়। অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।

টিকাঃ أنا الدهر আমিই যুগ বা মহাকাল- এই কথা থেকে বুঝা যায় না যে, الدهر 'দাহর' আল্লাহর একটি নাম। কেননা হাদীছের শেষাংশে এর ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর হাতেই যুগের পরিবর্তনসহ সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা, তিনিই দিন-রাত পরিবর্তন করেন।

সূরা আহকাফের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন তারা আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল

١٧٣٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ...وَذَكَرَتْ بَاقِيَ الْحَدِيْثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيْ بَدْءِ الْخَلْقِ. (بخارى:٤٨٢٩)

১৭৩৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যাতে, তাঁর আলজিভ দেখা যেত। তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) হাদীছের বাকী অংশ উল্লেখ করেছেন। 'সৃষ্টির সূচনা' নামক অধ্যায়ে তা অতিক্রান্ত হয়েছে।

টিকাঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন তিনি কখনও সামনে অগ্রসর হতেন আবার কখনও পিছনে হঠতেন। কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন আবার কখনও বের হতেন এবং তাঁর চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেত। পরে বারি বর্ষণ হলে তাঁর এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটত। আয়েশা (রাঃ) তাঁর এ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী (ﷺ) বললেনঃ জানি না, আযাবের মেঘ দেখে 'আদ জাতি' যে কথা বলেছিল এ মেঘ অনুরূপ মেঘও তো হতে পারে। আল্লাহর বাণীঃ অতঃপর যখন তারা মেঘমালা তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তারা বলে উঠলঃ এতো মেঘমালা আমাদের উপর বর্ষিত হবে; বরং এটি সেই বস্তু যা তোমরা ত্বড়িত পেতে চেয়েছিলে। এটি তো সেই হাওয়া, যাতে যন্ত্রনা দায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা আহকাফঃ ২৪)

সূরা মুহাম্মাদের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করলে সম্ভাবনা আছে যে, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে

١٧٣٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ، قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾.(بخارى: ٤٨٣٠)

১৭৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করলেন, তখন রক্তের সম্পর্ক (আত্মীয়তার সম্পর্ক) উঠে দাড়ালো এবং দয়াময় আল্লাহর কোমর ধরল। আল্লাহ তাআলা তখন বললেনঃ থামো! আত্মীয়তার সম্পর্ক বললঃ এটি হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা তখন বললেনঃ যে ব্যক্তি তোমার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? আত্মীয়তার সম্পর্ক তখন বলতে লাগলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। আল্লাহ তাআলা তখন বললেনঃ তাই হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ তোমরা চাইলে কুরআনের এই আয়াতটি পড়তে পারঃ

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

"তোমাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করলে সম্ভাবনা আছে যে, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে (সূরা মুহাম্মাদঃ ২২)

টিকাঃ শরীরের (কোমরের) যে স্থানে লুঙ্গি পরা হয় সেই স্থানকে حقو কোমর বলা হয়। অত্র হাদীছে আল্লাহ্ তাআলার জন্য কোমর সাব্যস্ত করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ্ হচ্ছে এ জাতীয় বিষয় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই এর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা এবং কোন প্রকার অপব্যাখ্যা না করা। আল্লাহর শানে যে রকম কোমর প্রযোজ্য ও শোভনীয় সে রকমই তাঁর কোমর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সূরা কাফ-এর তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ জাহান্নাম বলবে, আমার জন্য আরও আছে কি?

١٧٣٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُلْقَى فِي النَّارِ ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ». (بخارى:٤٨٤٨)

১৭৩৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যখন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলতেই থাকবে আরও আছে কি? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামের উপর স্বীয় পা রাখবেন। জাহান্নাম তখন বলবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আমার পেট ভরে গেছে।

টিকাঃ উপরের হাদীছের ন্যায় এখানেও আল্লাহর পা আছে বলে প্রমাণিত হল। আমরা তাতে বিশ্বাস করি। আল্লাহর শানে যেমন পা প্রযোজ্য তাঁর পা সেরকমই।

١٧٣٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لا يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، فَيُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا». (بخارى:٤٨٥٠)

১৭৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হল। জাহান্নাম বললঃ অহংকারী ও জালেমদের জন্য আমাকে সৃষ্টি (নির্দিষ্ট) করা হয়েছে। জান্নাত বললঃ আমার কি হল? আমার মধ্যে তো কেবল দুর্বল ও অসহায় লোকেরাই প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বললেনঃ তুমি হলে আমার রহমত। আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই তাকে রহমত দান করব। জাহান্নামকে বললেনঃ তুমি হলে আমার আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে আযাব দেব। তোমাদের প্রত্যেককেই পরিপূর্ণ করা হবে। তবে দোযখের ব্যাপারটি হল আল্লাহ্ তাআলা তার উপর পা না রাখা পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ্ তাআলা যখন তার উপর পা রাখবেন তখন সে বলবেঃ যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আমার পেট ভর্তি হয়ে গেছে। তখনই কেবল জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং এর এক অংশ অন্য অংশের উপর মিলে গিয়ে সংকোচিত হয়ে আসবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টির কারও উপর জুলুম করবেন না। আর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন।

সূরা তুরের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ শপথ তুর পর্বতের! শপথ এমন কিতাবের, যা লিখিত আছে

١٧٣٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ

يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ

১৭৩৭) মুহাম্মাদ বিন জুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তে শুনেছি। যখন তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পৌছলেনঃ

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ﴾

"তারা কি কোন সৃষ্টিকারী ব্যতীতই অস্তিত্ব লাভ করেছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? আসমান ও যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসল কথা হচ্ছে তারা ঈমান আনয়ন করেনি। তোমাদের প্রভুর ধন-ভান্ডার কি তাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে? বা তার উপর তাদের কর্তৃত্ব চলে? তখন আমার অন্তর ভয়ে প্রায় উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল"।

সূরা নাজমের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত এবং উয্যা সম্পর্কে?

١٧٣٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ». (بخارى: ٤٨٦٠)

১৭৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি শপথ করার সময় বলবেঃ লাত এবং উয্যার শপথ, সে যেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলবে যে, এসো জুয়া খেলি, তার সাদকাহ করা উচিত।

সূরা কামারের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ জনক ও তিক্ততর

١٧٣٩ــ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾. (بخارى: ٤٨٧٦)

১৭৩৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর মক্কাতে যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾

"বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর" তখন আমি ছোট কিশোরী ছিলাম এবং খেলাধুলা করতাম।

সূরা আর-রাহমানের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং এ দু'টি ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে

١٧٤٠ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

১৭৪০) আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্যের তৈরী। তার সমস্ত থালা-বাসন এবং অন্যান্য বস্তুও হবে রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণের। তার সমস্ত থালা-বাসন এবং অন্যান্য বস্তু হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদনের মধ্যে তাদের এবং তাদের প্রভুর মাঝে গৌরব ও অহঙ্কারের একটি চাদর ব্যতীত অন্য কোন ব্যবধান থাকবে না, যা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র চেহারার উপর থাকবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ

١٧٤١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ». قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ آنِفاً.

১৭৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ জান্নাতে ফাঁপা মতির তৈরী একটি তাঁবু থাকবে। তার দৈর্ঘ হবে ৬০ মাইল। মুমিন ব্যক্তির জন্য এর প্রত্যেক কোণে পরিবারের লোকেরা (দুনিয়ার আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী, জান্নাতের কিশোর ও হুরেরা) থাকবে। (তাঁবুর বিশালতার কারণে) এক পাশের লোকেরা অন্য কোণে অবস্থানকারীদেরকে দেখতে পাবে না। মুমিনগণ তাদের সাথে দেখা করতে ও বেড়াতে আসবে।

সূরা মুমতাহানার তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না

١٧٤٢ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾. (بخاری: ٤٨٩٠)

১৭৪২) আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে, যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদকে হাতেব বিন আবু বালতাআর ঘটনায় পাঠালেন। হাদীছের শেষাংশে এসেছে যে, হাতেব বিন আবু বালতআর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছেঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেনা"। (সূরা মুমতাহানাঃ ১)

টিকাঃ হাতেব নিব আবু বালতাআর ঘটনা অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে আক্রমণের বিষয়টি সাহাবীদেরকে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু সাহাবী হাতিব বিন আবু বালতাআ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মক্কাবাসীদেরকে রাসূলের উদ্দেশ্য জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে একজন মহিলার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অহীর মাধ্যমে হাতেবের এই কর্মের কথা জানতে পেরে সাথে সাথে কয়েকজন সাহাবীকে চিঠিটি

উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। তারা রাওযায়ে খাক নামক বাগানে মহিলাকে পাকড়াও করে চিঠি উদ্ধার করেন। এরপর হাতেবকে ডেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চিঠির বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। হাতেব বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কেবল আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার জন্যই এমনটি করেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন মুমিন মহিলারা তোমার কাছে বায়আত করতে আসে

١٧٤٣ــ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا. (بخارى:٤٨٩٢)

১৭৪৩) উম্মে আতিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়আত করলাম। তিনি আমাদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শুনালেনঃ

﴿أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ﴾

"তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না"। (সূরা মুমতাহানাহঃ ১২) তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। তখন এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে বললঃ অমুক মহিলা আমার মসিবতে বিলাপ করে আমার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করেছে। আমি তার বিনিময় দিতে চাই (আমিও তার পক্ষে বিলাপ করে বিনিময় দিতে চাই)। নবী (ﷺ) তাকে কিছুই বলেন নি। সুতরাং সে চলে গেল এবং (বিনিময় দিয়ে) চলে আসার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কাছ থেকে বায়আত নিলেন।

সূরা জুমআর তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং অন্যান্য লোকদের জন্যও ঐ রাসূলকে পাঠিয়েছেন, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি

١٧٤٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاءِ».

১৭৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁর উপর সূরা জুমআ নাযিল হল। তাতে এই বাণীও রয়েছে, এই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই সব লোক কারা? এই কথা তিনবার জিজ্ঞেস করার পরও তিনি কোন উত্তর দেন নি। আমাদের মাঝে তখন সালমান ফারসী উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ ঈমান ছুরাইয়ার (আকাশের একটি তারকা) নিকট থাকলেও এই লোকেরা অথবা এদের কেউ তা পেয়ে যেত।

সূরা মুনাফিকুনের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল

١٧٤٥ــ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أُبَيٍّ يَقُولُ: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا. فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَقَتَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ». (بخارى:٤٩٠٠)

১৭৪৫) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে বলতে শুনলাম, আল্লাহর রাসূলের নিকট যেসব লোক আছে তোমরা তাদের উপর কোনরূপ খরচ করোনা। যেন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে তার নিকট থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। আমরা মদীনায় ফেরত যাওয়ার পর আমাদের শক্তিশালী ও প্রবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিবে। যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) বলেনঃ আমি আমার চাচা বা উমার (রাঃ)কে এ কথা বলে দিলাম। তিনি তা নবী (ﷺ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি বিস্তারিত বললাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার সাথীদেরকে ডেকে পাঠালেন। সে এবং তার সাথীরা এসে কসম খেয়ে বলল যে, তারা এ ধরণের কিছু বলে নি। যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন এবং মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কথা বিশ্বাস করলেন। এতে আমি এমন কষ্ট পেলাম, যা জীবনে আর কখনও পাইনি। মানুষের সাথে চলাফেরা বাদ দিয়ে আমি মন খারপ করে বাড়িতে বসে থাকাকেই পছন্দ করলাম। আমার চাচা আমাকে বললেনঃ তুমি কেন এমন কাজ করতে গেলে যার কারণে আল্লাহর রাসূল তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তখন এই আয়াতটি নাযিল করলেনঃ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾

"যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর রাসূল"। (সূরা মুনাফিকুনঃ ১) নবী (ﷺ) তখন আমার নিকট লোক পাঠালেন এবং সূরা মুনাফিকুন পাঠ করে শুনালেন। এরপর তিনি বললেনঃ হে যায়েদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সাথীদেরকে ডাকলেন। উদ্দেশ্য হল তারা যদি অপরাধের কথা স্বীকার করেন, তাহলে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু তারা মাথা নাড়িয়ে অস্বীকার করল।

١٧٤٦ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ» وَشَكَّ

ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ. (بخارى:٤٩٠٦)

১৭৪৬) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ হে আল্লাহ! তুমি আনসারদেরকে ক্ষমা কর এবং আনসারদের সন্তানদেরকেও ক্ষমা কর। আনসারদের নাতীদের জন্য দুআ করার ব্যাপারে বর্ণনাকারী ইবনুল ফযল সন্দেহ পোষণ করেছেন।

সূরা তাহরীমের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন, তা তুমি নিজের জন্য হারাম করে নিচ্ছ কেন?

١٧٤٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: «لا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا».

১৭৪৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে মধু পান করতেন এবং তাঁর কাছে অবস্থান (বিলম্ব) করতেন। তাই আমি এবং হাফসাহ গোপনে একমত হলাম যে, আমাদের যার নিকটই তিনি আসবেন সে তাঁকে বলবে আপনি মাগাফির খেয়েছেন? আমি আপনার নিকট থেকে মাগাফিরের (মধুর) গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেনঃ আমি তো এরূপ করি নি, তবে আমি যায়নাব বিনতে জাহশের নিকট মধু পান করতাম। আমি কসম করলাম যে, এরূপ আর কখনও করবো না। তুমি এ বিষয়টি (মধু না পান করার শপথের বিষয়টি) আর কাউকে বলবে না।

সূরা কালামের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তার স্বভাব কঠোর, তদুপরি সে কুখ্যাত

١٧٤٨ــ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ».

১৭৪৮) হারেছা বিনতে ওয়াহব আল-খুযাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে সংবাদ দিবোনা? তারা হচ্ছেন একেবারে দুর্বল শ্রেণীর লোক। তারা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন বিষয়ে শপথ করে আল্লাহ্ তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে সংবাদ দিবোনা? তারা হচ্ছে প্রত্যেক ঝগড়াটে এবং কঠোর স্বভাবের লোক।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ স্বরণ কর সেই দিনের কথা যেদিন আল্লাহ্ তাআলার পায়ের নলা উন্মুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হবে

١٧٤٩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا».

১৭৪৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, (কিয়ামতের দিন) আমাদের প্রতিপালক তাঁর পায়ের নলা উন্মুক্ত করবেন। প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষ সিজদাহ করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং শুনানোর জন্য সিজদাহ করত তারা সিজদাহ করতে চাইলে তাদের কোমর বাঁকা হবেনা বরং তক্তার ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে।
টিকাঃ এই হাদীছে আল্লাহ্ তাআলার পায়ের নলা থাকার কথা প্রমাণিত হল। এটিও অন্যান্য সিফাতের ন্যায় একটি সিফাত (গুণ)। কোন প্রকার অপব্যাখ্যা ছাড়াই এর বাহ্যিক অর্থের প্রতি বিশ্বাস করা জরুরী। আল্লাহর সত্তা যেমন তার সিফাতও তেমন, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আল্লাহর যাত (সত্তা) এবং সিফাত (গুণ) কোন মাখলুকের যাত (সত্তা) ও সিফাতের (গুণের) মত নয়। তিনি যেমন তার নলা এবং অন্যান্য সিফাতও তেমন। এর ধরণ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

সূরা নাযিআতের তাফসীর

١٧٥٠ــ عن سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ:«بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ».(بخارى:٤٩٣٦)

১৭৫০) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মধ্যমা অঙ্গুলি এবং শাহাদাত অঙ্গুলিকে একত্রিত করে তা দ্বারা ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ আমাকে এবং কিয়ামতকে এভাবে মিলিত করে প্রেরণ করা হয়েছে।
টিকাঃ এই হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে নবী (ﷺ) কে কিয়ামতরে নিকটবর্তী সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না।

সূরা আবাসার তাফসীর

١٧٥١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ». (بخارى:٤٩٣٧)

১৭৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কুরআন পাঠকারী হাফেয (কিয়ামতরে দিন) কিরামান কাতীবুন তথা সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করে, কিন্তু তা পড়তে তার কষ্ট অনুভব হয়, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার।
টিকাঃ একটি পুরস্কার কুরআন তেলাওয়াতের জন্য অপরটি তেলাওয়াতে কষ্ট স্বীকার করার জন্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূরা মুতাফ্ফিফীনের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যে দিন সকল মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে

١٧٥٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ». (بخارى:٤٩٣٨)

১৭৫২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "যে দিন সকল মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে"। সে দিন কিছু মানুষ তার ঘামে কানের অর্ধেক লতিকা পর্যন্ত ডুবে যাবে।

সূরা ইনশিকাকের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তার খুব সহজ হিসাব নেওয়া হবে

١٧٥٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ». وباقي الحديث تقدم في كتاب العلم (بخارى:٤٩٣٩)

১৭৫৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন যারই হিসাব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হবে। হাদীছের বাকী অংশ কিতাবুল ইলমে অতিক্রান্ত হয়েছে।

টিকাঃ সেখানে হাদীছের শব্দগুলো এ রকমঃ আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ আল্লাহ কি বলেন নি

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

"অচিরেই তার সহজ হিসাব নেয়া হবে"? (সূরা ইনশিকাকঃ ৮) নবী (ﷺ) বললেনঃ মূলতঃ এটি হিসাব নয়; বরং তা হল শুধু আমলগুলো পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার কঠিন হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা অবশ্যই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হবে

١٧٥٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ حَالاً بَعْدَ حَالٍ قَالَ: هَذَا نَبِيُّكُمْ

১৭৫৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হবে। তিনি আরও বলেন যে, তোমাদের নবীই এই অর্থ বর্ণনা করেছেন।

সূরা শামসের তাফসীর

١٧٥٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾: انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ». وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ». ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ»؟ وفي رواية: «مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ.

১৭৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে যামআ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে এক ভাষণে সালেহ (আঃ)এর উটনী এবং তাকে যে ব্যক্তি আহত করেছিল তার সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ সালেহ (আঃ) উটনীকে হত্যা করার জন্য তাদের এক নিকৃষ্ট এবং শক্তিশালী ব্যক্তি উদ্যোত হল। সে ছিল স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবু যামআর ন্যায় প্রভাবশালী। এরপর নবী (ﷺ) মহিলাদের সম্পর্কেও আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে কৃতদাসের মত মারপিট করে অতঃপর দিবসের শেষভাগে তার সাথে সহবাসে মিলিত হয় (এমনটি হওয়া কাম্য নয়)। অতঃপর তিনি কারও

পশ্চাৎ বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে হাসি দেয়ার ব্যাপারে নসীহত করলেন। তোমাদের কেউ এমন কাজে কেন হাসে যা নিজেই করে থাকে? অপর বর্ণনায় রয়েছে, সে ছিল যুবাইর ইবনুল আওয়ামের চাচা আবু যামআর ন্যায়।

টিকাঃ জাহেলী যামানার লোকদের খারাপ অভ্যাসের মধ্যে এও ছিল যে কোন মজলিসে তারা পশ্চাৎ বায়ু নিঃসরণ করত এবং এ নিয়ে হাসাহাসি করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই বদ অভ্যাস থেকে সাবধান করেছেন।

সূরা আলাকের তাফসীর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই

١٧٥٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ». (بخارى:٤٩٥٨)

১৭৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু জাহল একবার বললঃ আমি যদি মুহাম্মাদকে কাবার নিকট নামায পড়তে দেখি তবে তার ঘাড় পদদলিত করবো। তার এই কথা জানতে পেরে নবী (ﷺ) বললেনঃ সে যদি তা করে তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে পাকড়াও করবে।

সূরা কাউছারের তাফসীর

١٧٥٧ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ». (بخارى:٤٩٦٤)

১৭৫৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কে যখন আকাশে উঠানো হল (যখন তাঁর মিরাজ সংঘটিত হল) তখন তিনি বললেনঃ আমি একটি নদীর ধারে আসলাম, যার উভয় তীরে ছিল ফাঁপা মোতির তৈরী তাঁবুসমূহ। আমি বললামঃ হে জিবরীল! এটি কী? তিনি বললেনঃ এটিই হল হাউযে কাউছার।

١٧٥٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ سُئِلَتْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾. قَالَتْ: نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ. (بخارى:٤٩٦٥)

১৭৫৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউছার দান করেছি"- এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ এটি হল একটি নদী, যা তোমাদের নবীকে প্রদান করা হয়েছে। তার উভয় তীরে রয়েছে ফাঁপা মোতির তৈরী তাঁবুসমূহ। তার পানপাত্রের সংখ্যা হচ্ছে আকাশের তারকাসম।

সূরা ফালাকের তাফসীর

١٧٥٩ــ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ: «قِيلَ لِي فَقُلْتُ». قَالَ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (بخارى:٤٩٧٧)

১৭৫৯) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সূরা নাস ও ফালাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ (জিবরীলের মাধ্যমে) আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি এ দু'টিও পাঠ কর, তাই আমি পাঠ করেছি। অর্থাৎ এ দু'টিও কুরআনের সূরা। উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেনঃ আমরাও ঠিক তেমনি বলি।

টিকাঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূরা নাস ও ফালাককে কুরআন মজীদে লিখতেন না। এ ব্যাপারে উবাই বিন কা'বকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হাদীছে উল্লেখিত জবাব প্রদান করেন। মূলতঃ ইবনে মাসউদের সাথে এ ব্যাপারে আর কোন সাহাবী একমত ছিলেন না। বরং এ দু'টি সূরা কুরআনের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা হয়েছে।

كتاب فضائل القرآن

কুরআনের ফজীলত

অধ্যায়ঃ অহী নাযিলের পদ্ধতি এবং প্রথম যা নাযিল হয়

١٧٦٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (بخارى: ٤٩٨١)

১৭৬০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন, তাদের প্রত্যেককেই এমন এমন মুজেযা দেয়া হয়েছে, যা দেখে লোকেরা ঈমান আনয়ন করেছে। আর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কুরআন মজীদ অহী আকারে প্রদান করেছেন। আমি আশা করি কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে।

١٧٦١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ. (بخارى:٤٩٨٢)

১৭৬১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেষ জীবনে বিরতিহীনভাবে অহী নাযিল করতে থাকলেন। আর তাঁর ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে ব্যাপক আকারে অহী নাযিল হতে থাকলো। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।

অধ্যায়ঃ সাতটি পঠন পদ্ধতিতে কুরআন নাযিল হয়েছে

١٧٦٢ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ». فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ». فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ». (بخارى:٤٩٩٢)

১৭৬২) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় আমি হিশাম বিন হাকীমকে সূরা ফুরকান তেলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি মনোযোগ সহকারে তার কিরাআত শুনে বুঝতে পারলাম যে, সে তা এমনভাবে পাঠ করছে, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে শিক্ষা দেন নি। আমি নামাযেই তাকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাম ফিরানোর পর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ আমি এই সূরাটি তোমাকে যেভাবে পড়তে শুনলাম, সেভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বললঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললামঃ তুমি

মিথ্যা বলছো। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তা অন্যভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁকে টেনে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। আমি বললামঃ আমি এই লোকটিকে সূরা ফুরকান এমনভাবে পড়তে শুনেছি, যেভাবে আপনি আমাকে তা শিক্ষা দেন নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমি তাঁকে ছেড়ে দাও। ওহে হিশাম! তুমি তা পড়ে শুনাও। সে উক্ত সূরাটি সেভাবেই পড়লো, যেভাবে আমি তাঁকে একটু আগে পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে উমার তুমি পড়ো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি তা সেভাবেই পড়লাম। তিনি বললেনঃ এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেনঃ এই কুরআন সাতটি পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। যেভাবে পড়া তোমাদের জন্য সহজ হয়, তোমরা সেভাবেই পড়।

অধ্যায়ঃ জিবরীল (আঃ) নবী (ﷺ) কে কুরআন পড়ে শুনাতেন

١٧٦٣ــ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام قَالَت: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي». (بخارى:٣٦٢٣)

১৭৬৩) ফাতেমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একবার আমার কানে কানে বললেন যে, জিবরীল ফেরেশতা প্রতি বছর আমার কাছে কুরআন মজীদ একবার পেশ করে থাকেন। তবে এবার আমার নিকট দুইবার পেশ করেছেন। আমার ধারণা এইযে, আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

١٧٦٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً

১৭৬৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জবান থেকে সত্তরের অধিক সূরা মুখস্থ করেছি।

١٧٦٥ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ بِحِمْصَ فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ

১৭৬৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা সিরিয়ার হেমস শহরে ছিলেন। তিনি তখন সূরা ইউসুফ পাঠ করলেন। সেখানকার এক লোক বললঃ তা এভাবে নাযিল হয়নি। ইবনে মাসউদ বললেনঃ আমি এই সূরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে পাঠ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তিনি তাকে বললেনঃ তুমি খুব সুন্দর তেলাওয়াত করেছো। তারপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তুমি এক দিকে আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা মনে করছ, আর অন্য দিকে মদ পান করছো। অতঃপর তার উপর মদ পানের শাস্তি প্রয়োগ করা হলো।

অধ্যায়ঃ قل هو الله أحد (সূরা ইখলাস)-এর ফজীলত

١٧٦٦ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». (بخارى:٥٠١٤)

১৭৬৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে (قل هو الله أحد) তথা সূরা ইখলাস বার বার পাঠ করতে শুনল। সকাল হলে সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বিষয়টি জানালো। লোকটি শুধু সূরা ইখলাস পাঠকে খুব অল্প মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ ঐ সত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই ইহা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

١٧٦٧ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِه: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ»؟ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ». (بخارى:٥٠١٥)

১৭৬৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একদা তাঁর সাহাবীদেরকে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম হতে পারে? সাহাবীদের কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কার এমন ক্ষমতা আছে? নবী (ﷺ) বললেনঃ সূরা ইখলাস, যাতে রয়েছে আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় এবং অমূখাপেক্ষী- কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

অধ্যায়ঃ সূরা নাস্ ও ফালাকের ফজীলত

١٧٦٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْـهِ ثُـمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّـاسِ﴾ ثُـمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِـكَ ثَـلاثَ مَرَّاتٍ. (بخارى:٥٠١٧)

১৭৬৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন দু'হাতকে একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং পড়তেনঃ

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

তারপর হাত দু'টি দিয়ে সাধ্যানুযায়ী শরীরের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। প্রথমে মাথা, মুখ এবং শরীরের সম্মুখ ভাগ মাসেহ্ করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন।

অধ্যায়ঃ কুরআন তেলাওয়াতের সময় প্রশান্তি ও ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়া

١٧٦٩ــ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَـرَأَ فَجَالَـتِ الْفَـرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ». قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَـأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَـالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لا أَرَاهَا، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «تِلْكَ الْمَلائِكَةُ دَنَتْ لِـصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ». (بخارى:٥٠١٨)

১৭৬৯) উসাইদ বিন হুযায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনি একবার রাত্রিতে সূরা

বাকারা পাঠ করছিলেন। তাঁর পাশেই তাঁর ঘোড়াটি বাঁধা ছিল। তখন হঠাৎ ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করল। তিনি কুরআন তেলওয়াত ছেড়ে দিয়ে চুপ হওয়ার সাথে সাথে ঘোড়াটিও চুপ হয়ে গেল। আবার পড়তে শুরু করলে ঘোড়াটিও লাফাতে লাগল। তিনি চুপ হয়ে গেলেন। ঘোড়াটিও শান্ত হলো। তিনি পুনারায় পড়তে শুরু করলে ঘোড়াটিও লাফাতে ছটফট করতে লাগলো। তিনি কুরআন পড়া বাদ দিলেন। কারণ তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকটেই ঘুমিয়ে ছিল। তাঁর ভয় হলো যে, তাঁর ছেলের শরীরে ঘোড়ার পায়ের আঘাত লাগতে পারে। তাই তিনি ছেলেকে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং আকাশের দিকে মাথা উঠালেন। কিন্তু তিনি আকাশ দেখতে পেলেন না; বরং দেখলেন আলোক বর্তিকার ন্যায় অসংখ্য বস্তু আকাশ ঢেকে রেখেছে। সকাল বেলা সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেনঃ হে ইবনে হুযায়ের! যদি তুমি পড়তে থাকতে! যদি তুমি পড়তে থাকতে! (তাহলে খুব ভাল হত) তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভয় হলো ঘোড়াটি ইয়াহয়াকে পা দিয়ে পিষে ফেলবে। কারণ সে ঘোড়ার নিকটেই ছিল। তাই আমি মাথা উঠিয়ে তার প্রতি দৃষ্টি দিলাম এবং আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে মেঘমালার ন্যায় অসংখ্য বস্তু দেখতে পেলাম। তাতে ছিল বাতির ন্যায় অসংখ্য বস্তু। বাইরে এসে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি বললেনঃ তুমি কি জান উহা কি ছিল? আমি বললাম না। তিনি বললেনঃ তারা ছিলেন ফেরেশতা। তোমার আওয়াজ শুনে তাঁরা তোমার নিকটবর্তী হয়েছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত কুরআন পড়তে থাকতে তাহলে লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত। কুরআন শোনা ছেড়ে দিয়ে তাদের থেকে পলায়ন করতে পারতো না।

অধ্যায়ঃ কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হওয়া

١٧٧٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ».

১৭৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায়না। এমন এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন আর সে উহা দিনরাত অধ্যায়ন করে। তার প্রতিবেশী তার কুরআন তেলাওয়াত শুনে বলেঃ আমাকেও যদি তার মত কুরআনের জ্ঞান দেয়া হতো, তাহলে আমিও তার মত আমল করতাম। আর অন্য ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দিয়েছেন আর সে তা ভাল পথে খরচ করে। অন্য ব্যক্তি তার এ অবস্থা দেখে আফসোস করে বলেঃ আমাকে যদি তার মত মাল দেয়া হতো, তাহলে আমি তার ন্যায় খরচ করতাম।

অধ্যায়ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন পড়ে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়

١٧٧١ــ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». (بخارى:٥٠٢٨)

১৭৭১) উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন পড়ে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।

অপর বর্ণনায় আছে, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ে এবং তা শিক্ষা দেয়।

অধ্যায়ঃ কুরআন স্মরণ রাখা এবং বার বার পাঠ করা

١٧٧٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّٰه ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». (بخارى:٥٠٣١)

১৭৭২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কুরআনের হাফেযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বেঁধে রাখা উটের মালিকের ন্যায়। যদি সে তাঁর উটকে বেঁধে রাখে এবং পরিচর্যা করে তাহলে সে তাকে আয়ত্তে রাখতে পারবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে পলায়ন করবে।

١٧٧٣ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰه ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ». (بخارى:٥٠٣٢)

১৭৭৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কারো এ কথা বলা খুবই খারাপ যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং বলা উচিত যে, আমাকে অমুক আয়াত ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা সবসময় কুরআন পড়তে থাকো। কেননা তা মানুষের বক্ষ হতে বের হয়ে যায়, যেমনভাবে বেঁধে রাখা উট ছাড়া পেলে পলায়ন করে থাকে।

١٧٧٤ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». (بخارى: ٥٠٣٣)

১৭৭৪) আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তোমরা সর্বদা কুরআন পড়তে থাকো। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! বেঁধে রাখা উট ছাড়া পেলে যেভাবে পলায়ন করে কুরআন মানুষের অন্তর থেকে তার চেয়ে অধিক দ্রুত গতিতে বের হয়ে যায়।

অধ্যায়ঃ টেনে টেনে কুরআন পাঠ করা

١٧٧٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ. (بخارى:٥٠٤٦)

১৭৭৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত কেমন ছিল? তিনি বললেনঃ নবী (ﷺ) টেনে টেনে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর তিনি (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) পাঠ করলেন। বিসমিল্লাহ্ বলার সময় টানলেন, আর্ রাহমান বলার সময় টানলেন এবং আর্ রাহীম বলার সময়ও টানলেন।

অধ্যায়ঃ সুন্দর আওয়াজে কুরআন পাঠ করা

١٧٧٦ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسَى! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

১৭৭৬) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) তাকে বললেনঃ তোমাকে দাউদ (আঃ)এর কণ্ঠের ন্যায় সুকণ্ঠ দান করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ কয় দিনে কুরআন খতম করবে?

١٧٧٧ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا

طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ائْتِنِي بِهِ». فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ»؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: «وَكَيْفَ تَخْتِمُ»؟ قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةً، وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ». قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، وَصُمْ يَوْمًا». قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ، صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً». فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ، لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا، وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ. (بخارى:٥٠٥٢)

১৭৭৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে সম্ভ্রান্ত বংশের এক মহিলার সাথে বিয়ে দিলেন। তিনি সব সময় পুত্র বধূকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। পুত্র বধু বলতেনঃ তিনি তো খুব ভাল মানুষ। তবে যেদিন থেকে তার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তারপর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি আমার বিছানায় পা রাখেন নি এবং আমার কাপড়ে হাতও রাখেন নি। এরূপ অবস্থা যখন দীর্ঘায়িত হলো তখন তিনি ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন। তিনি বললেনঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আব্দুল্লাহ্ বলেনঃ পরে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কিভাবে রোযা রাখো? আমি বললামঃ প্রতিদিন। তিনি বললেনঃ কতদিনে কুরআন খতম কর? আমি বললামঃ প্রতি রাতেই। তিনি বললেনঃ তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ এবং এক মাসে কুরআন খতম কর। আমি বললামঃ আমি এর চেয়ে বেশী রোযা রাখতে পারি। তিনি বললেনঃ তবে সপ্তাহে তিন দিন রোযা রাখ। আমি বললামঃ আমি এর চেয়ে অধিক রোযা রাখতে সক্ষম। তিনি বললেনঃ তাহলে দুই দিন রোযা ছাড় এবং এক দিন রোযা রাখ। আমি বললামঃ আমি এর চেয়ে বেশী রোযা রাখার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি দাউদ (আঃ)এর ন্যায় একদিন রোযা রাখো আর এক দিন রোযা ছাড়ো। তা হচ্ছে সর্বোত্তম রোযা। প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন খতম করো। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) পরবর্তীতে বলতেনঃ আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের নসীহত কবুল করতাম, তাহলে কতই না ভাল হতো। কারণ আমি বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল হয়ে গেছি। তিনি তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তির সামনে দিনের বেলা কুরআনের সাত অংশের এক অংশ পাঠ করতেন, যাতে করে রাতের বেলা তা পাঠ করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যখন তিনি রোযা রাখার জন্য শক্তি হাসিল করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তিনি কয়েক দিন একটানা রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতেন। তবে তিনি যেদিনগুলোতে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতেন ঐ দিনগুলো হিসাব করে রাখতেন এবং পরে ঐ দিনগুলোর অনুরূপ রোযা রাখতেন। কারণ তিনি এমন কোন আমল ছেড়ে দেয়া অপছন্দ করতেন, যা নবী (ﷺ) জীবিত থাকা অবস্থায় করতেন।

অধ্যায়ঃ মানুষকে দেখানো অথবা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে

١٧٧٨ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ

حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ». (بخارى:٥٠٥٨)

১৭৭৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল বের হবে যারা তাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। তারা তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে অল্প মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে, কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবেনা। তীর যেমন শিকার হতে বের হয়ে যায় তারা সেভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। শিকারী তীরের অগ্রভাগে দৃষ্টি দেয় কিন্তু সে কিছুই দেখতে পায়না। তীরের মধ্যভাগে দৃষ্টি দিবে। সেখানেও কিছু দেখতে পাবেনা। তীরের পালকের দিকে দৃষ্টি দিবে সেখানেও সে কিছুই দেখবেনা। অবশেষে সে তীরের গোড়াতে কিছু আছে কি না তাতে সন্দেহ পোষণ করবে।

টিকাঃ তীর যদি শিকারের এক দিকে প্রবেশ করে শিকারকে ছিদ্র করে অপর পার্শ্ব দিয়ে বের হয়ে যায়, তাহলে দ্রুত গতিতে বের হওয়ার কারণে তীরের সাথে রক্তের কোন আলামত খুঁজে পাওয়া যায়না। খারেজীরা এভাবেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। যেমন শিকারকে ভেদ করে নির্গত তীরের গায়ে রক্তের কোন দাগ খুঁজে পাওয়া যায়না।

١٧٧٩ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ، كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرٌّ». (بخارى:٥٠٥٩)

১৭৭৯) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে মুমিন কুরআন পড়ে এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করে, তার দৃষ্টান্ত জামির ফলের (কমলা-লেবুর) ন্যায়। তার স্বাদ ও ঘ্রাণ উভয়ই খুব ভাল। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করেনা, কিন্তু তার প্রতি আমল করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খেজুরের ন্যায়। খেজুর মিষ্টি, কিন্তু তার কোন ঘ্রাণ নেই। যেই মুনাফেক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ফুলের ন্যায় যার ঘ্রাণ খুবই ভাল কিন্তু তার স্বাদ খুবই তিক্ত। আর যেই মুনাফেক কুরআন পড়েনা, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকাল ফলের ন্যায়, যার স্বাদ তিক্ত ও নিকৃষ্ট এবং গন্ধও খুব খারাপ।

١٧٨٠ــ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ». (بخارى:٥٠٦٠)

১৭৮০) জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন পড়তে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরের সাথে জবানের মিল থাকে। আর যখন জবানের সাথে অন্তরের অমিল দেখ, তখন কুরআন পড়া ছেড়ে দাও।

كتاب النكاح

কিতাবুন্ নিকাহ

অধ্যায়ঃ বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে

١١٨١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (بخارى:٥٠٦٣)

১৭৮১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে তাঁর স্ত্রীদের বাড়িতে আসলেন। তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলকে খুব কম মনে করল। তারা বললেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমান হতে পারবো? কেননা তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বললেনঃ আমি সারা জীবন রাতের বেলা নামায আদায় করবো। আরেকজন বললেনঃ আমি সারা জীবন রোযা রাখবো। কখনই রোযা ছাড়বো না। অন্যজন বললঃ আমি স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবো। কখনই তাদের সাথে মিলিত হবো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শোনার পর তাদের কাছে গিয়ে বললেনঃ তোমরা কি এরূপ এরূপ কথা বলো নি? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি, রোযা থেকে বিরত থাকি, নামায পড়ি, নিদ্রা যাই আবার স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হবে, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত নয়।

অধ্যায়ঃ বিবাহ না করা ও খাসী হয়ে যাওয়া নিষেধ

١١٨٢ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا. (بخارى:٥٠٧٤)

১৭৮২) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) উছমান বিন মাযউনের অবিবাহিত থাকার (বৈরাগী হওয়ার) আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।

١١٨٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ،

فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».

১৭৮৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন যুবক। আমি হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয় করছি। কোন মহিলাকে বিবাহ করার মত সামর্থও আমার নেই। তিনি চুপ থাকলেন। আমি পুনরায় অনুরূপ কথা বললাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার একই কথা বললামঃ তিনি এবারও চুপ রইলেন। চতুর্থবার অনুরূপ কথা বললে তিনি বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! তোমার ভাগ্যে যা আছে তা লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। তুমি চাইলে খাসী হতে পার আর না চাইলে তুমি তা থেকে বিরত থাকতে পারো।

অধ্যায়ঃ কুমারী মেয়েকে বিবাহ করা

١٧٨٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا». تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا. (بخارى:٥٠٧٧)

১৭৮৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি কোন উপত্যকায় নামেন এবং সেখানে এমন গাছ দেখেন যা থেকে পশুরা কিছু পাতা খেয়ে ফেলেছে এবং সেখানে এমন গাছও দেখেন যা থেকে কোন পাতাই খাওয়া হয় নি, তাহলে আপনি আপনার উটকে কোন্ গাছ থেকে পাতা খাওয়াবেন? নবী (ﷺ) বললেনঃ যা থেকে কোন পাতা খাওয়া হয় নি। আয়েশা (রাঃ)এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেন নি।

অধ্যায়ঃ বয়স্ক পুরুষ কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে

١٧٨٥ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ. فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلالٌ». (بخارى:٥٠٨١)

১৭৮৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁকে বিয়ে করার জন্য আবু বকরের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। আবু বকর তাঁকে বললেনঃ আমি তো আপনার ভাই। তিনি বললেনঃ আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর কিতাবের দিক থেকে তুমি আমার ভাই। আর সে তো আমার জন্য হালাল।

অধ্যায়ঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে কুফু অর্থাৎ বর ও কনে পরস্পর সম মানের হওয়া

١٧٨٦ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ﷺ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلًى لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَمَوَالِيكُمْ﴾. فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

(بخارى:٥٠٨٨)

১৭৮৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু হুযায়ফা বিন উত্‌বা বিন রাবীআ বিন আব্‌দে শামস (রাঃ), যিনি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি সালেমকে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। আর তার সাথে স্বীয় ভাইয়ের কন্যা হিন্দা বিনতে ওয়ালীদ বিন উত্‌বাকে বিয়ে দিলেন। সালেম ছিলেন জনৈক আনসারী মহিলার আযাদকৃত গোলাম। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও যায়েদকে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। জাহেলী যুগে কেউ অন্য কাউকে পুত্র বানালে লোকেরা তাকে তার পুত্র বলেই ডাকতো এবং তার সম্পদের ওয়ারিছ নির্ধারণ করতো। পরিশেষে এই আয়াত নাযিল হলোঃ أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَمَوَالِيكُمْ "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকো-------তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও তোমাদের বন্ধু"। (সূরা আহযাবঃ ৫) এরপর থেকে সকল পালক পুত্রকে তাদের পিতার দিকে সম্বন্ধ করে ডাকা শুরু হলো। আর যার পিতার নাম জানা ছিল না, তাকে মাওয়লা ও দ্বীনি ভাই বলা হতো। অতঃপর আবু হুযায়ফার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সুহাইল বিন আমর কুরাইশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো সালেমকে পুত্রের মতই মনে করতাম। আল্লাহ্ তাআ'লা এ ব্যাপারে যা নাযিল করেছেন, তা তো আপনি অবগত আছেন। অতঃপর পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ তাকে সালেম থেকে পর্দা করার আদেশ দিলেন।

١٧٨٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ، قَالَتْ: وَاللهِ لا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ. (بخارى:٥٠٨٩)

১৭৮৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুবাআ বিনতে যুবায়ের (রাঃ)এর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে বললেনঃ সম্ভবতঃ তুমি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করছো। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি নিজেকে অসুস্থ মনে করছি। তিনি তাকে বললেনঃ তুমি হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও। আর ইহরাম বাঁধার সময় এই কথা বলে নাও যে, হে আল্লাহ্! যেখানেই আপনি আমাকে আটকিয়ে দিবেন, সেখানেই আমি ইহ্‌রাম খুলে ফেলবো। এই কুরাইশী মহিলা মিকদাদ বিন আসওয়াদের স্ত্রী ছিলেন।

١٧٨٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». (بخارى:٥٠٩٠)

১৭৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মাল, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী এই চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। সুতরাং তুমি দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে করো। (তা না করলে) তোমার দুই হাত ধুলোমলিন হোক।

١٧٨٩ــ عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا»؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا»؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا». (بخارى:٥٠٩١)

১৭৮৯) সাহ্‌ল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বললেনঃ এই ব্যক্তি যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার প্রস্তাব কবুল করার খুবই উপযোগী, কারো নিকট সুপারিশ করলে তার সুপারিশ সাথে সাথেই কবুল করার উপযোগী এবং কথা বললে তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার উপযোগী। এরপর নবী (ﷺ) চুপ থাকলেন। ইত্যবসরে এক জন গরীব লোক অতিক্রম করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এ লোক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বললেনঃ সে যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না, সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কথা বললে তার কথার প্রতি কর্ণপাতও করা হয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এ ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের চেয়ে উত্তম।

অধ্যায়ঃ মহিলাদের অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর বাণীঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে"। (সূরা তাগাবুনঃ ১৪)

١٧٩٠ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». (بخارى:٥٠٩٦)

১৭৯০) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার পরে যত ফিতনা হবে তার মধ্যে পুরুষদের জন্য মহিলাদের ফিতনার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিতনা আর কিছু নেই।

অধ্যায়ঃ "তোমাদের জন্যে তোমাদের ঐ সকল মাতাকেও বিবাহ করা হারাম, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে"। (সূরা নিসাঃ ২৩) বংশগত কারণে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুধ পান করানোর কারণেও ঐ সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ

١٧٩١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟! قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». (بخارى:٥١٠٠)

১৭৯১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার নবী (ﷺ) কে বলা হলোঃ আপনি কি হামযার কন্যাকে বিয়ে করবেন না? তিনি বললেনঃ সে আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় ভাতিজী।

١٧٩٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُرَاهُ فُلانًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ــ قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ». (بخارى:٥٠٩٩)

১৭৯২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা এক একজন লোকের আওয়াজ শুনলেন। লোকটি হাফসার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটি আপনার ঘরে আসার অনুমতি চাচ্ছে। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমার ধারণা সে অমুক, হাফসার দুগ্ধ সম্পর্কীয় চাচা। আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ অমুক ব্যক্তি অর্থাৎ

আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় অমুক চাচা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি কি আমার ঘরে প্রবেশ করতেন? নবী (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ। বংশগত কারণে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ, দুধ পান করার কারণেও তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ হয়।

١٧٩٣ــ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ»؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لِي». قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ». (بخارى:٥١٠١)

১৭৯৩) উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোন তথা আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিয়ে করুন। তিনি বললেনঃ তুমি কি এটি পছন্দ কর? আমি বললামঃ হ্যা। আমি তো একাই আপনার স্ত্রী নই। কোন কল্যাণের মধ্যে আমার বোন আমার সাথে শরীক হবে- এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়। নবী (ﷺ) বললেনঃ সে আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললামঃ আমরা শুনছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যাকে বিয়ে করবেন। তিনি বললেনঃ উম্মে সালামার কন্যা? আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ সে যদি আমার ঘরে প্রতিপালিত নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। সে তো আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় ভাতিজী। ছুয়াইবা আমাকে এবং আবু সালামাকে দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের কন্যা ও বোনদেরকে আমার কাছে বিয়ের জন্য পেশ করোনা।

অধ্যায়ঃ যারা বলে দুই বছর বয়স হওয়ার পর দুধ পান করানোর কারণে দুধ পান জনিত কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ হবে না, তাদের দলীল। আল্লাহর বাণীঃ মাতা তার শিশকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। কম বা বেশী যে পরিমাণ দুধ পান করালে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়

١٧٩٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». (بخارى:٥١٠٢)

১৭৯৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট একজন লোক ছিল। লোকটিকে দেখে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যে, তিনি এটা অপছন্দ করছেন। আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ এ হচ্ছে আমার দুধ ভাই। নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমরা ভাল করে দেখ, কারা তোমাদের দুধ ভাই। কেননা ক্ষুধা নিবারণের জন্যে এবং খাদ্য হিসাবে দুধ পান করলেই কেবল দুগ্ধ পান করার কারণে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

١٧٩٥ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.

(بخارى:٥١٠٨)

১৭৯৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কোন মহিলা ও তার ফুফু কিংবা তাঁর খালাকে এক সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ শিগার সম্পর্কে

١٧٩٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّٰه ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. (بخارى:٥١١٢)

১৭৯৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিগার থেকে নিষেধ করেছেন।

টিকাঃ শিগার হচ্ছে কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের কাছে বিনা মোহরানায় এই শর্তে নিজের কন্যা বা বোন বিয়ে দিবে যে, সেও তার কন্যা বা বোনকে তার কাছে বিনা মোহরানায় বিয়ে দিবে। ইসলামে এ ধরণের বিবাহ সম্পূর্ণ নিষেধ।

অধ্যায়ঃ নবুওয়াতের শেষ দিকে নবী (ﷺ) মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন

١٧٩٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰه وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا

১৭৯৭) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ ও সালামা বি আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই বলেনঃ আমরা কোন সেনাবাহিনীতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের কাছে এসে বললেনঃ তোমাদেরকে মুতা বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা চাইলে তা করতে পার।

টিকাঃ এই হাদীছ বর্ণনা করার পর ইমাম বুখারী (রঃ) বলেনঃ আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হতে এমন হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যাতে বুঝা যায় যে অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছের অনুমতি রহিত হয়ে গেছে। মোট কথা হচ্ছে খায়বার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুতা বিবাহ (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মহিলাকে বিবাহ করা) বৈধ ছিল। খায়বার যুদ্ধের দিন তা হারাম হয়ে যায়। তারপর বিশেষ প্রয়োজনে মক্কা বিজয়ের সময় মুতা বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। অনুমতি দেয়ার তিন দিন পর চিরতরে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

অধ্যায়ঃ সৎকর্মপরায়ন পুরুষের নিকট মহিলা বিয়ের জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে

١٧٩٨ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّٰه زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ»؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لا وَاللّٰه مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيد، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، وَلَهَا نِصْفُهُ، قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ. فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهُ، أَوْ دُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

১৭৯৮) সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলা নিজেকে বিয়ের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করল। এক ব্যক্তি তাঁকে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (ﷺ) তাকে বললেনঃ তোমার কাছে কী (সম্পদ) আছে? সে বললঃ আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি যাও, তালাশ করে দেখ। একটি লোহার আংটি হলেও নিয়ে এসো। সে গেল। অতঃপর ফিরে এসে বললঃ আল্লাহর কসম!

আমি কিছুই পেলামনা। এমন কি লোহার আংটিও না। তবে আমার এ লুঙ্গিটি আছে। এর অর্ধেক তাকে দিয়ে দিবো। সাহ্‌ল বললেনঃ তার দেহে কোন চাদরও ছিল না। নবী (ﷺ) বললেনঃ এই চাদর দিয়ে সে কি করবে? এটা যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে তার শরীরে কিছুই থাকবেনা। আর যদি সে পরিধান করে, তাহলে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। এ কথা শুনে সে বসে গেল। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর লোকটি উঠে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ডেকে আনলেন। অথবা তাকে ডেকে আনা হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কি পরিমাণ কুরআন মুখস্ত আছে? সে কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করে বললঃ আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্ত আছে। তিনি বললেনঃ তোমার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত আছে তা শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম।

অধ্যায়ঃ বিয়ের পূর্বে পাত্রীকে দেখা

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ»؟ قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». (بخارى:٥١٢٦)

সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমণ করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজকে আপনার কাছে হেবা করে দেয়ার (বিনা মোহরানায় বিবাহ দেয়ার) জন্য এসেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাটির দিকে তাকালেন। অতঃপর মাথা নীচু করলেন। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বের হাদীছের মতই। তবে শেষে বর্ণিত হয়েছে, তুমি কি এ সূরাগুলো মুখস্ত বলতে পারবে? সে বললঃ হ্যাঁ। তখন নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি তাকে এ সূরাগুলো শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

অধ্যায়ঃ যারা বলে অলী ব্যতীত বিয়ে হবেনা

١٧٩٩ــ عَنْ مَعْقِلِ بْنُ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟ لا وَاللَّهِ، لا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. (بخارى:٥١٣٠)

১৭৯৯) মা'কাল বিন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার এক বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলাম। কিন্তু সে আমার বোনকে তালাক দিয়ে দিল। আমার বোনের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে সে ব্যক্তি পুনরায় বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসলো। তখন আমি তাকে বললামঃ আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে তোমার স্ত্রী বানিয়ে সম্মানিত করেছি। আর তুমি তাকে তালাক দিয়ে পুনরায় প্রস্তাব পাঠাচ্ছ? আল্লাহর কসম! সে আর কখনই তোমার কাছে যাবে না। অথচ সেই লোকটি সম্পর্কে কোন আপত্তি ছিল না এবং মহিলাটিও তার কাছে ফেরত যেতে আগ্রহী ছিল। তখন আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) অর্থাৎ মহিলাদেরকে তাদের প্রথম স্বামীর নিকট ফেরত যেতে বাধা দিও না। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি

তাই করবো। সুতরাং সে তার বোনকে পুনরায় তার কাছে বিয়ে দিল।

অধ্যায়ঃ পিতা বা অন্য কেউ কুমারী বা অকুমারী মেয়েকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দিবে না

١٨٠٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». (بخارى: ٥١٣٦)

১৮০০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন অকুমারী (বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা) মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ কুমারী মেয়ের অনুমতি কিভাবে বুঝা যাবে? তিনি বললেনঃ চুপ থাকাই হচ্ছে তার অনুমতির লক্ষণ।

١٨٠١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: «رِضَاهَا صُمَاتُهَا».

১৮০১) আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! কুমারী মেয়ে তো লজ্জাবোধ করে থাকে। তিনি বললেনঃ তার চুপ থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে বিয়ে দিলে সেই বিবাহ নাজায়েয

١٨٠٢ــ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (بخارى:٥١٣٩)

১৮০২) খানসা বিনতে খিযাম আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তার পিতা তাকে বিবাহ দেন। তখন সে ছিল সায়্যেবা (বিধবা)। সে এই বিয়েতে রাজী ছিলনা। তাই সে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কাছে আসলে তিনি তা বাতিল করে দেন।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে

١٨٠٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (بخارى:٥١٤٢)

১৮০৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) কারো দামের উপর অন্য কাউকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন। আর কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অথবা অনুমতি দেয়।

অধ্যায়ঃ বিয়ের মধ্যে যেসমস্ত শর্ত নাজায়েয

١٨٠٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». (بخارى:٥١٥٢)

১৮০৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন মহিলার জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে তার কোন মুসলিম বোনের তালাক দাবী করবে। যাতে সে তার বোনের বাসন একাই দখল করে নেয়। কেননা তার তাকদীরে যা আছে তা সে পাবেই।

অধ্যায়ঃ যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীর কাছে পেশ করে এবং তার বরকতের জন্য দুআ করে

١٨٠٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». (بخارى:٥١٦٣)

১৮০৫) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে বিবাহের কনে হিসেবে প্রস্তুত করলেন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ হে আয়েশা! তোমাদের কাছে খেলাধুলার কোন সরঞ্জাম আছে কি? কেননা আনসারগণ খেলাধুলা পছন্দ করে।

অধ্যায়ঃ স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় কি বলবে?

١٨٠٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»

১৮০৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যদি স্ত্রী সহবাসের সময় এই দুআ পড়েঃ

بِاسْمِ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহ্র নামে (মিলন) করছি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান তুমি দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ"। অতঃপর এ সহবাসের মাধ্যমে কোন সন্তান দেয়া হলে শয়তান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

অধ্যায়ঃ একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলীমার ব্যবস্থা করা

١٨٠٧ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

১৮০৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যায়নাবকে বিয়ে করার সময় যে ধরণের অলীমার ব্যবস্থা করেছেন, সে রকম অলীমার ব্যবস্থা অন্য কোন স্ত্রীর ক্ষেত্রে করেন নি। তিনি যায়নাবের অলীমা করেন একটি ছাগল দিয়ে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি একটি ছাগলের চেয়েও কম কিছু দিয়ে হলেও অলীমার ব্যবস্থা করল

١٨٠٨ــ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

১৮০৮) সাফিয়া বিনতে শায়বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তাঁর কোন স্ত্রীর বিয়েতে মাত্র দুই মুদ্দ যব দিয়ে অলীমা করেছেন।

অধ্যায়ঃ অলীমা এবং অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। কেউ যদি একাধারে সাত দিন বা অনুরূপ অলীমার আয়োজন করে

١٨٠٩ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». (بخارى:٥١٧٣)

১৮০৯) আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তাতে উপস্থিত হয়।

অধ্যায়ঃ নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের অসীয়ত

١٨١٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». (بخارى:٥١٨٦)

১৮১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তোমরা নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের উপর অংশের হাড়। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙে ফেলবে। আর যদি বাঁকা হাড়কে বাঁকা অবস্থায় ছেড়ে দাও, তবে তা বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।

অধ্যায়ঃ পরিবার-পরিজনের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার করা

١٨١١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ.

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لا حَرٌّ وَلا قُرٌّ، وَلا مَخَافَةَ وَلا سَآمَةَ.

قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلا يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ.

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ». (بخارى:٥١٨٩)

১৮১১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা এগারজন মহিলা এক জায়গায় বসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন খবরই গোপন করবে না। **প্রথম মহিলা** বললঃ আমার স্বামী শীর্ণকায় দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা এক পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহন করা সহজ নয় এবং গোশতের মধ্যে তেমন চর্বিও নেই, যে কারণে কেউ সেখানে উঠার কষ্ট স্বীকার করবে। **দ্বিতীয়জন** বললঃ আমি আমার স্বামীর খবর প্রকাশ করবনা। কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী বলে শেষ করতে পারবনা। আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে আমি তার সকল ভাল-মন্দ বৈশিষ্টগুলো উল্লেখ করব। **তৃতীয় মহিলা** বললঃ আমার স্বামী দীর্ঘদেহী। আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর যদি চুপ থাকি, তাহলে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিবে। **চতুর্থজন** বললঃ আমার স্বামী তিহামার (একটি স্থানের নাম) রাতের মত, যা না গরম না ঠান্ডা। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই। **পঞ্চম মহিলা** বললঃ আমার স্বামী যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতা বাঘের ন্যায় আর যখন বাইরে বের হয় তখন সিংহের ন্যায়। ঘরে যে সমস্ত মাল রেখে যায় সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করেনা। **ষষ্ঠ মহিলা** বললঃ আমার স্বামী আহার করলে সবই সাবার করে দেয় এবং পান করলে কিছুই বাকী রাখে না। যখন সে নিদ্রা যায় তখন আমাকে দূরে রেখে লেপ মুড়ি দিয়ে একাই শুয়ে থাকে এবং আমার উপর হাতও রাখে না, যাতে আমার সুখ দুঃখের খবর নিতে পারে। **সপ্তম মহিলা** বললঃ আমার স্বামী পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বলচিত্ত এবং এমন বোকা যে কথাই বলতে পারে না। তার শরীর সকল রোগের বাসা। সে আঘাত করলে তোমার মাথা ফাটিয়ে ফেলবে অথবা হাত ভেঙ্গে ফেলবে অথবা মাথা ও হাত উভয় স্থানেই আঘাত করতে পারে। **অষ্টম মহিলা** বললঃ আমার স্বামীর স্পর্শ খোরগোশের ন্যায় দুর্বল ও হালকা এবং দেহের গন্ধ হচ্ছে জাফরানের ন্যায়। **নবম মহিলা বললঃ** আমার স্বামী উঁচু অট্টালিকার ন্যায় অর্থাৎ উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন, তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে। অর্থাৎ সে খুব বাহাদুর। তার ছাইয়ের পরিমাণ খুব বেশী। অর্থাৎ সে এত অতিথিপরায়ন, যে তার ঘরে সর্বদা আগুন জ্বলতে থাকে। কেননা মেহমান এতো আসে যে, রান্না চলতেই থাকে, যার ফলে প্রচুর ছাই জমা হয়। তার বাড়ী জনবহুল এলাকার নিকটে, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। **দশম মহিলা** বললঃ আমার স্বামীর নাম মালেক (বাদশা)। আমি মালেকের কি প্রশংসা করব? আমি যত প্রশংসাই করিনা কেন, সে তার চেয়ে উর্ধ্বে। তার অধিকাংশ উটই ঘরে রাখা হয় অর্থাৎ মেহমানদের জন্য জবেহ করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয় এবং খুব অল্প সংখ্যক উটই চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশির আওয়াজ শুনে তখন তারা বুঝতে পারে যে,

তাদেরকে অতিথিদের জন্য জবেহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

একাদশতম মহিলা বললঃ আমার স্বামী হচ্ছে আবু যার্‌আ। আমি তার খবর কি বলব? সে আমাকে এত অলঙ্কার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে। সে আমাকে এতো সুখে রেখেছে, যে কারণে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এমন পরিবার থেকে নিয়ে এসেছে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল। অতঃপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে যেখানে অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, উষ্ট্রের হাওদার খটখটানী এবং শস্য মাড়াইয়্যের খসখসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলি সে আমাকে ভৎর্সনা বা বিদ্রুপ করে না। আমি যখন ঘুমাই তখন খুব দেরী করে ঘুম থেকে উঠতাম। আমি যখন পান করতাম তখন পরিতৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আবু যারআর মা সম্পর্কে কি বলব? সে কতই না ভাল! তার থলে ছিল সব সময়ই পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল খুবই প্রশস্ত। আবু যারআর পুত্রের ব্যাপারে কি বলব? সেও খুব ভাল মানুষ। তার বিছানা এত সংকীর্ণ ছিল যে মনে হতো যেন এক খান কোষমুক্ত তরবারি। অর্থাৎ সে ছিমছাম দেহের অধিকারী। আর খাদ্য হলো ছাগলের একটিমাত্র পা। আবু যারআর কন্যার কথা কি বলব? সে তার পিতামাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে খুবই সুঠাম দেহের অধিকারিণী, যা তার সতীনদের জন্য সর্বদা ঈর্ষার উদ্রেক করে। আবু যারআর কৃতদাসীর গুণের কথা কি বলব! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করত না। আমাদের ঘরের সম্পদের ঘাটতি করত না। আমাদের ঘরকে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখত না। একদিন এক ঘটনা ঘটল। আবু যারআ বের হলো। তখন দুধ দোহন করা হচ্ছিল। এমন সময় সে একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র সন্তান রয়েছে। তারা তাদের মায়ের ভালিমের মত স্তন দু'টি নিয়ে চিতাবাঘের ন্যায় খেলা করছিল (দুধ পান করছিল এবং খেলা করছিল)। এ মহিলাকে দেখে আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করল। আর আমি অন্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম, যে দ্রুত বেগে ধাবমান ঘোড়ায় আরোহন করে এবং হাতে বর্শা রাখে। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে। সে আমাকে বলেছেঃ হে উম্মে যারআ! তুমি এগুলো থেকে খাও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকেও নিজ খুশীমত উপহার-উপঢৌকন দাও। মহিলা আরো বললঃ সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যারআর সামান্য একটি পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বলেছেনঃ আমি তোমার প্রতি আবু যারআর মত, যেরূপ আবু যারআ ছিল উম্মে যারআর প্রতি।

অধ্যায়ঃ স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা

١٨١٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». (بخارى:٥١٩٥)

১৮১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ স্বামীর উপস্থিতিতে কোন মহিলা তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখবেনা। কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবেনা। যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করে তাহলে স্বামীর অর্ধেক ছাওয়াব পাবে।

অধ্যায়ঃ

١٨١٣ــ عَنْ أُسَامَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». (بخارى:٥١٩٦)

১৮১৩) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র, আর ধনীদের আটকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, তাতে প্রবেশকারী অধিকাংশই নারী।

অধ্যায়ঃ সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা

١٨١٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ، فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ. فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا. (بخارى:٥٢١١)

১৮১৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তার স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। এক লটারীতে হাফসা ও আয়েশার নাম উঠল। নবী (ﷺ) যখন রাতে সফর করতেন তখন আয়েশার সাথে এক সওয়ারীতে আরোহন করতেন। তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। একরাতে হাফসা আয়েশাকে বললঃ আজ রাতে কি তুমি আমার উটে আরোহন করবে? যাতে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাও। আয়েশা বললেনঃ হ্যাঁ। সুতরাং আয়শা হাফসার উটে আরোহন করলেন এবং হাফসা আয়শার উটে আরোহন করলেন। নবী (ﷺ) আয়শার উটে আরোহন করলেন। তার উপর হাফসা বসা ছিল। তিনি তাঁকে সালাম করলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। আয়েশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত হলেন। সুতরাং তাঁরা যখন যাত্রা বিরতি করলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) ইযখির ঘাসের মধ্যে দুই পা রেখে বলতে লাগলেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য একটি বিচ্ছু অথবা সাপ পাঠিয়ে দাও। যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কিছু বলতে পারবনা।

অধ্যায়ঃ সাইয়্যিবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী নারীকে বিবাহ করা

١٨١٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.

১৮১৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কেউ যদি সায়্যিবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়ে বিয়ে করে, তবে যেন সাত দিন তার কুমারী স্ত্রীর সাথে কাটায় অতঃপর পালা বন্টন

করে। আর যদি কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় সায়্যিবা নারীকে বিয়ে করে তবে যেন তার সাথে তিন দিন কাটায় এবং এরপর থেকে পালা বন্টন করে।

টিকাঃ যে মহিলার স্বামী মারা গেছে বা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার কারণে স্বামী হারা হয়েছে তাকে সায়্যেবা মহিলা বলা হয়।

অধ্যায়ঃ গর্বভরে স্ত্রীর বানোয়াট সাজ-সজ্জা করা নাজায়েয এবং সতীনের উপর অহংকার করা নিষেধ

١٨١٦ــ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

১৮১৬) আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার সতীন আছে। এখন তার সামনে যদি আমার স্বামী আমাকে এমন জিনিষ দিয়েছে বলে প্রকাশ করি, যা আমাকে দেয়নি, তাহলে আমার কোন দোষ হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ দেয়া হয়নি এমন জিনিষ দেয়া হয়েছে বলে প্রকাশকারী মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়। অর্থাৎ তার মাথা হতে পা পর্যন্ত মিথ্যায় পরিপূর্ণ।

অধ্যায়ঃ গাইরাত (আত্মসম্মানবোধ)

١٨١٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ».

১৮১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা গায়রাত (রাগ) করেন। আল্লাহর গায়রাত (রাগ) তখনই প্রকাশ হয়, যখন মুমিন বান্দা আল্লাহর হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

টিকাঃ গায়রাত (রাগ) এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট, যা দ্বারা আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ই গুণান্বিত হতে পারে। তবে বান্দার গায়রাত প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে নিজের স্ত্রী ও পরিবার পরিজন। অর্থাৎ নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে অশ্লীল কর্ম দেখে মুমিন বান্দা রাগান্বিত হবে, এটাই ঈমানের দাবী। অপর পক্ষে আল্লাহর গায়রাত হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহ্র নির্ধারিত হারাম কাজে লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহর গায়রাত প্রকাশিত হয়।

١٨١٨ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ. فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ» لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي. (بخاری:٥٢٢٤)

১৮১৮) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, জুবাইর আমাকে বিয়ে করলেন। তার কাছে তখন না ছিল কোন টাকা-পয়সা না ছিল দাস-দাসী। কুয়া থেকে পানি উঠানোর জন্য একটি উট ও একটি ঘোড়া ব্যতীত তার কাছে আর কিছুই ছিলনা। আমি তার ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতাম ও পানি পান করাতাম। পানির ঢোল ছিঁড়ে গেলে তা আমি সেলাই করতাম। আটা পিষতাম। কিন্তু আমি ভাল রুটি বানাতে জানতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশিনীরা আমার রুটি বানিয়ে দিত। তারা ছিল খুব পুণ্যবতী মহিলা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুবাইরকে যে সম্পত্তি দিয়েছিলেন, আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের বোঝা বহন করে আনতাম। আর এ জমির দূরত্ব ছিল আমার বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল। একদা আমি খেজুরের বোঝা মাথায় বহন করে আনছিলাম। তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলাম। তার সাথে একদল আনসারীও ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তিনি আমাকে তাঁর উটের পিছনে বসাবার জন্য ইখ্ ইখ্ (উট বসানোর আওয়াজ) বললেন। আমি পুরুষদের সাথে একত্রে যেতে লজ্জাবোধ করলাম এবং জুবাইরের গাইরাতের (আত্মমর্যাদার) কথা স্মরণ করলাম। আর তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহর রাসূল লক্ষ্য করলেন যে, আমি লজ্জাবোধ করছি। সুতরাং তিনি চলে গেলেন। আমি জুবাইরের কাছে এসে বললামঃ আমি খেজুরের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবীও ছিল। তিনি আমাকে আরোহন করানোর জন্য তাঁর উট বসালেন। কিন্তু আমি তাঁর থেকে লজ্জাবোধ করলাম এবং আপনার আত্মমর্যাবোধের কথা স্মরণ করলাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! খেজুরের বোঝা মাথায় তোমাকে দেখা তাঁর সাথে উটে আরোহন করার চেয়ে আমার নিকট বেশী লজ্জাজনক। অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঘোড়ার দেখা-শুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদেম পাঠালেন। খাদেম পাঠানোর মাধ্যমে তিনি যেন আমাকে আযাদ করে দিলেন।

অধ্যায়ঃ মহিলাদের গাইরাত (আত্মসম্মানবোধ) ও তাদের ক্রোধ

١٨١٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى». قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ. (بخاری:٥٢٢٨)

১৮১৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেনঃ আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী হও এবং কখন রাগান্বিত হও। আমি বললাম কি করে আপনি তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেনঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, মুহাম্মাদের রবের শপথ! কিন্তু যখন নারাজ থাক তখন বল, ইবরাহীমের রবের শপথ! আয়েশা বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল। তবে আমি আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই বর্জন করি না।

অধ্যায়ঃ কোন পুরুষ মাহরাম ছাড়া কোন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত করবেনা এবং যে মহিলার স্বামী বাড়ীতে নেই, তার ঘরেও যেন কেউ প্রবেশ না করে

١٨٢٠ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ

مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». (بخارى:٥٢٣٢)

১৮২০) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে বিরত থাক। আনসারদের মধ্য থেকে এক লোক বললঃ দেবর সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ দেবর মৃত্যু সমতুল্য।

অধ্যায়ঃ কোন মহিলা অন্য মহিলার সাথে সাক্ষাত করে তার স্বামীর নিকট সেই মহিলার দৈহিক বিবরণ দিবেনা

١٨٢١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». (بخارى:٥٢٤٠)

১৯২১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করে তার স্বামীর নিকট সেই মহিলার দৈহিক বিবরণ দিবে না যেন সে তাকে দেখতে পাচ্ছে।

অধ্যায়ঃ দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকার পর কেউ যেন তার স্ত্রীর নিকট রাত্রে না ফিরে

١٨٢٢ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا.

১৮২২) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন সফরে থাকার পর তাঁর স্ত্রীর নিকট যেন রাত্রে প্রবেশ না করে।

١٨٢٣ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ». (بخارى:٥٢٤٦)

১৮২৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তুমি যদি রাতের বেলা তোমার শহরে প্রবেশ কর, তাহলে সাথে সাথে তোমার স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সে গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করে নেয় এবং অবিন্যস্ত চুল চিরুনী করে সুবিন্যস্ত করতে পারে।

টিকাঃ হাদীছে দীর্ঘ দিন প্রবাসে থাকার পর রাত্রিতে আচমকা দেশে ফিরে স্ত্রীকে না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এরূপ করলে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখার আশঙ্কা রয়েছে, যা তার কাছে অপছন্দনীয় হতে পারে। তাই দেশে ফেরার পূর্বে সংবাদ দেয়া আবশ্যক। যাতে করে স্ত্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সাজগোজ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সময় পায়। দ্বিতীয় হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে, ঘরে প্রবেশের আগে পরিষ্কার পরিচ্ছনতা অর্জনের সময় দেয়া হলে রাত্রিতে ঘরে ফিরতে কোন অসুবিধা নেই।

كتاب الطلاق

কিতাবুত তালাক

١٨٢٤ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». (بخارى:٥٢٥٢)

১৮২৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তুমি তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। অতঃপর হায়েয হয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে রাখবে। এরপর সে ইচ্ছা করলে রাখবে অন্যথায় সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিবে। এটিই হচ্ছে সেই ইদ্দত, যাতে আল্লাহ্ তাআলা মহিলাদেরকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে ঐ তালাক কার্যকর হবে

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ. (بخارى:٥٢٥٣)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হায়েয অবস্থায় দেয়া আমার এ তালাকটি এক তালাক হিসাবে গণ্য হয়েছিল।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিবে সে কি তালাক দেয়ার কথা সামনা সামনি বলবে?

١٨٢٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ». (بخارى:٥٢٥٤)

১৮২৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল-যাওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হল এবং তিনি তার নিকটবর্তী হলেন তখন সে বললঃ আমি আপনার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নবী (ﷺ) বললেনঃ যিনি সবচেয়ে বড় তুমি তাঁর আশ্রয় চেয়েছ। সুতরাং তুমি নিজের পরিবার পরিজনের নিকট চলে যাও।

١٨٢٦ــ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ﷺ: أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ﷺ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «هَبِي نَفْسَكِ لِي». قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ. فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ. فَقَالَ: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا»

১৮২৬) আবু উসায়েদ (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, আল-যাওনের কন্যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করানো হল। তখন তার সাথে তার পরিচর্যাকারী ধাত্রীও (দুধ মা) ছিল। তিনি মহিলাটিকে বললেনঃ তুমি নিজেকে আমার নিকট দান করে দাও। সে

বললঃ কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারী লোকের নিকট নিজেকে সোপর্দ করতে পারে? তার অন্তর শান্ত করার জন্য নবী (ﷺ) তার দিকে হাত বাড়ালে সে বললঃ আমি আপনার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তুমি এমন এক মহান সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করেছ, যিনি আশ্রয় দিতে সক্ষম। অতঃপর তিনি বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেনঃ হে আবু উসায়েদ! একে দুটি রাযাকী বস্ত্র প্রদান কর এবং তার পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।

অধ্যায়ঃ যারা তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন

١٨٢٧ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».

(خاري:٥٢٦٠)

১৮২৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রিফাআ আল-কুরাযী (রাঃ)এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! রিফাআ আমাকে বাত্তা (চূড়ান্ত) তালাক দিয়েছে। এরপর আমি আব্দুর রাহমান বিন জুবাইর আল কুরাযীকে বিয়ে করি। কিন্তু তার সাথে আছে কাপড়ের একটি পুটলির মত জিনিষ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ সম্ভবতঃ তুমি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাওঃ না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্রথম স্বামীর নিকট যেতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে এবং তুমিও তার স্বাদ গ্রহণ কর।

টিকাঃ দাম্পত্য জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠলে যদি সমাধানের কোন পথ না থাকে, তবে নিয়ম তান্ত্রিকভাবে তিন তালাক দ্বারা সংসার ভেঙ্গে দেয়াতে কোন বাধা নেই। এ ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম হচ্ছে তিন মাসে পবিত্রাবস্থায় পৃথক পৃথক তিন তালাক দেয়া।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন, তা তুমি হারাম করবে কেন?

١٨٢٨ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتْ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكِ. وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لاَ». قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ». فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ». قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ.

قُلْتُ لِهَذَا الْحَكَمِ. (بخاري:٥٢٦٨)

১৮২৮) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মধু ও মিষ্টি পছন্দ করতেন। তিনি আসরের নামায সমাপনান্তে স্ত্রীদের নিকট আসতেন এবং তাদের কোন একজনের নিকট অবস্থান করতেন। তিনি একদা হাফসা বিনতে উমারের নিকট প্রবেশ করলেন এবং সাধারণ অভ্যাসের চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করলেন। এতে আমার ক্রোধ এসে গেল। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে বলা হলঃ তাঁর গোত্রের জনৈক মহিলা তাকে চামড়ার একটি ভিন্না ভর্তি মধু উপঢৌকন দিয়েছে। তা থেকে তিনি নবী (ﷺ) কে কিছু মধু পান করালেন। আমি মনে মনে বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি একটি ফন্দি আটব। অতএব আমি সাওদা বিনতে যামআকে বললামঃ তিনি অচিরেই আপনার নিকট আসবেন এবং আসলে বলবেনঃ আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি অবশ্যই বলবেনঃ না, তখন আপনি বলবেনঃ তাহলে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তখন তিনি বলবেনঃ হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। আপনি বলবেনঃ তাহলে মধু পোকা সম্ভবতঃ বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। আমিও তাই বলব। হে সাফিয়্যা তুমিও তাই বলবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ পরে সাওদা বলেনঃ তিনি দরজার কাছে আসার সাথে সাথেই আমি তোমার সাথে মনোমালিন্যের আশঙ্কায় তোমার শেখানো কথাগুলো বলতে প্রস্তুত হলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তার নিকট আসলেন তখন সাওদা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেনঃ না, সাওদা বললেনঃ তাহলে আমি আপনার কাছ থেকে কিসের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেনঃ হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। সাওদা বললেনঃ তাহলে মধু পোকা সম্ভবতঃ বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তিনি আমার নিকট আসলে আমিও একই কথা বললাম। সাফিয়্যার কাছে গেলে তিনিও একই কথা বললেন। পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাফসার ঘরে গেলে তিনি বললেনঃ আমি কি আপনাকে মধু পান করাবো না? তিনি বললেনঃ দরকার নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ সাওদা শপথ করে বললেনঃ আমরা তাকে বঞ্চিত করলাম। আয়েশা বলেনঃ আমি বললাম চুপ কর।

অধ্যায়ঃ খোলা তালাক এবং কিভাবে তা দিতে হবে? আল্লাহর বাণীঃ (তালাক দিয়ে বিদায় করার সময়) তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু রেখে দিবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা রক্ষা করে জীবন যাপন করতে পারবেনা, তাহলে ভিন্ন কথা

١٨٢٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». (بخاري:٥٢٧٣)

১৮২৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ছাবেত বিন কায়েসের স্ত্রী নবী (ﷺ)-এর কাছে আগমণ করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ছাবেত বিন কায়েসের চরিত্র বা দীনের ক্ষেত্রে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি মুসলিম হয়ে কুফরী করাটা পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমি কি তার বাগানটি ফেরত দিতে চাও? সে বললঃ হাঁ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাবেতকে বললেনঃ তোমার বাগান ফেরত নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

টিকাঃ স্বামীকে মোহরানা ফেরত দিয়ে কিংবা সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী কর্তৃক আদায়কৃত তালাককে "খোলা" তালাক বলা হয়।

অধ্যায়ঃ বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ

١٨٣٠ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ؟ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا»؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ». قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

১৮৩০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বারীরার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। তাকে মুগীছ বলে ডাকা হতো। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমার চোখের সামনে এখনও সে দৃশ্য ভাসছে, যখন মুগীছ কাঁদতে কাঁদতে বারীরার পিছে ছুটছিল। আর তার চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে পড়ছিল। এ দৃশ্য দেখে নবী (ﷺ) আব্বাসকে বললেনঃ হে আব্বাস! তুমি কি বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা এবং মুগীছের প্রতি বারীরার উপেক্ষা দেখে আশ্চর্যবোধ করো না? নবী (ﷺ) বারীরাকে বললেনঃ তুমি যদি পুনরায় মুগীছের কাছে ফেরত যেতে! সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেনঃ আমি সুপারিশ করছি। বারীরা বললঃ তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

অধ্যায়ঃ লিআন (অভিশাপযুক্ত) শপথ

١٨٣١ــ عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (بخارى:٥٣٠٤)

১৮৩১) সাহ্ল বিন সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি এবং ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এরূপ হবো। এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং উভয় আঙ্গুলের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখলেন।

টিকাঃ কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। তা করতে না পারলে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে। যে ব্যক্তি বোবা হওয়ার কারণে কথা বলতে অক্ষম, সে যদি ইশারার মাধ্যমে তার স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে তার অপবাদ গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপরও বাকশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায়ঃ ইংগিতের মাধ্যমে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে

١٨٣٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ»؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ». (بخارى:٥٣٠٥)

১৮৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটা কালো সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কোন উট আছে কি? সে বললঃ হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞেস

করলেনঃ সেগুলোর রং কি রকম? সে বললঃ লাল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ সেগুলোর মধ্যে ছাই বর্ণের কোন উট আছে কি? সে বললঃ হ্যাঁ, আছে তো। তিনি বললেনঃ এ বর্ণ কোথা থেকে আসল? সে বললঃ সম্ভবতঃ কোন রগ এ রংটিকে টেনে এনেছে। তিনি বললেনঃ সম্ভবতঃ কোন একটি রগ তোমার সন্তানের রংটিকে টেনে নিয়েছে।

অধ্যায়ঃ লিআন কারীদেরকে তাওবা করার প্রতি উৎসাহ দান

١٨٣٣ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ حَدِيثِ الْمُتَلاعِنَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ» (بخارى:٥٣١٢)

১৮৩৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) লিআনকারীদ্বয়ের হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অতঃপর তিনি পুরুষ লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তার উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বললঃ আমার মাল ফেরত চাই। তিনি বললেনঃ মহর হিসাবে যে মাল তুমি তাকে দিয়েছিলে এখন সে মালে তোমার কোন অধিকার নেই। তার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ যদি সত্য হয় সে মালের বিনিময়ে তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে। আর যদি তোমার অভিযোগ মিথ্যা হয়, তাহলে তোমার সেই মাল ফেরত পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

অধ্যায়ঃ শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার করা

١٨٣٤ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ. فَقَالَ: «لا تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا، أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ، فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ. فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». (بخارى:٥٣٣٩)

১৮৩৪) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলার স্বামী মারা গেল। তখন তার আত্মীয়রা তার চোখের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে উক্ত মহিলার সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চাইল। তিনি বললেনঃ সে সুরমা ব্যবহার করতে পারবেনা। জাহেলী যুগে তাদেরকে নিকৃষ্ট কাপড় পরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে অবস্থান করতে হতো। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার সামনে দিয়ে কুকুর অতিক্রম করলে সে কুকুরের গায়ে বিষ্ঠা (গোবর) নিক্ষেপ করতো। (এটিই ছিল পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি) অতএব সে সুরমা লাগাবে না, যতক্ষণ না চার মাস দশ দিন পূর্ণ হয়।

টিকাঃ যেহেতু ইসলাম জাহেলী যুগ অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যবস্থা দিয়েছে, তাই তা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করতে হবে, এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য।

كتاب النفقات

কিতাবুন্ নাফাকাত (ভরণপোষণ)

অধ্যায়ঃ ভরণ পোষণ করার ফজীলত

١٨٣٥ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». (بخارى:٥٣٥١)

১৮৩৫) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন মুসলিম তার পরিবার পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করে এবং তার বিনিময়ে ছাওয়াবের আশা রাখে, এ খরচ তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

١٨٣٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ». (بخارى:٥٣٥٣)

১৮৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ বিধবা ও মিসকীনদের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী বা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর রোযা পালনকারীর সমতুল্য।

অধ্যায়ঃ পরিবারের এক বছরের খরচ সঞ্চয় করে রাখা এবং কিভাবে পরিবারের জন্য খরচ করবে?

١٨٣٧ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.

১৮৩৭) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বনী নযীরের বাগানের খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং নিজ পরিবারের এক বছরের খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন।

كتاب الأطعمة

কিতাবুল আত্ইমা (খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা)

١٨٣٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ. فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ. فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»! فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي. فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: «عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ». فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ. ثُمَّ قَالَ: «عُدْ». فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي، فَصَارَ كَالْقِدْحِ. قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ: فَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ.

(بخارى:٥٣٧٥)

১৮৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। তাই উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে কুরআন মজীদের একটি আয়াত পাঠ করতে বললাম। তিনি তার বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং কুরআন পড়ে শুনালেন। এরপর আমি সেখান থেকে বের হয়ে সামান্য কিছুদূর গিয়ে ক্লান্তি ও ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। তখন আমি সেখানে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট হাজির আছি। তিনি আমার হাত ধরে উঠালেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে সক্ষম হলেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং এক পাত্র দুধ এনে তা পান করতে বললেন। আমি তা থেকে কিছু অংশ পান করলাম। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আরো পান করো। আমি পুনরায় পান করলাম। তিনি আবার বললেনঃ আরো পান কর। আমি পুনরায় পান করলাম। এমন কি আমার পেট পূর্ণ হয়ে পাত্রের ন্যায় হয়ে গেল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এরপর আমি উমারের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জানালাম। আমি উমারকে বললামঃ হে উমার! আল্লাহ্ তাআলা আমার ক্ষুধা দূর করার জন্য এমন একজন লোককে পাঠালেন, যিনি এ কাজে প্রকৃতপক্ষেই আপনার চেয়ে বেশী উপযুক্ত। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে কুরআনের আয়াত পাঠ করতে বলেছিলাম। অথচ আমিই তা আপনার চেয়ে বেশী ভাল পড়তে জানি। উমার (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি যদি আমার বাড়ীতে আপনার জন্য মেহমানদারী করতে পারতাম, তাহলে তা আমার কাছে লাল উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হত।

অধ্যায়ঃ বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ

١٨٣٩ــ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». فَمَا زَالَتْ تِلْكَ

طِعْمَتِي بَعْدُ. (بخاری:٥٣٧٦)

১৮৩৯) উমার বিন আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি শিশুকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তত্ত্বাবধায়নে ছিলাম। খাওয়ার সময় পাত্রে আমার হাত এদিক ওদিক ঘুরতো। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেনঃ হে ছেলে! বিসমিল্লাহ্ বলে ডান হাতে সামনের দিক থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি খাওয়ার সময় সেই নীতি অনুসরণ করে থাকি।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি পেট ভরে খেল

١٨٤٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ، التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

১৮৪০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, যখন আমরা দু'টি কালো বস্তু তথা খেজুর ও পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছি।

অধ্যায়ঃ পাতলা রুটি খাওয়া ও দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণ করা

١٨٤١ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقًا، وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً، حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

১৮৪১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) মৃত্যু পর্যন্ত কখনও পাতলা রুটি খান নি এবং কখনও বকরীর ভুনাকৃত গোশত খান নি।

١٨٤٢ــ وَعَنْ أَنَسٍ فِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى سُكُرُجَةٍ قَطُّ، وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ. (بخاری:٥٣٨٦)

১৮৪২) আনাস (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ আমার জানা মতে নবী (ﷺ) ছোট প্লেটে আহার করেন নি, তাঁর জন্য কখনো পাতলা রুটি তৈরী করা হয় নি এবং তিনি কখনও উঁচু টেবিলে আহার করেন নি।

অধ্যায়ঃ একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট

١٨٤٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ»

১৮৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ দুইজনের খাদ্য তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট।

অধ্যায়ঃ মুমিন এক উদরে খায়

١٨٤٤ــ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». (بخاری:٥٣٩٣)

১৮৪৪) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য কোন মিসকীন না পাওয়া পর্যন্ত তিনি খাবার খেতেন না। কোন একদিন তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন লোক আনা হলো। সে প্রচুর খেল। তিনি তাঁর খাদেম নাফেকে বললেনঃ তুমি একে আমার সাথে আহার করতে আর কখনো আনবে না। কেননা আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ মুমিন এক উদরে খায় আর কাফের খায় সাত উদরে।

অধ্যায়ঃ হেলান দিয়ে খাওয়া

١٨٤٥ــ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا

১৮৪৫) আবু জুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করিনা।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও খাদ্যকে খারাপ বলেন নি

١٨٤٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

১৮৪৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কখনও কোন খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন নি। কোন খাবারের প্রতি তাঁর রুচী হলে তিনি তা খেয়েছেন। আর কোন খাবারের প্রতি তাঁর রুচী না হলে তা পরিত্যাগ করেছেন।

অধ্যায়ঃ ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে তুষ সরিয়ে ফেলা

١٨٤٧ــ عَنْ سَهْلٍ ﷺ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ؟ قَالَ: لاَ. فَقِيلَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ. (بخارى:٥٤١٠)

১৮৪৭) সাহ্‌ল (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁকে বলা হলো আপনারা কি নবী (ﷺ)-এর যামানায় যবের (পরিষ্কার) আটা দেখেছেন? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ আপনারা তাহলে যবের আটা কিভাবে চালতেন? তিনি বলেনঃ না, আমরা তাতে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করতাম।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ যা খেতেন

١٨٤٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، شَدَّتْ فِي مَضَاغِي.

১৮৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে খেজুর বিতরণ করলেন। প্রত্যেককে তিনি সাতটি করে খেজুর দিলেন। আমাকেও তিনি সাতটি খেজুর দিলেন। তার মধ্যে একটি খেজুর ছিল শক্ত ও শুকনো। সাতটি খেজুরের মধ্যে এটির চেয়ে উত্তম আর কোন খেজুর ছিল না। তা চিবিয়ে খেতে যথেষ্ট সময় লেগেছে।

١٨٤٩ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ. فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. (بخارى:٥٤١٤)

১৮৪৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তাদের সামনে বকরীর ভাজা গোশত রয়েছে। তারা তাঁকে খাওয়ার জন্য আহবান করলে তিনি খেতে অসম্মতি জানিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ কোনদিন তিনি যবের রুটিও পেট ভরে খান নি।

١٨٥٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. (بخارى:٥٤١٦)

১৮৫০) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার মদীনায় আসার পর থেকে উপর্যপরি তিন দিন গমের রুটি পেট পুরে খান নি। এ অবস্থায়ই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।

অধ্যায়ঃ তালবীনা (হালুওয়া জাতিয় এক প্রকার খাদ্য) খাওয়া

١٨٥١ــ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ». (بخارى:٥٤١٧)

১৮৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাঁর পরিবারের কারো মৃত্যু হলে মেয়েরা এসে জড়ো হতো এবং পরে তারা চলে যেত। তবে তার আত্মীয় ও বিশেষ বিশেষ মহিলাগণ থেকে যেতেন। তিনি ডেকচিতে তালবীনা পাকাতে আদেশ করতেন। তা পাকানো হলে সারীদ প্রস্তুত করে তার মধ্যে তালবীনা (বিশেষ এক প্রকার তরকারী) ঢেলে দেয়া হত। তিনি মহিলাদেরকে বলতেনঃ খাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তালবীনা পীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং দুঃখ-শোককে কিছুটা হালকা করে।

অধ্যায়ঃ রৌপ্যখচিত পাত্রে খাবার গ্রহণ করা

١٨٥٢ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». (بخارى:٥٤٢٦)

১৮৫২) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমরা রেশম বা রেশম জাতিয় কাপড় পরিধান করোনা, স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে কিছু পান করোনা এবং তদ্বারা নির্মিত থালাতে ভক্ষণ করবেনা। দুনিয়াতে এ সব বস্তু কাফেরদের জন্য আর আখেরাতে তা তোমাদের জন্য।

অধ্যায়ঃ দ্বীনি ভাইদের খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা

١٨٥٣ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَـهُ غُلامٌ لَحَّامٌ. فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ. فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ. فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَـهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ». قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. (بخارى:٥٤٣٤)

১৮৫৩) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আনসারদের মধ্যে আবু শুআইব নামে একজন লোক ছিল। তার ছিল একজন ক্রীতদাস। সে গোশত বিক্রি করত। আবু মাসউদ তার ক্রীতদাসকে বললঃ তুমি আমার জন্য কিছু খাবার তৈরী কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ পাঁচজন লোক দাওয়াত করব। সুতরাং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামসহ পাঁচজন লোককে দাওয়াত দিল। তাদের সাথে আরো একজন লোক এসে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করেছ। এ ব্যক্তি আমাদের সাথে এসে গেছে। সুতরাং তুমি চাইলে তাকেও অনুমতি দিতে পার আর চাইলে বাদও দিতে পার। আবু শুআইব বললঃ আমি তাকেও অনুমতি দিলাম।

অধ্যায়ঃ তাজা খেজুর ও শসা একসাথে মিশিয়ে খাওয়া

١٨٥٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

১৮৫৪) আব্দুল্লাহ্ বিন জা'ফর বিন আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে শসার সাথে তাজা খেজুর মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

টিকাঃ অন্য হাদীছে এসেছে একটার প্রভাব অপরটার মিশ্রণে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। যথা খেজুরের গরম আর শসার ঠান্ডা।

অধ্যায়ঃ তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর

١٨٥٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ، وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ. فَجَلَسَتْ، فَخَلا عَامًا فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ، وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَيَأْبَى. فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ». فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ. فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ! لا أُنْظِرُهُ. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ، فَأَبَى. فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ»؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «افْرُشْ لِي فِيهِ». فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ. فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى، فَأَكَلَ مِنْهَا. ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ. فَقَامَ فِي الرُّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةِ. ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ! جُدَّ وَاقْضِ». فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ، فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ مِنْهُ. فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ. فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ». (بخارى:٥٤٤٣)

১৮৫৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদীনায় এক ইহুদী ছিল। খেজুর কাটার মৌসুমে খেজুর প্রদানের শর্তে সে আমাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ক্রয় করতো। 'রুমা' নামক কূপের পথে জাবের (রাঃ)এর একটি যমীন ছিল। এক বছর ঐ যমীনে কোন ফসল হয়নি। ফসল কাটার সময় ইহুদী আমার নিকট আসল। কিন্তু আমি কোন ফসল কাটতে পারলাম না। আমি তার নিকট আগামী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করতে লাগল। সুতরাং আমি ব্যাপারটি নবী (ﷺ) কে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেনঃ চল, জাবেরের জন্য এ ইহুদী থেকে অবকাশ নিয়ে নেই। সুতরাং তাঁরা আমার খেজুরের বাগানে আসলেন। নবী (ﷺ) তার সাথে কথা বলতে লাগলেন। সে বলতে লাগলঃ হে আবুল কাসেম! আমি আর তাকে সময় দিবো না। নবী (ﷺ) তার অবস্থা দেখে বাগানে ঘুরলেন। তারপর সেই ইহুদীর নিকট এসে পুনরায় আলাপ করলেন। এবারও সে রাজী হলো না। অতঃপর আমি উঠে গিয়ে কিছু তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসলাম এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রেখে দিলাম। তিনি তা খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেনঃ হে জাবের তোমার ঘর কোন্ স্থানে। আমি তাঁকে তা বলে দিলাম। তিনি বললেনঃ আমার জন্য তাতে বিছানা বিছাও। আমি তাঁর জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলাম। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি জাগ্রত হলেন। আমি পুনরায় কিছু খেজুর নিয়ে আসলাম। তিনি তা থেকেও কিছু খেলেন। অতঃপর তিনি ইহুদীর সাথে সময় দেয়ার ব্যাপারে আলাপ করলেন, কিন্তু এবারও সে সময় দিতে অস্বীকার করল। তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বললেনঃ হে জাবের! তুমি খেজুর কেটে পাওনা আদায় করে দাও। তিনি খেজুরের উপর বসে পড়লেন। জাবের বলেনঃ আমি খেজুর তোলা শুরু করলাম। তার পাওনা আদায় করার পরও খেজুর রয়ে

গেল। অতঃপর আমি নবী (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ বরকতের সুসংবাদ প্রদান করলাম। তিনি বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

অধ্যায়ঃ আজওয়া খেজুর

١٨٥٦ــ عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ». (بخارى:٥٤٤٥)

১৮৫৬) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোন প্রকার বিষ ও যাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

অধ্যায়ঃ আঙ্গুল চেটে খাওয়া

١٨٥٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». (بخارى:٥٤٥٦)

১৮৫৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন কিছু খাবে তখন সে যেন হাত মুছে ফেলার আগে তা চেটে খায় কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

١٨٥٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله قَالَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا

১৮৫৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় আমাদের হাতের পাঞ্জা, বাহু ও পা ভিন্ন অন্য কোন রুমাল ছিলনা।

অধ্যায়ঃ খাওয়ার পর কী বলবে?

١٨٥٩ــ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ حمدا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا». (بخارى: ٥٤٥٨)

وَعَنْهُ ﷺ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا، وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مَكْفُورٍ». (بخارى:٥٤٥٩)

১৮৫৯) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে থেকে যখন খাওয়ার দস্তরখান তুলে নেয়া হত, তখন তিনি এই দুআ পড়তেনঃ আল-হামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রাব্বানা। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য পবিত্র ও বরকতময় অনেক প্রশংসা। এমন প্রশংসা নয়, যা একবার আদায় করার পর শেষ হয়ে যায় এবং তার কোন প্রয়োজন হয় না।

আবু উমামা হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী (ﷺ) যখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে তৃপ্তি সহকারে খাইয়েছেন। এ প্রশংসা এমন নয় যে, তা থেকে মুখ ফেরানো যায় আর না তার পর অকৃতজ্ঞ হওয়া যায়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا খাওয়া শেষ হলে তোমরা উঠে যাও

١٨٦٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، أَصْبَحَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ. ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا. فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ. فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا. فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

(بخاری:٥٤٦٦)

১৮৬০) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনা আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত আছি। উবাই বিন কাব আমাকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। যয়নব বিনতে জাহশের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বাসর যাপন করলেন। আর তিনি তাঁকে মদীনাতে বিয়ে করেন। বেলা অনেক হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লোকদেরকে বিয়ের ভোজে দাওয়াত দিলেন। আহার শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বসে থাকেন । লোকেরাও তাঁর সাথে বসে থাকে। আর কিছু লোক খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উঠে চলতে লাগলেন এবং আমিও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি আয়েশা (রাঃ)এর ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌছে ভাবলেন লোকজন হয়ত চলে গেছে। তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। কিন্তু লোকজন তখনও নিজ নিজ জায়গায় বসে আছে। তিনি দ্বিতীবার ফিরে গেলেন, আমিও তার সাথে ফিরে গেলাম। তিনি হাঁটতে হাঁটতে আয়েশার ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌছে গেলেন। অতঃপর তিনি এই ভেবে ফিরে আসলেন যে, হয়ত লোকেরা ফিরে গেছে। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। দেখলামঃ লোকেরা উঠে গেছে। তখন নবী (ﷺ) আমার ও তার মাঝে পর্দা টানিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর উপর পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

كتاب العقيقة

কিতাবুল আকীকাহ্

অধ্যায়ঃ নবজাতকের নাম রাখা

١٨٦١ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. (بخارى:٥٤٦٧)

১৮৬১) আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। আমি তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর চিবিয়ে শিশুর তালুতে রাখলেন। অতঃপর তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এরপর তাকে আমার নিকট ফেরত দিলেন।

١٨٦٢ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا وَلَدَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ. تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الهِجْرَةِ، وَزَادَ هُنَا: فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اليَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ، فَلا يُولَدُ لَكُمْ.

১৮৬২) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইরকে প্রসব করলেন। এই হাদীছটি ইতি পূর্বে হিজরতের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কেবল এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাঁর জন্মে অতিশয় আনন্দিত হয়েছিলেন। কেননা তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, ইহুদীরা তোমাদেরকে যাদু করেছে। সুতরাং তোমাদের কোন সন্তান হবেনা।

অধ্যায়ঃ আকীকার সময় নবজাতকের মাথা কামানো

١٨٦٣ــ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» (بخارى:٥٤٧١)

১৮৬৩) সালমান বিন আমের যাব্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, শিশুর জন্মের পর আকীকা করা আবশ্যক। সুতরাং তার তরফ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর (পশু যবেহ কর) এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর (মাথা কামাও)।

অধ্যায়ঃ ফারার বর্ণনা

١٨٦٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا فَرَعَ، وَلا عَتِيرَةَ». وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ (بخارى:٥٤٧٣)

১৮৬৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ইসলামে ফারা ও আতীরা বলতে কিছু নেই। ফারা হল উটনীর প্রথম বাচ্চা, যাকে মুশরিকরা তাদের মূর্তির (দেবদেবীর) নামে বলি দিত। রজব মাসে তারা যে, কুরবানী করত, তাকে বলা হত আতীরা।

টিকাঃ পশু যবেহ দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। তাই ছাওয়াবের নিয়তে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং সুন্নাতী তরীকায় যবেহ দিলেই বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। বর্তমান মুসলিম সমাজের কোন কোন স্থানে প্রচলিত উরস, খানকা ও মাজারের নামে ও কবীরাজদের কথায় আদৌ তা করা যাবেনা। এ সব কাজ দেবতার নামে উৎসর্গের নামান্তর, যা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

كتاب الذبائح والصيد

যবেহ ও শিকারের বর্ণনা

অধ্যায়ঃ শিকার করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা

١٨٦٥ــ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنْ أَخَذَ الْكَلْبُ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ». (بخارى:٥٤٧٥)

১৮৬৫) আদী বিন হাতেম (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে পালকহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ যদি তীরের ধারালো অংশ তা হত্যা করে তাহলে খাও। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে মরে, তাহলে ভারের আঘাত জণিত কারণে মৃত বলে গণ্য হবে। আর আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ সে যদি তা তোমার জন্য ধরে রাখে, তাহলে তুমি তা খেতে পার। কেননা কুকুরের পাকড়াও করাই যবেহ করা। আর যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাও এবং তোমার আশংকা হয় যে, এ কুকুর ও তোমার কুকুরের সাথে শিকার হত্যায় অংশ নিয়েছে, তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ। অন্য কুকুরের বেলায় তা পড়নি।

অধ্যায়ঃ ধনুক দ্বারা শিকারের বর্ণনা

١٨٦٦ــ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». (بخارى:٥٤٧٨)

১৮৬৬) আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা ইহুদী- নাসারাদের দেশে বাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি? আর আমরা এমন অঞ্চলে বাস করি, যেখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। আমি তীর-ধনুক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর দ্বারাও শিকার করি। অতএব আমার জন্য কোন্‌টি সঠিক হবে? নবী (ﷺ) বললেনঃ আহ্‌লে কিতাবদের পাত্র সম্পর্কে তোমার প্রশ্নের উত্তর এই যে, তোমরা যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য কোন বাসন পাও তাহলে তাদের পাত্রে খেয়ো না। আর যদি না পাও তাহলে তা ধৌত করে তাতে খেতে পার। ধনুক দিয়ে শিকার করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে থাকলে তা ক্ষেতে পার। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর প্রেরণের সময় যদি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে থাক তাহলে তা খাও। আর প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে শিকার করলে তা যদি জীবিত পাওয়া যায়

তাহলে যবেহ করে খাও।

টিকাঃ শিকার বিষয়ক সবকয়টি হাদীছের সার কথা হচ্ছে, এহেন শিকার মালিকের জন্য হতে হবে। শিকারী কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে। জীবিত অবস্থায় শিকার পাওয়া গেলে বিসমিল্লাহ বলে আবার জবাই করবে।

অধ্যায়ঃ আঙ্গুল দিয়ে পাথর নিক্ষেপ ও গুলি মারার বর্ণনা

١٨٦٧ــ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. (بخارى:٥٤٧٩)

১৮৬৭) আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি দেখলেন যে, এক লোক আঙ্গুল দিয়ে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তিনি তাকে বললেনঃ এভাবে পাথর নিক্ষেপ করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আঙ্গুল দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন, কিংবা অপছন্দ করেছেন। আর তিনি আরো বলেনঃ এতে না কোন শিকার ধরা যায় আর না কোন দুশমনকে আঘাত করা যায়। তবে কারো দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে, কিংবা চোখ ফুড়ে ফেলতে পারে। তিনি এরপরও তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখে বললেনঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ শুনাচ্ছি যে, তিনি আঙ্গুল দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন, কিংবা অপছন্দ করেছেন। আর তুমি তা করছো! আমি তোমার সাথে কথা বলব না।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদী পশু পাহারা দানের উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পোষে

١٨٦٨ــ عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ». (بخارى:٥٤٨٠)

১৮৬৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশু পাহারাদানের কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পোষে প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই কিরাত করে কমতে থাকবে।

টিকাঃ একটি বিশাল পাহাড়ের সম পরিমাণকে এক কিরাত বলা হয়। অন্য হাদীছে এসেছে এর দ্বারা উহুদ পাহাড় বুঝানো হয়েছে।

অধ্যায়ঃ দুই তিন দিন পর হারানো শিকার পাওয়া গেলে

١٨٦٩ــ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ تَقَدَّمَ قَرِيباً وَزَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: «وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ». (بخارى:٥٤٨٥)

১৮৬৯) আদী বিন হাতিম (রাঃ)এর হাদীছটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তুমি যদি শিকারের প্রতি তীর ছুঁড়ে থাক, আর তা যদি একদিন বা দুই দিন পরে পাও, তাহলে তাতে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন থাকলে তুমি তা খেতে পার। কিন্তু তা পানিতে পাওয়া গেলে খেতে পারবেনা।

টিকাঃ যেহেতু পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে হালাল হওয়ার বিষয়টি

অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তাই তা খেতে নিষেধ করা হল।

অধ্যায়ঃ টিড্ডি (ফড়িং) খাওয়া

١٨٧٠ــ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. (بخارى:٥٤٩٥)

১৮৭০) ইবনে আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে সাতটি বা ছয়টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এ সময় আমরা টিড্ডি (বড় আকৃতির এক প্রকার ফড়িং) খেতাম।

অধ্যায়ঃ নহর ও কুরবানী করা

١٨٧١ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.

১৮৭১) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে মদীনায় থাকা অবস্থায় একটি ঘোড়া নহর করেছি। এরপর তা খেয়েছি।

অধ্যায়ঃ পশুর অঙ্গহানী করা, বেঁধে তীর ছুঁড়ে মারা এবং প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রাণীকে তীর ও গুলোর লক্ষ্য বস্তু নির্ধারণ করা নিষেধ

١٨٧٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّهُ مَرَّ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. فَلَمَّا رَأَوْهُ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا. (بخارى:٥٥١٥)

১৮৭২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি মুরগিকে বেঁধে রেখে পাথর ছুড়ে মারছিল। তারা তাঁকে দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বললেনঃ এ কাজ কে করল? এমন কাজ যে করে তার উপর রাসূল (ﷺ) অভিশাপ করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন পশুর অঙ্গহানি ঘটায় তার প্রতি নবী (ﷺ) অভিশাপ করেছেন।

অধ্যায়ঃ মুরগির গোশত সম্পর্কে

١٨٧٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا. (بخارى:٥٥١٧)

১৮৭৩) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে মুরগির গোশত খেতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ ধারালো দাঁত ওয়ালা সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া

١٨٧٤ــ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. (بخارى:٥٥٣٠)

১৮৭৪) আবু ছা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লম্বা দাঁত ওয়ালা সকল প্রকার জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ কস্তুরী সম্পর্কে

١٨٧٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً». (بخارى:٥٥٣٤)

১৮৭৫) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ সৎ লোকের সৎ সঙ্গী ও অসৎ লোকের অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল এমন দু'ব্যক্তির মত, যাদের একজন কস্তুরী বহনকারী আর অন্যজন কামারের হাঁপর চালনাকারী। কস্তুরী বহনকারী হয় তোমাকে কিছু দিবে, নয় তুমি তার কাছ থেকে কিনবে। অথবা তুমি তার কাছ থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামারের হাঁপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে, আর না হয় তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

অধ্যায়ঃ জীব-জন্তুতে দাগ লাগানো এবং মুখে চিহ্ন দেয়া

١٨٧٦ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ. (بخارى:٥٥٤١)

১৮৭৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) (মানুষের বা জীবজন্তুর) মুখমন্ডলে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।

كتاب الأضاحي

কিতাবুল আযাহী (কুরবানীর বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ কোরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে এবং কি পরিমাণ রেখে দেয়া যাবে?

١٨٧٧ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنكُمْ، فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا». (بخاری:٥٥٦٩)

১৮৭৭) সালামা বিন আক্ওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানী করে, তার ঘরে যেন তৃতীয় দিনের পরে কোরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট না থাকে। পরের বছর লোকেরা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! গত বছর যেরূপ করেছিলাম এ বছরও কি অনুরূপ করব? তিনি বললেনঃ তোমরা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা করে রাখো। যেহেতু ঐ বছর দুর্ভিক্ষ ছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম এই অবস্থায় তোমরা তাদের সাহায্য কর।

١٨٧٨ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ». (بخاری:٥٥٧٣)

১৮৭৮) উমার বিন খাত্তাব হতে বর্ণিত, তিনি ঈদুল আযহার দিন খুৎবার পূর্বে নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি খুৎবা দিয়েছেন। তিনি খুৎবায় মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুই ঈদের দিন তোমাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এই দুই দিনের একদিন হচ্ছে রামাযানের রোযা শেষে ঈদ পালন করার দিন। আরেক দিন হচ্ছে তোমাদের কোরবানীর গোশত খাওয়ার দিন।

كتاب الأشربة

কিতাবুল আশরিবাহ (পানীয় দ্রব্যসমূহের বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে সে আখেরাতে উহা পান করা থেকে বঞ্চিত হবে

١٨٧٩ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» (بخارى:٥٥٧٥)

১৮৭৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে লোক দুনিয়াতে মদ পান করল অতঃপর তাওবা করে তা বর্জন করল না, আখেরাতে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে।

١٨٨٠ــ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». (بخارى:٥٥٧٨)

১৮৮০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় যেনা করতে পারেনা, কোন ব্যক্তি মু'মিন থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারেনা এবং কোন ব্যক্তি ঈমানদার থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারেনা।

وعنه في رواية أيضا وَلَا يَنْتَهِب نُهْبَة ذَات شَرَف يَرْفَع النَّاس إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارهمْ حِين يَنْتَهِبهَا وَهُوَ مُؤْمِن

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ঈমান থাকা অবস্থায় কোন লোক কোন মূল্যবান বস্তু ডাকাতি-ছিনতাই করতে পারেনা যে, কেউ তার দিকে চোখ উঠিয়ে চেয়ে থাকবে আর সে ডাকাতি করতে থাকবে।

টিকাঃ যেহেতু ঈমানের বড় একটি অঙ্গ হচ্ছে লজ্জা। ফলে যার অন্তরে উক্ত স্বভাবটি শক্তিশালী থাকবে, সে অন্যায় করতে লজ্জাবোধ করবে। মনে রাখা উচিৎ যে, মানুষ অপেক্ষা মহান আল্লাহ থেকে বেশী লজ্জা করা প্রয়োজন।

অধ্যায়ঃ মধু থেকে তৈরী মদ সম্পর্কে, একে বিত্উ বলা হয়

١٨٨١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». (بخارى:٥٥٨٦)

১৮৮১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে বিত্উ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। ইহা মধু থেকে তৈরী হত। ইয়ামান বাসীরা তা পান করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেনঃ যে পানীয় নেশা আনয়ন করে তা হারাম।

١٨٨٢ــ عن أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (بخارى:٥٥٩٠)

১৮৮২) আবু আমের আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও গানবাদ্যকে হালাল মনে করবে। আর একটি সম্প্রদায় পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করবে। গোধূলি লগ্নে যখন তারা তাদের পশুপাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে চলবে, তখন তাদের নিকট কোন প্রয়োজনে নিঃস্ব ফকীর আসবে। তারা তাকে বলবেঃ আগামীকাল সকালে আমাদের নিকট এস। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। একদলের উপর পাহাড় নিক্ষেপ করবেন আর অন্যদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শুকরে পরিণত করে দিবেন।

অধ্যায়ঃ তামা বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরী করা

١٨٨٣ــ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهُ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. (بخاري:٥٥٩١)

১৮৮৩) আবু উসায়েদ আস্ সায়েদী থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে তার বিয়ের ভোজে দাওয়াত দিলেন। তার স্ত্রী মেহমানদের খাবার পরিবেশন করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন নববধূ। তিনি বলেনঃ তোমরা কি জান আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কি পান করিয়েছি? আমি তাঁর জন্য রাতে একটি কাঠের পাত্রে কয়েকটি খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

অধ্যায়ঃ মদ পানের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুনরায় তা ব্যবহারের অনুমতি দান

١٨٨٤ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. (بخاري:٥٩٩٣)

১৮৮৪) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন মদের জন্য ব্যবহৃত পাত্র অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন তখন তাঁক বলা হল, আমাদের সবার নিকট তো পান পাত্র নেই। তখন তিনি কলসী ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। তবে মুযাফ্ফাত (আলকাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র) ব্যতীত।

অধ্যায়ঃ নেশা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে যারা কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলানোকে নাজায়েয মনে করেন। এমনি দু'প্রকার তরকারীও এক তরকারীতে পরিণত করা নাজায়েয

١٨٨٥ــ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ. (بخارى:٥٦٠٢)

১৮৮৫) আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কাঁচা, পাকা ও শুকনো খেজুর এবং কিশমিশ একত্রে মিশিয়ে ভিজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেনঃ প্রত্যেকটি যেন আলাদাভাবে ভিজানো হয়।

টিকাঃ দুই প্রকার শস্য এক সাথে মিশালে যদি নেশা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিংবা অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহলে এরূপ করা নিষিদ্ধ। উপরোক্ত সম্ভাবনা না থাকলে একাধিক খাদ্যদ্রব্য এক সাথে মিশিয়ে খেলে কোন অসুবিধা নেই।

অধ্যায়ঃ দুধ পান করা। আল্লাহর বাণীঃ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ (গোবর ও রক্তের মধ্য হতে)

١٨٨٦ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَّ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا». (بخارى:٥٦٠٦)

১৮৮৬) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু হুমায়েদ আনসারী 'নাকী' নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী (ﷺ)-এর নিকট আগমণ করল। তিনি তাকে বললেনঃ একে ঢেকে আনলে না কেন? এক টুকরা কাঠ দিয়ে হলেও।

١٨٨٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ: اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ» (بخارى:٥٦٠٨)

১৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ কতই না উত্তম সাদকা হচ্ছে একটি দুধেল উটনী বা দুধেল বকরী, যা সকালে এক পাত্র ও বিকালে এক পাত্র দুধ প্রদান করে।

অধ্যায়ঃ দুধের সাথে পানি মিশিয়ে পান করা

١٨٨٨ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا». قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ. فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. (بخارى:٥٦١٣)

১৮৮৮) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে জনৈক আনসারী ব্যক্তির নিকট গেলেন। নবী (ﷺ) আনসারীকে বললেনঃ তোমার নিকট রাতে মশকে রাখা পানি আছে কি? নতুবা আমি প্রবাহিত পানিতে মুখ লাগিয়ে তা থেকে পান করে নিব। বর্ণনাকারী বলেনঃ সেই আনসারী তখন তার বাগানে পানি সেচন করছিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ লোকটি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট রাতে রক্ষিত পানি আছে। আপনি আমার সাথে আমার ঝুপড়িতে চলুন। সে তাদেরকে নিয়ে সেখানে চলল। সে একটি পেয়ালায় পানি নিয়ে তাতে তার বকরীর দুধ দোহন করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা পান করলেন এরপর তার সাথে আগত সাহাবীও তা পান করল।

অধ্যায়ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা

١٨٨٩ــ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّهُ أَتَى عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. (بخارى:٥٦١٥)

১৮৮৯) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাহাবার (কুফার একটি মসজিদের) প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়ে পান করলেন। এরপর বললেনঃ কোন কোন লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে অপছন্দ করে থাকে। আমি নবী (ﷺ) কে তদ্রুপ করতে দেখেছি, যেমন তোমরা আমাকে করতে দেখলে।

١٨٩٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ. (بخاری:٥٦١٧)

১৮৯০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কে যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

অধ্যায়ঃ মশকের (কলসীর) মুখ খুলে পানি পান করা

١٨٩١ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، يَعْنِي الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا

১৮৯১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) মশকের মুখ খুলে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

টিকাঃ কলসীর মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা নিষেধ। কারণ কলসীতে বিষাক্ত পোঁকা থাকলে তা পেটের ভিতর চলে যেতে পারে কিংবা কলসী হতে প্রচুর পরিমাণ পানি মুখে প্রবেশ করার কারণে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। অথবা একজন কলসীতে মুখ রেখে পানি পান করলে অন্যরা তা থেকে পানি পান করা অপছন্দ করতে পারে।

١٨٩٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ. (بخاری:٥٦٢٧)

১৮৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মশকের মুখে মুখ দিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন এবং কোন ব্যক্তিকে তার দেয়ালের সাথে তার প্রতিবেশীর খুঁটি গাড়তে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা এবং দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা

١٨٩٣ــ عن أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا. (بخاری:٥٦٣١)

১৮৯৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

অধ্যায়ঃ রৌপ্যের পাত্র

١٨٩٤ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». (بخاری:٥٦٣٤)

১৮৯৪) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবিষ্ট করে।

অধ্যায়ঃ পেয়ালায় পান করা

١٨٩٥ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ». فَسَقَيْتُهُمْ فِي قَدَحٍ. قَالَ الرَّاوِي: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَهَبَهُ لَهُ. (بخاری:٥٦٣٧)

১৮৯৫) সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) একদিন সাকীফায়ে বনী সায়েদায় আসলেন এবং বললেনঃ হে সাহ্ল! আমাদেরকে পানি পান করাও। সাহ্ল বলেনঃ

আমি তাদের জন্য একটি পেয়ালা নিয়ে আসলাম এবং এটিতে করে তাদের সবাইকে পানি পান করালাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ সাহ্‌ল আমাদের জন্য সেই পেয়ালাটি বের করলেন। আমরা সেই পেয়ালা থেকে পানি পান করলাম। এরপর উমার বিন আব্দুল আযীয ঐ পেয়ালাটি নিতে চাইলেন। তখন তিনি তাঁকে তা দান করলেন।

١٨٩٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ قَدَحُ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ أَنَسٌ ﷺ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا، وكَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ. فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ ﷺ: لا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَرَكَهُ. (بخارى:٥٦٣٨)

১৮৯৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাঁর কাছে নবী (ﷺ)-এর পেয়ালাটি ছিল। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে এই পেয়ালায় করে এত এত বারের চেয়েও অধিক পান করিয়েছি। তিনি আরো বলেনঃ তাতে একটি লোহার আংটা ছিল। আনাস (রাঃ) লোহার স্থানে স্বর্ণের অথবা রৌপ্যের আংটা লাগাতে চাইলেন। তখন আবু তালহা (রাঃ) বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে জিনিষ তৈরী করেছেন সেটাকে পরিবর্তন করবেন না। তখন তিনি ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

كتاب المرضى

কিতাবুল মারযা (রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ রোগ গুনাহ্‌এর কাফ্‌ফারা

١٨٩٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ، وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ».

১৮৯৭) আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ মুসলিম কোন ক্লান্তি, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও বিষণ্নতার শিকার হলে, এমনকি কাঁটাবিদ্ধ হলেও এর বদলে আল্লাহ্ তাআলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

١٨٩٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ، تَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ، صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً، حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ».

১৮৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মুমিন হচ্ছে শস্য ক্ষেতের কোমল চারা গাছের ন্যায়। কোন দিক থেকে হাওয়া আসলেই সে নুয়ে পড়ে। আবার সোজা হতে না হতেই বিপদ এসে কাত করে ফেলে। এভাবে ঈমানদার বালা-মসীবতের সময় ঝুকে পড়ে। আর পাপিষ্ট বিরাট মজবুত বৃক্ষের মত। তা সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে (বাতাসে কাত হয় না)। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন চান সমূলে উৎপাটিত করেন।

١٨٩٩ــ وَعَنْهُ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُصِبْ مِنْهُ». (بخارى:٥٦٤٥)

১৮৯৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে বালা-মসীবতে ফেলেন।

অধ্যায়ঃ রোগের প্রচন্ডতা

١٩٠٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

১৯০০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে রোগযন্ত্রনা বেশী ভোগ করতে আর কাউকে দেখিনি।

١٩٠١ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، وَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلاَّ حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ». (بخارى:٥٦٤٧)

১৯০১) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাঁর মুমূর্ষ অবস্থায় আগমণ করলাম। তখন তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললামঃ আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। আপনি এর বিনিময়ে দ্বিগুণ ছাওয়াব হাসিল করবেন। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, যে কোন মুসলিম কষ্টে পতিত হলে আল্লাহ্

তার বিনিময়ে গুনাহ্সমূহ ঝরিয়ে দেন। যেমন বৃক্ষ হতে পাতা ঝরে যায়।

অধ্যায়ঃ মৃগী রোগীর ফজীলত

١٩٠٢ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ». فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. (بخارى:٥٦٥٢)

১৯০২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর কোন এক সাথীকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো না? আবু রাবাহ বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ দেখান। তিনি বললেনঃ এই কালো মহিলাটি। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললঃ আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং আমার সতর (জামা) খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন। নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে সবুর করতে পার। তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর তুমি চাইলে আমি দুআ করবো। যেন আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করে দেন। তখন সেই মহিলাটি বললঃ আমি তাহলে সবর করবো। এরপর সে বললঃ আমার সতর (কাপড়) খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আমার সতর (জামা) না খুলে। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন।

অধ্যায়ঃ দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফজীলত

١٩٠٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ». يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ. (بخارى:٥٦٥٣)

১৯০৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু অর্থাৎ তার চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে ফেলি, অতঃপর সে সবর করে, তখন এর বিনিময়ে তাকে আমি জান্নাত দান করি।

অধ্যায়ঃ রোগী দেখতে যাওয়া বা রোগীর সেবা করা

١٩٠٤ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ وَلا بِرْذَوْنٍ. (بخارى:٥٦٦٤)

১৯০৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাকে দেখতে আসলেন। তখন তিনি খচ্চর বা ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন না।

অধ্যায়ঃ রোগীর জন্য এটা বলা জায়েয আছে যে, আমি রোগাক্রান্ত, আহ! আমার মাথা ব্যথা, কিংবা আমার অসুখ বেড়ে গেছে। আইয়্যুব (আঃ)এর কথাঃ "আমি দুঃখে-কষ্টে পড়েছি। হে আল্লাহ! তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। (সূরা আম্বীয়াঃ ৮৩)

١٩٠٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: وَا رَأْسَاهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُوَ لَكِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهْ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ

لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرَّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَلْ أَنَا، وَا رَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ، وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ، وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ». (بخارى:٥٦٦٦)

১৯০৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেনঃ ব্যথায় আমার মাথা গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমি যদি এই মাথা ব্যথায় আমার জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করতে, তাহলে আমি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করতাম এবং তোমার জন্য দুআ করতাম। আয়েশা (রাঃ) তখন বললেনঃ আমার তো মনে হয় আপনি আমার মরণটাই চান। আর তাই যদি ঘটে তাহলে আজ বিকালেই আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করতে পারবেন। নবী (ﷺ) বললেনঃ না, বরং আমিও মাথা ব্যথায় ভুগছি। আমি ইচ্ছা করছি, আবু বকর ও তাঁর ছেলেকে ডেকে পাঠাবো এবং তাদের জন্য খেলাফতের অসীয়ত করে যাবো। যাতে পরবর্তীতে কেউ এরূপ বলতে না পারে বা খেলাফতের আকাঙ্খা করতে না পারে। পরে আমি চিন্তা করলাম যে, আল্লাহ্ তাআলা (আবু বকর ছাড়া) অন্যের খেলাফত মঞ্জুর করবেন না এবং ঈমনদারগণও অন্যের খেলাফত কবুল করবেন না।

অধ্যায়ঃ রোগীর মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ

١٩٠٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». (بخارى:٥٦٧١)

১৯০৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন কোন মসীবতে পড়ে মৃত্যু কামনা না করে। সে যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায় তাহলে সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্ আমাকে জীবিত রাখুন যত দিন জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আমাকে মৃত্যু দান কর।

١٩٠٧ــ عَنْ خَبَّابٍ ﷺ أَنَّهُ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. (بخارى:٥٦٧٢)

১৯০৭) খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার দেহের সাত জায়গায় ছেঁকা লাগিয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ আমার সাথীরা চলে গেছে। তারা এমতাবস্থায় চলে গেছে যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাদের আমলের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। আর আমরা এত ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি যে, মাটি ছাড়া তা অন্য কোথাও খরচ করার জায়গা পাচ্ছি না। নবী (ﷺ) যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

١٩٠٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ، وَلا أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ» (بخارى:٥٦٧٣)

১৯০৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তারা বললেনঃ আপনাকেও না হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ আমাকেও না। যতক্ষণ না আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ আমাকে ঘিরে ফেলে। সুতরাং ইখলাসের সাথে আমল কর, মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভাল লোক হলে বেশী বেশী নেক আমল করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে অনুশোচনা করার সুযোগ পাবে।

অধ্যায়ঃ রোগী দেখতে গিয়ে রোগীর জন্য দু'আ করা

١٩٠٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّٰه ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ، قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا». (بخارى:٥٦٧٥)

১৯০৯) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন রোগীর নিকট যেতেন বা কোন রোগীকে তাঁর নিকট আনা হত তখন তিনি বলতেনঃ কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রভু! নিরাময় দান কর। তুমিই নিরাময় দানকারী। তোমার নিরাময় দানই আসল নিরাময়। তুমি এমন নিরাময় দান কর, যা কোন রোগই অবশিষ্ট রাখবে না।

كتاب الطب

কিতাবুত্ তিব্ব

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার কোন চিকৎসা ব্যবস্থা করেন নি

١٩١٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». (بخارى:٥٦٧٨)

১৯১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার কোন চিকৎসার ব্যবস্থা করেন নি।

অধ্যায়ঃ তিনটি জিনিষে নিরাময় রয়েছে

١٩١١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ». (بخارى:٥٦٨١)

১৯১১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তিনটি জিনিষে রোগের শিফা (আরোগ্য) রয়েছে। মধু পান করাতে, শিঙ্গা লাগানোতে (রক্ত মোক্ষণে) এবং আগুনে লোহা গরম করে তা দিয়ে ছেঁকা লাগানোতে। কিন্তু আমি আমার উম্মতদেরকে লোহা দ্বারা ছেঁকা লাগাতে নিষেধ করছি।

টিকাঃ লোহা গরম করে তা দিয়ে ছেঁকা লাগানো কেবল একান্ত প্রয়োজনেই জায়েয। তখনই তা জায়েয যখন অন্য কোন ব্যবস্থা ফলপ্রসু না হয়। নবী (ﷺ) নিজেই সা'দ বিন মুআযকে ছেঁকা দিয়েছেন। তিনি দাগ লাগাতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, তাতে অনেক কষ্ট হয়।

অধ্যায়ঃ মধু দ্বারা চিকিৎসা করা এবং আল্লাহর বাণীঃ "এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য"

١٩١٢ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً». فَسَقَاهُ فَبَرَأَ. (بخارى:٥٦٨٤)

১৯১২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বললঃ আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ হয়েছে। তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। লোকটি আবার এসে একই কথা বললঃ তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। লোকটি তৃতীয়বার এসে একই কথা বলল। এবারও নবী (ﷺ) বললেনঃ তোমার ভাইকে মধু পান করাও। লোকটি আবার আসল এবং বললঃ আমি আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করছি। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ আল্লাহর কথা সত্য, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। যাও এবং তোমার ভাইকে মধু পান করাও। লোকটি এবারও গিয়ে তাকে মধু পান করাল। এতে তার ভাই সুস্থ হয়ে গেল।

অধ্যায়ঃ কালোজিরার মাধ্যমে চিকিৎসা

١٩١٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ مِنَ السَّامِ». قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ». (بخارى:٥٦٨٧)

১৯১৩) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, এই কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের নিরাময়। আমি বললামঃ সাম কী? তিনি বললেনঃ মৃত্যু।

١٩١٤ــ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ». وَبَاقِي الْحَدِيثِ تَقَدَّمَ.

১৯১৪) উম্মে কায়েস বিনতে মিহ্সান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমরা চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে, কেননা এতে সাত প্রকার রোগের নিরাময় আছে। কণ্ঠনালী ফুলে গেলে তা পানিতে ভিজিয়ে ফোটা ফোটা করে তার নাকে দিবে। অনুরূপ প্লুরিসি (ফুসফুস প্রদাহ জনিত রোগ) হলে তা পানিতে মিশিয়ে ফোটা ফোটা পান করবে। হাদীছটির বাকী অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

অধ্যায়ঃ অসুখের কারণে সিঙ্গা লাগানো

١٩١٥ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: حَدِيثُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ تَقَدَّمَ. قَالَ هُنَا فِي آخِرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ». وَقَالَ: «لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ». (بخارى:٥٦٩٦)

১৯১৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আবু তায়বা শিঙ্গা লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন। আবু তায়বার হাদীছটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে হাদীছের শেষাংশে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা যেসব বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করাও তার মধ্যে শিঙ্গা লাগানো এবং চন্দন কাঠের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হচ্ছে অতি উত্তম। তিনি আরও বলেনঃ তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিও না। তোমরা চন্দন কাঠ ব্যবহার কর।

অধ্যায়ঃ যে ঝাড়-ফুঁক করেনা বা করায়না

١٩١٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ». ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». (بخارى:٥٧٠٥)

১৯১৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন নবী (ﷺ) আমাদের নিকট এসে বললেনঃ নবীগণের উম্মতদেরকে আমার সামনে হাজির করা হয়েছিল। আর এক এক করে বা দুই দুই করে নবীগণ যাচ্ছিলেন। তাদের সাথে দলে দলে লোক ছিল। আর এমন

নবীও অতিক্রম করলেন যার সাথে কেউই ছিল না। অতঃপর একটি বড় দল আমার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করল। আমি বললামঃ এরা কার উম্মাত? এরা কি আমার উম্মাত? বলা হলঃ এরা মুসা (আঃ)এর উম্মাত। আমাকে পুনরায় বলা হলঃ আপনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি মাথা উঠিয়ে দেখলামঃ একটি বিরাট জামাআত আকাশের দিগন্ত জুড়ে আছে। অতঃপর আমাকে বলা হলঃ আপনি এদিক ওদিক তথা আকাশের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখলামঃ বিশাল একটি জামাআত আকাশ জুড়ে আছে। আমাকে বলা হলঃ এরা আপনার উম্মাত। এদের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। অথচ লোকদেরকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু বললেন না। সাহাবীগণ জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। তারা বললেনঃ আমরা তো আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছি। সুতরাং আমরাই সে সমস্ত লোক। অথবা তারা হলেন আমাদের সন্তানগণ, যারা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করেছে। আমরা তো জাহেলিয়াতের যুগে জন্ম গ্রহণ করেছি। নবী (ﷺ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি বললেনঃ তারা হলেন ঐ সমস্ত লোক যারা, ঝাড়ফুঁক করে না, কোন জিনিষ দেখে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে না এবং গরম লোহা দ্বারা শরীরে ছেঁকা লাগায় না। সর্বদা তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকে। উকাশা বিন মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমিও কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তুমিও তাদের মধ্যে। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললঃ আমিও কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেনঃ এ ব্যাপারে উকাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

باب الجذام

অধ্যায়ঃ কুষ্ঠরোগ

١٩١٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» (بخارى:٥٧٠٧)

১৯১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ রোগের সংক্রামণ শক্তি বলতে কিছু নেই, পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করারও কোন বাস্তবতা নেই। হুতুম পেচাঁর ডাক শুনে অশুভ নির্ধারণ করারও কোন ভিত্তি নেই। সফর মাসকেও বরকতহীন মনে করা ঠিক নয়। তবে কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন কর যেভাবে সিংহ (বাঘ) থেকে পালিয়ে থাক।

টিকাঃ অন্য হাদীছে আছে, এক কুষ্ঠরোগীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খানা খেয়েছেন। আর এ হাদীছে তিনি কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করতে বলেছেন। মূলতঃ উভয় হাদীছে কোন দ্বন্ধ নেই। ঈমানের অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে নবী (ﷺ) দুই প্রকার মানুষকে দুই প্রকার নসীহত করেছেন। যাদের ঈমান দুর্বল এবং আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা পরিপূর্ণ ও গভীর নয় তাদেরকে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। যাতে তার মধ্যে এমন বিভ্রান্তি প্রবেশ না করে যে, কুষ্ঠ রোগীর সাথে মেলামেশা করার কারণেই সে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

অপর পক্ষে যার ঈমান মজবুত, তার জন্যে কুষ্ঠ রোগীর সংমিশ্রনে যেতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ কুষ্ঠ রোগীর কাছে গেলেই যে রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে, এতে সে বিশ্বাস করে না। আর আক্রান্ত হয়ে গেলেও সে এটা কখনই বিশ্বাস করবে না যে, রোগীর কাছে যাওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, রোগের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে স্থানান্তরিত হতে পারে না।

অধ্যায়ঃ সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই (সফর মাসকেও অশুভ মনে করা ঠিক নয়)

وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا، فَقَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ». (بخارى:٥٧١٧)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেনঃ এক গ্রাম্য লোক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার উটের এ কি অবস্থা? চারণ ভূমিতে হরিণের মত ছুটে বেড়ায়। এ সব উটের মাঝে একটি চর্মরোগাক্রান্ত উট এসে মিশে এবং সবগুলোকে চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। তিনি বললেনঃ তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ আসল কোথা হতে?

অধ্যায়ঃ পাঁজরের ব্যথার (প্লুরিসি রোগের) চিকিৎসা

١٩١٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ. قَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي. (بخارى:٥٧٢١)

১৯১৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) একজন আনসারী পরিবারের লোকদেরকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং কানে ব্যথা অনুভব হলে ঝাড়-ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যাতুল জানব (প্লুরিসি) নামক রোগের কারণে লোহা উত্তপ্ত করে আমাকে ছেঁকা দেয়া হয়েছিল। তখন আমার নিকট আবু তালহা, আনাস বিন নযর এবং যায়েদ বিন সাবেত উপস্থিত ছিলেন। আর আবু তালহা আমাকে ছেঁকা দিয়েছিলেন।

টিকাঃ পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে যে, শেষ চিকিৎসা হিসাবে ছেঁকা গ্রহণ করা জায়েয।

অধ্যায়ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপ বিশেষ

١٩١٩ــ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ. (بخارى:٥٧٢٤)

১৯১৯) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট জ্বরে আক্রান্ত কোন মহিলাকে নিয়ে এসে তাঁর কাছে দুআ চাওয়া হলে, তিনি পানি নিয়ে তার জামার ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিতেন। তিনি বলতেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদেরকে পানি দ্বারা জ্বর ঠান্ডা করার আদেশ দিতেন।

টিকাঃ আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সকল তাপের উৎস সূর্য। বেহেশত-দোযখ যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত, সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ-অবিরোধের কোন প্রশ্নই উঠেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। কারণ জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান থেকেই আল্লাহর কুদরতে জগতের সকল ধরণের গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নাম। জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে তাপ নিবারণ একটি ডাক্তারী বিধান, এমন কি অতিমাত্রায় উত্তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর পানি দিয়ে ঠান্ডা করার পরামর্শ দেয়া হয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত। হ্যাঁ, যারা গ্রীস্ম প্রধান দেশের অধিবাসী নয় তারা এবং ঠান্ডা এলার্জি জাতীয় জ্বরে আক্রান্তদের অবস্থা স্বতন্ত্র।

অধ্যায়ঃ প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে

١٩٢٠ــ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

(بخارى:٥٧٣٢)

১৯২০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ প্লেগ রোগ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত।

অধ্যায়ঃ বদ নযরের ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে

١٩٢١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰه ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

১৯২১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে বা অন্য কাউকে বদনযর লাগলে ঝাড়-ফুঁক করার হুকুম দিয়েছেন।

١٩٢٢ــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ:

«اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ». (بخاری:٥٧٣٩)

১৯২২) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁর ঘরে একটি মেয়ের চেহারায় বদনযরের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেনঃ তাকে ঝাড়-ফুঁক কর। কেননা তার চেহারায় বদনযরের চিহ্ন রয়েছে।

অধ্যায়ঃ সাপ ও বিচ্ছুর দংশনের ঝাড়-ফুঁক

١٩٢٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ. (بخاری:٥٧٤١)

১৯২৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যে কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে

١٩٢٤ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ للمريض بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا». (بخاری:٥٧٤٦)

১৯২৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) রোগীর জন্য এ দু'আ করতেনঃ আল্লাহর নামের বরকতে আমাদের যমীনের মাটি কারো থুথুর সাথে মিশানো হচ্ছে। যাতে আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগী রোগমুক্ত হয়।

অধ্যায়ঃ ফাল (শুভ লক্ষণ)

١٩٢٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ». قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». (بخاری:٥٧٥٥)

১৯২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তিয়ারাহ (অশুভ লক্ষণ) বলতে কিছু নেই। আর এগুলোর মধ্যে হচ্ছে 'ফাল'। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ফাল কাকে বলে? তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে উত্তম বাক্য, যা তোমাদের কেউ শুনতে পায় (এবং তা শুনে খুশী হয়)।

অধ্যায়ঃ গণকের ভবিষ্যদ্বাণী

١٩٢٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ بطل، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». (بخاری:٥٧٥٨)

১৯২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হুযাইল গোত্রের দুই মহিলার বিচার করলেন। তারা দু'জনে মারামারি করেছিল। একজন অন্যজনকে পাথর নিক্ষেপ করলে পাথরটি পেটে লাগে। সে ছিল গর্ভবতী। পাথরের আঘাতে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারা দু'জনেই বিচারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করলে তিনি গর্ভস্থ বাচ্চাটির দিয়াত স্বরূপ একটি গোলাম কিংবা দাসী প্রদানের রায় দিলেন। অপরাধিনীর অভিভাবক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন ব্যক্তির দিয়ত কিভাবে দিব, পানাহার করেনি,

কথা বলেনি এবং চিৎকারও করেনি? এতো বাতিলযোগ্য বিষয়। নবী (ﷺ) বললেনঃ এ তো দেখছি গণকদের ভাই।

অধ্যায়ঃ কোন কোন ভাষণে যাদুর প্রভাব রয়েছে

١٩٢٧ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ». (بخارى:٥٧٦٧)

১৯২৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পূর্বাঞ্চল থেকে দুইজন লোক আগমণ করল এবং ভাষণ দিল। লোকেরা তাদের ভাষণ শুনে মুগ্ধ হল। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তখন বললেনঃ কোন কোন বক্তৃতায় যাদুর প্রভাব রয়েছে।

অধ্যায়ঃ রোগ সংক্রামিত হয়না

١٩٢٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

(بخارى:٥٧٧١)

১৯২৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ কেউ যেন রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের নিকটবর্তী না করে।

অধ্যায়ঃ বিষ পান করা এবং বিষ দ্বারা চিকিৎসা করা, ক্ষতিকর ও অপবিত্র জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করা

١٩٢٩ــ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

(بخارى:٥٧٧٨)

১৯২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করে চিরকাল তথায় অবস্থান করবে"। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন সে বিষ হাতে নিয়ে তা পান করতে থাকবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজের শরীরে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন তার হাতে সেই লোহার অস্ত্রটি দেয়া হবে। সে উক্ত অস্ত্রটি দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে এবং জাহান্নামই হবে তার জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান।

অধ্যায়ঃ পাত্রে মাছি পড়লে

١٩٣٠ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً». (بخارى:٥٧٨٢)

১৯৩০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সে যেন মাছিটাকে সম্পূর্ণ তাতে ডুবিয়ে দেয়। অতঃপর তা যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেননা তার এক ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ আছে।

كتاب اللباس

পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা

অধ্যায়ঃ টাখনুর নীচে যে পরিমাণ কাপড় ঝুলিয়ে পরা হয় সে পরিমাণ অংশ জাহান্নামে যাবে

١٩٣١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ».

১৯৩১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি টাকনুর নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরবে, সে যে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরবে তার পায়ের সেই স্থান টুকু জাহান্নামে জ্বলবে।

অধ্যায়ঃ ডোরাদার চাদর এবং ইয়ামানী চাদর

١٩٣٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ.

(بخاری:٥٨١٣)

১৯৩২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় পোষাক ছিল হিবারা পরিধান করা (ইয়ামানের এক প্রকার চাদর)।

١٩٣٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

১৯৩৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যু বরণ করলে তাকে হিবারা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

অধ্যায়ঃ সাদা কাপড় পরিধান করা

١٩٣٤ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: « وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ». وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا، قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

১৯৩৪) আবু যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি সাদা পোষাক পরে ঘুমাচ্ছিলেন। আমি পুনরায় এসে দেখলাম, তিনি জাগ্রত হয়েছেন। তিনি তখন বললেনঃ যে কোন বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে, অতঃপর এ কথার উপর মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু যার্ বলেনঃ আমি বললামঃ সে যদি ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। আমি বললামঃ যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। আমি পুনরায় বললামঃ যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তবুও? তিনি বললেনঃ যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তবুও। আর এতে যদিও আবু যারের নাক ভুলুণ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আবু যার্ যখন এই হাদীছটি বর্ণনা করতেন তখন বলতেনঃ যদিও এতে আবু যারের নাক ধুলোমলিন হয়।

অধ্যায়ঃ রেশমী পোষাক পরিধান করা ও বিছানার চাদর হিসাবে তা ব্যবহার করা

١٩٣٥ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، قَالَ: فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي: الأَعْلاَمَ. (بخارى:٥٨٢٨)

১৯৩৫) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে এতটুকু জায়েয এই কথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। এর দ্বারা তিনি কাপড়ের পার্শ্বকে বুঝিয়েছেন।

١٩٣٦ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ».

১৯৩৬) উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

অধ্যায়ঃ রেশমী কাপড় বিছানার চাদর হিসাবে ব্যবহার করা

١٩٣٧ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. (بخارى:٥٨٣٧)

১৯৩৭) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে এবং পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় পরতে এবং তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ পুরুষের জন্য যাফরানী রঙ্গের কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ

١٩٣٨ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. (بخارى:٥٨٤٦)

১৯৩৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) পুরুষদেরকে যাফরানী রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা ইত্যাদির বর্ণনা

١٩٣٩ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (بخارى:٥٨٥٠)

১৯৩৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী (ﷺ) কি জুতা পরে নামায পড়তেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

অধ্যায়ঃ বাম পায়ের জুতা প্রথম খুলবে

١٩٤٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيُكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». (بخارى:٥٨٥٦)

১৯৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, তখন সে যেন ডান পায়ের জুতা প্রথমে পরিধান করে। আর যখন জুতা খুলবে, তখন যেন বাম পায়ের জুতা প্রথমে খুলে। ডান পায়ের জুতা যেন প্রথমে পরা হয় এবং পরে খোলা হয়।

অধ্যায়ঃ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবেনা

١٩٤١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُخْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا». (بخارى:٥٨٥٥)

১৯৪১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে হাঁটে। সে হয় উভয় পায়ের জুতা খুলে খালি পায়ে হাটবে, নতুবা উভয় পায়ে জুতা পরিধান করবে।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবেনা

١٩٤٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

১৯৪২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রৌপ্যের একটি আংটি বানালেন এবং তাতে "মুহাম্মাদুন রাসূলুল্লাহ" কথাটি অঙ্কন করলেন। তিনি বললেনঃ আমি একটি রূপার আংটি বানিয়েছি এবং তাতে "মুহাম্মাদুন রাসূলুল্লাহ" অঙ্কন করেছি। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন এ ধরণের নকশা অঙ্কন না করে।

অধ্যায়ঃ নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিস্কার করা

١٩٤٣ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا. (بخارى:٥٨٨٦)

১৯৪৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস বলেনঃ নবী (ﷺ) অমুক এবং উমার (রাঃ) অমুককে বের করে দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ দাড়ি বাড়ানো

١٩٤٤ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». (بخارى:٥٨٩٢)

১৯৪৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি বাড়াও এবং মোচ ছোট করো।

টিকাঃ ইবনে উমার, আবু হুরায়রা (রাঃ)সহ আরও কিছু সাহাবীর আমল ও ইসলামী শরীয়ার স্বভাব দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, বেশী বেনান হয়ে দাড়ি অধিক লম্বা হলে তা পরিপাটি করে রাখাই ভাল। সালাফদের বড় একদল আলেমের কথা দ্বারা তার সীমা এক মুষ্ঠি নির্ধারিত। ফলে এ অপেক্ষা কম করা সঠিক নয়। চিবুকের উপর থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত গজানো চুল দাড়ির অন্তর্ভূক্ত। ফলে উপরোক্ত নির্দেশ দ্বারা দাড়ি রাখা যেহেতু ফরয সাব্যস্ত হয়, তাই এর কোন অংশ সেইভ করা বৈধ নয়। চিবুকের নীচের অংশ তথা দাড়ির সাথে মিলিত অবস্থায় গলাতে গজানো চুল দাড়ির অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই তাতে যার যা অভিরুচি তাই প্রযোজ্য। (আল্লাহই ভাল জানেন)

অধ্যায়ঃ খিযাব সম্পর্কে

١٩٤٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ».

১৯৪৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ইহুদী-খৃষ্টানরা খেযাব লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।

অধ্যায়ঃ কোকড়ানো চুল

١٩٤٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجِلا لَيْسَ بِالسَّبِطِ، وَلا الْجَعْدِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. (بخارى:٥٩٠٥)

১৯৪৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চুল একেবারে সোজাও ছিল না এবং একেবারে কোকড়ানোও ছিল না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি ছিল। আর তা ছিল তাঁর উভয় কান ও ঘাড়ের মাঝ বরাবর ঝুলন্ত।

١٩٤٧ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ، وَلا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ. (بخارى:٥٩٠٧)

১৯৪৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর হাত-পা মোটা ছিল। তাঁর চেহারা এত সুন্দর-সুশ্রী ছিল যে, তাঁর পূর্বে বা পরে তাঁর মত সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। তাঁর উভয় হাতের তালু ছিল প্রশস্ত।

অধ্যায়ঃ মাথার একদিকের চুল কামিয়ে (কেটে) ফেলে অন্যদিকের চুল রেখে দেয়া

١٩٤٨ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. (بخارى:٥٩٢١)

১৯৪৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাথার একদিকের চুল কামিয়ে ফেলে অন্যদিকের চুল রেখে দিতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো

١٩٤٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. (بخارى:٥٩٢٣)

১৯৪৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার কাছে যে সর্বোত্তম সুগন্ধি থাকতো তা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে লাগাতাম। এমন কি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পেতাম।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি খোশবু ফেরত দেয় না

١٩٥٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. (بخارى:٥٩٢٩)

১৯৫০) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি সুগন্ধি ফেরত দিতেন না। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোশবু ফেরত দিতেন না।

অধ্যায়ঃ যারীরা নামীয় খোশবু

١٩٥١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ . (بخارى:٥٩٣٠)

১৯৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) গায়ে নিজ হাতে ইহ্‌রাম বাঁধা ও খোলার সময় যারীরা নামক খোশবু লাগিয়েছি।

অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারী ও প্রস্তুতকারীদের শাস্তি

١٩٥٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». (بخارى:٥٩٥١)

১৯৫২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেনঃ "যারা এ সমস্ত ছবি অঙ্কন করবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা তৈরী করেছ তা জীবিত করে দেখাও"।

অধ্যায়ঃ ছবি ভেঙ্গে ফেলা

١٩٥٣ــ عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً». وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». (بخارى:٥٩٥٣)

১৯৫৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ আমার সৃষ্টির মত যে লোক কোন প্রাণী সৃষ্টি করতে চায়, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে? পারলে তারা একটি দানা বা একটি অনু সৃষ্টি করুক তো দেখি। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা একটি গম তৈরী করুক তো দেখি।

كتاب الأدب

কিতাবুল আদব

অধ্যায়ঃ সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে?

١٩٥٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

১৯৫৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট হতে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বললঃ এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলঃ এরপর কে? তিনি বললেনঃ এরপর তোমার পিতা।

অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে না

١٩٥٥ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ». (بخارى:٥٩٧٣)

১৯৫৫) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কবীরা গুনাহ্ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ হল কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলঃ হে আল্লাহর রাসুল! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করতে পারে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। সেও প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।

অধ্যায়ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুনাহ্

١٩٥٦ــ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». (بخارى:٥٩٨٤)

১৯৫৬) জুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ্ও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন

١٩٥٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ». (بخارى:٥٩٨٨)

১৯৫৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ 'রাহিম' শব্দটির উৎপত্তি রাহমান থেকে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে বললেনঃ যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবো। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।

অধ্যায়ঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল হলে তা সজীব থাকে

١٩٥٨ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا». (بخارى:٥٩٩٠)

১৯৫৮) আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, গোপনে নয়, অমুকের পিতার পরিবার (আবু তালিবের গোষ্ঠি) আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু কেবল আল্লাহ্ এবং সৎপরায়ন মুমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তাই তাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো।

অধ্যায়ঃ প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার হক আদায় হয়না

١٩٥٩ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» (بخارى:٥٩٩١)

১৯৫৯) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ প্রতিদানের বিনিময়ে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। প্রকৃত আত্মীয়তার হক রক্ষাকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে সম্পর্ক ঠিক রাখে।

অধ্যায়ঃ সন্তান-সন্ততিকে স্নেহ করা, চুমু দেয়া এবং তাদের সাথে কোলাকুলি করা

١٩٦٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ». (بخارى:٥٩٩٨)

১৯৬০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জনৈক গ্রাম্য লোক নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললঃ তোমরা কি সন্তানদেরকে চুম্বন করো? আমরা তো তাদেরকে চুম্বন করিনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আল্লাহ্ যদি তোমার অন্তর হতে রহমত ছিনিয়ে নেন, তাহলে আমি কি করতে পারি?

١٩٦١ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا، وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ»؟ قُلْنَا: لا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ: «لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا».

১৯৬১) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। বন্দীদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল। তার স্তন থেকে ফোটা ফোটা দুধ ঝড়ছিল। বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করাতো। নবী (ﷺ) আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি মনে কর এ মহিলা তার আপন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ

করতে পারে? আমরা বললাম না। ক্ষমতা থাকলেও সে কখনও তা করতে পারবে না। তিনি বললেনঃ এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়া পরবশ আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী দয়া পরবশ।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ তাআলা দয়া-মায়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন

١٩٦٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ». (بخارى:٦٠٠٠)

১৯৬২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা দয়া-মায়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন বাকী এক অংশ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই একভাগ রহমতের কারণেই সৃষ্টি পরস্পর দয়া ও রহম করে থাকে। এমন কি ঘোড়া তার শাবকের উপর থেকে পা তুলে নেয়। এই আশঙ্কায় যে, সে তার বাচ্চাকে কষ্ট দিবে।

অধ্যায়ঃ শিশুদেরকে রানের উপর রাখা

١٩٦٣ــ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِي أَرحمهما». (بخارى:٦٠٠٣)

১৯৬৩) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর এক রানের উপর বসাতেন এবং অপর রানের উপর হাসানকে বসাতেন। অতঃপর তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ্! তুমি এদের উপর রহম কর। কেননা আমিও এদের দু'জনের প্রতি দয়া পরবশ।

অধ্যায়ঃ মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর দয়া পরবশ হওয়া

١٩٦٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا».

১৯৬৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। তখন একজন গ্রাম্য লোক নামাযরত অবস্থায় বললঃ হে আল্লাহ্! আমার এবং মুহাম্মাদের উপর রহম কর। আমাদের সাথে অন্য কাউকে রহমতের মধ্যে শামিল করো না। সালাম ফিরিয়ে নবী (ﷺ) গ্রাম্য লোকটিকে বললেনঃ তুমি একটি প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করে দিলে।

١٩٦٥ــ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». (بخارى:٦٠١١)

১৯৬৫) নুমান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।

١٩٦٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». (بخارى:٦٠١٢)

১৯৬৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন মুসলিম একটি বৃক্ষ রোপন করলে এবং তার ফল কোন মানুষ বা পশু ভক্ষণ করলে এর বিনিময়ে সে সাদকার ছাওয়াব পাবে।

١٩٦٧ــ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمُ، لا يُرْحَمُ». (بخارى:٦٠١٣)

১৯৬৭) জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।

অধ্যায়ঃ প্রতিবেশীর হক আদায়ের উপদেশ

١٩٦٨ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»

১৯৬৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত অসীয়ত করতে থাকলেন, যাতে আমার ধারণা হল, অচিরেই প্রতিবেশীকে (আমার) ওয়ারিছ বানিয়ে দিবেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়

١٩٦٩ــ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ». (بخارى:٦٠١٦)

১৯৬৯) আবু শুরাইহি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল! কে ঐ ব্যক্তি? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তির অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়

١٩٧٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

১৯৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তাঁর মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

অধ্যায়ঃ প্রতিটি ভাল কাজই সাদকাহ

١٩٧١ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

১৯৭১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক ভাল কাজই সাদকাহ।

অধ্যায়ঃ সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন করা

١٩٧٢ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّه».

১৯৭২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি কাজেই নম্রতা অবলম্বন করাকে পছন্দ করেন।

অধ্যায়ঃ ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা

١٩٧٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ، أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه، فَقَالَ: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّه مَا شَاءَ». (بخارى:٦٠٢٧)

১৯৭৩) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ একজন মুমিন অন্য মুমিনের জন্য একই প্রাচীরের ন্যায়। যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এরপর তিনি একহাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জালের মত করলেন। নবী (ﷺ) বসা ছিলেন। তখন একজন লোক এসে চাইল কিংবা প্রয়োজন পুরণের আবেদন করল। তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ তোমরা সুপারিশ কর যেন তোমাদেরকেও প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ্ যা চান তা তাঁর রাসূলের মুখে ঘোষণা করেন।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশালীন ছিলেন না এবং তিনি অশালীন কথাও বলতেন না

١٩٧٤ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّابًا، وَلا فَحَّاشًا، وَلا لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ». (بخارى:٦٠٣١)

১৯৭৪) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কখনো গালমন্দকারী, অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী এবং লা'নতকারী ছিলেন না। আমাদের কাউকে কখনও দোষারোপ করতে হলে তিনি কেবল এতটুকু বলতেন যে, তার কি হল? তার কপাল ধুলোমলিন হোক।

অধ্যায়ঃ উত্তম চরিত্র ও দানশীলতা, কৃপণতা নিন্দনীয়

١٩٧٥ــ عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لاَ. (بخارى:٦٠٣٤)

১৯৭৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর কাছে কোন জিনিষ চাওয়া হলে কখনো তিনি 'না' বলেন নি।

١٩٧٦ــ عن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ، وَلا لِمَ صَنَعْتَ؟، وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ. (بخارى:٦٠٣٨)

১৯৭৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ)-এর দশ বছর খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে 'উহ' পর্যন্ত বলেন নি। কিংবা কখনো বলেন নি যে, কেন তুমি এরূপ করলে বা কেন এরূপ করলে না।

অধ্যায়ঃ গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ

١٩٧٧ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ

إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». (بخاری:٦٠٤٥)

১৯৭৭) আবু যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, একজন অন্যজনকে যেন ফাসেক বা কাফের বলে গালি না দেয়। কেননা বাস্তবে সে ব্যক্তি অনুরূপ না হলে সেই কথাটি গালিদাতার ফিরে আসবে।

١٩٧٨ــ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ. وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ». (بخاری:٦٠٤٧)

১৯৭৮) বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছাবেত বিন যাহ্হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের শপথ করে তাহলে সে তাই হবে, যা সে বলল। আর বনী আদম যদি তার মালিকানা বহির্ভূত কোন জিনিষ মানত করে তবে তা পূরণ করতে হবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন জিনিষ দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে কিয়ামতের দিন সেই বস্তু দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে লা'নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে কাফের বললঃ সে যেন তাকে হত্যা করল।

অধ্যায়ঃ চোখলখুরী অপছন্দনীয়

١٩٧٩ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». (بخاری:٦٠٥٦)

১৯৭৯) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।

অধ্যায়ঃ অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপছন্দনীয়

١٩٨٠ــ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا». (بخاری:٦٠٦١)

১৯৮০) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর সামনে এক ব্যক্তির আলোচনা করা হলে অন্য এক ব্যক্তি তার খুব প্রশংসা করল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি তোমার ভাইয়ের ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। তিনি বার বার এ কথা বলতে থাকলেন। এরপর তিনি বললেনঃ যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয়, তবে এতটুকু বলবে, আমি তার সম্পর্কে এতটুকু ধারণা পোষণ করি, যদি তার ধারণাও তাই হয়। আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহর চেয়ে বেশী আর কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা উচিত নয়।

অধ্যায়ঃ পরস্পর হিংসা ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন নিষিদ্ধ

١٩٨١ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ». (بخاری:٦٠٦٥)

১৯৮১) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা একে অপরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করো না। পরস্পর হিংসা করবে না এবং একে অন্যের অসাক্ষাতে নিন্দা

করবেনা। আর তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক সময় বর্জন করা বৈধ নয়।

١٩٨٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

১৯৮২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা অলীক ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা কারো দোষ অন্বেষণ করো না এবং গোয়েন্দাগিরি করো না। তোমরা অন্যকে ধোঁকা দিওনা, পরস্পরে হিংসা করোনা, ঘৃণা করোনা এবং পরস্পর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করোনা। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও।

অধ্যায়ঃ যে ধরণের ধারণা করা বৈধ

١٩٨٣ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا».

وَفِي رِوَايَةٍ: «يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ». (بخارى:٦٠٦٨)

১৯৮৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা যে দ্বীনের উপর আছি অমুক ও অমুক লোক সে দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করিনা।

অধ্যায়ঃ ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম (গুনাহ) গোপন রাখবে

١٩٨٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ: أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ». (بخارى:٦٠٦٩)

১৯৮৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমার প্রত্যেক উম্মতকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে তবে যারা প্রকাশ্যে গুনাহ্ করবে তাদের ছাড়া। আর এটি প্রকাশ্যে গুনাহ্ করার অন্তর্ভূক্ত যে, কেউ রাতের বেলায় কোন পাপের কাজ করে, যা আল্লাহ্ গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকাল বেলা বলেঃ হে অমুক ও অমুক গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি। অথচ সে যখন রাত যাপন করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার কৃতকর্ম গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু সকাল বেলা সে তার উপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল।

অধ্যায়ঃ হিজরত সম্পর্কে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ কোন মুসলিমের পক্ষে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক বর্জন করা জায়েয নয়

١٩٨٥ــ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». (بخارى:٦٠٧٧)

১৯৮৫) আবু আইয়্যুব আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইকে তিন রাতের বেশী বর্জন করা জায়েয নয়। তারা উভয়ে যখন সাক্ষাত করে তখন তাদের একজন অন্যজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দিয়ে (কথা-বার্তা) শুরু করে দেয়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও

١٩٨٦ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا». (بخارى:٦٠٩٤)

১৯৮৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা মানুষকে নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক হয়ে যায়। আর মিথ্যা মানুষকে পাপ কাজের পথ দেখায় এবং পাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট জঘণ্য মিথ্যাবাদী হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

অধ্যায়ঃ দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা

١٩٨٧- عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَىْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

১৯৮৭) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কষ্টদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে। এরপরেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং রিযিক দান করেন।

অধ্যায়ঃ ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে সাবধান

١٩٨٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». (بخارى:٦١١٤)

১৯৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কুস্তিতে পরাজিত করতে পারলেই বীর পুরুষ হয় না। প্রকৃত বীর পুরুষ হল যে, ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

١٩٨٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِى قَالَ « لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ

১৯৮৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে বললেনঃ আমাকে উপদেশ দিন। নবী (ﷺ) বললেনঃ ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি কয়েকবার অনুরোধ করাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিবারই বললেনঃ ক্রোধান্বিত হয়োনা।

অধ্যায়ঃ লজ্জাশীলতা

١٩٩٠ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ». (بخارى:٦١١٧)

১৯৯০) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ লজ্জাশীলতা কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু আনয়ন করেনা।

অধ্যায়ঃ যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার

١٩٩١ــ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». (بخارى: ٦١٢٠)

১৯৯১) আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পূর্ববর্তী যুগের নবীদের বাণীসমূহ থেকে যা মানুষ লাভ করেছে, তা হচ্ছেঃ তোমার যদি লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

টিকাঃ "তোমার যদি লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার"- এ কথা দ্বারা এটি বুঝায় না যে, লজ্জাহীন ব্যক্তির জন্য যে কোন পাপের কাজ করার অনুমতি রয়েছে। বরং এর মাধ্যমে লজ্জাশীল হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যা তাকে অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে রাখবে।

অধ্যায়ঃ মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া এবং পরিবারের লোকদের সাথে কৌতুক করা

١٩٩٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»؟ (بخارى: ٦١٢٩)

১৯৯২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাদের সাথে মিশতেন। এমন কি আমার ছোট ভাইকে বলতেনঃ ওহে আবু উমায়ের! তোমার নুগাইরের কী হয়েছে?

টিকাঃ নবী (ﷺ) ছোট শিশুদের সাথে কৌতুক করতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হতেন। এ রকমই একটি ছোট ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই হাদীছে। আনিস বিন মালিকের ছোট ভাই একটি ছোট পাখি নিয়ে খেলা করত। তার সেই ভাইয়ের নাম ছিল আবু উমায়ের। আর সে যেই পাখিটি নিয়ে খেলা করত সেই পাখিটির নাম ছিল নুগাইর। হঠাৎ পাখিটি মারা গেলে আবু উমায়ের খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ব্যথিত দেখে এবং তার দুঃখ লাঘব করার জন্য কৌতুক করে এ কথা বলেছিলেনঃ ওহে আবু উমায়ের! তোমার নুগাইরের কি হয়েছে?

অধ্যায়ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত হতে দুইবার দংশিত হয় না (একই বিষয়ে দুইবার প্রতারিত হয়না)

١٩٩٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ، مَرَّتَيْنِ».

১৯৯৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনেঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত হতে দুইবার দংশিত হয় না।

টিকাঃ অর্থাৎ একই বিষয়ে এবং একই সঙ্গে দুইবার প্রতারিত হয় না।

অধ্যায়ঃ যে ধরণের কবিতা, ছন্দ ও উট চালনার গান বৈধ এবং উক্ত বিষয়গুলো থেকে যা মাকরূহ

١٩٩٤ــ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً». (بخارى: ٦١٤٥)

১৯৯৪) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে।

অধ্যায়ঃ কবিতা রচনায় কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয়, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞানার্জন এবং কুরআন চর্চা থেকে বিরত রাখে

١٩٩٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا». (بخارى:٦١٥٤)

১৯৯৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা পূর্ণ করা অধিক শ্রেয়।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উক্তিঃ তোমার জন্য দুঃখ

١٩٩٦ــ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يسأله متى تقوم الساعة؟ تقدم وزاد في هذه الرواية بعد قوله «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». فَقُلْنَا؟ وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». (بخارى:٦١٦٧)

১৯৯৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন একজন গ্রাম্য লোক নবী (ﷺ)-এর কাছে আগমণ করে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? হাদীছটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে রাসূলের বাণীঃ তুমি যাকে ভালবাস তাঁর সাথেই থাকবে- এ কথাটির পর এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, আমরা বললামঃ আর আমরাও কি তাই? (আপনার সাথে থাকবো) তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

টিকাঃ সাহাবীদের বড় কৌতুহল এ নিয়ে ছিল যে, তারা নবী (ﷺ)-এর সংস্রব লাভে ধন্য হতে পারবে কি না। তাই এ কথার উত্তর পেয়ে তারা সব চয়ে বেশী খুশী হন। নবীকে প্রকৃত পন্থায় ভাল বাসলে আমরাও তার সংস্রব লাভ করতে পারব। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)

অধ্যায়ঃ মানুষকে কিয়ামতের দিন পিতার নামে ডাকা হবে

١٩٩٧ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ». (بخارى:٦١٧٧)

১৯৯৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পতাকা উত্তলন করা হবে এবং বলা হবে এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তি ভঙ্গের নিদর্শন।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ করম হচ্ছে মুমিনের অন্তর

١٩٩٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ؟ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ».

১৯৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা আঙ্গুরকে করম বলোনা। কেননা করম হচ্ছে মুমিনের অন্তর।

টিকাঃ জাহেলী যুগে আঙ্গুরকে এবং আঙ্গুর থেকে তৈরী মদকে 'করম' বলা হতো। 'করম' অর্থ বদান্যতা ও উদারতা। জাহেলী যুগের কাফেরদের ধারণা ছিল, আঙ্গুর দিয়ে তৈরী মদ পান করলে তা মানুষকে দানশীলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাই তারা আঙ্গুরকেই বা আঙ্গুর দিয়ে তৈরী মদকেই 'করম' বলত। এ জন্যই নবী (ﷺ) একটি হারাম জিনিষকে সুন্দর নামে ডাকতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেনঃ প্রকৃত করম বা দানশীল হচ্ছে মুমিনের অন্তর।

অধ্যায়ঃ সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা

١٩٩٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ اسْمُهَا: بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ. (بخارى:٦١٩٢)

১৯৯৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যায়নাবের নাম ছিল বার্‌রা। বলা হলোঃ তিনি তো এ নামের মাধ্যমে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন যায়নাব।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার সাথীর নামের একটি অক্ষর বাদ দিয়ে ডাকে

٢٠٠٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الظَّعْنِ، وَأَنْجَشَةُ غُلامُ النَّبِيِّ ﷺ يَسُوقُ بِهِنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَنْجَشُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ». (بخارى:٦٢٠٢)

২০০০) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা উম্মে সুলাইম দুর্বল মহিলাদের সাথে পথ চলছিল। নবী (ﷺ)-এর খাদেম আনজাশা মহিলাদের সওয়ারী উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ হে আনজাশ! এ কাচগুলোকে একটু ধীরে সুস্থে নিয়ে চল।

টিকাঃ আরবী ভাষায় কাউকে ডাকার সময় স্নেহ করে তার নামের শেষ অক্ষর বাদ দিয়ে ডাকার প্রচলন রয়েছে। যেমন নবী (ﷺ) তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে কখনও কখনও আয়েশ বলতেন। 'আয়েশা'এর আরবী উচ্চারণ (عائشة) । এভাবে না বলে তিনি শেষের 'তা' বাদ দিয়ে عائش বলতেন। অত্র হাদীছে أنجشة থেকে 'তা' বাদ দিয়ে তিনি أنجشُ বলেছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম

٢٠٠١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى: مَلِكَ الأَمْلاكِ». (بخارى:٦٢٠٥)

২০০১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে, যার নাম হবে মালিকুল আমলাক তথা রাজাধিরাজ।

অধ্যায়ঃ হাঁচি দাতা আল্লাহর প্রশংসা করবে

٢٠٠٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ. فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ». (بخارى:٦٢٢١)

২০০২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দুইজন লোক নবী (ﷺ)-এর সামনে হাঁচি দিল। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অন্যজনের জবাব দিলেন না। তাঁকে বলা হলঃ এর উত্তর দিলেন আর ঐ ব্যক্তির হাঁচির কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বললেনঃ এই ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেছে আর ঐ ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেনি।

টিকাঃ হাঁচি দাতা আলহামদুলিল্লাহ শুনিয়ে বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে হয়। ইয়ারহামুকাল্লাহ এর জবাবে ইয়াহদি কুমুল্লাহ বলতে হয়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহামদু লিল্লাহ অর্থ

সকল প্রশংসা আল্লাহর। ইয়ারহামুকাল্লাহ অর্থ আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন। আর ইয়াহদিকুমুল্লাহ অর্থ আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

অধ্যায়ঃ হাঁচি দেয়া পছন্দনীয় এবং হাই তোলা অপছন্দনীয়

٢٠٠٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ. فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ؛ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». (بخارى:٦٢٢٣)

২০০৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ্ বলবেঃ তখন যে সকল মুসলিম তা শুনবে, তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ যখন হাই তুলবে, তখন সে যেন সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কেননা তোমাদের কেউ যখন হাই তোলার সময় হা বলে আওয়ায করে তখন তার এ কাজে শয়তান হাসে।

كتاب الاستئذان

কিতাবুল ইস্তিযান (অনুমতি প্রার্থনা)

অধ্যায়ঃ অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে

٢٠٠٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». (بخاری:٦٢٣١)

২০০৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী উপবিশষ্ট লোককে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

টিকাঃ এটিই হচ্ছে ইসলামী পদ্ধতি, যা থেকে বর্তমান ইসলামী সমাজ বহু দূরে অবস্থান করছে। কোথাও সালাম অবিদ্যমান। আবার কোথাও তা বিদ্যমান কিন্তু তার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত। আগন্তুক ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সালাম দেয়ার কথা যেখানে হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, সেখানে বর্তমান সমাজে শিক্ষক বা গুরুজনের দোহাই দিয়ে সালাম দেয়া তো দূরের কথা; বরং সালাম পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। না পেলে রাগ ঝাড়েন। এমন কি কোথাও আবার ছাত্র ও ভক্তদেরকে দাঁড়িয়ে সালাম করতে হয়। আল্লাহই হেদায়াতের মালিক।

অধ্যায়ঃ চলমান ব্যক্তি উপবিশষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে

عن أبي هُرَيْرَةَ في رواية قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেনঃ আরোহী ব্যক্তি পথচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে। পথচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

অধ্যায়ঃ পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে

٢٠٠٥ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ « تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

২০০৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলঃ ইসলামের কোন কাজটি সর্বাধিক উত্তম? তিনি বলেনঃ তুমি (ক্ষুধার্তকে) খানা খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

অধ্যায়ঃ (গৃহবাসীর উপর অপছন্দনীয় অবস্থায়) দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলেই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা

٢٠٠٦ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي جُحَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ. فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

(بخاری:٦٢٤١)

২০০৬) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর কোন একটি হুজরাতের ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিল। এ সময় নবী (ﷺ)-এর হাতে একটি লোহার কাঠি ছিল। তা দিয়ে তিনি মাথার চুল ভাজ করছিলেন। তিনি বললেনঃ যদি আমি জানতাম যে, তুমি তাকাচ্ছো, তাহলে এ কাঠি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। কেননা (গৃহবাসীর উপর অপছন্দনীয় অবস্থায়) দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলেই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ব্যভিচার

٢٠٠٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ: فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ».

২০০৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যেনার একটি অংশ লিখে দিয়েছেন, যা সে অবশ্যই অর্জন করে। সুতরাং চোখের যেনা হচ্ছে, খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো, মুখের যেনা হচ্ছে, (এ ব্যাপারে) কথা বলা। মন কামনা করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

অধ্যায়ঃ শিশুদেরকে সালাম দেয়া

٢٠٠٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

২০০৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেনঃ নবী (ﷺ)ও এভাবে সালাম দিতেন।

অধ্যায়ঃ ঘরের মালিক যদি প্রশ্ন করেঃ কে? এর জবাবে আমি বলার বিধান

٢٠٠٩ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي. فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا»؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. (بخاری: ٦٢٥٠)

২০০৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার পিতার ঋণের ব্যাপারে আমি নবী (ﷺ)-এর কাছে গেলাম। আমি দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেনঃ কে? আমি বললামঃ আমি। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি, আমি। মনে হলো তিনি (আমি বলে) জবাব দেয়াকে অপছন্দ করেছেন।

টিকাঃ শুধু আওয়াজ শুনে অনেক সময় আগন্তুককে চেনা যায় না। তাই নাম বা পরিচিত কোন উপাধি বলে পরিচয় দেয়া উচিত।

অধ্যায়ঃ মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দেয়া

٢٠١٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسُ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا». (بخاری: ٦٢٧٠)

২০১০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে বসবেনা। বরং বলবেঃ জায়গা প্রশস্ত করো, জায়গা প্রশস্ত করো।

অধ্যায়ঃ দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা এবং দুই হাত বা কাপড় দিয়ে বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে বসা

٢٠١١ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا. (بخارى:٦٢٧٢)

২০১১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কাবার আঙ্গিনায় তাঁর দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর এবং দুই হাতে বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে বসতে দেখেছি।

অধ্যায়ঃ কোথাও তিনজনের অধিক সঙ্গী হলে দু'জনে গোপনে বা চুপে কথা বলায় কোন দোষ নেই

٢٠١٢ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ». (بخارى:٦٢٩٠)

২০১২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যখন তোমরা কেবল তিনজন সঙ্গী হবে, তখন তাদের দুইজন অন্যজনকে বাদ দিয়ে কোন গোপন আলাপ করবে না। যতক্ষণ না তোমরা আরো লোকজনের সাথে মিলিত হও। কারণ এটা তাকে দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে।

অধ্যায়ঃ ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবেনা

٢٠١٣ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ». (بخارى:٦٢٩٤)

২০১৩) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাতের বেলা মদীনার একটি পরিবারের ঘরে আগুন লেগে তা পুড়ে গেল। নবী (ﷺ)-এর কাছে বিষয়টি বলা হলে তিনি বললেনঃ এই আগুন হচ্ছে তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা শয়ন করতে যাবে তখন তা নিভিয়ে ফেলবে।

অধ্যায়ঃ পাকা ভবন নির্মাণের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

٢٠١٤ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. (بخارى:٦٣٠٢)

২০১৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ)-এর যুগে নিজ হাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলাম। যাতে তা আমাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এবং রোদে ছায়া দিতে পারে। এ বাড়ি নির্মাণে আল্লাহর বান্দাদের হতে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি।

টিকাঃ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, বসবাস করার জন্য প্রয়োজনে দালান-কোঠা ও পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

كتاب الدعوات

কিতাবুত্ দাওয়াত (দু'আ পর্ব)

অধ্যায়ঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি কবুলযোগ্য দু'আ ছিল

٢٠١٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ». (بخاری:٦٣٠٤)

২০১৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি কবুলযোগ্য দু'আ ছিল। আমি চাই আমার দু'আটি আখেরাতে আমার উম্মাতের শাফাআতের জন্য সংরক্ষিত থাকুক।

অধ্যায়ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ)

٢٠١٦ــ عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ». قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (بخاری:٦٣٠٦)

২০১৬) শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দুআ হচ্ছে, তুমি বলবেঃ "হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়ামত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেউ ক্ষমা করতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কথাগুলো দিনের বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললো এবং সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মারা গেল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো রাত্রিবেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললো এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা গেল সেও জান্নাতী।

অধ্যায়ঃ দিনে ও রাতে নবী (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা

٢٠١٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». (بخاری:٦٣٠٧)

২০১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমি অবশ্যই প্রতি দিন আল্লাহ্ তাআলার কাছে সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করি।

অধ্যায়ঃ তাওবা

٢٠١٨ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ: أَنَّهُ حَدَّثَ حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ،

قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ. (بخارى:٦٣٠٨)

২০১৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি দু'টি হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ একটি নবী (ﷺ) থেকে অন্যটি নিজ থেকে। নিজ থেকে বর্ণিত হাদীছটি হচ্ছে, তিনি বলেনঃ ঈমানদার নিজের গুনাহসমূহকে এমনভাবে দেখে সে যেন একটি পাহাড়ের নীচে বসে আছে, আর পাহাড়টি তার উপর ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা করছে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহসমূকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর বসল। আর সে তা এভাবে তাড়িয়ে দিল (হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখালেন)। অতঃপর তিনি বললেনঃ "বান্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ তার প্রতি ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক খুশি হন যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। নির্জন মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে অবতরণ করল। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। অবশেষে সে যখন প্রচন্ড গরম ও পিপাসা বা আল্লাহ্ যা চাইলেন তাতে কাতর হলো তখন সে নিজে নিজে বললঃ আমি আমার পূর্ব স্থানে ফিরে যাবো। সেখানে এসে সে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে সে দেখতে পেলো, তার (হারানো) বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাড়িয়ে আছে।

অধ্যায়ঃ ঘুমানোর সময় কোন্ দু'আ পড়বে?

٢٠١٩ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا». وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

২০১৯) হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তিনি গালের নীচে হাত রেখে বলতেনঃ اللهم باسمك أموت وأحيا "হে আল্লাহ্ আমি তোমার নামেই মৃত্যু বরণ করি এবং বেঁচে থাকি" আর যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন বলতেনঃ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মৃত্যু দানের পর আবার আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

অধ্যায়ঃ ডান কাতে শয়ন করা

٢٠٢٠ــ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

২০২০) বারা বিন আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন শয্যা গ্রহণ

করতেন তখন ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। অতঃপর বলতেনঃ

«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

"হে আল্লাহ্! আমি নিজেকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আমার মুখমন্ডল তোমার দিকে ফিরালাম, আমার সব বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত করলাম, আমার যাবতীয় বিষয়ে তোমার উপর ভরসা করলাম। তোমার রহমতের আশা করছি এবং তোমার আযাবের ভয় করছি। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ এবং যে নবী পাঠিয়েছ আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি"।

অধ্যায়ঃ রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দু'আ পড়বে

٢٠٢١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا». (بخاری:٦٣١٦)

২০২১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক রাতে আমি মায়মুনার কাছে ছিলাম। হাদীছটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার ডানে নূর দাও, আমার বামে নূর দাও এবং আমার উপরে, নীচে, সামনে ও পিছনে নূর দাও এবং আমাকেও নূর দাও (আমার আপাদমস্তক নূর দিয়ে ভরপুর করে দাও)।

অধ্যায়ঃ

٢٠٢٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». (بخاری:٦٣٢٠)

২০২২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন সে যেন তার লুঙ্গির কিনারা দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না তার অবর্তমানে ক্ষতিকর কিছু আশ্রয় নিয়েছে কি না। অতঃপর এ দু'আ পড়বেঃ

«بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»

"হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নামে দেহ বিছানায় রাখলাম এবং তোমার নামেই তা উঠাবো। তুমি যদি আমার জান কবজ করে নাও, তবে তার উপর রহম কর। আর তুমি যদি তা ফিরিয়ে দাও তাহলে তাকে হেফাযত কর, যেভাবে তুমি নেককার বান্দাদের হেফাজত করে থাক"।

অধ্যায়ঃ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই

٢٠٢٣ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ». (بخاری:٦٣٣٩)

২০২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন দুআ করার সময় এভাবে না বলে, হে আল্লাহ্ তুমি যদি চাও তবে আমাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তবে আমার উপর রহমত নাযিল করো; বরং সে যেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দু'আ করে। কেননা আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই।

অধ্যায়ঃ ফলাফল লাভে তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দু'আ কবুল হয়

٢٠٢٤ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي». (بخاری: ٦٣٤٠)

২০২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের যে কোন লোকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যদি সে ফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া না করে এবং একথা না বলে, আমি দুআ করেছি কিন্তু কবুল হয় নি।

টিকাঃ কোন অবস্থাতেই বান্দার দু'আ বিফলে যায় না। একটি বিশুদ্ধ হাদীছে দু'আ কবুল হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। যথাঃ (১) কখনও দু'আর মধ্যে যে জিনিষটি চাওয়া হয় তা সাথে সাথেই দিয়ে দেয়া হয়। (২) না হয় তার বিনিময়ে কোন মন্দ জিনিষ দূর করে দেন বা দু'আকারীকে বিপদ-মুসীবত থেকে উদ্ধার করেন। (৩) অথবা তার দু'আটি আখেরাতের জন্য রেখে দেয়া হয় এবং দু'আ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত, তাই তার বিনিময়ে আখেরাতে পূর্ণরূপে তার সাওয়াব দেয়া হবে। (ফতহুল বারীঃ ১১/১৪৪)

অধ্যায়ঃ চরম বিপদের সময় দু'আ করা

٢٠٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ »

২০২৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) কঠিন বিপদের সময় এ দু'আটি পাঠ করতেনঃ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সঠিক ইলাহ্ নেই। তিনি বিশাল আরশের মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি আসমান-যমীনের এবং মহান আরশের মালিক"।

অধ্যায়ঃ চরম বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٢٠٢٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ قَالَ سُفْيَانُ الراوي: الْحَدِيثُ ثَلاثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ

২০২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঠিন বিপদ, ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া, দুর্ভাগ্য এবং শত্রুদের বিদ্বেষজাত আনন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হাদীছের বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেনঃ হাদীছে তিনটি বিষয়ের বর্ণনা ছিল। আমি একটি বাড়িয়েছি। কিন্তু আমার জানা নেই সেটি কোন্‌টি।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর দুআঃ হে আল্লাহ্! আমি যাকে কষ্ট দিয়েছি, সেই কষ্ট তার জন্য তোমার রহমত এবং নৈকট্য লাভের উসীলা করে দাও

٢٠٢٧ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

২০২৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ তিনি বলেছেনঃ হে আল্লাহ্! আমি কোন মুমিনকে মন্দ কিছু বলে থাকলে কিয়ামতের দিন তুমি উহাকে তার জন্য তোমার নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম করে দিও।

অধ্যায়ঃ কৃপণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٢٠٢٨ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَأْمُرُ بِخَمْسٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». (بخاري:٦٣٦٥)

২০২৮) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) এই ৫টি বাক্যের মাধ্যমে দু'আ করার আদেশ দিতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট কৃপণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং দুনিয়ার ফিতনা তথা দাজ্জালের ফিতনা থেকে। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।

অধ্যায়ঃ গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٢٠٢٩ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» (بخاري:٦٣٦٨)

২০২৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অলসতা, অতি বার্ধক্য, পাপাচারিতা, ঋণগ্রস্ত হওয়া, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, জাহান্নামের সংকট, জাহান্নামের আযাব এবং প্রাচুর্য্যের মন্দ পরিণাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দারিদ্রের ফিতনা থেকে এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ্! তুমি আমার গুনাহ্সমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং আমার অন্তরকে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পরিস্কার করে দাও যেমন তুমি সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছ এবং আমার ও আমার গুনাহ্এর মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছ দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর দু'আঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর

٢٠٣٠ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (بخاری:٦٣٨٩)

২০৩০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) অধিকাংশ সময় যে দু'আটি পাঠ করতেন সেটি হচ্ছে,

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও"।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর দু'আঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার পূর্বের ও পরের গুনাহ্ ক্ষমা কর

٢٠٣١ــ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي».

২০৩১) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) দু'আয় বলতেনঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার সব গুনাহ্, আমার অজ্ঞতা বশত অপরাধ, আমার কাজের ক্ষেত্রে সীমালংঘন এবং আমার সেই সব গুনাহ ক্ষমা কর, যে সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক জান। হে আল্লাহ্! তুমি আমার ইচ্ছাকৃত, হাসি-ঠাট্টা প্রসূত, ভুলবশত এবং ইচ্ছাকৃত সকল গুনাহ্ মাফ করে দাও। উপরোক্ত সকল প্রকার অপরাধই আমার মধ্যে আছে।

অধ্যায়ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার মর্যাদা

٢٠٣٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ». (بخاری:٦٤٠٣)

২০৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) পাঠ করবে সে দশটি দাস মুক্ত করার ছাওয়াব পাবে এবং তার আমলনামায় একশতটি নেকী লিখা হবে এবং একশটি গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। ঐ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যে ব্যক্তি উক্ত বাক্যগুলো তার চেয়ে বেশী পাঠ করবে সে ছাড়া অন্য কেউ তার চেয়ে উত্তম হতে পারবে না।

٢٠٣٣ــ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». (بخاری:٦٤٠٤)

২০৩৩ আবু আইয়্যুব আনসারী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) উক্ত

হাদীছে বলেনঃ যে ব্যক্তি উক্ত বাক্যগুলো দশবার পাঠ করবে, সে ঐ ব্যক্তির সমান ছাওয়াব পাবে, যে ইসমাঈল (আঃ)এর বংশের একজন গোলাম আযাদ করল।

অধ্যায়ঃ 'সুবহানাল্লাহ' বলার ফজীলত

٢٠٣٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». (بخارى:٦٤٠٥)

২০৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দিনে একশবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পাঠ করবে, তার গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ তাআলার যিকির করার ফজীলত

٢٠٣٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»

২০৩৫) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না তাদের উদাহরণ হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

٢٠٣٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ ــ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ــ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللهِ مَا رَأَوْكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». (بخارى:٦٤٠٨)

২০৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যারা রাস্তায় চলাচল করে এবং আল্লাহর যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তারা আল্লাহর যিকিরকারী কোন দল পেয়ে যান, তখন তারা তাদের সাথীদেরকে বলতে শুরু করেনঃ তোমরা এদিকে এসো, তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ফেরেশতারা একত্রিত হয়ে তাদেরকে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত ঘিরে ধরেন। তিনি বলেনঃ তাদের প্রভু তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছেন- আমার বান্দারা কি চায়? তিনি বলেন, ফেরেশতারা বর্ণনা পেশ করেন যে, তারা আপনার তাসবীহ্ পাঠ করছে, তাকবীর পাঠ করছে, আপনার প্রশংসা করছে এবং আপনার বড়ত্ব বর্ণনা করছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

অতঃপর আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেনঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেনঃ না, আল্লাহর শপথ! তারা আপনাকে দেখে নি। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করেনঃ তারা যদি আমাকে দেখতে পেতো তাহলে কেমন হতো? ফেরেশতাগণ বলেনঃ তাহলে তারা আরও বেশী এবাদতে মশগুল থাকতো, আরো বেশী আপনার প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা করত এবং আরো বেশী আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করতো। নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ তারা আমার কাছে কি চায়? ফেরেশতাগণ বলেনঃ তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ্ বলেনঃ তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেনঃ না, আল্লাহর শপথ! হে প্রভু তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ্ বলেনঃ তারা যদি তা দেখতে পেতো, তাহলে কেমন হতো? ফেরেশতাগণ বলেনঃ তারা যদি জান্নাত দেখতে পেতো তাহলে জান্নাত পাওয়ার জন্য আরো আগ্রহী হতো, আরো বেশী করে তা প্রার্থনা করতো এবং আরো প্রবল আশা প্রকাশ করতো।

আল্লাহ্ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ তারা কি থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেনঃ তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ বলেনঃ তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ফেরেশতাগণ উত্তর দেন যে, না আল্লাহর শপথ! তারা তা দেখেনি। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ তারা যদি জাহান্নাম দেখতে পেতো, তাহলে কেমন হতো? তারা বলেনঃ তারা যদি জাহান্নাম দেখতে পেতো, তাহলে তা থেকে তারা পালানোর চেষ্টা করতো, জাহান্নামকে তারা আরো বেশী ভয় করতো। আল্লাহ্ তখন বলেনঃ তোমাদেরকে সাক্ষি রেখে বলছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তখন একজন ফেরেশতা বলেনঃ তাদের মধ্যে তো অমুক ব্যক্তি আছে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, সে তার নিজস্ব প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা তখন বলেনঃ তারা এমন লোক, যাদের পাশে কেউ বসলে বদ নসীব হয়না।

كتاب الرقاق

কিতাবুর্ রিকাক্

অধ্যায়ঃ সুস্বাস্থ্য ও অবসরতার বর্ণনা

٢٠٣٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ». (بخارى:٦٤١٢)

২০৩৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ এমন দু'টি নেয়ামত রয়েছে, যাতে অধিকাংশ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে স্বাস্থ্য আর অপরটি হচ্ছে অবসরতা।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ তুমি দুনিয়াতে একজন গরীব অপরিচিত মানুষ হিসাবে বসবাস করো

٢٠٣٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. (بخارى:٦٤١٦)

২০৩৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমার স্কন্দে হাত রেখে বললেনঃ তুমি দুনিয়াতে একজন অপরিচিত মানুষ হিসাবে অথবা একজন মুসাফির হিসাবে বসবাস করো। ইবনে উমার (রাঃ) বলতেনঃ সন্ধ্যা বেলা তুমি সকালের অপেক্ষায় থেকোনা। আর সকাল হলে বিকালের অপেক্ষায় থেকোনা। সুস্থ থাকা অবস্থায় অসুস্থতার জন্য এবং জীবিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

অধ্যায়ঃ দীর্ঘ আশা আকাঙ্খার বর্ণনা

٢٠٣٩ــ عَنْ عَبْدِ اللَّه ﷺ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، وَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ: أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ: الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، نَهَشَتْهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، نَهَشَتْهُ هَذَا». (بخارى:٦٤١٧)

২০৩৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) চারবাহু বিশিষ্ট একটি চতুর্ভূজ আঁকলেন। তার মাঝখান থেকে আরেকটি রেখা টেনে বাহির পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। মাঝখানের রেখাটির ভিতরের অংশের দুই দিকে আরো অসংখ্য ছোট ছোট রেখা টানলেন। তিনি বললেনঃ মাঝখানের রেখাটি হলো মানুষ, চার রেখা বিশিষ্ট চতুর্ভূজটি হচ্ছে তার মৃত্যু, যা তাকে ঘিরে আছে। বাহিরের অংশটি হচ্ছে তার আশা আকাঙ্খা। ছোট ছোট রেখাগুলো হচ্ছে তার বিপদাপদ। একদিকের বিপদাপদ কেটে গেলে অন্য দিকেরগুলো এসে আক্রমণ করে।

٢٠٤٠ــ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُطُوطًا فَقَالَ « هَذَا الأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا

هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ

২০৪০) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) যমীনে কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেনঃ এটি হচ্ছে, তার আশা-আকাঙ্খা আর এটি তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়। সে তার মনের আশা পূর্ণ করার অপেক্ষায় থাকে। এমন সময় তার নিকটের রেখাটি অর্থাৎ মৃত্যু চলে আসে।

অধ্যায়ঃ যার বয়স ষাট বছর হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলা তার কোন অযুহাত কবুল করেন না

٢٠٤١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً

২০৪১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা যার বয়স বাড়িয়ে ষাট বছর পর্যন্ত করে দেন, তার কোন উযর আপত্তি গ্রহণ করেন না।

টিকাঃ অপরাধীরা যখন জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে আবেদন করবে এবং তারা এও বলবে যে আল্লাহ! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠাও। আমরা পাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাল আমল করব, তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

"আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় তা চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। যালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই"। (সূরা ফাতিরঃ ৩৭)

মূলতঃ দ্বীনের দাওয়াত পৌছার পর জ্ঞান সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক কোন মানুষের কোন উযর অযুহাত পেশ করার অবকাশ অবশিষ্ট থাকেনা। ফলে উপরোক্ত হাদীছের মর্ম হচ্ছে (ক) ষাট বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও যে তাওবা করেনা, তার পক্ষ থেকে আর তাওবার আশা করাই বৃথা। (খ) এত দেরীতে তাওবা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। যেহেতু অন্যান্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা থাকে ।

সুতরাং এখানে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ষাট বছর একটি দীর্ঘ বয়স। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাওবা করার ও ঈমান আনয়নের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয় প্রদর্শনকারীগণও এসেছিলেন। সুতরাং দীর্ঘ সময় পেয়েও যেহেতু তারা ঈমান আনেনি, তাই তাদের কোন আপত্তি শুনা হবেনা এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বেরও করা হবেনা।

٢٠٤١ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَلِ». (بخارى: ٦٤٢٠)

২০৪২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ দু'টি বিষয়ে বৃদ্ধ লোকের অন্তর যুবক থাকে। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার আকাঙ্খা।

অধ্যায়ঃ যে আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়

٢٠٤٣ــ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ». (بخارى:٦٤٢٢)

২০৪৩) ইতবান বিন মালিক আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় হাজির হবে যে, সে দুনিয়াতে শুধু আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করেছিল, আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।

٢٠٤٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ». (بخارى:٦٤٢٤)

২০৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার কোন প্রিয় বস্তু উঠিয়ে নিলে সে যদি সবুর করে, তবে তার বিনিময় হচ্ছে একমাত্র জান্নাত।

অধ্যায়ঃ সৎ লোকদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া

٢٠٤٥ــ عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، أَوِ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً». (بخارى:٦٤٣٤)

২০৪৫) মিরদাস আল-আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৎ লোকগণ একের পর এক চলে যাবেন। আর শুধু গমের ভুসি বা খেজুরের ছালের ন্যায় কিছু লোক বাকী থাকবে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করতে কোন পরোয়া করবেন না।

অধ্যায়ঃ ধন-সম্পদের কিতনা থেকে বেঁচে থাকা

٢٠٤٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». (بخارى:٦٤٣٦)

২০৪৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, বনী আদমের যদি দু'টি উপত্যকা ভর্তি মাল থাকে, তবে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছুই তার পেট পূর্ণ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

অধ্যায়ঃ বনী আদম যে মাল সৎকাজে খরচ করে উহাই তার প্রকৃত সম্পদ

٢٠٤٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ». (بخارى:٦٤٤٢)

২০৪৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার কাছে তার মালের চেয়ে তার ওয়ারীসের মাল অধিক প্রিয়? তারা বললেনঃ আমাদের সকলের নিকট তার নিজস্ব মালই বেশী প্রিয়। তিনি বললেনঃ তার প্রকৃত মাল উহাই যা সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে। আর যা সে ছেড়ে যাচ্ছে উহা তার ওয়ারিছদের মাল।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন যাপন কেমন ছিল? তাদের দুনিয়া বিমুখ হওয়ার বর্ণনা

٢٠٤٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي، وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْحَقْ» وَمَضَى، فَتَبِعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ»؟ قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ أَوْ فُلانَةُ، قَالَ: «أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي». قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ: أَضْيَافُ الإِسْلامِ، لا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلا مَالٍ وَلا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ». قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرٍّ»! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ». فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ». فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ: «فَأَرِنِي». فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ. (بخارى:٦٤٥٢)

২০৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ঐ আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। কখনও কখনও আমি ক্ষুধার জ্বালায় যমীনে পেট লাগিয়ে শুয়ে থাকতাম। আবার কখনও কখনও ক্ষুধার জ্বালায় আমি পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। কোন একদিন আমি মানুষের চলার পথে বসে রইলাম। আবু বকর সেই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করল। আমি তাকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তাকে শুধু এই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলাম, যাতে সে আমাকে পেট ভর্তি করে খানা খাইয়ে দেয়। তিনি খেয়ালই করলেন না। চলে গেলেন। অতঃপর উমার (রাঃ) সেই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করল। আমি তাকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তাকে শুধু এই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলাম, যাতে সে আমাকে পেট ভর্তি করে খানা খাইয়ে দেয়। তিনি খেয়ালই করলেন না, চলে গেলেন। অতঃপর আবুল কাসেম তথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি আমাকে দেখে

মুচকি হাসলেন এবং আমার চেহারা দেখেই আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেনঃ আমার সাথে চলো। তিনি চললেন। আমিও তার পিছনে চললাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি ঘরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তিনি প্রবেশ করে এক পেয়ালা দুধ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন এই দুধ কোথা থেকে এলো?। ঘরের লোকেরা বললঃ অমুক পুরুষ অথবা অমুক মহিলা আপনার জন্য হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে। তিনি বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেনঃ আহ্‌লে সুফ্‌ফার কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। রাবী বলেনঃ আহ্‌লে সুফ্‌ফাগণ হলেন ইসলামের মেহমান। মদীনাতে তাদের কোন ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ এবং আসবাবপত্র ছিল না। তারা কোন বন্ধুর ঘরেও আশ্রয় নিতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন সাদকাহ আসলে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। আর হাদীয়া আসলে তাদের কাছে পাঠাতেন এবং তা থেকে নিজেও খেতেন ও তাদেরকেও শরীক করতেন। আহলে সুফ্‌ফাকে ডেকে আনা আমার কাছে খারাপ মনে হলো। কারণ আমি মনে মনে বললামঃ এই সামান্য দুধ আহ্‌লে সুফ্‌ফাদের ক্ষুধা কি করে মিটাবে? এই দুধ পান করার জন্য আমিই বেশী হকদার ছিলাম। এ থেকে কিছু পান করে আমি শক্তি অর্জন করতে পারতাম। তারা যখন আসবে তখন তিনি আমাকেই তো আদেশ করবেন যে, তুমি তাদেরকে দুধ পান করাও। আমি যেহেতু তাদেরকে এই দুধ পান করাবো, তাই আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, তা থেকে আমার জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে। আর আমার জন্য আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। তাই আমি তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আসতে বললাম। তারা আসলো এবং অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেনঃ পেয়ালাটি নাও, তাদেরকে পান করাও। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি পেয়ালা হাতে নিয়ে একজন লোকের হাতে দিলাম। সে তৃপ্তিসহকারে পান করে আমাকে পেয়ালা ফেরত দিলো। আমি অন্য লোককে দিলাম। সেও পান করে ফেরত দিলো। এমনি করে তৃতীয় আরেক জনকে দিলাম। সেও তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালা ফেরত দিলো। এমনিভাবে সকলেই তৃপ্তিসহকারে পান করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালা আসলো। তিনি পেয়ালা হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেনঃ আমি এবং তুমি ছাড়া আর কেউ বাকী নেই। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি বললেনঃ বসো এবং পান করো। আমি বসে পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেনঃ পান করো। আমি পুনরায় পান করলাম। তিনি বারবার বলতে থাকলেনঃ পান করো। পরিশেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহকারে প্রেরণ করেছেন, পান করার মত পেটে আর কোন জায়গা পাচ্ছি না। তিনি বললেনঃ আমাকে দেখাও। আমি তাকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বেঁচে থাকা দুধ পান করলেন।

٢٠٤٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا». (بخاری:٦٤٦٠)

২০৪৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মাদের বংশধরকে প্রয়োজন মোতাবেক রিযিক প্রদান করো"।

অধ্যায়ঃ ইবাদতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা এবং তা সর্বদা চালু রাখা

٢٠٥٠ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ». قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا». (بخاری:٦٤٦٣)

২০৫০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "আমলের বিনিময়ে তোমাদের কেউ জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে না। তাঁরা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও না? তিনি বললেনঃ আমিও না। তবে আমাকে যদি আল্লাহ্ তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করে নেন। তোমরা সঠিক পথের উপর থাক। তোমরা দ্বীনের নিকটবর্তী হও। দিনের প্রথমাংশে, শেষাংশে এবং রাতের কিয়দাংশে কিছু ইবাদত করো। তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। এরই মাধ্যমে তোমরা মন্‌জিলে মাকসুদে পৌছতে পারবে।

٢٠٥١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». (بخاری:٦٤٦٥)

২০৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর কাছে কোন্ আমলটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কাছে সেই আমল অধিক প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়। যদিও তার পরিমাণ অল্প হয়ে থাকে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর কাছে (রহমতের) আশা ও (তার আযাবের) ভয় করা

٢٠٥٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ». (بخاری:٦٤٦٩)

২০৫২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, কাফের যদি আল্লাহর সকল রহমতের কথা জানতে পারত, তাহেল সে জান্নাত পাওয়ার আশা থেকে নিরাশ হতো না। আর মুমিন ব্যক্তি যদি আল্লাহর সকল আযাবের কথা জানতো তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশের আশঙ্কা হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করতো না।

অধ্যায়ঃ জবানের হেফাজত এবং নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে

٢٠٥٣ــ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». (بخاری:٦٤٧٤)

২০৫৩) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি তার মুখ ও

লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে আমি তার জন্য বেহেশতের জিম্মাদার হবো"।

٢٠٥٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

২০৫৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ বান্দা কখনও এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। অথচ কথা বলার সময় সে এ ব্যাপারে কোন গুরুত্বই দেয় নি। এই কথার কারণে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। অপর পক্ষে বান্দা কখনও এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। অথচ কথা বলার সময় সে এ ব্যাপারে কোন খেয়ালই করেনা। এই কথার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

অধ্যায়ঃ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা

٢٠٥٥ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَا النَّجَاءَ، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ». (بخارى:٦٤٨٢)

২০৫৫) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমার ও আমাকে আল্লাহ্ তাআলা যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যে কোন গোত্রের কাছে গিয়ে বললঃ আমি স্বচক্ষে সৈন্যবাহিনী দেখেছি। আর আমি তোমাদের জন্য বিবস্ত্র (প্রকাশ্য) সতর্ককারী। পালাও এবং আত্মরক্ষা করো। একদল তার কথা মেনে নিল এবং রাতারাতি পালিয়ে গিয়ে পরিত্রাণ পেল। আরেক দল তার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলো। সকাল বেলা সৈন্যবাহিনী এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো।

অধ্যায়ঃ শাহওয়াত তথা সুশোভিত পাপকাজ দ্বারা জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে

٢٠٥٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». (بخارى:٦٤٨٧)

২০৫৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ শাহওয়াত তথা সুশোভিত পাপকাজ দ্বারা জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে কষ্টসাধ্য আমল দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।

টিকাঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বেচ্ছাচারিতা ও চাকচিক্যময় এবং আনন্দদায়ক হারাম কাজে লিপ্ত হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি কষ্ট ও শ্রম ব্যয় করে শরীয়তের কঠিন বিধিবিধানগুলো পালন করবে তাকে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে স্থান দিবেন।

অধ্যায়ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে

٢٠٥٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ».

২০৫৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে। জাহান্নামও অনুরূপ

অধ্যায়ঃ দুনিয়ার সম্পদ যার কম তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যার বেশী তার দিকে দৃষ্টি দিবে না

٢٠٥٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ». (بخارى:٦٤٩٠)

২০৫৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন লোকের উপর পড়ে যাকে তার চেয়ে অধিক দৌহিক সৌন্দর্য ও সম্পদ দেয়া হয়েছে, সে যেন ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেয় যাকে উক্ত বিষয়গুলো তার চেয়ে কম দেয়া হয়েছে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজ কিংবা পাপ কাজের ইচ্ছাপোষণ করল

٢٠٥٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». (بخارى:٦٤٩١)

২০৫৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁর মহান প্রভু হতে বর্ণনা করে বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা সকল সৎকর্ম ও অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন অতঃপর তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকাজ করার সংকল্প করলো, কিন্তু তা সম্পাদন করেনি, তাতেও আল্লাহ্ তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন। আর যদি সংকল্প করার পর তা বাস্তবায়ন করে ফেলে তার বিনিময়ে তার জন্য দশ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত, বরং আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের নিয়ত করলো, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করলো না, তাতেও আল্লাহ্ তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন। আর যদি সংকল্প করার পর তা বাস্তবে পরিণত করে, তাহলে মাত্র একটি গুনাহ্ লিখে রাখেন।

অধ্যায়ঃ আমানত উঠে যাওয়ার বর্ণনা

٢٠٦٠ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا، وَيُقَالُ: لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ». وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا» (بخارى:٦٤٩٧)

২০৬০) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'টি হাদীছ শুনিয়েছেন। এ দু'টি হাদীছের একটি দেখেছি অন্যটির জন্য অপেক্ষায় আছি। প্রথম হাদীছটি হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ মুমিনদের অন্তরের গহীনে প্রথমে আমানত আল্লাহর পক্ষ হতে

অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে তারা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানত উঠিয়ে নেয়ার হাদীছও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ এমন হবে যে, মানুষ ঘুমাবে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার অন্তর থেকে আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া হবে। সেই স্থানে শুধু একটু আলামত থাকবে। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার ঘুমাবে, তখন আবার অবশিষ্ট আমানতটুকুও উঠিয়ে নেয়া হবে। আগুনের অঙ্গারকে পা দিয়ে নাড়া দিলে ফোসকা পড়ে যায় এবার শুধু সেই ফোসকার মত একটু চিহ্ন বাকী থাকবে। তুমি দেখবে তা ফুলে আছে। অথচ তাতে কোন কিছুই নেই। মানুষেরা কেনা-বেচা করবে। তাদের কেউ আমানতদারী রক্ষা করবে না। বলা হবে অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। লোকটিকে বলা হবেঃ সে কতই না বুদ্ধিমান! কতই না চতুর সেই ব্যক্তি! কতই না দৃঢ় মানুষ! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই।

হুযায়ফা বলেনঃ আমি এমন একটি যুগ পার করেছি, যাতে কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে কোন ভয় করি নি। সে মুসলিম হলে ইসলামই তাকে আমার হক ফেরত দিতে বাধ্য করেছে। আর সে নাসরানী হলে তার শাসক তার নিকট থেকে আমার হক ফেরত এনে দিয়েছে। আর আজকে আমি এমন সময় পার করছি, যাতে অমুক অমুক ব্যক্তি তথা বিশেষ কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথে ক্রয়বিক্রয় করিনা।

٢٠٦١ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ:«إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِائَةِ، لاَتَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً».(بخارى:٦٤٩٨)

২০৬১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, মানুষের অবস্থা হচ্ছে একশ উটের মত, যাতে দ্রুতগামী ও আরোহনের উপযোগী একটি উটও খুঁজে পাওয়া যায় না।

অধ্যায়ঃ রিয়া এবং সুমআ (মানুষকে দেখানো এবং শুনানোর জন্য আমল করা সম্পর্কে)

٢٠٦٢ــ عَنْ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللّٰهُ بِهِ».

২০৬২) জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য নেক আমল করবে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বদ নিয়তের কথা সকলকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নেক আমল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মনের কথা প্রকাশ করে দিবেন।

টিকাঃ সকল প্রকার সৎ আমল করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করতে হবে। মানুষকে দেখানো বা শুনানোর নিয়তে আমল করলে আল্লাহর নিকট ছাওয়াব তো পাবেই না; বরং কিয়ামতের দিন সকল মাখলুকের সামনে তার বদ নিয়ত প্রকাশ করে দিবেন এবং তাকে অপদস্ত করবেন।

অধ্যায়ঃ বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে

٢٠٦٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي

يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». (بخاری:٦٥٠٢)

২০৬৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা যে সব ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ ইবাতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোন ইবাদত নেই, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার এতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যার কারণে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালবাসতে থাকি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি মুমিন ব্যক্তির জান বের করতে যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি, অন্য কোন কাজ করতে গিয়ে ততটা দ্বিধা-সংকোচ করিনা। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে (দীর্ঘ হায়াত দিয়ে অতি বৃদ্ধ করে) কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি।

টিকাঃ যদি প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার কান, চোখ ইত্যাদি হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তর হচ্ছে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর এবাদতে মগ্ন হয়ে যায় এবং এবাদত করতে করতে তার ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়, তখন তার শরীরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীয়তের অনুগামী হয়ে যায়। তখন কান দিয়ে শুধু আল্লাহর আনুগত্যের কথাই শুনে এবং তা দিয়ে কোন হারাম নিষিদ্ধ আওয়াজ শুনার চিন্তাও করে না। চোখ দিয়ে শুধু আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিষই দেখে। হাত দিয়ে শুধু ভাল জিনিষই স্পর্শ করে এবং পা দিয়ে শুধু আনুগত্যের পথেই চলে। এক কথায় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সন্তুষ্টজনক কাজ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন।

যারা এ হাদীছ থেকে স্রষ্টা সৃষ্টিতে বিলীন হওয়ার কথা সাব্যস্ত করতে চান তারা অপব্যাখ্যার পাশাপাশি স্রষ্টার অস্তিত্বকে গুড়েবালি করে ফেলেন। যার ফলে তারা নিজেরাই স্রষ্টাকে খুঁজে পান না; বরং এক পর্যায়ে সৃষ্টিকেই পূজা শুরু করেন, যা গুরুবাদের নামান্তর। তাদের ধারণা আত্মা + পরমাত্মার মিশ্রণে সব একাকার হয়ে গেছে। তাই তো তারা বলে বেড়ায় "আল্লার নাইরে ছায়া, কায়া স্বরূপ ধইরাছে মায়া, মানুষ হইয়া খোদা খুঁজ এ মন্ত্রনা কে শিখাইয়াছে? (নাউযুবিল্লাহ)

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

٢٠٦٤ــ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ. كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

২০৬৪) উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করেন আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আয়েশা (রাঃ) অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোন স্ত্রী বললেনঃ আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। নবী (ﷺ) বললেনঃ কথাটি এমন নয়; বরং মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদার সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে এর চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কোন বস্তু থাকে না। তাই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে। আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফেরের সামনে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে এর চেয়ে অপছন্দনীয় আর কোন জিনিষ থাকে না। তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে। আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

অধ্যায়ঃ মৃত্যু যন্ত্রনা

٢٠٦٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةٌ يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا، لاَ يُدْرِكْهُ الهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ».

২০৬৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কঠোর স্বভাবের গ্রাম্য লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমণ করে তাকে প্রশ্ন করত যে, কিয়ামত কখন হবে? তিনি তাদের সর্বকনিষ্ট লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেনঃ এই লোকটি বেঁচে থাকলে সে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে।

অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পৃথিবীকে নিজ হস্তে ধারণ করবেন

٢٠٦٦ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلاً لأَهْلِ الجَنَّةِ». فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى». قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالاَمٌ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.

(بخاری: ٦٥٢٠)

২০৬৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী একটি রুটিতে পরিণত হবে। জান্নাতবাসীদের মেহমানদারীর জন্য মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলা তা হাতে নিয়ে উলট পালট করবেন। যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় তার রুটিকে উলটপালট করে থাকে। তখন এক ইহুদী এসে বললঃ হে আবুল কাসেম! দয়াবান আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন! কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের মেহমানদারী সম্পর্কে আপনাকে জানাবো কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন সে বললঃ সমগ্র পৃথিবী একটি রুটিতে পরিণত হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। অতঃপর নবী (ﷺ) আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। হাসির সময় তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেনঃ তাদের তরকারী কি

হবে-তা তোমাদেরকে বলবো কি? তাদের তরকারী হবে বালাম ও নূন। তারা বললেনঃ বালাম ও নূন কী? তিনি বললেনঃ ষাড় ও মাছ। এগুলো এত বড় হবে এগুলোর কলিজার অতিরিক্ত অংশ থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

٢٠٦٧- عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ

২০৬৭) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি "কিয়ামতের দিন সাদা ময়দার রুটির মত চকচকে একটি যমীনের উপর সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। সেখানে কারও কোন নিশানা থাকবেনা"।

অধ্যায়ঃ হাশরের বর্ণনা

٢٠٦٨- عَنْ أَبِي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا

২০৬৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "মানুষকে তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশা ও ভয় মিশ্রিত অবস্থায় হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু'জনকে একটি উটের উপর, তিনজনকে একটি উটের উপর, চারজনকে একটি উটের উপর এবং দশজনকে একটি উটের উপর আরোহিত অবস্থায় হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩) বাকী সব মানুষকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। মানুষ যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অবস্থান করবে অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে সকাল করবে। তারা যেস্থানে বিকালে অবস্থান করবে আগুনও সেস্থানে অবস্থান করবে। (এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে)।

٢٠٦٩- عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يهمهم ذلك

২০৬৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "কিয়ামতের দিন নগ্নপদ, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমস্ত মানুষকে উপস্থিত করা হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নারী-পুরুষ সকলকেই উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত করা হবে? তাহলে তো মানুষেরা একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকবে। নবী (ﷺ) বললেনঃ ব্যাপারটি একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অনেক ভয়াবহ হবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে? (সূরা মুতাফফিফীনঃ ৪-৬)

٢٠٧٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي

الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». (بخاری:٦٥٣٢)

২০৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। আর তাদের ঘাম সত্তর গজ পরিমিত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে। তাদের মুখ পর্যন্ত বরং তাদের কান পর্যন্ত ঘাম পৌছে যাবে।

অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন কিসাসের বর্ণনা

٢٠٧١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ». (بخاری:٦٥٣٣)

২০৭১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "(কিয়ামতের দিন) মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তের (খুনের) বিচার হবে"।

অধ্যায়ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

٢٠٧٢ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ، حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، لا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لا مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ».

২০৭২) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "যখন জান্নাত বাসীগণ জান্নাতে চলে যাবেন এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থানে রেখে যবেহ করে ঘোষণা করা হবেঃ হে জান্নাত বাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা। এখানে তোমরা অনাদিকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। ওহে জাহান্নামীরা! তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা। এ কথা শুনে বেহেশত বাসীদের আনন্দ ও খুশী আরো বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখ ও পেরেশানী আরও বৃদ্ধি পাবে।

٢٠٧٣ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». (بخاری:٦٥٤٩)

২০৭৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা জান্নাত বাসীদেরকে বলবেনঃ হে জান্নাত বাসীগণ! তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সামনে উপস্থিত আছি। আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট আছো? তারা বলবেনঃ আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না? অথচ তুমি আমাদেরকে এমন জিনিষ দান করেছ, যা, তোমার অন্য কোন সৃষ্টিকে প্রদান করনি। আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিষ দান করবো। তারা বলবেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? অতঃপর তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করবো। এরপর আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবোনা।

٢٠٧٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ».

২০৭৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন কাফেরের এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধ পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাণ হবে দ্রুতগামী আরোহীর তিন দিনের পথ।

٢٠٧٥ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّينَ». (بخارى:٦٥٥٩)

২০৭৫) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ দোযখের আগুন থেকে একদল লোককে বের করা হবে, আগুনে জ্বলে তাদের শরীর কালো হয়ে যাবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর জান্নাতীগণ তাদেরকে দোযখী বলেই আখ্যায়িত করবে।

٢٠٧٦ــ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ». (بخارى:٦٥٦٢)

২০৭৬) নুমান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামীদের মধ্যে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ আযাব হবে ঐ ব্যক্তির, যার দু'পায়ের তালুতে জ্বলন্ত আঙ্গার রাখা হবে, এতে মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যেমন পাত্রে কাঁচা খেজুর রেখে আগুন দিয়ে জ্বাল করলে টগবগ করে ফুটতে থাকে।

٢٠٧٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً». (بخارى:٦٥٦٩)

২০৭৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অপরাধ করলে দোযখে তার স্থান কোথায় হতো, তা তাকে দেখানো হবে। যাতে করে সে অধিক শোকরিয়া আদায়কারী হতে পারে। এমনি দোযখে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাল কাজ করলে তার স্থান কোথায় হতো, তাও তাকে দেখানো হবে। যেন তার আফসোস হয়।

٢٠٧٨ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَبَدًا». (بخارى:٦٥٧٩)

২০৭৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমার হাওযের প্রশস্ততা হচ্ছে এক মাসের পথের সমান। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, তার সুঘ্রাণ হবে কস্তুরীর চেয়েও অধিক পবিত্র, আকাশের তারকার সমপরিমাণ তার পেয়ালার সংখ্যা হবে। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে সে কখনই পিপাসিত হবে না।

٢٠٧٩ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ».

২০৭৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের সামনে (কিয়ামতের দিন) আমার হাওযে কাউছার রয়েছে। তার প্রশস্ততা হবে জারবা ও আযরুহ্ নামক স্থানের দূরত্বের সমান।

টিকাঃ হাওযে কাউছারের দৈর্ঘ ও প্রস্থ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। লোকদের অবস্থা অনুপাতে এবং বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে তাদের পরিচিতি অনুযায়ী হাওযে কাউছারের প্রশস্ততা সম্পর্কে একেক সময় একেক দূরত্বের কথা বলেছেন। এখানে জারবা ও আযরুহ্ বলতে সিরিয়ার (শামের) দু'টি গ্রামকে বুঝানো হয়েছে।

٢٠٨٠ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». (بخارى:٦٥٨٠)

২০৮০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমার হাওযের প্রশস্ততা হচ্ছে ইয়ামানের আয়লা এবং সানআর দূরত্বের সমান। এর পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমপরিমাণ।

٢٠٨١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ، خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، فَلا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ». (بخارى:٦٥٨٧)

২০৮১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি হাওযে কাউছারের কিনারায় দন্ডায়মান থাকবো। এমন সময় এক দল লোক আমার সামনে আসবে। আমি তাদেরকে চিনতেও পারবো। আমার ও তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবেঃ আসুন। আমি বলবোঃ কোথায়? সে উত্তরে বলবেঃ আল্লাহর কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বলবোঃ তাদের কি অবস্থা? সে উত্তরে বলবেঃ আপনার পরে এরা পশ্চাতে ফিরে গেছে। পুনরায় আরেকটি দলকে দেখতে পাবো এবং তাদেরকে চিনতে পারবো। অতঃপর আমাদের মধ্যখান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবেঃ আসুন! আমি বলবোঃ কোথায়? উত্তরে সে বলবেঃ আল্লাহর কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বলবোঃ কি অবস্থা তাদের? সে জবাবে বলবেঃ আপনি দুনিয়া থেকে চলে আসার পর তারা মুরতাদ হয়ে পিছনে ফিরে গিয়েছিল। তিনি বললেনঃ বন্য উটের ন্যায় অতি নগণ্য সংখ্যক লোক ব্যতীত তারা নাজাত পাবে বলে আমার মনে হয় না।

٢٠٨٢ــ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ». (بخاري:٦٥٩١)

২০৮২) হারেছা বিন ওয়াহাব (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হাওযে কাউছার সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, এর দূরত্ব মদীনা হতে সানআর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

كتاب القدر

কিতাবুল কাদর

অধ্যায়ঃ আল্লাহর জ্ঞান মোতাবেক (লিখে) কলমের কালি শুকিয়ে গেছে

٢٠٨٣ــ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ». (بخارى:٦٥٩٦)

২০৮৩) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নমীদের থেকে জান্নাত বাসীদের চিনতে পারা যাবে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। প্রশ্নকারী বললঃ তাহলে মানুষ আমল করবে কেন? তিনি বললেনঃ প্রত্যেকটি মানুষ তাই করবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা তার জন্য যা সহজ করা হয়েছে।

টিকাঃ যেহেতু কোন মানুষ জানে না যে, তার ঠিকানা কোথায়, জান্নাত না জাহান্নাম? তাই তার উচিত আমল করতে থাকা। যা আদেশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা আর যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকা। কেননা সৎ আমল হচ্ছে পরিণাম উত্তম হওয়ার আলামত; চূড়ান্ত ফয়সালাকারী নয়। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ কারও শেষ পরিণতি সম্পর্কে অবগত নন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই সংঘটিত ও কার্যকর হবে

٢٠٨٤ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً، مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِنْ كُنْتُ لأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ، فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ

২০৮৪) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (ﷺ) আমাদের সামনে এমন একটি ভাষণ দিলেন, যে ভাষণে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে তার সবই বর্ণনা করেছেন। যে মনে রাখার সে মনে রেখেছে আর যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেছে। আমি কোন কথা ভুলে গেলে ঐ বিষয়ের কিছু দেখলেই তেমনি স্মরণ হয়, যেমন কোন ব্যক্তির আড়ালে কোন কিছু চলে গেলে ভুলে যায়, কিন্তু তা দেখলেই সেটা তার মনে পড়ে এবং চিনতেও পারে।

অধ্যায়ঃ মানত বান্দাকে এক তাকদীর থেকে অন্য তাকদীরের দিকে নিয়ে যায়

٢٠٨٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (بخارى:٦٦٠٩)

২০৮৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ নযর (মানত) বান্দাকে এমন কিছু এনে দেয়না, যা আমি তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে দেইনি। তবে তাকদীর আদম সন্তানকে ঐ মানতের দিকে নিয়ে যায়, যা আমি তার জন্য নির্ধারণ করেছি। আর আমি মানতের মাধ্যমে কৃপণের কিছু মাল বের করে আনি।

টিকাঃ বখীল কখনও দান করতে চায়না। সে যখন বিপদে ও মসীবতে আক্রান্ত হয়, তখন নযর

পেশ করে। অথচ তাকদীরের লিখন অনুযায়ী সে বিপদ দূর হয়ে যায়। মোট কথা মানত তাকদীরে নির্ধারিত কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন কল্যাণ আনয়ন করে না বা কোন বিপদ দূর করেনা। তবে এর মাধ্যমে কৃপণকে কিছু খরচ করানো হয়।

অধ্যায়ঃ মাসুম সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন

٢٠٨٦ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلاَّ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ. وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ». (بخارى:٦٦١١)

২০৮৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় তখন তার জন্য দু'দল পরামর্শদাতা থাকে। একদল পরামর্শদাতা তাকে ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। আরেক দল তাকে খারাপ ও অন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। মাসুম সেই ব্যক্তি, আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহ্ বান্দা ও তার অন্তরের মাঝে মধ্যবর্তী হয়ে যান"

٢٠٨٧ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ :«لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»

২০৮৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) অনেক সময় এই বলে কসম খেতেনঃ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ না, অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারীর শপথ! (অর্থাৎ আল্লাহর শপথ!)

كتاب الأيمان والنذر

কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর (শপথ ও মানত)

অধ্যায়ঃ শপথ ও মানতের বর্ণনা

٢٠٨٨ــ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». (بخارى:٦٦٢٢)

২০৮৮) আব্দুর রাহমান বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) আমাকে বললেনঃ হে আব্দুর রাহমান! তুমি নেতৃত্ব চেয়োনা। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়া অনুযায়ী দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হবে। আর যদি তা তোমাকে না চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তাহলে সেখানে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর তুমি কখনও শপথ করে তার বিপরীত করাকে উত্তম মনে করলে তা ভঙ্গ করবে এবং তার কাফ্ফারা দিয়ে দিবে। আর যেটা উত্তম সেটা করো।

টিকাঃ শপথ ও মানতের কাফফারা হচ্ছে একজন দাসমুক্ত করা অথবা দশজন মিসকিনকে খাবার দেয়া কিংবা তাদের পোশাক দেয়া। উক্ত তিন কাজের কোন একটি না করতে পারলে চতুর্থ কাজ করবে। তা হচ্ছে তিন দিন রোযা রাখা।

٢٠٨٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২০৮৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমরা অন্যান্য উম্মতের পরে দুনিয়াতে আগমণ করেছি। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সবার আগে থাকবো। অর্থাৎ সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

٢٠٩٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «وَاللَّهِ لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ». (بخارى:٦٦٢٤ــ ٦٦٢٥)

২০৯০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ যদি স্বীয় পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কসম করে তাতে অটল থাকে এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কসমের কাফ্ফারা আদায় করার চেয়েও আল্লাহর নিকট অধিক অপরাধ।

টিকাঃ রাগের বশবর্তী হয়ে কসম খেয়ে পরিবার-পরিজনকে কষ্টের মধ্যে ফেলা উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় কাফ্ফারা দিয়ে কসম ভেঙ্গে ফেলা উচিত।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কসম কেমন ছিল?

٢٠٩١ــ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ، لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآنَ يَا عُمَرُ». (بخارى:٦٦٣٢)

২০৯১) আব্দুল্লাহ্ বিন হিশাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি উমার বিন খাত্তাবের হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট সকল বস্তু হতে অধিক প্রিয়। তবে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় নন। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে তোমার প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসবে। অতঃপর উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এখন থেকে আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ হে উমার এখন তুমি সত্যিকারের ঈমানদারে পরিণত হলে।

٢٠٩٢ــ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ يَقُولُ: «هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيُرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». (بخارى:٦٦٣٨)

২০৯২) আবু যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন কাবা ঘরের ছায়ায় বসে বলছিলেনঃ কাবার রবের শপথ! তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাবার রবের শপথ! তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি মনে মনে বললামঃ আমার কি হলো? আমার মধ্যে এমন কি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি তাঁর নিকট বসে পড়লাম। তিনি কথাটি বলতেই থাকলেন। আমি চুপ থাকতে পারলাম না। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো। আমি বললামঃ আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক! হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেনঃ যারা অধিক সম্পদশালী। অবশ্য সে ব্যক্তি নয়, যে এভাবে এভাবে ও এভাবে সাদকা করলো।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা আল্লাহর নামের দ্বারা শক্ত কসম করে

٢٠٩٣ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». (بخارى:٦٦٥٦)

২০৯৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেনঃ যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যু বরণ করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। তবে আল্লাহ্ তাঁর কসম পূর্ণ করার জন্য একবার তাতে নিবেন।

টিকাঃ তবে আল্লাহ্ তাঁর কসম পূর্ণ করার জন্য একবার তাতে নিবেন- এখানে সূরা মারইয়ামের ৭১ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার নির্ধারিত ফয়সালা। (সূরা মারইয়ামঃ ৭১)

অধ্যায়ঃ কসম খাওয়ার পর ভুলবশত তা ভেঙ্গে ফেললে

٢٠٩٤ــ وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ». (بخارى:٦٦٦٤)

২০৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মাতের মনের কল্পনা বা ধারণাগুলো মাফ করে দিয়েছেন। যে পর্যন্ত না সে কাজে পরিণত করবে অথবা বাক্যে ব্যবহার করবে।

অধ্যায়ঃ আনুগত্যের কাজে মানত

٢٠٩٥ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِه»

২০৯৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তার মানত পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানী করার মানত করে সে যেন তার মানত পূর্ণ না করে।

টিকাঃ নামায, রোযা, সাদকাহ্ ইত্যাদি সৎ আমল করার মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী। আর পাপ কাজের মানত যেমন কবরে বাতি জ্বালানো বা কোন মাজারে পশু যবাই করার মানত করলে তা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

অধ্যায়ঃ মানত পূর্ণ না করেই কেউ মৃত্যু বরণ করলে

٢٠٩٦ــ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ: أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا. (بخارى:٦٦٩٨)

২০৯৬) সা'দ বিন উবাদাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর মাতার উপর মানত ছিল। তা পূর্ণ না করেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। নবী (ﷺ) তাকে তাঁর মায়ের পক্ষ থেকে সেই মানত পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ মালিকানাহীন বস্তু এবং গুনাহ্-এর কাজে মানত করা

٢٠٩٧ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». (بخارى:٦٧٠٤)

২০৯৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন যে, এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললঃ এ হচ্ছে আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবেনা এবং ছায়াও গ্রহণ করবেনা। সে কথাও বলবেনা এবং রোযা রাখবে। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তাকে বল সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং তার রোযা পূর্ণ করে।

كتاب كفارات الأيمان

কাফ্ফারাতুল আইমান (শপথের কাফ্ফারা)

অধ্যায়ঃ মদীনার 'সা' এবং নবী (ﷺ)-এর 'মুদ্দ'

٢٠٩٨ــ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ.

২০৯৮) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর যুগে এক 'সা'এর পরিমাণ ছিল তোমাদের বর্তমান প্রচলিত এক 'মুদ' ও তার এক তৃতীয়াংশ।

টিকাঃ আধুনিক হিসাব অনুযায়ী এক 'সা'-এর পরিমাণ হচ্ছে, আনুমানিক তিন কেজি। আর এক 'মুদ' হচ্ছে আনুমানিক ৫০০ গ্রাম তথা আধা কেজি।

٢٠٩٩ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَصَاعِهِمْ، وَمُدِّهِمْ».

২০৯৯) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) দু'আয় বলেছেনঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাদের (মদীনাবাসীদের) ওজনে এবং 'সা' ও 'মুদ্দে' বরকত দান কর।

كتاب الفرائض

কিতাবুল ফারায়েয

অধ্যায়ঃ পিতামাতার সম্পদে সন্তানদের মিরাছ

٢١٠٠ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». (بخاری:٦٧٣٢)

২১০০) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ যাদের জন্য নির্ধারিত অংশ রয়েছে, তাদের অংশ তাদের কাছে পৌছিয়ে দাও। আর যা বাকী থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের প্রাপ্য।

অধ্যায়ঃ কন্যার সাথে নাতীর ওয়ারিছ হওয়া

٢١٠١ــ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. (بخاری:٦٧٣٦)

২১০১) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাকে কন্যা, নাত্নী ও বোনের মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ কন্যার জন্য অর্ধেক আর বাকী অর্ধেক বোনের প্রাপ্য। আরো অধিক যাচায়ের জন্য তুমি ইবনে মাসউদের কাছে যাও। আশা করি তিনি আমার অনুসরণ করবেন। সুতরাং ইবনে মাসউদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো এবং তাকে আবু মুসার বর্ণনাও জানানো হলো। তিনি বললেনঃ এরূপ ফতোওয়া দিলে আমি নিশ্চিত গোমরাহ্ হয়ে যাবো এবং কখনও হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো না। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি ঐ ফয়সালাই করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) করেছেন। কন্যার জন্য অর্ধেক, নাত্নীর জন্য দুই তৃতীয়াংশের সম্পূরক হিসাবে এক ষষ্ঠমাংশ আর অবশিষ্ট সম্পদ যা থাকবে, তা পাবে বোন। আবু মুসাকে পরে এ ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেনঃ যতদিন এই জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন তোমরা আমাকে আর জিজ্ঞেস করোনা।

অধ্যায়ঃ কোন সম্প্রদায় থেকে মুক্ত হওয়া দাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ভাগ্নেও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

٢١٠٢ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». (بخاری:٦٧٦١)

২১০২) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন সম্প্রদায়ের মুক্ত হওয়া দাস তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।

٢١٠٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». (بخاری:٦٧٦٢)

২১০৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ভাগ্নে যে সম্প্রদায়ের সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি অপরকে স্বীয় পিতা বলে সম্বোধন করে

٢١٠٤ــ عَنْ سَعْد ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». فَذُكِرَ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (بخارى:٦٧٦٧)

২১০৪) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অপরকে পিতা বলে দাবী করে, অথচ সে ভাল করেই জানে যে, এ ব্যক্তি তার প্রকৃত পিতা নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। বর্ণনাকারী বলেনঃ এই হাদীছটি যখন আবু বাকরার কাছে বর্ণনা করা হলো তখন তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমার দুই কান এ হাদীছ নবী (ﷺ) থেকে শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করে রেখেছে।

٢١٠٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ»

২১০৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের পিতাদেরকে অস্বীকার করোনা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার বাপকে অস্বীকার করলো সে কুফরী করলো।

كتاب الحدود

কিতাবুল হুদুদ (দন্ডবিধিসমূহের বর্ণনা)

অধ্যায়ঃ জুতা ও খেজুর গাছের ডাল দ্বারা মার-ধর করা

٢١٠٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضْرِبُوهُ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: «لا تَقُولُوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». (بخارى:٦٧٧٧)

২১০৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মদপানকারীকে আনয়ন করা হলে তিনি বললেনঃ তোমরা একে মার। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমাদের মধ্য থেকে কেউ হাত দ্বারা মারতে লাগলো, কেউ জুতা দিয়ে পেটাতে লাগলো আবার কেউ কাপড় দিয়ে মারতে লাগলো। অতঃপর সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন কোন একজন বললঃ আল্লাহ্ তোমাকে অপমানিত করুক। নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তোমরা এরূপ বলো না। তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করোনা।

টিকাঃ শয়তান যেহেতু অপমানের উদ্দেশ্যেই মানুষকে পাপে লিপ্ত করে। তাই পাপী ব্যক্তিকে অপমানের বদদুআ দিলে তাতে শয়তানকেই খুশী ও সহযোগিতা করা হয়। আর যেহেতু সে কাফের হয়ে যায়নি, তাই সে অভিশপ্ত নয়; বরং দুআ পাওয়ার হকদার।

٢١٠٧ــ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ. (بخارى:٦٧٧٨)

২১০৭) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি কারো উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করলে, সে যদি মারা যেত এ জন্য আমি কখনো দুঃখীত পেতামনা। কিন্তু মদ পানকারীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হত। কখনও যদি মদপানকারী মারা যেত, তাহলে আমি তার দিয়ত (রক্তমূল্য) পরিশোধ করতাম। আর তা এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাস্তি নির্ধারণ করেন নি।

অধ্যায়ঃ মদপানকারীকে লা'নত করা মাকরুহ্ এবং সে কাফের হয়ে যায় নি

٢١٠٨ــ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

২১০৮) উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এক লোকের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার উপাধি ছিল হিমার। সে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে কথার মাধ্যমে হাসাতো। আর নবী (ﷺ) তাকে মদ পান করার কারণে শাস্তিও দিয়েছিলেন। তাকে একদিন পাকড়াও করে নিয়ে আসা হলো এবং তার উপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে শাস্তি প্রয়োগ করা হলো। উপস্থিত এক লোক বললঃ হে আল্লাহ্! তুমি তার উপর লা'নত বর্ষণ করো। কত বারই তাকে একই অপরাধে গ্রেফতার করা হলো! নবী (ﷺ) তখন বললেনঃ তার উপর অভিশাপ করোনা। আল্লাহর কসম! সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে বলেই জানি।

অধ্যায়ঃ চোরকে লা'নত করা সম্পর্কে

٢١٠٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». (بخاری:٦٧٨٣)

২১০৯) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা ঐ চোরকে অভিশাপ করেন, যে ডিম চুরি করে এবং এ কারণে তার হাত কাটা হয়। আর যে রশি চুরি করে এবং এ কারণে তার হাত কাটা হয়।

টিকাঃ এখানে অভিশাপ এ জন্য হল যে, তার লোভ এতই বেশী, যার ফলে সামান্য বস্তু থেকেও নিজেকে সংবরণ করতে পারলনা। আরও বুঝার বিষয় যে, উক্ত হাদীছের প্রথমাংশ ভীতি প্রদর্শনমূলক। যেমন তার শেষাংশ সতর্কতামূলক। ফলে এখানে হুবহু অভিশাপ উদ্দেশ্য নয়। যেমন হুবহু হাত কাটাও উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ কথা সর্বজন বিধিত যে ডিম বা রশি চুরি করলে তাতে সাধারণ শাস্তি থাকলেও হাত কাটার শাস্তি বর্তায়না।

অধ্যায়ঃ কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে?

٢١١٠ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

২১১০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ এক চতুর্থাংশ দিনার বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে।

٢١١١ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ

২১১১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় চামড়ার তৈরী ঢাল কিংবা সাধারণ ঢালের মূল্যের চেয়ে কম বস্তু চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হতো না।

٢١٤١ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (بخاری:٦٧٩٥)

২১১২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একটি ঢাল চুরির কারণে হাত কেটেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম ।

টিকাঃ চুরির জন্য হাত কাটতে গেলে যে নেসাবের পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে সেখানে বিভিন্ন বর্ণনা ও মতামত পরিলক্ষিত হয়, তবে সর্বপেক্ষা শক্তিশালী হচ্ছে স্বর্ণমুদ্রার এক চতুর্থাংশ।

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة

যুদ্ধরত কাফের এবং মুরতাদদের বর্ণনা

অধ্যায়ঃ সতর্কতা ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তির পরিমাণ কী?

٢١١٣ــ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأنصاري ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». (بخاری:٦٨٤٨)

২১১৩) আবু বুরদাহ্ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলতেনঃ আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত কোন শাস্তি ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে দশ চাবুকের বেশী প্রয়োগ করা যাবেনা।

টিকাঃ সামাজিক বিচার-মিমাংসায় যেসব দেশে ইসলামী শাসন চালু নেই, তাতে যেহেতু দন্ডবিধি প্রয়োগ করার অনুমতি নেই আবার সামাজিক প্রতিরোধও থাকা চাই, তাই সেসব ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সংখ্যা একটি সীমারেখা হতে পারে।

অধ্যায়ঃ ক্রীতদাসকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া

٢١١٤ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». (بخاری:٦٨٥٨)

২১১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে মিথ্যা অপবাদ দিবে, অথচ সেই ক্রীতদাস উক্ত দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, কিয়ামতের দিন ঐ মনিবকে চাবুক মারা হবে। তবে অভিযোগ সত্য হলে চাবুক থেকে রেহাই পাবে।

كتاب الديات

কিতাবুত্ দিয়াত

٢١١٥ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». (بخاری:٦٨٦٢)

২১১৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তি সর্বদা তার দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রশস্ততার মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না সে অন্যায়ভাবে কোন রক্তপাত করে। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করলে মুমিন ব্যক্তি সংকীর্ণতার মধ্যে পড়ে যায়।

٢١١٦ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: «إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ؟ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ». (بخاری:٦٨٦٥)

২১১৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) মিকদাদকে বললেনঃ মুমিন ব্যক্তি যদি কোন কাফের জাতির কাছে স্বীয় ঈমান গোপন করে এবং সে যখন ঈমান প্রকাশ করে, তখন যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেল (এটি কিভাবে বৈধ হতে পারে?) অথচ তুমিও অনুরূপ ইতিপূর্বে মক্কাতে ঈমান গোপন রেখেছিলে।

টিকাঃ প্রথম পর্যায়ের সাহাবীদের এ অভিজ্ঞতা ছিল যে, তারা মক্কী জীবনে ঈমান গোপন রেখেছেন। কেননা তখন মক্কায় কাফেরদের দাপট ছিল এবং তারা নতুন মুসলিমদেরকে প্রচুর মারধর করত। তাই সে কষ্ট স্মরণ করিয়ে দিয়ে উক্ত হাদীছে বলা হচ্ছে যে, যারা কাফেরদের মাঝে বাস করত তারা হঠাৎ জানের উপর হুমকির মুখে ঈমান প্রকাশ করলে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিরাপত্তা দেয়া উচিত।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করল

٢١١٧ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». (بخاری:٧٠٧٠)

২১১৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ জানের বদলে জান এবং চোখের বদলে চোখ

٢١١٨- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

২১১৮) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল" এ কথার সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়। তবে তিনটি কারণের যে কোন

একটি যে কোন একটি কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ। (১) বিবাহিত ব্যভিচারী (২) অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যাকারী (৩) মুসলিমদের জামাআত পরিত্যাগকারী তথা দ্বীন বর্জনকারী।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত দাবী করে

٢١١٩ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ». (بخارى:٦٨٨٢)

২১১৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণীত মানুষ তিনজন। (১) যে ব্যক্তি হারামের সীমানায় (মক্কা ও মদীনায়) অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। (২) ইসলামের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের রীতিনীতি তালাশ করে ও (৩) যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত কামনা করে।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি শাসকের কাছে না গিয়ে নিজের অধিকার আদায় করে নেয় কিংবা নিজেই বদলা নিয়ে নেয়

٢١٢٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ». (بخارى:٦٨٨٨)

২১২০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তোমার ঘরে যদি কেউ বিনা অনুমতিতে গোপনে কিছু দেখার জন্য উঁকি মারে আর তুমি যদি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু নষ্ট করে দাও, তবে তোমার কোন অপরাধ নেই।

টিকাঃ মূলতঃ বদলার কোন অনুমোদন এখানে নেই; বরং উঁকি ঠেকানোর কড়া নির্দেশ দিতে গিয়ে এতটুকু অধিকার দেয়া উদ্দেশ্য, যার ফলে চক্ষু গেলেও সে আসামী হবেনা। বস্তুতঃ শরঈ পারিভাষিক কেসাস প্রশাসন ব্যতিরেকে অন্য কেউ আদায় করার অধিকার রাখেনা।

অধ্যায়ঃ আঙ্গুলের দিয়াত (জরিমানা)

٢١٢١ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.

২১২১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ এই এবং এই সমান। অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি।

টিকাঃ অর্থাৎ এই দু'টি আঙ্গুলের দিয়ত একই।

মুরতাদ এবং বিদ্রোহীদেরকে তাওবা করানো ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

অধ্যায়ঃ আল্লাহর সাথে শির্ক করার গুনাহ্

٢١٢٢ــ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ».

২১২২) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক লোক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলী যামানায় যে গুনাহ্ করেছি, তার জন্যও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর ভাল আমল

করবে, তাকে জাহেলী যামানায় কৃত গুনাহ্ এর জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মন্দ আমল করবে, তাকে পরের এবং পূর্বের সকল গুনাহ্এর জন্যই পাকড়াও করা হবে।

টিকাঃ এখানে মন্দ আমল দ্বারা কুফর ও শির্কের পর্যায়ের আমল উদ্দেশ্য। যার ফলে তার সকল পূণ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সেই সাথে পূর্বের পাপগুলোও হিসাবে ধরা হবে।

كتاب التعبير

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

অধ্যায়ঃ সৎ লোকদের স্বপ্ন

٢١٢٣ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». (بخاری:٦٩٨٣)

২১২৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ সৎ লোকের ভাল স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ।

টিকাঃ সৎ লোকের ভাল স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহই ভাল জানেন। তারপরও কতিপয় আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতী জিন্দিগী ছিল ২৩ বছর। প্রথম ছয়মাস ছিল সত্য স্বপ্নের। সে হিসাবে মুমিনের সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। যার মর্ম হচ্ছে তার স্বপ্ন সত্য। তবে যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তার বড় একটি শর্ত হল যে, তা শরীয়তের বিপরীত হবেনা।

অধ্যায়ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে

٢١٢٤ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ». (بخاری:٦٩٨٥)

২১২৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার কাছে ভাল লাগে, তাহলে সেটি আল্লাহর পক্ষ হতে। সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সে যেন তা বর্ণনা করে। আর যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তবে তা শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং সে যেন শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারো কাছে যেন তা প্রকাশ না করে। তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

অধ্যায়ঃ ভাল স্বপ্ন সুসংবাদ স্বরূপ

٢١٢٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ» قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ». (بخاری:٦٩٩٠)

২১২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি সুসংবাদ প্রদানকারী জিনিষসমূহ ব্যতীত নবুওয়াতের আর কোন কিছু অবশিষ্ট নেই। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো সুসংবাদ প্রদানকারী জিনিষসমূহ কী? তিনি বললেনঃ ভাল স্বপ্ন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখল

٢١٢٦ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي». (بخارى:٦٩٩٣)

২১২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখবে। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারেনা।

টিকাঃ সে অচিরেই আমাকে দেখতে পাবে- আলেমগণ এই কথাটির একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। (১) কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে। (২) কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশার সাথে সংশ্লিষ্ট। (৩) প্রকৃত পক্ষেই তাঁকে দুনিয়াতে দেখতে পাবে। শেষ কথাটি নির্ভরযোগ্য আলেমগণ অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

٢١٢٧ــ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي»

২১২৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছেনঃ যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্যই দেখল। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

অধ্যায়ঃ স্বপ্নে নদী দেখা

٢١٢٨ــ عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ ــ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ». فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ (بخارى:٢٧٠٠)

২১২৮) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের নিকট প্রবেশ করতেন। তিনি ছিলেন উবাদা বিন সামেতের বিবাহধীন। সুতরাং তিনি একদিন তাঁর নিকট গেলে তিনি তাঁকে খানা খাওয়ালেন। উম্মে হারাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা থেকে উকুন বাছতে শুরু করলেন। নবী (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। উম্মে হারাম বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কারণে হেসে উঠলেন? তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হলো। তারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছিল। মাঝ দরিয়ায় জাহাজের উপর সওয়ার হয়ে বাদশার মত তারা সিংহাসনে বসা ছিল। উম্মে হারাম বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন? তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত

করে দেন। রাসূল (ﷺ) তার জন্য দুআ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং জাগ্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। উম্মে হারাম বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কারণে হাসছেন? তিনি প্রথম বারের মতই বললেনঃ আমার উম্মাতের কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হলো। তারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছিল। মাঝ দরিয়ায় জাহাজের উপর সওয়ার হয়ে বাদশার মত তারা সিংহাসনে বসা ছিল। উম্মে হারাম বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন? তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমি প্রথম দলের লোকদের সাথেই রয়েছো। উম্মে হারাম মুআবীয়া বিন আবু সুফিয়ানের আমলে জাহাজে আরোহন করেন। সমুদ্র থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় আপন সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

টিকাঃ উম্মে হারামের সাক্ষাতের কারণ হচ্ছে তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হন। তাই শান্তনা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল। আর একাকী তার গৃহে অবস্থান সম্পর্কে বহু কারণের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী কারণ হচ্ছে এটি তাঁর জন্য বিশেষ বিধান, যা তিনি চূড়ান্ত চারিত্রিক পবিত্রতা ও উম্মাতের জন্য পিতৃতুল্য হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছেন। তা ছাড়া চুল শিথি করা কখনই শরীর স্পর্শ করা বুঝায়না। অপর হাদীছে রয়েছে, তাঁর শরীর কোন পর নারীর শরীর স্পর্শ করেনি। মূলতঃ তিনি কী পরিমাণ আত্মসংযমী ছিলেন, সে কথা কেবল আল্লাহই ভাল জানেন। ফলে তিনি তাঁকে এহেন অনুমতি দিয়েছেন, যা অন্য কাউকে দেন নি। সুতরাং উম্মে হেরামের হাদীছকে ব্যবহার করে এবং পীর-ফকীরের দুহাই দিয়ে কারও জন্য মুসলিম নারী জাতিকে বিভ্রান্ত ও নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই।

অধ্যায়ঃ স্বপ্নে নিজেকে শিকল পরিহিত দেখা

٢١٢٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ».

(بخارى:٧٠١٧)

২১২৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। সৎ লোকের ভাল স্বপ্ন নবুওয়তের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। আর যে কথা নবুওয়াতের অন্তর্ভুক্ত তা মিথ্যা হতে পারে না।

টিকাঃ ইবনে সিরীন বলেনঃ স্বপ্নে নিজেকে শিকল পরিহিত দেখা দ্বীনের উপর অটল থাকা বুঝায়।

অধ্যায়ঃ স্বপ্নে ছিদ্রপথ থেকে কোন জিনিষ বের করে অন্য জায়গায় রাখা

٢١٣٠ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ ــ وَهِيَ الْجُحْفَةُ ــ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا».

(بخارى:٧٠٣٨)

২১৩০) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আমি একটি কালো মহিলাকে স্বপ্নে দেখলাম। তার মাথার চুল ছিলো এলোমেলো। দেখলাম, সে মদীনা থেকে বের হয়ে জুহ্ফায় গিয়ে থামলো। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি যে, মদীনার মহামারি সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা

٢١٣١- عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

২১৩১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু না দেখেই মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে কিয়ামতের দিন তাকে দু'টি গমের দানা দিয়ে একসাথে গিরা দেয়ার আদেশ দেয়া হবে অথচ সে কোন ক্রমেই তা করতে পারবেনা। আর যে ব্যক্তি কোন গোত্রের অপছন্দ সত্ত্বেও তাদের কথা কান পেতে শ্রবণ করবে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন কিছুর ছবি আঁকবে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং ছবিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে। অথচ সে তা করতে কখনই সক্ষম হবে না"।

٢١٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ».

২১৩২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ সবচেয়ে বড় মিথ্যা হচ্ছে, মানুষ তার চোখকে এমন জিনিষ দেখাবে, যা সে দেখেনি। (মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা)

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, প্রথম ব্যাখ্যা কারীর ব্যাখ্যা সঠিক না হলে তা চূড়ান্ত নয়

٢١٣٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ. وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اعْبُرْهَا». قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلامُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، حَلاوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ، أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا». قَالَ: فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: «لاَ تُقْسِمْ». (بخارى:٧٠٤٦)

২১৩৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে একটি মেঘখন্ড দেখেছি। উক্ত মেঘখন্ড থেকে মধু ও ঘি ঝরে পড়ছে। লোকেরা তা থেকে হাত ভর্তি করে নিচ্ছে। কেউ বেশী নিচ্ছে আবার কেউ কম নিচ্ছে। এমন সময় আকাশ থেকে যমীনে একটি রশি ঝুলন্ত দেখলাম। আমি দেখলাম আপনি সেই রশি ধরে উপরে উঠে গেলেন। তারপর

আরেকজন তা ধরে উঠে গেল। দ্বিতীয় আরেকজনও রশি ধরে উপরে উঠে গেল। তারপর অন্য একজন রশি ধরলে তা ছিড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার অনুমতি দিন। নবী (ﷺ) বললেনঃ ব্যাখ্যা কর। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ মেঘমালাটি হলো ইসলাম। আর তা থেকে যে মধু ও ঘি ঝরে পড়ছিল, তা হচ্ছে কুরআন ও তার সুমিষ্টতা। মানুষ কুরআন থেকে কমবেশী গ্রহণ করছে। আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হচ্ছে সেই মহাসত্য, যার উপর আপনি আছেন। আপনি তা ধরবেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে উচ্চে আরোহন করাবেন। আপনার পরে আরেক জন তা ধরবে এবং এর মাধ্যমে উপরে উঠবে। তারপর আরেকজন তা ধরে উপরে উঠবে। তৃতীয়জন ধরলে তা ছিড়ে যাবে। আবার তার জন্য তা জোড়া দেয়া হবে। ফলে সেও উঠে যাবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক! বলুন আমি সঠিক বলেছি কি না। নবী (ﷺ) বললেনঃ কিছু ঠিক বলেছো আর কিছু ভুল। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে বলেনঃ কোথায় ভুল করেছি। নবী (ﷺ) বললেনঃ কসম করোনা।

كتاب الفتن

কিতাবুল ফিতান

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ আমার পর তোমরা অচিরেই এমন সব কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে

٢١٣٤ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». (بخارى:٧٠٥٣)

২১৩৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি যদি তার আমীরের পক্ষ হতে অপছন্দনীয় কিছু দেখে তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি আমীরের কর্তৃত্ব থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে যাবে, সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করবে।
অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি তার আমীরের ভিতরে অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং জামাআত বদ্ধ থাকে। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মৃত্যু বরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহেলী যুগের লোকদের মৃত্যু বরণ করার মত"।

٢١٣٥- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

২১৩৫) উবাদা বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়আত করলাম। তিনি যেসব বিষয়ের বায়আত নিলেন তার মধ্যে এও ছিল যে, প্রিতিকর-অপ্রিতিকর, সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় (তাঁর কথা) শ্রবণ করব এবং আনুগত্য করব। অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়ার কথা মেনে নিব। আরো বায়আত নিলেন যে, আমরা যেন দায়িত্বশীল ও শাসকদের আনুগত্য বর্জন না করি। তিনি বলেনঃ শাসক শ্রেণীর মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী দেখা দিলে এবং সে ব্যাপ্যারে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট কোন দলীল থাকলে তোমরা তাদের আনুগত্য বর্জন করতে পার"।
টিকাঃ আহলুস্ সুন্নাতের সকল ইমামের বক্তব্য এই যে, শাসকের পক্ষ হতে কুফরী প্রকাশ পাওয়ার শুধু এমন পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা বৈধ যখন তার মুকাবেলা করার মত শক্তি থাকবে এবং পরিস্থিতি মন্দ না হয়ে ভাল হবে।

অধ্যায়ঃ ফিতনা প্রকাশ হওয়া

٢١٣٦ــ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ»

২১৩৬) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, ঐ সমস্ত লোক সবচেয়ে হতভাগ্য, যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।

অধ্যায়ঃ আগত প্রতিটি যামানা তার পূর্ববর্তী যামানার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট হবে

٢١٣٧ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ وَقَدْ شُكِيَ إِلَيْهِ مَا لَقِيَ النَّاسُ مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. (بخارى:٧٠٦٨)

২১৩৭) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পক্ষ থেকে মানুষ যে জুলুমের শিকার হচ্ছে, সে ব্যাপারে তার নিকট অভিযোগ করা হলে তিনি বললেনঃ সবুর করো। কেননা প্রতিটি যামানা তার পূর্ববর্তী যামানার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট হবে। যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করো। এই কথা আমি তোমাদের নবীর মুখ থেকে শুনেছি।

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ)-এর বাণীঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়

٢١٣٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». (بخارى:٧٠٧٢)

২১৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কেননা সে জানেনা, শয়তান হয়ত তার হাতে খোঁচা দিয়ে অস্ত্র চালিয়ে দিবে। ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে।

অধ্যায়ঃ ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম

٢١٣٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ. فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ». (بخارى:٧٠٨١)

২১৩৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "অচিরেই বিভিন্ন রকম ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে। ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো বক্তির চেয়ে এবং দাঁড়ানো ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তির চেয়ে এবং পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তি আরোহী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে এগিয়ে যাবে, সে ফিতনায় পড়বে এবং ধ্বংস হবে। আর যে ব্যক্তি ফিতনা থেকে বাচার কোন আশ্রয় পাবে, সে যেন সেথায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

টিকাঃ ফিতনা তথা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে শান্ত থেকে সিদ্বান্ত গ্রহণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা এ ছাড়া সঠিক সিদ্বান্ত নেয়ার মানসিকতাই অবশিষ্ট থাকবেনা। ফলে দলীল সংগ্রহ করা, বাস্তবতা নিরক্ষণ করা আরও দূরহ ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। সালাফগণ এ ব্যাপারে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন যে, ফিতনার সময় সম্পূর্ণ ঘটনা প্রবাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাখ্যা দেয়া যাবেনা।

অধ্যায়ঃ ফিতনার সময় মরুভূমিতে অবস্থান করা

٢١٤٠ــ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ». (بخارى:٧٠٨٧)

২১৪০) সালমা বিন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট

গমণ করেন। তখন হাজ্জাজ বললঃ হে ইবনে আকওয়া! তুমি কি মুরতাদ হয়ে গিয়েছ এবং মরুভূমিতে চলে গেছ? তিনি বললেনঃ না, তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে মরুভূমিতে বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করেন

٢١٤١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ». (بخارى:٧١٠٨)

২১৪১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করেন তখন সে জাতির সকলের কাছেই সে আযাব পৌছে থাকে। অতঃপর তাদের আমল মোতাবেক পুনরুত্থান করা হবে।

অধ্যায়ঃ লোকদের নিকট এক কথা বলা আর বাইরে গিয়ে আরেক কথা বলা

٢١٤٢ــ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ.

২১৪২) হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর যামানায় নিফাকী ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঈমানের পরে কুফরী ব্যতীত অন্য কিছু নেই।

টিকাঃ এখানে ইসলামের প্রথম পর্যায়ে যেসব বিশেষ মুনাফিক ছিল, যাদের খবর নবী (ﷺ) জানতেন কিংবা আকীদাগত মুনাফিক উদ্দেশ্য। কেননা আমলগত মুনাফিকদের কথা হাদীছেই উল্লেখ হয়েছে। এমনকি আকীদাগত মুনাফিকও বাস্তবে পাওয়া গিয়েছে। যথা "আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইহুদী"। তবে যেহেতু অহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তাদের সম্পর্কে জানার উপায় নেই। শুধু বাস্তব সাক্ষীই বলে দিতে পারে, কে আকীদাগত মুনাফেক আর কে আমলগত মুনাফেক। মুনাফিক আকীদাগত না হওয়া সত্ত্বেও সে যে কত ক্ষতিকর, তার কিছু নিদর্শন ইতিহাসে ভয়ঙ্করভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে। যথা তাতারীদেরকে বাগদাদে প্রবেশ করতে দিয়ে বাগদাদের খলীফাকে সপরিবারে হত্যা করা, যিনি কুরায়শ বংশদ্ভোত ছিলেন, 'হালাকু খা'এর বাহিনী দ্বারা হাশেমী মহিলাদের বন্দি করে ইজ্জত লুণ্ঠন করা সর্বোপরি ইসলামী লাইব্রেরীর কিতাব দ্বারা দাজলা নদীর পানি কালো করাসহ সর্বনাশী নানা কর্মকান্ড দ্বারা ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের খেলাফত ধ্বংস করে ফেলা ঐ মুনাফিকদের (নাসীরুদ্দীন তূসী ও মুআইয়্যিদ উদ্দীন ইবনুল আলকামীর) দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অন্য দিকে সমগ্র ভারত উপমহাদেশকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিল মীর জাফর নবাব সিরাজুদ দৌলার সাথে মুনাফেকী করে, যা সর্বজন বিদিত। একই উপায়ে সালাহুদ্দীন আইয়্যুবীর হাত থেকে ফিলিস্তিনের ক্ষমতা হরণ করা হয়।

অধ্যায়ঃ আগুন বের হওয়া

٢١٤٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى

২১৪৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "হেজাযের ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা। উক্ত অগ্নির আলোতে বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা

পর্যন্ত আলোকিত হবে"।

٢١٤٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

২১৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ "অচিরেই ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের একটি গুপ্তধন বের হবে। সে সময় যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে, সে যেন তা থেকে কোন কিছুই গ্রহণ না করে"।

٢١٤٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهْوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِى بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِى الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِى آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهْوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا

২১৪৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি বৃহৎ দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হবে। অথচ তাদের উভয় দলের দাবী হবে এক। ত্রিশজন মিথ্যুক আগমণের পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা। তারা সকলেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল। এবং যতক্ষণ না ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে, ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে, সময় দ্রুত চলে যাবে, ফিতনা বৃদ্ধি পাবে এবং হত্যা বৃদ্ধি পাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা যতক্ষণ না মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। মানুষ যাকাতের মাল নিয়ে সংকটে পড়বে। যাকাতের মাল মানুষের কাছে পেশ করা হলে সে বলবেঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না লোকেরা দালানকোঠা বানানোতে প্রতিযোগিতা করবে। ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা যতদিন না লোকেরা কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং বলবেঃ হায় আফসোস! আমি যদি এ কবরের অধিবাসী হতাম।

যে দিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবেনা ততদিন কিয়ামত হবেনা। যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে তখন সকলেই ঈমান আনবে। তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি। কিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'জন লোক ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাদের কাপড় একে অপরের সামনে পেশ করবে কিন্তু তারা তা ক্রয়-বিক্রয় বা ছড়ানো কাপড় ভাঁজ করার সময় পাবেনা। কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি উটনী দোহন করে নিয়ে আসবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ

পাবেনা। কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি হাউজ (পশুকে পানি পান করানোর জন্য চাড়ি) প্রস্তুত করতে যাবে, কিন্তু তা থেকে (পশুকে) পান করাতে পারবেনা। কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখে খাদ্যের লোকমা উঠাবে কিন্তু তা মুখে দিয়ে খাবার সুযোগ পাবেনা।

টিকাঃ উপরোক্ত নিদর্শনগুলোর অনেকই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন আগুন সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাছীর সহ অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, তা প্রকাশ পেয়েছে। দু'টি বৃহৎ দল দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাতাগণ বলেছেন এখানে আলী ও মুআবীয়া (রাঃ)এর অনুসারী এবং তাদের মধ্যকার যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। এমনি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদেরও আগমণ ঘটেছে। তাদের মধ্যে মুসায়লামা কাজ্জাব, আসওয়াদ আনাসী এবং গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী অন্যতম। ইলম কমেছে, ভূমিকম্প বর্তমান বিশ্বে প্রতি ২মিনিট অন্তর একবার করে হচ্ছে, কর্মব্যস্ততা ও বরকতহীনতার ফলে সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে, টাকা-পয়সা ও হত্যাকান্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

كتاب الأحكام
কিতাবুল আহকাম

অধ্যায়ঃ ইমামের কথা শোনা ও তা মান্য করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা নাফরমানীর কাজ হয়

٢١٤٦ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ». (بخارى:٧١٤٢)

২১৪৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর। যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট একজন হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর নিযুক্ত করা হয়।

অধ্যায়ঃ ইমারতের (নের্তৃত্বের) জন্য লালায়িত থাকা অপছন্দনীয়

٢١٤٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». (بخارى:٧١٤٨)

২১৪৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা অতি শীঘ্রই পদের জন্য খুবই লালায়িত হয়ে পড়বে। তোমরা এর জন্য কিয়ামতের দিন লজ্জিত হবে। বস্তুতঃ ধাত্রী কতই না উত্তম! দুধ ছাড়ানো কঠিন ও বেদনা দায়ক।

টিকাঃ অর্থাৎ কোন মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় কোন পদ লাভ করে তখন তার প্রথম অবস্থা খুব ভাল থাকে। কারণ তখন তার কাছে সম্পদ, নের্তৃত্ব ও মর্যাদা থাকে। তবে শেষ পরিণতি সাধারণত ভাল হয় না। দুনিয়াতে শেষ পরিণতি অপমান, লাঞ্ছনা ও হত্যা পর্যন্ত পৌছতে পারে। আর সঠিকভাবে ও ইনসাফের সাথে দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। বিষয়টি বাচ্চাকে দুগ্ধদানকারী ঐ মহিলার ন্যায়, যে দুধ পান করায়। দুধ পান করার সময় শিশু খুব প্রশান্তি অনুভব করে, কিন্তু দুধ পান করানোর সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাচ্চাকে দুধ থেকে বিচ্ছিন্ন করা শিশুর কাছে খুব কষ্টকর মনে হয়।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তিকে জনগণের দায়িত্ব অর্পন করা হলো, কিন্তু সে তাদের কোন কল্যাণ করলনা

٢١٤٨ــ عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». (بخارى:٧١٥٠)

২১৪৮) মা'কেল বিন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ কোন বান্দাকে জনগণের দায়িত্ব দান করলে সে যদি তাদের কল্যাণ না করে, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

وَعَنْهُ ﷺ أَيْضاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (بخارى:٧١٥١)

মা'কেল বিন ইয়াসার (রাঃ) হতে অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কোন লোক মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয় অতঃপর সে খেয়ানতকারী রূপে মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।

অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট দিবে আল্লাহ্ও তাকে কষ্ট দিবেন

٢١٤٩- عن جُنْدَب رضي الله قال سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَوْصِنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ

২১৪৯) জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য নেক আমল করবে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বদ নিয়তের কথা মানুষকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট দিবে আল্লাহ্ও তাকে কষ্ট দিবেন। তারা বললঃ আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেনঃ কবরে মানুষের শরীর থেকে পেটই সর্বপ্রথম পচে ও গলে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পাক ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করতে সক্ষম সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার ও জান্নাতের মাঝে এক অঞ্জলী পরিমাণ রক্তও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করুক সে যেন তাই করে।

অধ্যায়ঃ হাকিম বা বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় বিচার কিংবা রায় প্রদান করবে কি?

٢١٥٠ــ عن أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

২১৫০) আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, বিচারক যেন দুইজনের মধ্যে রাগান্বিত অবস্থায় ফয়সালা না করে।

অধ্যায়ঃ (চুক্তিনামায়) লেখকের জন্য যা উত্তম

٢١٥١ــ حَدِيثُ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ، وَزَادَ هَهُنَا: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ»

২১৫১) হুয়াওয়্যেসা ও মুহাইয়্যেসা (রাঃ)এর হাদীছটি জিহাদ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, হয় তারা তোমাদের মৃত সাথীর রক্তপন আদায় করবে অন্যথায় তারা যুদ্ধের ঘোষণা দিবে।

অধ্যায়ঃ ইমাম কিভাবে মানুষের কাছ থেকে বায়আত নিবে?

٢١٥٢ــ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَقَدَّمَ وَزَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ. (بخارى:٧١٩٩ــ٧٢٠٠)

২১৫২) উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়আত করলাম যে, আমরা তাঁর কথা শুনবো এবং মান্য করবো। হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা সর্বদা সৎ পথে অবিচল থাকবো অথবা সর্বদা সত্য কথা বলবো, যেখানেই থাকি না কেন। আর

আল্লাহর পথে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনার পরওয়া করবো না।

٢١٥٣ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ». (بخارى:٧٢٠٢)

২১৫৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার বায়আত করতাম। তিনি আমাদেরকে বলতেনঃ তোমাদের সাধ্য মত।

টিকাঃ ইসলাম কী পরিমাণ সহজতা ও উদারতার দ্বীন তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপরোক্ত বাক্যে।

অধ্যায়ঃ খলীফা নিযুক্ত করা

٢١٥٤ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ. (بخارى:٧٢١٨)

২১৫৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উমার (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি খলীফা নিযুক্ত করবেন না? আমি যদি খলীফা নিযুক্ত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও খলীফা নিযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ আবু বকর। আর যদি আমি তা না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি উত্তম, তিনিও তা অমীমাংসিত রেখে গেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

অধ্যায়ঃ

٢١٥٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا». فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». (بخاري ٧٢٢٢)

২১৫৫) জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ ১২ জন আমীর হবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর তিনি একটি কথা বলেছেন। আমি তা শুনি নি। আমার পিতা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তারা সকলেই হবে কুরাইশ বংশের।

كتاب التمني
কিতাবুত্ তামান্নী

অধ্যায়ঃ যে ধরণের আকাঙ্খা নিষেধ

٢١٥٦ــ عَنِ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ» لَتَمَنَّيْتُ.

২১৫৬) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে যদি এ কথা বলতে না শুনতাম যে, তোমরা মৃত্যু কামনা করোনা, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

٢١٥٧ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ». (بخارى:٧٢٣٥)

২১৫৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। সে যদি সৎ লোক হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবতঃ সে আরো নেক আমল করবে। আর যদি গুনাহ্গার হয় তাহলে সম্ভবতঃ সে অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে। (তাওবা করবে)

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ

অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা

٢١٥٨ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». (بخارى: ٧٢٨٠)

২১৫৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমার উম্মাতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে সে ব্যক্তি নয়, যে অস্বীকার করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ কে অস্বীকার করে? উত্তরে তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে আমার নাফরমানী করল সেই অস্বীকার করল।

٢١٥٩ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ نَائِمٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا. فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ. فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. (بخاري: ٧٢٨٠)

২১৫৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ)-এর কাছে একদল ফেরেশতা আগমণ করল। তিনি তখন ঘুমন্ত ছিলেন। কতিপয় ফেরেশতা বললঃ তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। আবার কতিপয় ফেরেশতা বললঃ তার চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। তারা বললঃ তোমাদের এই সাথীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তোমরা তার জন্য বর্ণনা করো। তাদের কেউ বললঃ তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আবার কতিপয় ফেরেশতা বললঃ তার চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। তারা বললঃ তাঁর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তাতে খাদ্যের আয়োজন করলেন। খাবারের জন্য দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে একজন আহবানকারী প্রেরণ করলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল, সে ঘরে প্রবেশ করে খাবার গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিলো না সে ঘরে প্রবেশ করল না এবং খাবারও খেতে পারল না। তারা বললঃ তার জন্য এই উদাহরণের ব্যাখ্যা প্রদান করো, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তাদের কেউ বললঃ তিনি তো ঘুমন্ত আছেন। আবার কেউ বললঃ তার চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। তারা বললঃ ঘরটি হচ্ছে জান্নাত। আহবানকারী হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ﷺ)। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্ কে অমান্য

করল। মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন মানুষের মাঝে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী।

অধ্যায়ঃ অধিক প্রশ্ন করা এবং অযথা কষ্ট করা মাকরূহ্

٢١٦٠ــ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ». (بخارى:٧٢٩٦)

২১৬০) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ মানুষ পরস্পর জিজ্ঞেস করতে থাকবে, এই তো আল্লাহ্ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছে?

টিকাঃ অন্য হাদীছে রয়েছ কারো মনে এমন প্রশ্নের সৃষ্টি হলে সে যেন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন শুধু বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করবে, এমনকি ঈমান নষ্টেরও কারণ হতে পারে, তাই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর আসমা, সিফাত এবং তাঁর পরিচিতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞান মানুষের ঈমান আরও সঠিকতর ও সুদৃঢ় করে বলে ঈমানদারকে সেদিকেই আগ্রহী হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ আল্লাহর আসমা, সিফাত এবং তাঁর পরিচিতির প্রতি মনোনিবেশ করা উচিৎ।

অধ্যায়ঃ ব্যক্তিগত রায় এবং ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয়

٢١٦١ــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ». (بخارى:٧٣٠٧)

২১৬১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইল্ম দান করার পর তা ছিনিয়ে নিবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে ইল্মসহ উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইল্ম উঠিয়ে নিবেন। তারপর শুধু জাহেল লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে। তারা স্বীয় মত অনুযায়ী ফাতওয়া দিবে। ফলে তারা লোকদেরকে গোমরাহ্ করবে এবং নিজেরাও গোমরাহ্ হবে।

টিকাঃ ফাতওয়া একটি দুরহতর সাস্ত্রীয় বিদ্যার কাজ, যা শুধু তথ্য বা প্রমাণ জানলেই আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়; বরং তাতে প্রয়োগ প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান রাখাও অপরিহার্য বিষয়। সেই সাথে নিষ্ঠার সাথে তার বাস্তবায়নও জরুরী। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এর অভাবের ফলে নানা বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে।

অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাতের (আদর্শের) অনুসরণ করবে

٢١٦٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: «وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ». (بخارى:٧٣١٩)

২১৬২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা, যতক্ষণ না আমার উম্মাত পূর্ববর্তীদের চালচলন হুবহু অনুসরণ করবে। যেমন এক বিঘত অন্য

এক বিঘতের এবং এক বাহু অন্য বাহুর সমান হয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, পূর্ববর্তী উম্মাত বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? পারসিক ও রোমানদের? তিনি বললেনঃ তাদেরকে ছাড়া আর কারা উদ্দেশ্য হতে পারে?

টিকাঃ বর্তমান মুসলিম সমাজে এর উজ্জ্বল প্রমাণ মিলে। মুসলিমরা একদিকে যেমন সুন্নাতের পরিবর্তে বিদআতকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। ঠিক অপর দিকে সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আমদানী করে জাতিকে নানা রকম রসম-রেওয়াজ ও দিবসাদি পালনে অভ্যস্ত করে সঠিক ইসলাম থেকে পপুলার বা তথাকথিত প্রগতিশীল ইসলামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অধ্যায়ঃ বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে

٢١٦٣ــ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ. (بخارى:٧٣٢٣)

২১৬৩) উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ অবশ্যই আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (ﷺ) কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে পাথর নিক্ষেপ করার (বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে রজম করার) আয়াতও রয়েছে।

টিকাঃ এর তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেলেও হাদীছ মারফত তার হুকুম বলবত রয়েছে।

অধ্যায়ঃ বিচারক ইজ্‌তেহাদ করে সঠিক বা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার পুরস্কার

٢١٦٤ــ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». (بخارى:٧٣٥٢)

২১৬৪) আমর বিন আস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে কোন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্যও একটি পুরস্কার রয়েছে।

টিকাঃ দু'টি বিপরীতমুখী মতে ইজতেহাদ বিভক্ত হলে তার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক হয়। অপরটি হয় ভুল। তবে যোগ্যতা সহকারে ইজতেহাদ করার কারণে একটি পুরস্কার লাভ হবে, যা মুজতাহিদের কষ্টের বিনিময়।

অধ্যায়ঃ কোন কাজ দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চুপ থাকাও একটি দলীল। তবে অন্য কারো চুপ থাকা দলীল নয়

٢١٦٥ــ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ. قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ. (بخارى:٧٣٥٥)

২১৬৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হলফ করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়্যাদই দাজ্জাল। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ আপনি শপথ করছেন? তিনি বললেনঃ এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে ইবনে উমারকে শপথ করতে শুনেছি। তিনি তার প্রতিবাদ করেন নি।

টিকাঃ ইবনে সাইয়্যাদ-এর পূর্ণ নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাইয়্যাদ। তার মধ্যে দাজ্জালের কিছু বৈশিষ্ট বর্তমান থাকায় কতিপয় সাহাবী সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যে, সেই দাজ্জাল। তবে প্রকৃত কথা হচ্ছে দাজ্জাল এখনও আসে নি। কিয়ামতের পূর্বে সে আগমণ করবে।

كتاب التوحيد

কিতাবুত্ তাওহীদ

অধ্যায়ঃ নবী (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন

٢١٦٦ــ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، ﷺ فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ»؟ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ».

২১৬৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে পাঠালেন। তিনি তার সাথীদেরকে নিয়ে যখন নামাযের ইমামতি করতেন, তখন সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য একটি সূরা পাঠ করে আবার সূরা এখলাস পাঠ করে নামায শেষ করতেন। তারা ফেরত এসে কথাটি নবী (ﷺ) কে জানাল। তিনি বললেনঃ সে কেন এরূপ করে তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করো। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলো। সে বললঃ এ সূরাতে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি তা পাঠ করতে ভালবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা তাঁকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রিযিক দাতা ও প্রবল শক্তির অধিকারী

٢١٦٧ــ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ». (بخارى:٧٣٧٨)

২১৬৭) আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ কষ্টদায়ক কথা শুনে আল্লাহর চাইতে অধিক ধৈর্য্য ধারণকারী আর কেউ হতে পারে না। তারা আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করে। এসব সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কল্যাণ ও রিযিক প্রদান করেন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়, আল্লাহর বাণীঃ তোমার রব পবিত্র ও মর্যাদার অধিকারী ঐ সমস্ত গুণাবলী থেকে, যা তারা বর্ণনা করে থাকে। আল্লাহর বাণীঃ সত্যিকারের মর্যাদা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যই নির্ধারিত

٢١٦٨ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». (بخارى:٧٣٨٣)

২১৬৮) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার ইজ্জতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তুমি এমন মাবুদ, যার কোন মৃত্যু নেই। অথচ জিন ও ইনসান সবাই মৃত্যু বরণ করবে।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নফসের ভয় দেখাচ্ছেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ আমার নফসে যা কিছু আছে, তা তুমি জান, কিন্তু তোমার নফসে যা আছে, তা আমি জানিনা

٢١٦٩ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي». (بخارى:٧٤٠٤)

২১৬৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ যখন সকল মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি তার নিকট আরশে রক্ষিত কিতাবে তার নফসের উপর এটা লিখে দিয়েছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে।

٢١٧٠ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». (بخارى:٧٤٠٥)

২১৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে আমি তার জন্য ঐ রূপই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে তার নফসের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার নফসের মধ্যে স্মরণ করি। যখন সে আমাকে কোন জন সমাজে স্মরণ করে, আমি তাদের চেয়ে উত্তম সমাজে স্মরণ করি। আর যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একগজ অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে হেটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।
টিকাঃ বান্দা যত বেশী আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা বান্দার দিকে শুধু দ্বিগুণই নয়; আরও বহুগণ বেশী অগ্রসর হন।

অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করতে চায়

٢١٧١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ».

২১৭১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ আমার বান্দা যখন কোন পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তা না করা পর্যন্ত তার কোন গুনাহ্ লিখো না। তবে সে যদি উক্ত গুনাহ্এর কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ্ লিখ। আর যদি বান্দা আমার ভয়ে উক্ত পাপ কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেনঃ তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিখে দাও। আর বান্দা যখন কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু তা করেনি, তাহলেও তার জন্য

একটি নেকী লিপিবদ্ধ করে দাও। আর যদি তা করে ফেলে তাহলে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত নেকি লিপিবদ্ধ কর।

٢١٧٢ــ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا ــ وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا ــ فَقَالَ: رَبِّ، أَذْنَبْتُ ــ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ ــ فَاغْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ، أَذْنَبْتُ، أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا ــ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا ــ قَالَ: قَالَ: رَبِّ، أَصَبْتُ ــ أَوْ قَالَ: أَذْنَبْتُ ــ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثَلاثًا. فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ». (بخارى:٧٥٠٧)

২১৭২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহর কোন এক বান্দা গুনাহএ লিপ্ত হল এরপর দুআ করলো হে আমার প্রভু! আমি গুনাহ্ করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তার প্রভু বলেনঃ আমার বান্দা কি জানে তার একজন প্রভু আছেন, যিনি গুনাহ্ মাফ করে থাকেন এবং গুনাহ্-এর কারণে পাকড়াও করে থাকেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় বেশ কিছু দিন সে এভাবেই থাকলো। অতঃপর সে আবার গুনাহএ লিপ্ত হলো এবং বললঃ হে আমার প্রভু! আমি গোনাহ্ করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তার প্রভু বলেনঃ আমার বান্দা কি জানে তার একজন প্রভু আছেন, যিনি গুনাহ্ মাফ করে থাকেন এবং গুনাহ্এর কারণে পাকড়াও করে থাকেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় বেশ কিছু দিন সে এভাবেই থাকলো। অতঃপর সে আবার গুনাহএ লিপ্ত হলো এবং বললঃ হে আমার প্রভু! আমি গুনাহ্ করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তার প্রভু বলেনঃ আমার বান্দা কি জানে তার একজন প্রভু আছেন, যিনি গুনাহ্ মা'ফ করে থাকেন এবং গুনাহ্এর কারণে পাকড়াও করে থাকেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এভাবে তিনবার সে গুনাহ্ করলো এবং তিনবারাই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। সুতরাং যে যা খুশী তা করুক।

টিকাঃ এ হাদীছ থেকে এটা বুঝা যায় না যে, বার বার গুনাহ্ করার সুযোগ রয়েছে। গুনাহ্এর কাজ বার বার করা বিরাট অন্যায়। হাদীছের মূল তাৎপর্য হচ্ছে বান্দা যদি গুনাহ্ করার পর আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করে এবং আগামীতে গুনাহ্এর কাজ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু শয়তানের ধোকায় পড়ে সে যদি পুনরায় একই পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আবার তাওবা করে তাতেও আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন। তবে কেউ যদি তাওবা করার সময় শুধু মুখে মুখে তাওবা করে এবং অন্তরে পুনরায় পাপ কাজের ইচ্ছা গোপন রেখে পাপ কাজ করে চলে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়না।

অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন নবী ও অন্যান্য লোকদের সাথে কথা বলবেন

٢١٧٣ــ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، شُفِّعْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ، فَيَدْخُلُونَ. ثُمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ». فَقَالَ

أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (بخاری:٧٥٠٩)

২১৭৩) আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আমি বলবোঃ হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জান্নাত দান কর। সুতরাং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করোনো হবে। অতঃপর আমি বলবোঃ যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান আছে, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও। আনাস বলেনঃ আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতের আঙ্গুলগুলো দেখতে পাচ্ছি।

٢١٧٤ــ وَعَنْهُ ﷺ ذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلاً مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَزَادَ هُنَا فِي آخِرِهِ: «فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ: انْطَلِقْ، فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ، فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ. ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ. ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ». (بخاری:٧٥١٠)

২১৭৪) ইমাম বুখারী এখানে আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত শাফাআতের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ)এর বর্ণনায় শাফাআতের দীর্ঘ হাদীছটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে হাদীছটির শেষে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণিত হয়েছে, তারা ঈসা (আঃ)এর কাছে আসবে। তিনি বলবেনঃ আমি শাফাআতের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে যাও। তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলবোঃ আমি এ ব্যাপারে কাজ করবো। আমি আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইবো তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করবেন। তিনি আমাকে এমন কিছু প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিবেন, যার দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করবো। তবে প্রশংসার সেই বাণীগুলো আমার এখন মনে নেই। সুতরাং সেই বাক্যগুলো দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করবো এবং আল্লাহর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আমাকে বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। কথা বলো। তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। চাও দেয়া হবে। শাফাআত কর, কবুল করা হবে। আমি বলবোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাতের উপর রহম করুন, আমার উম্মাতের উপর রহম করুন। বলা হবেঃ যাও, তোমার উম্মাতের মধ্যে যার অন্তরে একটি গমের সমান ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি গিয়ে তাই করবো। অতঃপর ফিরে এসে আমি ঐ বাক্যগুলো দিয়ে আবার প্রশংসা শুরু করবো এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। অতঃপর বলা হবেঃ হে

মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। কথা বলো। তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। চাও দেয়া হবে। শাফাআত করো, কবুল করা হবে। আমি বলবোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাতের উপর রহম করুন, আমার উম্মাতের উপর রহম করুন। বলা হবেঃ যাও, তোমার উম্মাতের মধ্যে যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি গিয়ে তাই করবো। অতঃপর ফিরে এসে আমি ঐ বাক্যগুলো দিয়ে আবার প্রশংসা শুরু করবো এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। অতঃপর আমাকে বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। কথা বলো। তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। চাও দেয়া হবে। শাফাআত করো, কবুল করা হবে। আমি বলবোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাতের উপর রহম করুন, আমার উম্মাতের উপর রহম করুন। বলা হবেঃ যাও, তোমার উম্মাতের মধ্যে যার অন্তরে সরিষার দানার চেয়েও কম ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করো। আমি গিয়ে তাই করবো।

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ: «ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي، وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي، لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».

আনাস (রা) হতে অন্য বর্ণনায় আছে, চতুর্থবারও আমি গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আমাকে বলা হবেঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। কথা বলো। তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। চাও দেয়া হবে। শাফাআত করো, কবুল করা হবে। আমি বলবোঃ হে আমার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করেছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আমার ইজ্জত, মর্যাদা, বড়ত্ব ও মহত্বের শপথ! যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করেছে, তাকে আমি অবশ্যই জাহান্নাম থেকে বের করবো।

অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের কথা ও কাজ (সকল আমল) ওজন করা হবে

٢١٧٥ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». (بخارى:٧٥٦٣)

২১৭৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ এমন দু'টি বাক্য আছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়, উচ্চারণ করা খুবই সহজ, দাড়িপাল্লায় হবে খুব ভারী। বাক্য দু'টি হলঃ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ আমি প্রশংসা সহকারে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আমি মহন আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
ভূমিকাঃ	৪
ইমাম বুখারী (রহঃ)এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৮
কিতাবুল অহী, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিভাবে অহী নাযিল শুরু হয়েছিল?	১৬
কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি	২৬
অধ্যায়ঃ ঈমানের শাখাসমূহ	২৬
অধ্যায়ঃ যার জবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলিম	২৬
অধ্যায়ঃ ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম?	২৬
অধ্যায়ঃ মানুষকে খাদ্য প্রদান করা ইসলামের অন্তর্ভূক্ত	২৬
অধ্যায়ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ করবে মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত	২৭
অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ	২৭
অধ্যায়ঃ ঈমানের স্বাদ	২৭
অধ্যায়ঃ মদীনার আনসারকে ভালবাসা ঈমানের অংশ	২৭
অধ্যায়ঃ ফিতনা থেকে দূরে থাকা ঈমানের অংশ	২৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাঃ আমি আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী অবগত	২৮
অধ্যায়ঃ আমলের কারণে ঈমানদারদের মর্যাদার পার্থক্য	২৯
অধ্যায়ঃ লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত	২৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও	২৯
অধ্যায়ঃ যারা বলে আমলের অপর নাম ঈমান	৩০
অধ্যায়ঃ ইসলাম যদি প্রকৃত অবস্থায় না হয়	৩০
অধ্যায়ঃ স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং ছোট কুফরের বর্ণনা	৩১
অধ্যায়ঃ সকল পাপ কাজ জাহেলীয়াতের অন্তর্ভূক্ত। পাপ কাজে লিপ্ত হলেই কাউকে কাফের বলা যাবেনা	৩১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যদি মুমিনদের দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজরাতঃ ৯)	৩১
অধ্যায়ঃ কোন কোন জুলুম অন্য জুলুম থেকে কম পর্যায়ের হয়ে থাকে	৩২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ মুনাফেকের আলামত	৩২
অধ্যায়ঃ লাইলাতুল কদরের কিয়াম করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত	৩৩
অধ্যায়ঃ জেহাদ ঈমানের অংশ	৩৩
অধ্যায়ঃ রামাযানের রাতে কিয়াম করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত অধ্যায়ঃ ছাওয়াবের আশায় রামাযানের রোযা রাখা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত	৩৩
অধ্যায়ঃ দ্বীন খুবই সহজ সরল	৩৪
অধ্যায়ঃ নামায ঈমানের অংশ	৩৪
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যময় দিক	৩৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর কাছে সেই আমল বেশী প্রিয় যা সর্বদা করা হয়	৩৫
অধ্যায়ঃ ঈমান কম বেশী হয়	৩৫
অধ্যায়ঃ যাকাত ইসলামের একটি রুকন	৩৬
অধ্যায়ঃ জানাযায় শরীক হওয়া ঈমানের অংশ	৩৭
অধ্যায়ঃ অজান্তে মুমিনের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার ভয়	৩৭
অধ্যায়ঃ ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিবরীলের প্রশ্ন	৩৭
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে সন্দেহ মুক্ত করে নিল	৩৮
অধ্যায়ঃ গণীমতের মালামাল হতে এক পঞ্চমাংশ দান করা ঈমানের অংশ	৩৯
অধ্যায়ঃ মানুষের আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল	৪০
অধ্যায়ঃ দ্বীন নসীহত স্বরূপ	৪০
কিতাবুল ইলমঃ অধ্যায়ঃ ইলমের ফজীলত	৪১
অধ্যায়ঃ ইলম শিক্ষা দেয়ার সময় আওয়াজ উঁচু করা	৪১
অধ্যায়ঃ ইমাম তাঁর অনুসারীদের জ্ঞান যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন	৪১
অধ্যায়ঃ মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ পাঠ করা এবং পেশ করা	৪২
অধ্যায়ঃ যাকে হাদীছ শুনানো হয় সে উপস্থিত হয়ে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে	৪৪
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জন্য (মাঝে মাঝে) নসীহত করতেন, যাতে তাঁরা বিরক্ত না হন	৪৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন	৪৪
অধ্যায়ঃ জ্ঞানের কথা বুঝার চেষ্টা করা	৪৫
অধ্যায়ঃ জ্ঞান ও হিকমতে গিবতা (ঈর্ষা) করা	৪৫
অধ্যায়ঃ ইবনে আব্বাসের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ	৪৫
অধ্যায়ঃ কত বছর বয়সে শিশুরা হাদীছ শ্রবণ করে মুখস্থ রাখতে পারে?	৪৬
অধ্যায়ঃ ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়ার ফজীলত	৪৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে	৪৭
অধ্যায়ঃ ইলমের ফজীলত	৪৭
অধ্যায়ঃ বাহনে আরোহন করে ফতোয়া দেয়া	৪৮
অধ্যায়ঃ হাত বা মাথার ইশারায় ফতোয়া দেয়া	৪৮
অধ্যায়ঃ জরুরী কোন মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজ পরিবারকে শিক্ষা দেয়া	৪৯
অধ্যায়ঃ ইল্‌ম শিক্ষার জন্য শিক্ষকের নিকট পালাক্রমে গমণ করা	৫০
অধ্যায়ঃ নসীহত করার সময় অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি রাগান্বিত হওয়া	৫০
অধ্যায়ঃ ভালভাবে বুঝার জন্য একই কথা তিনবার বলা	৫১
অধ্যায়ঃ দাসী এবং স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া	৫২
অধ্যায়ঃ ইমাম কর্তৃক মহিলাদেরকে শিক্ষা দান	৫২
অধ্যায়ঃ হাদীছ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ	৫২
অধ্যায়ঃ ইল্‌ম কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে?	৫২
অধ্যায়ঃ মহিলাদেরকে ইল্‌ম শিক্ষা দেয়ার জন্য আলাদা কোন দিন নির্ধারণ করা যাবে কি?	৫৩
অধ্যায়ঃ কোন কথা শুনার পর ভালভাবে বুঝার জন্য দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা	৫৩
অধ্যায়ঃ উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে জ্ঞানের কথা জানিয়ে দিবে	৫৪
অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপ করার গুনাহ	৫৪
অধ্যায়ঃ জ্ঞানের কথা লেখে নেয়া	৫৫
অধ্যায়ঃ রাতে নসীহত করা এবং শিক্ষা দান	৫৬
অধ্যায়ঃ রাতে গল্প করা	৫৬
অধ্যায়ঃ জ্ঞানের কথা মুখস্থ রাখা	৫৭
অধ্যায়ঃ জ্ঞানীদের কথা শ্রবণ করার জন্য নিরব থাকা	৫৯
অধ্যায়ঃ আলেমকে যখন প্রশ্ন করা হবে, মানুষের মধ্যে কে বড় আলেম তখন তিনি কি বলবেন?	৫৯
অধ্যায়ঃ উপবিষ্ট আলেমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা	৬২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমাদেরকে খুব অল্প জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে	৬২
অধ্যায়ঃ বুঝতে না পারার আশঙ্কায় একদলকে বাদ দিয়ে অন্যদলকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়া	৬৩
অধ্যায়ঃ ইল্‌ম অর্জনে লজ্জাবোধ করা	৬৩
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি লজ্জাবোধ করবে সে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলবে	৬৪
অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতরে ইল্‌মী আলোচনা করা এবং ফতোয়া জিজ্ঞেস করা	৬৪
অধ্যায়ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে প্রশ্নের অতিরিক্ত কিছু যোগ করা	৬৫
কিতাবুল অযুঃ অধ্যায়ঃ অযু ব্যতীত নামায কবুল হয়না	৬৫

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ অযুর ফজীলত	৬৬
অধ্যায়ঃ অযু ছুটে যাওয়ার সন্দেহ হলেই অযু করতে হবেনা, যতক্ষণ না অযু ছুটে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস হয়	৬৬
অধ্যায়ঃ হালকাভাবে অযু করা	৬৬
অধ্যায়ঃ পরিপূর্ণরূপে অযু করা	৬৭
অধ্যায়ঃ উভয় হাত দ্বারা এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করা	৬৭
অধ্যায়ঃ পেশাব-পায়খানা করার জন্য বসার পূর্বে যা বলবে	৬৭
অধ্যায়ঃ শৌচাগারে (ঠয়লেটে) পানি রাখা	৬৮
অধ্যায়ঃ পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হওয়া যাবেনা	৬৮
অধ্যায়ঃ দুইটি ইটের উপর বসে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা	৬৮
অধ্যায়ঃ প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া	৬৯
অধ্যায়ঃ পানি দিয়ে ইস্তেনজা (শৌচকার্য) করা	৬৯
অধ্যায়ঃ ডান হাতে ইস্তেনজা (শৌচকার্য) করা নিষেধ	৭০
অধ্যায়ঃ পাথর দিয়ে ইস্তেনজা করা	৭০
অধ্যায়ঃ গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করা নিষেধ	৭০
অধ্যায়ঃ অযুর অঙ্গগুলো একবার একবার ধৌত করা	৭০
অধ্যায়ঃ অযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধৌত করা	৭০
অধ্যায়ঃ অযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা	৭১
অধ্যায়ঃ অযুতে নাক পরিস্কার করা	৭১
অধ্যায়ঃ বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করা	৭২
অধ্যায়ঃ উভয় পা ধৌত করতে হবে, জুতার উপর মাসেহ করবে না	৭২
অধ্যায়ঃ অযু ও গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা	৭৩
অধ্যায়ঃ নামাযের সময় হলে অযুর পানি তালাশ করা	৭৩
অধ্যায়ঃ যে পানি দ্বারা মানুষের চুল ধৌত করা হয় তার হুকুম	৭৩
অধ্যায়ঃ কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তাঁর হুকুম	৭৩
অধ্যায়ঃ যারা পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুকে অযু ভঙ্গের কারণ মনে করেন না	৭৪
অধ্যায়ঃ কাউকে তার সাথী অযু করিয়ে দিলে তা জায়েয হবে	৭৫
অধ্যায়ঃ বিনা অযুতে কুরআন পড়া	৭৫
অধ্যায়ঃ অযুতে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা	৭৬
অধ্যায়ঃ অযুর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা	৭৬
অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রী এক সাথে একই পাত্র থেকে অযু করা	৭৭

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অযুর অবশিষ্ট পানি সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির উপর ছিটানো	৭৭
অধ্যায়ঃ কাঠ বা পাথরের পাত্রে অযু ও গোসল করা	৭৭
অধ্যায়ঃ এক মুদ্দ পানি দিয়ে অযু করা	৭৮
অধ্যায়ঃ মোজার উপর মাসেহ করা	৭৯
অধ্যায়ঃ পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা হলে	৭৯
অধ্যায়ঃ বকরীর গোশত খেয়ে অযু না করা	৭৯
অধ্যায়ঃ ছাতু খেয়ে শুধু কুলি করা	৮০
অধ্যায়ঃ দুধ পান করে শুধু কুলি করা	৮০
অধ্যায়ঃ ঘুমের কারণে অযু করা। যারা বলে এক ঝিমুনি, দুই ঝিমুনি কিংবা সামান্য ঘুমের কারণে অযু আবশ্যক হয় না	৮০
অধ্যায়ঃ অযু ভঙ্গ না হলেও অযু করা	৮১
পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা কবীরা গুনাহ	৮১
অধ্যায়ঃ পেশাব ধৌত করা	৮২
অধ্যায়ঃ মসজিদে গ্রাম্য লোককে পেশাব করতে বাঁধা না দেয়া	৮২
অধ্যায়ঃ শিশুদের পেশাব প্রসঙ্গে	৮২
অধ্যায়ঃ দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় অবস্থায় পেশাব করা	৮২
অধ্যায়ঃ দেয়ালের আড়ালে এবং নিজ সাথীর নিকটেই পেশাব করা	৮৩
অধ্যায়ঃ রক্ত ধৌত করা	৮৩
অধ্যায়ঃ মনী (বীর্য) ধৌত করা এবং ঘষে উঠিয়ে ফেলা	৮৩
অধ্যায়ঃ উট, অন্যান্য হালাল পশু এবং বকরীর খোঁয়ার প্রসঙ্গে	৮৪
অধ্যায়ঃ ঘি এবং পানিতে অপবিত্র জিনিষ পতিত হলে	৮৫
অধ্যায়ঃ স্থির পানিতে পেশাব করার হুকুম	৮৫
অধ্যায়ঃ নামাযরত ব্যক্তির পিঠে অবর্জনা কিংবা মৃত জন্তুর ভূড়ি নিক্ষেপ করা হলে নামায নষ্ট হবেনা	৮৫
অধ্যায়ঃ কাপড়ে থুথু ফেলা এবং তা দিয়ে নাক পরিস্কার করা	৮৬
অধ্যায়ঃ মেয়ে কর্তৃক স্বীয় পিতার চেহারা হতে রক্ত ধৌত করা	৮৬
অধ্যায়ঃ মেসওয়াকের বিবরণ	৮৬
অধ্যায়ঃ বয়সে যিনি বড়, প্রথমে তাঁকে মেসওয়াক প্রদান করা	৮৭
অধ্যায়ঃ অযু সহকারে রাত্রি যাপন করার ফজীলত	৮৭
কিতাবুল গোসল অধ্যায়ঃ গোসলের পূর্বে অযু করা	৮৯
অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসল করা	৮৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ এক সা পানি দ্বারা গোসল করা	৮৯
অধ্যায়ঃ গোসলের সময় মাথায় তিনবার পানি ঢালা	৯০
অধ্যায়ঃ পবিত্রতার অর্জনের গোসল করার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা	৯০
অধ্যায়ঃ একবার স্ত্রী সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে	৯০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করল	৯১
অধ্যায়ঃ পবিত্রতার গোসল করার সময় চুল খেলাল করা	৯১
অধ্যায়ঃ কোন লোক মসজিদে এসে যদি মনে করে যে, সে অপবিত্র, তাহলে সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে, তায়াম্মুম করবেনা	৯১
অধ্যায়ঃ নির্জনে অথবা দেয়ালে ঘেরা স্থানে একাকী উলঙ্গ হয়ে গোসল করা	৯১
অধ্যায়ঃ মানুষের সাথে গোসল করার সময় পর্দা করা	৯২
অধ্যায়ঃ অপবিত্র ব্যক্তির শরীরের ঘাম এবং মুসলিম ব্যক্তি কখনও নাপাক হয়না	৯৩
অধ্যায়ঃ অপবিত্র ব্যক্তি শুধু অযু করে ঘুমাতে পারবে	৯৩
অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গদ্বয় পরস্পর মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে	৯৩
কিতাবুল হাইয (ঋতু পর্ব)ঃ অধ্যায়ঃ মহিলাদের হায়েয দেখা দিলে তার হুকুম	৯৪
অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা ধৌত করা এবং চিরুনী করে দেয়া	৯৪
অধ্যায়ঃ পুরুষ তার ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়তে পারে	৯৪
অধ্যায়ঃ নেফাসকে হায়েয বলা	৯৪
অধ্যায়ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে শয়ন করা	৯৫
অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় রোযা রাখা থেকে বিরত থাকা	৯৫
অধ্যায়ঃ মুস্তাহাযা মহিলার ই'তেকাফে বসা	৯৬
অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা	৯৬
অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা শরীর মর্দন করবে	৯৭
অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা মাথায় চিরুনী করতে পাওে	৯৭
অধ্যায়ঃ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা মাথার চুল খুলে ফেলবে	৯৭
অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায কাযা করবেনা	৯৮
অধ্যায়ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই কাপড়ে নিদ্রা যাওয়া	৯৮
অধ্যায়ঃ হায়েয অবস্থায় মহিলারা ঈদগাহে উপস্থিত হতে পাওে	৯৮
অধ্যায়ঃ হায়েযের নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নির্গত পীত রং এবং ধুসর রং-এর হুকুম	৯৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ তাওয়াফে ইফাযার পর হায়েয দেখা দিলে	৯৯
অধ্যায়ঃ নিফাসের মুদ্দতের ভিতরে মহিলা মারা গেলে তার জানাযা নামায এবং তার	৯৯
অধ্যায়ঃ পূর্ব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য একটি অধ্যায়	৯৯
কিতাকুত তায়াম্মুমঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) অর্থাৎ তোমরা পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর	১০১
অধ্যায়ঃ মুকীম অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে	১০২
অধ্যায়ঃ তায়াম্মুমকারী মাটিতে হাত মেরে হাতে ফুঁ দিবে কি?	১০২
অধ্যায়ঃ পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য অযুর পানির হুকুম রাখে	১০৩
কিতাবুস সালাত অধ্যায়ঃ মি'রাজের রাতে কিভাবে নামায ফরয হল?	১০৬
অধ্যায়ঃ কাপড় পরিধান করে নামায পড়া ওয়াজিব	১০৮
অধ্যায়ঃ এক কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়া	১০৯
অধ্যায়ঃ এক কাপড়ে নামায পড়ার সময় উভয় কাঁধের উপর কাপড়ের কিছু অংশ রাখবে	১০৯
অধ্যায়ঃ কাপড় যদি ছোট হয়	১১০
অধ্যায়ঃ শামী (সংকীর্ণ) জুব্বা পরিধান করে নামায পড়া	১১০
অধ্যায়ঃ নামায ও অন্যান্য অবস্থায় উলঙ্গ হওয়া নিষেধ	১১১
অধ্যায়ঃ সতর কতটুকু ঢাকতে হবে?	১১১
অধ্যায়ঃ রান সতরের অন্তর্ভূক কি না?	১১২
অধ্যায়ঃ মহিলারা কয়টি কাপড় পরিধান করে নামায পড়বে?	১১৪
অধ্যায়ঃ কেউ যদি নকশী করা কাপড়ে নামায পড়ে?	১১৪
অধ্যায়ঃ কেউ যদি ক্রুশচিহ্ন বিশিষ্ট অথবা ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায পড়ে তাহলে কি তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে?	১১৪
অধ্যায়ঃ রেশমী কোট পরিধান করে নামায পড়ে তা খুলে ফেলা	১১৫
অধ্যায়ঃ লাল কাপড় পরিধান করে নামায পড়া	১১৫
অধ্যায়ঃ ছাদ, মিম্বার ও কাঠের উপর নামায পড়া	১১৫
অধ্যায়ঃ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া	১১৬
অধ্যায়ঃ বিছানার উপর নামায পড়া	১১৬
অধ্যায়ঃ প্রচণ্ড গরমের কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করা	১১৭
অধ্যায়ঃ জুতা পরিধান করে নামায আদায় করা	১১৭
অধ্যায়ঃ মোজা পরিধান করে নামায আদায় করা	১১৭
অধ্যায়ঃ সেজদায় বাহুদ্বয় পাঁজর হতে দূরে রাখবে	১১৮
অধ্যায়ঃ কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করার ফজীলত	১১৮

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর	১১৮
অধ্যায়ঃ যেখানেই নামায পড়া হোক না কেন কিবলামুখী হতে হবে.....	১১৯
অধ্যায়ঃ কিবলার বর্ণনা এবং যারা মনে করে ভুলক্রমে অন্য দিকে মুখ করে নামায	১২০
অধ্যায়ঃ হাত দিয়ে মসজিদ থেকে থুথু পরিস্কার করা.....	১২১
অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় ডান দিকে থুথু ফেলবেনা	১২২
অধ্যায়ঃ মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্ফারা	১২২
অধ্যায়ঃ ইমাম কর্তৃক লোকদেরকে নামায পূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কিবলার বর্ণনা.....	১২২
অধ্যায়ঃ অমুক গোত্রের মসজিদ- এ কথা বলা যাবে কি?	১২২
অধ্যায়ঃ সম্পদ বন্টন করা এবং মসজিদে থোকা ঝুলিয়ে রাখা?	১২৩
অধ্যায়ঃ ঘরের মধ্যে নামাযের স্থান নির্ধারণ করা.....	১২৪
অধ্যায়ঃ জাহেলী যুগের মুশরিকদের কবর উপড়ে ফেলে তথায় মসজিদ নির্মাণ করা?	১২৫
অধ্যায়ঃ উট রাখার স্থানে নামায পড়া	১২৬
অধ্যায়ঃ চুলা, আগুন বা অন্য কোন পূজনীয় বস্তু সামনে নিয়ে কেউ আল্লাহর জন্য নামায পড়লে.....	১২৬
অধ্যায়ঃ কবরস্থানে নামায পড়া নিষেধ	১২৬
অধ্যায়ঃ পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত অন্য একটি অধ্যায়	১২৭
অধ্যায়ঃ মহিলারা মসজিদে ঘুমাতে পারে	১২৭
অধ্যায়ঃ মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো.....	১২৮
অধ্যায়ঃ কেউ মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ে নিবে.....	১২৮
অধ্যায়ঃ মসজিদ নির্মাণ করা.....	১২৯
অধ্যায়ঃ মসজিদ নির্মাণের সময় পরস্পর সহযোগিতা করা.....	১২৯
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে তার ফজীলত.....	১৩০
অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতর দিয়ে চলার সময় তীরের অগ্রভাগ বন্ধ রাখা	১৩০
অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা.....	১৩০
অধ্যায়ঃ মসজিদের ভিতরে কবিতা আবৃত্তি করা.....	১৩০
অধ্যায়ঃ বর্শা (যুদ্ধাস্ত্র) নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা	১৩০
অধ্যায়ঃ মসজিদে ঋণ আদায়ের তাকিদ দেয়া	১৩১
অধ্যায়ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং তা থেকে কাপরের টুকরা, অবর্জনা এবং কাঠের টুকরা উঠিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া.....	১৩১
অধ্যায়ঃ মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা.....	১৩১
অধ্যায়ঃ কয়েদী এবং ঋণদারকে মসজিদে বেঁধে রাখা	১৩২
অধ্যায়ঃ রোগী এবং অন্যান্যদের জন্য মসজিদে তাঁবুর ব্যবস্থা করা.....	১৩২
অধ্যায়ঃ প্রয়োজনে মসজিদে উট প্রবেশ করানো	১৩২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ শিরোনাম বিহীন একটি অধ্যায়	১৩৩
অধ্যায়ঃ মসজিদের জানালা রাখা এবং ভিতর দিয়ে রাস্তারও ব্যবস্থা করা	১৩৩
অধ্যায়ঃ কা'বা ঘর এবং অন্যান্য মসজিদের দরজা এবং তালার ব্যবস্থা করা	১৩৪
অধ্যায়ঃ মসজিদে বৃত্তকারে অথবা সাধারণভাবে বসা	১৩৫
অধ্যায়ঃ মসজিদে চিৎ হয়ে শয়ন করা	১৩৫
অধ্যায়ঃ বাজারের মসজিদে নামায পড়া	১৩৫
অধ্যায়ঃ মসজিদ বা অন্যস্থানে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে জালের মত করা	১৩৬
অধ্যায়ঃ মদীনার রাস্তাসমূহে যে সমস্ত মসজিদ রয়েছে এবং যে সকল স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন	১৩৭
নামাযীর সুতরা পর্বঃ অধ্যায়ঃ ইমামের সুতরা মুক্তাদীরও সুতরা	১৪১
অধ্যায়ঃ সুতরা ও নামাযীর মধ্যে দূরত্ব কতটুকু হওয়া উচিত	১৪১
অধ্যায়ঃ বর্শার দিকে ফিরে নামায আদায় করা	১৪২
অধ্যায়ঃ মসজিদের খুঁটি সামনে রেখে নামায আদায় করা	১৪২
অধ্যায়ঃ একা নামায পড়ার সময় মসজিদের দু'খুঁটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা	১৪২
অধ্যায়ঃ যানবাহন, উট, গাছ, পালকি ইত্যাদি সামনে রেখে নামায আদায় করা	১৪২
অধ্যায়ঃ খাট বা চৌকি সামনে রেখে নামায পড়া	১৪৩
অধ্যায়ঃ নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে বাঁধা দিবে	১৪৩
অধ্যায়ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর গুনাহ	১৪৩
অধ্যায়ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া	১৪৪
অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় শিশু মেয়েকে ঘাড়ে বহন করলে	১৪৪
অধ্যায়ঃ মহিলা নামাযী ব্যক্তির শরীর থেকে আবর্জনা ফেলে দিতে পারে	১৪৪
নামাযের সময় পর্বঃ অধ্যায়ঃ নামাযের সময় এবং তার ফযীলত	১৪৫
অধ্যায়ঃ নামায গুনাহসমূহের কাফ্ফারা	১৪৫
অধ্যায়ঃ নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়ের ফজীলত	১৪৬
অধ্যায়ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাসমূহের কাফ্ফা স্বরূপ	১৪৭
অধ্যায়ঃ নামাযী ব্যক্তি তাঁর প্রভুর সাথে কথোপকথন করে	১৪৭
অধ্যায়ঃ প্রচণ্ড গরমের কারণে যোহরের নামায দেরী করে আদায় করা	১৪৭
অধ্যায়ঃ সূর্য ঢলে গেলে যোহরের নামাযের সময় হয়	১৪৮
অধ্যায়ঃ যোহরের নামায আসর পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা	১৪৯
অধ্যায়ঃ আসরের নামাযের সময়	১৪৯
অধ্যায়ঃ আসরের নামায ছুটে যাওয়ার গুনাহ	১৫০

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আসরের নামায ছেড়ে দিল	১৫০
অধ্যায়ঃ আসরের নামাযের ফজীলত	১৫০
অধ্যায়ঃ যে সূর্য অস্তের পূর্বে আসর নামাযের এক রাকাত পেল	১৫১
অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযের সময়	১৫২
অধ্যায়ঃ যারা মাগরিবকে ইশা বলা অপছন্দ করেন	১৫২
অধ্যায়ঃ ইশার নামাযের ফজীলত	১৫৩
অধ্যায়ঃ ইশার নামাযের পূর্বে যার ঘুম এসে যায় সে ঘুমাতে পারবে	১৫৩
অধ্যায়ঃ অর্ধেক রাত পর্যন্ত ইশার নামাযের সময় থাকে	১৫৪
অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের ফজীলত	১৫৪
অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের সময়	১৫৪
অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ার বিধান	১৫৫
অধ্যায়ঃ সূর্য পূর্ণরূপে অস্ত যাওয়ার পূর্বে নামায পড়ার ইচ্ছা করবেনা	১৫৬
অধ্যায়ঃ আসরের পর কাযা নামায বা অনুরূপ কোন নামায পড়া	১৫৬
অধ্যায়ঃ নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর আযান দেয়া	১৫৭
অধ্যায়ঃ নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি লোকদেরকে নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে	১৫৭
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে ভুলে যাবে সে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিবে	১৫৪
কিতাবুল আযানঃ অধ্যায়ঃ আযানের সূচনা	১৬১
অধ্যায়ঃ আযানের শব্দগুলো দু'বার দু'বার বলবে	১৬১
অধ্যায়ঃ আযান দেয়ার ফজীলত	১৬১
অধ্যায়ঃ উঁচু আওয়াযে আযান দেয়া	১৬২
অধ্যায়ঃ আযানের শব্দ শুনে যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধ করা	১৬২
অধ্যায়ঃ মুআয্যিনের আওয়ায শুনলে যা বলবে	১৬২
অধ্যায়ঃ আযানের দু'আ	১৬২
অধ্যায়ঃ আযানের জন্য লটারী দেয়া বা লটারীর মাধ্যমে মুআয্যিন নিযুক্ত করা	১৬৩
অধ্যায়ঃ কেউ সময় বলে দিলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে	১৬৩
অধ্যায়ঃ ফজরের সময় হলে আযান দেয়া	১৬৩
অধ্যায়ঃ ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া	১৬৩
অধ্যায়ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায আছে। তবে যে ইচ্ছা করে তার জন্য	১৬৪
অধ্যায়ঃ যারা বলেনঃ সফরে একজন মুআয্যিনই যেন আযান দেয়	১৬৪

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সংখ্যা একাধিক হলে তারা আযান ও ইকামত দিবে	১৬৫
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির কথা, আমাদের নামায ছুটে গেছে	১৬৫
অধ্যায়ঃ ইকামতের সময় ইমামকে দেখে মুক্তাদীরা কখন দাঁড়াবে?	১৬৫
অধ্যায়ঃ ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে	১৬৫
অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে নামায আদায় ওয়াজিব	১৬৫
অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ফজীলত	১৬৬
অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায়ের ফজীলত	১৬৬
অধ্যায়ঃ প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ার ফজীলত	১৬৭
অধ্যায়ঃ মসজিদে যাওয়ার সময় পদক্ষেপসমূহের বিনিময়ে ছাওয়াব কামনা করা	১৬৭
অধ্যায়ঃ জামাআতের সাথে ইশার নামায পড়ার ফজীলত	১৬৭
অধ্যায়ঃ নামাযের জন্য মসজিদে বসে অপেক্ষাকারী এবং মসজিদের ফজীলত	১৬৮
অধ্যায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাতায়াতকারীর মর্যাদা	১৬৮
অধ্যায়ঃ ফরয নামাযের ইকামত হয়ে গেলে সেই নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না	১৬৮
অধ্যায়ঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে জামআতে শরীক হবে?	১৬৯
অধ্যায়ঃ লোক সংখ্যা যাই হোক ইমাম কি তাদেরকে নিয়েই নামায পড়বেন? বৃষ্টির দিনেও কি তিনি খুতবা দিবেন?	১৭০
অধ্যায়ঃ নামাযের ইকামতের সময় যদি খাবার উপস্থিত হয়	১৭০
অধ্যায়ঃ ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকার সময় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাবে	১৭১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায এবং নামাযের সুন্নাতী তরীকা শিক্ষা দেয়ার জন্য নামায পড়ে দেখায়	১৭১
অধ্যায়ঃ জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিগণ ইমামতি করা বেশী হকদার	১৭১
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলে যদি প্রথম ইমাম এসে যায় .	১৭২
অধ্যায়ঃ ইমাম এজন্য বানানো হয় যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয়	১৭৩
অধ্যায়ঃ ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণ কখন সেজদাহ করবে?	১৭৫
অধ্যায়ঃ ইমামের পূর্বে (রুকূ-সেজদাহ) থেকে মাথা উঠানোর গুনাহ	১৭৫
অধ্যায়ঃ কৃতদাস, আযাদকৃত দাস এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইমামতি করা প্রসঙ্গে	১৭৫
অধ্যায়ঃ ইমামগণ যদি পরিপূর্ণরূপে নামায আদায় না করেন এবং মুক্তাদীগণ পূর্ণ করেন	১৭৫
অধ্যায়ঃ ইমাম ও মুক্তাদী মিলে যখন নামাযী মাত্র দু'জন হবে তখন মুক্তাদী ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে	১৭৫
অধ্যায়ঃ ইমাম যখন কিরাআত লম্বা করবে তখন কোন মুক্তাদী বিশেষ প্রয়োজনে নামায	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
ছেড়ে দিয়ে একা নামায পড়ে নিলে তা জায়েয হবে.....	১৭৬
অধ্যায়ঃ নামাযে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ-সেজদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করা ইমামের উপর কর্তব্য.....	১৭৬
অধ্যায়ঃ সংক্ষেপ করা সত্বেও পরিপূর্ণরূপে নামায আদায় করা.....	১৭৭
অধ্যায়ঃ শিশুর কান্না শুনে নামায সংক্ষেপ করা.....	১৭৭
অধ্যায়ঃ নামাযের ইকামত হওয়ার সময় কাতার সোজা করা	১৭৮
অধ্যায়ঃ নামাযের কাতার সোজা করার সময় ইমাম মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখবে..	১৭৮
অধ্যায়ঃ ইমাম এবং মুক্তাদীর মাঝখানে যদি দেয়াল বা পর্দা থাকে.....	১৭৮
অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদের নামায.....	১৭৮
নামাযের পদ্ধতির অধ্যায়সমূহঃ অধ্যায়ঃ নামাযের শুরুতে প্রথম তাকবীর বলার সময় উভয় হাত সমানভাবে উঠানো.....	১৭৯
অধ্যায়ঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা.....	১৭৯
অধ্যায়ঃ নামাযী তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর কি বলবে?	১৭৯
অধ্যায়ঃ মুক্তাদী নামাযে ইমামের দিকে তাকাতে পারবে.....	১৮১
অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়া.....	১৮১
অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় এদিক ওদিক তাকানো.....	১৮১
অধ্যায়ঃ ইমাম এবং মুক্তাদীর উপর সকল নামাযেই কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব.....	১৮১
অধ্যায়ঃ যোহরের নামাযের কিরাআত	১৮৩
অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযের কিরাআত.....	১৮৪
অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা.....	১৮৪
অধ্যায়ঃ ইশার নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা	১৮৪
অধ্যায়ঃ ইশার নামাযের কিরাআতের বর্ণনা.....	১৮৪
অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযের কিরাআতের বর্ণনা.....	১৮৫
অধ্যায়ঃ ফজরের নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা	১৮৫
অধ্যায়ঃ নামাযের একই রাকআ'তে দু'সূরা পাঠ করা, নামাযে সূরার শেষ আয়াত পাঠ করা, কুরআন মযীদের সূরাগুলো যেভাবে বিন্যস্ত করা আছে নামাযে কিরা'ত পাঠ করার সময় সে বিন্যাস রক্ষা না করা এবং সূরার প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করা.....	১৮৬
অধ্যায়ঃ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষের দু'রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করা	১৮৬
অধ্যায়ঃ ইমামের উচ্চঃস্বরে আমীন বলা.....	১৮৭
অধ্যায়ঃ আমীন বলার ফজীলত.....	১৮৭
অধ্যায়ঃ কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকূ করা প্রসঙ্গে.....	১৮৭
অধ্যায়ঃ রুকূতে পূর্ণভাবে তাকবীর বলা.....	১৮৭

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ সেজদা হতে উঠার সময় তাকবীর বলা	১৮৮
অধ্যায়ঃ রুকূতে থাকাবস্থায় হাঁটুর উপর হাত রাখা	১৮৮
অধ্যায়ঃ রুকূতে থাকাবস্থায় পিঠ সোজা রাখা এবং তাতে ধীরস্থীরত অবলম্বন করা	১৮৮
অধ্যায়ঃ রুকূর দু'আ	১৮৮
অধ্যায়ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলার ফজীলত	১৮৯
অধ্যায়ঃ রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ানো	১৯০
অধ্যায়ঃ আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সিজদায় যাবে	১৯০
অধ্যায়ঃ সিজদার ফজীলত	১৯০
অধ্যায়ঃ সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা	১৯৩
অধ্যায়ঃ দু'সিজদার মাঝখানে অবস্থান করা	১৯৩
অধ্যায়ঃ সিজদাবস্থায় যমিনে দু'বাহু বিছিয়ে দিবেনা	১৯৪
অধ্যায়ঃ নামাযের বেজোড় রাকআতে সিজদা থেকে উঠার পর সামান্য সময় বসে তারপর উঠে দাঁড়ানো	১৯৪
অধ্যায়ঃ দু'সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলবে	১৯৪
অধ্যায়ঃ তাশাহ্হুদে বসার তরীকা	১৯৪
অধ্যায়ঃ যারা প্রথম তাশাহ্হুদ ওয়াজিব মনে করেন না	১৯৫
অধ্যায়ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া	১৯৬
অধ্যায়ঃ সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'আ করা	১৯৬
অধ্যায়ঃ তাশাহ্হুদের পর পছন্দ অনুযায়ী দু'আ করবে	১৯৭
অধ্যায়ঃ সালাম ফিরানো	১৯৭
অধ্যায়ঃ ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে	১৯৭
অধ্যায়ঃ নামায শেষে যিকির	১৯৪
অধ্যায়ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবে	১৯৯
অধ্যায়ঃ ইমাম নামায আদায় করার পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে করে মানুষদেরকে ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে গেলে	২০০
অধ্যায়ঃ সালাম ফিরানোর পর ডান দিক থেকে অথবা বাম দিক থেকে ঘুরে বসা	২০০
অধ্যায়ঃ কাঁচা পেয়াজ, রসুন এবং দুর্গন্ধযুক্ত সব্জির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	২০০
অধ্যায়ঃ শিশুদের অযু করা	২০১
অধ্যায়ঃ রাতে ও অন্ধকারে মহিলাদের মসজিদে গমণ	২০২
কিতাবুল জুমআ (জুমআ পর্ব)ঃ অধ্যায়ঃ জুমআর নামায ফরয হওয়ার বিবরণ	২০৩
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা	২০৩
অধ্যায়ঃ জুমআর ফজীলত	২০৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন তৈল ব্যবহার করা	২০৪
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করা	২০৪
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন মেসওয়াক করা	২০৫
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন ইমাম ফজরের নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করবে?	২০৫
অধ্যায়ঃ গ্রামে ও শহরে জুমআর নামায	২০৫
অধ্যায়ঃ যার উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয় তার উপর কি জুমআর গোসল ওয়াজিব?	২০৬
অধ্যায়ঃ কতদূর হতে জুমআর নামাযে আসতে হবে? কার উপর জুমআর নামায ওয়াজিব?	২০৬
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন গরম বেড়ে গেলে	২০৭
অধ্যায়ঃ জুমআর নামাযে গমণ করা	২০৭
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে বসবেনা	২০৭
অধ্যায়ঃ জুমআর দিনের আযান	২০৭
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন একজন মুআয্যিনের আযান দেয়া	২০৮
অধ্যায়ঃ মিম্বারের উপর বসে ইমাম জুমআর দিন আযানের উত্তর দিবে	২০৮
অধ্যায়ঃ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে ইমাম খুতবা দিবে	২০৮
অধ্যায়ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা	২০৯
অধ্যায়ঃ খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর আম্মা বা'দ বলা	২০৯
অধ্যায়ঃ খুতবা অবস্থায় ইমাম যখন কোন লোককে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তাকে দু'রাকআত নামায পড়ার আদেশ দিবে	১১০
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন খুতবা অবস্থায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা	২১১
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন ইমাম খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো	২১১
অধ্যায়ঃ জুমআর দিনের বিশেষ (দু'আ কবুলের) একটি সময়	২১২
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন ইমামকে রেখে কিছু লোক চলে গেলে	২১২
অধ্যায়ঃ জুমআর নামাযের আগে ও পরে নামায পড়া	২১২
সালাতুল খাওফ (ভয়কালীন) নামায	২১৪
অধ্যায়ঃ পায়ে হেঁটে ও আরোহী অবস্থায় ভয়কালীন নামায পড়া	২১৪
অধ্যায়ঃ শত্রুকে ধাওয়াকারী অবস্থায় এবং শত্রুকর্তৃক ধাওয়াকৃত হয়ে আরোহী অবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে নামায আদায় করা	২১৪
কিতাবুল ঈদাইন (দু'ঈদের নামায)ঃ অধ্যায়ঃ ঈদের দিন বর্শা এবং ঢাল নিয়ে খেলা করা	২১৬
অধ্যায়ঃ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে নেয়া	২১৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ ঈদুল আযহার দিন খাওয়ার বিবরণ	২১৬
অধ্যায়ঃ মিম্বার ছাড়া ঈদ গাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া	২১৭
অধ্যায়ঃ পায়ে হেঁটে এবং আরোহন করে ঈদ গাহে গমণ করা এবং খুতবার পূর্বে নামায আদায় করা	২১৮
অধ্যায়ঃ ঈদের নামাযের পর খুতবা	২১৮
অধ্যায়ঃ আইয়্যামুত্ তাশরীকে নেক আমলের ফজীলত	২১৮
অধ্যায়ঃ মিনাতে অবস্থানের দিনগুলোতে এবং আরাফার ময়দানে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করা	২১৯
অধ্যায়ঃ কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানীর পশু নহর ও যবেহ করা	২১৯
অধ্যায়ঃ ঈদের দিন ঈদগাহ হতে ফেরত আসার সময় রাস্তা পরিবর্তন করা	২১৯
কিতাবুল বিতর (বিতর নামায)ঃ অধ্যায়ঃ বিতর নামাযের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	২২০
অধ্যায়ঃ বিতর নামাযের সময়	২২০
অধ্যায়ঃ রাতের সর্বশেষ নামায বিতর হওয়া উচিত	২২০
অধ্যায়ঃ যানবাহনের উপর আরোহন করা অবস্থায় বিতর নামায পড়া	২২০
অধ্যায়ঃ রুকূর আগে ও পরে কুনূত পড়া	২২১
কিতাবুল ইস্তিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা)ঃ অধ্যায়ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায	২২২
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আঃ ইউসূফ (আঃ)এর যামানার অনাবৃষ্টির অনুরূপ অনাবৃষ্টিতে তাদেরকে আক্রান্ত কর	২২২
অধ্যায়ঃ জামে মসজিদে বৃষ্টির জন্য দুআ করা	২২৪
অধ্যায়ঃ জুমআর খুতবায় কিবলামুখী না হয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করা	২২৫
অধ্যায়ঃ বৃষ্টির জন্য দুআ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন?	২২৫
অধ্যায়ঃ বৃষ্টির জন্য দুআ করার সময় ইমামের হাত উঠানো	২২৫
অধ্যায়ঃ বৃষ্টির সময় কী বলবে?	২২৫
অধ্যায়ঃ যখন বাতাস প্রবাহিত হবে	২২৬
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে	২২৬
অধ্যায়ঃ ভূমিকম্পের ব্যাপারে এবং কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২২৬
অধ্যায়ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না বৃষ্টি কখন হবে?	২২৭
কিতাবুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের বর্ণনা)ঃ অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের নামায	২২৮
অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের সময় সাদকা করা	২২৮
অধ্যায়ঃ আস্সালাতু জামিআহ বলে সূর্যগ্রহণের নামাযের ঘোষণা দেয়া	২২৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের সময় কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা.....	২২৯
অধ্যায়ঃ জামআতের সাথে সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করা.....	২৩০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করাকে পছন্দ কওে.....	২৩০
অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের সময় যিকির করা	২৩০
অধ্যায়ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে উঁচু আওয়াজে কিরাআত পাঠ করা.....	২৩১
কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাহঃ অধ্যায়ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাহ ও তার সুন্নাতী তরীকা.....	২৩২
অধ্যায়ঃ সূরা সোয়াদের সিজদাহ.....	২৩২
অধ্যায়ঃ মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের সিজদাহ করা অথচ মুশরিক হল নাপাক, তার অযু নেই.....	২৩২
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করল কিন্তু তাতে সিজদাহ দিলনা.....	২৩২
অধ্যায়ঃ সূরা إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এর সিজদাহ	২৩২
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি ভীড়ের কারণে সিজদার করার জায়গা না পাবে.....	২৩৩
কসর নামাযঃ অধ্যায়ঃ কসর নামাযের বিবরণ এবং কতদিন অবস্থান করলে নামায কসর করবে?.....	২৩৪
অধ্যায়ঃ মিনায় (কসর) নামায আদায় করা.....	২৩৪
অধ্যায়ঃ কতদূরের সফরে নামায কসর করবে?	২৩৫
অধ্যায়ঃ সফরেও মাগরিবের নামায তিন রাকআত আদায় করবে?	২৩৫
অধ্যায়ঃ গাধার উপর আরোহন করে নফল নামায আদায় করা	২৩৬
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পর নফল নামায আদায় করেনা	২৩৬
অধ্যায়ঃ সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে বা পরবর্তী সময় ব্যতিত অন্য সময় নফল নামায আদায় করা	২৩৬
অধ্যায়ঃ সফর অবস্থায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে আদায় করা	২৩৬
অধ্যায়ঃ বসে নামায আদায় করতে অক্ষম হলে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে.....	২৩৬
অধ্যায়ঃ যখন কেউ বসে নামায শুরু করবে অতঃপর নামায অবস্থায় সুস্থ হলে অথবা হালকা বোধ করলে অবশিষ্ট নামায দাঁড়িয়ে পূর্ণ করবে	২৩৭
কিতাবুত্ তাহাজ্জুদ (তাহাজ্জুদ নামায)ঃ অধ্যায়ঃ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া	২৩৮
অধ্যায়ঃ রাত্রিতে নামায পড়ার ফজীলত.....	২৩৮
অধ্যায়ঃ অসুস্থ ব্যক্তি রাতের নামায ছেড়ে দিতে পাওে	২৩৯
অধ্যায়ঃ রাতের ও নফল নামায পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উৎসাহ প্রদান, তবে তিনি ওয়াজিব করেন নি.....	২৩৯
অধ্যায়ঃ রাত জেগে ইবাদত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদযুগল ফুলে যেত..	২৪০

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ শেষ রাতে নিদ্রা যাওয়া	২৪০
অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা	২৪১
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাহাজ্জুদের নামায কেমন ছিল? তিনি রাতে কত রাকআত নামায পড়তেন?	২৪১
অধ্যায়ঃ রাত জেগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায এবং নিদ্রা যাওয়া কেমন ছিল? রাতের কিয়াম কি পরিমাণ রহিত করা হয়েছে?	২৪১
অধ্যায়ঃ রাত জেগে নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ের উপর গিরা লাগায়	২৪২
অধ্যায়ঃ যখন কোন ব্যক্তি শুয়ে থাকবে এবং নামায পড়বেনা শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়	২৪২
অধ্যায়ঃ শেষ রাতে দু'আ করা এবং নামায আদায় করা	২৪২
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমালো এবং শেষাংশে এবাদত করলো	২৪২
অধ্যায়ঃ রামাযান বা অন্য মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায	২৪৩
অধ্যায়ঃ ইবাদতের মধ্যে কঠোরতা করা অপছন্দনীয়	২৪৩
অধ্যায়ঃ রাতের নামাযে অভ্যস্ত হওয়ার পর তা ছেড়ে দেয়া অপছন্দনীয়	২৪৩
অধ্যায়ঃ রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে নামায আদায়কারীর ফজীলত	২৪৩
অধ্যায়ঃ নফল নামায দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করা	২৪৫
অধ্যায়ঃ ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া আর যারা তাকে নফল বলে থাকে	২৪৬
অধ্যায়ঃ ফজরের দু'রাকআতে যা পড়তে হবে	২৪৬
অধ্যায়ঃ স্বগৃহে অবস্থানকালে চাশতের নামায পড়া	২৪৬
অধ্যায়ঃ যোহরের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করা	২৪৭
অধ্যায়ঃ মাগরিবের নামাযের পূর্বে (নফল) নামায আদায় করা	২৪৮
অধ্যায়ঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায়ের ফজীলত	২৪৮
অধ্যায়ঃ কুবা মসজিদ	২৪৮
অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফজীলত	২৪৮
নামাযের ভিতরে নামাযের বাইরের কাজ করাঃ অধ্যায়ঃ নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ	২৪৯
অধ্যায়ঃ নামাযের মধ্যে কঙ্কর সরানো	২৪৯
অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় যদি কারো পশু ছাড়া পেয়ে পালাতে শুরু করে তখন কী করবে?	২৪৯
অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া যাবেনা	২৫০
অধ্যায়ঃ নামায অবস্থায় কোমরে হাত রাখা	২৫১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সাহু সিজদার বিবরণঃ অধ্যায়ঃ ভুল বশতঃ কেউ পাঁচ রাকআ'ত নামায পড়ে ফেললে	২৫২
অধ্যায়ঃ নামাযীর সাথে কেউ কথা বললে নামাযী যদি তা শুনে এবং হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে...	২৫২
কিতাবুল জানায়েয (জানাযার বিবরণ)ঃ অধ্যায়ঃ যার সর্বশেষ কথা হবে (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)....	২৫৪
অধ্যায়ঃ জানাযায় অংশগ্রহণ করার আদেশ	২৫৪
অধ্যায়ঃ কাফনের ভিতরে প্রবেশ করানোর পরও মৃত ব্যক্তির কাছে গমণ করা	২৫৫
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির আপন জনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা.....	২৫৬
অধ্যায়ঃ যার সন্তান মৃত্যু বরণ করল এবং ছাওয়াবের আশায় সে ধৈর্য ধারণ করল তার ফজীলত	২৫৬
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তিকে বেজাড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব	২৫৬
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির শরীরের ডান দিকে গোসল দেয়া শুরু করবে.....	২৫৭
অধ্যায়ঃ সাদা কাপড়ে কাফন পরানো.....	২৫৭
অধ্যায়ঃ দু'কাপড়ে কাফন পরানো	২৫৭
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তিকে কোর্তার মাধ্যমে কাফন দেয়া.....	২৫৭
অধ্যায়ঃ যখন শুধু মাথা বা পা দু'টি ঢাকার মত কাপড় পাওয়া যাবে তখন উহা দ্বারা মাথা ঢেকে দিবে	২৫৮
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কাফন প্রস্তুত করে রেখেছিল কিন্তু তার প্রতিবাদ করা হয়নি.....	২৫৯
অধ্যায়ঃ জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ.....	২৫৯
অধ্যায়ঃ স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের উপর মহিলাদের শোক পালন.....	২৬০
অধ্যায়ঃ কবর যিয়ারত করা.....	২৬০
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে, যদি মাতম করা মৃত ব্যক্তির অভ্যাস হয়ে থাকে.....	২৬০
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা মাকরূহ.....	২৬২
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতে পড়ে গাল চাপড়ায় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়	২৬২
অধ্যায়ঃ সা'দ বিন খাওলার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোক পালন	২৬২
অধ্যায়ঃ মুসীবতের সময় মাথা মুড়ানো নিষেধ	২৬৩
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় বিষণ্ন হয়ে বসে থাকে এবং তার চেহরায় চিন্তিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়	২৬৪
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ হতে দেয়না	২৬৪
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত.....	২৬৫

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ অসুস্থ ব্যক্তির নিকট কান্নাকাটি করা	২৬৫
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির নিকট বিলাপ ও কান্নাকাটি করার ব্যাপারে নিষেধ ও ধমকির বর্ণনা.	২৬৬
অধ্যায়ঃ জানাযা দেখে দন্ডায়মান হওয়া	২৬৬
অধ্যায়ঃ জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হলে কখন বসবে?	২৬৬
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি ইহুদীর জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হবে	২৬৬
অধ্যায়ঃ পুরুষেরা জানাযা বহন করবে, মহিলারা নয়	২৬৭
অধ্যায়ঃ জানাযা নিয়ে দ্রুত চলা	২৬৭
অধ্যায়ঃ জানাযায় অংশগ্রহণের ফজীলত	২৬৭
অধ্যায়ঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ	২৬৮
অধ্যায়ঃ নিফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় মৃত্যুবরণকারী মহিলার জানাযা পড়া	২৬৮
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তি মানুষের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়	২৬৮
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস বা অনুরূপ বরকতময় যমিনে সমাহিত হতে পছন্দ করে	২৬৯
অধ্যায়ঃ শহীদদের জানাযা নামায পড়া	২৬৯
অধ্যায়ঃ শিশু যদি ইসলাম গ্রহণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার উপর কি জানাযা নামায পড়তে হবে? শিশুর নিকটও কি ইসলাম পেশ করা যাবে?	২৭০
অধ্যায়ঃ মুশরিক যদি মৃত্যুর সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে তাহলে কি তাকে ক্ষমা করা হবে?	২৭২
অধ্যায়ঃ কবরের পাশে আলেমের নসীহত এবং তাঁর চারপাশে সাথীদের বসা সম্পর্কে ...	২৭৩
অধ্যায়ঃ আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২৭৩
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসা	২৭৪
অধ্যায়ঃ কবরের আযাবের বর্ণনা	২৭৪
অধ্যায়ঃ কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	২৭৬
অধ্যায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় মৃত ব্যক্তির সামনে তার আবাস প্রদর্শন করা হয়	২৭৬
অধ্যায়ঃ মুসলিমদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২৭৬
অধ্যায়ঃ মুশরেকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২৭৬
অধ্যায়ঃ হঠাৎ মৃত্যু বরণ করা সম্পর্কে	২৭৯
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমার (রাঃ)এর কবর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২৭৯
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ	২৮০
কিতাবুয্ যাকাতঃ অধ্যায়ঃ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে	২৮১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ যাকাত না দেয়ার শাস্তি	২৮৩
অধ্যায়ঃ যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয় তা কান্য বা সঞ্চয়ের আওতায় পড়েনা	২৮৪
অধ্যায়ঃ বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে সাদকাহ করা	২৮৪
অধ্যায়ঃ ঐ সময় আসার পূর্বে সাদকাহ করা উচিত যখন সাদকাহ গ্রহণ করা হবেনা	২৮৫
অধ্যায়ঃ এক টুকরা খেজুর কিংবা সামান্য বস্তু সাদকাহ করে হলেও আগুন থেকে বেঁচে থাক	২৮৬
অধ্যায়ঃ কোন্ প্রকার সাদকাহ উত্তম	২৮৭
অধ্যায়ঃ অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে দান করলে	২৮৮
অধ্যায়ঃ অজান্তে নিজের ছেলেকে দান করলে	২৮৮
অধ্যায়ঃ কেউ যদি নিজে দান না করে খাদেমকে দান করতে বলে	২৮৯
অধ্যায়ঃ প্রকৃত সাদকাহ তাই যা দান করার পরও মানুষ ধনী থাকে	২৮৯
অধ্যায়ঃ দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা	২৮৯
অধ্যায়ঃ সামর্থ অনুযায়ী দান-খয়রাত করা	২৯০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় দান করল, পরে মুসলিম হল	২৯০
অধ্যায়ঃ যে খাদেম কোনরূপ ক্ষতি না করে তার মনিবের আদেশে দান করে তার প্রতিদান	২৯০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى যে ব্যক্তি দান করে এবং ভয় করে। হে আল্লাহ! খরচকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর	২৯০
অধ্যায়ঃ দানকারী এবং কৃপণের দৃষ্টান্ত	২৯১
অধ্যায়ঃ প্রতিটি মুসলিমেরই দান করা আবশ্যক, সামর্থ না থাকলে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে	২৯১
অধ্যায়ঃ যাকাত (সাদকাহ) কী পরিমাণ দিতে হবে?	২৯১
অধ্যায়ঃ যাকাত বাবদ (সোনা-রূপার পরিবর্তে) পণ্য-সামগ্রী দান করা	২৯২
অধ্যায়ঃ (যাকাতের ভয়ে) বিচ্ছিন্ন সম্পদগুলোকে একত্র এবং একত্রিত সম্পদগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না	২৯২
অধ্যায়ঃ যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন থাকে যাকাত প্রদানের পর তারা অবশিষ্ট সম্পদ সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে	২৯২
অধ্যায়ঃ উটের যাকাত	২৯৩
অধ্যায়ঃ যার মালের মধ্যে এক বছরের উটনী যাকাত হিসাবে ধার্য হয় তা তার নিকট নেই	২৯৩
অধ্যায়ঃ ছাগলের যাকাত	২৯৪
অধ্যায়ঃ যাকাতে কেবল সুস্থ পশুই গ্রহণ করা হবে	২৯৫
অধ্যায়ঃ যাকাত বাবদ মানুষের উত্তম সম্পদ গ্রহণ করা হবে না	২৯৫
অধ্যায়ঃ নিকত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা	২৯৬
অধ্যায়ঃ মুসলিমদের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই	২৯৭

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ ইয়াতীমদেরকে সাদকা করা	২৯৭
অধ্যায়ঃ স্বামী এবং ঘরে প্রতি পালিত ইয়াতীমকে যাকাত দেয়া	২৯৮
অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ যাকাতের অর্থ গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে	২৯৯
অধ্যায়ঃ কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা	২৯৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহ যাকে চাওয়া এবং লোভ-লালসা ছাড়াই কিছু দান করেন	৩০১
অধ্যায়ঃ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে	৩০১
অধ্যায়ঃ কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ধনী হিসাবে গণ্য হবে	৩০১
অধ্যায়ঃ অনুমান করে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা	৩০২
অধ্যায়ঃ বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি দ্বারা সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসলের উশর বা এক দশমাংশ দান করা আবশ্যক	৩০৩
অধ্যায়ঃ গাছ থেকে খেজুর কাটার সময় যাকাত আদায় করা। আর সাদকার খেজুর হাতে নেয়ার জন্য শিশু বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া যায় কি?	৩০৩
অধ্যায়ঃ যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি? অপরের যাকাতের মাল ক্রয় করতে কোন অসুবিধা নেই।	৩০৩
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের গোলামদেরকে সাদকা প্রদান করা	৩০৪
অধ্যায়ঃ যখন সাদকার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে	৩০৪
অধ্যায়ঃ ধনীদের কাছ থেকে সাদকাহ আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তারা যেখানেই থাকুক না কেন	৩০৪
অধ্যায়ঃ যাকাত প্রদানকারীর জন্য ইমামের রহমত কামনা এবং দু'আ করা	৩০৪
অধ্যায়ঃ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত দিতে হবে কি না?	৩০৫
অধ্যায়ঃ রিকায তথা ভূগর্ভস্থ সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে	৩০৬
অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাকে যাকাতের মাল থেকে অংশ দেয়া যাবে এবং শাসক কর্তৃক যাকাত আদায়কারী কর্মচারী থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা	৩০৬
অধ্যায়ঃ ইমাম কর্তৃক নিজ হাতে যাকাতের উটে দাগ দেয়া	৩০৬
অধ্যায়ঃ সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা)	৩০৬
অধ্যায়ঃ ঈদের নামাযের পূর্বেই ফিতরা আদায় করা	৩০৭
অধ্যায়ঃ ছোট-বড় সকলের উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব	৩০৭
কিতাবুল হজ্জঃ অধ্যায়ঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও তার মর্যাদা	৩০৮
অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় বাহনের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছতে পারে	৩০৮

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ সাওয়ারীতে আরোহন করে হজ্জ করা	৩০৮
অধ্যায়ঃ হজ্জে মাবরুরের ফজীলত	৩০৯
অধ্যায়ঃ ইয়ামানবাসীদের হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান	৩০৯
অধ্যায়ঃ শাজারার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনা হতে বের হওয়া	৩১০
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ 'আকীক' একটি পবিত্র উপত্যকা.	৩১০
অধ্যায়ঃ কাপড় থেকে খালূক (সুগন্ধি) তিনবার ধৌত করা	৩১০
অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় কী পরিধান করবে?	৩১১
অধ্যায়ঃ চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধবে	৩১১
অধ্যায়ঃ যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা	৩১১
অধ্যায়ঃ হজ্জের সফরে আরোহন করা এবং আরোহী ব্যক্তির পিছনে অন্য কেউ আরোহন করা	৩১১
অধ্যায়ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি ধরণের কাপড়, চাদর এবং লুঙ্গি পরিধান করবে?	৩১২
অধ্যায়ঃ তালবীয়া পাঠ করা	৩১২
অধ্যায়ঃ বাহনে আরোহনের সময় তাহমীদ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করা	৩১৩
অধ্যায়ঃ কিবলামুখী হয়ে তাকবীর পাঠ করা	৩১৩
অধ্যায়ঃ মুহ্‌রিম যখন নীচু ভূমিতে অবতরণ করবে তখন তালবীয়া পাঠ করবে	৩১৩
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে ব্যক্তি তাঁর ন্যায় ইহ্‌রাম বাঁধল	৩১৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত"	৩১৪
অধ্যায়ঃ হজ্জে তামাত্তো, কিরান এবং ইফরাদের বর্ণনা। যে ব্যক্তির সাথে কোরবানীর পশু নেই সে হজ্জ ভঙ্গ করে তাকে উমরায় পরিণত করতে পাওে	৩১৫
অধ্যায়ঃ হজ্জে তামাত্তোর বর্ণনা	৩১৭
অধ্যায়ঃ কোন্ পথে মক্কা প্রবেশ করবে?	৩১৭
অধ্যায়ঃ কাবা ও তা নির্মাণের ফজীলত	৩১৮
অধ্যায়ঃ মক্কার বাড়ী-ঘরে উত্তরাধিকার বহাল থাকা, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা এবং মসজিদুল হারামের মধ্যে সকল মুসলমানের অধিকার সমান হওয়ার বর্ণনা	৩১৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় প্রবেশ করা	৩১৯
অধ্যায়ঃ কাবা ঘর ধ্বংস করা	৩১৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ তাআলা মহাসম্মানিত কাবাকে মানুষের সুদৃঢ় থাকার উপায় নির্ধারণ করছেন	৩১৯
অধ্যায়ঃ কাবা ঘর ধ্বংস করা	৩২০

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	৩২০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলনা	৩২০
অধ্যায়ঃ কা'বার চার কোণায় তাকবীর দেয়া	৩২০
অধ্যায়ঃ হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফ করার সময়) কিভাবে রমল করার সূচনা হয়?	৩২১
অধ্যায়ঃ মক্কায় আগমণ করে তাওয়াফ শুরু করার সময় প্রথমেই হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবে	৩২১
অধ্যায়ঃ হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফ করার সময়) রমল করা	৩২২
অধ্যায়ঃ লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা	৩২২
অধ্যায়ঃ হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া	৩২২
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় আগমণ করে বাড়ী ফেরার পূর্বে কাবার তাওয়াফ কওে	৩২৩
অধ্যায়ঃ তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা	৩২৩
অধ্যায়ঃ উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবেনা এবং কোন মুশরিকও হজ্জ করতে পারবেনা	৩২৩
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তাওয়াফে কদুম তথা প্রথম বার তাওয়াফ করার পর আরাফায় গিয়ে সেখান থেকে ফেরত না আসা পর্যন্ত কাবা ঘরের নিকটেও গেলনা এবং তাওয়াফও করলনা	৩২৩
অধ্যায়ঃ হাজীদেরকে পানি পান করানো	৩২৪
অধ্যায়ঃ সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা ওয়াজিব	৩২৫
অধ্যায়ঃ সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে	৩২৬
অধ্যায়ঃ ঋতুবতী মহিলা কাবা ঘরের তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সকল অনুষ্ঠান পালন করবে	৩২৬
অধ্যায়ঃ তারভীয়ার দিন (যুল-হজ্জের ৮তারিখে) হাজীগণ কোথায় যোহরের নামায আদায় করবে?	৩২৬
অধ্যায়ঃ আরাফার দিন রোযা রাখা	৩২৭
অধ্যায়ঃ আরাফার দিন ঠিক দুপুরের সময় অবস্থান স্থলে যাত্রা করা	৩২৭
অধ্যায়ঃ আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য দ্রুত বের হওয়া এবং আরাফায় অবস্থান করা	৩২৮
অধ্যায়ঃ আরাফা থেকে ফেরার পথে কি রূপ গতিতে চলতে হবে?	৩২৮
অধ্যায়ঃ আরাফা থেকে ফেরার পথে শান্তভাবে চলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ এবং লাঠির সাহায্যে লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা	৩২৮
অধ্যায়ঃ চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তার পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে মিনায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মুযদালাফায় অবস্থান করে এবং দু'আয় মশগুল থাকে	৩২৮
অধ্যায়ঃ মুযদালাফায় ফজরের নামায আদায় করা	৩২৯
অধ্যায়ঃ মুযদালাফা হতে কখন যাত্রা করবে?	৩৩০

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ কোরবানীর উটের উপর আরোহন করা	৩৩০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হল	৩৩০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা পৌছে কোরবানীর উটের কুঁজ যখম করে এবং উহার গলায় মালা পরায়। অতঃপর ইহ্‌রাম বাঁধে	৩৩০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতে কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরাল	৩৩১
অধ্যায়ঃ বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো	৩৩২
অধ্যায়ঃ পশম বা তুলা দিয়ে কিলাদা (মালা) তৈরী করা	৩৩২
অধ্যায়ঃ কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো এবং তা পরে সাদকা করে দেয়া	৩৩২
অধ্যায়ঃ স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ হতে গরু কোরবানী করা	৩৩২
অধ্যায়ঃ মিনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করা	৩৩২
অধ্যায়ঃ উটকে বেঁধে কোরবানী করা	৩৩৩
অধ্যায়ঃ কোরবানীর গোশত হতে কসাইকে কিছুই দেয়া যাবেনা	৩৩৩
অধ্যায়ঃ কোরবানীর গোশত হতে খাওয়া এবং সাদকাহ করা	৩৩৩
অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম খোলার সময় মাথা মুন্ডানো এবং চুল ছাটা	৩৩৩
অধ্যায়ঃ জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা	৩৩৪
অধ্যায়ঃ উপত্যকার মধ্যভাগ হতে জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা	৩৩৪
অধ্যায়ঃ প্রত্যেক জামারায় সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করা	৩৩৪
অধ্যায়ঃ নরম যমিনে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা..	৩৩৪
অধ্যায়ঃ বিদায়ী তাওয়াফ	৩৩৫
অধ্যায়ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর মহিলাদের হায়েয শুরু হলে	৩৩৫
অধ্যায়ঃ মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবস্থান করা	৩৩৫
অধ্যায়ঃ মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা এবং মক্কা হতে ফেরত আসার সময় যুল-হুলায়ফার বাতহায় অবতরণ করা	৩৩৬
কিতাবুল উমরাহঃ অধ্যায়ঃ উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফজীলত	৩৩৭
অধ্যায়ঃ হজ্জ আদায়ের পূর্বে কেউ উমরা করলে	৩৩৭
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়টি উমরা করেছেন?	৩৩৭
অধ্যায়ঃ তানঈম থেকে উমরা	৩৩৮
অধ্যায়ঃ হজ্জের পর কোরবানী ছাড়াই উমরা আদায় করা	৩৩৮
অধ্যায়ঃ কষ্ট অনুপাতে উমরার ছাওয়াব প্রদান করা হবে	৩৩৯
অধ্যায়ঃ উমরা আদায়কারী কখন ইহ্‌রাম খুলবে?	৩৩৯
অধ্যায়ঃ হজ্জ, উমরা অথবা যুদ্ধ হতে ফেরত আসার পর কি বলবে?	৩৩৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ হজ্জের জন্য আগমণকারীকে স্বাগত জানানো এবং একই বাহনে তিনজন আরোহন করা	৩৪০
অধ্যায়ঃ বিকালে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করা	৩৪০
অধ্যায়ঃ মদীনার (নিজ বাসস্থানের) নিকটবর্তী হয়ে যান বাহনকে দ্রুত চালানো	৩৪০
অধ্যায়ঃ সফর আযাবের একটি অংশ	৩৪১
হজ্জ বা উমরার সফরে বাঁধা প্রাপ্ত হওয়া। মুহরিম ব্যক্তি শিকার করলে তার কাফ্ফারা অধ্যায়ঃ উমরা পালন কারীকে বাধা দেয়া হলে	৩৪২
অধ্যায়ঃ হজ্জে বাধা প্রাপ্ত হওয়া	৩৪২
অধ্যায়ঃ হজ্জে বা উমরায় বাধা প্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা	৩৪২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "অথবা সাদকা করবে" আর তা হল ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা	৩৪২
অধ্যায়ঃ ফিদইয়া হিসাবে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা পরিমাণ খাদ্য দান করা	৩৪৩
ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার বা অনুরূপ কিছু করার বিনিময়ঃ অধ্যায়ঃ ইহ্‌রামহীন ব্যক্তি কোন কিছু শিকার করে এবং ইহ্‌রামধারী ব্যক্তিকে তা হাদিয়া স্বরূপ দান করে তবে সে তা খেতে পারে	৩৪৪
অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিমকে শিকারে সাহায্য করবেনা	৩৪৫
অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তি শিকারের জন্তুর দিকে ইঙ্গিত করতে পারবেনা। যাতে অমুহরিম ব্যক্তি শিকার করতে পাওে	৩৪৫
অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে জংলী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবেনা	৩৪৫
অধ্যায়ঃ মুহরিম ব্যক্তি হারাম অঞ্চলের যেসমস্ত প্রাণী শিকার করতে পারবে	৩৪৫
অধ্যায়ঃ পবিত্র মক্কা নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ নয়	৩৪৬
অধ্যায়ঃ ইহ্‌রামধারীর জন্য শিঙা লাগানো	৩৪৭
অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা	৩৪৭
অধ্যায়ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় গোসল করা	৩৪৭
অধ্যায়ঃ বিনা ইহ্‌রামে হারাম ও মক্কায় প্রবেশ করা	৩৪৭
অধ্যায়ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ ও মান্নত আদায় করা, পুরুষ লোক নারীর পক্ষ হতে হজ্জ করতে পাওে	৩৪৮
অধ্যায়ঃ শিশুদের হজ্জ করা	৩৪৮
অধ্যায়ঃ মহিলাদের হজ্জ করা	৩৪৮
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবা ঘর পর্যন্ত যাওয়ার মানত করল	৩৪৯
মদীনার ফজীলতঃ অধ্যায়ঃ মদীনার হারাম এলাকা	৩৫০
অধ্যায়ঃ মদীনার ফজীলত, মদীনা খারাপ লোকদের বহিস্কার করে দেয়	৩৫১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ মদীনার আরেক নাম তাবা	৩৫১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করতে অপছন্দ করবে	৩৫১
অধ্যায়ঃ ঈমান মদীনায় ফিরে যাবে	৩৫২
অধ্যায়ঃ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর গুনাহ	৩৫২
অধ্যায়ঃ মদীনার দুর্গসমূহের বর্ণনা	৩৫২
অধ্যায়ঃ মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবেনা	৩৫৩
অধ্যায়ঃ মদীনা খারাপ লোকদেরকে বের করে দিবে	৩৫৪
কিতাবুস সাওমঃ অধ্যায়ঃ রোযার ফজীলত	৩৫৬
অধ্যায়ঃ রোযাদারদের জন্য রাইয়্যান নামক জান্নাত	৩৫৬
অধ্যায়ঃ রামাযান বলা হবে? না রামাযান মাস? অনেকেই উভয়টা বলা জায়েয বলেন	৩৫৭
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি রামাযান মাসে রোযা অবস্থায় মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করে না	৩৫৭
অধ্যায়ঃ রোযাদারকে কেউ গালি দিলে কি বলবেঃ আমি রোযাদার?	৩৫৭
অধ্যায়ঃ অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় করলে রোযা রাখবে	৩৫৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ যখন চাঁদ দেখবে তখন ছিয়াম শুরু করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ছিয়াম ভেঙ্গে দিবে	৩৫৮
অধ্যায়ঃ ঈদের দু'টি মাসই পরপর কম হয়না	৩৫৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ আমরা লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশ জানিনা	৩৫৯
অধ্যায়ঃ রামাযানের একদিন বা দু'দিন আগে রোযা রাখবেনা	৩৫৯
অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ রামাযান মাসে রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করা হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরাও তাদের জন্য আবরণ স্বরূপ	৩৫৯
অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তোমরা খাও ও পান কর যে পর্যন্ত কালো সুতা থেকে সাদা সুতা স্পষ্ট না হয়	৩৬০
অধ্যায়ঃ সাহুর খাওয়া ও ফজরের আযানের মাঝে কত টুকু সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত?	৩৬০
অধ্যায়ঃ সাহুর খাওয়ার বরকত। তবে তা ওয়াজিব নয়	৩৬০
অধ্যায়ঃ দিনের বেলা রোযা রাখার নিয়ত করলে	৩৬০
অধ্যায়ঃ রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলে	৩৬১
অধ্যায়ঃ রোযাদার স্ত্রীর সাথে (সঙ্গম ছাড়া অন্যান্য) মেলামেশা করতে পারে	৩৬১
অধ্যায়ঃ রোযাদার ভুলবশতঃ কিছু খেলে অথবা পান করলে	৩৬১
অধ্যায়ঃ রোযাদার দিনের বেলা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেললে কাফ্ফারা দেয়ার মত	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
যদি কিছু না পায় এবং তাকে যদি সাদকা করা হয় তবে সে সাদকার মাল দিয়ে কাফ্ফারা দিতে পারবে	৩৬১
অধ্যায়ঃ রোযাদারের শিংগা লাগানো ও বমি করা	৩৬২
অধ্যায়ঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং রোযা না রাখা উভয়ই জায়েয	৩৬২
অধ্যায়ঃ রামাযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে	৩৬৩
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা কোন ছাওয়াবের কাজ নয়	৩৬৩
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে কেউ কাউকে দোষারূপ করেন নি	৩৬৩
অধ্যায়ঃ যিম্মায় রোযা থাকাবস্থায় কেউ মারা গেলে	৩৬৪
অধ্যায়ঃ রোযাদার কখন ইফতার করবে?	৩৬৪
অধ্যায়ঃ দ্রুত ইফতার করা	৩৬৪
অধ্যায়ঃ রামাযান মাসে ইফতার করার পর সূর্য প্রকাশিত হলে	৩৬৪
অধ্যায়ঃ শিশুদের রোযা	৩৬৫
অধ্যায়ঃ সাহরীর সময় পর্যন্ত না খেয়ে রোযা রাখা	৩৬৫
অধ্যায়ঃ বেসালকারীর (বিরতিহীনভাবে রোযা রাখার) শাস্তি	৩৬৫
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাইকে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য শপথ দিল	৩৬৬
অধ্যায়ঃ শাবান মাসে রোযা রাখা	৩৬৬
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখা এবং না রাখার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৩৬৭
অধ্যায়ঃ রোযা রাখার মধ্যে শরীরের যে হক রয়েছে	৩৬৮
অধ্যায়ঃ রোযা রাখায় পরিবারের হক সম্পর্কে	৩৬৮
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের সাক্ষাতে গেল কিন্তু রোযা ভঙ্গ করলনা	৩৬৯
অধ্যায়ঃ মাসের শেষভাগে রোযা রাখা	৩৬৯
অধ্যায়ঃ জুমআর দিন রোযা রাখা	৩৭০
অধ্যায়ঃ রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্ধারিত করা	৩৭০
অধ্যায়ঃ আইয়্যামে তাশরীকের রোযা রাখা	৩৭০
অধ্যায়ঃ আশুরার দিন রোযা রাখা	৩৭০
সালাতুত্ তারাবীহঃ অধ্যায়ঃ রামাযান মাসে তারাবীর নামাযের ফজীলত	৩৭২
লাইলাতুল কদরের ফজীলতঃ অধ্যায়ঃ রামাযান মাসের শেষ সাত রজনীতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা	৩৭৩
অধ্যায়ঃ রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রজনীতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা	৩৭৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা	৩৭৪
কিতাবুল ই'তেকাফঃ অধ্যায়ঃ রামাযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করা। সকল মসজিদেই ইতিকাফ করা জায়েয	৩৭৫
অধ্যায়ঃ ই'তেকাফরত ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে বাড়ীতে প্রবেশ করবেনা	৩৭৫
অধ্যায়ঃ রাতে ই'তেকাফ করা	৩৭৫
অধ্যায়ঃ মসজিদে তাঁবু স্থাপন করা	৩৭৫
অধ্যায়ঃ ই'তেকাফরত ব্যক্তি প্রয়োজনে মসজিদের দরজায় আসতে পাওে	৩৭৬
অধ্যায়ঃ রামাযানের মাঝখানের দশ দিনে ই'তেকাফ করা	৩৭৬
কিতাবুল বুয়ূঃ (ক্রয়-বিক্রয়)ঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন জুমআর নামায সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে	৩৭৭
অধ্যায়ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝখানে রয়েছে সন্দেহযুক্ত কতিপয় বিষয়	৩৭৭
অধ্যায়ঃ সন্দেহযুক্ত জিনিসের ব্যাখ্যা	৩৭৮
অধ্যায়ঃ যারা ওয়াসওয়াসা এবং অনুরূপ বিষয়কে সন্দেহযুক্ত জিনিষ মনে করেন না	৩৭৮
অধ্যায়ঃ যারা কোন কিছু পরওয়া না করে যেখান থেকে ইচ্ছা সম্পদ উপার্জন করে	৩৭৯
অধ্যায়ঃ স্থল পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা	৩৭৯
অধ্যায়ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বের হওয়া	৩৭৯
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি রিযিকের প্রশস্ততা কামণা করে	৩৮০
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বাকীতে খরীদ করা	৩৮০
অধ্যায়ঃ ব্যক্তির নিজ হাতে কামানো এবং নিজ হাতে কাজ করা	৩৮০
অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা	৩৮০
অধ্যায়ঃ বিত্তশালীকে (ঋণগ্রস্তকে) অবকাশ প্রদান করা	৩৮০
অধ্যায়ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা যদি বস্তুর দোষ-গুণ বর্ণনা করে দেয়, গোপন না করে এবং একে অপরের কল্যাণ কামনা করে	৩৮১
অধ্যায়ঃ বিভিন্ন প্রকার খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৮১
অধ্যায়ঃ সুদ দাতা প্রসঙ্গে	৩৮১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ তাআলা সুদকে ধ্বংস করেন এবং সাদকাকে বৃদ্ধি করেন	৩৮১
অধ্যায়ঃ কামারের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৩৮২
অধ্যায়ঃ দর্জির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৩৮২
অধ্যায়ঃ গাধা এবং অন্যান্য জন্তু ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৮২
অধ্যায়ঃ অতি পিপাসার্ত রোগে আক্রান্ত উট ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৮৪

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ শিঙা লাগিয়ে রক্ত বেরকারীর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৩৮৪
অধ্যায়ঃ এমন জিনিষের ব্যবসা করা যা উপার্জন করা নিষিদ্ধ	৩৮৪
অধ্যায়ঃ কেউ কোন জিনিষ ক্রয় করে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই অন্যকে তা দান করলে	৩৮৫
অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করা নিষেধ	৩৮৫
অধ্যায়ঃ বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	৩৮৫
অধ্যায়ঃ বাজারে চিৎকার ও শোরগোল করা নিষেধ	৩৮৭
অধ্যায়ঃ ওজন করে দেয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা বা প্রদানকারীর উপর বর্তাবে	৩৮৭
অধ্যায়ঃ মেপে দেয়া মুস্তাহাব	৩৮৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'সা' এবং 'মুদ'এর বরকত	৩৮৮
অধ্যায়ঃ খাদদ্রব্য বিক্রয় করা এবং গুদামজাত করা সম্পর্কে	৩৮৮
অধ্যায়ঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার দরদামের উপর দরদাম না করে, যতক্ষণ না সে অনুমতি প্রদান করে অথবা পরিত্যাগ করে	৩৮৯
অধ্যায়ঃ নিলামে বিক্রয় করা	৩৮৯
অধ্যায়ঃ অনিশ্চিৎ বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার ক্রয়-বিক্রি করা	৩৮৯
অধ্যায়ঃ বিক্রেতার জন্য উট, গাভী ও ছাগলের স্তনে দুধ আটকানো নিষেধ	৩৯০
অধ্যায়ঃ ব্যভিচারী দাসী বিক্রয়ের বর্ণনা	৩৯০
অধ্যায়ঃ কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত শহরের অধিবাসী কি গ্রামের লোকের পক্ষে বিক্রি করতে পারে? সে কি তাকে সাহায্য করতে কিংবা পরামর্শ দিতে পারে?	৩৯০
অধ্যায়ঃ শহরের বাইরে গিয়ে দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে আগমণকারী কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ	৩৯০
অধ্যায়ঃ শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়	৩৯০
অধ্যায়ঃ যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা	৩৯১
অধ্যায়ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা	৩৯১
অধ্যায়ঃ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা	৩৯১
অধ্যায়ঃ বাকীতে দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রি করা	৩৯২
অধ্যায়ঃ বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করা	৩৯২
অধ্যায়ঃ মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা অর্থাৎ গাছের খেজুর বা অন্যান্য ফলের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বা অন্যান্য ফল বিক্রয় করা	৩৯২
অধ্যায়ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে গাছের ফল (খেজুর) বিক্রি করা	৩৯৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করা	৩৯৩
অধ্যায়ঃ ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করার পর ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে	৩৯৪
অধ্যায়ঃ ভাল খেজুরের বিনিময়ে সাধারণ খেজুর বিক্রি করা	৩৯৪
অধ্যায়ঃ কাঁচা গম (ধান) বা ফল বিক্রি করা	৩৯৪
অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শহরের প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য	৩৯৪
অধ্যায়ঃ যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের একজন অংশীদার তার অংশ অন্য অংশীদারের নিকট বিক্রি করা	৩৯৫
অধ্যায়ঃ শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ও আযাদ করে দেয়া	৩৯৫
অধ্যায়ঃ শুকর হত্যা করা	৩৯৬
অধ্যায়ঃ প্রাণহীন জিনিষের ছবি ক্রয়-বিক্রয় করা এবং এ সব ছবির মধ্যে যেগুলো অপছন্দনীয়, তার বর্ণনা	৩৯৭
অধ্যায়ঃ স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার অপরাধ	৩৯৭
অধ্যায়ঃ মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রয় করা	৩৯৭
অধ্যায়ঃ কুকুরের মূল্য	৩৯৮
কিতাবুস্ সালামঃ (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)ঃ অধ্যায়ঃ মাপ বা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে আগাম বেচা-কেনা	৩৯৯
অধ্যায়ঃ এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান করা যার নিকট মূল পণ্য নেই	৩৯৯
কিতাবুশ্ শুফআঃ অধ্যায়ঃ বিক্রির পূর্বে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করা	৪০০
অধ্যায়ঃ কোন্ প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী?	৪০০
কিতাবুল ইজারা (শ্রমিক নিয়োগ, ভাড়া নেওয়া, দেয়া ইত্যাদি)ঃ অধ্যায়ঃ ইজারার বর্ণনা	৪০১
অধ্যায়ঃ কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল চরানো	৪০১
অধ্যায়ঃ আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করা	৪০১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ করল। অতঃপর শ্রমিক তার মূল্য ফেলে চলে গেল। পরে নিয়োগ কর্তা তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে বাড়িয়ে দিল	৪০২
অধ্যায়ঃ ঝাড়ফুঁকের বিনিময়ে মজুরী প্রদান করা	৪০৪
অধ্যায়ঃ পশুকে পাল দেয়ার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা	৪০৫
কিতাবুল হাওয়ালাত (ঋণ পরিশোধের যিম্মাদারী হস্তান্তর করা)ঃ অধ্যায়ঃ যখন কোন ধনী ব্যক্তির উপর ঋণ হাওলা করা হয় তখন তার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই	৪০৬
অধ্যায়ঃ কোন্ ব্যক্তির উপর মৃতের ঋণের ভার হওয়ালা করা জায়েয	৪০৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও	৪০৭
অধ্যায়ঃ যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে তবে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই	৪০৭
কিতাবুল ওয়াকালা (অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করা)ঃ অধ্যায়ঃ এক শরীক অন্য শরীকের উকীল হওয়া	৪০৮
অধ্যায়ঃ রাখাল অথবা প্রতিনিধি যখন দেখবে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা দেখবে যে কোন জিনিষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন ঐ বকরীটা জবাই করে দিবে এবং নষ্টপ্রায় জিনিষটি ঠিক রাখার ব্যবস্থা করবে	৪০৮
অধ্যায়ঃ ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা	৪০৮
অধ্যায়ঃ কোন প্রতিনিধি কিংবা গোত্রের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু দান করা জায়েয	৪০৯
অধ্যায়ঃ কেউ যদি কোন প্রতিনিধিকে নিয়োগ করে এবং ঐ প্রতিনিধি কোন কিছু ছেড়ে দেয় অতঃপর প্রতিনিধি নিয়োগকারী তা অনুমদন করে তবে এটা জায়েয	৪১০
অধ্যায়ঃ প্রতিনিধি যদি শরীয়ত বিরোধী নিয়মে বিক্রি করে তবে তার বিক্রয় বাতিল হবে	৪১১
অধ্যায়ঃ শরীয়ত নির্ধারিত হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা	৪১২
কিতাবুল হারছি ওয়াল-মুযারাআহ (চাষাবাদ)ঃ অধ্যায়ঃ চাষাবাদ ও গাছ লাগানোর ফজীলত	৪১৩
অধ্যায়ঃ শুধু চাষাবাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা অথবা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করার পরিণতি সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শন	৪১৩
অধ্যায়ঃ ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পোষা	৪১৩
অধ্যায়ঃ চাষাবাদের কাজে গরু ব্যবহার করা	৪১৪
অধ্যায়ঃ কেউ যদি বলেঃ তুমি আমার খেজুর বাগানে মেহনত কর	৪১৪
অধ্যায়ঃ অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে চাষাবাদ করা	৪১৪
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের জন্য ওয়াক্‌ফ ও খাজনার জমি এবং তাদের কৃষিকার্য এবং লেনদেন প্রসঙ্গে	৪১৫
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করে	৪১৫
অধ্যায়ঃ চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের পরস্পর সহযোগীতা করার বর্ণনা	৪১৬
কিতাবুল মুসাকাত (পরস্পর পানি পান করানো এবং উৎপন্ন ফলের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের শর্তে বাগানের গাছ অন্যকে পরিচর্যা করতে দেয়া)ঃ অধ্যায়ঃ পানি পান প্রসঙ্গে	৪১৮
অধ্যায়ঃ পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির মালিক পানির বেশী হকদার	৪১৮
অধ্যায়ঃ কূপের পানি নিয়ে ঝগড়া ও তার মীমাংসা	৪১৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ পথিককে পানি না দেয়ার শাস্তি	৪২০
অধ্যায়ঃ পানি পান করানোর ফজীলত	৪২০
অধ্যায়ঃ চৌবাচ্চার ও মশকের মালিক তার পানির বেশী হকদার	৪২১
অধ্যায়ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো সংরক্ষিত চারণভূমি থাকতে পারেনা	৪২১
অধ্যায়ঃ মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু নদী থেকে পানি পান করতে পারে	৪২১
অধ্যায়ঃ জ্বালানী কাঠ এবং ঘাস বিক্রি করা	৪২২
অধ্যায়ঃ জায়গীর দেয়া (ভূমি চাষ করে ফসল-ফলাদি ভোগ করার সুযোগ দেয়া)	৪২৩
অধ্যায়ঃ কারও বাগানে অন্যের কূপ বা রাস্তা থাকলে	৪২৩
ঋণ চাওয়া এবং এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ঃ অধ্যায়ঃ পরিশোধ বা নষ্ট করার নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করা	৪২৪
অধ্যায়ঃ ঋণ পরিশোধ করা প্রসঙ্গে	৪২৪
অধ্যায়ঃ উত্তম রূপে ঋণ পরিশোধ করা	৪২৫
অধ্যায়ঃ ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া	৪২৫
অধ্যায়ঃ সম্পদ নষ্ট করা নিষেধ	৪২৫
ঝগড়া-বিবাদ ও তা মীমাংসার বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ কাউকে গ্রেফতার করা এবং ইহুদী ও মুসলমানের মধ্যকার ঝগড়ার বর্ণনা	৪২৬
অধ্যায়ঃ ঝগড়ারত ব্যক্তিদের পরস্পরের বাক্যালাপ	৪২৭
পড়ে থাকা জিনিষ কুড়ানোঃ অধ্যায়ঃ পড়ে থাকা জিনিষের মালিক যদি সঠিক আলামত বর্ণনা করে তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে	৪২৮
অধ্যায়ঃ রাস্তায় খেজুর পাওয়া গেলে	৪২৮
জুলুম-নির্যাতন ও মানুষের পারস্পরিক হকসমূহের বিবরণঃ অধ্যায়ঃ জুলুমের দণ্ড	৪২৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত	৪২৯
অধ্যায়ঃ মুসলিম মুসলিমের উপর জুলুম করবেনা এবং কাউকে জুলুম করতেও দিবেনা	৪২৯
অধ্যায়ঃ তোমার যালেম ও মযলুম ভাইয়ের সাহায্য করো	৪৩০
অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন জুলুম গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে	৪৩০
অধ্যায়ঃ কেউ যদি কারো উপর জুলুম করে এবং মাজলুম ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তার পরও কি সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে পারবে	৪৩০
অধ্যায়ঃ অন্যায়ভাবে যমীন জবরদখল করার গুনাহঃ	৪৩০
অধ্যায়ঃ কেউ যদি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয	৪৩১
অধ্যায়ঃ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ "সে খুব বড় ঝগড়াটে"	৪৩১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনে অযথা ঝগড়া করে তার গুনাহ	৪৩১
অধ্যায়ঃ জালেমের মাল যদি মজলুমের হস্তগত হয় তবে সে নিজের প্রাপ্য নিতে পারে	৪৩১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে স্বীয় দেয়ালে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে....	৪৩২
অধ্যায়ঃ বাড়ীর আঙ্গিনা এবং তাতে ও রাস্তায় বসা	৪৩২
অধ্যায়ঃ জনসাধারণের রাস্তা নিয়ে মতবিরোধ হলে.....	৪৩২
অধ্যায়ঃ লুটপাট করা এবং প্রাণীর অঙ্গহানি বা বিকলাঙ্গ করা নিষেধ.....	৪৩২
অধ্যায়ঃ নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হল.....	৪৩৩
অধ্যায়ঃ অন্যের পেয়ালা বা অন্য কিছু ভেঙে ফেললে	৪৩৩
অংশীদারত্বের বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ খাদ্য, পাথেয় এবং দ্রব্যসামগ্রীতে অংশীদারিত্ব	৪৩৪
অধ্যায়ঃ ছাগল-ভেড়ার বণ্টন.....	৪৩৫
অধ্যায়ঃ শরীকদের মধ্যে যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর উচিত মূল্য নির্ধারণ করা	৪৩৫
অধ্যায়ঃ লটারীর মাধ্যমে অংশ নির্ধারণ ও বণ্টন করা যাবে কি না.....	৪৩৬
অধ্যায়ঃ খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বস্তুতে অংশীদারিত্বের বর্ণনা	৪৩৬
স্বদেশে অবস্থানকালে বন্ধক সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ বন্ধক রাখা জন্তুর উপর আরোহন করা এবং তার দুধ পান করা.....	৪৩৭
অধ্যায়ঃ বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহিতা মতবিরোধ করলে.....	৪৩৭
দাসমুক্তিঃ অধ্যায়ঃ দাসমুক্তির ফজীলত	৪৩৮
অধ্যায়ঃ কোন্ ধরণের দাস মুক্ত করা উত্তম.....	৪৩৮
অধ্যায়ঃ দুই বা ততোধিক লোকের মালিকানাধীন দাস-দাসী মক্ত করা	৪৩৮
অধ্যায়ঃ ভুলক্রমে দাস মক্ত করা, তালাক দেয়া এবং অনুরূপ কাজে ক্রটি হওয়া সম্পর্কে	৪৩৯
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার দাসকে বলেঃ সে আল্লাহর জন্য এবং সে যদি মুক্ত করার নিয়ত করে। আযাদ করার সময় সাক্ষী রাখা.....	৪৩৯
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি যদি আরবী গোলামের মালিক হয়.....	৪৩৯
অধ্যায়ঃ দাস-দাসীকে মারধর করা অপছন্দনীয়.....	৪৪০
অধ্যায়ঃ তোমাদের কারো নিকট যখন তার খাদেম খাদ্য নিয়ে আসবে	৪৪০
অধ্যায়ঃ কেউ তার খাদেমের চেহারায় আঘাত করবেনা.....	৪৪০
মুকাতাব তথা চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ মুকাতাব গোলামের সাথে যে ধরণের শর্ত করা যেতে পারে.....	৪৪১
হিবা (দান) করার বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ হিবার ফজীলত এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা	৪৪২
অধ্যায়ঃ শিকার থেকে হাদীয়া গ্রহণ করা.....	৪৪২
অধ্যায়ঃ হাদীয়া গ্রহণ করা	৪৪৩
অধ্যায়ঃ যে প্রকারের হাদীয়া ফেরত দেয়া যাবেনা.....	৪৪৫
অধ্যায়ঃ দানের বিনিময় প্রদান করা.....	৪৪৫

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ হিবা তথা দানের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা.....	৪৪৫
অধ্যায়ঃ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর হিবা তথা দান বিনিময় করা.....	৪৪৬
অধ্যায়ঃ বিবাহিতা মহিলা তার স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে হাদীয়া দিলে বা গোলাম আযাদ করলে.....	৪৪৬
অধ্যায়ঃ কিভাবে দাস বা অন্যান্য জিনিস দখলে আনতে হবে?	৪৪৬
অধ্যায়ঃ এমন পোষাক হাদীয়া দেয়া যা পরিধান করা না জায়েয?.....	৪৪৭
অধ্যায়ঃ মুশরিকদের হাদীয়া গ্রহণ করা.....	৪৪৭
অধ্যায়ঃ মুশরিকদেরকে হাদীয়া দেয়া.....	৪৪৮
অধ্যায়ঃ উমরা ও রুকবা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে.....	৪৪৮
অধ্যায়ঃ নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের জন্য কোন জিনিস ধার নেয়া	৪৪৮
অধ্যায়ঃ দুধ পান করার জন্য কোন কোন পশু দান করার ফজীলত	৪৪৯
সাক্ষ্য দেয়ার বিবরণঃ অধ্যায়ঃ কাউকে সাক্ষী নিয়োগ করা হলে সে যেন অন্যায় ও মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া	৪৫০
অধ্যায়ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে	৪৫০
অধ্যায়ঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে তার আদেশ দান, নিজে বিয়ে করা বা কাউকে বিয়ে দেয়া, ক্রয়-বিক্রয়, আযান দেয়া এবং তার এমন অন্যান্য বিষয় গ্রহণ করা যা শব্দের মাধ্যমে বুঝা যায়.....	৪৫০
অধ্যায়ঃ স্ত্রীলোকদের একে অপরের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দেয়া	৪৫১
অধ্যায়ঃ একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষের নির্দোষিতা বর্ণনা করলে তার নির্দোষিত প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট.....	৪৫৭
অধ্যায়ঃ শিশুদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্য দেয়া	৪৫৭
অধ্যায়ঃ কিছু লোক শপথ করার জন্য তাড়াহুড়া করলে	৪৫৭
অধ্যায়ঃ কিভাবে শপথ করাতে হবে?.....	৪৫৭
কিতাবুস্ সুলহঃ অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করে সে মিথ্যুক নয়.....	৪৫৮
অধ্যায়ঃ নেতা তার সাথীদেরকে এ কথা বলা যে আমাদেরকে নিয়ে চল, আমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিব	৪৫৮
অধ্যায়ঃ কিভাবে সন্ধিপত্র লিখতে হবে? নিয়ম হল অমুকের পুত্র অমুক অমুকের পুত্র অমুকের সাথে আপোস রফা করল। গোত্রের নাম উল্লেখ করার দরকার নেই	৪৫৮
অধ্যায়ঃ হাসান বিন আলী সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ আমার এই পুত্র (নাতি) নেতা হবে.....	৪৫৯
অধ্যায়ঃ ইমাম কি সন্ধির জন্য প্রস্তাব করতে পারেন?	৪৬০
শর্তারোপ করার বর্ণনা অধ্যায়ঃ বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করার সময় মহরের মধ্যে কোন শর্তারোপ করা ...	৪৬১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ হদ্দ তথা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা বৈধ নয়	৪৬১
অধ্যায়ঃ ভাগচাষে শর্ত আরোপ করা.....	৪৬২
অধ্যায়ঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও চুক্তিতে শর্তারোপ করা এবং শর্ত লিখে রাখা	৪৬৩
অধ্যায়ঃ স্বীকারোক্তির মধ্যে যে ধরণের শর্তারোপ ও স্বাতন্ত্র করা বৈধ	৪৭২
অসীয়তের (উপদেশের) বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ অসীয়তের বিধান	৪৭৩
অধ্যায়ঃ মৃত্যুর সময় সাদকাহ করা	৪৭৩
অধ্যায়ঃ (অসীয়তের ক্ষেত্রে) স্ত্রীলোক এবং সন্তান আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভূক্ত কি না?	৪৭৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যাচাই কর এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে বলে মনে করলে তাদের অর্থ-সম্পদ ফেরত দাও	৪৭৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নি ভর্তি করছে। অচিরেই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে.....	৪৭৫
অধ্যায়ঃ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধায়কের বেতন-ভাতা গ্রহণ.....	৪৭৫
অধ্যায়ঃ কেউ এই শর্তে যমীন কিংবা কূপ ওয়াক্‌ফ করলে যে, অন্যান্য মুসলমানের মত সেও তা হতে পানি গ্রহণ করবে.....	৪৭৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করবে---আল্লাহ নাফরমান লোকদেরকে সৎপথ দেখান না.....	৪৭৬
কিতাবুল জিহাদঃ অধ্যায়ঃ জেহাদ ও সারীয়্যার বর্ণনা	৪৭৭
অধ্যায়ঃ সকল মানুষের মধ্যে ঐ মুমিন সবচেয়ে উত্তম যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কওে	৪৭৭
অধ্যায়ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের মরতবা.....	৪৭৮
অধ্যায়ঃ সকাল-বিকাল আল্লাহর পথে চলা এবং জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের দু'প্রান্তের দূরত্বের পরিমাণ স্থানের মর্যাদা.....	৪৭৮
অধ্যায়ঃ হুরে আঈন তথা বড় বড় চোখ বিশিষ্ট জান্নাতের সুন্দরী হুরদের বিবরণ.....	৪৭৮
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত এবং বর্শাবিদ্ধ হল.....	৪৭৯
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়	৪৮০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতিক্ষায় আছে। তারা তাদের অঙ্গীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি.....	৪৮০
অধ্যায়ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক আমল করা.....	৪৮২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ অজ্ঞাত স্থান থেকে আগত তীরের আঘাতে কেউ নিহত হলে.....	৪৮২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যে জিহাদ করে তাঁর ফজীলত	৪৮২
অধ্যায়ঃ যুদ্ধের পর ধুলিবালি ধুয়ে ফেলা	৪৮২
অধ্যায়ঃ কোন কাফের.কোন মুসলিমকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হলে.....	৪৮৩
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি জিহাদকে নফল রোযার উপর প্রাধান্য দিল.....	৪৮৩
অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরো সাত প্রকার লোক শহীদ	৪৮৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করছে এবং যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তারা পরস্পর সমান হতে পারেনা-----আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়.....	৪৮৪
অধ্যায়ঃ জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান.....	৪৮৪
অধ্যায়ঃ পরিখা খননের বর্ণনা	৪৮৫
অধ্যায়ঃ প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে যে ব্যক্তি জিহাদে যেতে অক্ষম.....	৪৮৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদে থাকাবস্থায় রোযা রাখার ফজীলত	৪৮৫
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনদের উত্তমরূপে পরিচর্যা করে তার ফজীলত	৪৮৬
অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা	৪৮৬
অধ্যায়ঃ শত্রুদের অবস্থা জানার জন্য গোয়েন্দাগিরি করার মর্যাদা	৪৮৭
অধ্যায়ঃ শাসক সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল হোক, তার নেতৃত্বে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে	৪৮৭
অধ্যায়ঃ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা। আল্লাহর বাণীঃ তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ.....	৪৮৭
অধ্যায়ঃ ঘোড়া ও গাধার নাম রাখা	৪৮৭
অধ্যায়ঃ ঘোড়ার অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে	৪৮৮
অধ্যায়ঃ গণীমতের মালে ঘোড়ার অংশ.....	৪৮৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর বর্ণনা.....	৪৮৯
অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে পুরুষের জন্য নারীদের পানির কলসী বহন করে নিয়ে যাওয়া	৪৮৯
অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীদের ভূমিকা.....	৪৮৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে পাহারা দান.....	৪৯০
অধ্যায়ঃ জিহাদের ময়দানে সেবা করার মর্যাদা.....	৪৯০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এক দিন পাহারা দেয়ার মর্যাদা	৪৯১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের সময় দুর্বল ও সৎ লোকদের উসীলায় আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া	৪৯১
অধ্যায়ঃ তীর নিক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করা	৪৯১
অধ্যায়ঃ ঢালের বর্ণনা ও সঙ্গীর ঢালের আশ্রয় গ্রহণ	৪৯২
অধ্যায়ঃ তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত করা	৪৯২
অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা.	৪৯২
অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেশমী পোষাক পরিধান করা	৪৯৩
অধ্যায়ঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৪৯৩
অধ্যায়ঃ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৪৯৩
অধ্যায়ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৪৯৪
অধ্যায়ঃ মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য দু'আ করা	৪৯৪
অধ্যায়ঃ মুশরিকদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে তাদের হেদায়াতের জন্য দু'আ করা	৪৯৪
অধ্যায়ঃ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান এবং তারা যেন আল্লাহ ছাড়া পরস্পরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ না করে	৪৯৫
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে দেখায় যে অন্যদিকে যাচ্ছে এবং যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করে	৪৯৫
অধ্যায়ঃ সফরে যাত্রাকালে বিদায় দেয়া	৪৯৫
অধ্যায়ঃ নেতার আদেশ শ্রবণ করা ও তা মান্য করা	৪৯৬
অধ্যায়ঃ ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা এবং তাঁর ছত্র ছায়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা	৪৯৬
অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন না করার বায়আত	৪৯৬
অধ্যায়ঃ ইমাম লোকদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের নির্দেশ দেয়া	৪৯৭
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য গড়ান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন	৪৯৮
অধ্যায়ঃ খাদেম (শ্রমিক) সাথে নিয়ে জিহাদে বের হওয়া	৪৯৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	৪৯৯
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ ভীতি জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এক মাসের দূরত্ব থেকে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে	৪৯৯
অধ্যায়ঃ জিহাদের পথে পাথেয় বহন করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি)"	৪৯৯
অধ্যায়ঃ একই গাধার উপর দুইজন আরোহন করা	৪৯৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ কুরআন মযীদ সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় যাওয়া মাকরূহ	৫০০
অধ্যায়ঃ উঁচু আওয়াজে তাকবীর পাঠ করা নিষেধ	৫০০
অধ্যায়ঃ কোন নিম্নভূমিতে নামার সময় তাসবীহ পাঠ করা	৫০০
অধ্যায়ঃ মুসাফির বাড়ীতে অবস্থানকালে যে আমল করে থাকে সফর অবস্থায় ততটুকু আমলের ছাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়	৫০০
অধ্যায়ঃ একাকী সফরে বের হওয়া	৫০১
অধ্যায়ঃ পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদ করা	৫০১
অধ্যায়ঃ উটের গলায় ঘন্টা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা	৫০১
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির নাম সেনাবাহিনীতে তালিকাভূক্ত হওয়ার পর তার স্ত্রী করলে অথবা তার অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকলে তাকে কি যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কি?	৫০১
অধ্যায়ঃ যুদ্ধবন্ধীদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা	৫০২
অধ্যায়ঃ কাফেরদের উপর রাতের অন্ধকারে হামলা করার সময় যদি ঘুমন্ত নারী ও শিশু নিহত হলে কোন অসুবিধা নেই	৫০২
অধ্যায়ঃ যুদ্ধে শিশুদেরকে হত্যা করা	৫০২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর শাস্তির মাধ্যমে অন্য কাউকে শাস্তি দেয়া যাবেনা	৫০২
অধ্যায়ঃ বাড়ীঘর ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়া	৫০৩
অধ্যায়ঃ যুদ্ধ এক প্রকার ধোঁকা	৫০৩
অধ্যায়ঃ যুদ্ধে ঝগড়া ও মতানৈক্য এবং ইমামের অবাধ্য ব্যক্তির শাস্তি	৫০৪
অধ্যায়ঃ শত্রু দেখে মানুষকে শুনানোর জন্য উচ্চঃস্বরে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা	৫০৫
অধ্যায়ঃ বন্দী মুক্ত করা	৫০৬
অধ্যায়ঃ মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা	৫০৬
অধ্যায়ঃ দারুল হরবের কোন কাফের যদি নিরাপত্তা গ্রহণ ছাড়াই দারুল ইসলামে প্রবেশ কওে	৫০৭
অধ্যায়ঃ বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া	৫০০
অধ্যায়ঃ অমুসলিম বালকের কাছে কিভাবে ইসলাম তুলে ধরতে হবে	৫০০
অধ্যায়ঃ ইমামের পক্ষ হতে আদম শুমারী	৫০৮
অধ্যায়ঃ যারা শত্রুর উপর জয়লাভ করে শত্রুভূমিতে তিন দিন অবস্থান কওে	৫০৮
অধ্যায়ঃ মুশরিক কোন মুসলমানের মাল লুট করে নিলে পরবর্তীতে সেই মুসলিম তার মাল পেয়ে গেলে	৫০৮
অধ্যায়ঃ ফারসী ও অন্য কোন আজমী ভাষায় কথা বলা। আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে তাঁর নিদর্শন বিদ্যমান। (সূরা রোমঃ ২২) আল্লাহ্ বলেনঃ	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
আমি সব রাসূলকেই তাদের জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি। (সূরা ইবরাহীমঃ ৪)	৫০৯
অধ্যায়ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ খেয়ানত করা। আল্লাহর বাণীঃ আর যে খেয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন খেয়ানতকৃত সম্পদসহ হাজির হবে	৫০৯
অধ্যায়ঃ গণীমতের সামান্য মাল খেয়ানত করা	৫১০
অধ্যায়ঃ যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জানানো	৫১০
অধ্যায়ঃ যুদ্ধ হতে ফেরত এসে কী বলবে?	৫১১
অধ্যায়ঃ সফর হতে ফেরত এসে নামায আদায় করা	৫১১
কিতাবু ফারযিল খুমুসঃ অধ্যায়ঃ গণীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ ফরয হওয়া সম্পর্কে	৫১২
অধ্যায়ঃ নবী (সাঃ) বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা, আংটি এবং এ সমস্ত বস্তুর যেগুলো খলীফাগণ তাঁর তিরোধানের পর ব্যবহার করেছেন এবং যা বণ্টন করা হয়নি। তাঁর চুল, জুতা, এবং পাত্রসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলো দিয়ে সাহাবী ও অন্যান্য লোকেরা তাঁর মৃত্যুর পর বরকত গ্রহণ করেছেন সেসব জিনিষের বর্ণনা	৫১২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "গণীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য"। অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ বণ্টনের অধিকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৫১৩
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "তোমাদের জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে"	৫১৪
অধ্যায়ঃ নিহত কাফেরের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করা এবং কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করলে নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ পঞ্চমাংশ প্রদান ব্যতীত এবং ইমামের সিদ্ধান্ত ব্যতীত তারই হবে	৫১৫
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআল্লাফাতুল কুলুব (যাদের মন জয় করা সম্ভব) এবং অন্যান্য লোকদেরকেও গণীমতের মালের পঞ্চমাংশ হতে প্রদান করতেন	৫১৬
অধ্যায়ঃ যুদ্ধের ময়দানে কেউ খাদ্যদ্রব্য পেলে কী করবে?	৫১৮
অধ্যায়ঃ অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া (কর) গ্রহণ এবং যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) ও যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে সন্ধি করা	৫১৮
অধ্যায়ঃ ইমাম যদি কোন এলাকার বাদশার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে কি সে চুক্তি উক্ত এলাকার সকল অধিবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে?	৫২১
অধ্যায়ঃ বিনা অপরাধে কোন চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে হত্যা করার অপরাধ?	৫২১
অধ্যায়ঃ মুশরিকরা যদি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে কি?	৫২১
অধ্যায়ঃ মুশরেকদের সাথে মাল বা অন্যান্য বিষয়ের বিনিময়ে চুক্তি করে যুদ্ধ বর্জন করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করার গুনাহ	৫২২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ কোন যিম্মি কাউকে যাদু করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কি?	৫২৩
অধ্যায়ঃ বিশ্বাসঘাতকা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী	৫২৩
অধ্যায়ঃ চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধ	৫২৩
অধ্যায়ঃ নেককার অথবা বদকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধ	৫২৪
সৃষ্টির সূচনাঃ অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ তিনিই তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তিনিই তা পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটি তাঁর পক্ষে অতি সহজ কাজ	৫২৫
অধ্যায়ঃ সাত যমীনের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৫২৬
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ সূর্য ও চন্দ্র একটি নির্দিষ্ট হিসাবের অনুগামী	৫২৬
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তিনিই রহমত বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ বহনকারী বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন	৫২৬
অধ্যায়ঃ ফেরেশতাদের বর্ণনা	৫২৭
অধ্যায়ঃ জান্নাতের বর্ণনা । জান্নাত এখনও প্রস্তুত আছে	৫৩১
অধ্যায়ঃ জাহান্নামের বর্ণনা । জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত আছে	৫৩৩
অধ্যায়ঃ ইবলীস ও তার সৈনিকদের বর্ণনা	৫৩৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহ্ যমীনে সর্বপ্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন"	৫৩৬
অধ্যায়ঃ (এক সময়) মুসলিমের সর্বোত্তম মাল হবে ছাগলের পাল, যেগুলো চড়ানোর জন্য সে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে	৫৩৬
অধ্যায়ঃ তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে যখন মাছি পড়বে তখন সে যেন মাছিকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়। কেননা মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগ জীবাণু এবং অপর ডানায় রয়েছে তার প্রতিশেধক	৫৩৭
নবীদের অবস্থার বিবরণঃ অধ্যায়ঃ আদম ও তাঁর বংশধর সৃষ্টির কাহিনী	৫৩৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুনঃ আমি অচিরেই তোমাদেরকে তাঁর কিছু অবস্থা জানাবো"।	৫৪১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমান সম্পর্কে সংবাদ দিন"	৫৫১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আপনি কিতাবে ইসমাঈলের ঘটনা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদায় সত্যবাদী"	৫৫১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর ছামুদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম"	৫২২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "ইয়াকুব (আঃ)এর মৃত্যুর সময় কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? যখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ তোমরা আমার পরে কার এবাদত করবে?" (সূরা বাকারাঃ ১৩৩)	৫৫২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ মুসা (আঃ)এর সাথে খিযিরের ঘটনা	৫৫২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন" (সূরা তাহ্রীমঃ ১১)	৫৫৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছি" (সূরা নিসাঃ ১৬৩)	৫৫৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর আমি দাউদের জন্যে পুত্র হিসাবে সুলায়মানকে দান করলাম। তিনি কতই না উত্তম বান্দা। তিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী" (সূরা সোয়াদঃ ৩০)	৫৫৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ফেরেশতাগণ বললেনঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে মর্যাদাবান করেছেন ---শেষ পর্যন্ত" (সূরা আল-ইমরানঃ ১৩৯৮)	৫৫৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "হে আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না--শেষ পর্যন্ত" (সূরা নিসাঃ ১৭১)	৫৫৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আর তুমি কিতাবে মারইয়ামের ঘটনা বর্ণনা কর" (সূরা মারইয়ামঃ ১৬-২১)	৫৫৫
অধ্যায়ঃ ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর আগমণ	৫৫৮
অধ্যায়ঃ বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ	৫৫৮
অধ্যায়ঃ মানাকিব তথা বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির ফজীলতের বর্ণনা	৫৬৪
অধ্যায়ঃ কুরাইশদের মর্যাদা	৫৬৫
অধ্যায়ঃ গিফার, আসলাম, মুযায়না, জুহায়না এবং আশজা গোত্রের বর্ণনা	৫৬৭
অধ্যায়ঃ কাহতান গোত্রের বর্ণনা	৫৬৮
অধ্যায়ঃ জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা	৫৬৮
অধ্যায়ঃ খুযাআ গোত্রের বর্ণনা	৫৬৮
অধ্যায়ঃ আবু যার্ গিফারীর ইসলাম গ্রহণ	৫৬৯
অধ্যায়ঃ ইসলামী ও জাহেলী যুগে যে নিজেকে তার পূর্ব পুরুষদের সাথে সম্পর্কিত করে	৫৭১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার বংশকে গালি না দেয়াকে পছন্দ কওে	৫৭১
অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসমূহের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৫৭১
অধ্যায়ঃ নবীদের শেষ নবী	৫৭২
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু	৫৭২
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী	৫৭৩
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষু ঘুমাত, কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমাতনা	৫৭৬
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা ও তাঁর নবুওয়াতের আলামত	৫৭৭
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আপনাকে সেরূপই	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
চিনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে থাকে। আর তাদের একদল লোক জেনে শুনে সত্যকে গোপন করছে" (সূরা বাকারাঃ ১৪৬).....	৫৮৩
অধ্যায়ঃ মুশরিকরা মু'জেযা দেখানোর দাবি করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চন্দ্র দিখন্ডিত করে দেখালেন.....	৫৮৪
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের ফজীলত.....	৫৮৫
অধ্যায়ঃ উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৮৯
অধ্যায়ঃ উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯০
অধ্যায়ঃ আলী বিন আবী তালেব (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯১
অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটাত্মীয়দের ফজীলত.....	৫৯১
অধ্যায়ঃ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯২
অধ্যায়ঃ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯২
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ফজীলত.....	৫৯২
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৩
অধ্যায়ঃ উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৪
অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৪
অধ্যায়ঃ আম্মার বিন ইয়াসার এবং হুযায়ফা (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৪
অধ্যায়ঃ আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৫
অধ্যায়ঃ হাসান ও হুসাইন (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৫
অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৬
অধ্যায়ঃ খালিদ বিন অলীদ (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৬
অধ্যায়ঃ আবু হুযায়ফা (রাঃ)এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেমের ফজীলত.....	৫৯৬
অধ্যায়ঃ আয়েশা (রাঃ)এর ফজীলত.....	৫৯৭
অধ্যায়ঃ আনসারদের ফজীলত.....	৫৯৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ আমি যদি হিজরত না করতাম তাহলে আনসারদের একজন হতাম.....	৫৯৮
অধ্যায়ঃ আনসারদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত.....	৫৯৮
অধ্যায়ঃ আনসারদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট অধিক প্রিয়.....	৫৯৮
অধ্যায়ঃ আনসার পরিবারের ফজীলত.....	৫৯৯
অধ্যায়ঃ আনসারদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "তোমরা	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
আমার সাথে কাউছারের নিকট মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর"	৫৯৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "তাঁরা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত" (সূরা হাশরঃ ৯)	৬০০
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "তোমরা আনসারদের ভালকর্মগুলোকে গ্রহণ কর, আর তাদের অসৎ কর্মগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ"	৬০০
অধ্যায়ঃ সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর ফজীলত	৬০১
অধ্যায়ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ফজীলত	৬০২
অধ্যায়ঃ যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)এর ফজীলত	৬০২
অধ্যায়ঃ আবু তালহা (রাঃ)এর ফজীলত	৬০২
অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ)এর ফজীলত	৬০৩
অধ্যায়ঃ খাদীজা (রাঃ)এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ ও তাঁর ফজীলত প্রসঙ্গে	৬০৪
অধ্যায়ঃ হিন্দ্ বিনতে উৎবাহ (রাঃ)এর ফজীলত প্রসঙ্গে	৬০৪
অধ্যায়ঃ যায়েদ বিন আমর (রাঃ)এর ফজীলত প্রসঙ্গে	৬০৫
অধ্যায়ঃ আইয়্যামে জাহেলীয়াত বা অন্ধকার যুগ	৬০৫
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ	৬০৬
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের পক্ষ হতে যে নির্যাতন সহ্য করেছেন, তার বর্ণনা	৬০৬
অধ্যায়ঃ জিন সম্পর্কে বর্ণনা	৬০৬
অধ্যায়ঃ হাবশায় হিজরত করা প্রসঙ্গে	৬০৭
অধ্যায়ঃ আবু তালেবের ঘটনা	৬০৭
অধ্যায়ঃ ইসরা তথা বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণের ঘটনা	৬০৮
অধ্যায়ঃ মিরাজের ঘটনা	৬০৮
অধ্যায়ঃ আয়েশা (রাঃ)এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে, আয়েশার মদীনায় আগমণ এবং স্বামী গৃহে গমণ	৬১৩
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত	৬১৪
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় আগমণ	৬২২
অধ্যায়ঃ মুহাজিরদের হজ্জ পালন শেষে মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে	৬২২
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমণের পর তাঁর নিকট ইহুদীদের আগমণ সম্পর্কে	৬২২
কিতাবুল মাগাযীঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলে- (সূরা আনফালঃ ৯-১৩)	৬২৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা	৬২৩
অধ্যায়ঃ বদরের যুদ্ধে আবু জাহ্‌লের নিহত হওয়ার ঘটনা	৬২৪
অধ্যায়ঃ বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশ গ্রহণ	৬২৫
অধ্যায়ঃ বনী নযীর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ	৬২৮
অধ্যায়ঃ কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ড	৬২৯
অধ্যায়ঃ আবু রাফে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যার ঘটনা, তাকে সাল্লাম বিন আবুল হুকাইকও বলা হয়	৬৩০
অধ্যায়ঃ উহুদ যুদ্ধের ঘটনা	৬৩২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলে"	৬৩৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই, হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন, কারণ তারা বড়ই অত্যাচারী" (সূরা আল-ইমরানঃ ১২৮)	৬৩৩
অধ্যায়ঃ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাত লাভের ঘটনা	৬৩৪
অধ্যায়ঃ উহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহত হওয়ার ঘটনা	৬৩৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়---(সূরা আল-ইমরানঃ ১৭২)	৬৩৫
অধ্যায়ঃ খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফেরত আসা এবং বনী কুরায়যার অবরোধ	৬৩৬
অধ্যায়ঃ যাতুর রিকাআরর যুদ্ধ	৬৩৭
অধ্যায়ঃ বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ খুজাআ গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়। একে মুরাইসীর যুদ্ধও বলা হয়	৬৩৮
অধ্যায়ঃ আনমারের যুদ্ধ	৬৩৯
অধ্যায়ঃ হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ্‌ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন-যখন তারা গাছের তলায় আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিল	৬৩৯
অধ্যায়ঃ যাতুল কারাদের যুদ্ধ	৬৪২
অধ্যায়ঃ খায়বারের যুদ্ধ	৬৪২
অধ্যায়ঃ উমরাতুল কাযা তথা হুদায়বিয়ার বছর বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে ছুটে যাওয়া উমরা কাযা করা	৬৪৮
অধ্যায়ঃ শামদেশে (সিরিয়ায়) সংঘটিত মুতার যুদ্ধ	৬৪৯
অধ্যায়ঃ হুরুকাহ উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উসামা	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
বিন যায়েদকে প্রেরণ	৬৪৯
অধ্যায়ঃ রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ	৬৫০
অধ্যায়ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় পতাকা স্থাপন করেছিলেন?	৬৫০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ বিশেষ করে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছি---আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা তাওবা ২৪-২৭)	৬৫৩
অধ্যায়ঃ আওতাস যুদ্ধ	৬৫৩
অধ্যায়ঃ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়	৬৫৫
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খালিদ বিন ওয়ালীদকে বনী জাযীমায় প্রেরণ	৬৫৭
অধ্যায়ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহ্মী ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুজায্যিয আল-মুদলিলিজির সেনাদল। একে আনসার সেনাদলও বলেছেন	৬৫৭
অধ্যায়ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশআরী ও মুআয বিন জাবালকে ইয়ামানে প্রেরণ	৬৫৮
অধ্যায়ঃ আলী বিন আবু তালেব ও খালীদ বিন ওয়ালীদকে ইয়ামানে প্রেরণ	৬৫৯
অধ্যায়ঃ যুল খালাসার যুদ্ধ	৬৬০
অধ্যায়ঃ জারীর (রাঃ)এর ইয়ামানে গমণ	৬৬১
অধ্যায়ঃ সীফুল বাহারের যুদ্ধ	৬৬১
অধ্যায়ঃ উওয়াইনা বিন হিসনের যুদ্ধ	৬৬২
অধ্যায়ঃ বনু হানীফর প্রতিনিধি দল ছুমামা বি উছালের বর্ণনা	৬৬৩
অধ্যায়ঃ নাজরানবাসীদের ঘটনা	৬৬৫
অধ্যায়ঃ বিদায় হজ্জ	৬৬৬
অধ্যায়ঃ তাবুক যুদ্ধ। একে কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়	৬৬৮
অধ্যায়ঃ কাব বিন মালেকের ঘটনা এবং মহান আল্লাহর বাণীঃ এবং আল্লাহ্ ঐ তিনজনের তাওবা কবুল করলেন, যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল	৬৬৯
অধ্যায়ঃ কিসরা ও কায়সারের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চিঠি	৬৭৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর রোগভোগ এবং তাঁর ওফাত	৩৭৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ওফাত	৬৮১
কিতাবুত্ তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ সূরা ফাতিহার তাফসীর	৬৮২
সূরা বাকারার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা জেনে-শুনে অন্য কাউকে আল্লাহর সমান বলে গণ্য করোনা	৬৮২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর আমি তোমাদের ওপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'	৬৮৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি বললামঃ তোমরা এ গ্রামে প্রবেশ করো.....	৬৮৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা বিস্মৃত করে দেই তখন এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ আরেকটি হুকুম অবতীর্ণ করি	৬৮৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র	৬৮৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান করে নাও.....	৬৮৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা বলোঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনলাম	৬৮৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি- যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে	৬৮৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ অতঃপর লোকেরা যেখান থেকে ফেরত আসে, তোমরাও সেখান থেকে ফেরত আসো	৬৮৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর মানুষের মধ্যে কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে, হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো	৬৮৬
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাঁরা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায়না	৬৮৬
সূরা আল-ইমরানেরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাতে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা মুহকাম (সুস্পষ্ট) সেগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্য কিছু আয়াত আছে যা মুতাশাবেহ (রূপক অর্থবোধক).....	৬৮৬
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে	৬৮৭
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা (সৈন্য) সমাবেশ করেছে.....	৩৮৭
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভনীয় উক্তি.....	৬৮৮
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের ওপর আনন্দিত হয় তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে	৬৮৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবেনা	৬৯০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন.....	৬৯১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ অনু পরিমাণও যুলুম করেন না	৬৯১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে সাক্ষী রূপে.....	৬৯২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?	৬৯৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আমি আপনার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে অহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর অহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর গ্রন্থ। (সূরা নিসাঃ ১৬৩)	৬৯৩
সূরা মায়িদার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে রাসূল, পৌছে দাও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে.....	৬৯৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন.....	৬৯৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ- এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ অন্য কিছু নয়	৬৯৪
অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ হে মুমিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করোনা, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে	৬৯৪
সূরা আনআমের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ তুমি বলঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে থেকে প্রেরণ করবেন.....	৬৯৫
অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ ওরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, তুমিও তাদের পথ অনুসরণ কর.....	৬৯৫
অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ এবং তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেয়োনা, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য.....	৬৯৬
সূরা আরাফের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ হে নবী ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ কর এবং ভাল কাজের আদেশ কর	৬৯৭
সূরা আনফালের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা (শির্ক ও কুফরী) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়	৬৯৭
সূরা তাওবার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং অন্যান্যরা নিজেদের পাপসমূহ স্বীকার করেছে.....	৬৯৭
সূরা হুদের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর	৬৯৮

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং তোমার রবের পাকড়াও এরূপই, যখন তিনি জালেমদের কোন বসতিকে পাকড়াও করেন.....	৬৯৮
সূরা হিজ্‌রের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ কিন্তু যে চুরি করে শুনে ফেলে.....	৬৯৮
সূরা নাহ্‌লের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ আর তোমাদের কাউকে বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়.....	৬৯৯
সূরা বানী ইসরাঈলের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহন করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দা	৬৯৯
অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ তোমার রব অচিরেই তোমাকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন	৭০২
অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়োনা এবং খুব নীচু স্বরেও পড়োনা.....	৭০৩
সূরা কাহাফের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ তারা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শন সমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে.....	৭০৩
সূরা মারইয়ামের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আলাহর বাণীঃ তাদের ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের.....	৭০৪
সূরা নূরের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আর যারা তাদের নিজেদের স্ত্রীদেরকে জেনার অপবাদ দিবে, কিন্তু তারা নিজেরা ব্যতিত আর কোন সাক্ষী থাকবেনা.....	৭০৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয়.....	৭০৬
সূরা ফুরকানের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে.....	৭০৭
সূরা রোমের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আলিফ লাম মীম রোমকরা পরাজিত হয়েছে.....	৭০৭
সূরা সিজদার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কোন ব্যক্তিই জানেনা যে মুমিন বান্দাদের জন্য কি ধরণের চক্ষু শীতলকারী বিষয় গোপন রাখা হয়েছে.....	৭০৯
সূরা আহযাবের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাদের মধ্যে থেকে আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিদায় করে দিন আর যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে রেখে দিন.....	৭০৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করোনা.....	৭১০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা কোন জিনিস প্রকাশ কর বা গোপন রাখ.....	৭১১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরূদ পেশ করেন.....	৭১১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়োনা। অনন্তর আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন	৭১২
সূরা সাবার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তিনি তো কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র	৭১৩
সূরা যুমারের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ	৭১৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা আল্লাহর যথাযথ ক্ষমতা উপলব্দি করতে পারেনি	৭১৪
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীন আল্লাহর মুঠোয় থাকবে	৭১৫
সূরা শুরার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ্য চাই	৭১৫
সূরা দুখানের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও। আমরা ঈমান আনয়ন করবো	৭১৬
সূরা জাসিয়ার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ মুশরিকদের কথা কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ মহাকালই (কালের উত্থান পতনই) আমাদেরকে ধ্বংস কওে	৭১৬
সূরা আহকাফের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন তারা আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল	৭১৬
সূরা মুহাম্মাদের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করলে সম্ভাবনা আছে যে, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে	৭১৭
সূরা কাফ-এর তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ জাহান্নাম বলবে, আমার জন্য আরও আছে কি?	৭১৮
সূরা তুরের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ শপথ তুর পর্বতের! শপথ এমন কিতাবের, যা লিখত আছে	৭১৮
সূরা নাজমের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত এবং উয্যা সম্পর্কে?	৭১৯
সূরা কামারের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর	৭১৯
সূরা আর-রাহমানের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং এ দু'টি ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে	৭১৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ	৭২০
সূরা মুমতাহানার তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না	৭২০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন মুমিন মহিলারা তোমার কাছে বায়আত করতে আসে	৭২১
সূরা জুমআর তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং অন্যান্য লোকদের জন্যও ঐ	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
রাসূলকে পাঠিয়েছেন, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি.....	৭২১
সূরা মুনাফিকুনের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল	৭১১
সূরা তাহরীমের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য হালাল করেছেন, তা আপনি নিজের জন্য হারাম করে নিচ্ছেন কেন?	৭২৩
সূরা কালামের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তার স্বভাব কঠোর, তদুপরি সে কুখ্যাত	৭২৩
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ স্বরণ কর সেই দিনের কথা যে দিন আল্লাহ্ তাআলার পায়ের নলা উন্মুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হবে.....	৭২৩
সূরা নাযিআতের তাফসীর	৭২৪
সূরা আবাসার তাফসীর.....	৭২৪
সূরা মুতাফ্ফিফীনের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যে দিন সকল মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে	৭২৪
সূরা ইনশিকাকের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তার খুব সহজ হিসাব নেওয়া হবে.....	৭২৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা অবশ্যই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হবে.....	৭২৫
সূরা শামসের তাফসীর	৭২৫
সূরা আলাকের তাফসীরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই	৭২৬
সূরা কাউছারের তাফসীর.....	৭২৬
সূরা ফালাকের তাফসীর.....	৭২৮
কুরআনের ফজীলতঃ অধ্যায়ঃ অহী নাযিলের পদ্ধতি এবং প্রথম যা নাযিল হয়েছে	৭২৮
অধ্যায়ঃ সাতটি পঠন পদ্ধতিতে (কিরাআতে) কুরআন নাযিল হয়েছে.....	৭২৮
অধ্যায়ঃ জিবরীল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পড়ে শুনাতেন.	৭২৯
অধ্যায়ঃ قل هو الله أحد (সূরা ইখলাস)-এর ফজীলত.....	৭২৯
অধ্যায়ঃ সূরা নাস্ ও ফালাকের ফজীলত.....	৭৩০
অধ্যায়ঃ কুরআন তেলাওয়াতের সময় প্রশান্তি ও ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়া.....	৭৩০
অধ্যায়ঃ কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হওয়া	৭৩০
অধ্যায়ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন পড়ে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়..	৭৩১
অধ্যায়ঃ কুরআন স্মরণ রাখা এবং বার বার পাঠ করা	৭৩২
অধ্যায়ঃ টেনে টেনে কুরআন পাঠ করা	৭৩২
অধ্যায়ঃ সুন্দর আওয়াজে কুরআন পাঠ করা.....	৭৩২

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ কয় দিনে কুরআন খতম করবে?	৭৩২
অধ্যায়ঃ মানুষকে দেখানো অথবা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ কওে	৭৩৩
কিতাবুন্ নিকাহঃ অধ্যায়ঃ বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে	৭৩৫
অধ্যায়ঃ বিবাহ না করা ও খাসী হয়ে যাওয়া নিষেধ	৭৩৫
অধ্যায়ঃ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা	৭৩৬
অধ্যায়ঃ বয়স্ক ব্যক্তি কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে	৭৩৬
অধ্যায়ঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে কুফু অর্থাৎ বর ও কনে পরস্পর সম মানের হওয়া	৭৩৬
অধ্যায়ঃ মহিলাদের অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর বাণীঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে"। (সূরা তাগাবুনঃ ১৪)	৭৩৮
অধ্যায়ঃ "তোমাদের জন্যে তোমাদের ঐ সকল মাতাকেও বিবাহ করা হারাম, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে"। (সূরা নিসাঃ ২৩)	৭৩৮
অধ্যায়ঃ যারা বলে দুই বছর বয়স হওয়ার পর দুধ পান করানোর কারণে দুধ পান জনিত কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ হবেনা, তাদের দলীল। আল্লাহর বাণীঃ মাতা তার শিশকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। কম বা বেশী যে পরিমাণ দুধ পান করালে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়	৭৩৯
অধ্যায়ঃ শিগার সম্পর্কে	৭৪০
অধ্যায়ঃ শেষ দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন	৭৪০
অধ্যায়ঃ সৎকর্মপরায়ন পুরুষের নিকট মহিলা বিয়ের জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে	৭৪০
অধ্যায়ঃ বিয়ের পূর্বে পাত্রীকে দেখা নেওয়া	৭৪১
অধ্যায়ঃ যারা বলে অলী ব্যতীত বিয়ে হবেনা	৭৪১
অধ্যায়ঃ পিতা বা অন্য কেউ কুমারী বা অকুমারী মেয়েকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দিবেনা	৭৪২
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে বিয়ে দিলে সেই বিবাহ নাজায়েয	৭৪২
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার কওে	৭৪২
অধ্যায়ঃ বিয়ের মধ্যে যেসমস্ত শর্ত নাজায়েয	৭৪২
অধ্যায়ঃ যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীর কাছে পেশ করে এবং তার বরকতের জন্য দুআ কওে	৭৪৩
অধ্যায়ঃ স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় কি বলবে?	৭৪৩
অধ্যায়ঃ একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলীমার ব্যবস্থা করা	৭৪৩
অধ্যায়ঃ একটি ছাগলের চেয়েও কম কিছু দিয়ে হলেও অলীমার ব্যবস্থা করলে	৭৪৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ অলীমার অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। কেউ যদি একাধারে সাত দিন বা অনুরূপ অলীমার আয়োজন কওে.....	৭৪৩
অধ্যায়ঃ নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ওসীয়ত.....	৭৪৪
অধ্যায়ঃ পরিবার-পরিজনের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার করা	৭৪৪
অধ্যায়ঃ স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা	৭৪৬
অধ্যায়ঃ সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা	৭৪৭
অধ্যায়ঃ সাইয়্যিবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী নারীকে বিবাহ করা.....	৭৪৭
অধ্যায়ঃ গর্বভরে স্ত্রীর বানোয়াট সাজ-সজ্জা করা নাজায়েয এবং স্বামীর অন্য স্ত্রীর উপর অহংকার করা নিষেধ	৭৪৮
অধ্যায়ঃ গাইরাত (আত্মসম্মানবোধ).....	৭৪৮
অধ্যায়ঃ মহিলাদের গাইরাত (আত্মসম্মানবোধ) ও তাদের ক্রোধ.....	৭৪৯
অধ্যায়ঃ কোন পুরুষ মাহরাম ছাড়া কোন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত করবে না এবং যে মহিলার স্বামী বাড়ীতে নেই, তার ঘরেও যেন কেউ প্রবেশ না কওে.....	৭৪৯
অধ্যায়ঃ কোন মহিলা অন্য মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করে তার স্বামীর নিকট সেই মহিলার দৈহিক বিবরণ দিবেনা.....	৭৫০
অধ্যায়ঃ দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকার পর কেউ যেন তার স্ত্রীর নিকট রাত্রে না আসে.....	৭৫০
কিতাবুত তালাক	৭৫১
অধ্যায়ঃ হায়েয (মাসিক) অবস্থায় তালাক দিলে ঐ তালাক কার্যকর হবে.....	৭৫১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিবে সে কি তালাক দেয়ার কথা সামনা সামনি বলবে?	৭৫১
অধ্যায়ঃ যারা একত্রে তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন	৭৫২
অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন, তা তুমি হারাম করবে কেন?	৭৫২
অধ্যায়ঃ খোলা তালাক এবং কিভাবে তা দিতে হবে? আল্লাহর বাণীঃ (তালাক দিয়ে বিদায় করার সময়) তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু রেখে দিবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, তারা উভয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা রক্ষা করে জীবন যাপন করতে পারবে না, তাহলে ভিন্ন কথা	৭৫৩
অধ্যায়ঃ বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ.....	৭৫৪
অধ্যায়ঃ লিআন (অভিশাপযুক্ত) শপথ	৭৫৪
অধ্যায়ঃ ইংগিতের মাধ্যমে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে.....	৭৫৪
অধ্যায়ঃ লিআনকারীদেরকে তাওবা করার প্রতি উৎসাহ দান	৭৫৫
অধ্যায়ঃ শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার করা.....	৭৫৫
কিতাবুন্ নাফাকাত (ভরণপোষণ)ঃ অধ্যায়ঃ ভরণ পোষণ করার ফজীলত	৭৫৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ পরিবারের এক বছরের খরচ সঞ্চয় করে রাখা এবং কিভাবে পরিবারের জন্য খরচ করবে?	৭৫৬
কিতাবুল আত্‌ইমা (খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা)ঃ অধ্যায়ঃ খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ	৭৫৭
অধ্যায়ঃ বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ	৭৫৭
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি পেট ভরে খেল	৭৫৮
অধ্যায়ঃ পাতলা রুটি খাওয়া ও দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণ করা	৭৫৮
অধ্যায়ঃ একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট	৭৫৮
অধ্যায়ঃ মুমিন এক উদরে খায়	৭৫৮
অধ্যায়ঃ হেলান দিয়ে খাওয়া	৭৫৯
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও খাদ্যকে খারাপ বলেন নি	৭৫৯
অধ্যায়ঃ ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে তুষ সরিয়ে ফেলা	৭৫৯
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ যা খেতেন	৭৫৯
অধ্যায়ঃ তালবীনা (হালুওয়া জাতীয় এক প্রকার খাদ্য) খাওয়া	৭৬০
অধ্যায়ঃ রোপ্যখচিত পাত্রে খাবার গ্রহণ করা	৭৬০
অধ্যায়ঃ দ্বীনি ভাইদের খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা	৭৬০
অধ্যায়ঃ তাজা খেজুর ও শসা মিশেয়ে খাওয়া	৭৬০
অধ্যায়ঃ তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর	৭৬১
অধ্যায়ঃ আজওয়া খেজুর	৭৬২
অধ্যায়ঃ আঙ্গুল চেটে খাওয়া	৭৬২
অধ্যায়ঃ খাওয়ার পর কী বলবে?	৭৬২
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তোমরা উঠে যাও	৭৬২
কিতাবুল আকীকাহ্ঃ অধ্যায়ঃ নবজাতকের নাম রাখা	৭৬৪
অধ্যায়ঃ আকীকার সময় নবজাতকের মাথা কামানো	৭৬৪
অধ্যায়ঃ ফারার বর্ণনা	৭৬৪
যবেহ্ ও শিকারের বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ শিকার করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা	৭৬৫
অধ্যায়ঃ ধনুক দ্বারা শিকারের বর্ণনা	৭৬৫
অধ্যায়ঃ আঙ্গুল দিয়ে পাথর নিক্ষেপ ও গুলি মারার বর্ণনা	৭৬৬
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদী পশু পাহারাদানের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কুকুর পোষে	৭৬৬
অধ্যায়ঃ দুই তিন দিন পর হারানো শিকার পাওয়া গেলে	৭৬৬
অধ্যায়ঃ টিড্ডি (পঙ্গপাল বা বড় আকৃতির এক প্রকার ফড়িং) খাওয়া	৭৬৯
অধ্যায়ঃ নহর ও কুরবানী করা	৭৬৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ পশুর অঙ্গহানী করা, বেঁধে তীর ছুড়ে মারা এবং প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রাণীকে করে তাতে তীর ও গুলির লক্ষ্য বস্তু নির্ধারণ নিষেধ	৭৬৭
অধ্যায়ঃ মুরগির গোশত সম্পর্কে	৭৬৭
অধ্যায়ঃ দাঁত ওয়ালা সর্ব প্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া	৭৬৭
অধ্যায়ঃ কস্তুরী সম্পর্কে	৭৬৮
অধ্যায়ঃ জীব-জন্তুতে দাগ লাগানো এবং মুখে চিহ্ন দেয়া	৭৬৮
কিতাবুল আযাহী (কুরবানীর বর্ণনা)ঃ অধ্যায়ঃ কুরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে এবং কি পরিমাণ রেখে দেয়া যাবে?	৭৬৯
কিতাবুল আশরিবাহ (পানীয় দ্রব্যসমূহের বর্ণনা)ঃ অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে সে আখেরাতে উহা পান করা থেকে বঞ্চিত হবে	৭৭০
অধ্যায়ঃ মধু থেকে তৈরী মদ সম্পর্কে, একে বিত্‌উ বলা হয়	৭৭০
অধ্যায়ঃ তামা বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরী করা	৭৭১
অধ্যায়ঃ মদ পানের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুনরায় তা ব্যবহারের অনুমতি দান	৭৭১
অধ্যায়ঃ নেশা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে যারা কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলানোকে নাজায়েয মনে করেন। এমনি দু'প্রকার তরকারীও এক তরকারীতে পরিণত করা নাজায়েয	৭৭১
অধ্যায়ঃ দুধ পান করা। আল্লাহর বাণীঃ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ (গোবর ও রক্তের মধ্যে হতে) ..	৭৭২
অধ্যায়ঃ দুধের সাথে পানি মিশিয়ে পান করা	৭৭২
অধ্যায়ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা	৭৭২
অধ্যায়ঃ মশকের (কলসীর) মুখ খুলে পানি পান করা	৭৭৩
অধ্যায়ঃ পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা এবং দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা	৭৭৩
অধ্যায়ঃ রোপার পাত্র	৭৭৩
অধ্যায়ঃ পেয়ালায় পান করা	৭৭৩
কিতাবুল মারযা (রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা)ঃ অধ্যায়ঃ রোগ গুনাহ্‌এর কাফ্‌ফারা	৭৭৫
অধ্যায়ঃ রোগের প্রচন্ডতা	৭৭৫
অধ্যায়ঃ মৃগী রোগীর ফজীলত	৭৭৬
অধ্যায়ঃ দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফজীলত	৭৭৬
অধ্যায়ঃ রোগী দেখতে যাওয়া	৭৭৬
অধ্যায়ঃ রোগীর জন্য এটা বলা জায়েয আছে যে, আমি রোগাক্রান্ত, আহ! আমার মাথা ব্যথা, কিংবা আমার অসুখ বেড়ে গেছে। আইউব (আঃ)এর কথাঃ "আমি দুঃখে-কষ্টে পড়েছি। আপনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। (সূরা আম্বীয়াঃ ৮৩)	৭৭৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ রোগীর মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ	৭৭৭
অধ্যায়ঃ রোগীর জন্য সাক্ষাতকারীর দু'আ	৭৭৮
কিতাবুত্ তিব্বঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার চিকৎসার ব্যবস্থা করেন নি	৭৭৯
অধ্যায়ঃ তিনটি জিনিষে নিরাময় রয়েছে	৭৭৯
অধ্যায়ঃ মধু দ্বারা চিকিৎসা করা এবং আল্লাহর বাণীঃ "এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য"	৭৭৯
অধ্যায়ঃ কালোজিরা দ্বারা চিকিৎসা	৭৭৯
অধ্যায়ঃ অসুখের কারণে সিঙ্গা লাগানো	৭৮০
অধ্যায়ঃ যে ঝাড়ফুঁক করেনা বা করায়না	৭৮০
অধ্যায়ঃ কুষ্ঠরোগ	৭৮২
অধ্যায়ঃ সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই (সফর মাসকেও অশুভ মনে করা ঠিক নয়)	৭৮২
অধ্যায়ঃ পাঁজরের ব্যথার (প্লুরিসি রোগের) চিকিৎসা	৭৮২
অধ্যায়ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে	৭৮৩
অধ্যায়ঃ প্লেগ (মহামারী) সম্পর্কে	৭৮৩
অধ্যায়ঃ বদ নযরের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে	৭৮৩
অধ্যায়ঃ সাপ ও ছিঁুর দংশনের ঝাড়ফুঁক	৭৮৪
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে	৭৮৪
অধ্যায়ঃ ফাল (শুভ লক্ষণ)	৭৮৪
অধ্যায়ঃ গণকের ভবিষ্যদ্বাণী	৭৮৪
অধ্যায়ঃ কোন কোন ভাষণে যাদুর প্রভাব রয়েছে	৭৮৫
অধ্যায়ঃ রোগ সংক্রামিত হয় না	৭৮৫
অধ্যায়ঃ বিষপান এবং বিষ, বিপদজনক ও অপবিত্র জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করা	৭৮৫
অধ্যায়ঃ পাত্রে মাছি পড়লে	৭৮৫
কিতাবুল লিবাস (পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা)ঃ অধ্যায়ঃ পায়ের টাকনুর নীচে যে পরিমাণ কাপড় ঝুলিয়ে পড়া হয় সে পরিমাণ অংশ জাহান্নামে যাবে	৭৮৬
অধ্যায়ঃ ডোরাদার চাদর এবং ইয়ামানী চাদও	৭৮৬
অধ্যায়ঃ সাদা কাপড় পরিধান করা	৭৮৬
অধ্যায়ঃ রেশমী পোষাক পরিধান করা ও বিছানার চাদর হিসাবে ব্যবহার করা	৭৮৭
অধ্যায়ঃ রেশমী কাপড় বিছানার চাদর হিসাবে ব্যবহার করা	৭৮৭
অধ্যায়ঃ পুরুষের জন্য যাফরানী রঙ্গের কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ	৭৮৭
অধ্যায়ঃ পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা ইত্যাদির বর্ণনা	৭৮৭

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ বাম পায়ের জুতা প্রথম খুলবে	৭৯৭
অধ্যায়ঃ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবেনা	৭৮৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবেনা	৭৮৮
অধ্যায়ঃ নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিস্কার করা	৭৮৮
অধ্যায়ঃ দাড়ি বাড়ানো	৭৮৮
অধ্যায়ঃ খিযাব সম্পর্কে	৭৮৯
অধ্যায়ঃ কোকড়ানো চুল	৭৮৯
অধ্যায়ঃ মাথার একদিকের চুল কামিয়ে (কেটে) ফেলে অন্যদিকের চুল রেখে দেয়া	৭৮৯
অধ্যায়ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো	৭৮৯
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি খোশবু ফেরত দেয় না	৭৮৯
অধ্যায়ঃ যারীরা নামীয় খোশবু	৭৯০
অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারী ও প্রস্তুতকারীদের শাস্তি	৭৯০
অধ্যায়ঃ ছবি ভেঙ্গে ফেলা	৭৯০
কিতাবুল আদবঃ অধ্যায়ঃ সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে?	৭৯১
অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে না	৭৯১
অধ্যায়ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুনাহ্	৭৯১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ্ও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন	৭৯১
অধ্যায়ঃ আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল হলে তা সজীব থাকে	৭৯২
অধ্যায়ঃ প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার হক আদায় হয়না	৭৯২
অধ্যায়ঃ সন্তান-সন্ততিকে স্নেহ করা, চুমু দেয়া এবং তাদের সাথে কোলাকুলি করা	৭৯২
অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ দয়া মায়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন	৭৯৩
অধ্যায়ঃ শিশুদেরকে রানের উপর রাখা	৭৯৩
অধ্যায়ঃ মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর দয়া পরবশ হওয়া	৭৯৩
অধ্যায়ঃ প্রতিবেশীর হক আদায়ের উপদেশ	৭৯৪
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়	৭৯৪
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়	৭৯৪
অধ্যায়ঃ প্রতিটি ভাল কাজই সাদকাহ	৭৯৪
অধ্যায়ঃ সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন করা	৭৯৫
অধ্যায়ঃ ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা	৭৯৫
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশালীন ছিলেন না এবং তিনি অশালীন	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কথাও বলতেন না	৭৯৫
অধ্যায়ঃ উত্তম চরিত্র ও দানশীলতা, কৃপণতা নিন্দনীয়	৭৯৫
অধ্যায়ঃ গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ	৭৯৫
অধ্যায়ঃ চোখলখুরী অপছন্দনীয়	৭৯৬
অধ্যায়ঃ অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপছন্দনীয়	৭৯৬
অধ্যায়ঃ পরস্পর হিংসা ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন নিষিদ্ধ	৭৯৬
অধ্যায়ঃ যে ধরণের ধারণা পোষণ বৈধ	৭৯৭
অধ্যায়ঃ ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে	৭৯৭
অধ্যায়ঃ হিজরত সম্পর্কে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ কোন মুসলিমের পক্ষে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক বর্জন করা জায়েয নয়	৭৯৭
অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও	৭৯৮
অধ্যায়ঃ দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা	৭৯৮
অধ্যায়ঃ ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে সাবধান	৭৯৮
অধ্যায়ঃ লজ্জাশীলতা	৭৯৮
অধ্যায়ঃ যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার	৭৯৯
অধ্যায়ঃ মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া এবং পরিবারের লোকদের সাথে কৌতুক করা	৭৯৯
অধ্যায়ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত হতে দুইবার দংশিত হয় না	৭৯৯
অধ্যায়ঃ যে ধরণের কবিতা, ছন্দ এবং উট চালনার গান বৈধ	৭৯৯
অধ্যায়ঃ কবিতা রচনায় কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয়, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞানার্জন এবং কুরআন চর্চা থেকে বিরত রাখে	৮০০
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উক্তিঃ তোমার জন্য দুঃখ	৮০০
অধ্যায়ঃ মানুষকে কিয়ামতের দিন পিতার নামে ডাকা হবে	৮০০
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ করম হচ্ছে মুমিনের অন্তর	৮০০
অধ্যায়ঃ সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা	৮০১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি তার সাথীর নামের একটি অক্ষর বাদ দিয়ে ডাকে	৮০১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম	৮০১
অধ্যায়ঃ হাঁচি দাতা আল্লাহর প্রশংসা করবে	৮০১
অধ্যায়ঃ হাঁচি দেয়া পছন্দনীয় এবং হাই তোলা নিন্দনীয়	৮০২
কিতাবুল ইস্তিযান (অনুমতি প্রার্থনা)ঃ অধ্যায়ঃ অল্পসংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে	৮০৩
অধ্যায়ঃ চলমান ব্যক্তি উপবিশষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে	৮০৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে	৮০৩
অধ্যায়ঃ (গৃহবাসীর উপর অপছন্দনীয় অবস্থায়) দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলেই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা	৮০৩
অধ্যায়ঃ যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ব্যভিচার	৮০৪
অধ্যায়ঃ শিশুদেরকে সালাম দেয়া	৮০৪
অধ্যায়ঃ ঘরের মালিক যদি প্রশ্ন করেঃ কে? জবাবে আমি বললে	৮০৪
অধ্যায়ঃ মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দেয়া	৮০৪
অধ্যায়ঃ দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা এবং দুই হাতে বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে বসা	৮০৫
অধ্যায়ঃ কোথাও যদি তিনজনের অধিক সঙ্গী হলে দু'জনে গোপনে বা চুপে কথা বলায় কোন দোষ নেই	৮০৫
অধ্যায়ঃ ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা রাখবে না	৮০৫
অধ্যায়ঃ পাকা ভবন নির্মানের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে	৮০৫
কিতাবুত দাওয়াত (দু'আ পর্ব)ঃ অধ্যায়ঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি কবুলযোগ্য দু'আ রয়েছে	৮০৬
অধ্যায়ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ	৮০৬
অধ্যায়ঃ দিনে ও রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা	৮০৬
অধ্যায়ঃ তাওবা	৮০৬
অধ্যায়ঃ ঘুমানোর সময় কোন্ দু'আ পড়বে?	৮০০
অধ্যায়ঃ ডান কাতে শয়ন করা	৮০৭
অধ্যায়ঃ রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দু'আ পড়বে	৮০৮
অধ্যায়ঃ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ্‌কে বাধ্য করার কেউ নেই	৮০৮
অধ্যায়ঃ ফলাফল লাভে তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দু'আ কবুল হয়	৮০৯
অধ্যায়ঃ চরম বিপদের সময় দু'আ করা	৮০৯
অধ্যায়ঃ চরম বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া	৮০৯
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দুআঃ হে আল্লাহ্! আমি যাকে কষ্ট দিয়েছি, সেই কষ্ট তার জন্য তোমার রহমত এবং নৈকট্য লাভের উসীলা করে দাও	৮১০
অধ্যায়ঃ কৃপণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৮১০
অধ্যায়ঃ গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া	৮১০
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দু'আঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর	৮১১
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দু'আঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার পূর্বের ওপরের গুনাহ্ ক্ষমা কর	৮১১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার মর্যাদা	৮১১
অধ্যায়ঃ 'সুবহানাল্লাহ' বলার ফজীলত	৮১২
অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করার ফজীলত	৮১২
কিতাবুর্ রিকাক, অধ্যায়ঃ সুস্বাস্থ্য ও অবসরতার বর্ণনা	৮১৪
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ তুমি দুনিয়াতে একজন গরীব (অপরিচিত) মানুষ হিসাবে বসবাস কর	৮১৪
অধ্যায়ঃ দীর্ঘ আশা আকাঙ্খার বর্ণনা	৮১৪
অধ্যায়ঃ যার বয়স ষাট বছর হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলা তার কোন অযুহাত কবুল করেন না	৮১৫
অধ্যায়ঃ যে আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়	৮১৬
অধ্যায়ঃ সৎ লোকদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া	৮১৬
অধ্যায়ঃ ধন-সম্পদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা	৮১৬
অধ্যায়ঃ বনী আদম যে মাল সৎকাজে খরচ করে উহাই তার প্রকৃত মাল	৮১৬
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন যাপন কেমন ছিল? তাদের দুনিয়া বিমুখ হওয়ার বর্ণনা	৮১৭
অধ্যায়ঃ ইবাদতের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা এবং তা সর্বদা চালু রাখা	৮১৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর (রহমতের) আশা ও (তার আযাবের) ভয় করা	৮১৯
অধ্যায়ঃ জবানের হেফাজত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে	৮১৯
অধ্যায়ঃ পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা	৮২০
অধ্যায়ঃ শাহওয়াত তথা সুশুভিত পাপকাজ দ্বারা জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে	৮২০
অধ্যায়ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে	৮২০
অধ্যায়ঃ দুনিয়ার সম্পদ যার কম তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যার বেশী তার দিকে দৃষ্টি দিবে না	৮২১
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজ কিংবা পাপ কাজের ইচ্ছাপোষণ করলো	৮২১
অধ্যায়ঃ আমানত উঠে যাওয়ার বর্ণনা	৮২১
অধ্যায়ঃ রিয়া এবং সুম্আ (মানুষকে দেখানো এবং শুনানোর জন্য আমল করা সম্পর্কে).	৮২২
অধ্যায়ঃ বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে	৮২২
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করেন আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন	৮২৩
অধ্যায়ঃ মৃত্যু যন্ত্রনা	৮২৪
অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পৃথিবীকে হস্তে ধারণ করবেন	৮২৪

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ হাশরের বর্ণনা	৮২৫
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে? (সূরা মুতাফফিফীনঃ ৪-৬)	৮২৫
অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন কিসাসের বর্ণনা	৮২৬
অধ্যায়ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	৮২৬
কিতাবুল কাদরঃ অধ্যায়ঃ আল্লাহর জ্ঞান মোতাবেক (লিখে) কলমের কালি শুকিয়ে গেছে	৮২৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই সংঘটিত ও কার্যকর হবে	৮২৯
অধ্যায়ঃ মান্নত বান্দাকে এক তাকদীর থেকে অন্য তাকদীরের দিকে নিয়ে যায়	৮২৯
অধ্যায়ঃ মাসুম সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন	৮৩০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহ্ বান্দা ও অন্তরের মাঝে মধ্যবর্তী হয়ে যান"	৮৩০
কিতাবুল আইমান ও য়ান্ নুযুর (শপথ মান্নত)ঃ অধ্যায়ঃ কসম ও মান্নতের বর্ণনা	৮৩১
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কসম কেমন ছিল	৮৩১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা আল্লাহর নামের দ্বারা শক্ত কসম করে	৮৩২
অধ্যায়ঃ কসম খাওয়ার পর ভুলবশত তা ভেঙ্গে ফেললে	৮৩২
অধ্যায়ঃ আনুগত্যের কাজে মান্নত	৮৩৩
অধ্যায়ঃ মানত পূর্ণ না করেই কেউ মৃত্যু বরণ করলে	৮৩৩
অধ্যায়ঃ মালিকানাহীন বস্তু এবং গুনাহ্এর কাজে মানত করা	৮৩৩
কাফ্ফারাতুল আইমান (শপথের কাফ্ফারা)ঃ অধ্যায়ঃ মদীনার 'সা' এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুদ্দ	৮৩৪
কিতাবুল ফারায়েযঃ অধ্যায়ঃ পিতামাতার সম্পদে সন্তানদের মিরাছ	৮৩৫
অধ্যায়ঃ কন্যার সাথে নাতীর ওয়ারিছ হওয়া	৮৩৫
অধ্যায়ঃ কোন সম্প্রদায় থেকে মুক্ত হওয়া দাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ভাগ্নেও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত	৮৩৫
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি অপরকে স্বীয় পিতা বলে অবহিত কওে	৮৩৬
কিতাবুল হুদুদ (দণ্ডবিধিসমূহের বর্ণনা)ঃ অধ্যায়ঃ জুতা ও খেজুর গাছের ডাল দ্বারা মার-ধর করা	৮৩৭
অধ্যায়ঃ মদ পানকারীকে লা'নত করা মাকরুহ্ এবং সে কাফের হয়ে যায়নি	৮৩৭
অধ্যায়ঃ চোরকে লা'নত করা সম্পর্কে	৮৩৮
অধ্যায়ঃ কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে?	৮৩৮
যুদ্ধকারী কাফের এবং মুরতাদদের বর্ণনাঃ অধ্যায়ঃ সতর্কতা ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তির পরিমাণ কী?	৮৩৯
অধ্যায়ঃ ক্রীতদাসকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া	

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কিতাবুত্ দিয়াতঃ অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করল	৮৩৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ জানের বদলে জান এবং চোখের বদলে চোখ	৮৪০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত দাবী করে	৮৪০
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি শাসকের কাছে না গিয়ে নিজের অধিকার আদায় করে নেয় কিংবা নিজেই কিসাস নিয়ে নেয়	৮৪১
অধ্যায়ঃ আঙ্গুলের দিয়াত (জরিমানা)	৮৪১
মুরতাদ এবং বিদ্রোহীদেরকে তাওবা করানো ও তাদের সাথে যুদ্ধ করা, অধ্যায়ঃ আল্লাহর সাথে শির্ক করার গুনাহ্	৮৪১
কিতাবুত তাবীর, স্বপ্নের ব্যাখ্যাঃ অধ্যায়ঃ সৎ লোকদের স্বপ্ন	৮৪৩
অধ্যায়ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে	৮৪৩
অধ্যায়ঃ ভাল স্বপ্ন সুসংবাদ স্বরূপ	৮৪৩
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখল	৮৪৪
অধ্যায়ঃ স্বপ্নে নদী দেখা	৮৪৫
অধ্যায়ঃ স্বপ্নে নিজেকে শিকল পরিহিত দেখা	৮৪৫
অধ্যায়ঃ স্বপ্নে জানালা থেকে কোন জিনিষ বের করে অন্য জায়গায় রাখা	৮৪৫
অধ্যায়ঃ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা	৮৪৬
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, প্রথম তা'বীরকারীর ব্যাখ্যা সঠিক না হলে তা চূড়ান্ত নয়	৮৪৬
কিতাবুল ফিতানঃ অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ আমার পর তোমরা অচিরেই এমন সব কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে	৮৪৮
অধ্যায়ঃ ফিতনা প্রকাশ হওয়া	৮৪৮
অধ্যায়ঃ আগত প্রতিটি যামানা তার পূর্ববর্তী যামানার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট হবে	৮৪৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়	৮৪৯
অধ্যায়ঃ ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম	৮৪৯
অধ্যায়ঃ ফিতনার সময় মরুভূমিতে অবস্থান করা	৮৪৯
অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করেন	৮৫০
অধ্যায়ঃ লোকদের নিকট এক কথা বলা আর বাইরে গিয়ে আরেক কথা বলা	৮৫০
অধ্যায়ঃ আগুন বের হওয়া	৮৫০
কিতাবুল আহকামঃ অধ্যায়ঃ ইমামের কথা শুনা ও তা মান্য করা, যতক্ষণ না তা নাফরমানীর কাজ না হয়	৮৫৩
অধ্যায়ঃ ইমারতের (নের্তৃত্বের) জন্য লালায়িত থাকা অপছন্দনীয়	৮৫৩

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তিকে জনগণের দায়িত্ব অর্পন করা হলো, কিন্তু সে তাদের কোন কল্যাণ করলনা	৮৫৩
অধ্যায়ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট দিবে আল্লাহ্ও তাকে কষ্ট দিবেন	৮৫৪
অধ্যায়ঃ হাকিম বা শাসক রাগান্বিত অবস্থায় বিচার কিংবা রায় প্রদান করবে কি?	৮৫৪
অধ্যায়ঃ (চুক্তিনামায়) লেখকের জন্য যা উত্তম	৮৫৪
অধ্যায়ঃ ইমাম কিভাবে মানুষের কাছ থেকে বায়আত নিবে?	৮৫৪
অধ্যায়ঃ খলীফা নিযুক্ত করা	৮৫৫
কিতাবুত্ তামান্নীঃ অধ্যায়ঃ যে ধরণের আকাঙ্খা নিষেধ	৮৫৬
কিতাবুল ইতেসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ, অধ্যায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে অনুসরণ করা	৮৫৭
অধ্যায়ঃ অধিক প্রশ্ন করা এবং অযথা কষ্ট করা মাকরূহ্	৮৫৮
অধ্যায়ঃ ব্যক্তিগত রায় এবং ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয়	৮৫৮
অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাতের অনুসরণ করবে	৮৫৮
অধ্যায়ঃ বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে	৮৫৯
অধ্যায়ঃ বিচারক ইজ্তেহাদ করে সঠিক বা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার পুরস্কার	৮৫৯
অধ্যায়ঃ কোন কাজ দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চুপ থাকাও একটি দলীল। তবে অন্য কারো চুপ থাকা দলীল নয়	৮৫৯
কিতাবুত্ তাওহীদঃ অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতকে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন	৮৬০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রিযিক দাতা ও প্রবল শক্তির অধিকারী	৮৬০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়, আল্লাহর বাণীঃ তোমার রব পবিত্র ও মর্যাদার অধিকারী ঐ সমস্ত গুণাবলী থেকে, যা তারা বর্ণনা করে থাকে। আল্লাহর বাণীঃ সত্যিকারের মর্যাদা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জনই নির্ধারিত	৮৬০
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নফসের ভয় দেখিয়ে থাকেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ আমার নফসে যা কিছু আছে, তা তুমি জা, কিন্তু তোমার নফসে যা আছে, তা আমি জানিনা	৮৬১
অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তারা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করতে চায়	৮৬১
অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন নবী ও অন্যান্য লোকদের সাথে কথা বলবেন..	৮৬২
অধ্যায়ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের কথা ও কাজ (সকল আমল) ওজন করা হবে	৮৬৪